শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বাহৃদ্-গোবিন্দ-দেবৌ বিজয়েতেতমাম্

শ্রীমন্মহাকবি-শ্রীল-কবিকর্ণপূর-গোস্বামি-
প্রভুপাদ-বিরচিতং

শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ম্

(চরিত-নাটকম্)

টিপ্পনী সমেতং

বঙ্গানুবাদ

সুপ্রসিদ্ধ শ্রীমাধব-মাধুর্য-মঞ্জুষা ও শ্রীগৌরকরুণাচন্দ্রিকা-কণা প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা

শ্রীমণীন্দ্রনাথ গুহ

প্রাক্তন অতিরিক্ত চীফ ইঞ্জিনীয়ার (পি. ডব্লু. ডি., পং বং)

কর্তৃক

বঙ্গভাষায় অনুবাদিত এবং সম্পাদিত

১৩৭৮

প্রকাশিকা :
শ্রীসাবিত্রী গুহ
(পুরাণ-বৈষ্ণবদর্শন তীর্থ)
শ্রীকানুকুঞ্জ
ঠাকুর নিত্যগোপাল রোড
পানিহাটী (২৪ পরগণা)

গ্রন্থকার কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রাপ্তিস্থান :

(১) শ্রীপাটপানিহাটী—শ্রীমণীন্দ্রনাথ গুহ,
ঠাকুর নিত্যগোপাল রোড
শ্রীকানুকুঞ্জ, পানিহাটী
(২৪ পরগণা)

(২) মহেশ লাইব্রেরী
২/১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলেজ স্কোয়ার,
কলিকাতা-১২

(৩) সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার,
৩৮, বিধান সরণি
কলিকাতা-৬

মুদ্রাকর :
শ্রীজগন্নাথ পান
শান্তিনাথ প্রেস
১৬, হেমেন্দ্র সেন ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

বারো
আনুকূল্য—[redacted] টাকা

শ্রীগৌরহরি

—ঃ উৎসর্গপত্র ঃ—

যিনি আজীবন আমাদের কুলদেবতা শ্রীরাধাকৃষ্ণচন্দ্রের
সেবা সংরত ছিলেন, যিনি সদা শ্রীমদ্ভাগবত
পাঠে নিবিষ্ট থাকিতেন, যাঁহার রসনা
সংখ্যানাম গ্রহণে তৎপর থাকিত
সেই সাধনোচিত ধামগত পরম
ভাগবতী মাতৃদেবীর স্মৃতি-
তর্পণে এই গ্রন্থখানি
ভ ক্ত্য র্ঘ্য রূ পে
নি বে দি ত
হইল।

॥ জয় শ্রীগৌরহরি ॥

শ্রীশ্রীগুরুদেবের আশীর্বাণী

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর বিশেষ কৃপালিপ্ত পদাঙ্গুষ্ঠ লেহনের অমোঘ প্রভাবে, সপ্তমবর্ষ মাত্র বয়ক্রম হইতেই, যাঁহার অন্তরে বিকাশ পাইয়াছিল অলৌকিক কবিত্ব প্রতিভা,—যাহার ফলে তদীয় "কবিকর্ণপূর" নামে প্রসিদ্ধি। শ্রীগৌর-পদারবিন্দ-মধুপানের উদ্গিরণ স্বরূপ, যাহার লেখনীমুখে ছুটিয়াছিল অলৌকিক রস-প্রবাহ, যাহা 'অলঙ্কার-কস্তুভ' 'শ্রীচৈতন্যচরিত মহাকাব্য' 'গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা' 'আনন্দবৃন্দাবন-চম্পূ' প্রভৃতি অপূর্ব গ্রন্থাকারে মূর্ত ও ভক্তিজগতে তদীয় অমূল্য অবদানরূপে রহিয়াছে অবিস্মরণীয় হইয়া।

গৌর-বিরহ-কাতর মহারাজ প্রতাপরুদ্রের হৃদয়শেল অপনোদন উপলক্ষ্যে, ত্রিতাপদগ্ধ জনগণের ভবতাপ নিবারণ ও পরমাশান্তির প্রকৃষ্ট মহৌষধী স্বরূপ, যাঁহার বিরচিত এই 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক' নামক বর্তমান আলোচ্য দৃশ্যকাব্যখানি। যাহার মধ্যে শ্রীগৌরলীলার সুমধুর প্রেমরসধারার সহিত তদীয় সন্ন্যাস বা বৈরাগ্যলীলারূপ অম্লরসের সঞ্চারে, যে এক অপূর্ব মধুরাম্ল-রসের সৃজন করা হইয়াছে, তাহা শ্রীগৌরলীলারস পিপাসু ভক্তজনের অপূর্ব আস্বাদ্যরূপে বিবেচিত হইবার যোগ্য।

বাস্তবিকপক্ষে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর যে সন্ন্যাসলীলা, ইহা বাহ্যতঃ দশনামীয় সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের সন্ন্যাস বলিয়া বোধ হইলেও স্বরূপতঃ ইহা হইতেছে মোহন ও মাদনাখ্যমহাভাবস্বরূপিণী, শ্রীকৃষ্ণবিরহ-কাতরা শ্রীরাধারাণীর প্রেম-বৈরাগিণীভাব। ইহা বুঝা যায়,—শ্রীপাদ-সার্বভৌমের প্রতি তদীয় শ্রীমুখের উক্তি হইতেই।

"প্রভুকহে," শুন সার্বভৌম মহাশয়।
'সন্ন্যাসী' আমারে নাহি জানিহ নিশ্চয় ॥
কৃষ্ণের বিরহে মুঞি বিক্ষিপ্ত হইয়া।
বাহির হইনু শিখা-সূত্র ঘুচাইয়া ॥
সন্ন্যাসী করিয়া জ্ঞান ছাড় মোর প্রতি।
কৃপা কর যেন মোর কৃষ্ণে হয় মতি ॥"— (শ্রীচৈ° ভ° অন্ত্য/৩)

এই হেতু তদীয়—'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' এই সন্ন্যাস নামের সহিত সংযুক্ত দেখা যায় না—'ভারতী', 'পুরী' প্রভৃতি প্রচলিত কোন সন্ন্যাসসম্প্রদায়ী উপাধি।

সুতরাং এই অলৌকিক নাটকের শ্রীগৌরাঙ্গচরিত্রে সঞ্চার করা হইয়াছে যে রসমাধুর্য, তাহা সাধারণ সন্ন্যাসের ক্ষার-অম্লরস নহে; তাহা হইতেছে মধুরাম্লরসমিশ্রণে গৌররূপের এক অপূর্ব চিত্রণ ও আস্বাদন,—যাহার উল্লেখ দেখা যায় এই দৃশ্য কাব্যের ষষ্ঠ অঙ্কে—শ্রীগোপীনাথ আচার্য্যপাদের অনুভবে।

শ্রীগৌরপরিকর-প্রধান—শ্রীপাদ সেন শিবানন্দাত্মজ মহাকবি শ্রীপাদ পরমানন্দদাস বা শ্রীগৌরপ্রদত্ত নাম—'পুরীদাস' মহানুভব কৃত এই গ্রন্থ সম্বন্ধে মাদৃশ ক্ষুদ্র ও হীনজনের কোনও সমালোচনার সার্থকতা বা অবকাশ থাকিতে পারে না, যে গ্রন্থের নিজ মহিমালোকে স্বতঃই উদ্ভাসিত ভক্তিজগত।

উক্ত গ্রন্থের বিশুদ্ধ বঙ্গানুবাদ সহ একটি সর্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণের যে অভাব ছিল এতদিন বর্তমান সংস্করণের প্রকাশনে তাহা পূর্ণ হইয়াছে বলিয়াই আমার বিশ্বাস। এই গ্রন্থের সম্পাদন ও অনুবাদ কার্য্য সাধিত হইয়াছে—শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ গুহ মহাশয়ের অসাধারণ পরিশ্রম, অধ্যাবসায়, প্রভূত অর্থব্যয় ও লিপিকুশলতার ফলে। অবশ্য ইহার মূলে রহিয়াছে, তদীয় নিত্য আরাধ্য গৃহদেবতা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-যুগলের 'সাক্ষাৎ' কৃপা ও প্রেরণাশক্তি। প্রিয়তা সম্বন্ধ-স্থলে প্রিয়জনের সকল বিষয়ই প্রীতিকর হইয়া থাকে। সুতরাং পরম স্নেহাস্পদ সম্পাদকের সহিত আমার পারমার্থিক সম্বন্ধের প্রিয়তা বশতঃ তদীয় সম্পাদিত এই গ্রন্থের সমস্তই সুন্দর বলিয়া বিবেচিত হওয়া স্বাভাবিক। এই হেতু আমি এই বর্তমান সংস্করণ সম্বন্ধে নিজের কোন অভিমত প্রকাশ না করিয়া সে বিষয়ের বিচারভার সদাশয় পাঠকবৃন্দের উপর সন্ন্যস্ত করিতেছি। আমি শ্রীগৌরচরণে কেবল এই প্রার্থনা জানাইতেছি যে,—তৎসম্পাদিত ও পূর্ব-প্রকাশিত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত প্রভৃতি গ্রন্থগুলির ন্যায়, এই গ্রন্থখানিও যাহাতে সাধু সুধী সমাজে সমাদৃত ও সুখপাঠ্য হইয়া তাঁহাদের শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ-ভাজন হইতে এবং শান্তিময় দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া, এতাদৃশ মহৎকার্যে ব্রতী থাকিতে পারেন তিনি,—শ্রীগৌরহরি সতত সেই কৃপা বিস্তার করুন তাঁহার উপর। ॥ জয় গৌরহরি ॥ ইতি—

কবিকর্ণপূর-চরিত

প্রকটকাল ঃ অপ্রাকৃত রসাচার্য এই কবিকুলমুকুটমণির নাম হইল পরমানন্দ দাস, আর উপাধি হইল কবিকর্ণপূর। ইনি গৌরপার্ষদ শিবানন্দ সেনের ঘরে বৈদ্যকুলে ১৫২৪ খৃঃ কাচাড়াপাড়ায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীভগবান্ গৌরহরি মাতৃগর্ভেই এই কবির নামকরণ করিয়াছিলেন পরমানন্দদাস আবার তিনিই সপ্তমবর্ষে ইহার ভিতরে অপূর্ব কবিত্বের স্ফুরণ দেখিয়া ইহাকে কবিকর্ণপূর নামে ভূষিত করিয়াছিলেন। ইনি নিত্যসিদ্ধ গৌরপার্ষদ, পূর্বলীলায় গুণচূড়া সখী—(বৈষ্ণবাচার-দর্পণ—'গুণচূড়া সখী হন কবি কর্ণপূর')।

শ্রীগৌরহরি তাঁহার অন্তলীলার মধ্যভাগে যখন নীলাচলের গম্ভীরায় অন্তরঙ্গ পার্ষদ স্বরূপ-রামরায়কে লইয়া বিপ্রলম্ভরস-আস্বাদনে বিভোর রহিয়াছেন সেই সময়ে এই কবির মর্তে আগমন। এইটি হইল পাঠান সম্রাট ইব্রাহিমলোদির রাজত্ব-কাল—১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে পানিপথের যুদ্ধে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা। বাঙ্গালার নবাব তখন নছরৎশাহ্, আর উড়িষ্যার স্বাধীন রাজা গজপতি প্রতাপরুদ্র।

পিতৃপরিচয় ঃ কবি পিতার গরবে গরব করিতে পারেন—এমন তার পিতা। সেন শিবানন্দ শ্রীগৌরহরির অন্তরঙ্গ-ভৃত্য—এক সম্পন্ন গৃহস্থ। সহস্র সহস্র গৌড়ীয়-ভক্তকে তিনি নিজ ব্যায়ে অভিভাবকরূপে পালন করিয়া প্রতি বৎসর পুরী লইয়া যাইতেন গৌরদর্শন করাইতে। ইনি নিত্যসিদ্ধ গৌর-পার্ষদ. ব্রজলীলায়—বীরাদূতি।

শিবানন্দ সেন—প্রভুর ভৃত্য অন্তরঙ্গ।
প্রভুস্থানে যাইতে সবে লয়েন যাঁর সঙ্গ ॥
প্রতিবর্ষে প্রভুগণ সঙ্গেতে লইয়া।
নীলাচলে চলেন পথে পালন করিয়া ॥

—চৈ° চ° অ: ১০ ৫৪, ৫৫

ইহার প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণরায় বিগ্রহ এখনও কাচাড়াপাড়ায় বিদ্যমান আছে।

নামকরণ-প্রসঙ্গ ঃ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্তলীলা-দ্বাদশ পরিচ্ছেদে আমরা কবিকর্ণপূরের প্রথম সাক্ষাৎ পাই, যথা—

শিবানন্দ তিন পুত্রে গোসাঞিরে মিলাইলা।
শিবানন্দ সম্বন্ধে সবায় বহু কৃপা কৈলা ॥

ছোটপুত্রে দেখি প্রভু নাম পুছিলা।
পরমানন্দ দাস নাম সেন জানাইলা ॥

চৈ°চ°অ° ১২/৪৪—৪৫

ইহার পরবর্তী পয়ারেই এই বালকের পূর্ব কোন বৎসরের নামকরণ-প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হইতেছে,—যথা—

এবার তোমার যেই হইবে কুমার।
'পুরীদাস' বলি' নাম ধরিহ তাহার ॥
তবে মায়ের গর্ভে হয় সেইতো কুমার।
শিবানন্দ ঘরে গেলে জন্ম হইল তার ॥
প্রভু আজ্ঞায় ধরিল নাম পরমানন্দ দাস।
পুরীদাস করি প্রভু করেন উপহাস ॥

—চৈ°চ°অ° ১১/৪৭—৪৯

শিবানন্দের এই বালককে পরমানন্দপুরীর দাস রূপে চিহ্নিত করিবার কথা কবি নিজেও তাঁহার এই নাটকে উল্লেখ করিয়াছেন—যথা,—মহাপ্রভু—(পুরীশ্বরং প্রতি) স্বামিন্! তব দাসঃ।—চৈ°না° ১০/৫। শ্রীমৎ পরমানন্দপুরী হইলেন প্রেমকল্পতরু মহাপ্রভুর মধ্যমূল, শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের শিষ্য, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের গুরুদেব শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের গুরুভ্রাতা। মহাপ্রভু ইঁহাকে গৌরব-প্রীতি করিতেন,—নীলাচলের নিত্যলীলাসঙ্গী ইনি,—অতি প্রিয়তম। এই পুরীপাদের আশীর্বাদে পুরীতে জাত বলিয়া এই বালকের নাম রাখা হইল পুরীদাস। (শ্রীমৎপরমানন্দ-পুরীপাদপ্রসাদাৎ পুরুষোত্তমক্ষেত্রজাতত্বাৎ পুরীদাস-নামানমেতং—সুখবর্তনী ১।৫)। আরও, মহাপ্রভু এই বালককে নামমন্ত্র উপদেশ করিয়াছিলেন, কাজেই এই নামটি বালকের গুরুকুলকেও নির্দেশ করিতেছে।

গুরুর পরিচয়ঃ কবির পরমার্থিক পিতা—দীক্ষাগুরুর নাম শ্রীনাথ পণ্ডিত। এই নাটকের আরম্ভে সূত্রধার-মুখে কবি নিজ গুরুর পরিচয় এইরূপ দিয়াছেন—'শ্রীনাথেনানুগৃহীতেন শিবানন্দসেনস্য তনুজেন নির্মিতং পরমানন্দদাস-কবিনা', ইত্যাদি। অর্থাৎ—শ্রীনাথের অনুগৃহীত শিবানন্দ-পুত্র কবি-পরমানন্দদাস বিরচিত, ইত্যাদি। নিজ গুরুদেবের রূপ-গুণের এক উচ্ছাসময়ী বর্ণনা কবি এই নাটকের দশম অঙ্কে দিয়াছেন, যথা—'যাঁহার রূপ পরমমধুর লোকলোচন-রসায়ন রমণীয়, যাঁহার বয়স নবীন, যাঁহার বাহ্যাভ্যন্তর স্বতঃপ্রবাহিত

কৃষ্ণপ্রেমরসে পরিপূর্ণ—সেই শ্রীনাথ নামক ব্রাহ্মণকুলতিলক এক লোভনীয় মূর্তি।' এই কবির বিরচিত আনন্দবৃন্দাবনচম্পূর মঙ্গলাচরণে কবি গুরুবন্দনা করিতেছেন—'গুরুং নঃ শ্রীনাথাভিধমবনিদেবান্বয়বিধুং, নুমো ভূষারত্নং ভুব ইব বিভোরস্য দয়িতম্।' অর্থাৎ পৃথিবীর অলঙ্কারস্বরূপ বিপ্রকুল-চন্দ্রমা আমাদের শ্রীগুরুদেব শ্রীনাথ-আচার্য শ্রীগৌরাঙ্গের অতি প্রিয়। এই শ্রীনাথবিপ্র অদ্বৈত প্রভুর শিষ্য—পূর্বলীলায় সনন্দন।—(গৌরগণোদ্দেশদীপিকা)। ইনি শ্রীচৈতন্য-মত-মঞ্জুষা নামে ভাগবতের একটি টীকা করেন।

বাহ্যতঃ কবির মন্ত্রগুরু শ্রীনাথ বিপ্র হইলেও আসলে কিন্তু শ্রীগৌরহরি নিজেই কবির মন্ত্রদাতাগুরু—'বস্তুতো দীক্ষাগুরুরপ্যস্য শ্রীভগবানেব শ্রীচৈতন্যঃ, তদাজ্ঞা-পারবশ্যেনৈব গুর্বান্তরাশ্রয়ণম্।'—সুখবর্তনী ১/৫। এই সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে যেরূপ ঘটনার উল্লেখ আছে তাহা এখানে দেওয়া হইতেছে।

সে বৎসর শিবানন্দ পত্নী লইয়া আইলা।
পুরীদাস ছোটপুত্রে সঙ্গেতে আনিলা ॥
পুত্র সঙ্গে লইয়া তেঁহো আইলা প্রভুস্থানে।
পুত্রেরে করাইলা প্রভুর চরণ বন্দনে ॥
কৃষ্ণ কহ বলি প্রভু বলেন বার বার।
তবু কৃষ্ণ নাম বালক না করে উচ্চার ॥
শিবানন্দ বালকেরে বহুযত্ন করিলা।
তবু সেই বালক কৃষ্ণনাম না কহিলা ॥
প্রভু কহে,—"আমি নাম জগতে লওয়াইলু।
স্থাবরে-পর্যন্ত কৃষ্ণ নাম কহাইলু ॥
ইহারে নারিলুঁ কৃষ্ণ নাম কহাইতে।"
শুনিয়া স্বরূপ গোসাই লাগিলা কহিতে।
"তুমি কৃষ্ণ নাম মন্ত্র কৈলা উপদেশে।
মন্ত্র পাইয়া কার আগে না করে প্রকাশে ॥
মনে মনে জপে না করে আখ্যান।
এই ইহার মনঃকথা করি অনুমান ॥"

চৈ°চ°অ° ১৬/৬৫—৭২

উপর্যুক্ত পয়ার কয়টি উদ্ধৃত করিয়া শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ তাঁহার নির্মিত

আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ-সুখবর্তনী টীকায় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—মহাপ্রভু নিজেই কবি-কর্ণপূরের হৃদয়ে তাঁহার অভীষ্টমন্ত্ররাজ উপদেশ করিয়াছেন,—শুধু লোকরীতি-সদাচার রক্ষার জন্য যথাসময়ে শ্রীনাথ পণ্ডিতের দ্বারা দীক্ষাদান করাইয়াছেন। [তদভীষ্টমন্ত্ররাজমপি হৃদৈব স্বয়মুপদিশ্যাপি লোকরীতিখ্যাপনায় সময়ে শ্রীনাথ-পণ্ডিতদ্বারাপি পুনরসাবুপদিদিশ ইতি।—শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তীর সুখবর্তনী ১।৫।] এই মন্ত্র প্রাপ্তি যে ৭ বৎসর বয়সে হইয়াছিল তাহাও ঐ সময়ে কাব্যশক্তি-বিকাশ-প্রসঙ্গে উল্লিখিত আছে; যথা—'সাত বৎসরের শিশু নাহি অধ্যয়ন। ইত্যাদি'।—চৈ° চ° অ° ১৬/৭৫।

প্রথম গৌরদর্শনের বয়স :

শিবনন্দ যবে সেই বালকে মিলাইলা।
মহাপ্রভু পদাঙ্গুষ্ঠ তার মুখে দিলা ॥

—চৈ°চ° অ° ১২/৫০

এইটি যে কবির কত বয়সের কথা তাহা স্পষ্ট কোথাও লেখা না থাকিলেও—ইহার পরবর্তী কোন বৎসরে এই বালকের কাব্যশক্তিপ্রকাশ-প্রসঙ্গে বয়স ৭ বৎসর বলিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেই উল্লেখ থাকায় এইটি যে সাত বৎসরের কম কোন একটি বয়স তাহা স্পষ্ট।

আরও চৈতন্যচরিতামৃতের (অ° ১২/৪৪-৫০) পয়ার হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে উপর্যুক্ত ১২/৫০ পয়ারে বর্ণিত মিলনই কবির প্রথম গৌর-মিলন। আরও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের (অ° ১২।৩৮-৪০) পয়ার হইতে জানা যায় যে এই প্রথম দর্শন সেই বৎসর হইয়াছিল যে বৎসর শিবানন্দের ভাগিনা শ্রীকান্ত মাতুলের অপমানে অভিমান করিয়া সকলের আগে একা মহাপ্রভুর নিকট আসিয়াছিলেন। কবির নাটকের দশম অঙ্কে এই শ্রীকান্ত সম্বন্ধীয় ঘটনার বিবরণ হইতে কবির প্রথম দর্শন-বয়সের ইঙ্গিত পাওয়া যায়, যথা—

শ্রীকান্ত একা আসিয়া মহাপ্রভুকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলে মহাপ্রভু প্রশ্ন করিলেন—এবার গৌড়দেশ হইতে কে কে আসিতেছে। উত্তরে শ্রীকান্ত কথা বলিতে বলিতে মাতুলপুত্র এই বালকের কথা বলিতেছেন—শ্রীকান্ত—বাসুদেবাপত্যং মাতুলস্য পুত্রৌ। মহাপ্রভু—তৌ দৃষ্টপূর্বৌ? শ্রীকান্ত—কনীয়াংস্তু যঃ সোঽদৃষ্ট শ্রীচরণঃ। মহাপ্রভু—(পুরীশ্বরং প্রতি) স্বামিন্! তব দাসঃ। অর্থাৎ শ্রীকান্ত—বাসুদেবের সন্তান ও আমার মাতুল পুত্রদ্বয় আসিয়াছে।

মহাপ্রভু—তাহাদের কি পূর্বে দেখিয়াছি? শ্রীকান্ত—কনিষ্ঠটি আপনার শ্রীচরণ দর্শন করে নাই। মহাপ্রভু—(পুরীশ্বরের প্রতি) স্বামী! এইটি আপনার দাস। ইহার পর নাটকে কবির প্রথম গৌরদর্শনের বর্ণন হইয়াছে—শিবানন্দ সেন এই কনিষ্ঠ তনয়কে ডাকিয়া গৌর দেখাইতেছেন—'পশ্য পশ্য অয়ম্ অয়ম্—বিদ্যুদ্দাম' ইত্যাদি। অর্থাৎ ঐ দেখ ঐ যে ঐ যে সোনার বরণ গৌর,—বিদ্যুতের মত ঝলমল করিতেছে, ইত্যাদি। যে পুত্রের নিকট এইভাবে গৌররূপের বর্ণন হইতেছে সে যে একেবারে শিশু হইবে না তাহা সহজেই অনুমেয়—কাজেই বুঝা যায় বয়স তখন সাত-এর কম ৫।৬ হইতে পারে। আনন্দবৃন্দাবনচম্পূর সুখবর্তিনীর টীকায় শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তিপাদও এই বয়সই গ্রহণ করিয়াছেন; সুখবর্তনীতে পদাঙ্গুষ্ঠ-আস্বাদন-দানের কথা-প্রসঙ্গে এইরূপ বিবরণ আছে, যথা—'একদিন মহাপ্রভু দুই তিন প্রিয় সহচরের সহিত রথযাত্রা-দর্শনচ্ছলে আগত কর্ণপুর-পিতা তাঁহার পার্ষদ শিবানন্দসেনের বাসায় আসিলেন। সেন সম্ভ্রমের সহিত মহাপ্রভুর চরণ বন্দন করিলেন, সেইখানে **পাঁচ ছয় বৎসরের বালক** কর্ণপূর পিতার বন্দনা দেখিতেছিলেন,—মহাপ্রভু শিবানন্দকে বলিলেন—ভাল ভাল তোমার বুঝি এই পুত্র হইল। এইরূপ বলিয়া তিনি কৃপায় ঐ পুত্রের শিরে শ্রীচরণ তুলিয়া দিবার ইচ্ছা করিলেন।' —(সুখবর্তিনী ১/৫)

কৃপাসঞ্চার ঃ ঐ স্থানেই আরও এইরূপ বর্ণনা আছে, যথা—'মহাপ্রভু শিরে শ্রীচরণ তুলিয়া দিবার ইচ্ছা করিলে বাল্যাবেশে ঐ বালক মুখব্যাদন করিল, আর মহাপ্রভু কৌতুকে তাঁহাকে কৃপাসিক্ত চরণাঙ্গুষ্ঠ আস্বাদন করাইলেন। এইরূপে অলক্ষিতভাবে এই বালকে অলৌকিক কাব্যরচনাশক্তির সঞ্চার হইল।'—(সুখবর্তনী ১/৫)। অতঃপর প্রভু বালককে আশীর্বাদ করিলেন—'বৎস প্রাণভরিয়া আস্বাদন কর অলৌকিক কাব্যশক্তি লাভ কর আর এই দেবদুর্লভ অমৃত ভাবী কালের অখিল ভক্তজনকে বিতরণ কর।'—(সুখবর্তনী মঙ্গলাচরণ শ্লোক)।

চরণাঙ্গুষ্ঠ আস্বাদন-দানে কৃপাসঞ্চারের কথা বলা হইল, এবার উচ্ছিষ্টদানে কৃপাসঞ্চারের কথা শুনুন। যে প্রভু জ্ঞাতসারে কাহাকেও চরণজল-উচ্ছিষ্টাদি দানে দৈন্য দেখাইতেন তিনি আজ এই বালকের প্রথম দর্শনে নিজেই সেবক গোবিন্দকে আদেশ করিলেন—

শিবানন্দের প্রকৃতি পুত্র—যাবৎ এথায়।
আমার অবশেষ পাত্র তারা যেন পায়॥ চৈ চ অ ১২।৫৩

এই উচ্ছিষ্ট-দানে কৃপাসঞ্চারের কথা কবিকর্ণপুর নিজগ্রন্থ এই নাটকের উপসংহারে এইরূপ বলিয়াছেন—['যস্যোচ্ছিষ্টপ্রসাদাদয়মজনি মম প্রৌঢ়িমা কাব্যরূপী' ইত্যাদি] অর্থাৎ 'যাঁহার উচ্ছিষ্ট-প্রসাদে আমার কাব্যরচনার এই প্রতিভা—স্বয়ং সরস্বতীই যেন আমার মুখে কথা কহিতেছেন, সেই গৌরসুন্দরের লীলা রঙ্গমঞ্চে সুখে বর্ণন করিলাম।'

কবিত্ব শক্তির প্রথম প্রকাশঃ প্রথম দর্শনের এক কি দুই বৎসর পর যখন রথযাত্রাচ্ছলে কবি পিতার সহিত নীলাচলে গিয়াছেন এবং যে বৎসর মন্ত্রদীক্ষা দান হইল সেই বৎসরে সপ্তম বৎসরের বালকের মুখে এক অপূর্ব শ্লোক বিকাশ হইল। আর দিন কহেন প্রভু—পড় পুরীদাস। এই শ্লোক করি তেঁহো করিলা প্রকাশ॥

শ্রবসোঃ কুবলয়মক্ষ্ণো-, রঞ্জনমুরসো মহেন্দ্রমণিদাম।
বৃন্দাবনতরুণীনাং, মণ্ডনমখিলং হরির্জয়তি॥

যিনি বৃন্দাবনরমণীগণের অখিল ভূষণস্বরূপ,—শ্রবণযুগলের নীলকমল, চক্ষের অঞ্জন, বক্ষের মহেন্দ্রমণিদাম—সেই শ্রীহরি সর্বোৎকর্ষের সহিত বিরাজমান আছেন।

সাত বৎসরের শিশু নাহি অধ্যয়ন।
ঐছে শ্লোক করে লোকে চমৎকার মন॥ —চৈ° চ° অ° ১৬।৭৫

বৃন্দাবন-বাসঃ এই কবি রচিত আনন্দবৃন্দাবনচম্পূর মঙ্গলাচরণে গুরু-বন্দনা ('যদাস্বাৎ' ইত্যাদি ১/৫) শ্লোকে এইরূপ আছে, যথা—'শ্রীনাথবিপ্রের রচিত চৈতন্যমঞ্জুষা নামক ভাগবতের টীকায় নির্দোষ বৃন্দাবনরহলীলার কথা আস্বাদন লাভ করিবার পর জগতের অন্য ভোগ্য স্থানে আর মন লাগে না, অর্থাৎ বৃন্দাবনেই শীঘ্র চলিয়া আসে।' এই শ্লোকের সুখবর্তনী টীকায় শ্রীবিশ্বনাথ বলিতেছেন—"এই কথা, বলিয়া কবিকর্ণপূর নিজের বৃন্দাবনবাসের হেতুও দেখাইলেন।" শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তীর এই টীকা হইতে বুঝা যায় কবি শেষজীবনে বৃন্দাবন বাস করিয়াছিলেন।

কবিকর্ণপূরের রচিত গ্রন্থাবলী*ঃ

(১) শ্রীচৈতন্যচরিত মহাকাব্য, (২) শ্রীমদলঙ্কার-কৌস্তুভঃ, (৩) আর্যাশতক (৪) শ্রীমদানন্দবৃন্দাবনচম্পূঃ, (৫) শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ম্, (৬) শ্রীকৃষ্ণাহ্নিককৌমুদী (৭) গৌরগণোদ্দেশদীপিকা, (৮) বাঙ্গলা-ভাষায় রচিত পদাবলী প্রভৃতি।

---

* শ্রীশ্রীহরিদাস বাবাজী মহারাজ সম্পাদিত গৌড়ীয়-বৈষ্ণব অভিধান অবলম্বনে।

১। **শ্রীচৈতন্যচরিত মহাকাব্য ঃ** শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের নয় বৎসর পর ১৪৬৪ শাকে এই গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত হয়। আশৈশব প্রভুচরিত্র-বিলাসবিজ্ঞ মুরারির করচা অবলম্বনে এই গ্রন্থের ত্রয়োদশ সর্গ-পর্যন্ত রচনা; পরবর্তী অংশ কবির দৃষ্ট অথবা শ্রুত। এই মহাকাব্যের নায়ক—মহত্তম গুণনিধি ধীরোদাত্ত শ্রীগৌরচন্দ্র। এই গ্রন্থের ভাষা প্রাঞ্জল, প্রসাদগুণযুক্ত ও অলঙ্কারভূষিত।

২। **শ্রীমদলঙ্কার-কৌস্তুভঃ ঃ** এই গ্রন্থ দশটি কিরণে বিভক্ত। প্রথম কিরণ—'ধ্বনি নাদব্রহ্ম', ধ্বনির কাব্যপ্রাণতা, কাব্য ও কবির লক্ষণ ইত্যাদি আলোচনা আছে। দ্বিতীয় কিরণ—স্ফোটবাদ-স্বীকারে আন্তর ও বহিস্ফোটের নির্ণয়, বর্ণাত্মক শব্দের নানারূপ ভেদ ইত্যাদি আলোচনা। তৃতীয় কিরণ—রসাখ্যধ্বনি কাব্যের আত্মা, অন্যধ্বনি প্রাণ; ধ্বনিভেদের আলোচনা—ধ্বনিতে কাব্য হয় আর ধ্বনির ধ্বনিতে উত্তমোত্তম কাব্য হয়। চতুর্থ কিরণ—ধ্বনির আট প্রকার বৈশিষ্ট্যের আলোচনা। পঞ্চম কিরণ—এই প্রকরণে রসভাব-তদ্‌ভেদ্ নিরূপণ করা হইয়াছে। সামাজিকের রস আস্বাদন পদ্ধতি—দৃশ্য ও শ্রাব্য কাব্যের একাদশ রস, শৃঙ্গার-রসের সম্ভোগ-বিপ্রলম্ভ ভেদদ্বয়, পূর্বরাগের অভিলাষ চিন্তাদি দশ অবস্থা ইত্যাদি আলোচনা। ষষ্ঠ কিরণ—মাধুর্যাদি গুণত্রয় নিরূপণ—অর্থব্যক্তি উদারতাদি সপ্ত অতিরিক্ত গুণের উদাহরণাদি। সপ্তম কিরণ—শব্দালঙ্কার নির্ণয়—বক্রোক্তি, অনুপ্রাস, যমক, ভাষা শ্লেষাদি এবং চিত্রকাব্য। অষ্টম কিরণ—অর্থালঙ্কার নির্ণয়—উপমাদি সকল অলঙ্কারের লক্ষণ, ভেদ ও বিস্তারিত উদাহরণ, অন্তে শব্দালঙ্কারের দোষাদি। নবম কিরণ—রীতি নিরূপণ—বৈদর্ভী প্রভৃতি রীতি চতুষ্টয়। দশম কিরণ—দোষ-নির্ণয়—পদ, পদাংশ, বাক্য, অর্থ ও রসগত দোষের নিদ্ধারণ।

৩। **আর্যাশতক ঃ** মাত্রাবৃত্তে গ্রথিত ১১৯টি শ্লোকে এই গ্রন্থ রচিত। ইহাকে সাধারণতঃ স্তুতিকাব্য বলা চলে। ইহাতে শ্রীশ্যামসুন্দরের ধীরললিত নায়কোচিত গুণরাজির পরিবেশন করা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য-মাধুর্যের পরিচয় দানে তাহার সর্বনায়ক শিরোমণিত্ব প্রতিপাদন করিয়া অতঃপর পৃথক পৃথক দিবসের বিবিধকালের লীলা-বিনোদ বর্ণিত হইয়াছে।

৪। **শ্রীমদানন্দবৃন্দাবনচম্পূঃ ঃ** এই গ্রন্থে ২২টি স্তবক আছে ইহাতে নন্দোৎসব হইতে আরম্ভ করিয়া রাসলীলা পর্যন্ত্য, এবং অধিকন্তু হোরিকা ও ঝুলনাদি সমগ্র কৃষ্ণলীলা বর্ণিত আছে। প্রথম স্তবকে শ্রীবৃন্দাবন বর্ণনা, দ্বিতীয়

হইতে সপ্তম পর্যন্ত বাল্যলীলা এবং অষ্টম হইতে শেষ পর্যন্ত কৈশোরলীলা বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীমদ্‌ভাগবতীয় দশমস্কন্ধসম্বন্ধি কৃষ্ণচরিতবর্ণিত হইলেও এই চম্পূ কবির গুম্ফন কৌশলে অপূর্ব রমণীয়তা ধারণ করিয়াছে এবং পদে পদে আস্বাদনীয় হইয়াছে। এই কাব্য ধ্বনির ধ্বন্যন্তর উদ্‌গারে মহা চমৎকার হইয়াছে—এই কাব্য সুরসিক, সুভাবুক ও সুকবিগণেরই পরম আস্বাদনের বস্তু। মাধুর্যলীলার পরিবেশনে সিদ্ধহস্ত কবি সাধকের হিতের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া শ্রীকৃষ্ণের অতি-মর্ত লীলাবলীকেও নরলীলাবৎ পরিবেশন করিয়াছেন। কুত্রাপি ঐশ্বর্য-ভাবদ্যোতক শব্দ ব্যবহার করিলেও তদন্তরে কোন নিগূঢ় ভাবের ব্যঞ্জনা আছে বুঝিতে হইবে।

৫। **শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ম্ঃ** গ্রন্থ-পরিচয় দ্রষ্টব্য।

৬। **কৃষ্ণাহ্নিককৌমুদীঃ** কৃষ্ণাহ্নিককৌমুদী স্মরণাঙ্গ ভক্তিযাজনের জন্য সর্বপ্রথম রচিত অষ্টকালীন কৃষ্ণলীলা স্মরণপদ্ধতি কাব্য। (১) নিশান্তলীলায় শুক-শারীর প্রবোধনের পর যুগলকিশোরের রসালস-বর্ণনা চিত্তচমকপ্রদ। (২) প্রাতঃলীলায় শ্রীরাধাগোবিন্দের কেশদামের সপরিপাটী প্রসাধনাদি অতি স্বাভাবিক ও মনোরম, শ্রীরাধার নন্দালয়ে রন্ধনাদি পরিপাটি অতি বিচিত্র। (৩) মধ্যাহ্নলীলায় গোপীগণের সহিত বাক্‌বিলাস, বনবিহার, যমুনায় জলকেলি, বনভোজন, অক্ষক্রীড়া ও রসকন্দল ইত্যাদি বিচিত্র বিলাস পরম অদ্ভুত ও অস্বাদনীয় (৪) অপরাহ্নলীলায়—গোধূলিধূসরিত শ্রীকৃষ্ণের শোভা, বংশীধ্বনিতে স্থাবরজঙ্গমের প্রেমবিকার, গোপীগণ কর্তৃক নিজ অভিলাষসূচক কটাক্ষপাত, শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক প্রতি কটাক্ষে উত্তরদান ইত্যাদির অতিসুন্দর বর্ণন। (৫) সায়ংলীলায় প্রদোষলক্ষ্মী কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণচরণ ও চন্দ্রোদয় বর্ণনা মনোরম। প্রদোষলীলায় যোগমায়ার সাহায্যে গোপীদের জ্যোৎস্নাভিসার। নৈশলীলায় মধুপানোৎসব, সখীগণের ভাববিহ্বলতা, গীত-অভিনয়াদি দ্বারা কামময় উৎসব সম্পাদন অতীব রসাল, রমণীয় ও চিত্তচমকপ্রদ।

৬। **গৌরগণোদ্দেশদীপিকাঃ** শ্রীচৈতন্যলীলার পার্ষদগণ পূর্ব পূর্ব অবতারে কে কোন্ স্বরূপে ছিলেন তাহাই এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। কবি বলিতেছেন—'শ্রীস্বরূপাদি মহাজনগণ নিজ নিজ গ্রন্থে গৌরপার্ষদগণের পূর্বনাম প্রকাশ করিয়াছেন, এবং গৌড়-উৎকলের সাধুমুখেও ইঁহাদের পরিচয় পাওয়া যায়—এই সবই আমার গ্রন্থের উপাদান—ইহা স্বকপোলকল্পিত নয়।'

গ্রন্থ-পরিচয়

রচনাকাল ঃ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের রচনাকাল হইল ১৪৯৪ শক—১৫৭২ খৃঃ। ইহা গৌরহরির অপ্রকটকাল হইতে ৩৯ বৎসর পরবর্তী আর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রচনাকাল হইতে ৪৩ বৎসর পূর্ববর্তী কাল।

নাটকের বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্য ঃ এই নাটকের বর্ণিত বিষয় এবং উদ্দেশ্য কি তাহা গ্রন্থারম্ভে কবি নিজেই বলিয়াছেন, যথা,—প্রেমমূরতি ন্যাসিশিরোমণি শ্রীগৌরাঙ্গের গুণপরিমলবাসিত রসোদ্গারে অলঙ্কৃত অনির্বচনীয় লীলাকথা এই গ্রন্থের বিষয়, আর ইহার উদ্দেশ্য হইল প্রাণপ্রিয় গৌরবিরহবেদনা উপশম। প্রিয়জনের যশসৌরভবাসিত কথামৃত সহৃদয় বন্ধুমুখে কথিত বা অভিনীত হওয়া ব্যতীত প্রিয়বিরহবেদনা উপশমের আর কোন উপায় নাই।

এই নাটকে বর্ণিত লীলার কিছু অংশ কবির নিজ চক্ষে দেখা কিছু সাক্ষাৎ দ্রষ্টার মুখে শোনা 'শ্রীচৈতন্যকথা যথামতি যথাদৃষ্টং যথাকর্ণিতং'।—(উপসংহার শ্লোক)।

প্রেমবিরহ ঃ প্রেমবিরহ-বর্ণনের দ্বারা এই নাটকের আরম্ভ। সকল ভক্তের নয়নমণি, হৃদয়ধন, প্রাণেরও প্রাণস্বরূপ, সকল সৌন্দর্য-মাধুর্যের আধার এক অদ্ভুত আনন্দপুঞ্জ শ্রীগৌরসুন্দর লোকলোচনের অদৃশ্য হইয়া গিয়াছেন, তাঁহার তিরোধানে জগত অন্ধকারে আবৃত হইয়া গিয়াছে। ভক্তগণের সকল আনন্দ ফুরাইয়াছে, তাঁহারা বিরহবেদনায় হাহাকার করিতেছেন।

এই নাটকের যবনিকা উঠিলেই প্রথমে এই দৃশ্যটি চোখে পড়ে,—রথযাত্রার ধুমধাম আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, নানাদেশের লোকজনে নীলাচলের রাজপথ ভরিয়া গিয়াছে—কিন্তু কাহারও মনে সুখ নাই—মহারাজ প্রতাপরুদ্রের বিশ্ব-বিলোড়নকারী হাহাকার শুনা যাইতেছে,—'অহো সেই এই নীলাচলতিলক জগন্নাথের রথযাত্রা উপস্থিত, সেই এই উপবনশ্রেণীও বিরাজমান্, সেই এই রথযাত্রাপথও শোভমান্, কিন্তু এ সকলই এখন পিত্তজ্বরের ন্যায় চক্ষুপ্রদাহকারী হইয়াছে, খলবাক্যের ন্যায় মনকে অত্যন্ত ব্যথিত করিতেছে এবং হৃদব্রনের ন্যায় দেহের ক্লেশকর হইয়াছে।'

বিরহের আর একটি অপূর্ব ছবি অঙ্কিত হইয়াছে নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে নিমাই-সন্ন্যাস প্রকরণে,—নদীয়া ছাড়িয়া গৌর চলিয়া গিয়াছেন.—অদ্বৈতাদি ভক্তগণ বিরহবেদনায় মুহ্যমান, তাঁহাদের আকুলি-বিকুলিতে পাষাণও বুঝি গলিয়া যায়। কেহ বলিতেছেন—'হে দয়িত, হে প্রাণদেবতা, আমরা ভাবিতাম

তোমার পদারবিন্দ অদর্শনে ক্ষণকালও আমাদের জীবন থাকিবে না কিন্তু কি লজ্জার কথা, কতদিনের অদর্শনেও এই তো বেশ জীবিতই আছি।' (এই বলিয়া মূর্ছিত হইলেন)। আবার অন্য কেহ বলিতেছেন—'সেই ঈশ্বর যদি আমাদের নয়নপথের পথিক না হন, যদি করুণায় আমাদের প্রতি দৃষ্টিপাত না করেন তবে হে প্রাণবায়ুসকল তাঁহার পদকমল লাভের আশায়, তোমাদের মত বজ্র-কঠিন সহস্র সহস্র প্রাণকেও ক্ষণকাল মধ্যে তৃণের মত ত্যাগ করিব।'

সদ্য পতিহারা নারীর আকুল ক্রন্দন কি কোনদিন প্রত্যক্ষ করিয়াছেন? যদি করিয়া থাকেন তবেই এই বিশ্ব-বিলোড়নকারী হাহাকারের কিঞ্চিৎ অনুভব করিতে পারিবেন।

এইরূপ অপার দুঃখেও ভক্তের প্রাণ টিকিয়া থাকে কি করিয়া? এই প্রশ্নের উত্তর কবি নাটকের পঞ্চম অঙ্কে দিয়াছেন—'সেই বিশ্বম্ভরের গুণাবলী আর তার দর্শন-উৎকণ্ঠা—এই দ্বিগুণ বলিত রজ্জুদ্বারা প্রাণবায়ু বাধা রহিয়াছে তাই বাহির হইতে পারিতেছে না।'

দর্শন-উৎকণ্ঠাঃ সকল নদী যেমন সাগরে গিয়া মিলিত হয় তেমনি গৌর-পার্ষদগণ যে যেখানে ছিলেন প্রবল উৎকণ্ঠায় নীলাচলে আসিয়া তাঁহাদের প্রাণদেবতার সহিত মিলিত হইতেছেন—এই দর্শন-উৎকণ্ঠার এক অপূর্ব বর্ণনা পাওয়া যায় অষ্টম অঙ্কে। পরমানন্দপুরী বলিতেছেন—'প্রৌঢ়োৎকণ্ঠা-বিলুলিত-মহো মানসমিদম্।'—অহো কবে আমার সেই ভক্তরূপী ভগবানের দর্শন হইবে, মন যে আমার প্রৌঢ়ি উৎকণ্ঠায় আকুল হইয়া উঠিয়াছে, ইত্যাদি। দামোদরস্বরূপ 'হেলোদ্ধূলিতখেদয়া' ইত্যাদি বলিতে বলিতে নীলাচলের পথে চলিয়াছেন,—গৌরকরুণার অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যের কথা বলিয়া যেন আর শেষ করিতে পারিতেছেন না। পুরীর রাজা তো দর্শনোৎকণ্ঠায় প্রাণই বিসর্জন দিতে চাহিতেছেন।

প্রত্যক্ষদর্শী কবির এই হৃদয়স্পর্শী বিরহ ও দর্শনোৎকণ্ঠা-বর্ণন জগতের পরম মঙ্গলের কারণ হইয়াছে। প্রেমবিরহ এবং তৎপ্রসূত দর্শনোৎকণ্ঠা ভজনের চরমসীমায় লভ্য একটি অবস্থা হইলেও পুঞ্জিভূত প্রেমবিরহাগ্নির তাপ লাগিতে লাগিতে সাধারণ চিত্তও উত্তপ্ত হইয়া উঠিতে পারে।

রূপমাধুরীঃ গৌররূপমাধুরী-বর্ণন এই গ্রন্থের একটি অপূর্ব বৈশিষ্ট্য। অপূর্ব গৌররূপ—এই অতুল রূপ কবি নিজচক্ষে দর্শন করিলেন, ঐ রূপসাগরে

ডুবিয়া গিয়া তাঁহার করুণহৃদয় ভাবীকালের জীবের জন্য কাতর হইল,—অমন নয়নের কি প্রয়োজন—যা'র ঐ রূপ দর্শন হইল না। তাই কাব্য-লক্ষ্মীর বরপুত্র কবিকর্ণপুর অপূর্ব শব্দবিন্যাসে ঐ রূপকে মূর্তিমান্ করিয়া তুলিয়াছেন তাহার এই নাটকে,—পড়িতে পড়িতে মনে হয় সাক্ষাৎ গৌরই যেন সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

দশম অঙ্কে কবি বলিতেছেন—'ঐ দেখ ঐ দেখ অপরূপ রূপ—কোটি বিদ্যুৎ চমকের মত উজ্জ্বল অঙ্গকান্তি, সিংহরাজতুল্য উৎকণ্ঠিত সচ্ছন্দ গমন-ভঙ্গি, স্বর্ণদণ্ডবিজয়ী সুদীর্ঘমনোরম বাহুযুগল—ঐ যে সম্মুখে সিংহগ্রীব শ্রীগৌরাঙ্গ উজ্জ্বল নবারুণ বসনে স্ফূর্তি পাইতেছেন।' আস্বাদন-তন্ময়তায় ডুবিয়া গিয়া পুনরায় বলিতেছেন—'এ কোন্ কনকমণি আমার নয়নসম্মুখে উদিত হইতেছে, যাঁহার প্রচণ্ড মার্তণ্ডসদৃশ তেজোরাশিতে জীবমাত্রের চিত্তের বিষয়রস পরিশোষিত হইতেছে এবং অসীম রূপমাধুরীতে চতুর্দিক্ ভগবদনুরাগামৃত ধারায় প্লাবিত হইয়া যাইতেছে। ইচ্ছা হয়—শতকোটি চাঁদের জোছনায় ঐ চাঁদবদনের নির্মঞ্ছন করি আর সোনার প্রদীপে ঐ রূপমাধুরী আরত্রিক করি, আর জীবন-কুসুমদ্বারা ঐ পাদপদ্মের সেবা করি, এবং লক্ষদেহে ইঁহার কৃপালেশ বরণ করি।

শ্রীগৌরাঙ্গের দুইটি রূপ। দুইটিই নিত্য স্বরূপানুবন্ধি রূপ। একটি আমরা দেখিতে পাই নদীয়ার পথে, যথা—

কেশের বেশে ভুলিল দেশে
তাহে রসময় হাসি।
নয়ন তরঙ্গে বিকল করিল
বিশেষে নদীয়াবাসী।
গৌরাঙ্গ সুন্দর নাচে।
নিগম নিগূঢ় প্রেমভকতি
যারে তারে পহু যাচে॥

আর একটি রূপ দেখিতে পাই নীলাচলের পথে—সেই কেশের বেশ আর নাই, মুণ্ডিত মস্তক, কিন্তু সৌন্দর্য-মাধুর্যের কিছু কমতি পড়ে নাই। কবি এই সন্ন্যাস রূপটিই দেখিয়াছেন, পূর্বেরটি দেখেন নাই। এই সন্ন্যাস-সৌন্দর্যে মুগ্ধ কবি, ইহার বর্ণন করিতেছেন—চৈ°না° ৫/১৩ ; 'চূড়াবিয়োগাদরুনেন বাসসা, দুরাদসৌ' ইত্যাদি। চৈ°না° ৫/১৪; 'রক্তাম্বরং কনকপীতমিদং' ইত্যাদি। অর্থাৎ চূড়ার

অভাব ও রক্তবস্ত্র যদিও দূর হইতে ইহাকে অন্যের মত প্রতীয়মান করাইতেছে, তথাপি অঙ্গের কনকদ্যুতি, অদ্ভুত লাবণ্যপ্রবাহ—এই দুই ইহাকে নিশ্চিতরূপেই চিনাইয়া দিতেছে। দেখ দেখ, কনকপীত শ্রীগৌর-অঙ্গ অরুণবসনে কতই না অপূর্বতা ধারন করিয়াছে, এ যেন বৈরাগ্যসাররূপ রসাল তরুর মহারসপূর্ণ পরিপক্ক ফলের বর্ণ—পীতে অরুণে মাখামাখি এক অপূর্ব শোভা।

গৌরপার্ষদের মধ্যে কেহ মাত্র নবদ্বীপ-রূপ কেহ বা নীলাচল-রূপ কেহ বা আবার এই উভয় রূপই দর্শন করিয়াছেন। গৌরের সন্ন্যাস যদিও ভক্তদের দুঃখের কারণ,—প্রাণপ্রিয়তম ভগবান্‌কে ভিখারীর বেশে কে-বা দেখিতে চায়, ঐ আশ্রমের কৃচ্ছসাধনের কথা মনে হইতেই তাঁহাদের প্রাণ ফাটিয়া যায়। কিন্তু ঐ সন্ন্যাস রূপ তাহাদের নিকট কিছু কম আস্বাদ্য নয়। গোপীনাথ আচার্য যিনি প্রভুর নবদ্বীপলীলা-সঙ্গী এবং ঐ লীলা আস্বাদনও করিয়াছেন তিনি পুরীতে সন্ন্যাস-রূপ দেখিয়া বলিতেছেন—[চৈ°না° ৬/১৯ ; 'যঃ কেবলং প্রেমরসস্তদাসীৎ' ইত্যাদি]—পূর্বে যাহা কেবল প্রেমরস ছিল, তাহাই যদ্যপি বৈরাগ্যরসের সহিত মিশ্রিত হইয়াছে, তথাপি আমাদের নয়নমনে ইহা পূর্ববৎই স্বাদু লাগিতেছে,—অহো এ এক অপূর্ব মধুরাম্ল রূপ। মধু বেশী স্বাদু কি মধুরাম্ল রসাল ফল বেশী স্বাদু,—ইহার মীমাংসা করা যায় কি ?

কবি বলিয়াছেন—অলৌকিক বস্তুর স্বভাবই এই—ইহা স্বভাবে ও বিকৃতভাবে উভয়ভাবেই সমরস বহন করিয়া থাকে। তবে ভক্তভেদে কাহারও কাহারও আবার এমনভাবও আছে যে তাঁহারা ঐ সন্ন্যাস-রূপ দেখিতেই পারেন না—সর্বদা নবদ্বীপ-রূপে ডুবিয়া থাকেন, যথা—[চৈ°না° ৮/১৩—'দৃষ্টং ময়া প্রথমস্ত'] শ্রীগৌরহরির গুরুদেব ঈশ্বরপুরীপাদ বলিতেছেন—প্রথম দর্শনে তাঁহার যে মধুরাম্ল রূপ আমার নয়নপথে আসিয়াছিল তাহারই আস্বাদনে আমার নয়ন-মন ডুবিয়া আছে—আমি আর এই সন্ন্যাসবেশে তাহাকে দেখিতে চাই না।

তবে সকল ভগবদ্রূপের মধ্যে গৌররূপেই গৌরভক্তগণের সর্বাধিক আসক্তি—ইহা গৌরভক্তের সাধারণ লক্ষণ। সর্বাবতারদর্শন নামক দ্বিতীয় অঙ্কে গৌর অদ্বৈতকে শ্যামসুন্দর রূপ দেখাইলেন, অদ্বৈত ঐ শ্যামরসসাগরে ডুবিয়া গেলেন ; পরে আনন্দ-তন্দ্রা-ভঙ্গে বলিলেন—'এক অব্যক্ত নীলবরণ মূর্তি শ্রীগৌরাঙ্গ হইতে নিঃসৃত হইয়া আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিল, আবার ক্ষণকাল পরেই তিরোহিত হইল, ইহাতে অতিশয় ব্যাকুল অন্তঃকরণে আমি নয়ন মেলিয়া

তাকাইলাম—দেখিলাম সেই মূর্তি পুনরায় ঐ গৌর-অঙ্গেই মিলাইয়া যাইতেছে।' অতঃপর তিনি গৌরকে বলিলেন—'আমি সাক্ষাৎ দেখিলাম তুমিই সে, সেই তুমি—দুই-এ কোন ভেদ নাই।'

এই ভেদ না থাকা সত্ত্বেও শ্রীবাসের মুখে কবি এই ভক্তদের চিত্তের আবেশ কোথায় তাহা বলিয়াছেন, যথা—[চৈ° না° ২/(৪৭),—'শ্রীবাস—অস্মাকমিদমেব ভগবদ্বপুঃ প্রেমপাত্রমত্র কঃ সন্দেহঃ ?] একমাত্র এই গৌরবিগ্রহই আমাদের প্রেমের বিষয়, ইহাতে সন্দেহ কি ? এখানে নির্দ্ধারণে 'এব' শব্দ ব্যবহার হইয়াছে। একটু পরেই আবার এই একই কথার পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছে, যথা—[চৈ° না° ২/(৫০) ; শ্রীবাস—ভবত্বস্মাকং তবৈতদেব রূপং মহাধনম্] শ্রীবাস বলিতেছেন—'অদ্বৈতকে দর্শিত রূপটি বাহিরে প্রকাশ করিলে না আমরাও দেখিলাম না, যা-হোক এই মধুর গৌররূপই একমাত্র আমাদের মহাধন।' এখানেও পুনরায় ঐ 'এব' শব্দের ব্যবহারে আবেশই প্রকাশিত হইয়াছে।

নাটকের উপসংহার শ্লোকেও গৌরভক্তগণের চিত্তের এই গৌর-আবেশ প্রকাশিত হইয়াছে। গৌর বর দিলেন—'অতঃপর আমি শ্রীবৃন্দাবন লীলায় প্রবেশ করিব,—আমি শ্যামসুন্দর হইব আর তোমাদের বানাইব রাধা-চন্দ্রাবলী-সুবল-শ্রীদাম-সুদাম গোপললনা গোপকিশোর,—পুনরায় সুখক্রীড়ায় মাতিব। এমন একটি পরমশ্রেষ্ঠ বর পাইয়া ভক্তগণের আনন্দে লাফাইয়া উঠিবারই কথা ছিল কিন্তু কৈ তা' তো হইল না - তাঁহারা বরঞ্চ প্রার্থনা করিলেন—'তা' তুমি নিজ ইচ্ছায় আমাদের যে ধামেই লইয়া যাও আর যে দেহই দান কর আমরা যেন তাহাতেই জাতিস্মর হইয়া চিরকালই তোমার এই আশ্চর্য গৌরলীলা স্মরণ করিতে পারি।' দেখুন একবার গৌরের রূপ-গুণ-লীলায় কি অদ্ভুত আবেশ।

গুণ-মাধুরী ঃ ভগবানের যত গুণ আছে, তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ হইল—প্রেমার্দ্রত্ব ও প্রেমবশ্যত্ব। যথা—'তদেবং ভক্তসুহৃত্ত্বমাত্রস্য তাদৃশত্বে স্থিতে প্রেমার্দ্রত্বং তদ্বশ্যত্বঞ্চ সুতরামেব সর্বাচ্ছাদকম্।'—প্রীতিসন্দর্ভ ১২২। অর্থাৎ তাহা হইলে ভক্তসুহৃত্ত্বমাত্র গুণে শ্রীভগবানে ব্রহ্মণ্যত্বাদির আবরণ নিশ্চিত হওয়ায় তাহার প্রেমার্দ্রত্ব ও প্রেমবশ্যত্ব সমস্ত গুণের আচ্ছাদক হইয়া থাকে।

প্রেমার্দ্রত্বঃ ইহার লক্ষণ হইল অষ্টসাত্ত্বিকভাব—অশ্রু-কম্প-পুলকাদি। শ্রীকৃষ্ণের প্রেমার্দ্রত্ব-গুণের প্রকাশাতিশয্য আমরা দেখিতে পাই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেমিক ব্রজগোপীদের নিকট সর্বলীলামুকুটমণি রাসলীলার পর ; যথা—'তাসাং রতি-

বিহারেণ শ্রান্তানাং বদনানি সঃ। প্রামৃজৎ করুণঃ প্রেম্ণা শন্তমেনাঙ্গ পাণিনা।' —(ভা° ১০/৩৩/২১)। অর্থাৎ তাঁহারা রতিবিহারে পরিশ্রান্তা হইলে প্রেমে করুণ শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গলময় করে তাঁহাদের বদন মার্জন করিলেন। প্রীতিসন্দর্ভের ১২৬ প্রকরণে ইহার অর্থবিস্তার হইতেছে,—তাসাং শ্রীগোপীনাং, প্রেম্ণা করুণঃ— সাশ্রুনেত্র ইত্যর্থ।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে শ্রীকৃষ্ণ প্রেমবিকারে ঐ 'সজল নয়ন' পর্যন্তই আদ্র হন, ইহার বেশী নয়। কিন্তু গৌরের বেলায় নয়ন শুধু সজল নয়—নয়ন হইতে অশ্রুর ঢল নামিয়া আসে,—'বদনচন্দ, অধরকন্দ, নয়নে গলত প্রেমতরঙ্গ, চন্দ্রকোটি ভানু মুখ, শোভা বিছুয়ারী।'—দীনকৃষ্ণদাস। কবি তাহার নাটকে এই প্রেমার্দ্রত্ব অবস্থার এক অপূর্ব বর্ণনা দিয়াছেন অদ্বৈত মিলনে, যথা—চৈ"না° ৮/৩৭; 'প্রেমারণ্যকরীন্দ্রয়োরিহ মিথঃ প্রেম্ণা...অন্যোন্যং গলদশ্রুদানপয়সা সংসিক্তয়োঃ' ইত্যাদি অর্থাৎ প্রেমমদেমত্ত প্রেমারণ্যবিহারী মাতঙ্গশ্রেষ্ঠদ্বয়—এই অদ্বৈত চৈতন্যের উভয়ের পরস্পর কর-ধরাধরি চঞ্চলতা প্রেম-হুঙ্কার ও অঙ্গপ্লাবী অশ্রুর প্রবল বর্ষণ ইত্যাদি ভাবে প্রেমালিঙ্গন মহোৎসব চলিতে লাগিল।

কাজেই দেখা যাইতেছে প্রেমার্দ্রত্ব গুণের সর্বাতিশায়ী প্রকাশাতিশয্য গৌরহরিতে যেমন আছে তেমন আর অন্য কোথাও দেখা যায় না।

প্রেমবশ্যত্ব ঃ দ্বাপরে প্রেমে বশ হইয়া মায়ের হাতে ধরা দিলেন, কোমরে বন্ধন স্বীকার করিলেন। ভয়েরও ভয় স্বরূপ যিনি সেই তিনি সেদিন মায়ের ভয়ে নয়নজলে চোখের কাজল ধুইয়ে দিলেন—তাঁহার এই অপূর্ব মুগ্ধতা ভক্তবশ্যতা দেখিয়া জগত বিস্মিত হইল। এরূপ হইলেও সেদিন বন্ধন ছিল মায়ের হাতে, কিন্তু এবার আরও অনেক বেশী, এবার বন্ধন হইল এমন বহুজনের হাতে যাহাদের তিনি বিষধর সর্পসম ভয়াবহ মনে করেন—মহারাজ প্রতাপরুদ্র গৌরদর্শনের উৎকণ্ঠায় হাহাকার করিতেছেন—কিন্তু ইহা হইবার নয়, তিনি যে রাজা— সন্ন্যাসীর পক্ষে রাজদর্শন নিষেধ। সার্বভৌমের অনুরোধে বিরক্ত হইয়াই যেন প্রভু কানে আঙ্গুল দিয়া বলিলেন—'আপনিও এরূপ শাস্ত্রবিরুদ্ধ কথা বলিতেছেন, —হায় হায় জানেন তো ভবসাগর পার হইতে ইচ্ছুক,—ভগবদ্ভজনোন্মুখ, বিরক্ত সন্ন্যাসীর পক্ষে বিষয়ী ও স্ত্রী দর্শন বিষভক্ষণ হইতেও অসাধু।'—চৈ° না° ৮।২৩। সার্বভৌম উত্তর করিলেন—'ইনি যে জগন্নাথ সেবক।' লোকশিক্ষক মহাপ্রভু বলিলেন—'হউন-না জগন্নাথসেবক, স্ত্রী ও বিষয়ীর আকার দেখিয়াও ভয়

করিতে হইবে। তুমি যদি পুনরায় আমাকে এরূপ অনুরোধ কর তবে আর আমাকে এখানে দেখিবে না।' ভয়ে সার্বভৌম চুপ করিয়া গেলেন। শুনিয়া রাজা বলিলেন—'অদর্শনীয় নীচজাতিকেও দর্শন দিতেছেন, আর হায় হায়, আমাকে দিবেন না। একমাত্র আমাবিনা আর সকলকে কৃপা করিবেন এই প্রতিজ্ঞা করিয়াই কি তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন। যা-হোক্ সত্যবাক্ ভগবানের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা জানিলাম এইবার আমার প্রতিজ্ঞা শোন,—'হয় তাঁহার চরণ দর্শন করিব নতুবা প্রাণত্যাগ করিব।' ভক্ত ভগবানে হট্ চলিল—কে হারে কে জিতে। রথোৎসবে নৃত্যকীর্তনের পর শ্রীগৌরহরি পার্ষদবৃন্দ সমভিব্যাহারে উপবনে প্রবেশ করিয়াছেন—নৃত্যানন্দ-অনুভবে নিস্পন্দ, নিমীলিত নয়ন, নয়নাভিরাম সাক্ষাৎ প্রেমানন্দ শ্রীশচীনন্দন উপবন-মণ্ডপে অর্ধশায়িত অবস্থায় দেহ এলাইয়া দিয়াছেন, কোমল চরণকমলের নালদণ্ডযুগল প্রসারিত রহিয়াছে, অশ্রুধারায় বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে আর পার্ষদগণ একেক বৃক্ষমূলে একেক জন শ্রান্তদেহে বসিয়া আছেন। গৌরহরির রসচর্বণ চলিতেছে—ধীরে ধীরে ভাগবতের এক একটি শ্লোক আবৃত্তি করিতেছেন, আর রসাস্বাদন করিতেছেন।

এমন সময় মহারাজ প্রতাপরুদ্র প্রবল উৎকণ্ঠায় অভিসারিণী ব্রজগোপীর মত ধীরে ধীরে উপবনে প্রবেশ করিলেন। অন্তরে বলবতী উৎকণ্ঠা—ভয়-তর্ক দুই তাহাকে আচ্ছাদন করিতেছে কিন্তু প্রভুর দর্শনোৎকণ্ঠা মহারাজকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া চলিয়াছে। রাজার সে বীররস কোথায় লুকাইল—আনন্দ-শঙ্কা-ভয়-তর্ক নানা ভাবের মিশ্রণে হৃদয় দুলিতেছে—চরণ অতিকষ্টে উঠিতেছে, গতি মন্থর। রাজা ধীরে ধীরে এদিক্ ওদিক্ তাকাইতে তাকাইতে অগ্রসর হইয়া চলিলেন, নিকটে যাইয়া হঠাৎ ধাইয়া যাইয়া প্রভুর দোলায়মান্ কোমল চরণকমল দুখানি অর্গলসদৃশ তাহার দুই বাহুযুগলে পরমাদরে ধরিয়া বুকে তুলিয়া লইলেন ভক্তগণ হায় হায় করিয়া উঠিল—প্রভুর আনন্দ-তন্দ্রা এই ভাঙ্গিল বুঝি,—কি অনর্থই না ঘটে।

কিন্তু কি অদ্ভুত, ভক্তবশ্যতার কি অপার মহিমা। প্রেমবশ্যতাগুণ ভগবানের সর্বজ্ঞতা-সত্যবাকাদি সমস্ত গুণকে আচ্ছাদন করিয়া দিল। সব প্রতিজ্ঞা ভাসিয়া গেল। নীলকণ্ঠের মত রাজদর্শন-বিষ প্রভু আকণ্ঠপান করিলেন—তিনি পরম মুগ্ধের মত রাজাকে প্রাণবন্ধুর বুদ্ধিতে পরমাদরে পাশে বসাইয়া ভাগবতরস আস্বাদন করিতে লাগিলেন—আস্বাদন-তন্ময়তায় প্রভু নিমীলিত

নয়নেই রাজাকে গাঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করিলেন। মহামল্ল যাঁহার বক্ষস্থলে বিশাল বাহুর কঠিন পেষণে ভগ্নাস্থি হইয়া বিকলতা প্রাপ্ত হয় সেই রাজা আজ ভগবানের বাহুদলিত হইয়া মত্তমাতঙ্গের শুণ্ডে দলিত কদলি বৃক্ষের মত প্রেমানন্দে স্তম্ভ প্রাপ্ত হইলেন।—চৈ° না° ৮/৫২, ৫৩, ৫৬।

কি অপূর্ব! এ ভক্ত-বশ্যতার কি তুলনা মিলে। কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গণে পূর্বে আমরা একবার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইতে দেখিয়াছিলাম ভীষ্মের কঠিন কঠিন শরাঘাতে অর্জুনের পরাভব ভয়ে; আর এখানে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হইল শুধুমাত্র মহারাজের অশ্রুজলে—সেখানে ছিল শুধু প্রতিজ্ঞাভঙ্গরূপ অপযশ মাত্র—বিষভক্ষণ ছিল না; কিন্তু আজ বিষভক্ষণ হইল—ইহাই প্রকাশাতিশয্য যাহার তুলনা নাই।

সর্বচিত্ত-আকর্ষকত্ব: শ্রীভগবান্ আনন্দপুঞ্জ সকল জনের চিত্ত-আকর্ষকত্ব গুণই তাঁহার অসাধারণ লক্ষণ। গৌরলীলায় এই গুণের আবার অদ্ভুত প্রকাশাতিশয্য দেখা যায়।

সন্ন্যাসের পর নীলাচল হইতে মহাপ্রভুর পানিহাটী আগমন, তথা হইতে নবদ্বীপকুলিয়া গমন, ও কুলিয়ায় প্রেমবিতরণ ইত্যাদি লীলার বর্ণনায় কবি এই আকর্ষণের এক অপূর্ব চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন এই নাটকের নবম অঙ্কে,—

শ্রীগৌরহরি পানিহাটী গঙ্গাতটে পৌঁছামাত্র দশদিক্ লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। হঠাৎ এত অসংখ্য লোক কোথা হইতে আসিল,—মনে হইল যেন পৃথিবীর রজকণাই মনুষ্যদেহ ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, কিম্বা আকাশের তারকারাজিই মনুষ্যদেহ ধরিয়া আকাশ হইতে খসিয়া পড়িল। পরদিন প্রভু নৌকাপথে কুমারহট্টে শ্রীবাসগৃহে চলিয়াছেন, আর গঙ্গার দুইকূল ধরিয়া প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে অবিচ্ছিন্ন-খরস্রোতা, চঞ্চল তরঙ্গ-সমাকুলা, বিষ্ণুপাদোদ্ভূতা-গঙ্গাপ্রবাহের ন্যায় দীর্ঘজনপ্রবাহ। এদিকে শ্রীবাসগৃহের দিকে প্রাচীরের উপর, বৃক্ষের প্রতিটি ডাল, প্রতি রাজপথ, অলিগলি, খালি জমি, সব কিছু লোকে-লোকারণ্য হইয়া গিয়াছে। এই জনতা উচ্চ হরিসঙ্কীর্তন ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস ভরিয়া তুলিয়াছে।

এইরূপে যেখানে যেখানে তাঁহার শুভ পদার্পণ হইল সেখানে সেখানেই খবর পৌঁছিবার পূর্বেই অসংখ্য অসংখ্য লোক আসিয়া ভীড় জমাইল, এই ভীড় বাড়িতে বাড়িতে এমন হইল যে পৃথিবী যেন অতিভারে দোলাইয়া পড়িয়া কাঁপিতে লাগিল। অনন্তদেব ভয়ে বিস্মিত হইলেন, এ আবার কি!

এইভাবে জাতি-ধর্মনির্বিশেষে সকল মানুষকে ঘর হইতে আকর্ষণ করিয়া আনিয়া শ্রীগোরহরি দর্শনদানে উদ্ধার করিলেন।

লীলামাধুরী ঃ

দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা সর্বশ্রেষ্ঠ—সেই বৃন্দাবনলীলার মধ্যে আবার রাসলীলা সর্বশ্রেষ্ঠ—ইহা সর্বলীলামুকুটমণি। সেই শ্রীকৃষ্ণই এবার আসিয়াছেন ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া ধর্ম-সংস্থাপনের জন্য। কল্পের মধ্যে একবার সংস্থাপনকালে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মটিই জগতে দেওয়া হয়, সেই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম হইল শ্রীনামসঙ্কীর্তন; যথা—"এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং পরোধর্মঃ। ভক্তিযোগো ভগবতী তন্নামগ্রহণাদিভিঃ॥" —ভা° ৬/৩/২২। দ্বাপরে রাসে যে রসসাগর উচ্ছলিত উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল তাহাই এবার শ্রীনামসঙ্কীর্তনের মধ্যে আরও নিবিড় হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে—তাই এই নামসঙ্কীর্তন যজ্ঞই হইল গৌরলীলামুকুটমণি। এই লীলামাধুরী প্রকাশে কবির চাতুর্য অতুলনীয়। শ্রীবাস অঙ্গনের একটি দৃশ্য—সকলেই কীর্তন করিয়া ভগবান্ বিশ্বম্ভরকে নাচাইতেছে, নিজেরাও নাচিতেছে। এই উদ্দণ্ড নৃত্যকীর্তন দেখিয়া মনে হইতেছে—দুর্বার দৈত্যকুলের দ্বারা নিপীড়িত পৃথিবীর গুরুতর ভার স্বয়ংভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মোচন করিলেও এখনই তাহা সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হইতেছে—তাঁহার এই গৌরদেহে ভক্তসঙ্গে নৃত্যচ্ছলে নিষ্ঠুর পদাঘাতে। কবি মানস নয়নে এই নৃত্য দেখিয়া বলিলেন—অহো, এ কি আনন্দই মূর্তিমান্ হইল, কি পরমপ্রেমই দেহ ধারণ করিল, কিম্বা মূর্তিমতি শ্রদ্ধা বা দয়াই জগতে নামিয়া আসিল, এ কি মাধুর্যের মূর্তবিগ্রহ কিম্বা নববিধা ভক্তিরই মিলিততনু,—না না এ যে ভগবানের সহিত তুল্য আবেশ ও সুখোৎসবে মত্ত বক্রেশ্বর নাচিতেছে। বক্রেশ্বর নাচিতেছে, আর গৌর মধুর উচ্চকণ্ঠে করতালি দিয়া 'হরেকৃষ্ণ' হরেকৃষ্ণ গাহিতেছে—উভয়ের তুল্য সুখানুভূতি। ঐ তো সম্মুখে এবার গৌরজলধর নাচিতেছে, তাঁহার গভীর হুঙ্কারে নিজজনগণ ময়ূরের মত উল্লাসে নৃত্য করিতেছে—তাঁহার নয়নে পিচকারির ধারাপ্রায় অশ্রুধারা-বর্ষণে ভূমিতল কর্দমাক্ত হইয়া উঠিতেছে, তাঁহার অঙ্গকান্তি বিদ্যুতের মত চমকাইতেছে—এই নৃত্যকীর্তনে বিশ্বভরিয়া প্রেমপ্লাবন বহিল। আরও, গৌরচন্দ্র চক্রাকারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতেছে, তাঁহার নয়নপাতে দিকে দিকে কমলমালা বিস্তারিত হইতেছে, নয়নজলে মধুপ্রস্রবণের সৃজন হইয়াছে, ভ্রুযুগল ভ্রমরের মত ঘুরিতেছে।—চৈ° না° ৪/৫, ৭, ৮।

আর একটি দৃশ্য—নীলাচল-রাজপথে রথাগ্রে স্বরূপ গাহিতেছেন আর ভক্তগণ পরিবেষ্টিত মহাপ্রভু নাচিতেছেন। গানের অর্থ মূর্তিমান্ হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে ঐ মধুর নৃত্যভঙ্গিতে—তাঁহার শ্রীঅঙ্গের স্তম্ভ-অশ্রু-স্বরভঙ্গ-কম্প-পুলক প্রস্বেদ-মূর্চ্ছা-মৃদুহাসিতে। আনন্দাম্বুধি গৌরের প্রতি অঙ্গে কত তরঙ্গই-না উঠিতেছে, নৃত্যাবেশে তাঁহার মহা উন্মাদ-দশা উপস্থিত হইল, তিনি আনন্দ-মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইলেন। শ্লেষ্মা কঠিন হইয়া গেল, অশ্রু রক্তের মত হইয়া গেল, শ্বাসের কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না,—শুধুমাত্র অঙ্গকান্তি তখনও ঝলমল করিতেছে। ইহাই মাত্র ভক্তবৃন্দের আশ্বাসের কারণ রহিয়াছে। ক্ষণকাল পর স্বেচ্ছাময় ভগবান্ আনন্দ-মূর্চ্ছা হইতে মনকে আকর্ষণ করিয়া জাগরিত হইলেন। চৈ° না° ১০/৫২।

তত্ত্ব-সিদ্ধান্ত ঃ গৌরপার্ষদগণের আস্বাদনের তারতম্য বা আবেশ কাহারও কোথাও বেশীকম থাকিলেও তত্ত্ব সিদ্ধান্ত তাহারা যেখানে যাহা কিছু প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে কিছু ভেদ নাই। সর্বত্রই একই স্রোত বহিয়া চলিয়াছে। সকলের মুখেই এক গৌর বক্তা—যন্ত্রী এক তিনি, আর সকলেই তাঁহার হাতের যন্ত্র। ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা-করণাপাটব এই দোষচতুষ্টয় এই পার্ষদগণের কথায় থাকিতে পারে না। 'কাষ্ঠের পুতলী যেন কুহকে নাচায়। এইমত গৌরচন্দ্র মোরে যে বোলায়।—চৈ° ভাঃ° আ° ১।৮৬। এই নাটকে কোমল লীলাকথার অন্তরালে বহু অপূর্ব তত্ত্ব-সিদ্ধান্ত অতি সুকৌশলে প্রকাশিত হইয়াছে।

উপাস্য-তত্ত্ব ঃ নাটকের প্রধান পাত্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের পরিচয় দেওয়া হইতেছে—চৈ°না° ১/১১ ; 'রাধা-কৃষ্ণাখ্য-লীলাময়-খগমিথুনং ভিন্নভাবেন হীনম্।' দ্বাপরে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধাকৃষ্ণ কিশোর-কিশোরী দুইজন সুখক্রীড়ায় মত্ত ছিলেন, তাঁহারাই এবার একে অপরের দেহে প্রবেশ করিয়া এক হইয়া একদেহে কনকদ্যুতি গৌররূপে আবির্ভূত হইলেন। এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিজের আচরণদ্বারে জগতে যে মত ও পথের প্রচার করিলেন তাহা রামরায়-সংলাপে প্রকাশিত আছে ; যথা—

সারবিদ্যা—কৃষ্ণভক্তি, বড় কীর্তি—কৃষ্ণভক্ত খ্যাতি, সম্পত্তি—রাধাকৃষ্ণ প্রেম, গুরুতর দুঃখ—কৃষ্ণভক্ত বিরহ, মুক্ত—কৃষ্ণপ্রেমিক মুক্তশিরোমণি, জীবের নিজ ধর্ম-গান—রাধাকৃষ্ণের প্রেমকেলির গান, জীবের শ্রেষ্ঠমঙ্গল—কৃষ্ণভক্ত সঙ্গ, স্মরণ—কৃষ্ণনাম প্রধান স্মরণ, জীবের ধ্যেয়—রাধাকৃষ্ণপদাম্বুজ ধ্যান প্রধান, বাস—ব্রজভূমি, শ্রবণ—শ্রীবৃন্দাবনলীলা, উপাস্য—শ্রেষ্ঠ উপাস্য যুগল রাধাকৃষ্ণ।

এখানেই কিন্তু আলোচনা শেষ হয় নাই—শ্রীরাধাকৃষ্ণ-যুগলকেই প্রধান উপাস্যরূপে নির্ণীত করিবার পরও আলোচনা আরও নিগূঢ় কোনও অনির্বচনীয় রহস্য-বস্তু আবিষ্কারে অগ্রসর হইয়া চলিল, এবং প্রেমের গাঢ়তম অবস্থায় যেখানে নায়ক-নায়িকা দুইজন মিলিয়া-মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে—রমণ-রমণী ভেদ-বুদ্ধি লোপ পাইয়াছে—সেই প্রেমবিলাস-বিবর্তের অবস্থায় গিয়া আলোচনা সমাপ্তি লাভ করিল—ইহাই হইল গৌরের রূপ,—শ্যাম-গোপরূপ এক কাঞ্চন পঞ্চালিকা দিয়ে ঢাকা। নিজ চক্ষে সাক্ষাৎ সেই রূপ দেখিয়া রামরায় চরণে পড়িয়া বলিলেন—চৈ°না° ৭১৭ ; 'মহারসিকশেখরঃ সরস-নাট্যলীলাগুরুঃ স এব হৃদয়েশ্বরস্ত্বমসি' অর্থাৎ মহারসিকশেখর সরস-নাট্যলীলাগুরু শ্রীকৃষ্ণই তুমি আমার হৃদয়স্বামী। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে উপাস্যতত্ত্বের যেখানে চরম অভিব্যক্তি, যাহার উপরে আর কিছু নাই সেখানেই পাওয়া যাইতেছে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যকে তা'ই ইঁহাকেই গৌরভক্তগণ মুখ্য উপাস্যরূপে হৃদয়ে বরণ করিলেন।

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাতে রূপমাধুরীর আলোচনাতেও দেখান হইয়াছে—শ্রীঅদ্বৈত-শ্রীবাসাদি ভক্তগণ শ্রীশ্যামসুন্দররূপে কখনও কখনও ডুবিয়া যান বটে কিন্তু তাঁহাদের চিত্তের আবেশ হইল গৌরেরই রূপ-গুণ-লীলা মাধুরীতে—গৌরই তাঁহাদের মুখ্য উপাস্য। এই নাটকে স্পষ্টাক্ষরে লিপিবদ্ধ দেখা যায়—গৌরপার্ষদগণ গৌরমন্ত্রেই গৌরের অর্চন করিতেন, যথা—

নকুলব্রহ্মচারিতে গৌরের আবেশ হইয়াছে শুনিয়া শিবানন্দ সেন মনে মনে সন্দিগ্ধ হইয়া ভাবিলেন—ইনি যদি আমার ইষ্টমন্ত্র বলিতে পারেন—তবেই বুঝিব ইঁহাতে সত্য সত্যই গৌরের আবেশ হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য নকুল ব্রহ্মচারী সকলের পিছন হইতে সেনকে ডাকিয়া বলিলেন—চৈ° না° ৯/১ ; 'তুমি, মনে মনে যে বিচার করিয়াছ তাহা শোন,—তোমার ইষ্টমন্ত্র চতুরাক্ষর, আর মন্ত্রদেবতা গৌরগোপাল।' এখন কথা হইতেছে এই চতুরাক্ষর গৌরমন্ত্র কি ? আগমাদিতে এবং ক্রমদীপিকাদি গ্রন্থে শ্রীগৌরগোপালের সধ্যান চতুরাক্ষর মন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—'মার পুটিত কৃষ্ণ'—অর্থাৎকৃষ্ণ নামের দুই দিকে মার সংযুক্ত। শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্ত্রোদ্ধার উর্দ্ধাম্নায় সংহিতায় ষড়াক্ষর গৌরমন্ত্র দেখা যায়,—চতুর্থী বিভক্তি যোগে গৌর নাম এবং ইহার একদিকে মার ও অন্য দিকে নমঃ শব্দ সংযোগে এই মন্ত্র হয়। মার পুটিত গৌর নামকেও চতুরাক্ষর গৌরমন্ত্ররূপে দেখা যায়। ইহাই শিবানন্দ সেনের চতুরাক্ষর গৌরমন্ত্র ছিল।

মহাপ্রভু কবিকর্ণপূরকে একটি গৌরমন্ত্র শুনাইয়াছিলেন,—স্বরূপের কথায় তাহাই প্রকাশিত আছে, যথা—'তুমি কৃষ্ণনাম-মন্ত্র কৈলা উপদেশে। মন্ত্র পাইয়া কার আগে না করে প্রকাশে॥ চৈ° চ' অ° ১৬/'১। মহামন্ত্রের দুই দিকে নির্বিশেষ ব্রহ্মের নাম-সংযুক্ত হইয়া এই মন্ত্র হয়।

প্রমাণের মধ্যে মহদনুভব-প্রমাণ সর্বশ্রেষ্ঠ—এই সম্বন্ধে এখানে একটি মহদনুভব-প্রমাণ উল্লেখ করিয়া এই প্রসঙ্গের শেষ করিতেছি। শ্রীবৃন্দাবনের পরমপূজ্যপাদ সিদ্ধ মহাত্মা শ্রীরামকৃষ্ণদাস বাবাজীমহারাজ বৈষ্ণব সমাজে সুপ্রসিদ্ধ। বহুদিন পূর্বে একদা পরমরসিক ভক্ত দীনশরণ বাবাজীমহারাজ ঐ সিদ্ধ মহাত্মার নিকট যখন বসিয়া আছেন এমন সময় একজন বৈষ্ণব আসিয়া সিদ্ধ বাবার নিকট নিবেদন করিলেন—'বাবা একটা মন তো দুই দিকে চালাইতে পারি না—উপাস্য একজন হইলেই তো ভাল হইত। সিদ্ধবাবা উত্তর দিলেন—"আমাদের উপাস্য তো দুই জনই এক শ্রীগৌর-অপর শ্রীরাধাকৃষ্ণ-যুগল। আমাদের প্রাপ্তিও যুগপৎ দুইস্থানে—এক শ্রীগৌরলীলায়, অপর শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলায়। তবে আপনাকে যদি ছাড়িতেই হয় তবে শ্রীরাধা-কৃষ্ণকে ছাড়িতে পারেন, গৌরকে ছাড়া চলিবে না। একমাত্র গৌরকেই ধরুন তা'র ভিতরেই যথাসময়ে রাধা-কৃষ্ণকেও পাইবেন।*

প্রয়োজন তত্ত্বঃ 'ভগবন্নাম-সঙ্কীর্তনাদি-রূপস্য ভক্তিযোগস্য যোঽগস্য রতিজনক-ভাবঃ সখলু পার্ষদভাবং ভাবং ভাবমধিতিষ্ঠতে।' —চৈ না° ১।৮।

অর্থাৎ ভগবন্নাম-সঙ্কীর্তনাদি ভক্তিযোগের যে শ্রীভগবদ্রতিজনক-ভাব তাহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া চরমে শ্রীভগবদ্পার্ষদদেহ দান করে। পার্ষদদেহে সেবা-প্রাপ্তিই জীবের অভীষ্ট-প্রয়োজন যাহার কথা এখানে বলা হইল—প্রীতির সহিত কৃষ্ণসেবা করিবার জন্যই এই পার্ষদদেহের প্রয়োজন—মূল প্রয়োজন প্রীতির সহিত কৃষ্ণসেবা—এই প্রয়োজনের পোষক হইল পার্ষদদেহ—ইহা আনুসঙ্গিক। এখানে যে পার্ষদদেহের কথা বলা হইয়াছে তাহার স্বরূপ এই প্রকার—ভগবদ্ধামে শ্রীভগবানের সেবোপযোগী অনন্তমূর্তি চিরকাল বর্তমান আছে—ইঁহারা শ্রীভগবানের জ্যোতির অংশভূত, কাজেই শ্রীভগবদ্বিগ্রহের মত অপ্রাকৃত ও চিন্ময়,—শ্রীভগবল্লোকস্থিত উক্ত অনন্তমূর্তির মধ্যে ভগবান্ যাহাকে যে মূর্তিতে অঙ্গীকার করিবেন শ্রীগুরুদেব ধ্যানপ্রভাবে তাহা জানিয়া সেই মূর্তিই তাহার সিদ্ধদেহ

*পরমপূজনীয় শ্রীশ্রীদীনশরণ বাবাজী মহারাজের শ্রীমুখশ্রুত।

বলিয়া নির্দেশ করেন ; এইটি মঞ্জরীদেহ—শ্রীরাধার কিঙ্করীর কিঙ্করীদেহ।

শ্রীগৌরহরি জগতে এবার যে রসের প্লাবন আনিয়াছেন তাহা নাটকের ১/৫৭ প্রকরণে বলা হইয়াছে, যথা—'আভিরাভীরভীরুভিঃ প্রবর্তিতং তাদৃশমেব প্রেমতত্ত্বং।' ইহা ব্রজের কুঞ্জের গুপ্তধন—গোপীপ্রেম, কুঞ্জের অধিশ্বরী আজ নিজ হাতে ইহা যথা তথা বিলাইতেছেন। এত বড় সম্পদ তিনি নিজ হাতে বিলাইতে আসিয়াছেন কাজেই উহাই আমাদের প্রয়োজন। তিনি নিজে বলিয়াছেনও এবার আর বৃন্দাবনরস ছাড়া অন্য কোন রসই নাই।—(চৈ° না° ১০।৭৩ ; ময্যাবদ্ধ-হৃদোঽখিলান্ বিতনৈব বৃন্দাবনাসঙ্গিনঃ।)

অভিধেয় তত্ত্ব ঃ উপরুক্ত প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে কিসে তাহাই এবার বলা হইতেছে—'সাধনং ধনং নাম নামসঙ্কীর্তন-প্রধানং বিবিধ-ভক্তি ভক্তিযোগম্' —চৈ°না° ১/১২। শ্রীগৌরহরির প্রবর্তিত ও প্রদত্ত নাম-সঙ্কীর্তন-প্রধান ভক্তিযোগ হইতেই মধুর ব্রজপ্রেমের উদয় হইবে। 'প্রধান' শব্দের অর্থ হইল—নামসঙ্কীর্তনই কারণ-ভক্তি অর্থাৎ অঙ্গীভক্তি। ইহা হইতে অন্যান্য ভক্ত্যাঙ্গের উদ্গম যথাকালে হইবে, যথা—'সর্বভক্তি-সাধন-উদ্গম,' —চৈ-চ°-অ ২০/১৩। এই নামসঙ্কীর্তন হইল ধর্মক্রমের বীজ ['বীজং ধর্মক্রমস্ত'—শ্রীরূপপাদ]। আবার অন্যান্য ভক্ত্যাঙ্গের যাজন এই বীজস্বরূপ নামসঙ্কীর্তনের অপরিত্যাগেই যাজন করিতে হইবে—ইহাই বিধি।

নামসঙ্কীর্তনই যে কলিজীবের একমাত্র আশ্রয়—কর্ম-জ্ঞান-যোগ-তপ ইত্যাদি হইতে দূরে থাকিয়া একান্তভাবে যে এই নামসঙ্কীর্তনই আশ্রয় করিতে হইবে, ইহাই যে চিত্তের সুপ্রসন্নতার একমাত্র কারণ সেই কথা অতি চমৎকারভঙ্গীতে দ্বিতীয় অঙ্কে বলা হইয়াছে, যথা—কলির দোর্দণ্ড প্রতাপে সমস্ত ধর্মজগৎ আজ বিশৃঙ্খল,—সমস্ত ধর্মজগৎ ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিরাগ একটিও খাঁটি লোক পাইলেন না। ধর্মজগতের এই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া বিরাগ শোকে আকুল হইয়া বলিতেছেন,—

মানুষের মনোবাক্যের গতি এবং তাহাদের ক্রিয়াকলাপ সব কিছু আজ বিজাতীয়ভাবে বিশৃঙ্খল, হায় হায় কবে আমি কৃষ্ণকীর্তনে মত্ত, তদনুগতভাবে কৃষ্ণসেবারত, অশ্রু-কম্পপুলকাদি সাত্ত্বিকভাবে বিভূষিত বৈষ্ণবের দর্শন লাভ করিব। —[চৈ°-না° ২/১১ ;—'দৃষ্টংসর্বমিদং*** কৃষ্ণং কীর্তয়তস্তথানুভজতঃ সাশ্রূন্ সরোমোদ্গমান্' ইত্যাদি]

সম্পাদকের নিবেদন

সার্ধসপ্তপ্রহর কৃষ্ণভজন চারিদণ্ড শয়নে।
নামকীর্তন প্রেমে, সেহ নহে কোন দিনে ॥
কভু ভক্তিরসশাস্ত্র করয়ে লিখন।
চৈতন্য কথা শুনে, করে চৈতন্য চিন্তন ॥ — চৈ° চ° মধ্য ১৯ ।

ইহাই হইল শ্রীবৃন্দাবনের গোস্বামিগণের ভজনরীতি। তাঁহারা জগতে ভজনের আদর্শ স্থাপন করিলেন। এই আদর্শের যত নিকটে আমরা যাইতে পারিব ততই পরমমঙ্গলকে বরণ করিতে পারিব।

চিন্তনের পূর্বে শ্রবণের প্রয়োজন আছে। চৈতন্যকথা শ্রবণ করিতে হইবে। চৈতন্য হইলেন অমৃতস্বরূপ, আর তাঁর কথা অমৃতের পুর [রসমালয়ম্]। তাঁহার প্রকটকালে এই অমৃতের ক্ষরণে জগৎ অমৃতময় হইয়া উঠিয়াছিল,— ভক্তচকোর অঞ্জলি অঞ্জলি এই অমৃত পান করিল। কিন্তু তাঁহার অপ্রকটে বিরহক্রন্দনে জগৎ ভরিয়া গেল—তা'ই করুণাময় শ্রীচৈতন্য নামরূপে আর কথা-রূপে জগতে নামিয়া আসিলেন ভক্তের আধারে।

শ্রীগৌরলীলার সাক্ষাৎদ্রষ্টা চৈতন্যের মানসপুত্র কবিকর্ণপূর গৌরকথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীচৈতন্যের কৃপাসঞ্চারের উদ্বুদ্ধ কবির মুখে শুদ্ধা সরস্বতী কথা বলিতে লাগিলেন। গদ্য-পদ্যময় ভাষার প্রভাবে রসতরঙ্গ উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। শব্দ-অলঙ্কারের সমারোহ দেখিলে চিত্ত চমৎকৃত হয়। গদ্যের গতি যেমন স্বচ্ছন্দ-অনবদ্য,পদ্য তেমনি মধুর—প্রতি শ্লোকে কবি কাব্য রচনা করিয়া চলিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের আবার উদয় হইল—ইহা এক অদ্ভুত প্রকাশ। রসিকজন ইহার রস-আস্বাদনে মুগ্ধ হইল, আর জনসাধারণ শ্রবণে-দর্শনে হৃদয়মল শোধনে সুনির্মল হইল। সেদিন আমাদের সমাজে এই নাটকের বহুল প্রচার ছিল, সর্বজন-আদৃত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এই নাটক হইতে অনেক উদ্ধৃতি দেখা যায়।

এমন একটি অপূর্ব নাটক আজ জনসমাজের দৃষ্টির অন্তরালে যাইতে বসিয়াছে শুধু ভাষার বেড়াজালে বদ্ধ হইয়া। সর্বভারতীয় ভাষা সংস্কৃতই হইল ভারতীয় সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। কিন্তু আজ কালের প্রভাবে আমরা যত

বেশী 'ইহ সর্বস্ব ও দেহ সর্বস্ব' হইয়া পড়িতেছি, যত বেশী আত্মীক-বিষয় হইতে দূরে সরিয়া পরিতেছি তত বেশী আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ইহার ধারক ও বাহক সংস্কৃত ভাষাকে ভুলিতে বসিয়াছি। কাজেই বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের সংস্কৃতিকে—প্রাচীন সাহিত্য-কাব্যকে তুলিয়া ধরিবার প্রয়োজন আছে আধুনিক সহজ বোধ্য ভাষার মাধ্যমে।

গ্রন্থসেবা আমার সাধন,—শ্রীচৈতন্যকথায় আবিষ্ট হইয়া থাকিবার এ এক পরম কৌশল। আমার পূর্ব-অনুবাদিত 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্' বিদ্বৎসমাজে সমাদরে গৃহীত হইয়াছে—শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের প্রচুর আশীর্বাদ লাভ করিয়াছি। ইঁহাদের কৃপাশীর্বাদ শিরে ধারণ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে বসিয়া শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের অনুবাদে মনোনিবেশ করিলাম।

আমার মত ভাব-ভাষাজ্ঞানহীন জনের পক্ষে শ্রীচৈতন্যকৃপাই একমাত্র সম্বল। তাঁহার কৃপায় যাহা কিছু স্ফুরিত হইল তাহাই লিখিয়া চলিলাম। অনুবাদ যখন প্রায় শেষের দিকে তখন একটি ঘটনা ঘটিল যাহা উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না কারণ ইহা তাঁহারই অহৈতুকী করুণার কথা,—একদিন সন্ধ্যায় আমার ঘরে হঠাৎ এক প্রাচীন বৈষ্ণব মূর্তি আসিয়া উপস্থিত। সসভ্রমে তাঁহাকে বসাইলাম, তিনি এক অঙ্ক পড়িতে বলিলেন। আমি পড়িতে লাগিলাম; তিনি অশ্রুকম্পপুলকে বিভূষিত হইয়া তন্ময় হইয়া শুনিতে লাগিলেন। অতঃপর তিনি নিজ হইতে বলিলেন—'আমার নিকট একটি প্রাচীন পয়ার-অনুবাদ আছে যদি আপনার প্রয়োজনে লাগে দিতে পারি।' পর দিন তিনি নিজেই গ্রন্থ হাতে করিয়া আমার ঘরে আসিয়া উপস্থিত। এটি হইল ৩৫০ বৎসর পূর্বে সম্পাদিত পয়ার-ছন্দে ভাবানুবাদ,—সম্পাদক পরমপণ্ডিত মহানুভব গৌরভক্ত শ্রীপরমানন্দ দাস। বর্তমানে ইহা প্রায় একেবারেই দুষ্প্রাপ্য। এই অনুবাদের ভাবের সহিত আমার অনুবাদের ভাবের প্রায় সর্বত্র মিল দেখিয়া আমার সকল সংশয় মিটিল—বুঝিলাম, যিনি ভিতরে বসিয়া আমার মত মূর্খের দ্বারা এই দুরূহ কার্য করাইতেছেন তিনিই আজ এই গ্রন্থ পৌঁছাইয়া দিলেন। আমার লেখার পুনরীক্ষণের (Revision) সময় এই গ্রন্থ আমাকে সাহায্য করিয়াছে।

অনুবাদ তো শ্রীবৃন্দাবনে বসিয়াই শেষ হইল—এতক্ষণ যাহা ছিল আমার নিজভজন এইবার তাহাই কলিকাতা মহানগরীতে যন্ত্রস্থ হইয়া বিষম বিষয়রূপে দেখা দিল,—কাগজের দুষ্প্রাপ্যতায়, উহার দামের তুঙ্গাভিযানে এবং সর্বোপরি

প্রেসের নানা গোলমালে। আরও এই সময়ে আমার এক গুরুদশা আসিয়া উপস্থিত হইল আমার পরমভাগবতী মাতৃদেবীর পরলোক গমন হইল। যা-হোক শ্রীচৈতন্যের কৃপায় সকল বাধা অতিক্রম করিয়া শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ের প্রকাশ হইল।

যাঁহার নিরন্তর উৎসাহ ও প্রেরণায় এই গ্রন্থ-সম্পাদন আমার পক্ষে সম্ভব হইয়াছে সেই গৌরগতপ্রাণ সততস্নিগ্ধ মুকুন্দপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরু-পাদপদ্মে আমার শত সহস্র দণ্ডবৎপ্রণতি রহিল।

বিরহ-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আর একজন উৎসাহদাতাকে স্মরণ করিতেছি,—তিনি হইলেন নিত্যধামগত মহানুভব রসিক বৈষ্ণব পরমপণ্ডিত শ্রীদীনশরণ দাস বাবাজী মহারাজ। তাঁহারই প্রদত্ত এক কপি গ্রন্থের উপরে আমার অনুবাদের কাজ চলিয়াছে। একদিন অনুবাদের এক অঙ্ক তাঁহাকে পড়িয়াও শুনাইলাম। শ্রবণে আনন্দিত হইয়া তিনি আমাকে কত-না আশীর্বাদ করিলেন। গ্রন্থের মুদ্রণ-কার্যের জন্য তাঁহার অতিপ্রিয় ঐ গ্রন্থটিকে খণ্ডিত করিয়া করিয়া প্রেসের পাণ্ডুলিপিরূপে ব্যাবহারের অনুমতিও তিনি সানন্দে দিলেন। শুধু বলিলেন,—ছাপা হইলে ২/৩ কপি গ্রন্থ তাঁহাকে দিতে হইবে। কিন্তু সে সুযোগ আর আমার হইল না। তাঁহার মধুর স্মৃতি আমার চিত্তপটে চিরকাল জাগরুক থাকুক ইহাই প্রার্থনা।

এই গ্রন্থে সংযোজিত 'শ্রীগৌরসুন্দর বিগ্রহ' পানিহাটীর গৌরভক্ত শ্রীদুর্গাপদ বন্দ্যোপধ্যায় মহাশয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত হইয়াছি। এই গ্রন্থের প্রকাশিকা শ্রীমতি সাবিত্রী গুহ, ও মনো গুহ এই গ্রন্থের কার্যে আমাকে নানা ভাবে সাহায্য করিয়াছে। শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীচরণে ইঁহাদের সকলের পরম মঙ্গল প্রার্থনা করি।

শ্রীবৈষ্ণবসজ্জনগণ এই দুর্গত জনের ত্রুটি বিচ্যুতি ক্ষমা করিয়া শ্রীচৈতন্যের নাম-রূপ-গুণ-লীলাময় এই নাটক আস্বাদন করিতে থাকুন ইহাই প্রার্থনা।

॥ জয় শ্রীগৌরহরি জয় ॥

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্য বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

শ্রীরামনবমী
২৮শে চৈত্র, ১৩৭৯

শ্রীবৈষ্ণবকৃপাকণাপ্রার্থী
দাসানুদাসাভাস
শ্রীমণীন্দ্রনাথ গুহ

সূচীপত্র

প্রথম অঙ্ক
স্বানন্দাবেশ

বিষয়ঃ (১) পুরীর রাজপথে রথযাত্রার ধুমধাম কিন্তু গৌরবিরহে ভক্তপ্রাণে সুখ নাই—বিরহ উপশমের জন্য নাটকের অবতারণা। (২) সূত্রধার ও পারিপার্শ্বিকের কথপোকথনে—নাটকের নায়কশিরোমণি শ্রীগৌরাঙ্গের ও তাঁহার পার্ষদগণের পরিচয় দান—সঙ্কীর্তন-প্রধান ভক্তিযোগ প্রকাশের জন্য শ্রীকৃষ্ণেরই গৌররূপে আবির্ভাব। সূত্রধার মুখে এই ভক্তিযোগের মহিমা কীর্তন। (৩) কলি ও অধর্মের কথপোকথনে গৌর ও গৌরভক্তগণের মহিমা কীর্তন। (৪) স্বানন্দাবেশে বাহ্যজ্ঞানহারা শ্রীগৌর ও অদ্বৈতাদি-ভক্তগণের প্রবেশ—অদ্বৈতমুখে গৌরের গোপীপ্রেমদানের কথা, শ্রীবাসের পূর্বজীবন কথন—ভক্তগণকে কৃপামৃত সিঞ্চনে আনন্দদান। ১—৫৪ পৃষ্ঠা

দ্বিতীয় অঙ্ক
সর্বাবতার দর্শন

বিষয়ঃ (১) ভক্ত-অন্বেষন-রত বিরাগের মুখে নানামত নানাপথের লোকের প্রকৃতি বর্ণন—ভক্ত-অদর্শনে বিরাগের আর্তি। (২) দৈববানীতে নবদ্বীপের মহিমা শ্রবণ—ভক্তিদেবীর সহিত সাক্ষাৎকার—ভক্তিদেবীর মুখে গৌর-আগমন বার্তাশ্রবণ। (৩) গৌর-অদ্বৈতাদি ভক্তগণের রহস্য-আলাপন। (৪) গৌরের ভিতর অদ্বৈতের শ্যামসুন্দর রূপ দর্শন ও সেইরূপের বর্ণন।

৫৫—৯২ পৃষ্ঠা

তৃতীয় অঙ্ক
দানবিনোদ

বিষয়ঃ (১) মৈত্রী ও প্রেমভক্তির কথপোকথন। (২) আচার্যরত্নের গৃহে শ্রীগৌরহরি ও তৎপার্ষদগণের শ্রীবৃন্দাবনের রাধাগোবিন্দের দানলীলার অভিনয়। ৯৩—১৪৪ পৃষ্ঠা

চতুর্থ অঙ্ক
সন্ন্যাস-পরিগ্রহ

বিষয়ঃ (১) শচীমাতা ও গৌরের কথপোকথনে গৌরের সন্ন্যাস-গ্রহণ-সঙ্কল্পের আভাসদান। (২) শ্রীবাস-অঙ্গনে নিত্যানন্দ-অদ্বৈতাদি ভক্তসঙ্গে

মহাপ্রভুর সঙ্কীর্তন-নটন মহারাস। (৩) কীর্তনস্থলী হইতে মহাপ্রভুর অন্তর্ধান—ভক্তগণের অন্বেষণ। (৪) ভক্তগণের বিশ্ববিলোড়নকারী বিরহ-ক্রন্দন। (৫) মহাপ্রভুর কাটোয়াতে সন্ন্যাসগ্রহণ, নিত্যানন্দের মহাপ্রভুকে ঘুরাইয়া অদ্বৈত গৃহে লইবার সঙ্কল্প। ১৪৫—১৮০ পৃষ্ঠা

পঞ্চম অঙ্ক

অদ্বৈতপুর বিলাস

বিষয়ঃ (১) প্রেমোন্মাদে দিক্ বিদিক্ জ্ঞানহারা প্রভুর শ্রীবৃন্দাবন-যাত্রা। (২) নিত্যানন্দের কারসাজিতে অদ্বৈতের গৃহ-সমীপস্থ গঙ্গার অপরতটে দুইজনে উপস্থিত। (৩) অদ্বৈতের গৃহে আগমন—দর্শন ব্যাকুল জনতার মহাভীড়। (৪) শচীমাতার সঙ্গে নদেবাসিগণের আগমন। ১৮২—২০৬ পৃষ্ঠা

ষষ্ঠ অঙ্ক

সার্বভৌমানুগ্রহ

বিষয়ঃ (১) রত্নাকর-গঙ্গার কথোপকথন—ভক্তগণের পরামর্শে প্রভুর নীলাচলবাস স্থিরিকৃত। (২) নিত্যানন্দাদি ভক্তসঙ্গে প্রভু-নীলাচলের পথে রেমুনায় গোপীনাথ দর্শন—কটকে সাক্ষিগোপাল দর্শন। (৩) নীলাচলে প্রবেশ—জগন্নাথের মধুররূপ দর্শন। (৪) শ্রীগৌরহরির ভগবত্তা সম্বন্ধে সার্বভৌম প্রশ্ন উঠাইলে ভক্তগণের মনোদুঃখ—ভক্তদুঃখ সার্বভৌমের কৃপা-প্রাপ্তির সূচনা করিল—গৌরহস্তে জগন্নাথের প্রসাদ-সেবনে সার্বভৌমের প্রেমবিবশতা। (৫) ভগবানের প্রশ্নে সার্বভৌমের শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য কথন। (৬) শ্রীগৌরকে সাক্ষাৎ ভগবানরূপে সার্বভৌমের নিজকৃত শ্লোকে স্তব-স্তুতি। ২০৭—২৫৮ পৃষ্ঠা

সপ্তম অঙ্ক

তীর্থাটন

বিষয়ঃ (১) গৌরের অদ্ভুত ঐশর্য-মাধুর্যের কথা শুনিয়া মহারাজ প্রতাপরুদ্রের গৌর-দর্শনোৎকণ্ঠা। (২) শ্রীগৌরহরি দক্ষিণদেশ ভ্রমণ-পথে—গলিতকুষ্ঠী বাসুদেব বিপ্রের উদ্ধার। (৩) গোদাবরীতীরে রামানন্দ মিলন—রামানন্দ-মুখে গৌরপ্রবর্তিত ভজনপথের উদ্ঘাটন। (৪) মল্লভট্ট-মুখে দাক্ষিণাত্য-তীর্থভ্রমন বৃত্তান্ত প্রকাশন। ২৫৯—২৮৬ পৃষ্ঠা

অষ্টম অঙ্ক

প্রতাপরুদ্রানুগ্রহ

বিষয়ঃ (১) মহাপ্রভুর নীলাচলে প্রত্যাবর্তন (২) গৌরদর্শনোৎকণ্ঠা-আকুল ভক্তগণের একে একে নীলাচলে আগমন। (৩) মহারাজের গৌরদর্শন বিনা প্রাণ বিসর্জন সঙ্কল্প.—গৌরের রাজদর্শনে অসম্মতি—রাজাকে সার্বভৌমের দর্শন-উপায় কথন। (৪) গৌড়দেশ হইতে সঙ্কীর্তনমত্ত গৌড়ীয়াগণের নীলাচলে আগমন হইতেছে—রাজা দূর হইতে চিনিয়া লইতেছেন। (৫) রথাগ্রে পারিষদ-সঙ্গে গৌরের নর্তন-কীর্তন, জাতীবনে গৌর রসচর্বনে তন্ময়—মহারাজের গৌর কৃপালাভ। ২৮৭—৩৩৭ পৃষ্ঠা

নবম অঙ্ক

মথুরা গমন

বিষয়ঃ (১) কিন্নর-দম্পতির কথপোকথনে গৌরের লোকানুগ্রহ রীতি প্রকাশন (২) নীলাচল ছাড়িয়া প্রভু গৌড়ে চলিলেন—পানিহাটি রাঘবালয়ে আগমন—শিবানন্দ-বাসুদেবের গৃহ হইয়া নবদ্বীপে কুলিয়া আগমন ও কৃপামৃত বরিষণ (৩) রামকেলি গমন ও হুসেনশাহ্ বাদসাকে কৃপাদান। (৪) গৌরের নীলাচলে প্রত্যাবর্তন ও মথুরা গমন। (৫) শ্রীবৃন্দাবন দর্শনে মহাপ্রভুর প্রেমসাগরে উত্তাল তরঙ্গ। (৬) প্রত্যাবর্তন-পথে রূপ-সনাতনকে কৃপাসঞ্চার। ৩৩৮—৩৭৬ পৃষ্ঠা

দশম অঙ্ক

মহামহোৎসব

বিষয়ঃ (১) গৌড়ীয়াভক্তের নীলাচলে আগমন। (২) গৌড়ীয়ভক্তসঙ্গে মহাপ্রভুর স্নানযাত্রা দর্শন, অন্তদিকে রাজা-রানীর গৌড়দর্শন, রানীর গৌড়মাধুর্য আস্বাদন। (৩) গুণ্ডিচামন্দির-মার্জন (৪) রথাগ্রে মহাপ্রভুর ভক্তসঙ্গে নর্তন কীর্তন, এই অপূর্ব বস্তু দর্শনে মহারাজের তন্ময়তা। (৪) হেরাপঞ্চমী উৎসবদর্শন—লক্ষ্মীদেবীর অদ্ভুত মানবৈদগ্ধী দর্শনে হাস্যপরিহাসচ্ছলে মহাপ্রভুর মানবৈদগ্ধীর স্বরূপ নির্ণয়। (৫) অদ্বৈতের বর প্রার্থনা—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের বরদান। ৩৭৭—৪৩৮ পৃষ্ঠা

———

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বাহৃদ্-গোবিন্দ-দেবৌ বিজয়েতেতমাম্

শ্রীমন্মহাকবি-শ্রীল-কবিকর্ণপূর-গোস্বামি-প্রভুপাদ-বিরচিতং

শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ম্

(চরিত-নাটকম্)

প্রথমোঽঙ্কঃ

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ

১। নিধিষু কুমুদ-পদ্ম-শঙ্খমুখ্যে-,ষ্বরুচিকরো নবভক্তি-চন্দ্রকান্তৈঃ।
বিরচিত-কলিকোকশোকশঙ্কু-,র্বিষয়তমাংসি হিনস্তু গৌরচন্দ্রঃ॥* (১)

টিপ্পনী ঃ—অথ সোঽয়ং কবিকুল-মুকুটমণি-নীরাজিত-পাদপঙ্কজঃ শ্রীমান্ কবিকর্ণপূর নামা গ্রন্থকারঃ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নামনাটকমারভমাণঃ প্রস্তাবনা-মুখে নান্দীমাসঞ্জয়তি নিধিম্বিতি। কুমুদ-পদ্ম-মহাপদ্ম-শঙ্খ-মকর-কচ্ছপ-মুকুন্দনন্দ-নীলেষু নবষু নিধিষু শ্রবণাদি-লক্ষণা ভক্তয় এব চন্দ্রকান্তা মণিভেদাস্তৈররুচিং অনিচ্ছাং করোতি জনয়তি। তথা কলিরেব কোকস্তস্য শোক-শঙ্কুর্বিরচতো যেন এবম্ভূতো গৌরচন্দ্রো বিষয়-তমাংসি হিনস্তু নাশয়তু অর্থাৎ সর্বেষাং তমোনাশদ্বারা সুখং বিদধাত্বিত্যর্থঃ। (১)

মূলানুবাদ

১। যিনি শ্রবণ-কীর্তনাদি নবধাভক্তিরূপ চন্দ্রকান্তমণির দ্বারা কুমুদপদ্মশঙ্খাদি নবরত্নে অরুচি জন্মাইতেছেন, যিনি কলিকাল রূপ চক্রবাকের হৃদয়ে শোকশেল বিদ্ধ করিয়াছেন—সেই গৌরচন্দ্র জগতের বিষয়রূপ অন্ধকার দূর করুন। (১)

* গ্রন্থারম্ভে মঙ্গলাচরণ হইতেছে—মঙ্গলাচরণ তিনপ্রকার,—বস্তুনির্দেশ, আশীর্বাদ, নমস্কার। এই শ্লোকে তিনই সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই শ্লোকের রচনা রূপকের ছলে। শচীগর্ভরূপ সিন্ধুকে ভক্তি-অনুরাগরূপ মন্দার পর্বতের দ্বারা পরমার্থ-ব্যবহাররূপ সুরাসুরগণ মন্থন করিলে গৌরচন্দ্রের উদয় হইল। 'চদি' ধাতু হইতে 'চন্দ্র' শব্দ সিদ্ধ হয়—'চদি' ধাতুর অর্থ আনন্দদান। গৌর আবির্ভাবে সমস্ত জগৎ আনন্দে 'নাচিয়া উঠিল—তাই তাঁহার নামের সহিত 'চন্দ্র' শব্দের যোজনা করিয়া বস্তুনির্দেশ করা হইল কারণ পরব্রহ্ম বিনা অন্য কিছু সমস্ত জগৎকে আনন্দিত করিতে পারে না।—(শ্রীপ্রেমদাস)

(নান্দ্যন্তে)

সূত্রধারঃ—অলমতিপ্রসঙ্গেন। ভো ভোঃ! সমাকর্ণ্যতাম্। অদ্যাহং রত্নাকরবেলা-কন্দলিত-দলিতকজ্জলোজ্জ্বলন্মহানীলমণি-কন্দলস্য নীলগিরিদরী-দরীদৃশ্যমান-ঘন-দলমাল-তমালতরু-কড়ম্বস্য গভীরতর-কোটরমহাবট-বট-নিকট-প্রকট-প্রমদমাতঙ্গস্য ভগবতঃশ্রীপুরুষোত্তমদেবস্য গুণ্ডিচা-যাত্রায়াং সকল-দিগ্বিদিগ্-বিহারি-হারি-নরনিকর- মুখরমুখ- রমমাণ- জয়জয়-ধ্বনি- ধ্বনিত- জগদণ্ডভাণ্ড-কুহরে প্রমোদ-মোদমানমানস-রসাবিভক্ত-ভক্তজন-জনিত-ভগবৎকীর্তন-কুতূহল

নান্দ্যন্তে ইতি তল্লক্ষণং নাটকচন্দ্রিকায়াম্। অর্থস্য প্রতিপাদ্যস্য তীর্থং প্রস্তাবনোচ্যতে। প্রস্তাবনায়স্তু মুখে নান্দী কার্যা শুভাবহা। আশীর্নমস্ক্রিয়া বস্তুনির্দেশান্যতমান্বিতা। অষ্টাভির্দশভির্যুক্তা কিম্বা ষোড়শভিঃ পদৈঃ। চন্দ্র-নামাঙ্কিতা প্রায়ো মঙ্গলার্থপদোজ্জ্বলা। মঙ্গলং চক্র-কমল-চকোর-কুমুদাদয়ঃ। ইতি তত্রাষ্টপদীয়ং নান্দী। সূত্রধারো বদতি। অলমিতি অতিপ্রসঙ্গেন ভগবতঃ অতিপ্রসঙ্গেন। রত্নাকরবেলায়াং সমুদ্রতীরে কন্দলিতং অঙ্কুরীভূতং দলিতাঞ্জনং উজ্জ্বলন্মহানীলমণীনাং কন্দলং সমূহস্তস্য নীলগিরের্দর্যাং কন্দরে সর্বৈঃ পুনঃ পুনরতি-শয়েন বা দৃশ্যমানা ঘনা নিবিড়া দলমালা পত্রপঙ্‌ক্তি র্যস্য এবম্ভূত স্তমালতরুঃ সএব কড়ম্বঃ নব নূতন ইব তস্য। গভীরতরঃ কোটরো যস্য মহান্ আটবো গতো যস্য অক্ষয়বটস্য পাতালস্পর্শিত্বাৎ। গভীরতর-কোটরশ্চাসৌ মহাবটশ্চেতি তস্যাক্ষয়বটস্য নিকটে প্রকটঃ প্রমদমত্তো মাতঙ্গ ইব তস্য। সকল দিগ্বিদিক্ষু বিহারিণাং হারিণাং মনোহরাণাং নরনিকরাণাং মুখর-মুখেষু শব্দায়মান-মুখেষু রমমাণাঃ ক্রীড়ায়মাণা জয়ধ্বনয়স্তৈর্ধ্বনিতো জগদণ্ড-ভাণ্ড-গহ্বরো যত্র প্রকৃষ্টমোদেন মোদমানমানসাঃ রসাবিভক্তা রসযুক্তা ভক্তজনাস্তৈর্জনিতেন ভগবৎকীর্তনরূপেণ কুতূহলহলাস্বানেন কোলাহল-শব্দেন সানন্দিতো দিগ্বধূসমূহো যত্র। অবিভক্তঃ

সূত্রধার—রঙ্গে অতি প্রসঙ্গে নাহি প্রয়োজন। আমি নিবেদন করিতেছি এখন সকলে শোন—যাঁহার শ্রীঅঙ্গলাবণি নীলসাগরতীরসম্ভূত দলিতাঞ্জন কান্তি নীলমণির পুঞ্জস্বরূপ, অথবা নীলগিরির গুহায় বিরাজিত ঘনপত্রজালে শোভিত তমাল তরু সদৃশ, এবং যিনি অতি প্রাচীন সুগভীর কোটরবিশিষ্ট অক্ষয় বটের নিকট বিরাজিত সেই প্রমদ-মাতঙ্গস্বরূপ ভগবান্ শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উৎসব উপলক্ষে দেশ-বিদেশ হইতে আগত জনগণের

হলহলাস্বান-স্বানন্দিতদিগ্ বধূনিকরে সবিমর্দমর্দল-সাহচর্য-লম্পট-পটহ-মহাপণ-পণব-স্বন- স্বনল্পঢক্কাঢক্কার- গভীরতর- ভেরীভাঙ্কৃতি দুন্দুভি-ভূঙ্কার কারণান্য-শব্দাগ্রহগ্রহিল- নিরবধি- বধিরায়মাণ- জননিকরে ক্বচন সময়ে সেবা-ধিকারিতয়া রতয়া সমুপসীদতা সীদতা চ ভগবচ্ছ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-তন্যমান-তিরোভাব-ভাবভাবিতমানসারুষা পরুষাপদ্দশা-বশাদশাতবৈমুখ্যেন বৈ মুখ্যেন হেতুনা তথাবিধেঽপি পরমানন্দে মানং দেয়মপি ন কুর্বতা বতাঽবনিভৃতা নিভৃতা-ভিলাষেণ গজপতিনা প্রতাপরুদ্রেণাদিষ্টোঽস্মি। যথা—হংহো চারণাচার্য ! (২)

২। সোঽয়ং নীলগিরীশ্বরঃ স বিভবো যাত্রা চ সা গুণ্ডিচা
তে তে দিগ্ বিদিগাগতাঃ স্বকৃতিনস্তাস্তা দিদৃক্ষার্তয়ঃ।

অপৃথগ্ ভূতঃ। হলহলা ইতি স্ত্রীণাং মুখরবে হুলহুলীতি খ্যাতে। বিমর্দেন সহিতা যো ঢক্কারঃ শব্দঃ। রতয়া অনুগতয়া সমুপসীদতা সমুপস্থিতেন। চৈতন্যেন তন্যমান তিরোভাব-ভাবেন ভাবিতমানস ব্যথয়া। পরুষং নিষ্ঠুরং। অশাত-বৈমুখ্যেন সুখাভাবেন মানং সম্মানং। দেয়মপি কর্তুং যোগ্যমপি নকুর্বতা অকুর্বতা নিভৃতাভিলাষেণ গোপনীয়াভিলাষেণ। হংহো চারণাচার্য ভো নটশ্রেষ্ঠ ত্বয়া সমাকর্ণ্যতাং হংহো ইত্যব্যয়ং আশ্চর্যে। (২)

কণ্ঠে মনোহর জয় জয় ধ্বনি-প্রতিধ্বনিতে ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া উঠিল। প্রেমোন্মত্ত ভক্তগণ খোল-করতালে হাঁকিয়া-ডাকিয়া তুমুল হরিসঙ্কীর্তন আরম্ভ করিয়াছেন, আর ইহার সহিত কুলবধূগণের উলু উলু মঙ্গলধ্বনি মিলিত হইয়া মহা কোলাহলের সৃজন করিয়াছে—অন্যদিকে ঢোল-পটহ-মহাপণ-পণব-ঢাক-জয়ঢাক ইত্যাদি নানা বাদ্যযন্ত্রের সমবেত তুমুল ধ্বনিতে এবং ভেরীর গম্ভীর নিনাদে ও দুন্দুভির উচ্চ হুঙ্কারে সকলে বধিরপ্রায় হইয়া উঠিল। এমত সময়ে জগন্নাথের সেবাধিকারী মহারাজ প্রতাপরুদ্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের তিরোভাবে বিরহবেদনায় আকুল হইয়া শ্লথগতিতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এইরূপ বিরহ-জ্বরে জর্জরিত অবস্থায় তাঁহার নিকট এই পরমানন্দোৎসব কিছুমাত্র সুখকর হইল না। তিনি আমাকে সম্বোধন করিয়া তাহার মনের নিগূঢ় ভাব প্রকাশপূর্বক আদেশ করিলেন, ওহে নটরাজ! দেখ দেখ— (২)

২। এই সেই নীলগিরির ঈশ্বর শ্রীজগন্নাথদেব, এই সেই ঐশ্বর্য, এই সেই রথযাত্রা, এই সেই গুণ্ডিচা, দেশ বিদেশ হইতে আগত এই সেই দর্শনার্থীর ভিড়,

আরামাশ্চ ত এব নন্দনবন-শ্রীণাং তিরস্কারিণঃ
সর্বাণ্যেব মহাপ্রভুং বত বিনা শূন্যানি মন্যামহে ॥ (৩)

তদিদানীং প্রেমসৌভগবতো ভগবতো যতীন্দ্রস্য তস্যৈব গুণপরিমলোদ্গার-সারেণ রসারেণ কেনাপি প্রয়োগেণ শুভবতা ভবতাঽহমানন্দনীয়ঃ। যতঃ, (৪)

৩। প্রিয়স্য সাক্ষাদবিলোকজন্যাং, বাধাং বিষোঢ়ুং ন হি কোঽপ্যুপায়ঃ।
সুহৃদ্ভিরুক্তাদথবাভিনীতা-,দৃতে তদীয়াদ্গুণসংপ্রয়োগাৎ ॥ ইতি। (৫)

তদবশ্যমত্র প্রযতনীয়ম্। চিত্রঞ্চৈতৎ,—

৪। নির্ধূমোঽপ্যনুমীয়তে প্রতিদিশং যস্য প্রতাপানলঃ
সাধূনাং সুখদো বিপক্ষ-শলভ-ব্যূহস্য দাহোদ্ধুরঃ।

আদেশমাহ সোঽয়মিতি। আরামাঃ উপবনানি। নন্দনবন-শ্রীণাং ইন্দ্রবনশোভানাং। মন্যামহে বয়মিতি গৌরবে বহুবচনম্। (৩)

গুণপরিমলেতি গুণান্যেবাত্র পুষ্পাণি তেষাং পরিমলোদ্গারঃ সৌগন্ধ্যমৃত-বিশেষঃ স এব সারো যত্র তেন। রসং আরাতীতি রসারস্তেন প্রয়োগেণ নাটকপ্রবন্ধেন। (৪)

বাধাং দুঃখম্। অভিনীতান্নাট্যশাস্ত্রাৎ। ঋতে বিনা। (৫)

ইতি হেতো তন্নাট্যশাস্ত্রে। অত্র প্রযতনীয়ং ময়েতি শেষঃ।

পর্ব্বতোঽয়ং বহ্নিমান্ ধূমাদিতি বহ্ন্যনুমিতৌ ধূম এবাব্যভিচারজ্ঞাপক-হেতুরত্র তু তং বিনাগ্নেরনুমানমেতচ্চিত্রং। নির্ধূমো ধূমরহিতঃ। অনুমীয়তে অস্মাভিরিতি।

নন্দনকানন-ধিক্কারী এই সেই রমণীয় উপবন—সবই আছে, কিন্তু হায় হায় এক শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর বিনা সব কিছু আমার নিকট শূন্য মনে হইতেছে। (৩)

অতএব পরমকুশলী আপনি সেই প্রেম-মূরতি ন্যাসি-শিরোমণির গুণপরিমল-বাসিত রসোদ্গারে অলঙ্কৃত কোনও এক অনির্বচনীয় নাটকের দ্বারা আমার আনন্দ-বিধান করুন। (৪)

কারণ,—৩। প্রিয়জনের যশসৌরভবাসিত কথামৃত সহৃদয় বন্ধুমুখে কথিত অথবা অভিনীত হওয়া ব্যতীত প্রিয়-বিরহ-বেদনা উপশমের আর কোন উপায় নাই। (৫)

অতএব এখন আমাদের সেইরূপ প্রযত্ন করা অবশ্য উচিত। ইহা আশ্চর্যও বটে যে,—

প্রাগেব স্ফুটনে বিশঙ্কিত-ধিয়া যস্যোষ্মণাং প্রক্রমৈঃ
শ্রীশেনাবরণৈরকারি বহুভির্ব্রহ্মাণ্ডলেপো বহিঃ ॥ (৬)

সোঽয়ং মূর্তিমানিব নিবহীভূতঃ পরাক্রমঃ ক্রমসমুপচীয়মান-ভগবদ্‌ভাব-স্বভাব-স্বয়মাবিভূর্ত- শান্তিরসাবগাহ- নির্ধূত- রজস্তমস্তয়াস্তয়াঽবিদ্যয়া শম ইব শরীরী পরেষামপি মনসি ন সিধ্যন্তীং বিষয়বাসনাং করোতি। তদধুনা ধুনানঃ সন্দেহং দেহঞ্চ কৃতার্থয়ন্নয়মহং শ্রীনাথেনানুগৃহীতেন তস্যৈব ভগবতোঽবতো নিজকরুণাং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্য প্রিয়পার্ষদস্য শিবানন্দসেনস্য তনুজেন নির্মিতং পরমানন্দদাস-কবিনা

যস্য প্রতাপরুদ্রস্য। বৃহস্য সমূহস্য। দাহোদ্ধুরঃ দাহে উদ্ধুর উদ্ধতো যঃ। যস্য প্রতাপানলস্য। উষ্মাণাং দাহকলীলামণ্ডলীনাং প্রক্রমৈঃ প্রসরণৈঃ। শ্রীশেন মহাবিষ্ণুনা। বহুভিরিতি পৃথিব্যাদিভিরাবরণৈরিত্যুৎপ্রেক্ষা। বহিঃ বাহ্যে। (৬)

সোঽয়ং প্রতাপরুদ্রমহারাজা। নিবহীভূতঃ সমূহীভূতঃ সন্। ক্রমেণ সমুপচীয়মানঃ সম্বর্দ্ধমানো যো ভগবদ্ভাবস্তেন স্বয়মাবিভূর্তো যঃ শান্তি-রসস্তত্রাবগাহেন নির্ধূতে রজস্তমসী তৎকার্য্যে রাজ্যগৃহসুখভোগ-বৈরিবধাদি-রূপে যস্য তত্তয়া হেতু ভূতয়া অস্তয়া নিরস্তয়া বিদ্যয়া হেতুনানুগুণঃ শরীরী শমঃ শান্তরস ইব শমমনিষ্ঠতা বুদ্ধেরিতি ভগবদ্বাক্যাৎ কেবল তন্নিষ্ঠবুদ্ধিরেব সন্। স্বস্য পরেষামপি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিষ্ঠতয়া সিদ্ধ্যন্তীং স্বতঃ সিদ্ধরূপামপি বিষয়াণাং রূপরসাদীনাং বাসনামভিলাষং মনসি ন করোতি অহো যৈশ্চক্ষুরাদিভিঃ

৪। নির্ধূম হইলেও যাঁহার প্রতাপানল দেশে দেশে অনুমিত হইতেছে, যিনি সাধু-পালনে নিপুণ ও বিপক্ষ-পতঙ্গ-দহনে দীপ্ত এবং যাঁহার প্রতাপানল-সন্তাপে স্ফুটন-ভয়েই যেন শ্রীমহাবিষ্ণু পূর্বেই ব্রহ্মাণ্ডের বহির্দেশ সপ্ত প্রলেপে আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন। (৬)

সেই পুঞ্জীকৃত পরাক্রমের মূর্তবিগ্রহ মহারাজ প্রতাপরুদ্র এক্ষণে তাঁহার হৃদয়ে ক্রমসঞ্চিত ভগবৎ-ভক্তির স্বভাবে স্বয়ং আগত শান্তি-রস-ধারায় স্নাত হইয়াও রজ-তমাদি কষায়লেশ-মুক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিষ্ঠার মূর্তবিগ্রহ-রূপে বিরাজিত আছেন। বিষয়বাসনার লেশাভাসও তাঁহার মনে এখন আর স্থান পাইতেছে না।

অতএব অধুনা আমি সকল সন্দেহের অবসান ও দেহকে পবিত্র করিতে শ্রীনাথ বিপ্রের অনুগৃহীত ও শ্রীচৈতন্যপার্ষদপ্রবর শিবানন্দ সেনের আত্মজ

বিনাশিত-হৃৎকষায়-তিমিরং শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ং নাম নাটকমভিনীয় সমীহিত-হিতমস্য নৃপতেঃ করিষ্যামি। (অগ্রতোঽবলোক্য) ভো ভোঃ! ইত ইতঃ॥ (৭)

(প্রবিশ্য)

পারিপার্শ্বিকঃ—ভাব! আশ্চর্যমাশ্চর্যম্।

সূত্রধারঃ—মারিষ! কিং তৎ?

পারিপার্শ্বিকঃ—এতাবত্যপি ভগবতঃ শ্রীনীলাচল-চলদানন্দ-কন্দস্য স্যন্দনযাত্রা-পরমানন্দে কতিপয়ে সুখোপরম-পরম-বিমনস্কাস্তমস্কাণ্ড-ভাণ্ডমিব ব্রহ্মাণ্ডং মন্যমানা বিলপন্তঃ সন্তি। (৮)

তথা হি—

৫। অহো সোঽয়ং নীলাচলতিলকযাত্রাবিধিরিয়ং,
নবোত্থান-শ্রেণীরথ বিজয়বত্মাঽপি তদিদম্।
দহত্যুচ্চৈঃ পিত্তজ্বর ইব দৃশৌ কৃন্ততি মনঃ,
খলানাং বাণীব ব্যথয়তি তনুং হৃদ্‌ব্রণ ইব॥ (৯)

তৎ কথয়, কিমত্র রহস্যম্।

শ্রীচৈতন্যরূপাদমৃতমাস্বাদিতং তং বিনা তৈঃ কিং প্রয়োজনমিতি অন্ধত্বাদিক-মিচ্ছতীতি ভাবঃ। (৭)

ভাব বিদ্বন্। প্রকৃষ্টো বিদ্যয়া ভাবঃ কিঞ্চিন্ন্যূনস্তু মারিষঃ। (৮)

ইদং যাত্রাদিকং উক্তকর্তা। (৯)

পরমানন্দদাস-কবি-বিরচিত হৃদয়ান্ধকার-নাশক শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক অভিনয় করিয়া এই রাজার মনোবাঞ্ছা পূরণ করিব।

(সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া) ওহে, ওহে! এদিকে এদিকে। (৭)

(পারিপার্শ্বিকের প্রবেশ)

পারিপার্শ্বিক—বিদ্বন্! অদ্ভুত ও আশ্চর্যই বটে।

সূত্রধার—আর্য! কি হইল?

পারিপার্শ্বিক—পুঞ্জীভূত আনন্দস্বরূপ ভগবান্ শ্রীনীলাচলচন্দ্রের পরমানন্দ-জনক রথযাত্রা মহোৎসবে উপস্থিত কতিপয় ব্যক্তি বিরহ-বেদনায় অতিশয় উদাস হইয়া এই ব্রহ্মাণ্ডকে অন্ধকারাচ্ছন্ন ক্ষুদ্র ভাণ্ডের মত শূন্যবোধে বিলাপ করিতেছেন। (৮)

সূত্রধারঃ—মারিষ ! ধন্যোঽসি, যস্য তে তে কিলানয়োর্নয়নয়োর্নয়ন-সাফল্যকারিণঃ পরমভাগবতা বতাদ্য গোচরীভূতা ভূতারণকৃতঃ।

পারিপার্শ্বিকঃ—ভাব ! কেঽমী ?

সূত্রধারঃ—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রিয়পার্ষদাঃ।

পারিপার্শ্বিকঃ—কোঽসৌ চৈতন্যগোস্বামী ?

সূত্রধারঃ—মারিষ ! অদ্যাপি জননীজঠর-পিঠর-পিহিত এবাসি, যদিদং শ্রীমহাপ্রভোস্তস্য নাম নাম চ ন শ্রুতম্ ? শ্রূয়তাম্,—

৬। আশ্চর্যং যস্য কন্দো যতিমুকুটমণির্মাধবাখ্যো মুনীন্দ্রঃ
শ্রীলাদ্বৈত-প্ররোহস্ত্রিভুবন-বিদিতঃ স্কন্ধ এবাবধূতঃ।
শ্রীমদ্‌বক্রেশ্বরাদ্যা রসময়-বপুষঃ স্কন্ধ-শাখা-স্বরূপা
বিস্তারো ভক্তিযোগঃ কুসুমমথ ফলং প্রেম নিষ্কৈতবং যৎ॥ (১০)

অপি চ,

মারিষ হে আর্য। কিল নিশ্চিতং। বত খেদে। জননীজঠর এব পিঠরঃ জননীজঠরস্য পিঠরস্তত্রপিহিত আচ্ছাদিতঃ পিঠরস্থলী অত্র প্রসিদ্ধিঃ। নাম প্রকাশ্যং। প্ররোহঃ স্কন্ধঃ। পল্লবপত্রাদিভির্বিস্তারঃ সন্ কুসুমং স্যাৎ। (১০)

যথা,—৫। আহা, এই সেই নীলাচলতিলক জগন্নাথের রথযাত্রা উপস্থিত, এই সেই উপবনশ্রেণীও বিদ্যমান, এই সেই রথযাত্রাপথও শোভমান ; কিন্তু এই সকলই এখন পিত্তজ্বরের ন্যায় চক্ষু-প্রদাহকারী হইয়াছে, খল-বাক্যের ন্যায় মনকে অত্যন্ত ব্যথিত করিতেছে, এবং হৃদ্‌ব্রণের ন্যায় দেহের ক্লেশকর হইয়াছে। (৯) বিদ্বন্, বলুন তো—এরূপ বিলাপের রহস্য কি ?

সূত্রধার—আর্য ! আপনি ধন্য, যেহেতু নয়নের সফলতাকারক পরম-ভাগবতগণের দর্শন লাভ করিয়াছেন, ইঁহারা জগৎ-উদ্ধারের জন্য অবতীর্ণ।

পারিপার্শ্বিক—ইঁহারা কে ?

সূত্রধার—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রিয় পার্ষদবৃন্দ।

পারিপার্শ্বিক—কে এই চৈতন্যগোস্বামী ?

সূত্রধার—অহো ! আজ পর্যন্ত আপনি মাতৃ-গর্ভেই রহিয়াছেন দেখিতেছি, যেহেতু এই শ্রীমহাপ্রভুর নাম পর্যন্তও আপনার কানে যায় নাই ! আচ্ছা শুনুন—

৭। ব্রহ্মানন্দঞ্চ ভিত্ত্বা বিলসতি শিখরং যস্য যত্রাস্তনীড়ং
রাধাকৃষ্ণাখ্য-লীলাময়-খগমিথুনং ভিন্নভাবেন হীনম্।
যস্য চ্ছায়া ভবাধ্ব-শ্রমশমনকরী ভক্তসঙ্কল্পসিদ্ধে-
র্হেতুশ্চৈতন্যকল্পদ্রুম ইহ ভুবনে কশ্চন প্রাদুরাসীৎ ॥ (১১)

পারিপার্শ্বিকঃ—ভাব ! কিং প্রয়োজনো জনোঽহদূরোহয়মবতারঃ ?

সূত্রধারঃ—মারিষ ! অবধেহি বধে হি মনসো নির্বিশেষেঽশেষে পরে ব্রহ্মণি লয় এব পরঃ পুরুষার্থস্তৎসাধনং ধনং হি কেবলমদ্বৈতভাবনেতি সর্বশাস্ত্র-প্রতিপাদ্যত্বেনাদ্য-ত্বেনাপি মন্বানানাং বিদুষাং স্ব-মতাগ্রহ-গ্রহগৃহীতানামনাকলিতং তত্র তত্রৈব শাস্ত্রেষু গূঢ়তয়োঢ়তয়োত্তমত্বেন স্থিতমপি সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহো নিত্যলীলোঽ-খিলসৌভগবান্ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এব সবিশেষং ব্রহ্মেতি তত্ত্বং তস্যোপাসনং

নীড়ং পক্ষবাসা ইতি খ্যাতে। ভিন্নভাবেন রাধাকৃষ্ণপ্রণয় বিকৃতিরিত্যা-হ্যুক্তত্বাৎ। জন্মমৃত্যুরূপগতাগতেন ভবপথিশ্রমঃ শমনং শাম্যং কর্তুং শীলমস্যাঃ। (১১)

৬, ৭। সন্ন্যাসিমুকুটমণি শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদ যাহার মধ্যমূল, ত্রিভুবনবিদিত শ্রীল অদ্বৈত ও অবধূত শ্রীনিত্যানন্দ যাহার দুই স্কন্ধ, শ্রীবক্রেশ্বর প্রমুখ পার্ষদবৃন্দ যাহার মূল শাখা, উড়ুম্বর বৃক্ষের মত যাহার সর্বাঙ্গে অদ্ভুত ভক্তি-কুসুমের ও তৎফল ব্রজপ্রেমের ফলন হইতেছে, যাহার শীর্ষদেশ ব্রহ্মানন্দকেও ভেদ করিয়া উপরে উঠিয়াছে, যাহাতে রাধাকৃষ্ণ নামক লীলাময় অভিন্ন পক্ষিযুগল বাসা বাধিয়াছে, এবং যাহার ছায়ায় সংসার-পথের পথিকের পথশ্রান্তি দূর হইয়া যায় ও ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণ হয় সেই কোনও এক অনির্বচনীয়-রসময়বপু শ্রীচৈতন্য-কল্পবৃক্ষ এই জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। (১০, ১১)

পারিপার্শ্বিক—বিদ্বন্ ! তর্কের অগোচর এই ইনি কি নিমিত্ত অবতীর্ণ হইলেন ?

সূত্রধার—আর্য ! শোন, শোন—

অপরিচ্ছিন্ন নির্বিশেষ ব্রহ্মে লয় অর্থাৎ নির্বাণমুক্তিই পরমপুরুষার্থ এবং জীবে-ব্রহ্মে অভেদ ভাবনাই তাহার একমাত্র সাধন,—এই মতকে সর্বশাস্ত্র-সম্মত ও মুখ্যরূপে মান্যকারী জ্ঞানিগণকে তাহাদের মত-নিষ্ঠারূপ গ্রহমুক্ত করিবার জন্য,—এবং সেই সেই শাস্ত্রেই যে নিগূঢ়ভাবে এইরূপ সিদ্ধান্ত সুষ্ঠুভাবে নিবদ্ধ হইয়া আছে, যথা—সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ নিত্যলীল অখিল-ঐশ্বর্য-আধার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই সবিশেষ ব্রহ্ম,—তিনিই স্বয়ং ভগবান্ ; আর সনন্দন-নারদ-

সনন্দনাদ্যুপগীতমবিগীতমবিকলঃ পুরুষার্থস্তস্য সাধনং ধনং নাম নাম-সঙ্কীর্ত্তন-প্রধানং বিবিধ-ভক্তিভক্তিযোগমাবির্ভাবয়িতুং ভগবান্ শ্রীচৈতন্যরূপী ভবন্নাবিরাসীৎ। (১২)

পারিপার্শ্বিকঃ—ভাব! কিং তেনেহ তেনে হরিণা স্বাভিমত-মত-ব্যাঞ্জকো গ্রন্থঃ? (১৩)

সূত্রধারঃ—যদ্যপি কো ন বেদ বেদকর্তৃত্বং ভগবতস্তথাপি খল্বন্তর্যামী যামীহতে প্রেরণাম্; ন খলু সা বাহ্যোপদেশতো দেশতো বা কালতশ্চ পরিচ্ছিন্না ভবিতুমর্হতি। (১৪)

জানানাং উহেন তর্কেন দূরঃ।

মনজ্ঞানে স্বাত্মাত্মপত্যপ্যস্তি তস্মাদানঃ। সন্ধিনী সম্বিদাহ্লাদিনী শক্ত্যাঘনো নিবিড়ো বিগ্রহো যস্য। অখিলানাং জগতাং সৌভগং প্রেমসৌভাগ্যং বিদ্যতে যস্মাৎ জগৎ পরমানন্দকারণমিত্যর্থঃ। অথবা অখিল সৌন্দর্যবান্। স্বকীয়মতেঽদ্বৈত ভাবেনেত্যস্মিন্ আগ্রহৈগ্র্ হরূপৈগৃ্হীতা গ্রসিতা যে তেষাং কৃষ্ণএব ব্রহ্মেতি তত্ত্বং অনাকলিতং।

অবিগীতং নিরবদ্যং। বিগতা কলা যস্য স বিকলঃ ন বিকলঃ অবিকলঃ পুরুষার্থঃ কলাহীনো নস্যাদিত্যর্থঃ। (১২)

তেনে কৃতঃ। (১৩)

বেদ বেত্তি। ঈহতে চেষ্টতে করোতি।

ব্যাসাদি দ্বারা পঞ্চরাত্রে ও ভাগবতাদি শাস্ত্রে নির্ণীত শ্রীকৃষ্ণ-উপাসনা পরম-পুরুষার্থ এবং নামসঙ্কীর্তন-প্রধান বিবিধ ভক্তিযোগ ইহার সাধন—এইসব প্রকাশ করিবার জন্য—সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই গৌররূপে জগতে আবিভূর্ত হইলেন। (১২)

পারিপার্শ্বিক—বিদ্বন্ সেই শ্রীগৌরহরি নিজাভীষ্ট মত-পোষক কোনও গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন কি? (১৩)

সূত্রধার—যদিও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের বেদকর্তৃত্ব সকলেই জানে তথাপি অন্তর্যামিরূপে তিনি যাহাকে যেরূপ প্রেরণা দেন লোকে সেইরূপ মত গ্রহণ করে। সেই বেদ-তাৎপর্য বাহ্য শাস্ত্র ও উপদেশ দেশ-কাল হইতে অবধারণ করা যায় না। (সেইজন্য তিনি প্রেরণা দ্বারা গোস্বামিগণের ভিতর দিয়া বেদভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতানুগত বহু গ্রন্থ প্রকাশ করিলেন।) (১৪)

পারিপার্শ্বিকঃ—ভাব ! তর্হি কথং তত্রৈবোদারমতে রমতে ন সর্বঃ ?

সূত্রধারঃ—বিবিধবাসনা-সনাথো হি লোকো লোকোত্তরে বর্ত্মনি কথং সর্ব এব প্রবর্ত্তাতম ? বাসনাবদ্ধা শ্রদ্ধা শ্রয়তি হি ভেদকতাং মতেরিতি। (১৫)

পারিপার্শ্বিকঃ—ভাব ! ভক্তিযোগো যোঽগোচরঃ শাস্ত্রকৃতাম্, স চ সচমৎকারং জ্ঞানমেব জনয়তি, তস্য ব্রহ্মকৈবল্যং বল্যং ফলমিতি কো ভেদঃ ?

সূত্রধারঃ—মারিষ ! (ভা° ১১।২।৪০)—

৮। "এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নাম-কীর্ত্ত্যা, জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়,-ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥"

সা ভগবৎ প্রেরণা বাহ্যা। শাস্ত্রোপদেশতঃ। প্রকটলীলা যত্র এবং ভূতাদেশতঃ কৃষ্ণাবতীর্ণ কালতঃ কল্যাদেঃ। নার্হতীত্যস্মাদিদানীং পৃথগ্ গ্রন্থো ন কৃতঃ কিং তু তৎ প্রকাশিতা বেদা বর্তন্তে তৎ সারার্থময় শ্রীভাগবতমপি তত্তরূপমেব শাস্ত্রং তদভিমতব্যঞ্জকমিতি ভাবঃ। (১৪)

বিবিধবাসনাভির্ভোগাদিভিঃ সহ বর্তমানো নাথো যাস্ক্রা যস্য অথবা নাথশব্দ স্বামিবাচী স উপদেষ্টা ইতি জ্ঞেয়ং। ব্যবহারাদস্মিন্ ভগবদুদার মতে। শ্রয়তি জনয়তি। হি যতঃ। ভেদকতাং ঐহিকামুষ্মিক-নানা-ভোগায়তন-দেব-মনুষ্যাদি-যোনিভ্রমণরূপাং। মতের্জ্ঞানস্য। (১৫)

পারিপার্শ্বিক—বিদ্বন্ ! তবে সেই উদার মত সকলেই কেন গ্রহণ করে না ?

সূত্রধার—সত্ত্ব-রজঃ-তম গুণে লিপ্ত জীব-সকল ভিন্ন ভিন্ন বাসনার দ্বারা তাড়িত হইতেছে। তাহারা সকলেই কি করিয়া এক নির্গুণ অলৌকিক পথে প্রবৃত্ত হইবে ? বাসনা অনুসারেই শ্রদ্ধার জন্ম ও মতের উদ্ভব হইয়া থাকে। (১৫)

পারিপার্শ্বিক—বিদ্বন্ ! ভক্তিযোগ যাহা শাস্ত্রকারগণের অগম্য তাহা এক চিত্তচমৎকারী জ্ঞান জন্মায়, এই জ্ঞানের পরম ফল ব্রহ্মসাযুজ্যমুক্তি। অতএব ভক্তিতে আর জ্ঞানে প্রভেদ কোথায় ?

সূত্রধার—ওহে ভদ্র, তবে শুনুন—(ভা° ১১।২।৪০)

৮। "এইরূপে উক্তপ্রকারে ব্রতপরায়ণ হইয়া নিজপ্রিয় 'কৃষ্ণগোবিন্দ' নাম সঙ্কীর্তন করিলে অনুরাগের উদয়ে হৃদয় ভাবভরে গলিয়া যায়—সেই অবস্থায় প্রেমিক ভক্ত কখনও হাসে, কখনও কাঁদে, কখনও উচ্চস্বরে চিৎকার করে, কখনও গান করে, আবার কখনও বা উন্মাদের মত নৃত্য করে।"

ইত্যাদিনা ভগবন্নাম-সংকীর্ত্তনাদি-রূপস্য ভক্তিযোগস্য যোঽগস্য রতিজনক-ভাবঃ, স খলু পার্ষদভাবং ভাবং ভাবমধিতিষ্ঠতে। তথা চ (ভা° ৩।২৫।৩৬) "তৈর্দর্শনীয়াবয়বৈঃ" ইত্যাদৌ। (১৬)

(ভা° ৩।২৫।৩৫)

৯। "পশ্যন্তি তে মে রুচিরাণ্যম্ব সন্তঃ, প্রসন্নবক্ত্রারুণলোচনানি।
রূপাণি দিব্যানি বরপ্রদানি, সাকং বাচং স্পৃহণীয়াং বদন্তি॥"

ইতি তদ্রূপতৈব তেষাং মোক্ষ, ন তু কৈবল্যমত এবমূচিরে কপিলপাদাঃ—(ভা°৩।২৫।৩২) "ভক্তিঃ সিদ্ধের্গরীয়সী" ইতি। অতঃ খলু কলৌ নাম নাম-সঙ্কীর্ত্তনমেব পুরুষার্থসার্থসার্থকতা-তিরস্কারি পুরস্কারি রত্যাখ্য-ভাবস্য। (১৭)

তস্য ভক্তিযোগস্য। কৈবল্যং ব্রহ্মসাযুজ্যং বল্যং বলিষ্ঠং। এবমুক্ত প্রকারেণ-ব্রতঃ সন্। হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোক-বাহ্যঃ ইতি নবযোগেন্দ্রস্য ভাববাক্যং। অগস্য অগম্যস্য। ভাবয়িত্বা ভাবয়িত্বা। (১৬)

সিদ্ধেঃ মুক্তেঃ। (১৭)

এই শ্লোকের ভগবন্নাম-সঙ্কীর্তনাদিরূপ ভক্তিযোগের যে শ্রীভগবৎরতি জনক-ভাব তাহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া চরমে শ্রীভগবৎ-পার্ষদদেহ দান করে।

ইহার প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতের এই দুইটি শ্লোকে আছে, যথা—শ্রীকপিলদেব মাতা দেবহুতিকে বলিতেছেন—(ভা° ৩।২৫।৩৬)* "সেই দর্শনীয় মনোহর অপ্রাকৃত মুখনেত্রাদি দ্বারা যাহাদের মনপ্রাণ আকৃষ্ট হইয়াছে তাহাদিগকে মুক্তি না চাহিলেও ভক্তিদেবী **পার্ষদ দেহ** প্রাপ্তি করায়।" (১৬)

৯। (ভা° ৩।২৫।৩৫) হে মাতঃ! ভক্তগণ আমার মনোহর প্রসন্নবদন এবং অরুণ লোচন-সমন্বিত অপ্রাকৃত প্রসন্ন রূপ দর্শন করে এবং আমার সহিত নিজের অভীষ্ট কথা বলে।"

উপরোক্ত শ্লোকাবলীর ভাব অনুসারেই ভক্তের মোক্ষ হইয়া থাকে। তাহাদের বেলায় মোক্ষ অর্থে ব্রহ্মসাযুজ্যমুক্তি নয়। এইজন্যই শ্রীকপিলদেব (ভা° ৩।২৫।৩২) শ্লোকে বলিলেন—"মুক্তি হইতেও ভক্তি শ্রেষ্ঠ।" অতএব ইহা নিশ্চয়রূপেই নির্ণীত হইতেছে যে কলিতে একমাত্র নামসঙ্কীর্তনই ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষরূপ পুরুষার্থ-চতুষ্টয়-ধিকারী 'রতি' নামক ভাব দান করে। (১৭)

পারিপার্শ্বিকঃ—ভাব! ভাবাত্মকং বচনমিদমতীব বিস্মাপকম্ যতো ভগবন্নাম মুক্তিমেব জনয়তীতি শাস্ত্রম্, তদন্যথা চেদুচ্যতে। বস্তুতস্তু, (ভা°৬।৩।২৪) "নারায়ণেতি ম্রিয়মাণ ইয়ায় মুক্তিম্" ইতি শ্রূয়তে। (১৮)

সূত্রধারঃ—(বিহস্য) মুক্তি-শব্দোঽত্র পার্ষদ-স্বরূপপরঃ; যতস্তত্রৈব (ভা°৬।২।৪৩) "সদ্যঃ স্বরূপং জগৃহে ভগবৎপার্শ্ববর্তিনাম্" ইতি। ইদমেব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মতমন্যমতমপাস্তং করোতি, অনুতিষ্ঠন্তি চৈতৎ সুকৃতিনঃ কৃতিনঃ। অতস্তদবতারেণ কলিরপ্যয়ং কৃতার্থঃ। (১৯)

পারিপার্শ্বিকঃ—কথমেতৎ? (ভা°১২।৩।৪৩)

১০। "কলৌ ন রাজন্ জগতাং পরং গুরুং, ত্রিলোকনাথানত-পাদপঙ্কজম্।
প্রায়েণ মর্ত্যা ভগবন্তমচ্যুতং, যক্ষ্যন্তি পাষণ্ডবিভিন্নচেতসঃ ॥"

ইতি নিন্দা-শ্রবণাৎ। (২০)

ম্রিয়মাণঃ অজামিলঃ। (১৮) অপাস্তং দূরীভূতং। কৃতিনঃ পণ্ডিতাঃ। (১৯) ত্রিলোকনাথা ব্রহ্মাদয় আনতাঃ পাদপঙ্কজে যস্য স তং। মর্ত্ত্যাঃ ন যক্ষ্যন্তি ন যজনং করিষ্যন্তি। পাষণ্ডৈর্বেদবিমুখৈর্বিভিন্নং চালিতং চেতো যেষাং তথাভূতাঃ সন্তঃ। (২০)

পারিপার্শ্বিক—বিদ্বন্! ভাবুকগণের এই কথা অতি চমৎকার, কারণ ভগবন্নাম মুক্তিই দান করে—ইহাই শাস্ত্রবাক্য। আপনি দেখি অন্যরূপ বলিতেছেন। শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য (ভা° ৬।৩।২৪) শ্লোকে পাওয়া যায়, যথা—"ম্রিয়মাণ অবস্থাতেও নারায়ণ নামাভাসে অজামিল মুক্তিলাভ করিল"। (১৮)

সূত্রধার—(তাচ্ছিলের হাসি হাসিয়া) মুক্তি শব্দের অর্থ এখানে পার্ষদ-দেহ লাভ। কারণ সেই ভাগবতেই (৬।২।৪৩) শ্লোকে আছে—"অজামিল তৎক্ষণাৎ ভগবৎ-পার্ষদ-দেহ লাভ করিলেন।" ইহাই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের মত—ইহা অন্যমতকে দূরীকৃত করিয়াছে। সুমেধাগণ এই মতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। অতএব এই অবতারের দ্বারা কলিও কৃতার্থ হইয়াছে। (১৯)

পারিপার্শ্বিক—এরূপ কথা কি বলা চলে? কারণ শ্রীমদ্ভাগবতের (১২।৩।৪৩) শ্লোকে কলির নিন্দাই শোনা যায়, যথা—১০। "হে রাজন্ কলিতে অপরাধের দ্বারা পাষণ্ডত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ জগতের পরমগুরু ভগবান্ অচ্যুতের অজ-ভবাদি বন্দিত শ্রীপদকমল পূজা করে না"। (২০)

সূত্রধারঃ—তত্তু শ্রীকৃষ্ণাবতারতঃ পূর্ব-পূর্ব-কলিপরম্ ; অন্যথা (ভা° ৯।২৪।৬১ ; ভা° ১১।৫।৩৮)—

১১। "কলৌ জনিষ্যমাণানাং দুঃখশোকতমোনুদম্ ।
অনুগ্রহায় ভক্তানাং সুপুণ্যং ব্যতনোদ্যশঃ ॥"

১২। "কৃতাদিষু প্রজা রাজন্ কলাবিচ্ছন্তি সম্ভবম্ ।
কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি নারায়ণপরায়ণাঃ ॥"

ইত্যাদীনি ভাবি-চৈতন্যাবতারপরাণি বচনানি বিরুধ্যেরন্ ? (২১)

পারিপার্শ্বিকঃ—কথমেতান্ন বাধতে কলিঃ ?

সূত্রধারঃ— ১৩। কৃষ্ণপক্ষেঽনুদিবসং ক্ষয়মাপ্নোতি যঃ সদা ।
দোষাকরো বাধতাং কিং স বৈ বিষ্ণুপদাশ্রিতান্ ? (২২)

পূর্ব-পূর্ব-কলিপরমিতি যত্র কলৌ শ্রীকৃষ্ণাবতারঃ তত্র ন স্যাদিতি নির্গলিতার্থঃ। ব্যতনোদ্যশঃ শ্রীকৃষ্ণো ভগবান্ কর্তা উদ্দিশ্যতে। সম্ভবং প্রাদুর্ভাবম্। (২১)

কৃষ্ণপক্ষে কৃষ্ণাশ্রয়-জন-বিষয়ে পক্ষেঽসিতপক্ষে। দোষাকরঃ কলিঃ পক্ষে চন্দ্রঃ। (২২)

সূত্রধার—এই সব বাক্য শ্রীকৃষ্ণ-অবতারের পূর্ব-পূর্ব-কলিপর, অন্যথা শ্রীচৈতন্য-আবির্ভাবে ধন্য বিশেষ কলিপর যে সব শ্রীমদ্ভাগবত-বাক্য আছে তাহার সহিত বিরোধ উপস্থিত হয় ; আচ্ছা বলিতেছি শোন—১১। (ভা° ৯।২৪।৬১) "কলিযুগে যে সকল ভক্ত জন্মগ্রহণ করিবেন তাহাদিগকে অনুগ্রহ করিবার জন্য ভগবান্ পবিত্রতাজনক শোকমোহাদি অবিদ্যানাশিনী নিজ কীর্তি বিস্তার করিয়াছেন।" ১২। (ভা° ১১।৫।৩৮)—"হে রাজন্, কলির জনগণ নারায়ণ-পরায়ণ হইবে, সেইজন্য সত্যাদিযুগের প্রজাগণও কলিতে জন্ম ইচ্ছা করে"। (২১)

পারিপর্শ্বিক—কলির নিকট ইহাদের পরাভূত না হইবার কারণ কি ?

সূত্রধার—১৩। কৃষ্ণপক্ষে যে চাঁদ দিনে দিনে কলায় কলায় ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে সেই দোষাকর (চন্দ্র) কি করিয়া আকাশাশ্রিত গ্রহমণ্ডলীকে পরাভূত করিবে ? (২২)

(নেপথ্যে ধ্বনি) কে রে তুই দোষাকররূপে আমার নিন্দা করিয়া সুধাকরের প্রস্তাবনা করিতেছিস।

(নেপথ্যে) কস্ত্বং ভো দোষাকরত্বেন মাং জুগুপ্সয়ন্ সুধাকরমুপস্থাপয়সি ?

সূত্রধারঃ—(নিপুণং নিভাল্য) মারিষ ! যথাপ্রস্তাবময়মমর্ষোৎকর্ষোৎক-হৃদয়োঽদয়োদয়ো হ্যধর্মেণ প্রিয়সখেন সমমিত এবাভিবর্ততে, তদিতোঽপসরাবঃ । (২৩)

(ইতি নিষ্ক্রান্তৌ)

প্রস্তাবনা

(ততঃ প্রবিশত্যধর্মেণোপাস্যমানঃ কলিঃ)

কলিঃ—সখে অধর্ম ! সত্যমেবাহ চারণাচার্যঃ ।

অধর্ম্মঃ—কিং তৎ ?

(কলিঃ 'কৃষ্ণপক্ষে' ইত্যাদি পুনঃ পঠতি ।)

অধর্ম্মঃ—সখে যুগরাজ ! 'দোষাকরঃ' ইতি ভবন্তমেবাক্ষিপ্তবানয়মধমঃ । আঃ পাপ কুশীল-কুশীলব ! শৃণু রে ।

১৪ । শৌচাচার-তপঃ-ক্ষমা-শম-দমৈঃ সার্ধং বিবেকাদিভিঃ
সামন্তৈরপি যেন ধর্মনৃপতির্নির্মূলমুন্মূলিতঃ ।

নেপথ্যে রঙ্গস্থলে কলেরুক্তিঃ । জুগুপ্সয়ন্ নিন্দয়ন্ । মারিষ হে আর্য পারিপার্শ্বিক । অমর্ষঃ ক্রোধঃ অদয়ঃ কলিঃ । (২৩)

অর্থস্য প্রতিপাদস্য তীর্থং প্রস্তাবনোচ্যতে ইতি নাটকচন্দ্রিকায়াং । চারণাচার্য্যঃ নটশ্রেষ্ঠঃ । কুশীলব হে নট । শৌচং শুদ্ধিঃ আচারঃ শাস্ত্রবিহিতাচরণং

সূত্রধার—(ভালরূপে দেখিয়া) হে আর্য ! যাহার প্রস্তাবনা করিতেছিলাম, ঐ দেখুন সেই নির্দয় কলি তাহার প্রিয় সখা অধর্মের সহিত ক্রোধান্ধ হইয়া এদিকেই আসিতেছে, অতএব এখন আমরা এস্থান হইতে পালাই । এই বলিয়া উভয়ের প্রস্থান)। (২৩)

প্রস্তাবনা

(অতঃপর অধর্মের দ্বারা উপাস্যমান কলির প্রবেশ)

কলি— সখে অধর্ম ! চারণাচার্য সত্যই বলিয়াছে ।

অধর্ম— কি সত্য বলিল ?

কলি—এই যে বলিল—'কৃষ্ণপক্ষে চন্দ্র কলায় কলায় ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে' ইত্যাদি ।

যে দৃষ্ট্বৈব-পুনন্তি তেঽপি সহসৈবান্ধীকৃতাস্তৎপ্রিয়া
যেনৈকেন ময়া স যস্য বশগঃ সোঽয়ং কলির্নিন্দ্যতে ॥

তিষ্ঠ রে পাপ ! তিষ্ঠ তিষ্ঠ ;

১৫। যতো ধর্মস্ততঃ কৃষ্ণো যতঃ কৃষ্ণস্ততো জয়ঃ।
ধর্মাভাবে কুতঃ কৃষ্ণঃ পক্ষে যস্য কলেঃ ক্ষয়ঃ ॥ (২৪)

কলিঃ—সখে ! নায়মাক্ষিপ্যতাম্ ; অবধারয়, যতঃ,

১৬। গতঃ স কালো মম সাম্প্রতং সখে, হতপ্রভাবোঽস্মি কুমারকাদ্‌তঃ।
মহৌষধেরঙ্কুরনির্গমাদিব, ক্ষতপ্রভস্তক্ষক-নাগপুঙ্গবঃ ॥ (২৫)

অধর্ম্মঃ—যুগরাজ ! কোঽসৌ কুমারকঃ, কিং কুৎসিতো মারকঃ, কিং কোঃ পৃথিব্যা বা মারকঃ ?

তপঃ কৃচ্ছ্রাদি ধর্মং ক্ষমা সহিষ্ণুতা শমো বিষয়বৈমুখ্যং দমো বাহ্যেন্দ্রিয়দমনং বিবেকঃ আত্মানাত্ম-বিবেচনা। যেন একেনাধর্মেণ ময়া। সহসা হঠাৎ। তৎপ্রিয়া ধর্মপ্রিয়া। নিন্দ্যতে ভবদ্ভিরিতি। যস্য কৃষ্ণস্য। (২৪)

সাম্প্রতং সম্প্রতি। মহৌষধে ধন্বন্তরিস্থানে স্থিতস্য। যস্য দংশনমাত্রেণ ভস্মসাচ্চ করোতি স তক্ষকঃ। পুঙ্গবঃ শ্রেষ্ঠঃ। (২৫)

অধর্ম—সখা যুগরাজ ! এই অধম 'দোষাকর' ইত্যাদি বাক্যে আপনাকে তিরস্কার করিতেছে ! অরে পাপ দুর্বৃত্ত নরাধম,—শোন্ রে শোন্।

১৪। শৌচ-আচার-তপ-ক্ষমা-শম-দম-বিবেকাদি সৈন্য-সামন্তের সহিত বিরাজমান্ ধর্ম নৃপতিকে যে-আমি একা সমূলে উপড়াইয়া ফেলিয়া দিয়াছি, এবং তাহার প্রিয় লোক-পাবন সাধুদিগকে সহসাই অন্ধ করিয়া দিয়াছি,—সেই আমি যাহার আজ্ঞাকারী দাস সেই যুগরাজ কলিকে তুই নিন্দা করিতেছিস্। দাঁড়া রে পাপ ! দাঁড়া, দাঁড়া।

১৫। যথা ধর্ম তথা কৃষ্ণ, যথা কৃষ্ণ তথা জয়।' কিন্তু বলি, ধর্মের অভাবে তোর কৃষ্ণ থাকিবে কোথায় যে তাহার প্রতাপে কলির ক্ষয় হইবে ? (২৪)

কলিঃ—সখা, ইহাকে তিরস্কার করিও না। ভাল করিয়া শোন, যেহেতু,

১৬। আমার সে কাল গিয়াছে, মহৌষধির অঙ্কুরোদ্গমেই যেমন নাগরাজ হতবীর্য হইয়া পড়ে তেমনই আমিও এক 'কুমারকের' উদয়মাত্রেই নির্বীর্য হইয়া পড়িয়াছি। (২৫)

কলিঃ—নোভয়ং নো ভয়ং কর্তুমীষ্টে ; কিন্তু,

১৭। নবদ্বীপে জগন্নাথ-নাম্নো মিশ্রপুরন্দরাৎ।
জাতঃ শচ্যাং কুমারোঽয়ং মম মর্মাণি কৃন্ততি ॥ (২৬)

অধর্ম্মঃ - (বিহস্য) হংহো যুগরাজ !

১৮। যস্যোচ্চৈর্ভুজদণ্ড-চণ্ডিম-মহা-মার্তণ্ডতেজোভয়া-
ন্মূকো ঘূক ইবাদ্রি-কন্দরগতঃ পাদৈকশেষো বৃষঃ।
স ত্বং মদ্বিধ-ভৃত্যসেবিতপদো ভূদেব-বালাদতো
ভীতিং বিন্দসি হন্ত কোঽয়মতুলশ্চিত্তস্য তে বিভ্রমঃ ? (২০)

কলিঃ—সখে ! নায়ং কেবলো ভূদেব-বালঃ, অপি তু বাল-দেবদেবঃ। তথা হি,—

১৯। হরি হরি হরিভক্তিযোগ-শিক্ষা-সরসমনা জগদেব নিষ্পুনানঃ।
হরিরিহ কনকাব্জ-কান্তকান্তি-, দ্বিজভবনেঽবততার বাললীলঃ ॥

ন কর্তুমীষ্টে ন সমর্থো ভবতি। কিন্তু অর্থাৎ কারণমুচ্যতে। (২৬)
হংহো আশ্চর্যং। মার্তণ্ডোরবিঃ। ঘূকঃ পেচা ইতি খ্যাতে। বৃষোধর্মঃ।
ভূদেববালাৎ ব্রাহ্মণবালাৎ হন্ত খেদং ইতি স্যাৎ। (২০)

অধর্ম—সেই 'কুমারক' কি ? ইহা কি কোনও কুৎসিত মারক বা কোনও পৃথিবী-মারক।

কলি—ইহারা কেহই আমাদের ভয়ের কারণ নহে ; কিন্তু—

১৭। নবদ্বীপে পুরন্দর-জগন্নাথমিশ্রের ঘরে শচীগর্ভসিন্ধু হইতে এক কুমারের জন্ম হইয়াছে,—সেই আমার মর্মস্থান কর্তন করিতেছে। (২৬)

অধর্ম—(তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া) হু হু ! যুগরাজ !

১৮। যাহার বলিষ্ঠ ভুজদণ্ডের দোর্দণ্ডপ্রতাপরূপ মার্তণ্ড তেজোভয়ে অবশেষ পাটি' লইয়া বৃষরূপী ধর্ম পেচকের ন্যায় নিঃশব্দে পর্বতগুহায় পলায়ন করিয়াছে সেই তুমি আমাদের মত চরণসেবী ভৃত্যজন থাকিতে এক ব্রাহ্মণ-বটুর নিকট ভীত হইতেছ, —হায় হায় তোমার এ কি আশ্চর্য চিত্তবিভ্রম। (২০)

কলি—সখে এ কেবল ব্রাহ্মণবালক নয় কিন্তু বালকরূপী স্বয়ংপরমেশ্বর। তবে শোন,—

১৯। হরি হরি ! হরিভক্তিযোগ শিক্ষা দ্বারা কলির দুর্গত জীবকে পবিত্রকরণ-মানসে শ্রীহরি এই মনোহর কনককমলকান্তিতে ব্রাহ্মণকুলে অবতীর্ণ হইয়া বাললীলাপরায়ণ আছেন।

তথা চ,—

২০। জায়মানঃ পূর্ণিমায়ামুপরাগচ্ছলেন যঃ।
গ্রাহয়ামাস যুগপদ্ধরের্নাম জগজ্জনান্॥ (২৮)

অধর্মঃ—অয়মপি তে ভ্রমঃ। যদিদং 'কাকতালীয়'-ন্যায়েনোপপন্নমন্যথা কল্পয়সি।

শৃণু ভোঃ শৃণু,—

২১। মহাপ্রভাবাঃ সুমহাসহায়াঃ, ক্ব যূয়মুচ্চৈশ্চিরবদ্ধমূলাঃ।
ক্বায়ং কড়ম্বো দ্বিজবংশজাত-,স্ততোঽপি ভীঃ কোঽয়মহো ভ্রমস্তে ? (২৯)

কলিঃ—সখে ! যথার্থমাকলয়,—

২২। স্বয়ংপ্রকাশাঃ কিল কালদেশ-,বয়োঽন্বয়াদৌ ন হি সব্যপেক্ষাঃ।
উদ্‌যাতমাত্রঃ খলু বালসূর্যো, গাঢ়ং তমস্কাণ্ডমপাকরোতি॥

দেবদেবঃ দেবানাং ব্রহ্মাদীনাং দেবঃ। হরি হরি খেদে। অখিলান্ তাপান্ হরতীতি হরিঃ। হরিশ্চাসৌ ভক্তিযোগশ্চেতি তস্য। উপরাগঃ রাহুগ্রস্ত শ্চন্দ্রঃ। যুগপৎ এককালে। (২৮)

কাকতালীয়ন্যায়েনেতি কাকস্য গমনং তালস্য পতনমিতি। সুমহা-সহায়াঃ সুমহান্তঃ সহায়া যেষাং। যূয়মিতি গৌরবে বহুত্বং। কড়ম্বত্বেন প্রভাবসহায় মূলবন্ধ-রাহিত্যং সূচিতং। (২৯)

সব্যপেক্ষাঃ অন্যাপেক্ষাঃ। উদ্যাতমাত্রঃ উদ্গতমাত্রঃ উদয়মাত্র ইত্যর্থঃ। তমস্কাণ্ডং তমঃ সমূহং। অপাকরোতি দূরীকরোতি।

আরও,—২০। ফাল্গুন-পূর্ণিমায় অবতীর্ণ হইয়া ইনি চন্দ্রগ্রহণছলে জগজ্জনকে যুগপৎ হরিনাম গ্রহণ করাইয়াছেন। (২৮)

অধর্ম—ইহাও তোমার ভ্রম। কাকতালীয় ন্যায়ে উপস্থিত ঘটনাকে তুমি অন্যরূপ কল্পনা করিতেছ। শোন হে শোন,—

২১। মহা মহা দিগ্বিজয়ী সহায়গণে পরিবৃত, অতি উচ্চ, চিরবদ্ধমূল, মহা-প্রভাবশালী কে তুমি, আর কে সহায়-সম্বলহীন ব্রাহ্মণবংশের এক অঙ্কুর,—ইহা হইতেই ভয়,—অহো এ তোমার কি ভ্রম ! (২৯)

কলি—বন্ধু, সত্য কথা বলি শোন,—

২২। স্বয়ং প্রকাশ বস্তুর কাল-দেশ-বয়স-বংশাদি কোন কিছুর অপেক্ষা নাই। বালসূর্য উদয়মাত্র গাঢ় অন্ধকার দূরীভূত করে।

নাপ্যয়মসহায়ঃ, যতঃ খলু স্বাবতারাৎ পূর্বমেবায়মবনিতলে প্রিয়পার্ষদনিবহানাবির্ভাবয়ামাস। (৩০)

তথা হি—

২৩। অদ্বৈতাচার্যবর্যো ভগবদনবমং শাম্ভবং ধাম সাক্ষা-
ন্নিত্যানন্দাবধূতো মহ ইহ মহিতং হন্ত সাঙ্কর্ষণং যঃ।
শ্রীকান্ত-শ্রীপতিভ্যামপি সহ বিজয়ী শ্রীল-রামেণ সার্ধং
কোঽপি শ্রীবাসনামা দ্বিজকুলতিলকো নারদীয়ং হি তেজঃ॥ (৩১)

অপি চ,

২৪। আচার্যরত্ন-হরিদাস-মুরারি-গঙ্গা-,দাসাদয়ঃ সহ-গদাধরপণ্ডিতাদ্যাঃ।
বিদ্যানিধিপ্রভৃতয়োঽপি চ বাসুদেবা-,চার্যাদয়ঃ সহ মুকুন্দমুখাস্তথান্যে॥

অপি চ, ২৫। শ্রীবক্রেশ্বরবান্ নৃসিংহসহিতঃ শুক্লাম্বরেণাযুতঃ
শ্রীদামোদর-শঙ্করৌ চ জগদানন্দঞ্চ মুখ্যং দধৎ।
নানাভাব-বিলাস-লাস্যরসিকঃ প্রেমাস্পদানাং গণো
যদ্বাল্যাবধি বান্ধবঃ স জগতি ত্রাণায় ভূমিং গতঃ॥ (৩২)

অধর্ম্মঃ—যুগরাজ! কথয় কথময়মীশ্বর ইতি নিরনায়ি?

অয়ং বালকঃ। নিবহান্ সমূহান্। (৩০) অনবমং অন্যূনং। মহিতং ব্রহ্মাদিভিঃ পূজিতং সাঙ্কর্ষণং ধাম মহঃ তেজো যুক্তং স্যাৎ। (৩১)

বাসুদেবাচার্যাদয়ঃ সার্বভৌমভট্টাচার্য্যাদয়ঃ। মুখমাদ্যে প্রধানেচ। আযুতঃ সহযুক্তঃ। লাস্যং নাট্যং। যৎ যস্য ভগবতঃ। স ভগবান্। (৩২)

উপরন্তু ইনি অসহায়ও নন, কারণ নিজে অবতীর্ণ হইবার পূর্বেই ইনি এই জগতে নিজ প্রিয় পার্ষদগণকে আবির্ভাবিত করাইয়াছেন। (৩০)

উক্তার্থের দৃঢ়ীকরণে তোমাকে আরও কিছু বলি শোন,—

সাক্ষাৎ মহাদেবের অবতার শ্রীভগবত্তুল্য আচার্যশ্রেষ্ঠ শ্রীল অদ্বৈত, ব্রহ্মাদিপূজিত মহাতেজোময়বপু শ্রীসঙ্কর্ষণের অংশী অবধূত শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীকান্ত, শ্রীপতি, শ্রীরাম এই তিন ভ্রাতার সহিত অবতীর্ণ দেবর্ষি নারদাবতার শ্রীবাস এবং আচার্যরত্ন, হরিদাস, মুরারি, গঙ্গাদাস পণ্ডিত, গদাধর পণ্ডিত, বিদ্যানিধি, বাসুদেব সার্বভৌম, শ্রীমুকুন্দ, বক্রেশ্বর, নৃসিংহ, শুক্লাম্বর, শ্রীদামোদর, শঙ্কর ও জগদানন্দ প্রভৃতি নৃত্যরসিক-প্রেমাস্পদ-ভাবুক পার্ষদবৃন্দ যাঁহার বাল্যবন্ধু সেই ভগবান্ শ্রীগৌরহরি জগৎ-উদ্ধারের জন্য এই মর্তভূমিতে

কলিঃ—সখে ! সকলজনান্তঃকরণাকর্ষিত্বং হি ভগবতোঽসাধারণং লিঙ্গম্, আনন্দময়ত্বাৎ; আনন্দময়ো হি জীবানানন্দয়িতুমর্হতি, যথা প্রচুরধনঃ পরমপি ধনিনং করোতি। এতাবত্ত্বং হি পারমেশ্বরং লিঙ্গমস্য, যদ্বাল এব সকলজন-চিত্ত-চমৎকার-কারকঃ। (৩৩)

তথা হি—২৬। শিব শিব শিশুতায়ামেব গাম্ভীর্য-ধৈর্য-
স্মৃতি-মতিরতিবিদ্যা-মাধুরীস্নিগ্ধতাঢ্যাঃ।
নিখিলজন-বিশেষাকর্ষিণো যে গুণাস্তৈ-,
রিহ ন বিদধতাং কে বিষ্ণুরিত্যেব বুদ্ধিম্॥ (৩৪)

অধর্ম্মঃ—অনৈকান্তিকমিদম্, প্রকৃষ্ট এব কশ্চিজ্জীবো ভবতু।

কলিঃ—মৈবম্, (গী° ১০।৪১)

২৭। "যদ্যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশ-সম্ভবম্॥"

নিরনায়ি যুষ্মাভিরিতি শেষঃ। প্রচুরং ধনং যস্য ধনাঢ্যঃ। পরং জনমপি। পারমেশ্বরং পরমেশ্বরস্যেদং। যদ্ যস্য ভগবতঃ। (৩৩)

শিব শিব আশ্চর্য্যমাশ্চর্য্যং। ইহ বালকে। (৩৪)

ক্বচিৎ কল্পে জীবো ব্রহ্মা। শ্রীমত্তেজঃ শ্রীমদৌদার্যং বা। ত্বং অর্জুনঃ।

আবির্ভূত হইয়াছেন। (৩১, ৩২)

অধর্ম—ইনি যে ঈশ্বর তাহা কি প্রকারে নির্ণয় করিলে ?

কলি—বন্ধু, শ্রীভগবান্ আনন্দপুঞ্জ বলিয়া সকল জনের চিত্ত-আকর্ষকত্ব গুণই নিশ্চয়রূপে তাঁহার ভগবত্তার অসাধারণ লক্ষণ,—আনন্দপুঞ্জই সকলকে আনন্দ দানে সমর্থ—যেমন ধনের প্রাচুর্য থাকিলেই অপরকেও ধনবান করা যায়। অতএব ইনি যখন বালক হইয়াও সকলজনের চিত্তচমৎকারিত্বজনক আনন্দের কারণ হইতেছেন তখন ইহাই তাঁহার পরমেশ্বরত্বের প্রমাণ। (৩৩)

উক্তার্থের দৃঢ়ীকরণে আরও বলিতেছি শোন,—

আশ্চর্য ! আশ্চর্য ! শিশুকাল হইতেই এই বালক গাম্ভীর্য, ধৈর্য, স্মৃতি, মতি, পাণ্ডিত্য, মাধুর্য, স্নিগ্ধতা প্রভৃতি নিখিল-জন-চিত্ত-আকর্ষণী বিশেষ গুণের দ্বারা কাহার না তাঁহাতে বিষ্ণুবুদ্ধি জন্মাইতেছেন ? (৩৪)

অধর্ম—এইসব গুণ কোন একটি বিশেষ বস্তুকে নিশ্চিতরূপে নির্দেশ করে না। কোন মহৎজীবও এরূপ গুণসম্পন্ন হইতে পারেন।

কলি—এরূপ বলিতে পার না। গীতায় আছে,— (গী' ১০।৪১)

ইতি ভগবত-সামান্যেনোক্তেস্তথাবিধাঽযুতাযুতগুণগণবত্তয়া ভগবত্ত্বেবাস্য সিদ্ধেতি বয়মেব প্রমাণং যদ্বয়ং জীবতো ন বিভীমঃ। (৩৫)

অধর্ম্মঃ—যুগরাজ! স কিল কৃতোদ্বাহ ইতি শ্রূয়তে?

কলিঃ—অথ কিম্?

২৮। অবতরতি জগত্যামীশ্বরে হন্ত তস্যা-,
প্যবতরতি হি শক্তিঃ কাপ্যসৌ রূপিণী শ্রীঃ।
অনুকৃত-নরলীলাং তামুরীকৃত্য নীত্বা,
কতিপয়দিনমন্তর্ধাপয়ামাস দেবঃ॥ (৩৬)

তথা চ তস্যা মানুষীভাবঃ, (শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ১।৯।১৪৩) "দেবত্বে দেবরূপা সা মানুষত্বে চ মানুষী" ইতি।

ভগবতঃ গীতায়াং। অযুতগুণঃ অসংখ্যগুণঃ। অস্য স্বয়ং ভগবতঃ। যদ্যস্মাৎ। (৩৫) কৃতোদ্বাহঃ কৃতবিবাহঃ। হন্ত খেদে। শ্রীঃ প্রেয়সী লক্ষ্মীঃ। তাং লক্ষ্মীং নীত্বা বিবাহং কৃত্বা অন্তর্ধাপয়ামাস অত্র ণ্যন্ত-প্রয়োগাৎ লক্ষ্মীং। (৩৬)

২৭। যে যে বস্তুই ঐশ্বর্যবিশিষ্ট, সৌন্দর্যবিশিষ্ট ও আধিক্যবিশিষ্ট, তৎ-সমস্তই আমার তেজ বা শক্তির অংশ হইতে উৎপন্ন বলিয়া জানিবে।

এই শ্লোকে মহৎজীবের গুণ যে অণু তাহাই বলা হইল,—কাজেই এই বালকে অসংখ্য গুণের পূর্ণতম অভিব্যক্তি থাকাতে ইহার ভগবত্তা সিদ্ধ হইতেছে। আর ইহাতে আমরাই তো সাক্ষাৎ প্রমাণ, কারণ ইনি জীব হইলে আমাদের এরূপ হৃৎকম্প উপস্থিত হইবে কেন? (৩৫)

অধর্ম—যুগরাজ! শোনা যায় তিনি বিবাহ করিয়াছেন।

কলি—তাহাতে কি?

২৮। ভগবান্ শ্রীগৌরহরি যখন এই জগতে অবতীর্ণ হইলেন তখন লক্ষ্মীস্বরূপিণী তাহার কোনও শক্তিও এই জগতে অবতরণ করিলেন,—শ্রীভগবান্ নরলীলার অনুকরণে এই লক্ষ্মীদেবীকে বিবাহ করিলেন, এবং কিছুদিন পর তাঁহাকে অন্তর্ধান করাইলেন। (৩৬)

শ্রীভগবৎ-শক্তির নারীরূপে অবতরণের প্রমাণ বিষ্ণুপুরাণে এইরূপ আছে,—'শ্রীভগবানের দেবলীলায় শ্রীভগবৎশক্তি দেবী হন, আর নরলীলায় নারী হন।'

কিঞ্চ, ২৯। ভুবোঽংশরূপামপরাঞ্চ বিষ্ণু-,প্রিয়েতি বিত্তাং পরিণীয় কান্তাম্।
বৈরাগ্যশিক্ষাং প্রকটীকরিষ্যন্, হাস্যত্যথৈনাং স নবাং নবীনঃ॥ (৩৭)

অপি চ, ৩০। অস্যাগ্রজস্ত্বকৃতদারপরিগ্রহঃ সন্,
সঙ্কর্ষণঃ স ভগবান্ ভুবি বিশ্বরূপঃ।
স্বীয়ং মহঃ কিল পুরীশ্বরমাপয়িত্বা,
পূর্বং পরিব্রজিত এব তিরোবভূব॥ (৩৮)

অধর্ম্মঃ—(ক্ষণং বিচিন্ত্য স্বগতম্) অহো কষ্টমিব প্রতিভাতি। প্রতিভাতিরে-কেণৈবাহমন্যথা-কুর্বন্নস্মি। কিন্তু,

৩১। গ্লপয়তি হৃদয়ং মে স্রংসয়ত্যঙ্গমঙ্গং,
বিধুরয়তি বিধেয়ং সর্বমেবেন্দ্রিয়াণাম্।

তস্যাঃ শ্রীশক্তেঃ। অংশরূপাং লক্ষ্মীপ্রিয়াং। বিত্তাং খ্যাতাং। পরিণীয় পরিগ্রহং কৃত্বা হাস্যতি ত্যাগং করিষ্যতি। নবাং কান্তাং। (৩৭)

মহঃ তেজঃ। আপয়িত্বা প্রাপয়িত্বা। পরিব্রজিতঃ পূর্বস্মিন্ কালে সন্ন্যাস কৃতঃ সন্। (৩৮)

স্বগতং মনসি বিচারিতং। গ্লপয়তি হর্ষক্ষয়ং করোতি কষ্টমিতি ণ্যন্তকর্তা ইতি যোজ্যং। স্রংসয়তি অনবস্থাং করোতি। বিধেয়ঃ রূপাদি-গ্রহণরূপকার্যং বিধুরয়তি বিধ্বস্তং করোতি মহতামভিধানং কীর্তনং বিনা অন্যৎ কষ্টদং

আরও,—২৯। জগতে বৈরাগ্যশিক্ষা প্রচারের জন্য তাঁহার ভূশক্তির অংশী বিষ্ণুপ্রিয়া নামক অপর একজন নবপরিণীতা ষোড়শীকে তিনি নবীন বয়সে ত্যাগ করিলেন। (৩৭)

আরও, ৩০। ভগবান্ শ্রীসঙ্কর্ষণের অবতার জগতে বিশ্বরূপ নামে পরিচিত ইঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা অকৃতদারপরিগ্রহ অবস্থাতেই সন্ন্যাস গ্রহণান্তর তীর্থভ্রমণ-কালে নিজতেজ পরমানন্দপুরীতে অর্পণ করিয়া তিরোধান করিয়াছেন। (৩৮)

অধর্ম—(ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া) অহো, কি কষ্টই না উপস্থিত হইল। ইচ্ছা হয় একটি অকাট্য যুক্তিবলেই ইহার কথা সব অন্যথা করিয়া দেই। কিন্তু,—

৩১। চিত্ত আমার নিরানন্দে দগ্ধ হইতেছে, প্রতি অঙ্গ শিথিল হইয়া পড়িতেছে,

স্মৃতিমহহ লুনীতে হন্ত ধৈর্যং ধুনীতে,
ন হি মহদভিধানাদস্তি মে কষ্টমন্যৎ ॥ (৩৯)

কলিঃ—সখে ! অনুভূতমিদানীমনুভূয়তামনুভূয়তাম্ ।

অধর্ম্মঃ—সখে ! অস্ত্যপায়োঽপায়োজ্ঝিতঃ কশ্চিদস্য পরাভবায়, ভবায় চাস্মাকম্ ।

কলিঃ—সখে ! কোঽসৌ ?

অধর্মঃ—সখে !

৩২ । কামাদয়ো যে ষড়মী অমাত্যা-, স্তেষামশক্যং ন হি কিঞ্চিদাস্তে ।
যেষামখণ্ডাদ্‌ভুজদণ্ডদর্পা-,দেকাতপত্রং তব বিশ্বমেব ॥ (৪০)

সংপ্রতি চ তে দিগ্বিজয়তঃ ষড়েব নিবৃত্তাঃ সন্তি । একৈকে খলু একৈকাং দিশং বিজিত্য নিষ্কণ্টকমেব জগৎ কৃত্বা স্বামিনস্তব পাদমূলমধুনা ধুনানাঃ সন্দেহং

মম কিঞ্চিন্নাস্তি । (৩৯)

অপায়ং দুর্গতিমুজ্‌ঝিতো দূরীকৃতো যঃ । অস্য ভগবতঃ ভবায় মঙ্গলায় । অসৌ উপায়ঃ ।

কামাদয়ঃ কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্যাদয়ঃ । একাতপত্রং একং আতপত্রং ছত্রং যত্র তৎ । (৪০)

সমস্ত ইন্দ্রিয় কার্যক্ষমতা হারাইয়া ফেলিতেছে, আমার স্মৃতিভ্রংশ ও ধৈর্যচ্যুতি হইতেছে । মহতের নামকীর্তনই আমাকে শেষ করিয়া দিল দেখিতেছি, ইহা হইতে ক্লেশদায়ক আমার আর কিছু নাই । (৩৯)

কলি—সখে তা'ও ভাল তুমি যে অনুভব করিলে—এখন ভালভাবে অনুভব করিতে থাক ।

অধর্ম—বন্ধু, ইঁহার পরাভবের কোনও এক নিশ্চিত উপায় আছে যাহা আমাদেরও মঙ্গলজনক ।

কলি—তাহা কি ?

অধর্ম—সখে,

৩২ । তোমার কামাদি যে ছয়টি আমত্য,—ইহাদের অসাধ্য জগতে কিছু নাই । ইহাদের অখণ্ড ভুজদণ্ড-দর্পের বলে এই বিশ্বে তোমার একচ্ছত্র আধিপত্য হইয়াছে । (৪০)

সম্প্রতি তাহারা ছয়জনই দিগ্বিজয়ে নিযুক্ত আছে । একেক জন একেক

সমাগমিষ্যন্তি। তানেবাস্য পরাভবায় সর্বানেব যুগপন্নিযোজয়িষ্যামঃ। তথা হি তেষাং পরাক্রমং বর্ণয়ামঃ,—

৩৩। যদ্দোর্দর্পাৎ স্বয়মুপগতঃ পদ্মযোনিঃ স্বপুত্রী-
মাত্মারামোঽপি চ পশুপতির্মোহিনীং ধাবতি স্ম।
সোঽয়ং কামস্ত্রিভুবনজয়ে যস্য বিখ্যাতিরুচ্চৈঃ
স্ত্রীণাং ক্রীড়োতব ইব পরে তত্র কেঽমী বরাকাঃ? (৪১)

কলিঃ—সখে! অজ্ঞোঽসি ভগবত্তায়াঃ,

৩৪। নারায়ণস্যৈষ পুরা পরাভবে, গতঃ স্বয়ং তেন পরাজিতোঽভবৎ।
ন বৈ জগন্মোহনমোহনং হরিং, দেহংভৃতো মোহয়িতুং তমীশতে॥ (৪২)

তথাপি তে ময়ৈব নিযুক্তাঃ সন্তি, প্রতিজ্ঞাতঞ্চ তৈঃ সতি শিশুতাপগমেঽস্মাভিরয়ং পরাভবনীয় ইতি তদপ্যসম্ভাব্যমেব। যতঃ,

---

তে কামাদয়ঃ। বিজিত্য বিজয়ং কৃত্বা। ধুনানাঃ ছেদয়ন্তঃ। ক্রীড়োতবঃ ক্রীড়াবিড়ালাঃ। (৪১)

ভগবত্তায়া ভগবদসাধারণ ধর্মস্য। তেন নারায়ণেন। (৪২)

শিশুতাপগমে শিশুধর্মাদপগতে যৌবনপ্রাপ্তে। তৎপ্রতিজ্ঞাতং। অভিনবস্য

দিক্ বিজয় করিয়া জগতে তোমার আধিপত্য নিষ্কণ্টক করতঃ, হে স্বামী! অধুনা তোমার পাদমূলে এই ফিরিল বলিয়া। এইবার তুমি নিঃসন্দেহ হও। ইঁহার পরাজয়ের জন্য ইহাদের সকলকেই একসঙ্গে আমি নিয়োগ করিব। ইহাদের পরাক্রম প্রসিদ্ধই আছে, বর্ণনা করিতেছি শোন,—

৩৩। যাহার বাহুবলে স্বয়ং ব্রহ্মা স্বকন্যায় উপগত হইয়াছিলেন, আত্মারাম হইয়াও মহাদেব মোহিনীর প্রতি ধাবিত হইয়াছিলেন,যিনি ত্রিভুবন জয়ে অতি বিখ্যাত, যাহার প্রভাবে এই জগতের নৃপাদি জীব সহজেই স্ত্রীর ক্রীড়ামৃগ হয়,—সেই এই কামদেবের নিকট এই সামান্য ব্যক্তিরা কোথায় লাগে? (৪১)

কলি—বন্ধু, তুমি শ্রীভগবৎশক্তি বিষয়ে অজ্ঞ।

৩৪। প্রাচীনকালে শ্রীনারায়ণের পরাভবের জন্য যাইয়া এই কামদেব নিজেই শ্রীনারায়ণ কর্তৃক পরাভূত হইয়াছিলেন। জগন্মোহন কন্দর্পহারী শ্রীহরিকে মোহিত করিতে পারে এমন কে আছে? (৪২)

তথাপি কামদেব আমার দ্বারাই নিযুক্ত হইয়াছে, সে প্রতিজ্ঞাও করিয়াছে—

৩৫। আরম্ভ এব বয়সোঽভিনবস্য নব্যাং,
লক্ষ্মীমিব দ্যুতিময়ীং স বিহায় ভার্যাম্।
সম্পালয়ন্নিজ-নিদেশমথো গয়ায়াং,
জাতশ্চকার জনকস্য পরেতকার্যম্ ॥ (৪৩)

অপি চ,

৩৬। তত্রৈব দৈববশতঃ সমুপেয়িবাংসং, ন্যাসীন্দ্রমীশ্বরপুরীমুররীচকার।
শিক্ষাগুরুর্গুরুতয়া দশবর্ণ-বিদ্যা-,মাসাদ্য মাধবপুরীন্দ্র বশাৎ বশীশঃ ॥ (৪৪)

অপি চ,

৩৭। আগত্য স স্বভবনং প্রিয়সম্প্রদায়ৈঃ, শ্রীবাস-রাম-হরিদাস-মুখৈঃ পরীতঃ।
গায়ন্নটন্নভিনয়ন্ বিরুদন্নমন্দ-,মানন্দসিন্ধুষু নিমজ্জয়তি ত্রিলোকীম্ ॥

নবকৈশোরস্য। স গৌরাঙ্গঃ বিহায় ত্যক্ত্বা। নিজ নিদেশং স্বয়মাচার্য জগৎ শিক্ষয়িষ্যামীতি পুরা নিজ নিদেশং। (৪৩)

তত্র গয়ায়াং সমুপেয়িবাংসং গয়াং প্রাপ্তবন্তং। গয়াপ্রদেশাদাগমনকালে তদ্বহিস্থিত তরুমূলে বিজনে ঈশ্বরপুরীসন্দর্শনং ততোমন্ত্র-রাজগ্রহণমিতি খ্যাতিং বর্ণনয়ন্নাহ আচার্যবান্ পুরুষো বেদ ইতি শ্রুত্যর্থমুপ-সংগ্রাহয়িতুং দশবর্ণ বিদ্যামাসাদ্য পুরীন্দ্রং গুরুতয়া স্বীচকার। যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ ইতি প্রমাণাৎ স্বয়ং তথা কৃতবান্ সতোলব্ধ ইতি সম্প্রদায়-পরিজ্ঞানার্থমাহ মাধবপুরীন্দ্রে স্থিতাং তস্মাদীশ্বরপুরীভিঃ লব্ধা বশীশ ইত্যনেন ভাবি-সন্ন্যাসঃ সূচিতঃ ॥ গুরুধর্মেণ যো গৌরাঙ্গো জগতাং শিক্ষাগুরুঃ স মাধবপুরীন্দ্রবশাৎ দশবর্ণ-বিদ্যাং গ্রহণং কৃত্বা। বশীশঃ জিতেন্দ্রিয়েশঃ সন্। (৪৪)

'শিশুকাল গত হইলেই আমরা ইহাকে পরাভূত করিব।' কিন্তু আমার তো মনে হয় সেও অসম্ভব। কারণ,—

৩৫। নবীন বয়সেই ইনি অলৌকিক রূপ-লাবণ্যবতী লক্ষ্মীস্বরূপিণী ভার্যাকে ত্যাগ করিয়া স্বকৃত শাস্ত্রবিধি নিজ আচরণ দ্বারা শিক্ষা দিবার জন্য গয়াধামে গমন করতঃ পিতার ঊর্ধ্বদৈহিক কার্যসম্পন্ন করিলেন। (৪৩)

উপরন্তু,—৩৬। তৎপর সর্বজগতের গুরু ইনি দৈবাৎ গয়াধামে সেই সময়ে উপস্থিত সন্ন্যাসিচূড়ামণি ঈশ্বরপুরীপাদকে দীক্ষাগুরুরূপে স্বীকার করিলেন, এবং তাঁহার নিকট হইতে শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদ কর্তৃক রোপিত দশাক্ষরমন্ত্র গ্রহণ করিলেন। (৪৪)

কথমত্র কামবরাকোঽবসরমুপৈতু ? (৪৫)

অধর্মঃ—সখে ! মৈবং বাদীঃ ;

৩৮। উগ্রৈরুগ্রৈস্তপোভিঃ শম-দম-নিয়মৈর্ধারণা-ধ্যান-যোগৈ-
যুক্তাশ্চাপারমেষ্ঠ্যং ত্রিভুবনবিভবে ছর্দ্দিতান্নাববোধাঃ।
কন্দর্পাদীনমিত্রানপি সহজতয়া দুর্জয়ানেব জিত্বা
যেন স্পৃষ্টা নিপেতুঃ কথয় কথমসৌ কেন কোপো বিজেয়ঃ॥ (৪৬)

কলিঃ—সখে ! কোপো বরাকস্তস্য কিং করোতু ? তথা হি, য খলু বিবিধ-বিধর্ম-নর্মসচিবয়োঃ সপ্রপঞ্চ-পঞ্চ-মহাপাপপাপচ্যমানমানসয়োঃ সকললোকো-

---

পরীতঃ বেষ্টিতঃ সন্। (৪৫)

শমঃ ইষ্টনিষ্ঠ-বুদ্ধিঃ। দমঃ ইন্দ্রিয়সংযমনেন জিতেন্দ্রিয়ঃ। নিত্যকর্ম্মনিয়মঃ ব্রতাদি ইত্যর্থঃ। ধারণা সূক্ষ্ম-স্থূলরূপেণ দ্বিধা। আপারমেষ্ঠ্যং ব্রহ্মপর্যন্তং। ছর্দ্দিতেতি বান্তান্ন ইব জ্ঞানযুক্তাঃ সন্তঃ। অমিত্রাণ্ কামলোভমোহমদমাৎ-সর্যাদীন্। যেন কোপকর্তৃকেন। (৪৬)

বিরুদ্ধেতি নানাবিরুদ্ধধর্ম্ম। গোব্রাহ্মণস্ত্রীবালকহননগুর্বাঙ্গনাহরণং ইতি পঞ্চ-মহাপাপঃ এতেন পাপচ্যমানং মনো যয়ো স্তৌ তয়োঃ।

উপরন্তু,—৩৭। অতঃপর সেই গয়াধাম হইতে নবদ্বীপে স্বভবনে ফিরিয়া আসিয়া শ্রীবাস-শ্রীরাম-শ্রীহরিদাসপ্রমুখ প্রিয় পার্ষদগণে পরিবৃত হইয়া এখন ইনি শ্রীহরিনামসঙ্কীর্তনে-নর্তনে-অভিনয়ে-শ্রাবণধারায় প্রেমাশ্রুবর্ষণে ত্রিভুবন আনন্দ-সাগরে প্লাবিত করিতেছেন।

তুচ্ছ কামের এখানে প্রবেশের অবকাশ কোথায় ? (৪৫)

অধর্ম—সখে তুমি একথাও বলিতে পার না ;—

৩৮। যাহারা শম-দম-নিয়মাদিপরায়ণ হইয়া অতি কঠোর তপস্যায় নিরত, যাহারা ধ্যানধারণাদি অষ্টাঙ্গ যোগাভ্যাসে নিযুক্ত এবং যাহারা দুর্জয় কাম-লোভাদি পঞ্চ রিপুকে অনায়াসে জয় করিয়া ব্রহ্মপদ ও ত্রিভুবনের আধিপত্যকেও চর্বিত চর্বণের ন্যায় ঘৃণিত বলিয়া বোধ করিতেছেন সেই সকল তপস্বীদিগকেও যে ক্রোধ স্পর্শমাত্র ভূপাতিত করিতে পারে, সেই ক্রোধকে ইনি কি করিয়া পরাভূত করিবেন। (৪৬)

কলি—বন্ধু, তুচ্ছ ক্রোধ ইঁহার কি করিবে ? তবে বলি শোন,—নবদ্বীপে

পল্লবমাত্র-মাত্রয়োঃ পরমলুণ্টাকয়োঃ কয়োশ্চিদ্-ব্রাহ্মণচেলয়োঃ কুচেলয়োঃ কুকর্ম-কর্মঠয়োঃ কদর্যয়োঃ সোদর্যয়োঃ কপট-পটহাকারয়োর্জগন্নাথ-মাধবাভিধানয়োর-নয়োরহরহরতীব-বর্ধমান-মানস-মলয়োঃ সানুগ্রহ-গ্রহমাত্মনৈবাহূয় পুরতঃ সমা-নীতয়োঃ কিল্বিষ-বিষলোভবদ্ভ্যাং ভবদ্ভ্যাং যদ্‌যদেনো ব্যরচি, তদখিলমেব মেঽবধানপূর্বকং দদতমিতি গদিতয়োঃ কথং কথমপি বিস্ময়-চমৎকার-কারণেন ক্ষণং স্থগিতয়োরনন্তরং দদাবেতি নিগদতোঃ করতো জলং গৃহীত্বা সদ্য এব দেদীপ্যমানীক্রিয়মাণয়োরুদিত্বর- ত্বরমাণবিপুলপুলককঞ্চুকয়োরানন্দনন্দদীক্ষণ-সলিলয়োঃ কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি গদ্‌গদগদনরুদ্ধকণ্ঠয়োশ্চিরসময়-সময়মান-মনোনির্মলতয়া চিরসমুপসন্নভক্তিযোগযোগতো গতোদ্দাম-কামাদি-দোষয়োঃ পরমভাগবতানাং

মাত্রা নিষ্ঠা সকললোকানাং অনিষ্টোৎপাতং চিন্তনমাত্র নৈষ্ঠং যয়োঃ। ব্রাহ্মণ-চেলয়ো নিন্দিতব্রাহ্মণয়োঃ। কুচেলয়োঃ কুৎসিতং চেলং বস্ত্রং যয়োঃ। সংসারে কিঞ্চিৎ কুকর্ম নাস্তি তয়োরিতি নির্গলিতার্থঃ কুকর্মসু কর্মঠয়োর্নিপুণয়োঃ। সহ একস্মিন্ উদয়ে জাতৌ সোদর্যৌ তয়োঃ। কপটেতি কপটানাং পটহো ঢক্কাবাদ্য ইব আকারঃ শব্দো যয়োঃ। অহরিতি অহর্বাপ্য অতীব বর্ধমানং মানসমালিন্যং যয়োঃ। পতিতপাবনোঽহমিতি সানুগ্রহ-গ্রহণং। পুরতঃ অগ্রে। তৎপাপং। মে মহ্যং। ইতি গৌরাঙ্গকর্তৃকত্বেন। আনন্দসমূহেন ঈক্ষণয়োঃ সলিলং যয়োঃ। প্রেমগদ্গদতয়া কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি বক্তুমশক্যৌ। তাদৃশেন

জগাই-মাধাই নামে দুইজন ব্রাহ্মণ যুবক ছিল। বিবিধ বিধর্মকে নর্ম-সহচর করিয়া ইহারা মূর্তিমান পঞ্চ মহাপাপের মত ঘুরিয়া বেড়াইত। নির্মমতায় কমঠ-কঠিনচিত্ত এই মহাদস্যুদ্বয় বিনা কারণে সকলের অনিষ্ট-উৎপাত সৃষ্টি করিতেই বদ্ধপরিকর ছিল। কুৎসিত পোষাকে সজ্জিত এই পরম কপটী দুই জনের চিত্ত-মালিন্য দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছিল। এ হেন মহা পাপিষ্ঠদ্বয়কে একদিন সম্মুখে ডাকিয়া আনিয়া শ্রীগৌরহরি বলিলেন—'ওহে জগা-মাধা, তোরা পাপ-বিষয়ে লুব্ধ হইয়া যে পাপ-কর্মজাল রচনা করিয়াছিস্ তাহা নিঃশেষে আমাকে দিয়ে দে।' এই অদ্ভুত কারুণ্যপূর্ণ কথায় তাহারা বিস্মিত-চমকিত হইয়া ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিল,—পরে 'এই লহ' বলিয়া জল দিলে তিনি তাহা অঞ্জলিতে গ্রহণ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে নিষ্পাপ-দিব্য দেহদানে উজ্জ্বল করিয়া তুলিলেন।

পদবীমধিরূঢ়য়োস্তাদৃশেনানন্দবিকারেণ পশ্যতঃ স্তুতঃ সন্দেহং সকলানেব জনান্ চিত্রার্পিতানিবাহনিবারিতমেবাকার্ষীৎ। তস্য খলু সকলাঘ-লাঘব-কারিণঃ কটাক্ষপাতমাত্রেণৈব পরহৃদয়াদপি কামাদি-ষড়বিপক্ষপক্ষচ্ছিদো ভগবতঃ ক্রোধবশীকারঃ কিং চিত্রম্ ? (৪৭)

(নেপথ্যে আনন্দকোলাহলঃ)

কলিঃ—(শ্রুতিমভিনীয়) সখে ! শ্রুতমিদম্ ? অদ্য খলু শ্রীবাসাবাসান্তরে যদয়মানন্দকুতূহল-হলহলারাবঃ শ্রূয়তে, তেনানুমিতমমিত-মহামহনীয়ং তস্যৈব কিমপি চেতশ্চমৎকারকারি-চরিতমুন্মীলতি। (৪৮)

(পুনর্নেপথ্যে উলূলুধ্বনি-সহচরো বিবিধ-বাদিত্র ধ্বনিঃ)

কলিঃ—(নিপুণং নিভাল্য) অয়ে ! সত্যমেবানুমিতমস্মাদৃশা দৃশ্যমানমিবৈতৎ। পশ্য,

---

পরমভাগবতসদৃশানন্দবিকারেণ। স্তুতঃ অস্তঃ কুর্ব্বতঃ। এবাকর্ষীৎ যঃ গৌরাঙ্গঃ কর্তা ইতি। চিত্রং আশ্চর্যং (৪৭)

অমিতেতি। অপরিমিত্যো মহোপূজা যেষাং পুরুষাণাং তেষাং পূজনীয়ঃ। তস্য শ্রীগৌরাঙ্গস্য। (৪৮)

অনাদিসঞ্চিত উদ্দাম কামাদি দোষের অপগমে নির্মল-চিত্ত এই ব্রাহ্মণ-দ্বয়ের হৃদয়ে প্রেমভক্তির সঞ্চার হইল,—তাঁহাদের দেহ বিপুল পুলক-রোমাঞ্চ-কঞ্চুকে আবৃত হইল, প্রেমবিকারে রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া তাহারা গদ্গদ্ স্বরে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিতে লাগিল।

তবেই দেখ, যিনি কৃপা কটাক্ষমাত্র সকল জীবের চিত্ত হইতে কাম-ক্রোধাদি ছয় রিপুকে সমূলে উচ্ছেদ করিয়া বাসনা পর্যন্ত সর্বপাপ হরণ করিতে পারেন, সেই ভগবান্ শ্রীগৌরহরির নিকট ক্রোধরিপু সর্বদা বশীভূত হইয়া সেবায় অপেক্ষমান থাকিবে তাহা আর আশ্চর্য কি ? (৪৭)

(নেপথ্যে আনন্দ-কোলাহল)

কলি—(শ্রবণের অভিনয় করিয়া) বন্ধু, শুনিলে তো ? আজ শ্রীবাস-অঙ্গনে এই যে উচ্ছলিত আনন্দ কোলাহল শুনা যাইতেছে, ইহাতে মনে হয় যেন সেই মহামহিম তাঁহারই কোনও চিত্তচমৎকারী লীলা বিকশিত হইতেছে। (৪৮)

(পুনরায় নেপথ্যে উলু উলু ধ্বনির সহযোগে বিবিধ বাদ্যধ্বনি)

কলি—(অবধান করিয়া) ওহে ! সত্যই অনুমান করিয়াছি, এখন সাক্ষাৎ

ভূসুর-সুরস-তরুণীগণ-মুখমুখরিতমঙ্গলোলূলুধ্বনি-সহচর-পরম- পরিতোষ-সমুচ্চর-জ্জয়-জয়-নিস্বনানুবাদিবাদিত্র-সমূহনির্ঘোষ-পরিপোষ-বিশৃঙ্খল-শঙ্খঘণ্টারবৈরবৈয়-গ্র্যতঃ ? শ্রবণাবটঘটমান-সুধা-রসাসার ইব কশ্চন মহোৎসব-সময়োঽয়মুন্মীলতি, তদিদমবশ্যমেব নিপুণং নিভালনীয়ম্। (ইতি তথা করোতি) (৪৯)

(পুনস্তত্রৈব)

৩৯। রামার্ঘাদীন্ত্বমুপহর শ্রীপতে ভব্যনব্যান্,
কুম্ভানষ্টোত্তরশতমুপাসাদয় ত্বং জবেন।
শ্রীকান্ত ত্বং প্রতিদিশ-বধূবর্গমন্যাশ্চ ধন্যা,
ভূদেবস্ত্রীরমর-সরিতো নীরমভ্যানয়ন্তু ॥

কলিঃ—সখে ! সম্যগলক্ষি ময়া যদয়ং শ্রীবাসঃ সহোদরানাদিশতি। তথা মন্যে তস্যৈব বিশ্বম্ভরদেবস্য প্রকট-ঘটমান-নিজাবেশ-বিকস্বর-পরমপ্রভাবস্য মহাভিষেক-মহোৎসব-সমারম্ভঃ সমুজ্জৃম্ভতে। (৫০)

অয়ে ইত্যব্যয়ং কোমলামন্ত্রেণ। এতৎ কৌতূহলং। ব্যগ্রস্য ভাবঃ বৈয়গ্র্যং ন বৈয়গ্র্যং অবৈয়গ্র্যং তস্মাৎ হেতোঃ। শ্রবণাবটেতি শ্রবণ-গর্তেষু পূর্ণিতসুধারসধারা ইব কশ্চন ইত্যাদি অথবা শ্রবণা বটস্য চেষ্টায়াং সুধারসধারা ইব। (৪৯)

অরং শীঘ্রং। জবেন বেগেন। প্রকটেতি প্রকটচেষ্টা নিজাবেশেন বিপ্রকাশঃ পরমভাবো যস্য। সমুজ্জৃম্ভতে সম্যক্ প্রকাশতে। (৫০)

দেখার মতই যেন স্পষ্ট প্রতিভাত হইতেছে। দেখ, সুরসিকা ব্রাহ্মণ-তরুণীগণের মুখোচ্চারিত উলু উলু মঙ্গলধ্বনির সহিত জয় জয় আনন্দধ্বনি ও তাহার অনুসরণে বিবিধ উচ্চ বাদ্যধ্বনি এবং শঙ্খ-ঘণ্টাদির বিশৃঙ্খল রব,—সবকিছু একত্র মিলিয়া যে কর্ণরসায়ণ শব্দ-ঝঙ্কারের সৃজন করিয়াছে তাহাতে মনে হয় কোনও রসময় মহোৎসবের সময় আসন্ন হইয়াছে। ইহা আমাদের অবশ্যই ভালভাবে দেখা উচিত। (ইহা বলিয়া ভালভাবে দেখার অভিনয় করিলেন।) (৪৯)

(পুনরায় নেপথ্য-কথা)

৩৯। হে রাম ! তুমি অর্ঘ্যাদির আয়োজন কর। হে শ্রীপতি ! তুমি সত্বর একশতআট নবীন মঙ্গলঘট আনো। হে শ্রীকান্ত ! তুমি বধূগণকে ও অন্য ভাগ্যবতী ব্রাহ্মণীগণকে গঙ্গাজল আনয়নের জন্য আদেশ কর।

অধর্মঃ—যদ্যয়ং স্বয়ং স্বতন্ত্রিত ঈশ্বর এব, তদা কথমাধুনিক আবেশঃ ?

কলিঃ—সখে ! শ্রূয়তাম,—

৪০। নিত্যো যদ্যপ্যহহ বলবানীশ্বরস্যেশভাবঃ
স্বাধীনত্বাত্তদপি ন স তং সর্বদৈব ব্যনক্তি।
হন্তাদত্তে কুতুকবশতো লৌকিকীমেব চেষ্টাং
লীলামাহুঃ পরমসুরসাং তস্য তামেব তজ্‌জ্ঞাঃ॥ (৫১)

(পুনর্নেপথ্যাভিমুখমবলোক্য) সখে ! পশ্য পশ্য, তৎকালোদিত-দিনকর-কিরণনির্ভর-পরিরব্ধ-জাম্বুনদশিখরি-শিখর-মরীচি- বীচিনিচয়- রুচিমঞ্জরীভিরিলাবৃতবর্ষস্যৈকখণ্ডমিব ভূসুরবর-শ্রীবাসবাসমখিলজনলোচন-গোচরীকুর্বন্নিব নিবহীভূতানন্দমহোন্মদিস্ফুরিব যুগপদুদিত্বরসমুদ্দামবিদ্যুদ্দামপুঞ্জ ইব ভগবদ্‌গেহমনুপ্রবিশ্য

অহহ আশ্চর্যং। স বলবানীশ্বরঃ তমীশ্বরভাবং সর্বস্মিন্ কালে ন ব্যনক্তি আদত্তে গৃহ্ণাতি। কুতুকবশতো কৌতুকবশাৎ। তস্য ঈশ্বরস্য। তাং লৌকিকী-চেষ্টাং। (৫১) কিরণমেবাত্র লহরীবৎ। ইলাবৃতবর্ষস্য শিবধাম স্বর্ণগিরেঃ। নিবহীতি সমূহী-

---

কলি—বন্ধু, বুঝিলাম,—সহোদরগণের প্রতি শ্রীবাসের আদেশবাক্য হইতে মনে হইতেছে সেই বিশ্বম্ভরদেব শ্রীভগবৎ-আবেশে স্পষ্টভাবে মহাঐশ্বর্য ব্যক্ত করিয়া বিরাজিত হইয়াছেন, আর এই অবসরে তাঁহার মহা-অভিষেক মহোৎসব সমারোহের সহিত আরম্ভ হইতেছে। (৫০)

অধর্ম—যদি তিনি স্বয়ং স্বতন্ত্র ঈশ্বরই হইবেন তবে অধুনা এই আবেশের কথা উঠে কি করিয়া ?

কলি—সখা ! শোন,—

৪০। অহো, সর্বৈশ্বর্যপূর্ণ শ্রীভগবানের শ্রীভগবৎ-ভাব অর্থাৎ ঐশ্বর্য যদিও নিত্য এবং তাঁহার আয়ত্ত তবুও তিনি সর্বদাই ইহা বাহিরে প্রকাশ করিয়া রাখেন না। হায় হায়, লীলাবিনোদ ছলে তিনি নরবৎ-আচরণই প্রকাশ করেন। শ্রীভগবানের এই নরবৎ-আচরণই রসিক ভক্তজনের নিকট পরম সুরস হইয়া থাকে, তাহারা ইহাকে লীলা আখ্যা দেন। (৫১)

(পুনরায় নেপথ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া)

সখা, দেখ দেখ, প্রভাতসূর্যের কিরণমালাচুম্বিপর্বতশিখরের কাঞ্চনকান্তি-লহরীর ন্যায় গৌর-অঙ্গের অপূর্ব স্বর্ণকান্তি-লহরীতে উজ্জ্বল ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ শ্রীবাসের

বিশালশালগ্রামাদি-পর্যঙ্কমধিরুহ্য শালগ্রামাদিকমেকতোঽবক্ষিপ্য সমুপবিষ্টঃ সকলৈরেব সসংভ্রম-ভ্রমণমিতস্ততো ধাবদ্ভিঃ সবিপুলপুলকাশ্রুভিরানয়দ্ভিঃ পূর্বোদ্দিষ্টানি পূজোপকরণানি করণানিয়ত পাটবৈরিব বৈবিধ রূপ-বিষয়-বাসনাবাসনাশ-বিশদান্তরৈরভিতোঽভিতঃ পরিবব্রে। (৫২)

(পুনর্নেপথ্যে)

৪১। কুরুষ্ব সুরভীরপস্ত্বমিহ রাম সংশোধিতা,
মুকুন্দ রচয় স্বয়ং ত্বমভিষেক-সামগ্রিকাম্।
গদাধর বিধৎস্ব ভো বসনমাল্য-ভূষাদিকং,
ময়ায়মভিষেক্ষ্যতে হরিরিহৈব খট্বোপরি ॥ (৫৩)

কলিঃ—(নেপথ্যাভিমুখং পরিতোঽবলোক্য) সখে! পশ্য পশ্য,

ভূতানন্দেন মহোন্মত্ত শীল ইব। যুগপদেককালে। উদিত্বর উদ্গতঃ। একত একস্থলে। করণেতি ইন্দ্রিয়াণাং অনিয়তং পাটবং পটুতা যেষাং তৈরিব বৈরিবেত্যাদিত্বাৎ বৈরিবধরূপমিব বিষয়বাসনানাং আবাসনাশং তেন বিশদং নির্মলং অন্তরং যেষাং তৈঃ। অভিত ইতি। সর্বতঃ সর্বতঃ অর্থাৎ চতুর্দিশি বেষ্টিতঃ। (৫২)

সুরভীঃ সৌরভযুক্তাঃ। (৫৩)

গৃহ সকলের নয়ন-সম্মুখে ইলাবৃতবর্ষের ভূমিখণ্ডের মত প্রতীয়মান হইতেছে। শ্রীগৌরহরি পরমানন্দে উন্মাদদশা প্রাপ্ত হইয়া উদ্দাম বিদ্যুৎপুঞ্জের চমকের প্রায় লম্ফ দিয়া দেবগৃহে প্রবেশ করিলেন। ঐ দেখ শালগ্রামাদি-বিগ্রহগণের বৃহৎ খট্টায় আরোহণ করিয়া বিগ্রহগণকে আসনের একদিকে ঠেলিয়া দিয়া চতুর্দিক আলো করিয়া কেমন বসিলেন! শ্রীভগবানের ভাব বুঝিয়া বিষয়-বাসনামুক্ত নির্মলচিত্ত ভক্তগণ অশ্রু-কম্প-পুলকে শোভিত হইয়া পরম সম্ভ্রমে দৌড়াদৌড়ি করিয়া তাহাদের পূর্বনির্দিষ্ট নিজ নিজ সেবানুসারে পূজা-সামগ্রী সাজাইয়া শ্রীগৌরহরির চারিদিক্ ঘিরিয়া দাড়াইলেন। (৫২)

(পুনরার নেপথ্যে)

৪১। হে রাম, তুমি নির্মল গঙ্গাজলের আয়োজন কর; হে মুকুন্দ, তুমি নিজে অভিষেক-সামগ্রীর সজ্জা কর; হে গদাধর, মালা-বসনভূষণাদির ব্যবস্থা কর;—আমি এই সিংহাসনের উপর শ্রীগৌরহরির অভিষেক করিব। (৫৩)

৪২। যান্ত্যায়ান্তি চ হন্ত মঙ্গলঘটব্যগ্রাগ্রহস্তাঃ স্ত্রিয়ো
যা এতাঃ পরিতঃ পুরাৎ সুরধুনীং তৎকূলমূলাৎ পুরম্।
তাসাং বাচি তদীহিতং নয়নয়োরস্রং তনৌ বেপথু-
র্ধম্মিল্লে শ্লথতা কপোলফলকে রোমাঞ্চ ইত্যদ্ভুতম্॥ (৫৪)

অধর্মঃ—সখে! 'ধম্মিল্লে শ্লথতা তদেতদখিলং কামস্য বিস্ফূর্জিতম্' ইত্যেব ভণ্যতাম্। যতঃ,

৪৩। যত্র যত্র হরিণীদৃশাং ক্রম-,স্তত্র তত্র মদনস্য বিক্রমঃ।
স্বপ্রকর্ষজননীং বিনা চমূং, কেবলো জয়তি কিং চমূপতিঃ? (৫৫)

কলিঃ—নাপ্যেতৎ,

৪৪। ভাবেনোপহতং চেতো দ্বয়েষাং ক্ষোভকারকম্।
নির্ভাবানাং পুনস্তেষামাকারো নাপরাধ্যতি॥

পরিতঃ সর্বতঃ। তদীহিতং তৎ শ্রীগৌরাঙ্গস্যাভিষেকং মঙ্গলদ্রব্যং। অস্রং বাষ্পবারি। বেপথুঃ কম্পঃ ধম্মিল্লে কেশবেশে। (৫৪)

ভণ্যতাং ভবদ্ভিঃ। ক্রমঃ পাদবিক্ষেপঃ। স্বপ্রকর্ষেতি স্বকীয়ং প্রকর্ষং জনয়তি যা তাং। বিনেতি অত্র কাকাক্ষি-গোলোকন্যায়েন বিনেত্যস্য উভয়ত্র দ্বিতীয়য়োঃ সম্বন্ধঃ। চমূং সেনাং। জয়তি শত্রূন্ ইতি শেষঃ। চমূপতিঃ সেনাপতিঃ। (৫৫)

ভাবেন স্ত্রী পুংস্বভাবেন। দ্বয়েষাং স্ত্রীপুরুষাণাং। নির্ভাবানাং নির্গতো ভাবো

কলি—(নেপথ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া)

বন্ধু, দেখ, এই যে রমণীগণ মঙ্গলঘট হস্তে ত্রস্তব্যস্ত হইয়া ঘর হইতে গঙ্গার কূলে, কূল হইতে ঘরে যাতায়াত করিতেছে, ইহাদের বাণী কেবল গৌরগুণানুবাদে নিযুক্ত আছে,নয়ন অশ্রুধারায় প্লাবিত হইতেছে, অঙ্গ কাঁপিতেছে, কেশপাশ আলুলায়িত হইয়া পড়িতেছে, গণ্ডে রোমাঞ্চ দেখা যাইতেছে,—কি অদ্ভুত! (৫৪)

অধর্ম—আমার আর চিন্তা নাই। কথা আছে,—কেশপাশের শ্লথতা মদন-ধনুর আটোপ-টঙ্কার। কারণ,—যে স্থানে মৃগনয়নাদিগের যাতায়াত হয় সেস্থানে মদনের বিক্রম প্রকাশ পাইয়া থাকে কারণ যুদ্ধবিশারদ সৈন্য না থাকিলে কেবলমাত্র একা সেনাপতি জয়লাভ করিতে পারে কি? (৫৫)

কলি—ইহাও বলিতে পার না,—

(পুনর্নেপথ্যে তুমুলনির্ঘোষপোষকঃ পুরুষসূক্তপারায়ণ-সুরসঃ কলকলঃ) (৫৬)

কলিঃ—(নির্বর্ণ্য) অহো অত্যদ্ভুতম্,

৪৫। এতে ব্রহ্মকমণ্ডলোরিব ঘটান্নিঃস্যন্দমানৈর্মুহুঃ
স্বর্গঙ্গাজলনির্ঝরৈরবিরলক্লিন্নাৎ সুমেরোরিব।
গৌরাঙ্গস্য শরীরতো নিপততাং ভূমণ্ডলোচ্ছ্বাসিনাং
নিঃস্যন্দাঃ সুমহাভিষেকপয়সাং সস্রুশ্চতস্রো দিশঃ॥ (৫৭)

অপি চ অভিষিক্তস্য নিঃসারিত-সারিতরাভিষেক-কীলালস্য লালস্যমানবসন-পরিধাপন-পণনশোভমানস্য মানস্য পরিতোষবিশেষেণাবিশেষেণানুলিপ্তস্য ভক্তজনৈঃ কৈশ্চন কৃতালঙ্করণস্য করণস্যদেন কৈরপি পরিধাবিতচরণকমলস্য

যেভ্যঃ। আকার ইতি ধম্মিল্ল-শ্লথতাদ্যাকৃতিঃ ন অপরাধং প্রাপ্নোতি। পুরুষসূক্তেতি পুরুষাণাং বেদপারায়ণেন সুরসঃ। (৫৬)

নির্বর্ণ্য দৃষ্ট্বা। ক্লিন্নঃ আর্দ্রঃ। নিঃস্যন্দাঃ নিঃক্ষরণাঃ। (৫৭)

অভিষিক্তস্যেতি ভক্তজনৈরিতি সর্বত্র যোজ্যং। নিঃসারিতঃ নির্মোচিতং সারিতরেণ অঙ্গমার্জনী-বস্ত্রেণাভিষেকস্য জলং যস্য। লালস্যমানস্য দেদীপ্যমান-বসনস্য পরিধাপনস্য ব্যবহারেণ শোভমানস্য। মানস্যমিতি মনসি ভবঃ মানস্যং তস্য

৪৪। মদন-বিকারে আক্রান্ত নর-নারীদের চিত্তেই ঐ সব ক্ষোভকারক হয়, কিন্তু যেখানে চিত্ত ভাবশূন্য নির্মল সেখানে আকারের প্রতি দোষারোপ করা যায় না।

(পুনরায় নেপথ্যে তুমুল বাদ্যধ্বনির সহিত বেদোক্ত-মন্ত্রপাঠের মধুর ধ্বনি) (৫৬)

কলি—(নির্ণয় করিয়া) অহো কি অদ্ভুত!

৪৫। মন্দাকিনী যেমন ব্রহ্মকমণ্ডলু হইতে উচ্ছলিত হইয়া সুমেরু শৈলোপরি অবিরল ধারায় ঝরিয়া পড়ে ও উহাকে ধৌত করতঃ প্রবাহিত হয় তেমনি ঐ শত-শত ঘট হইতে মর্তগঙ্গা স্বর্ণগৌর অঙ্গে ঝরিয়া পড়িতেছে, আর সেই অঙ্গনিঃসৃত পবিত্র মহা-অভিষেক জল চতুর্দিকে প্রবাহিত হইতেছে। (৫৭)

আরও দেখ, অভিষেকের পর কোনও ভক্ত সূক্ষ্মবসন দ্বারা অঙ্গজল মুছাইয়া দিতেছেন, ও সুন্দর বসন পরিধান করাইয়া ঐ অঙ্গের অপূর্ব শোভা সম্পাদন করিতেছেন। আবার কেহ বা মনের আনন্দে চন্দনাদি অনুলেপন, কেহ বা

জ্বলনধৌত-কলধৌত-কলয়া নীরাজিত-রাজিত-গৌরমহসো মহসোঽসূয়মানমহিম্নঃ শ্রীবিশ্বম্ভরস্য ভরস্যদেন প্রেম্ণাং সর্বৈরেব পাদপদ্মোপকণ্ঠে যথাবৈভবং বৈভবং পুরস্কৃত্যাদ্বৈতং দ্বৈতং পূরয়দ্ভিঃ কনকমণিবসনাদীন্যুপঢৌক্যন্তে। (৫৮)

অধর্মঃ—সখে! অয়মবসরো লোভস্য। যতঃ,

৪৬। ধৈর্যধ্বংসী পরিণতি-সুখদ্বেষিণো হ্রীবিরোধী
জেতুং শক্যো ভবতি নিতরাং হন্ত কেনাপি লোভঃ।
ক্ষীরাম্ভোধের্মথনজনিতং রত্নভূতস্য রত্নং
দেবো বিষ্ণুঃ কিমপি চকমে কৌস্তুভঞ্চ শ্রিয়ঞ্চ॥ (৫৯)

পরিতোষ-বিশেষেণ করণেন মনোভব শিল্পনৈপুণ্যেন ইত্যর্থঃ। অনুলিপ্তস্য চন্দন-কুঙ্কুমাদি-চিত্রিতস্য। করণস্যদেন ইন্দ্রিয়বেগেন। ধাবিতেতি প্রক্ষালিতে চরণকমলে যস্য, জ্বলনেন ধৌতং নির্মলীকৃতং কলধৌতং তস্য কলয়া নীরাজিতাৎ নিশ্চয় দীপ্যমানাৎ রাজিত গৌরতেজঃ তস্মাৎ মহসঃ তেজসঃ সম্বন্ধে অসূয়মানঃ ন্যক্কৃতঃ মহিমা যস্য নির্মলকান্তিত্বাৎ। ভরস্যদেন প্রেম্ণাং অতিশয় বেগেন। সর্বৈর্ভক্তগণৈঃ। উপকণ্ঠে নিকটে যথা বৈভবং বৈভবং উপকরণাদিকং পূরয়দ্ভিঃ পূর্ণং কুর্বদ্ভিঃ। শ্রীকৃষ্ণস্য দ্বিতীয়ং অদ্বৈতং পুরস্কৃত্য অগ্রসরং কৃত্বা। উপঢৌক্যন্তে লৌকিকতাং ক্রিয়ন্তে। (৫৮)

পরিণতীতি পরকালসুখং দ্বেষ্টি ইতি। লোভপ্রমাণমাহ ক্ষীরাম্ভোধেরিতি। রত্নভূতস্য রত্নজাতস্য। (৫৯)

অলঙ্কারাদি পরাইতেছেন; আবার কোনও প্রিয়তম অতি কৌতুকে চরণকমল ধোয়াইয়া দিতেছেন। অগ্নিতাপে গলিত স্বর্ণের মত উজ্জ্বলকান্তি গৌর-অঙ্গ ঝলমল করিয়া উঠিল। ভক্তগণ ভক্তিভরে সাষ্টাঙ্গপ্রণাম করিতে লাগিলেন। সময় বুঝিয়া অদ্বৈতপ্রমুখ ভক্তবৃন্দ গৌরপদকমলে নিজ নিজ সামর্থ্য অনুসারে মণি-মাণিক্য-স্বর্ণ-বসনাদি উপহার প্রদান করিতে লাগিলেন। (৫৮)

অধর্ম—বন্ধু, এই তো লোভের অবসর। যেহেতু,

৪৬ হায় হায়, ধৈর্যধ্বংসী, পরিণামে দুঃখদায়ী, নির্লজ্জ লোভকে কিছুতেই কেহ জয় করিতে সক্ষম হয় না। ক্ষীরসমুদ্র-মন্থন হইতে উত্থিত রত্নের মধ্যেও যাহা মহারত্ন সেই কৌস্তুভমণি ও লক্ষ্মীদেবীকে পাইবার জন্য ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু কি-না করিয়াছিলেন! (৫৯)

কলিঃ—নায়ং তথা (ইতি নিভাল্য) পশ্য পশ্য, এষ খলু,

৪৭। ন ভাষতে নেক্ষতে চ ন শৃণোতি চ কিঞ্চন।
স্বানন্দস্তিমিতঃ কিন্তু তেজসা পরমেধতে॥ (৬০)

অধর্ম্মঃ—সখে! ইয়মপি মদস্যৈব রীতিঃ ;—

৪৮। মূকীকরোত্যলমমূকমহো অনন্ধ-,
মন্ধীকরোত্যবধিরং বধিরীকরোতি।
যোঽয়ং বলী সুমনসং বিমনীকরোতি,
স শ্রীমদো বদ ন কস্য মহোপহত্যৈ ? (৬১)

তদলমত্র চিন্তয়া, একস্যাবসরে সর্বেষামেবাবসরোঽনুমেয়ঃ। "একযোগনির্দিষ্টানাং সহ বা প্রবৃত্তিঃ, সহ বা নিবৃত্তিঃ" ইত্যাদি, তেন,—

৪৯। অন্যোৎকর্ষাসহত্বাম্মনসি মলিনতা ক্রৌর্যকাপট্যকারী
যত্রোৎপদ্যেত তং হি প্রদহতি সহসা কোটরাগ্নির্যথাগম্।

এষ গৌরাঙ্গঃ। স্তিমিতঃ স্বানন্দে আর্দ্রীভূতঃ। পরমেধতে পরং কেবলং বর্ধতে। (৬০)

অস্য গৌরাঙ্গস্য মদবিশিষ্টত্বাদিয়মপি। তদাহ মূকীতি। শ্রীমদঃ সম্পত্তি-মদঃ। স কস্য মহাদুর্গত্যৈ ন ভবতি। (৬১)

একস্য মাৎসর্যস্য সর্বেষাং কামাদীনাং।

যত্র জনে। তং জনং। সহসা হঠাৎ। অগং বৃক্ষং দহতি তথা বলতে বর্ততে। সচিববরঃ মন্ত্রিশ্রেষ্ঠঃ। অত্র গৌরাঙ্গে। (৬২)

কাল—এক্ষেত্রে সেরূপ মনে করিও না। (এই বলিয়া দেখিয়া) দেখ দেখ,

৪৭। ইনি না কথা কহিতেছেন, না দেখিতেছেন, না শুনিতেছেন ;—ইনি স্বানন্দে স্তিমিত হইয়া আছেন, কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে ঐ অঙ্গে মহাতেজ উঠিতেছে। (৬০)

অধর্ম—ইহাও অহঙ্কারেরই রীতি ;—

৪৮। অহো, এই বলবান্ অহঙ্কার বাচালকে মূক করে, চক্ষুমান্‌কে অন্ধ করে, অবধিরকে বধির করে এবং সুমনাকে বিমনা করে। এই ধনমদ, বল না, কাহাকে অজ্ঞান না করে ? (৬১)

কাজেই আর চিন্তা কি, এক রিপু যদি প্রবেশ করিতে পারে তবে সকলেরই প্রবেশের রাস্তা হইবে,—ইহা সহজেই অনুমেয়। 'পালকিবাহী সকলের একই সঙ্গে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি হইয়া থাকে।'

যেনাক্রান্তান্তরাণাং খল ইতি বলতে বিশ্ববিক্ষোভিকাখ্যা
সোঽয়ং মাৎসর্যনামা তব সচিববরো বর্ততে গূঢ়মত্র ॥　　(৬২)

(পুনর্নেপথ্যে)

হন্ত ভো অদ্বৈত !

৫০। অষ্টাদশৈব যামাঃ, ক্ষণ ইব নামাভবন্ যস্য।
তস্মিন্নানন্দময়ে, কিমুপচরামো বয়ং ক্ষুদ্রাঃ ?

তদধুনা সর্ব এব তথা স্তুধ্বম, যথায়ং সহজমপি সান্দ্রমানন্দং প্রতনূকৃত্য ভক্ত-বাৎসল্যাদ্‌বহির্বৃত্তিমালম্বতে।　　(৬৩)

কলিঃ—শ্রুতং সখে শ্রুতম্ ? ভক্তা হি কেবলমৈশ্বর্যং ন সহন্তে যদেবং শ্রীবাসো নিগদতি।

যস্য গৌরাঙ্গস্য। আনন্দময়ে গৌরাঙ্গে। ইতি শ্রীবাসোক্তিঃ। সর্বে যূয়ং। অয়ং শ্রীগৌরাঙ্গঃ। প্রতনূকৃত্য সাম্যং কৃত্য।　　(৬৩)

৪৯। মদের সহিত মাৎসর্যের প্রবেশ হইবে, মাৎসর্যের কার্য সবই পরম আশ্চর্য,—সে অন্যের উৎকর্ষ সহিতে দেয় না। মনের মলিনতা, ক্রূরতা, কপটতার জনক হইল এই মাৎসর্য। যে হৃদয়কে সে আশ্রয় করে তাহাকে সে বৃক্ষকোটরাগ্নির মত ধীরে ধীরে দগ্ধ করিতে থাকে। এ যাহার হৃদয়কে আশ্রয় করে খল বলিয়া লোকে তাহার দুর্নাম রটনা হয়। বিশ্ব-বিক্ষোভকারী এই মাৎসর্য নামক তোমার প্রধান সচিব এই গৌরে গূঢ়রূপে অবস্থান করিতেছে।　　(৬২)

(পুনরায় নেপথ্যধ্বনি)

কি আশ্চর্য, হে অদ্বৈত !

৫০। অষ্টাদশপ্রহর যাঁহার নিমেষের মত হইল, সেই আনন্দময়কে তুচ্ছ আমরা কি দিয়া সেবা করিব ?

কাজেই আপনারা এখন সকলে মিলিয়া এরূপ স্তবস্তুতি করুন যাহাতে ইনি এই স্বাভাবিক সান্দ্রানন্দ সঙ্কোচ করিয়া ভক্তবাৎসল্যগুণে বাহ্যভাব প্রকাশ করেন।　　(৬৩)

কলি—বন্ধু, শুনিলে তো, ভক্তবৃন্দ কেবল ঐশ্বর্য সহ্য করিতে পারেন না, তাই শ্রীবাস এরূপ বলিতেছেন।

অধর্ম্মঃ—শ্রুতম্, কিন্তু এভিরেবাস্যান্তর্বর্তী মদঃ প্রখ্যাপ্যতে, সমনন্তরং মোহশ্চ।
তথা হি—

৫১। আনন্দঃ সহজো ভবেদ্যদি তদা নাসৌ বিহাতুং ক্ষম-
স্তেনান্তর্মদমেদুরোহতিকপটাদ্বিশ্বং তৃণং মন্যতে।
মোহশ্চেৎ স্বজনেষু নাস্য কিমহো তেষাং বচো গৃহ্যতে

কলিঃ—বাৎসল্যাৎ।

অধর্ম্মঃ— ক্ষুদ্রে মোহ ইতীতরত্র স জনৈর্বাৎসল্যমিত্যুচ্যতে॥ (৬৪)

কলিঃ—অজ্ঞ! জীবাশ্রয়োহয়ং বিচারঃ, ক্ষুদ্রাক্ষুদ্রত্বস্য জীবগতত্বাদিতি।
(পুনর্নেপথ্যাভিমুখমবলোক্য) অহো কথমকস্মাদেব,

৫২। অদ্বৈতপ্রমুখাঃ পতন্তি যুগপৎ সর্বে ক্ষিতৌ দণ্ডবৎ
শ্রীবাসাদি-চতুঃসহোদরবধূমুখ্যাঃ স্ত্রিয়শ্চাখিলাঃ।

এভির্ভক্তৈঃ। অস্য গৌরাঙ্গস্য। তেন হেতুনা অনুমীয়তে। মেদুরঃ নিবিড়ঃ। তেষাং স্বজনানাং। গৃহ্যতে গৌরাঙ্গেন কিমিতি শেষঃ। (৬৪)

জীবগতত্বাদিতি অয়ং মহান্ অয়ং ক্ষুদ্রঃ ইতি জীবগত-ধর্মত্বাৎ। যুগপৎ এককালে। ঈশো গৌরো ভগবান্। (৬৫)

অধর্ম—শুনিলাম, কিন্তু ইঁহাদের দ্বারাই তো ইঁহার অন্তরস্থ মোহমদ বাহিরে প্রচারিত হইতেছে।

যেহেতু—৫১। আনন্দ যদি স্বাভাবিক হইত তবে কখনই ইনি ত্যাগ করিতে পারিতেন না, অতএব বুঝা যাইতেছে ইহা অহঙ্কার-প্রসূত কপট ব্যবহার যাহার প্রভাবে ইনি বিশ্বকে তৃণ জ্ঞান করিতেছেন। আর স্বজনে যদি মোহ না থাকিবে তবে তাহাদের কথাই-বা গ্রাহ্য করিবেন কেন?

কলি—বাৎসল্য-গুণে।

অধর্ম—ক্ষুদ্রব্যক্তি করিলে নাম হয় মোহ আর মহৎ ব্যক্তি করিলেই নাম হয় বাৎসল্য। (৬৪)

কলি—মূর্খ! এ বিচার জীবের বেলায়ই খাটে, কারণ ছোটবড় পৃথক্ বুদ্ধি জীবগত ধর্ম।

(পুনরায় নেপথ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) অহো হঠাৎ এ কি হইতেছে,

৫২। অদ্বৈতপ্রমুখ ভক্তমণ্ডলী, শ্রীবাসাদি চার ভাই, বধূপ্রমুখা নারীগণ সকলে ভূমিতলে দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলেন যে।

আং জ্ঞাতম্ ;

ব্যাকোষাম্বুজমালিকে ইব কৃপামাধ্বীকনিঃস্যন্দিকে

স্বানন্দোর্মি-বিনিদ্রিতে বিকচয়ামাসায়মীশো দৃশৌ ॥ (৬৫)

(পুনশ্চিরং নিরূপ্য) অহো অত্যদ্ভুতম্,

৫৩। মচ্চিত্তা ভবতেতি বারিদঘটা-গম্ভীরধীরস্বরং

ভাষিত্বাঙ্ঘ্রিসরোরুহে ভগবতামীষাং শিরঃস্বর্পিতে।

সাস্রং সোৎকলিকং সবেপথু সশীৎকারং সরোমোদ্গমং

সোল্লাসঞ্চ সকৌতুকঞ্চ যদমী আনন্দতন্দ্রাং যযুঃ ॥

তদতঃ পরমত্রৈবাগমিষ্যন্তি সর্বে, তদেহি স্থানান্তরং চিন্তয়ামঃ। (৬৬)

অধর্ম্মঃ—সখে! মমাবস্থানং ক চিন্তনীয়ম্।

কলিঃ—চিন্তিতমস্তি, শ্রূয়তাম্,—

মচ্চিত্তা ইতি হে ভক্তা যূয়ং। অমীষাং ভক্তানাং। সাস্রং চক্ষুর্জলেন সহ বর্তমানং যথাস্যাত্তথা। সোৎকলিকং সোৎকণ্ঠং। (৬৬)

দান্তাঃ তপঃ ক্লেশসহা দান্তাঃ। বিভোরিতি অস্য গৌরাঙ্গস্য প্রভোশ্চরিত্রং।

হাঁ বুঝিলাম ;

ভগবান্ শ্রীগৌরহরি এইবার স্বানন্দতন্ময়তায় নিমীলিত তাঁহার নয়ন দুইটি প্রস্ফুটিত পদ্মশ্রেণীর মত করুণামধু বর্ষণ করিতে করিতে উন্মীলিত করিলেন। (৬৫)

(পুনরায় অনেকক্ষণ পর, নিরূপণ করিয়া) অহো অতি অদ্ভুত ;

৫৩। শ্রীভগবান্ জলদগম্ভীর স্বরে—'তোমরা মদ্গত চিত্ত হও'—এইরূপ বলিয়া ভক্তদের মস্তকোপরি তাঁহার পদকমল অর্পণ করিলেন,—আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের নয়ন অশ্রুধারায় প্লাবিত হইল, দেহ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, অঙ্গ থর থর কাঁপিতে লাগিল, কণ্ঠ হইতে শীৎকার-ধ্বনি নির্গত হইতে লাগিল, অঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, মন উল্লাসে-কৌতুকে পূর্ণ হইয়া উঠিল—এইভাবে তাঁহারা প্রেমানন্দতন্ময়তা লাভ করিলেন।

বুঝা যাইতেছে তাঁহারা এবার এখানে আসিবেন—কাজেই আমাদের স্থানান্তরে যাওয়ার কথা চিন্তা করিতে হয়। (৬৬)

অধর্ম—বন্ধু, আমার বাসস্থান কোথায় ঠিক করিয়াছ ?

কলি—হাঁ, ঠিক করিয়াছি, শোন,—

৫৪। বিদ্যা-শীল-তপঃকুলাশ্রমযুজোঽপ্যেকান্তদান্তাশ্চ যে
নিন্দন্ত্যস্য বিভোশ্চরিত্রমনঘং তেষু ত্বয়া স্থীয়তাম্।
ত্বৎপত্নী তু মৃষা বহির্মুখ-মুখেষ্বাস্তাং তনুজশ্চ তে
দম্ভঃ কেবলশুষ্ককর্মনিরতেষ্বেতেন মা খিদ্যতাম্॥

অধর্ম্মঃ—যথা রুচিতং তে। (৬৭)

(ইতি নিষ্ক্রান্তৌ)

বিষ্কম্ভকঃ

(ততঃ প্রবিশতি পর্যঙ্কারূঢ়ো গৃহীতদিব্যবেশভূষঃ স্বানন্দসুপ্তপ্রবুদ্ধ
ইব ভগবান্ বিশ্বম্ভরঃ পরিতো বিভব শ্চাদ্বৈতাদয়শ্চ,
দূরে কীর্ত্তয়ন্তোঽন্যে চ ভাগবতাঃ।)

ভগবান্—অদ্বৈত !

৫৫। গোলোকাদবতারিতোঽস্মি ভবতৈবাহং সুদুর্বারয়া
স্বপ্রেমামৃতবন্যয়ৈব পরয়া দৈন্যাদিনানন্যয়া। (৬৮)

বহির্মুখেষু গৌরভগবদ্বহির্মুখেষু। তেন হেতুনা খেদং মা ক্রিয়তাং। (৬৭)

ভবেদ্বিষ্কম্ভকো ভূতভাবিবস্তুংশসূচকঃ। বিষ্কম্ভকঃ স বিজ্ঞেয়ো যত্রাঙ্কেনাঙ্ক-সূচনং॥ স্বানন্দশয়নাৎ প্রবুদ্ধঃ জাগরিত ইব। পরিত ইতি অগ্রে বিভবঃ পূজোপ-করণাদিঃ। দৈন্যাদিনেতি তদ্রূপ ব্যভিচারিসমূহেনানন্যয়াঽসাধারণরূপয়া। (৬৮)

৫৪। যাহারা বিদ্বান্, সচ্চরিত্র, তপস্বী, সদ্বংশজাত, আশ্রমী এবং জিতেন্দ্রিয় হইয়াও এই গৌরহরির নির্মল চরিত্রের নিন্দা করে সেই সমস্ত মানুষের ভিতরে তুমি বাস কর। আর তোমার ভার্যা 'মিথ্যা' গৌরবিমুখজনে বাস করুক, আর তোমার পুত্র 'দম্ভ' ভক্তিরসশূন্য শুষ্ককর্মিগণের ভিতর বাস করুক। বাসস্থান পাইলে তো, আর খেদ করিও না।

অধর্ম—সখে, তোমার যেরূপ অভিরুচি সেইরূপ করিব। (৬৭)

(উভয়ের প্রস্থান)

ঃ বিষ্কম্ভক ঃ (ভূত-ভবিষ্যৎ বস্তুর পরিচায়ক অঙ্ক)

(তদনন্তর দিব্য বেশভূষায় সজ্জিত, পর্যঙ্কারূঢ় ও স্বানন্দনিদ্রা হইতে জাগরিতের ন্যায় ভগবান্ শ্রীবিশ্বম্ভরদেবের ও তাহার চতুর্দিকে অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দের তথা দূরে সঙ্কীর্তনপরায়ণ অন্যান্য সমস্ত ভক্তের প্রবেশ।)

অদ্বৈতঃ—(অঞ্জলিং বদ্ধা)

কোঽহং ক্ষুদ্রতমস্ত্বয়ৈব ভগবল্লীলাবশেনাত্মনা
লোকানুগ্রহসাগ্রহেণ ধরণাবাত্মায়মাবিষ্কৃতঃ ॥

কথমন্যথা, (ভা° ১।৮।২০)—

৫৬। "তথা পরমহংসানাং মুনীনামমলাত্মনাম্।
ভক্তিযোগবিধানার্থং কথং পশ্যেম হি স্ত্রিয়ঃ ?"

ইতি কুন্ত্যুক্তদিশা তথাবিধানাং নীরসতয়া শুষ্কহৃদয়ানাং মুনীনাং হৃদয়সরসীকরণায় প্রকটিত-জগন্মঙ্গলমঙ্গলাবতারেণ স্বয়ংভগবতা ব্রজরাজকুমারেণ বিরচিতাসু পুরুষার্থ-সার্থাপার্থীকরণ-সমর্থ-শ্রবণ-কীর্তনাদিষু ব্রহ্মানন্দাদপি চমৎকারকারিণীষু গোকুল-মথুরা-দ্বারাবতীলীলাসু, (৬৯)

লোকেতি লোকেষু অনুগ্রহস্য আগ্রহেণ সহ বর্তমানেন। পুরুষার্থেতি পুরুষার্থ সার্থানাং ধর্মার্থ কামমোক্ষসমূহানাং অপার্থীকরণায় তুচ্ছীকরণায় সমর্থাঃ শ্রবণকীর্তনাদয়স্তেষু। (৬৯)

ভগবান—৫৫। হে অদ্বৈত ! আপনি আপনার নিজ স্তুর্বার প্রেমামৃতবন্যায় ভাসাইয়া আমাকে গোলোক হইতে এই ভূলোকে আনিয়াছেন। (৬৮)

অদ্বৈত—(কৃতাঞ্জলিপুটে) কে আমি এক তুচ্ছজন,—জীবের প্রতি করুণা বিতরণের অত্যাসক্তিতে ভগবল্লীলাবেশে আপনি নিজেই নিজেকে এই ভূলোকে প্রকাশ করিয়াছেন।

শাস্ত্রবাক্য কি কখনও অন্যথা হয়, (ভা° ১।৮।২০)—

৫৬। "নির্মলচিত্ত মুনিগণের মধ্যে যাঁহারা পরমহংস পদবীতে আরূঢ় হইয়াছেন তাঁহাদিগকে প্রেমভক্তি* দানের জন্য আপনি এই জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন,—আমরা স্ত্রীজাতি কি করিয়া আপনাকে দর্শন করিতে পারিব।"

এইরূপে পাণ্ডবজননী কুন্তিদেবীর দৈন্যসূচক বাক্য হইতে দেখা যায়,—রসাভাবে শুষ্কহৃদয় ঐ মুনিগণের চিত্ত রসধারায় আপ্লুত করিবার জন্য জগন্মঙ্গলমঙ্গলাবতার স্বয়ংভগবান্ ব্রজরাজকুমার ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-তিরস্কারী ও ব্রহ্মানন্দ হইতেও চিত্ত-চমৎকারী শ্রবণ-কীর্তনাদি ভক্তি তাঁহার গোকুল-মথুরা-দ্বারাবতী লীলায় জগতে ব্যক্ত করিলেন। (৬৯)

---

* শ্রীক্রমসন্দর্ভ ১।৮।২০—'তথেতি, তথা চ সতীত্যর্থ। অমলাত্মনাং মুনীনাং মধ্যে যে পরমহংসা আত্মারামাস্তেষাং সপ্রেম-সম্পাদন-প্রয়োজনকং ত্বাম্।।

৫৭। "ভগবত্যুত্তমঃশ্লোকে ভবতীভিরনুত্তমা।
ভক্তিঃ প্রবর্তিতা দিষ্ট্যা মুনীনামপি দুর্লভা॥" (ভা°১০।৪৭।২৫)

ইত্যুদ্ধবোক্তদিশা সকলরসপারাবার-পারবর্তিনি গোকুলাদ্য পরনামনি শ্রীবৃন্দাবনধামনি নিকামনিরতিশয়ানন্দভূমনি মূর্তিমদানন্দশক্তিভিঃ সন্তত-সন্তন্যমান-মানসরাগ-পরভাগ-ভাগধেয়াভিরাভীর-ভীরুভিঃ প্রবর্তিতং তাদৃশমেব প্রেমতত্ত্বং তদানীং তত্রৈব স্থিতং সংপ্রতি সংপ্রতিপাদ্যমান-তদাস্বাদ-স্বাদর-গৃহীত-সমুচিত-বিগ্রহস্য তব সৌভগবতো ভগবতো নিরবধি তদেব মধুরতররস-রহস্য-পীযূষ-যূষমাহিতগণ্ডূষমাচমতোঽঙ্গুলিবিবরবিগলিতা ইব তৎকণাঃ ক্ব নামাস্মাভির-প্যাচম্যন্তে।

ভগবান্—৫৮। শ্রীবাস স্মরসি বিনির্যতস্তবাসূ-,নারৌৎসং যদিহ চপেট-পাটবেন ? (৭০)

অনুত্তমেতি নাস্তি উত্তমা যস্যাঃ সা অনুত্তমা ভক্তিঃ অভূৎ। পারাবারঃ সমুদ্রঃ। গোকুলাদ্যেতি আদিশব্দেন মথুরাদ্বারাবতী। সন্ততেতি সততং সম্যগতিশয়ং তন্যমানমানসরাগস্য পরভাগং অনুরাগাদিকং ভাগ্যং যাসাং তাভিঃ। তদানীং তস্মিন্ কালে শ্রীবৃন্দাবনে। সংপ্রতিপদ্যমানেতি সম্যক্ প্রতিপদ্যমানায় তৎ-প্রেমাস্বাদায় স্বাদরেণ গৃহীতঃ সমুচিতবিগ্রহো যেন এবম্ভূতস্য তব। নিরবধি তৎপ্রেমতত্ত্বমেবাতিশয়মধুররসরহস্যং তদেবামৃতং। আহিত গণ্ডূষং ধৃতগণ্ডূষং। আচামতঃ আসম্যক্ আস্বাদয়তঃ তৎকণাঃ তৎপ্রেমামৃত-কণাঃ। ক্ব কুত্র নাম ইতি প্রাকাশ্যে। আচাম্যন্তে আস্বাদ্যন্তে। বিনির্য্যতঃ অসূন্ প্রাণান্। অরৌৎসং রোধিতবান্ রক্ষিতবান্। চপেটপাটবেন করচাপর পটুতয়া। (৭০)

(ইহার পর শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।৪৭।২৫ শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া মুনিগণের অপ্রাপ্য চিরকাল অদত্ত ব্রজগোপীর প্রেমের কথা বলা হইতেছে।)

৫৭। "হে গোপীগণ, তোমরা ভাগ্যক্রমে ভগবান্ যশোদাতনয়ে মুনিদেরও দুর্লভ সর্বশ্রেষ্ঠা ভক্তি করিয়াছ।"

শ্রীউদ্ধব মহাশয়ের এই উক্তি অনুসারে—সকল রস-সাগরের পরপারে অবস্থিত, গোকুলাদি অশেষ ধামের কর্ণিকাস্বরূপ পরমানন্দময় শ্রীবৃন্দাবনধামে পরম অনুরাগবতী পরম ভাগ্যবতী মূর্তিমতী হ্লাদিনীশক্তিস্বরূপা ব্রজগোপী-গণের দ্বারা প্রবর্তিত তাদৃশ প্রেমতত্ত্ব তদানীং সেই বৃন্দাবনের গণ্ডির

শ্রীবাসঃ—(স্মৃতিমভিনীয়) আং বেদ্মি প্রভুবর মোচিতোঽস্মি মৃত্যোঃ, কেনাপি প্রসভমিতি স্মৃতির্মমাস্তে।

(সর্বে বিস্ময়ং নাটয়ন্তি।)

ভগবান্—শ্রীবাস! আমূলং কথয়, সর্বে শৃণ্বন্তু।

শ্রীবাসঃ—ভগবত আবির্ভাবাৎ পূর্বমাশৈশবমাষোড়শবর্ষময়ং জন্তুরতিদন্তুরতয়া দ্বিজ-গুর্বাদিষু মন্তুমত্তয়া মত্তয়া মনোবৃত্ত্যাবৃত্ত্যাগচ্ছদশান্তিদশান্তিমকাষ্ঠা-কাষ্ঠায়মান-হৃদয়োঽদয়ো বৃথা-কলহলহরীকুকথাদিভির্মদমেদুরদুরবস্থিতধীঃ স্বপ্নেঽপি ন শ্রুত-কীর্তিত-ভগবদ্গুণঃ কদাচিদাচিতপূর্ব-সুকৃত-সুকৃতবশান্নিদ্রা-বিদ্রাবিতায়াং সংজ্ঞায়াং কেনাপি করুণাত্মনা স্বপ্নে সমুপদিষ্ট ইব জাতোঽস্মি। যথা—অরে ব্রাহ্মণব্রুব! ব্রুবন্তু কে ত্বামুপদেশবাচং বা চঞ্চলহৃদয়! তথাপি

মৃত্যোঃ মৃত্যুসকাশাৎ। কেনাপি প্রকারেণ প্রসভং হঠাৎ। অয়ং জন্তুঃ প্রাণ্যহং। দন্তুরতয়া দুর্দান্ততয়া। মন্তুমত্তয়া অপরাধবত্তয়া। মত্তয়া উদ্ধতয়া। কাষ্ঠায়মান হৃদয়ঃ কাষ্ঠবদাচরৎ হৃদয়ং যস্য সঃ। লহরী বিস্তারঃ। মদেতি

মধ্যেই আবদ্ধ ছিল,—সম্প্রতি হে গৌরসুন্দর, আপনি তাহা সম্যক প্রকারে আস্বাদন-ইচ্ছায় তদুপযুক্ত শ্রীবিগ্রহ আদরের সহিত গ্রহণ করিয়া নিরন্তর সেই মধুরতর রস-রহস্য-অমৃত গণ্ডূষে গণ্ডূষে পান করিতে থাকিলে সেই পান-মত্ততায় আপনার অঙ্গুলি-বিবর-বিগলিত প্রেমামৃতকণা আমরাও আস্বাদন করিতে পারিতেছি।

ভগবান্—৫৮। ওহে শ্রীবাস! স্মরণ হয়, একদিন তোমার প্রাণ বাহির হইবার কালে আমি উহা রক্ষা করিয়াছিলাম—তোমাকে চাপড় মারিয়া সাবধান করিয়াছিলাম। (৭০)

শ্রীবাস—(স্মরণের অভিনয় করিয়া) হাঁ, স্মরণ হইতেছে,—উপস্থিত মৃত্যু হইতে হঠাৎ কে যেন আমাকে মুক্ত করিয়াছিল?

(শুনিয়া সকলে বিস্ময়ে চমকিত হইল।)

ভগবান্—শ্রীবাস! আদ্যোপান্ত বল, সকলে শুনুক।

শ্রীবাস—ভগবান্ শ্রীগৌরহরির আবির্ভাবের পূর্বে শিশুকাল হইতে ষোল বৎসর বয়স পর্যন্ত আমার স্বভাব পশুর মত দুর্দান্ত ছিল, ব্রাহ্মণ-গুরু প্রভৃতিতে অপরাধবশতঃ আমার মনোবৃত্তি চঞ্চলতার চরমে পৌঁছিয়াছিল। আমার কাষ্ঠবৎ নীরস হৃদয় নির্দয় ছিল। অহঙ্কারে মত্ত হইয়া বৃথা কলহলহরী

ভ্রমহে বর্ষমেকং তেঽতঃপরং পরমায়ুরতঃপরং বৃথায়ুঃক্ষেপং মা কার্ষীরিতি। বিভাতায়াং বিভাবর্যাং বর্যাং তামুপদেশবাচমনুস্মরন্নল্পায়ুক্তয়া বিমনস্কো বিরতাখিল-চাপলস্তদ্দিনমুপোষিতঃ পোষিতস্তেনৈবোপদেশাপদেশামৃতেন পুরুষনিঃশ্রেয়সং কিমিতি নির্ণেতুং বিধিবন্নারদীয়পুরাণপদ্যমিদমুপলব্ধবানস্মি। যথা— (৭১)

৫৯। "হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥" ইতি।

মদনিবিড়েন দুর্নিন্দিতাবস্থিতা ধীর্যস্য। সুকৃতেতি সঞ্চিত পূর্ব পূর্ব সুষ্ঠুকৃত-পুণ্যবশাৎ। নিদ্রেতি নিদ্রয়া বিদ্রাবিতায়াং সংজ্ঞায়াং চেতনায়াং। ব্রাহ্মণব্রুব নিন্দিতব্রাহ্মণ। বিভাতায়াং প্রভাতায়াং। বিরতমখিল চঞ্চলং যেন। তদ্দিনং ব্যাপ্য উপবাসঃ কৃতঃ। পুরুষনিঃশ্রেয়সং পুরুষমঙ্গলং পোষিতঃ। (৭১)

ও কুকথাস্রোতে গা ভাসাইয়া আমি ঘুরিয়া বেড়াইতাম। এই চঞ্চল চিত্ত আমি স্বপ্নেও শ্রীভগবৎ-গুণ শ্রবণ-কীর্তন করি নাই। এমন সময় কোনও একদিন নিদ্রায় অভিভূত হইলে পূর্ব পূর্ব জন্মসঞ্চিত সুকৃতিবশতঃ কোনও এক করুণাময় স্বপ্ন হেন আমাকে ডাক দিয়া কহিল—'ওহে ব্রাহ্মণাধম! চঞ্চল হৃদয়! তোকে আর কে বা উপদেশ দিবে? তথাপি বলিতেছি শোন্—'ইহার পর এক বৎসর মাত্র তোর পরমায়ু আছে, কাজেই আর বৃথা আয়ুক্ষেপ করিস্ না।' রাত পোহাইলে অল্পায়ুর জন্য বিমনা হইয়া সেই উপদেশ-বাক্য নিরন্তর চিন্তা করিতে করিতে আমি সমস্ত চাঞ্চল্য হইতে নিরস্ত হইলাম। দুঃখে সেদিন উপবাসী থাকিলেও সেই উপদেশামৃত চর্বণেই পেট ভরিয়া রহিল। জীবের পরমমঙ্গল কি তাহা শাস্ত্রানুসারে নির্ণয় করিবার জন্য খুঁজিতে খুঁজিতে নারদীয় পুরাণের এই শ্লোকরত্ন চোখে পড়িল— (৭১)

৫৯। "হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥" (৭২)

নামরূপে কলিকালে কৃষ্ণ-অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্বজগৎ নিস্তার॥
দার্ঢ্য লাগি' 'হরের্নাম'-উক্তি তিনবার।
জড়লোক বুঝাইতে পুনঃ 'এব'কার॥

তদনু দনুজদমনোপদেশমিব তন্মন্বানোহন্বানোদিত-সকলকর্মা হরিনামমাত্রশরণঃ শরণমপি বিস্মৃতবানস্মি। সর্বৈরেবোপহস্যমানোঽপি প্রশান্তমনা মনাগপি নান্য-বৃত্তিস্তদেব মৃত্যু-দিনমনুসন্দধানো দধানো হৃদি বিষাদং মাসান্ গণয়ন্নুপরতে বর্ষে প্রত্যুপসন্নে চ মৃত্যুদিবসেঽবশেষায়ুরহং শ্রীভাগবতাধ্যাপনকর্তুর্দেবানন্দপণ্ডিতস্যা-লয়ং তচ্ছুশ্রূষয়াগতঃ। প্রহ্লাদচরিতশ্রবণকালে তমেব সময়মাসাদ্য সাদ্যমান-জ্ঞানো মৃত্যুবশং গতঃ, পতিতোঽস্মি তদ্ভবনালিন্দতোঽঙ্গনতলম্, তদনু কেনাপি মৃত্যুমুখান্মোচিতং চিতঞ্চ পুনরায়ুষেত্যাত্মানং মন্যমানো বিবশ ইব পুনরুত্থিতবানস্মি। তস্মিন্নেব সময়ে সর্বে এব মামুত্থাপ্য গৃহমানিন্যুঃ। (৭২)

তদন্বিতি। তং শ্লোকমনুলক্ষীকৃত্য শ্রীকৃষ্ণোপদেশমিব তৎপদ্যং মন্যমানঃ। অন্বিতি। অনু তৎপশ্চাৎ আ সম্যক্ নোদিতং খণ্ডিতং সকলং কর্ম যেন এব-ভূতোঽহং। শরণং গৃহং। মনাগপি অল্পমপি। তন্নিরূপিতং মৃত্যুদিনং উপরতে শেষে। তৎ শুশ্রূষয়া তৎ শ্রবণমিচ্ছয়া। আসাদ্য প্রাপ্য। সাদ্যমানঃ প্রাপ্যমানঃ। তৎভবানন্দস্য ভবনালিন্দতঃ অলিন্দতঃ পিঁড়া ইতি খ্যাতে।

'কেবল' শব্দে পুনরপি নিশ্চয়-করণ।
জ্ঞান-যোগ-তপ-আদি কর্ম-নিবারণ।
অন্যথা যে মানে, তার নাহিক নিস্তার।
নাহি, নাহি, নাহি—তিন উক্ত 'এব'-কার॥ চৈ চ আ° ১৭/২২

তদনন্তর এই শ্লোককে দৈত্যদমনকারী ভগবান্ শ্রীহরির উপদেশের ন্যায় জ্ঞান করিয়া সমস্ত কর্ম পরিত্যাগ পূর্বক কেবলমাত্র হরিনামের শরণ গ্রহণ করিলাম। আমার সর্ববিষয়ে বৈরাগ্যের উদয় হইল। সকলে উপহাস করিতে থাকিলেও আমি প্রশান্ত চিত্তে অবস্থিত রহিলাম। নিরন্তর মৃত্যু-দিবস অনুসন্ধানে রত আমার মনে কিঞ্চিন্মাত্রও অন্যবৃত্তি রহিল না। বিষণ্ণ হৃদয়ে মাস গণনা করিতে করিতে ক্রমে বর্ষশেষে আমার অন্তিমকাল আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি শেষকালে অনুক্ষণ শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণে অতিবাহিত করিতে উৎসুক হইয়া ভাগবত-অধ্যাপক শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিতের গৃহে আসিয়া তাহার পাঠে বসিলাম। প্রহ্লাদচরিত্র শ্রবণকালে আমার সেই অন্তিম-কাল আসিয়া উপস্থিত হইল,—আমি মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িলাম এবং গৃহের অলিন্দ হইতে অঙ্গনতলে গড়াইয়া পড়িলাম। এমন সময় কোনও এক অপূর্ব শরীর আমাকে মৃত্যুর কবল হইতে উন্মোচিত করিয়া পুনঃ জীবন-

ভগবান্—নিশাং সময়া স ময়া স্বপ্নো দর্শিতঃ প্রগতজীবিতোঽবিতোঽপি পুনর্জীবিত-দানেন।

(সর্বে বিস্ময়ং নাটয়ন্তি)

ভগবান্— ৬০। স্পর্শমণেঃ স্পর্শবশাৎ, কনকীভাবং প্রযাতমিব লৌহম্।
তব তু তদেব শরীরং, নারদশক্তিপ্রবেশতোঽন্যদিব॥

অদ্বৈতঃ—এবমেতৎ, অন্যথা ন মৃতঃ পুনর্জীবতি। কিন্তু ভগবন্! সর্ব এবৈতে তব সহজস্বভাবভাব-সহচরাস্তথাপি মদ্ভজনেন জনেন শরীরান্তরমিব লভ্যত ইতি শিক্ষয়াঽক্ষয়ানন্দেন ভগবতেদমধ্যবসিতম্, বস্তুতঃ স্তুতমহিমায়ং তব ভক্তি-শ্রীবাসঃ শ্রীবাসঃ। (৭৩)

তদনু তৎপশ্চাৎ। কেনাপি করুণহৃদয়েন। (৭২)

সময়েত্যব্যয়ং নিশামধ্যে ইত্যর্থঃ। সময়ান্তিকমধ্যয়োরিতিকোষঃ। অবিতো ময়া রক্ষিতঃ। অন্যদিব অন্যচ্ছরীরমিবাভূৎ। ভাবসহচরা অর্থাদাধুনিকা ন স্যুঃ। মদ্ভজনেন ইতি ভগবদুক্তিঃ। শ্রীলক্ষ্মীর্ভক্তিসম্পত্তি স্তস্যাবাসো যত্র। দাস্যভাবদীপ্ত্যা অবদাতা নির্মলাঃ। (৭৩)

দান করিলেন এইরূপ মনে পড়িতেছে। জ্ঞান পাইয়া আমি পুনরায় উঠিয়া বসিলাম। এইরূপ সময়ে সকলে আমাকে উঠাইয়া ঘরে লইয়া আসিল। (৭২)

ভগবান্—রাত্রে আমিই তোমাকে স্বপ্ন দেখাইয়াছিলাম, এবং মৃত্যুর সময়ে আমিই প্রাণদান করিয়া তোমাকে জিয়াইয়া তুলিয়াছিলাম।

(সকলে বিস্মিত হইলেন)

ভগবান্—স্পর্শমণি-স্পর্শে লৌহ যেমন স্বর্ণ হয় তেমনি নারদশক্তির প্রবেশে তোমার সেই দেহই সর্বশক্তিযুক্ত হইয়াছে।

অদ্বৈত—তাহাই হইবে, নতুবা মৃতের আবার পুনর্জীবন হয় কি করিয়া? কিন্তু হে ভগবান্, তোমার এই পার্ষদবৃন্দ তোমার নিত্যসিদ্ধ পরিকর,—তথাপি 'আমার ভজনের দ্বারা পৃথক সচ্চিদানন্দ দেহ লাভ হয়' এই শিক্ষা জগতে প্রচারের জন্য তোমার এই লীলা। বস্তুত মহামহিম এই শ্রীবাস তোমার ভক্তি-সম্পদের ভাণ্ডারী। (৭৩)

ভগবান্‌—অদ্বৈত ! সত্যমেতৎ।

অদ্বৈতঃ—ভগবন্ ! মুরারি-মুকুন্দাদয়োঽপ্যেতে তব দাস্যভাব-ভাবদাতা দাতারো নয়নানন্দস্য।

ভগবান্‌—অদ্বৈত ! অন্তরনয়োরনয়ো মহানস্তি।

(অত উভৌ সাশঙ্কং বেপাতে পাতেন কুলিশস্যেব)

অদ্বৈতঃ—দেব ! কোঽসৌ ?

ভগবান্‌—মুরারের্মনসি ন সিধ্যতি ভক্তিরসো রসোনদৌর্গন্ধ্যমিব বিসারিকাটব-মধ্যাত্ম-ভাবনাবনাগ্রহ-গ্রহিলত্বমেবাস্তি, যদয়মদ্যাপ্যনুক্ষণ-ক্ষণ এব বাশিষ্ঠ-বিষয়ে। (৭৪)

অদ্বৈতঃ—কিমপরাদ্ধমধ্যাত্মযোগেন ?

ভগবান্‌—ত্বয়া কথমিদমুচ্যতে ? (ভাং৬।১২।২২)

অনয়োঃ মুরারিমুকুন্দয়ো রন্তঃকরণে অনয়ঃ অন্যায়ঃ। অসৌ মহান্ অন্যায়ঃ। রসোনং রসুনং ইতিখ্যাতং তস্য দৌর্গন্ধ্যমিব। বিসারিতুং বিস্তারিতুং শীলমস্য বিসারি এবং কাটবং কটুতা যেন॥ অধ্যাত্মং স্বস্য নিরাকারভেদেন। অধ্যাত্মভাবস্য নিরাকারাভেদেন। অধ্যাত্মভাবনস্য নিরাকারভাবনস্য অবনেষু রক্ষণেষু আগ্রহ গৃহীতবত্বং। অয়ং মুরারিঃ। অনুক্ষণং ক্ষণেক্ষণে ক্ষণং লক্ষীকৃত্য। (৭৪)

ভগবান্‌— অদ্বৈত, তাই বটে।

অদ্বৈত—হে ভগবান্ ! মুরারি-মুকুন্দাদি তোমার এই নয়নান্দ ভক্তবৃন্দ বড় ভাগ্যবান্,—ইহারা শুদ্ধদাস্য ভাবে তোমার সেবা করে।

ভগবান্‌—অদ্বৈত ! উহুঃ, মুরারি-মুকুন্দের চিত্তে মহা অনুচিত নীতি রহিয়াছে।

(বজ্রপাত সদৃশ এই বাক্য শুনিয়া উভয়ের হৃদয় কম্পিত হইল)

অদ্বৈত—দেব ! তাহা কি ?

ভগবান্‌—মুরারির মনে ভক্তিরস স্থিতি লাভ করে না। রসুনের দুর্গন্ধের মত কটুপ্রভাব বিস্তারকারী অধ্যাত্ম-ভাবনা রক্ষার জন্য ইনি অত্যন্ত আগ্রহশীল—এই জন্যই আজ পর্যন্তও বাশিষ্ঠযোগ শাস্ত্রে ইহার নিরন্তর অনুরাগ দেখা যাইতেছে। (৭৪)

অদ্বৈত—অধ্যাত্ম যোগে কি দোষ ?

ভগবান্‌—তুমি কি করিয়া এ কথা বলিতেছ ? (ভাং ৬।১২।২২) শ্লোকে আছে—

৬১। "যস্য ভক্তির্ভগবতি হরৌ নিঃশ্রেয়সেশ্বরে।
বিক্রীড়তোঽমৃতাম্ভোধৌ কিমন্যৈঃ খাতকোদকৈঃ ?" (৭৫)

অদ্বৈতঃ—মুকুন্দেন কিমপরাদ্ধম্ ?

ভগবান্—অনেন নিরুচ্যতে রুচ্যতে হি ভগবতশ্চতুর্ভুজরূপ এব, তদেবোপাস্যম্।

অদ্বৈতঃ—কিমিদং মতমমতমহো ?

ভগবান্—ঐচ্ছিকং হি ভগবতশ্চতুর্ভুজত্বম্, স্বাভাবিকং হি দ্বিভুজত্বমেব। তথা হি—"নরাকৃতি পরং ব্রহ্ম" ; (ভা° ৭।১০।৪৮ ; ভা° ৭।১৫।৭৫) "গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গম্" ; "পরমাত্মা নরাকৃতিঃ" ইতি ; নরাকৃতিত্বং দ্বিভুজত্বমেব। (৭৬)

অদ্বৈতঃ—(গী° ১০।১৫) "স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম" তদাজ্ঞাপয়ন্তু নিজরূপতত্ত্বমিতি।

নিশ্চয়ং শ্রেয়ো মঙ্গলং ভক্তিযোগং তস্য ঈশ্বরে। (৭৫)

অনেন মুকুন্দেন। রুচ্যতা রুচিং বহতা চতুর্ভুজরূপং সর্বৈরুপাস্যমেব কিমিদং যূয়ং বদত। ঐচ্ছিকং ইচ্ছাবিষয়ী ভূতরূপং। স্বয়ং ভগবতো রূপং পরমাত্মা নরাকৃতি বিশেষণত্বেন স্বয়ং ভগবতি বৃত্তিঃ তদ্রূপং দ্বিভুজত্বং নরাকৃতিত্বং। (৭৬)

৬১। "পরমমঙ্গলময় ভগবান শ্রীহরিতে যাহার ভক্তি আছে সে অমৃতসাগরে খেলা করিয়া বেড়াইতেছে। অধ্যাত্মযোগাদি খাদোদকে তাহার কি প্রয়োজন ?" (৭৫)

অদ্বৈত—মুকুন্দ কি অপরাধ করিয়াছে ?

ভগবান্—এ সিদ্ধান্ত করে ও প্রচার করে—শ্রীভগবানের শ্রীমূর্তি চতুর্ভুজ এবং তিনিই উপাস্য।

অদ্বৈত—এ বিষয়ে আপনার মতামত কি ?

ভগবান্—শ্রীভগবানের চতুর্ভুজরূপ তাঁহার ইচ্ছাবশতঃ আগন্তক, আর দ্বিভুজরূপ স্বাভাবিক।

এ বিষয়ে প্রমাণ—শ্রীকৃষ্ণ 'নরাকৃতি পরব্রহ্ম' ; (ভা° ৭।১০।৪৮, ভা° ৭।১৫।৭৫) 'নররূপী পরব্রহ্ম গূঢ়ভাবে আছেন' ; 'পরমাত্মা নরাকৃতি' ইতি ; এই সব শ্লোক হইতে প্রমাণিত হইতেছে শ্রীভগবানের স্বাভাবিকরূপ নরাকৃতি দ্বিভুজই। (৭৬)

ভগবান্—(সানুগ্রহম্) তত্তে দর্শয়িতব্যম্ ।

অদ্বৈতঃ—অনুগৃহীতোঽস্মি, কিন্তু ভগবন্ননয়োঃ প্রসীদ সীদত এবৈতৌ কৃতমনোহরুষা পরুষাপরাধেন ।

৬২ । দুর্বাসনাবিষবিষাদহরে সুষীম-, চ্ছায়াকরে পুরুকৃপামকরন্দবর্ষে ।
অম্ভোজগঞ্জনকৃতী চরণাতপত্রে, মূর্ধ্নোস্তয়োঃ কুরু বিধেহি তথা প্রসাদম্ ॥ (৭৭)

ভগবান্—(তথা কৃত্বা) (ভা° ১০।৯।২১)

৬৩ । "নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ ।
জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ ॥"

(ইতি পঠিত্বা সানুকম্পম্) নাতঃ পরং বিজাতীয়বাসনাসনাথৌ ভবতম্ ।

কৃতমনোহরুষা হৃদ্ব্রণেন। পরুষা নিষ্ঠুরা, দুর্বাসনা এব বিষং তেন বিষাদং দুঃখং হরতো যে। মহৎ কৃপামকরন্দং বর্ষতীতি। অম্ভোজে গঞ্জনং কুরুত ইতি ক্বিপ্ ও ঈ। আতপত্রে ছত্রে। তয়োঃ মুরারিমুকুন্দয়োঃ। (৭৭)

তথা সুখপ্রাপ্তো ন ভবতি যথা ভক্তিমতাং সম্বন্ধে সুখাপো ভবতি। নাথো যাচ্ঞা স্বামী চ ॥

অদ্বৈত—(গী° ১০।১৫) "হে পুরুষোত্তম আপনি নিজেই নিজেকে জানেন।" কাজেই স্বীয় রূপের তত্ত্ব আমাদিগকে উপদেশ করুন।

ভগবান্—(প্রসন্নভাবে) নিজরূপ তোমাকে দর্শন করাইব।

অদ্বৈত—অনুগৃহীত হইলাম, কিন্তু ভগবান্ ইহাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। ইহারা গুরুতর অপরাধে মর্মান্তিক যাতনা পাইতেছে।

৬২। হে প্রভু, দুরন্ত বিষয়-বাসনা-কালকূট-হারী, সুশীতল ছায়া বিতরণকারী, পরম করুণা-মকরন্দ-বর্ষণকারী, কমলবিনিন্দিত আপনার শ্রীচরণছত্র অনুগ্রহ-পূর্বক ইহাদের মস্তকোপরি স্থাপন করুন। (৭৭)

ভগবান্—(তাহাই করিয়া) (ভা° ১০।৯।২১)

৬৩। "গোপীকাসুত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিমান জনগণের যেরূপ সুখলভ্য দেহাভিমানী তাপসাদির এবং নিবৃত্তি-অভিমানী আত্মভূত জ্ঞানীদিগের তদ্রূপ সুলভ নহে।"

(এই শ্লোকটি বলিয়া সদয়ভাবে) অতঃপর আর বিজাতীয় বাসনাধীন হইও না।

উভৌ—(দণ্ডবৎ পতিত্বা) (ভা°৬।১১।২৪)—

৬৪। "অহং হরে তব পাদৈকমূল-, দাসানুদাসো ভবিতাস্মি ভূয়ঃ।
মনঃ স্মরেতাসুপতেগু র্ণানাং, গৃণীত বাক্ কর্ম করোতু কায়ঃ॥
(ইতি পঠতঃ।) (৭৮)

ভগবান্—তথাস্তু।

শুক্লাম্বরঃ—(সদৈন্যম্) দেব !

৬৫। তপ্তানি ভূরীণি তপাংসি নাথ, বহূনি তীর্থানি চ সেবিতানি।
তথাপি চেতো নহি মে প্রসন্নং, কৃপাকটাক্ষং কুরু মে প্রসীদ॥
(ইতি পঠিত্বা নিঃসাধ্বসং সাধ্বসঙ্কোচেন তৎপাদপদ্ময়োঃ শিরো নিদধাতি।) (৭৯)

এবমিন্দ্রায় স্বাভিপ্রায়ং নিবেদ্য ভগবন্তং প্রার্থয়তে অহমিতি তব পাদাবেব একং মূলমাশ্রয়ো যেষাং তেষাং দাসানামনুদাসং ভূয়ো ভবিতাস্মি ভবিষ্যামি ভবেয়ং অসুপতেঃ প্রাণনাথস্য তব গুণান্ মম মনঃ স্মরতু বাগপি তানেব কীর্তয়তু কায়স্তবৈব কর্ম করোতু। (৭৮)

নিঃসাধ্বসং নির্ভয়ং যথা। তৎ গৌরাঙ্গস্য। (৭৯)

উভয়ে—(ভূতলে দণ্ডবৎ হইয়া) (ভা° ৬।১১।২৪)—

৬৪। "হে গৌরহরি, হে ভগবন্, তোমার শ্রীচরণকমল যাঁহার একমাত্র আশ্রয় তোমার সেই নিষ্কিঞ্চন দাসের অনুদাস হইবার আশা আমি পুনঃ পুনঃ করিতেছি। তুমি আমার প্রাণনাথ—আমার মন তোমার গুণাবলী স্মরণ করুক, বাক্য তোমারই গুণ কীর্তন করুক এবং এই দেহ তোমারই সেবাকার্যে নিযুক্ত থাকুক।" (৭৮)

ভগবান্—তাহাই হউক।

শুক্লাম্বর—(দৈন্যের সহিত) হা গৌর !

৬৫। আমি বিস্তর কঠোর তপস্যা করিয়াছি, বিস্তর তীর্থ-পর্যটন করিয়াছি; তথাপি আমার চিত্ত প্রসন্ন হয় নাই। আপনি প্রসন্ন হইয়া আমার প্রতি কৃপাকটাক্ষ করুন।

(এইরূপ বলিয়া নির্ভয়ে এবং নিঃসঙ্কোচে শ্রীগৌরচরণে মস্তক অর্পণ করিলেন।) (৭৯)

শ্রীবাসঃ—(আলোক্য জনান্তিকম্) গদাধর ! পশ্য পশ্য,

৬৬। **কঠিনতরতপস্যোজ্জৃম্ভদম্ভপ্রলম্ভা-, দশনিশনিকঠোরং চিত্তমস্য দ্বিজস্য।**

সপদি ভগবদঙ্ঘ্রিস্পর্শনাদেব ভূত্বা, দ্রুতমিব নয়নাভ্যাং রোমভিশ্চোজ্জিহীতে॥

তদধুনাস্মিন্ পুত্রধিয়া কীর্তনানন্দেন সহ বিহরমাণা বয়ং মত্তনয়োনয়োপচিত্যামী-ভিরেবোন্মাদিতো দিতোঽপ্যস্য ব্যবহারমার্গ ইতি বহুশো নির্ভৎসিতাঃ স্মঃ শচীদেব্যা। যদ্যসাবধুনাধুনানমাত্মজধিয়মাত্মজমাত্মজানন্দাবেশ-বিবশমেতং পশ্যতি স্যতি তদাস্মিন্ পুত্রভাবং ভাবংহীয়স্তেন। তৎ কথমিদং সংপৎস্যতে? (৮০)

গদাধরঃ—আচার্যাশ্চেৎ কথয়ন্তি।

অদ্বৈতঃ—কিং তৎ ?

কঠিনতর তপস্যায়া য উজ্জৃম্ভ দম্ভস্তস্য প্রলম্ভাদ্ধেতোঃ। অশনি কঠোরং বজ্রাবয়বাদপি কঠোরং। সপদি তৎক্ষণাৎ। উজ্জিহীতে প্রকাশতে। অস্মিন্ গৌরাঙ্গ-ভগবতি। অনয়োপচিত্যা অন্যায়োপদেশেন। দিতঃ খণ্ডিতঃ।

স্মো ভূতকালবাচী। ধুনানং কম্পিতং। এতং পুত্রং। স্যতি ত্যজতি যদা-ধুনা এতমাত্মজমসৌ পশ্যতি স্যতি অপযাপয়তি। কিন্তু তং আত্মজধিয়ঃ আত্মজা বেশ-বিবশং বহির্বৃত্তিশূন্যং। সম্পৎস্যতে সম্পন্নং ভবিষ্যতি। (৮০)

শ্রীবাস—(এই দৃশ্য দেখিয়া গদাধরের কর্ণমূলে)

৬৬। এই ব্রাহ্মণের চিত্ত অতি কঠোর তপস্যাজনিত উৎকট অহংকারে বজ্রাগ্রভাগ হইতেও কঠিন হইয়াছিল—অধুনা গৌরপদ-কমল স্পর্শমাত্রেই তাহা দ্রবীভূত হইয়া যেন অশ্রুধারাচ্ছলে নয়ন হইতে বিগলিত হইতেছে এবং রোমাঞ্চচ্ছলে দেহে প্রকাশ পাইতেছে।

পূর্বে মাতা শচীদেবী এই ভগবানে পুত্রবুদ্ধি করিয়া আমাদিগকে বিস্তর ভর্ৎসনা করিতেন, যথা—'আমার পুত্রের সহিত কীর্তনানন্দে ক্রীড়াশীল ইহারা অন্যায় উপদেশ দানে আমার তনয়কে উন্মত্ত করিয়াছে এবং তাহার সাংসারিক প্রবৃত্তি একেবারে নষ্ট করিয়া দিয়াছে।' অধুনা মাতা যদি পুত্রভাব-বিঘাতক এই মহা ঐশ্বর্য-দীপ্ত আত্মানন্দাবেশে বাহ্যবৃত্তিহারা অলৌকিক রূপ দেখিতেন তবে তাঁহার হৃদয়ের স্বাভাবিক পুত্রভাব শিথিলতা প্রাপ্ত হইত। অতএব ইহা কি প্রকারে সম্পন্ন হইতে পারে ? (৮০)

গদাধর—আচার্য আদেশ করিলেই হইতে পারে।

অদ্বৈত—কি ব্যাপার ?

শ্রীবাসঃ—(কর্ণে) এবমেব।

অদ্বৈতঃ—সাধু সাঽধুনানীয়তাম্, কঃ সংভ্রমো ভ্রমোঽস্ত্যা অপযাতু।

শ্রীবাসঃ—যথাজ্ঞাপয়সি। (ইতি নিষ্ক্রম্য তামাদায় পুনঃ প্রবিশ্য চ) স্বামিন্নাচার্য! বিচার্য বিজ্ঞাপয় জগন্মাতরমেতাং রমেতাং ভগবতোঽত্র কৃপাপ্রসাদৌ। (৮১)

অদ্বৈতঃ—(অঞ্জলিং বদ্ধা) দেব! দেবহূতিঃ কপিলেন কিল জ্ঞানযোগ-ভক্তিযোগ-যোগতঃ কৃতার্থীকৃতা, সাম্প্রতমিয়ং বিশ্বম্ভর-জননীতি বিশ্বম্ভরজননীতিকলয়া পরিবৃতা কেবল-বলমান-প্রেমানন্দেন কৃতার্থীক্রিয়তাম্। (ইতি করাগ্রেণাবলম্ব্য ভগবদগ্রতোঽবৈয়গ্র্যতোঽগ্র্যতোষেণ সমুপসর্পয়তি।) (৮২)

শচী—(সচমৎকার-বিস্ময়ং স্বানন্দাবেশ-পেশলমদ্ভুতনয়ং তনয়ং বিলোক্য জাত-তদনুকম্পা কম্পায়মানশরীরা বাগ্‌দেবতা-বতারপ্রতিভা প্রতিভাসমানেব কিঞ্চিদপাঠীৎ।) (ভা° ১০।৩।৩১)—

সা শচীদেবী। অস্যাঃ শচীদেব্যাঃ। এতাং শচীদেবীং। অত্র মাতরি। (৮১)

বিশ্বং সংসারং বিভর্তি য স্তস্য জননী বা। বিশ্বম্ভরেতি বিশ্বম্ভরস্য তব জনানাং ভক্তানাং কলয়াপরি সর্বতোভাবে বরণীয়া অর্থাৎ ভক্তিরূপিণী। করাগ্রেণেতি শচীদেব্যাঃ। অবৈয়গ্র্যেতি নাস্তি ব্যগ্রো যত্র তস্য ভাবঃ অবৈ-য়গ্র্যঃ তস্মিন্। অগ্র্যতোষেণ অতি সন্তুষ্টেন। (৮২)

শ্রীবাস—(কানে কানে কিছু বলিয়া) এই কথা।

অদ্বৈত—উত্তম প্রস্তাব, এখনই তাঁহাকে লইয়া আইস, ভয় কি, ইহার ভ্রম বিদূরিত হউক।

শ্রীবাস—যে আজ্ঞে, (এইরূপ বলিয়া বাহিরে যাইয়া পুনরায় শচীদেবীর সহিত প্রবেশ করিয়া) হে আচার্য প্রভু, আপনি বুঝিয়া শুনিয়া জগজ্জননী এই শচীমাতার আগমনবার্তা এমনভাবে প্রদান করুন যাহাতে ভগবান শ্রীবিশ্বম্ভরদেব ইঁহার প্রতি করুণা ও অনুগ্রহ বিস্তার করেন। (৮১)

অদ্বৈত—(অঞ্জলি বদ্ধভাবে) হে দেব! প্রাচীনকালে আপনি ভগবান্ কপিল-দেবরূপে জননী দেবহূতিকে জ্ঞান ও ভক্তিযোগ উপদেশ করিয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন, সম্প্রতি স্বয়ং ভক্তিরূপিণী এই বিশ্বম্ভরজননীকে সুনির্মল ব্রজ-প্রেমানন্দ দান করিয়া আপনি কৃতার্থ করুন। (এইরূপ বলিয়া শচীদেবীর হস্তধারণ করিয়া উল্লসিতভাবে মহাপ্রভুর সম্মুখে আনিয়া সমর্পণ করিলেন।) (৮২)

৬৭। "বিশ্বং যদেতৎ স্বতনৌ নিশান্তে, যথাবকাশং পুরুষঃ পরো ভবান্।
বিভর্তি সোঽয়ং মম গর্ভজোঽভূঃ, দহো নৃলোকস্য বিড়ম্বনং হি তৎ ॥"

(ইতি স্তুবতী গ্রহগৃহীতেব বিহ্বলা বলাদেব তচ্চরণৌ জিঘৃক্ষতি।) (৮৩)

অদ্বৈতঃ—(নিবার্য সবিস্ময়ম্)

৬৮। কুত ইয়মস্যাঃ স্ফূর্তি-, র্ভবতি হি সহজঃ স মাতৃভাবোঽয়ম্।
দেহান্তরমপি ভজতে, নিরুপহিতঃ প্রাক্তনো ভাবঃ ॥

ভগবান্—দেবি! যদ্যপি জগজ্জননী ত্বমসি, তথাপি শ্রীবাসাদিষু যো জাতস্তেঽপরাধস্তদুপরমে পরমেশ্বরপ্রসাদস্তে ভাবী, ভাবীচিনিকর-পরিপন্থী হি ভাগবতাপরাধঃ। (৮৪)

পেশলং পটুতা। জাতেতি জাতয়া তদ্বিশ্বম্ভরকৃপয়া কম্পায়মানশরীরা। প্রজ্ঞা নবনবোল্লেখশালিনী প্রতিভা মতা। অপাঠীৎ দেবকীবাক্যমিতি শেষঃ। তচ্চরণৌ পুত্রচরণৌ। জিঘৃক্ষতি গ্রহীতুমিচ্ছতি। (৮৩)

শ্রীগৌরাঙ্গচরণস্পর্শাদিকং নিবার্য্য। দেহান্তরমপি শচীরূপেণেতি করণং যোজ্যং। নিরুপহিতঃ নিরুপাধিঃ।

শচী—(শচীদেবী বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়া আত্মানন্দে বিভোর পুত্রকে দর্শন করিলেন। গৌরকরুণা-জাত ভাবে কম্পিতদেহা এবং বাগ্‌দেবতা-আবেশে যেন প্রতিভান্বিতা হইয়া তিনি একটি শ্লোক বলিতে লাগিলেন।) (ভা° ১০।৩।৩১),—

৬৭। "হে প্রভু, প্রলয়কালে যাঁহার উদরে সমস্ত বিশ্বের অনায়াসে স্থান-সঙ্কুলান হইয়া যায় সেই সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আপনি আমার গর্ভে আসিয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন,—মনুষ্যলোকের এ এক অতি বড় বিড়ম্বন।"

(এই শ্লোক পাঠ করিয়া গ্রহগ্রস্তের ন্যায় বিহ্বল হইয়া বলপূর্বক তাঁহার চরণযুগল ধারণ করিতে ইচ্ছা করিলেন।) (৮৩)

অদ্বৈত—(শচীমাতাকে নিবারণ করিয়া বিস্ময়ের সহিত)

৬৮। এই শ্লোক কি করিয়া ইঁহার স্ফূর্তি হইল,—বুঝিলাম, দেবকীর সেই স্বাভাবিক মাতৃভাবই ইঁহাতে প্রকট হইল। নিরুপাধি ভগবৎ-প্রেম জন্মে জন্মে সঙ্গে চলে।

ভগবান্—হে জননী, শোন,—তুমি যদিও জগজ্জননী তথাপি শ্রীবাসাদি ভক্তগণে তোমার যে অপরাধ হইয়াছে তাহার অপগমেই তোমাতে শ্রীভগবানের

অদ্বৈতঃ—ভগবন্! মৈবম্,

৬৯। নাপরাধ্যতি জগজ্জননীয়ং, কাপি যজ্জঠরভূস্ত্বমধীশঃ।
হন্ত মাতরি ভবন্তি সুতানাং, মন্তবঃ কিল সুতেষু ন মাতুঃ॥

(শ্রীবাসং সংবোধ্য) হংহো শ্রীবাস!

৭০। যদ্যপীশধিষণা তনয়েঽভূদ্-, দেবকস্য দুহিতুর্ন তথাপি!
ভক্তিরীদৃগজনিষ্ট যদেষা, পুত্রপদযুগজিঘৃক্ষুরিহাসীৎ॥ (৮৫)

শ্রীবাসঃ—অধুনা নিঃসঙ্কোচাঃ স্মঃ।

অদ্বৈতঃ—ভো ভোঃ শ্রীবাসাদয়ঃ! অস্য কেবল-বলমানৈশ্বর্যাবেশেন মাতরং প্রতি মাতৃভাবোঽপি নিরস্তো মাতৃ-মাতৃভাবোঽপি নিরস্তোঽয়ং চেৎ, তদ্‌যথাঽয়মাবেশো নিবর্ততে, তথা স্তধ্বম্।

ভাবীতি প্রসাদঃ সংপ্রতি কথং ন স্যাৎ চেত্তত্রাহ প্রসাদস্য দীপ্তিলহরীনিকরস্য পরিপন্থী বিরোধী ভাগবতাপরাধঃ। হি যতঃ। (৮৪)

যৎ শচীদেব্যাঃ। হন্ত খেদে। ভবন্তি নঞ্ দ্বিবারং যোজ্যং। মন্তবঃ অপরাধাঃ।

সম্বোধ্য সম্বোধনং কৃত্বা। ঈশধিষণা ঈশ্বরবুদ্ধিঃ। দেবকস্য দুহিতুঃ দেবক্যাঃ। পুত্রেতি পুত্রস্য পাদযুগলং গ্রহীতুমিচ্ছুঃ। ইহ অবতারে। (৮৫)

অস্য শ্রীগৌরাঙ্গ-ভগবতঃ। মাত্রিতি মাতুর্মাতৃভাবঃ।

করুণা হইবে। মহৎ-অপরাধ সর্ব মঙ্গলের অরি। (৮৪)

অদ্বৈত—ভগবান্, আপনি এ কি বলিতেছেন?

৬৯। জগৎপতি আপনি যাহার উদরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন সেই জগজ্জননী এই শচীমাতার কোন অপরাধ হইতে পারে না। হা কষ্ট! সন্তানগণ মাতার নিকট অপরাধী হয় সত্য, কিন্তু জননী কখনই পুত্রের নিকট অপরাধিনী হয় না।

(তদনন্তর শ্রীবাসকে সম্বোধন করিয়া)

শ্রীবাস, অদ্ভুত!

৭০। যদিও দেবকীদেবীর পুত্রে ঈশ্বরবুদ্ধি হইয়াছিল তবুও এইরূপ (শুদ্ধ ঐশ্বর্যপ্রধান) ভক্তির উদয় হয় নাই—ইনি তো ভক্তিতে নিজপুত্রের চরণযুগল ধরিতে উদ্যত হইয়াছেন। (৮৫)

সর্বে—স্বামিন্নেবমেব। (ইত্যদ্বৈতেন সমং তথা কুর্বন্তি) ভো দেব!

৭১। শাশ্বতী ভগবতো ভগবত্তা, নাথ বোধসুখচিন্ময়তা চ।
হী তথাপি হি বিভর্তি যদা যদ্-,বর্ম্ম তৎপ্রকৃতিমেষ-দধাতি ॥

তদিদানীং ভবন্তোঽবন্তোঽনুকম্পাং তথা কর্তুমর্হন্তি, যদাবিষ্কৃত-ভক্তাবতারতয়া শৈশবমারভ্য মদ্বিধভাগ্যানুসারিরূপং গৃহ্ণন্তির্বয়মামোদিতা দিতাখিলতাপা ভবদ্ভিস্তদেবাধুনা প্রকটয়িতুমর্হন্তি। যদাহার্জুনঃ (গী° ১১।৪৫) "তদেব মে দর্শয় দেব রূপম্" ইত্যারভ্য (গী°১১।৫১)—

৭২। "দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দ্দন।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ ॥" ইতি।

শাশ্বতী নিত্যা। বোধেতি সন্ধিন্যাহ্লাদিনী সম্বিন্ময়তা।

যদেতি যদা যস্মিন্ কালে যদ্বর্ম্ম যচ্ছরীরং বিভর্তি তৎ স্বভাবং এষ ভগবান্ দধাতি মাতরি এবম্ভূতভাবাৎ। অবন্তো রক্ষাকর্তারঃ। অনুকম্পাং কৃপাং। দিতা খণ্ডিতা। (৮৬)

শ্রীবাস—এখন আমরা (সঙ্কীর্তনে) নিঃসঙ্কোচ হইলাম।

অদ্বৈত—ওহে ওহে! শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ, বলবান শুদ্ধ ঐশ্বর্যের আবেশে ইহার মাতৃভক্তিও নিরস্ত হইয়াছে, আর শচীমাতার মাতৃস্নেহও নিরস্ত হইয়াছে। কাজেই আর অগ্রসর হইবার প্রয়োজন নাই। আপনারা এখন এইরূপ স্তুতি করুন যাহাতে এই আবেশের বিরাম হয়।

সকলে—প্রভু উত্তম বলিয়াছেন,—(এই রূপ বলিয়া অদ্বৈতের সহিত স্তব করিতে লাগিলেন।)

৭১। হে দেব, হে নাথ! শ্রীভগবানের ভগবত্তা নিত্য। হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ নামে তাঁহার স্বরূপশক্তি নিত্যই অবিচ্ছিন্নভাবে তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত থাকে। তথাপি তিনি স্বেচ্ছায় যখন যে দেহ ধারণ করেন তখন সেই দেহানুরূপ স্বভাবই প্রকাশ করিয়া থাকেন।

কাজেই ইদানীং মাধুর্যনিষ্ঠ ভক্ত আমাদের পালনের উপযুক্ত অনুকম্পা আপনি প্রকাশ করুন। আমাদের সৌভাগ্যবশতঃ শৈশব হইতেই ভক্তাবতারের যোগ্য যে মধুর রূপ গ্রহণ করতঃ আপনি আমাদিগকে পরমানন্দ-সাগরে নিমগ্ন করিয়াছেন,—সেই রূপ এখন ব্যক্ত করুন। গীতায় অর্জুনও এইরূপ প্রার্থনাই করিয়াছিলেন, যথা,—(গী° ১১।৪৫) "সেই দেবরূপটি

বস্তুতস্তু,

৭৩। অলৌকিকে বস্তুনি লৌকিকত্বং, নালৌকিকত্বস্য বিরোধহেতুঃ।
মণ্যন্তরাণাং গুণসন্নিবেশ-,শ্চিন্তামণের্ন হ্যপকর্ষকারী ॥ (৮৬)

ভগবান্—(স্মারিতভক্তাবেশস্তত্রৈব কৃতপ্রবেশঃ প্রকৃতিমাস্থায়) ভো অদ্বৈতাদয়ঃ! কিমহমেতাবন্তং কালং সুষুপ্ত ইবাসম্, কথং ভবদ্ভির্নাহং প্রবোধিতঃ?

সর্বে—ভগবন্! আনন্দনিদ্রাভঙ্গভিয়া।

ভগবান্—হন্ত হন্ত এতাবান্ সময়ো ময়োপহতজ্ঞানেন বৃথা গমিতস্তদা গচ্ছত শ্রীকৃষ্ণং কীর্তয়ামঃ।

সর্বে—(সহর্ষম্) যথাজ্ঞাপয়তি দেবঃ। (ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে) (৮৭)

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ে স্বানন্দাবেশো নাম প্রথমোঽঙ্কঃ ॥১॥

॥ ০ ॥ স্বানন্দাবেশঃ স্বকীয়ানন্দাবেশো যত্র ॥ ০ ॥

আমাকে দেখাও", এই প্রার্থনা হইতে আরম্ভ করিয়া শেষে (গী° ১১।৫১) শ্লোকে অর্জুন বলিয়াছিলেন—৭২। "হে জনার্দন, তোমার প্রশান্ত নররূপ দর্শন করিয়া এক্ষণে আমার চিত্ত স্থির হইল ও আমি প্রকৃতিস্থ হইলাম।"

বস্তুতঃ,—৭৩। অলৌকিক বস্তু শ্রীভগবানের লৌকিক মানুষের মত ব্যবহার তাঁহার অলৌকিকত্বের হানিকর হয় না যেমন চিন্তামণির সহিত একই সূত্রে গ্রথিত অন্য সাধারণ মণি চিন্তামণির অপকর্ষকারক হয় না। (৮৬)

ভগবান্—(তাঁহার নিজ স্বাভাবিক ভক্তভাবের স্মরণে প্রকৃতিস্থ হইয়া কহিলেন) হে অদ্বৈতাদি-ভক্তবৃন্দ, আমি এতকাল যেন সুষুপ্তি অবস্থায় ছিলাম, মনে হইতেছে ; তোমরা আমাকে জাগাও নাই কেন?

সকলে—ভগবন্, আনন্দনিদ্রা-ভঙ্গ ভয়ে।

ভগবান্—হায় হায়! এতকাল সময় আমি জ্ঞানহীন অবস্থায় বৃথা নষ্ট করিয়াছি। চল চল, কৃষ্ণকীর্তন করিগা।

সকলে—(আনন্দের সহিত) যথা আজ্ঞা, প্রভু!

(এই বলিয়া সকলের প্রস্থান) (৮৭)

ইতি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে স্বানন্দাবেশ নামক প্রথম অঙ্ক ॥১॥

দ্বিতীয়োঽঙ্কঃ

(ততঃ প্রবিশতি বিরাগঃ)

বিরাগঃ—(সর্বতোঽবলোক্য) অহো বহির্মুখবহুলং জগৎ।

১। ন শৌচং নো সত্যং ন চ শমদমৌ নাপি নিয়মো
ন শান্তির্ন ক্ষান্তিঃ শিব শিব ন মৈত্রী ন চ দয়া।
অহো মে নির্ব্যাজপ্রণয়ি-সুহৃদোঽমী কলিজনৈঃ
কিমুন্মূলীভূতা বিদধতি কিমজ্ঞাতবসতিম্ ? (১)

হন্ত কথমজ্ঞাতবাসস্তেষাং সম্ভাবনীয়ঃ, তথাবিধস্থলবিরহাৎ।

তথা হি—

অহো আশ্চর্যং। বহির্মুখা বহুলা যত্র তৎ। নির্ব্যাজেতি কাপট্যরহিতং প্রণয়ং বিদ্যতে এষাং নির্ব্যাজপ্রণয়িনঃ এবং সুহৃদঃ। (১)

দ্বিতীয় অঙ্ক

(অতঃপর বিরাগের প্রবেশ)

বিরাগ—(চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া)

১। অহো বহির্মুখতায় পরিপূর্ণ এই জগৎ। হায় হায়! জগতে আর শৌচ নাই, সত্য নাই, বাহ্যান্তর ইন্দ্রিয়ের সংযম নাই, সদাচার নাই, শান্তি নাই, ক্ষমা নাই, মৈত্রী নাই, দয়া নাই—অহো আমার এইসব অকৃত্রিম-প্রণয়ী বন্ধুগণ কোথায় গেল?—ইহারা কি কলিজনের দ্বারা সমূলে উৎপাটিত হইয়া অজ্ঞাতবাস লইয়াছে। (১)

হায় হায় তাহাদের অজ্ঞাতবাসই বা কোথায় সম্ভব? সেরূপ স্থানও তো দেখিতেছি না। কারণ—

২। ষষ্ঠে কর্মণি কেবলং কৃতধিয়ঃ সূত্রৈকচিহ্না দ্বিজাঃ
সংজ্ঞামাত্রবিশেষিতা ভুজভুবো বৈশ্যাস্তু বৌদ্ধা ইব।
শূদ্রাঃ পণ্ডিতমানিনো গুরুতয়া ধর্মোপদেশোৎসুকা
বর্ণানাং গতিরীদৃগেব কলিনা হা হন্ত সম্পাদিতা॥ (২)

অপি চ,

৩। বিবাহাযোগ্যত্বাদিহ কতিচিদাদ্যাশ্রমযুজো,
গৃহস্থাঃ স্ত্রীপুত্রোদরভরণমাত্র-ব্যসনিনঃ।
অহো বানপ্রস্থা শ্রবণপথমাত্রপ্রণয়িনঃ,
পরিব্রাজা বেশৈঃ পরমুপহরন্তে পরিচয়ম্॥ (৩)

(কতিচিৎ পদানি পরিক্রম্য) অহো অয়ং সমীচীনো জনপদঃ ; অত্র হি ভূরয়ো রয়োজ্জ্বলপ্রতিভাঃ প্রতিভান্তি বিদ্বাংসঃ। তদমী অবগাহ্য বাহ্যা অবাহ্যা বা। (ইতি চিরং নিরূপ্য) অহো !

ষষ্ঠে কর্ম্মণি। যজন-যাজনাধ্যায়নাধ্যাপন-দান-প্রতিগ্রহ ষট্ কর্ম্মাণাং মধ্যে কেবলং ষষ্ঠকর্ম্মণি প্রতিগ্রহরূপে। সম্পাদিতা প্রাপিতা। (২)

ইহ সংসারে। আদ্যাশ্রমযুজো ব্রহ্মচারিণঃ।

ব্যসনিনঃ দুঃখিনঃ। শ্রবণপথমাত্রেতি। পরিব্রাজঃ সন্ন্যাসিনঃ। বেশৈঃ বেশমাত্রৈঃ করণৈঃ পরং লোকং। (৩)

সমীচীনঃ সাধুঃ। জনপদোদেশঃ। ভূরয়ো বহবঃ। আবলেঃ আবলিঃ পঙ্ক্তিঃ তস্মাৎ। অধিককল্পনাকুশলিনঃ অধিককল্পনানিপুণিনঃ। (৪)

২। দ্বিজের চিহ্ন সূত্রমাত্রে ঠেকিয়াছে—তাহাদের দৃষ্টি যজনাদি ছয়কর্মের মধ্যে শুধুমাত্র প্রতিগ্রহে, ক্ষত্রিয়গণ নামে ক্ষত্রিয়—ধর্ম কোথায় ? বৈশ্যগণ বৌদ্ধাচারে রত, আর শূদ্রগণ পণ্ডিতাভিমানী হইয়া ধর্মোপদেশে উৎসুক—অহো কলি-প্রতাপে চতুর্বর্ণের কি শোচনীয় পরিণতি ! (২)

৩। আরও,—বিবাহের অযোগ্যতায় কেহ কেহ ব্রহ্মচর্য আশ্রম গ্রহণ করিয়াছে, গৃহস্থগণ কেবলমাত্র স্ত্রীপুত্রের উদর-ভরণে ব্যাপৃত রহিয়াছে, বাণপ্রস্থ আশ্রম এখন শুধু নামে মাত্র পর্যবসিত হইয়াছে—আর সন্ন্যাস-আশ্রমের পরিচয় শুধু বেশেতে গিয়ে দাঁড়াইয়াছে। (৩)

(একটু পায়চারি করিয়া) অহো ! এই তো সম্মুখে একটি অতি শোভা-সম্পদশালী নগরী—এই তো এখানে অনেক বয়োবৃদ্ধ-জ্ঞানদীপ্ত পণ্ডিতমণ্ডলী

৪। অভ্যাসাদ্য উপাধি-জাত্যনুমিতি-ব্যাপ্ত্যাদি-শব্দাবলে-
র্জন্মারভ্য সুদূর-দূর-ভগবদ্বার্তা-প্রসঙ্গা অমী।
যে যত্রাধিক-কল্পনাকুশলিনস্তে তত্র বিদ্বত্তমাঃ
স্বীয়ং কল্পনমেব শাস্ত্রমিতি যে জানন্ত্যহো তার্কিকাঃ॥ (৪)

তদলমেভিঃ সহ বার্তয়া। ইতোঽন্যতো গচ্ছামি। (ইতি কিয়দ্দূরং গত্বা) অহো! অমী অমীবরহিতা হিতাভিযোগা ইব দৃশ্যন্তে। তদমূন্নিরূপয়ামি। (ইতি তথা কৃত্বা) অহো! অমী মায়াবাদিনঃ।

তথা হি—

৫। সন্মাত্রা নির্বিশেষাশ্চিদুপাধিরহিতা নির্বিকল্পা নিরীহা
ব্রহ্মৈবাস্মীতি বাচা শিব শিব ভগবদ্বিগ্রহে বদ্ধবৈরাঃ।

অমীবরহিতা পাপরহিতাঃ। হিতেষু ভগবদনুশীলনেষু অভিযোগো যেষাং তে ইব। সন্মাত্রা সাধুমাত্রা। নিরীহা নির্গতা ঈহা চেষ্টা যেষাং তে। প্রত্যাখ্যান্তো প্রতিষেধয়ন্তঃ। (৫)

রহিয়াছেন—আচ্ছা ইঁহাদের বাহ্যাভ্যন্তর ভাব একবার পরীক্ষা করিয়া দেখি না।

(এই বলিয়া কিছুকাল লক্ষ্য করিয়া)

৪। অহো! এ যে এক নৈয়ায়িক-গোষ্ঠী—জন্মাবধি ইহারা কেবল জাতি-অনুমিতি-উপাধি-ব্যাপ্তি ইত্যাদি শব্দের অভ্যাস করিতেছে,—শ্রীহরিকথা-প্রসঙ্গ ইহাদের নিকট সুদূরপরাহত। ইহাদের মধ্যে যে যত অধিক কল্পনা-কুশলী সেই তত অধিক বিদ্বান্ বলিয়া পরিচিত,—নিজের কল্পনাকেই ইহারা শাস্ত্র বলিয়া জানে। (৪)

অতএব ইহাদের সহিত বাক্যালাপের প্রয়োজন কি? এখান হইতে পালাই।

(কিছুদূর যাইয়া)—অহো! এই যে সম্মুখে একদল লোককে নিষ্পাপ সন্ন্যাসিগোষ্ঠীর মত মনে হইতেছে, অতএব একটু লক্ষ্য করা যাউক। (কিঞ্চিৎ লক্ষ্য করিয়া) অহো! এ যে মায়াবাদী সন্ন্যাসী।

৫। ইহারা নিজেদের অদ্বয়-অখণ্ড-শুদ্ধচিৎস্বরূপ, উপাধিরহিত নির্বিশেষ ব্রহ্ম বলিয়া পরিচয় দেয়। হায় হায়! শ্রীভগবদ্বিগ্রহে ইহারা বদ্ধবৈরীভাবাপন্ন।

যেঽমী শ্রৌতপ্রসিদ্ধানহহ ভগবতোঽচিন্ত্যশক্ত্যাদ্যশেষান্
প্রত্যাখ্যান্তো বিশেষানিহ জহতি রতিং হন্ত তেভ্যো নমো বঃ ॥ (৫)

(ইতি তানপাস্য পুনরন্যতো গত্বা পরিতঃ পরিলোক্য) অহো ! অমী যদন্যোঽন্যং বিবদন্তে, তদস্য তত্ত্বমবগন্তব্যম্। (ইতি নিভাল্য) অহো ! কপিল-কণাদ-পতঞ্জলি-জৈমিনিমতকোবিদা এতেঽন্যোঽন্যং বিবদন্তে, ভগবত্তত্ত্বং ন কেঽপি জানন্তি, তদিতোঽপি গন্তব্যম্। (ইতি পুনঃ কতিচিৎ পদানি গত্বা) অহো ! দক্ষিণস্যাং দিশি পতিতোঽস্মি, যদমী আর্হত-সৌগত-কাপালিকাঃ প্রচণ্ডা হি পাষণ্ডাঃ। এতে পাশুপতা অপি হতায়ুষো মাং হনিষ্যন্তি, তদিতঃ পলায়নমেব শরণম্। (ইত্যপসৃত্য কিয়দ্দূরং গত্বা কঞ্চিদবলোক্য) অহোঽয়ং সাধুর্ভবিষ্যতি।

তান্ মায়াবাদীন্। অন্যোঽন্যং পরস্পরং বিবাদং কুর্বন্তি।

আর্হতেতি ঋহত ঋষভদেবঃ সুগতো বুদ্ধঃ কপালঃ কল্পিতাগমঃ এতেষাং মতং বিদন্তীতি। পাষণ্ডাঃ সর্বলিঙ্গিনঃ। পাশুপতেতি পশুপতের্ভক্তাঃ কল্পিত শাস্ত্রব্যসনিনঃ। শরণং আশ্রয়ঃ। সময়ং কালং। (৬)

কি দুঃখের কথা,—ইহারা শ্রীভগবানের শ্রুতিপ্রসিদ্ধ অশেষ-অচিন্ত্যশক্তি মানে না। রূপ-গুণ-লীলাসমন্বিত শ্রীবিগ্রহে ইহাদের কিছুমাত্র অনুরাগ নাই। হায় হায় এই বঞ্চিত জনদের নমস্কার করি। (৫)

(এই বলিয়া ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যদিকে গমন করতঃ চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া)

অহো এই যে সম্মুখে যাহারা পরস্পর বিবাদ করিতেছে তাহাদের চিত্তের ভাব জানিতে হইবে।

(অতঃপর নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন)

অহো ! কপিল-কণাদ-পতঞ্জলি-জৈমিনি প্রভৃতির মতাভিজ্ঞ এই সকল পণ্ডিত পরস্পর বিবাদ করিতেছে,—ইহারা কেহই ভগবত্তত্ত্ব জানে না,—অতএব এখান হইতেও যাওয়া যাউক। (পুনরায় কিছু দূর যাইয়া) অহো ! আমি যে এবার যমের দক্ষিণদুয়ারে আসিয়া পড়িলাম। এখানে প্রচণ্ড পাষণ্ড আর্হত-সৌগত-কাপালিকদের দৌরাত্ম্য চলিতেছে,—শৈবও কিছু কিছু আছে,—ইহারা সকলেই কৃষ্ণবহির্মুখ,—মৃতপ্রায়। ইহারা আমাকে পাইলে সংহার করিয়া ফেলিবে—বাঁচিবার উপায় একমাত্র পলায়ন।

যতঃ খলু নদীতটনিকটবিকট শিলাপট্টঘটিত-সুখোপবেশঃ ক্লেশাতীতো গুণাতীতং কিমপি ধ্যায়ন্নিব সময়ং গময়তি। তদমুং নিরূপয়ামি। (ইতি তথা কৃত্বা) অহো! (৬)

৬। জিহ্বাগ্রেণ ললাটচন্দ্রজসুধাস্যন্দাধ্বরোধে মহদ্-
দাক্ষ্যং ব্যঞ্জয়তো নিমীল্য নয়নে বদ্ধাসনং ধ্যায়তঃ।
অস্যোপান্ত-নদীতটস্য কিময়ং ভঙ্গঃ সমাধেরভূৎ

(ইতি সবিস্ময়ং বিচিন্ত্য) অহো জ্ঞাতম্,

পানীয়াহরণপ্রবৃত্ত-তরুণী-শঙ্খস্বনাকর্ণনৈঃ ॥

তদিদমুদরভরণায় কেবলং নাট্যমেতস্য। (পুনরন্যতো গত্বা পরিতোঽবলোক্য) অহো! অয়ং নিষ্পরিগ্রহ ইব লক্ষ্যতে, তৈর্থিক ইব ভবিষ্যতি। তদস্য দৈবাদাগতেন পথিকেন সহ সংকথয়তঃ কথয়ৈব হৃদয়মাকলনীয়ম্। ·(ইত্যাকর্ণ্য স্বয়মনুবদতি।) (৭)

অধ্বা পন্থাঃ। মহদ্দাক্ষ্যং মহন্নিপুণত্বং ব্যঞ্জয়তো ব্যক্তীকৃতস্য। নিমীল্য নয়নে মুদ্রিতনয়নে। বদ্ধাসনং যথা স্যাত্তথা। অস্যেতি যতিনঃ প্রাপ্তনদী-তটস্য। নিষ্পরিগ্রহঃ বৈরক্ত ইব। (৭)

(অতঃপর কিছুদূর যাইয়া কাহাকেও দেখিয়া) অহো! সম্মুখের ইনি সাধু হইবেন বোধ হয়—কারণ নদীতটে প্রকাণ্ড শিলা-নির্মিত সুখাসনে ক্লেশাতীত গুণাতীত কোনও নির্বিশেষ তত্ত্বের ধ্যানে যেন মগ্ন হইয়া বসিয়া আছেন।

অতএব ইহার চিত্তের ভাব বুঝিয়া দেখি। (একটু লক্ষ্য করিয়া বলিলেন) (৬)

৬। আহো! ইনি জিহ্বাগ্র দ্বারা ললাটচন্দ্রের সুধাক্ষরণ-দ্বার রুদ্ধকরণে মহানৈপুণ্য প্রকাশ করতঃ মুদ্রিতনয়নে বদ্ধাসনে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় বসিয়া আছেন, —আচ্ছা, ইঁহার সমাধিভঙ্গ হইল কেন? (সবিস্ময়ে চিন্তা করিয়া) অহো! বুঝিলাম, পানীয় জল আহরণে প্রবৃত্ত ঐ তরুণীর বলয়-ঝঙ্কার ইহার কর্ণে প্রবেশ করিয়া এই ব্যাপার ঘটাইয়াছে। অতএব বুঝা যাইতেছে ইহার এই ধ্যানাদি উদর-ভরণের এক অভিনয় মাত্র।

(পুনরায় অন্যত্র যাইয়া চতুর্দিকে তাকাইয়া কহিলেন) অহো! সম্মুখের এই ব্যক্তিকে যেন বিরক্তের ন্যায় দেখা যাইতেছে—কোনও তৈর্থিক হইবেন বোধ হয়—দৈবাৎ আগত পথিকের সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন,—এই

৭। গঙ্গাদ্বার-গয়া-প্রয়াগ-বারাণসী-পুষ্কর-
শ্রীরঙ্গোত্তরকোশলা-বদরিকা-সেতুপ্রভাসাদিকাম্।
অব্দেনৈব পরিক্রমৈস্ত্রিচতুরৈস্তীর্থাবলীং পর্যট-
ন্নব্দানাং কতি বা শতানি গমিতান্যস্মাদৃশান্ বেত্তু কঃ॥ (৮)

(ইত্যনুস্থ্য) ভদ্রং ভো ভদ্রম্, কলিনোপদ্রুতং সত্যং নিভৃতং ত্বয়ি বর্ততে। তদিতোঽপসরামি। (ইতি তথা কৃত্বা পুরতোঽবলোক্য) অহোঽয়ং তপস্বী সমীচীনো ভবিষ্যতীব, নিভালয়ামি। (ইতি তথা কৃত্বা) হন্ত হন্ত ততোঽপ্যয়ং দুষ্কৃতী। তথা হি—

৮। হুং হুং হুমিতি তীব্রনিষ্ঠুরগিরা দৃষ্ট্যাপ্যতিক্রূরয়া
দূরোৎসারিতলোক এব চরণাবুৎক্ষিপ্য দূরং ক্ষিপন্।
মৃৎস্নালিপ্তললাট-দোস্তট-গল-গ্রীবোদরোরাঃ কুশৈ-
র্দীব্যৎপাণিতলঃ সমেতি তনুমান্ দম্ভঃ কিমাহো স্ময়ঃ॥ (৯)

স্বয়ং ভণ্ডবৈরক্তঃ বেত্তু জানাতু। (৮)

ইত্যনুস্থ্য ইতি পদ্যং পশ্চাদুক্ত্বা। সমীচীনঃ পণ্ডিতঃ। ততোভণ্ডবৈরক্তাৎ। দূরেতি দূরাৎ উৎসারিতো দূরীকৃতো লোকো যেন। মৃৎস্নেতি শুভ্রমৃত্তিকায়া লিপ্তঃ। দোস্তটঃ বাহুতটং। গলঃ কণ্ঠঃ। উরো বক্ষঃ। স্ময়ো গর্বঃ। (৯)

অবসরে ইঁহার হৃদ্গতভাব জানিয়া লই। (বিরাগের কথা কানে যাইতে সেই ব্যক্তি নিজ হইতেই বলিতে লাগিলেন,—) (৭)

৭। অহো আমি প্রয়াগ, মথুরা, হরিদ্বার, গয়া, বারাণসী, পুষ্কর, শ্রীরঙ্গ, উত্তরকোশল, বদরিকাশ্রম, সেতুবন্ধ, প্রভাসাদি তীর্থ সকল প্রতি বৎসর তিন-চার বার করিয়া পর্যটন করিতে করিতে কত শত বৎসর যে অতিবাহিত করিয়াছি তাহার ইয়ত্তা নাই। আমার মত জ্ঞানবান্ আর কে আছে? (৮)

('গঙ্গাদ্বার-গয়া' ইত্যাদি আবৃত্তি করতঃ বিরাগ কহিলেন) আচ্ছা, ভাল, ভাল,—কলির উৎপাতে 'সত্য' দেখিতেছি তোমারই বক্ষে যাইয়া লুকাইয়া আছে। অতএব এ স্থান হইতে প্রস্থান করি। (এই বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিয়া সম্মুখের দিকে তাকাইয়া কহিলেন) অহো সম্মুখে এক তপস্বীকে দেখিতেছি যে—ইনি বোধ হয় পণ্ডিত হইবেন—দেখি না কিরূপ। (লক্ষ্য করিয়া) হায় হায় পূর্বের ভণ্ড-বিরক্ত সন্ন্যাসী হইতেও যে ইহাকে দুষ্কৃতিপরায়ণ দেখা যাইতেছে,—

অহো চিত্রমিদানীম্,—

৯। বিষ্ণোর্ভক্তিং নিরুপধিমৃতে ধারণা-ধ্যান-নিষ্ঠা-
শাস্ত্রাভ্যাস-শ্রম-জপ-তপঃকর্ম্মণাং কৌশলানি।
শৈলূষাণামিব নিপুণতাধিক্য-শিক্ষাবিশেষা
নানাকারা জঠরপিঠরাবর্তপূর্তি-প্রকারাঃ॥ (১০)

তদহো কলে! সাধু সাধু, একাতপত্রীকৃতং ভুবনতলং ভবতা। তথা হি—

১০। উৎসারিতং শমদমাদি নিগৃহ্য গাঢ়ং, ভৃত্যীকৃতং ক্বচন হন্ত ধনার্জনায়।
কামং সমূলমুদমূল্যত ধর্মশাখী, মৈত্রাদয়শ্চ কিমতঃ পরমীহিতব্যম্? (১১)

নিরুপাধিমেকতরাং বিষ্ণুভক্তিং বিনা এতানি জঠরপিঠরাবর্ত্ত-পূরণ-প্রকারা এব শৈলূষাণাং নটানাং নিপুণতাধিক্যস্থ যে শিক্ষা-বিশেষা স্তে ইব। (১০)

একাতপত্রীকৃতং একচ্ছত্রীকৃতং।

স্বাভিলাসং যথা স্যাত্তথা ধনোপার্জনায় ধর্ম্মশাখী মৈত্রাদয়শ্চ গাঢ়ং যথা স্যাৎ ক্বচনসময়ে ভৃত্যীকৃত্য সমূলং উদমূল্যত নির্মূল্যঽক্রিয়তা অতঃ পরং ঈহিতব্যম্ চেষ্টিতব্যং। (১১)

৮। এ ব্যক্তি তীব্র নিষ্টুর হুং হুং শব্দে ও পাকল দৃষ্টিতে সম্মুখের জনতাকে হটাইয়া দিয়া লম্বা লম্বা পদক্ষেপে চলিতেছে,—ইহার ললাট, বাহুতট, গলদেশ গ্রীবা, উদর ও বক্ষঃস্থল শুভ্রমৃত্তিকা-লিপ্ত রহিয়াছে আর হস্তে কুশ রহিয়াছে। এ যেন এক মূর্তিমান্ দম্ভ—কি অহঙ্কার। (৯)

অহো জগতের আজ কি বিচিত্র অবস্থা!

৯। শুদ্ধা বিষ্ণুভক্তির অভাবে এখন ধ্যান-ধারণা-নিষ্ঠা-শাস্ত্রাভ্যাস-শ্রম, জপতপ, কর্মযোগ সব কিছু নটগণের নানাপ্রকার অভিনয়-পটুতা-শিক্ষা-বিশেষের ন্যায় উদরপূর্তির কৌশলমাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। (১০)

অতএব হে কলিরাজ! তুমিই ধন্য, বিশ্ব ভরিয়া আজ তোমারই জয়পতাকা উড়িতেছে।

১০। শমদমাদিকে চিত্ত হইতে দৃঢ়পেষণে একেবারে নিঃশেষে নিংড়াইয়া দূর করিয়াছ। হায় হায়, ধন উপার্জনের জন্য কেহ বা কামকে ভৃত্য করিয়াছে। ধর্মতরুকে সমূলে উপড়াইয়া ফেলিয়াছ, দয়া-মৈত্র্যাদি সব উচ্ছন্নে গেল—ইহার পর তোমার আর কি করিবার ইচ্ছা আছে? (১১)

(ক্ষণং বিমৃশ্য) তাদৃশ-বন্ধুজন-বিপ্রয়োগ-জনিত-ক্লেশেন চিরতর-তদনুসন্ধান-কৃতপরিশ্রমেণ চ নিঃসারীভূত-ভূতলাবলোক-শোকেন চ ভৃশমাকুলোঽস্মি, তেন কচন ক্ষণং বিশ্রমণীয়ম্। (ইতি তথা কৃত্বা সবাষ্পম্) (১২)

১১। দৃষ্টং সর্বমিদং মনোবচনয়োরুদ্দেশ্য-তচ্চেষ্টয়ো-
বৈজাত্যৈক-বিসংষ্ঠুলং কলিমলশ্রেণীকৃত-গ্লানিতঃ।
কৃষ্ণং কীর্তয়তস্তথানুভজতঃ সাশ্রূন্ সরোমোদ্গমান্
বাহ্যাভ্যন্তরয়োঃ সমান্ বত কদা বীক্ষ্যামহে বৈষ্ণবান্॥ (১৩)

(ততো দৈববাণী)

(আকাশে কর্ণং দত্ত্বা) কিং ব্রবীষি—'যত্র ভক্তিস্তত্রৈব তে দ্রষ্টব্যা' ইতি। (ক্ষণং বিমৃশ্য) অহো ভক্তিদেবী ক্বাপ্যস্তীতি সংভাব্যতে।

(পুনরাকাশে লক্ষং বদ্ধা) কিং ব্রবীষি ভোঃ !

সাররহিত ভূতলাবলোকেন যঃ শোকস্তেন। ভৃশং অতিশয়ং। তেন হেতুনা। সবাষ্পং ক্রন্দিতং। (১২)

তথা কারণমাহ দৃষ্টমিতি। বিজাতীয় মোক্ষাসংস্থানং ময়া দৃষ্টং। বত ইতি খেদে। (১৩)

(ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া) তাদৃশ বন্ধুজন-বিচ্ছেদ-জনিত ক্লেশে, বহুকাল তাঁহার অনুসন্ধানজনিত পরিশ্রমে এবং অন্তঃসারশূন্য জগতের অবস্থা অবলোকন-শোকে আমি ভীষণ আকুল হইয়াছি,—অতএব ক্ষণকাল বিশ্রাম করা যাউক। (ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া অশ্রুসিক্ত নয়নে বলিলেন) (১২)

১১। মানুষের মনোবাক্যের গতি এবং তাহাদের ক্রিয়াকলাপ সবই আজ কলিকৃত মহাপাপে নিমজ্জিত—সব কিছু আজ বিজাতীয়ভাবে বিশৃঙ্খল। হায় হায়! কবে আমি কৃষ্ণকীর্তনে মত্ত, তৎ-অনুগত ভাবে কৃষ্ণসেবারত ও অশ্রু-কম্প-পুলকাদি সাত্ত্বিকভাবে বিভূষিত বৈষ্ণবের দর্শন লাভ করিব। (১৩)

(অতঃপর দৈববাণী)

(আকাশে কান পাতিয়া) কি কহিতেছ ?—যথায় ভক্তি তথায়ই তাঁহাদের দর্শন মিলিবে ? (ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া) অহো ! ভক্তিদেবী কোথায় আছেন ইহা নির্ণয় করা প্রয়োজন।

১২। গৌড়ক্ষৌণী জয়তি কতমা পুণ্যতীর্থাবতংস-
প্রায়া যাসৌ বহতী নগরীং শ্রীনবদ্বীপনাম্নীম্।
যস্যাং চামীকরচয়-রুচেরীশ্বরস্যাবতারো
যস্মিন্ মূর্তা পুরি পুরি পরিস্পন্দতে ভক্তিদেবী॥

ইতি সহর্ষং হন্ত হন্ত জীবন্তিঃ কিং ন দৃশ্যতে? তদিতস্তত্রৈব গচ্ছামি। (ইতি কতিচিৎ পদানি পরিক্রামতি।) (১৪)

(ততঃ প্রবিশতি ভক্তিদেবী)

ভক্তিদেবী—(পুরোঽবলোক্য) অম্মো! কো এসো ণিরন্তর-গরুওব্বেঅ-বেঅণা-জজ্জরিজ্জন্ত-মাণসো মাণ-সোহগ্‌গ-বিব্ভংস-গলাণাণণো মএ অপড়িচিজ্জন্তো বি মং আলোইঅ লোইঅ-ভিণ্ণদসং আবণ্ণো সন্তো সন্তোসং পআসঅন্তো সঅং তোদং মুঞ্চন্তেব্ব ইধ আঅচ্ছদি। হন্ত অম্‌হাণং এদাদিসীএ সংপত্তিপড়িবত্তি-পড়িবাদিএ সুখদসাএ ভাউণো বিরাঅস্‌স সংগো সংগোচরো ণ হোই, ণ আণে দুজ্জণেহিং কলিজণেহিং কলিদাচ্চাহিদো উব্বরিও ণেত্তি। [অহো ক এষ নিরন্তর-গুরূদ্বেগবেদনা-জর্জরিত-মানসো মানসৌভাগ্যবিভ্রংসম্লানাননো ময়া অপরিচিতোঽপি মামালোক্য লৌকিক-ভিন্নদশামাপন্নঃ সন্ সন্তোষং প্রকাশয়ন্

তে বৈষ্ণবাঃ। দ্রষ্টব্যা তয়া বিরাগেণেতি।

গৌড়েতি আকাশবাণী। যস্যাং নবদ্বীপ-নগর্য্যাং। চামীকরোতি স্বর্ণেভ্যঃ বরা শ্রেষ্ঠা রুচির্যস্য স তস্য। যস্মিন্ নবদ্বীপে। মূর্তা মূর্তিমতী সতী। পুরি পুরি গৃহে গৃহে। (১৪)

(পুনরায় আকাশে দৃষ্টিপাত করতঃ কহিলেন) কোথায় আছেন বল না?—

(আকাশবাণী)

১২। যাঁহার প্রতি গৃহে গৃহে ভক্তিদেবী মূর্তিমতীরূপে দীপ্তি পাইতেছেন সেই নবদ্বীপ নামক নগরী যে ভূভাগে বিরাজিত সেই পুণ্যতীর্থগণের শিরোভূষণস্বরূপ গৌরমণ্ডলের জয় হোক।

এই আকাশবাণী শুনিয়া আনন্দের সহিত বলিলেন—হায় হায় মনুষ্য-জীবন লাভ করিয়া এমন স্থানের দর্শন পাইলাম না। আর দেরী নয়,—এখনই সেই স্থানে যাই। (এই বলিয়া একটু পাইচারি করিতে লাগিলেন।) (১৪)

(অতঃপর ভক্তিদেবীর প্রবেশ)

ভক্তিদেবী—নিরন্তর গুরু উদ্বেগ-বেদনায় জর্জরিত মান-সম্ভ্রমহীনতায় মলিন-বদন এ কে আসিতেছে?—অপরিচিত হইলেও আমার দর্শনে উল্লসিত হইয়া

স্বয়ং তোদং মুঞ্চন্নিব ইত আগচ্ছতি। হন্ত! অস্মাকমেতাদৃশ্যাং সম্পত্তি-প্রতিপত্তি-প্রতিপাদিন্যাং সুস্থদশায়াং ভ্রাতুর্বিরাগস্য সঙ্গঃ সংগোচরো ন ভবতি। ন জানে, দুর্জনৈঃ কলিজনৈঃ কলিতাত্যাহিত উর্বরিতো নেতি।] (১৫)

বিরাগঃ—(অবলোক্য) ইয়মেব ভক্তিদেবী।

তথা হি—

১৩। অন্তঃ প্রসাদয়তি শোধয়তীন্দ্রিয়াণি, মোক্ষঞ্চ তুচ্ছয়তি কিং পুনরর্থকামৌ।
সদ্যঃ কৃতার্থয়তি সন্নিহিতৈব জীবা-,নানন্দসিন্ধু-বিবরেষু নিমজ্জয়ন্তী ॥

তদুপসর্পামি। (ইত্যুপসৃত্য) দেবি! বিরাগোঽহং প্রণমামি।

ভক্তিদেবী—(সবাৎসল্যম্) ভাতও! জীবসি। বসিণং পরাণোঽসি তুমম্। এহি-এহি। [ভ্রাতঃ! জীবসি। বশিনাং প্রাণোঽসি ত্বম্। এহ্যেহি।] (ইতি করেণ স্পৃশতি।)

বিরাগঃ—(চরণাবভিবাদ্য) দেবি! কথয় কথং সত্যাদয় ইব কলিনা ভবত্যো ন পরাভূতাঃ? (১৬)

সন্নিহিতেতি নিকট প্রাপ্তমোক্ষ জীবান্।
হে ভ্রাতঃ জীবসি বশিনাং বশবর্তিনাং মধ্যে জিতেন্দ্রিয়াণাং বা প্রাণস্ত্বং। (১৬)

নিজেই যেন দুঃখ-বেদনা মুছিয়া ফেলিয়া অলৌকিক ভাবাবেশে এদিকে আসিতেছেন। হায় হায়! আমাদের এই প্রভাব-প্রতিপত্তির সুসময়ে ভ্রাতা বিরাগের দেখা মিলিতেছে না। জানি না,—দুরন্ত কলিজনের নিদারুণ তাড়নে সে বাঁচিয়া আছে কি নাই। (১৫)

বিরাগ—(চারদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) অনুভবে মনে হইতেছে—ইনিই ভক্তিদেবী। কারণ সান্নিধ্যমাত্র এক ভক্তিদেবীই—

১৩। সকল জীবের অন্তঃকরণ প্রসন্ন করিয়া তোলেন, ইন্দ্রিয়দিগকে শোধন করেন, মোক্ষকে তুচ্ছ বোধ করাইয়া দেন, অর্থ-কামের কথা আর বলিবার কি,—জীবকে সঙ্গে সঙ্গে আনন্দসাগরে ডুবাইয়া কৃতার্থ করেন।

অতএব নিকটে যাই। (নিকটে যাইয়া) দেবি! আমি বিরাগ,—প্রণাম করিতেছি।

ভক্তিদেবী—(বাৎসল্যের সহিত) ভাই! বাঁচিয়া থাক। শ্রীভগবৎ-আশ্রিত-জনের তুমি প্রাণস্বরূপ। এস এস—(ইহা বলিয়া শ্রীকরকমলের দ্বারা স্পর্শ করিলেন।)

ভক্তিদেবী—বিরাঅ ! ণ আণেসি, সুণহ অম্হাণং জ্জেব কএ কোবি মহাকারুণিও ভঅবং ভঅবংধচ্ছেঅঅ-চরিদো গোরচন্দো ওদীণ্ণো। [বিরাগ ! ন জানাসি, শৃণু, অস্মাকমেব কৃতে কোঽপি মহাকারুণিকো ভগবান্ ভববন্ধচ্ছেদক-চরিতো গৌরচন্দ্রোঽবতীর্ণঃ ।]

বিরাগঃ—ভগবতি ! কথয় কিমত্র রহস্যম্ ।

ভক্তিদেবী—বিরাঅ ! এদস্সিং কলিআলে কলিআলেসমেত্তং বি ধম্মন্তরং ণত্থি, ণ থিরদরং যং কিম্পি হোই, কেঅলং অলংকরেদি। এদং কলিং ভঅবদ্ধম্মো বন্ধং মোহং বি পরাকরেদি ত্তি তং জেব্ব সাহণ-সদ্ধসদ্ধম্মো। সুদ্ধভক্তিজো এণ এণসামবহারএণ কলিমল-মলণআরিণা আচাণ্ডালং চণ্ডালংৰণিজ্জ-দুব্বাসণাবাসনা সেণ সঙ্গোপঙ্গাও মাদিসীও ভক্তিদেঈও সঙ্গে কদুঅ ভঅবদা অঅদারো কিদো ভত্তবেসেণ। [বিরাগ ! এতস্মিন্ কলিকালে কলিকা-লেশমাত্রমপি ধর্মান্তরং নাস্তি, ন স্থিরতরং যৎ কিমপি ভবতি, কেবলমলঙ্করোতি। এতং কলিং ভগবদ্ধর্মো বন্ধং মোহমপি পরাকরোতীতি তদেব সাধন-সাধ্য-সদ্ধর্মঃ। শুদ্ধভক্তিযোগেনৈনসামবহারকেণ কলিমলম্লানকারিণা আচাণ্ডালং চণ্ডাহলজ্যনীয় দুর্বাসনাবাসনাশেন সাঙ্গোপাঙ্গাং মাদৃশীং ভক্তিদেবীং সঙ্গে কৃত্বা ভগবতা অবতারঃ কৃতো ভক্তবেশেন।] (১৭)

বিরাগ—(শ্রীচরণে প্রণত হইয়া) দেবি ! বলুন তো সত্যাদির মত আপনিও কলির দ্বারা পরাভূত হইলেন না কেন ? (১৬)

ভক্তিদেবী—বিরাগ ! তুমি জান না দেখিতেছি,—বলি শোন—কোন এক মহাকরুণার মূর্তি ভগবান্ গৌরচন্দ্র আমাদের নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছেন—ভববন্ধন মোচন করাই তাঁহার স্বভাব।

বিরাগ—ভগবতি ! কি রহস্য, বলুন তো।

ভক্তিদেবী—বিরাগ ! বর্তমান কলিযুগে অঙ্কুরলেশমাত্রও অন্য ধর্ম নাই,—যাহা কিছু আছে তাহারও স্থিরতা নাই,—একমাত্র ভাগবত-ধর্ম শুদ্ধাভক্তি ভববন্ধন মায়ামোহাদিকে পরাভূত করিয়া এই কলিকে অলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছে—ইহাই সাধন, সাধ্য ও সদ্ধর্ম।

তাই সর্ব অশুভহারী শুদ্ধাভক্তিযোগের দ্বারা কলির পরাভব ও আচণ্ডালের দুরন্ত দুর্বাসনারাশি নাশের জন্য শ্রীভগবান্ ভক্তবেশে

বিরাগঃ—অবগতমিদং মিদং প্রকাশয়ন্ত্যা গগনবাণ্যা। কিন্তু,

১৪। ভবত্যো বা কিমীহন্তে স বা দেবঃ কিমীহতে।
নিরাশ্রয়স্য মম বা কিমসৌ ভবিতাশ্রয়ঃ ?

ভক্তিদেবী—(সংস্কৃতমাশ্রিত্য) বিরাগ ! শ্রূয়তাম্—

১৫। পুনীমশ্চণ্ডালানপি খলু ধুনীমোঽখিলমলং
লুনীমঃ সংস্কারানপি হৃদি তদীয়ানতিদৃঢ়ান্।
কৃপাদেবী তস্য প্রকটয়তি দৃক্পাতমিহ চে-
ত্তদা তেষামন্তঃ কমপি রসভাবঞ্চ তনুমঃ॥ (১৮)

বিরাগঃ—তস্য কৃপাদেবীং বিনা স্বাতন্ত্র্যেণ ভবতীনাং তথাসামর্থ্যং ন বিদ্যতে ?

ভক্তিদেবী—তস্স বা তজ্জণাণাং বা ণবাণুগ্গহমন্তরেণ অম্হে ণ হোম্ম কিং উণ তধা কুণম্হ। [তস্য বা তজ্জনানাং বা নবানুগ্রহমন্তরেণ বয়ং ন ভবামঃ, কিং পুনস্তথা কুর্মঃ।]

জ্ঞাতং। মিদং স্নেহযুক্তং। ভবত্যো বহুবচন মত্রাত্যর্থস্তস্মাৎ সপার্ষদা। অসৌ গৌরাঙ্গঃ। শ্রূয়তামিতি ভবত্যঃ কিমীহন্তে ইতি প্রথম প্রশ্নস্যোত্তরং। অখিলমলং অখিলক্লেশং। তদীয়ানখিলসম্বন্ধিনঃ। তস্য গৌরাঙ্গস্য কৃপা। তেষামন্তঃ আচণ্ডালানামন্তঃকরণে। (১৮)

তস্য শ্রীগৌরাঙ্গস্য।

সাঙ্গোপাঙ্গসহ আমাদের মত ভক্তিকে সঙ্গে করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন। (১৭)

বিরাগ—বুঝিলাম—আকাশবাণী এই রূপই ব্যক্ত করিয়াছে। কিন্তু,

১৪। আপনাদেরই বা কাজের ধারা কিরূপ আর সেই ভগবানেরই বা কিরূপ—তিনি কি এই নিরাশ্রয়ের আশ্রয় হইবেন ?

ভক্তিদেবী—বিরাগ ! শোন—

১৪। আমার প্রতি শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপাদৃষ্টি যদি হয় তবে চণ্ডালকেও পরম পবিত্র করিব, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত পাপরাশি নিঃশেষে ক্ষয় করিব, অখিল জনের হৃদয়গ্রন্থি ছেদন করিব, আচণ্ডালের অন্তঃকরণে কোনও অনির্বচনীয় রসধারা প্রবাহিত করাইব। (১৮)

বিরাগ—শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপা বিনা স্বতন্ত্রভাবে আপনার কি সেরূপ সামর্থ্য নাই ?

ভক্তিদেবী—গৌরের বা গৌরভক্তজনের কৃপা বিনা আমাদের কোনও অস্তিত্বই থাকে না—ঐরূপ প্রভাব তো দূরের কথা।

বিরাগঃ—দ্বিতীয়-প্রশ্নোস্যোত্তরং কিম্ ?

ভক্তিদেবী—বিরাঅ ! সুণেহি, [বিরাগ ! শৃণু,] (ইতি সংস্কৃতেন)

১৬। নবদ্বীপে নাসীদহহ স জনো যস্য ন পুরে
হরের্গেহং নো তদ্‌যদপি ভগবন্মূর্তিরহিতম্ ।
ন সা যস্যাঃ সেবা ন ভবতি ন সা যা ন সরসা
রসো নাসৌ সঙ্কীর্তন-নটনমুখ্যো ন খলু যঃ ।

ইয়ং জ্জেব্ব তস্‌স ঈহা। [ইয়মেব তস্যেহা ।]

বিরাগঃ—কিময়ং স্বয়মেব তথাজ্ঞাপয়তি, কিংবা তে ত এব তদাশয়মভিমত্য মত্যনুসারেণ সারেণ তথা ব্যবহরন্তি ? (১৯)

ভক্তিদেবী—তস্‌স তহ জ্জেব মহিমা মহিমাণদো জং দট্‌ঠূণ জ্জেব তহ জ্জেব গ্‌গহগ্‌গথা বিঅ হোন্তি, জণা ও জহ তস্‌স আসঅং সঅং জ্জেব্ব সব্বে জাণন্তি কুণন্তি চ তদণুরূঅং। তস্‌স ওদারে কমলা বি ওদীণ্ণেব, জদো ণ কস্‌স বি

স দেবঃ কিমীহতে ইতি দ্বিতীয়-প্রশ্নঃ ।

অহহ আশ্চর্যং স জনো নবদ্বীপে ন আসীৎ যস্য পুরে হরের্গেহং নাস্তি তদ্গেহং নাসীৎ যৎ ভগবন্মূর্তিরহিতং। সা ভগবন্মূর্তির্নাসীৎ যস্যাঃ সেবা ন ভবতি। সা সেবা নাসীৎ যা রসেন সহ বর্তমানা ন ভবতি। অসৌ রসো নাসীৎ যঃ সঙ্কীর্তননটনমুখ্যো ন ভবতি ইতি নবদ্বীপ ইতি সর্বস্যাধারঃ। (১৯)

তে নবদ্বীপবাসিনঃ। অভিমত্য জ্ঞাত্বা ।

বিরাগ—দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর কি ?

ভক্তিদেবী—বিরাগ, শোন—

১৬। অহো, নবদ্বীপে এমন একটি লোক নাই যাহার গৃহে শ্রীহরিমন্দির নাই, এমন একটি মন্দিরও নাই যাহাতে শ্রীভগবৎ-মূর্তি নাই, আবার এমন একটি ভগবৎ-মূর্তিও নাই যাঁহার সেবা হইতেছে না, আর এমন একটি সেবাও নাই যাহা প্রীতিরসে সিক্ত নয়, আর এমন একটি রসও নাই যাহা মুখ্যভাবে সঙ্কীর্তননটনের দ্বারা উজ্জ্বলীকৃত নয়।

ইহা শ্রীগৌরহরিরই কাজ।

বিরাগ—তিনি কি নিজেই ঐরূপ আদেশ করেন কিম্বা তাহারা নিজেরাই গৌরচিত্তের ভাব বুঝিয়া সেই অনুসারে ঐরূপ ব্যবহার করেন ? (১৯)

দেক্খং তথ আসি। আ-সিসুআলং সঅং চ জং করেদি, তং সুণহ। [তস্য তথৈব মহিমা মহিমানদো যং দৃষ্ট্বৈব তথৈব গ্রহগ্রস্তা ইব ভবন্তি জনাঃ, যথা তস্যাশয়ং স্বয়মেব সর্বে জানন্তি কুর্বন্তি চ তদনুরূপম্। তস্যাবতারে কমলাপি অবতীর্ণৈব, যতো ন কস্যাপি দৈন্যং তত্রাসীৎ। আশিশুকালং স্বয়ঞ্চ যৎ করোতি, তৎ শৃণু।] (সংস্কৃতমাশ্রিত্য)

১৭। শ্রীবাসস্য গৃহে কদাচন কদাপ্যাচার্য্যরত্নালয়ে
শ্রীবিদ্যানিধি-মন্দিরেঽপি চ কদা গেহে মুরারেরপি।
গায়ৎসু প্রিয়পার্ষদেষু পুলক-স্তম্ভাশ্রু-ঘর্মাদিভিঃ
সান্দ্রানন্দময়ী ভবন্নন্বুদিনং দেবো নরীনৃত্যতে॥ (২০)

বিরাগঃ—ভগবতি! স কিং সর্বদা ভক্তাচরিতমেব প্রকটয়তি, কিংবা কদাচিদৈশ্বর্যমপি ?

ভক্তিদেবী—(সংস্কৃতেন) বিরাগ! যদ্যপি,

১৮। অলৌকিকীতোঽপি চ লৌকিকীয়ং, লীলা হরেঃ কাচন লোভনীয়া।
মহেশশীর্ষাদপি ভূমিমধ্যং, গতেব গঙ্গা মুদমাতনোতি॥ ইতি ; (২১)

স শ্রীগৌরাঙ্গঃ। অলৌকিকতঃ ঐশ্বর্যতঃ। (২১)

ভক্তিদেবী—ঐরূপই তাঁহার অপার মহিমা,—তাঁহার দর্শনেই লোকে ঐরূপ গ্রহগ্রস্তের মত হইয়া যায়। তাঁহার চিত্তের আশয় নিজে নিজেই সকলে বুঝিতে পারে এবং তদনুরূপ কাজ করে। তাঁহার অবতরণে লক্ষ্মীও যেন অবতীর্ণ হইয়াছেন যেহেতু সেই নবদ্বীপে কাহারও কোনও অভাব নাই। আশৈশব তিনি নিজেও যে যে কাজ করিয়াছেন, তাহা শোন।

কখনও শ্রীবাসের গৃহে, কখনও আচার্যরত্নের গৃহে, কখনও বা মুরারির গৃহে, আবার কখনও বা শ্রীবিদ্যানিধির মন্দিরে এই দেবতা অশ্রু-কম্প-পুলকে ব্যাপ্ত হইয়া ও সান্দ্রানন্দে আপ্লুত হইয়া প্রতিদিন প্রিয় পার্ষদবৃন্দের সঙ্কীর্তন-মণ্ডলে উদ্দাম নৃত্য করিয়া থাকেন। (২০)

বিরাগ—ভগবতি! তিনি কি সর্বদাই ভক্তভাব প্রকাশ করেন কিম্বা ভগবৎ-ভাবে ঐশ্বর্যও প্রকাশ করেন।

ভক্তিদেবী—বিরাগ! যদিও, ১৮। শিবজটাস্থিত গঙ্গা হইতেও এই মর্তে প্রবহমানা গঙ্গায় যেমন বেশী আনন্দদায়িনী শক্তি আছে তেমনই শ্রীহরির

তহবি কহিম্পি কহিম্পি অলোইঅং বি পঅড়েদি। তধা হি, কহিম্পি দিঅহে সিরিবাস-বাসম্মি করিজ্জন্ত-দেঅ-গেহপ্‌পদক্‌খিণো দক্‌খিণাঙ্গণ-গএণ কেণ বি ভাঅধেঅ-সুইবুত্তিণা সুইবুত্তিণা মহামজ্জবেণামলেচ্ছেণ মলেচ্ছেণ বসণং সীব্বন্তেণ দীব্বন্তেণ দীহদরমএণ ভঅবং বিস্সম্ভরো দিট্‌ঠো, দট্‌ঠূণ তক্‌খণদো মইরামঅদোবি মাদঅতমেণ তস্‌স দংসণমএণ ভেম্‌হলো ভবিঅ বিঅসিদণেত্তো হীহী মএ দিট্‌ঠং দিট্‌ঠং কিম্পি ত্তি সব্বঙ্গপুলইও ণিরন্তর-ণিস্‌সরন্ত-প্‌পবাহবাহ-সলিল-থিমিদবচ্ছথলো বসণাদিঅং-বিচ্ছিবিঅ উদ্ধবাহূ ণচ্চিদুং পউত্তো সো। তদো তং তহাবিধং পেক্‌খিঅ ভঅবং অবঞ্চঅন্তো সিরিবাসং ভণিদবন্তো। [তথাপি কদাপি কদাপি অলৌকিকমপি প্রকটয়তি। তথা হি কস্মিন্নপি দিবসে শ্রীবাস-বাসে ক্রিয়মাণ-দেবগেহ-প্রদক্ষিণো দক্ষিণাঙ্গন-গতেন কেনাপি ভাগধেয়-সূচিবৃত্তিনা সূচিবৃত্তিনা মহামদ্যপেনামলেচ্ছেন ম্লেচ্ছেন বসনং সীব্যতা দীব্যতা দীর্ঘতরমদেন ভগবান্ বিশ্বম্ভরো দৃষ্টঃ, দৃষ্ট্বা তৎক্ষণতো মদিরামদতোঽপি মাদকতমেন তস্য দর্শনমদেন বিহ্বলো ভূত্বা বিকসিতনেত্রো হী হী ময়া দৃষ্টং দৃষ্টং কিমপীতি সর্বাঙ্গপুলকিতো নিরন্তর-নিঃসরৎপ্রবাহবাহ সলিলস্তিমিতবক্ষঃস্থলো বসনাদিকং বিক্ষিপ্য ঊর্দ্ধবাহুর্নর্তিতুং প্রবৃত্তঃ সঃ। ততস্তং তথাবিধং প্রেক্ষ্য ভগবানবঞ্চয়ন্ শ্রীবাসং ভণিতবান্।]

অলৌকিক-লীলা হইতেও লৌকিক-লীলায় কোনও এক অনির্বচনীয় লোভনীয়তা আছে। (২১)

তথাপি তিনি কখনও কখনও ঐশ্বর্যও প্রকট করিয়া থাকেন। যথা,—কোনও একদিন তিনি যখন শ্রীবাসগৃহে দেবমন্দির পরিক্রমা করিতে করিতে মন্দিরের দক্ষিণ অঙ্গনে গেলেন তখন কোনও এক মহামদ্যপ-পাপী-সূচিকর্মরত-অতি পানমত্ত অথচ ভাগ্যবান যবন দরজীর দ্বারা দৃষ্ট হইলেন—দর্শনমাত্র মদিরা-মাদকতা হইতেও অধিক মাদক শ্রীগৌরঅঙ্গ-দর্শনমদে সেই দরজী প্রেমানন্দে বিহ্বল হইল। তাহার নয়ন বিস্ময়ে বিস্ফারিত হইল—সে বলিয়া উঠিল—হি হি, আমি এ কি দেখিলাম—কি অপূর্ব বস্তুই না দেখিলাম! প্রেমপুলকে সর্বাঙ্গ তাহার শিহরিত হইল—অবিরল অশ্রুধারায় বক্ষ প্লাবিত হইল। সে হাতের বসনাদি দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া ঊর্ধ্ববাহু হইয়া নাচিতে লাগিল। শ্রীভগবান্ তাহাকে ঐ অবস্থায় দেখিয়া শ্রীবাসকে বঞ্চনা করিবার

—'শ্রীবাস! কিমিদং কথমকস্মাদয়মীদৃগ্‌জাতো দৃগ্‌জাতোৎসব ইতি?' তদো তেণবি ভণিদং, ণিদংসণং ব্ব কুণন্তেণ পড়িহাসরসস্‌স, [ততস্তেনাপি ভণিতম্, নিদর্শনমিব কুর্বতা পরিহাসরসস্য]—'ভগবন্! অপূর্ব এবায়ং তব মদস্য মহিমা। যতোহয়মদ্য মদ্যঘট-ঘটমানাসক্তিরপি ন ধিয়ং জহাতি। হা তিলমাত্র-ভবদ্দর্শনেনানে-নানেনা জাতোহজাতোদরহিতো হিতো ভবন্নতি-মমাদ।' (২২)

বিরাগঃ—ততস্ততঃ?

ভক্তিদেবী—তদো তদোপহুদি ভঅবদো ণামমেত্তসরণো সব্বং পরিঅরং উজ্‌ঝিঅ ওধূঅবেসো হুবিঅ ণচ্চন্তো গাঅন্তো জবণাচারিএহিং তাড়িজ্জন্তো বি ভঅবদো ণামসংকিত্তণং কুণন্তো জ্জেব বট্টদি। কেণ বি পুচ্ছিদো উণ বিস্‌সংভরো জ্জেব ঈসরো ণাবরো কোবি ত্তি ভণাদি। সঅলেহিং ভাঅবদেহিং বিহিদদেহজাত্তো সিদ্ধো বিঅ হুবিঅ বিচরেদি। [ততস্ততঃ-প্রভৃতি ভগবতো নামমাত্রশরণঃ সর্বং পরিকরং উজ্ঝিত্বা অবধুতবেশো ভূত্বা নৃত্যন্ গায়ন্ যবনাচার্যৈস্তাড্যমানোহপি ভগবতো নামসংকীর্তনং কুর্বন্নেব বর্ততে। কেনাপি পৃষ্টঃ পুনঃ 'বিশ্বম্ভর এব ঈশ্বরঃ, নাপরঃ কোঽপি' ইতি ভণতি। সকলৈর্ভাগবতৈর্বিহিতদেহযাত্রঃ সিদ্ধ ইব ভূত্বা বিচরতি।] (২৩)

অনেনা ইতি নঞ্ পূর্ব এনঃ পাপবাচী নিষ্পাপোজাত ইত্যর্থঃ। অজাতো-দরহিতঃ অবিদ্যাব্যথা-রহিতঃ। (২২)

জন্য বলিলেন—'শ্রীবাস ইহার কি হইল, অকস্মাৎ এরূপ করিতেছে কেন?' একথা শুনিয়া শ্রীবাসও পরিহাসচ্ছলে বলিতে লাগিলেন—'ভগবন্, তোমার সৌন্দর্য-মদের মহিমা এইরূপ অদ্ভুতই বটে, যেহেতু ঘট্ ঘট্ মদপানে যাহার মত্ততা আসে না, হায় হায় সেই যবন আজ লবমাত্র তোমার দর্শনে নিষ্পাপ ও অবিদ্যামুক্ত হইয়া পরহিতকারী হইল—পরমানন্দে মত্ত হইল। (২২)

বিরাগ—তারপর তারপর?

ভক্তিদেবী—সেই অবধি দরজী শ্রীগৌরগোবিন্দ নাম একনিষ্ঠভাবে আশ্রয় করিল, স্ত্রী-পুত্র-পরিজন পরিত্যাগ করিয়া অবধূতবেশে নাচিয়া গাহিয়া বেড়াইতে লাগিল। যবন কাজী কর্তৃক নিপীড়িত হইয়াও সে নাম ছাড়িল না—ঐ গৌরগোবিন্দ নামসঙ্কীর্তনেই মত্ত হইয়া রহিল। কেহ আবার জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন—'বিশ্বম্ভরই একমাত্র ভগবান্, অপর কেহই নহে।'

বিরাগঃ—দেবি ! কীদৃশং রূপমনেন দৃষ্টম্ ?

ভক্তিদেবী—বিরাঅ ! আণন্দো জ্জেব ভঅবদো রূঅং, জেণ রূএণ মহং জ্জেব আণন্দো হোই। তং জ্জেব তস্স রূঅং ত্তি ইদরেদর-সব্ব-পেচ্ছত্তণং আণন্দরূআণং ত্তি আণন্দতারতম্মেণ রূঅদংসণস্স তারতম্মং। [বিরাগ ! আনন্দ এব ভগবতো রূপম্, যেন রূপেণ মহানেবানন্দো ভবতি। তদেব তস্য রূপমিতি ইতরেতর-সব্যপেক্ষত্বমানন্দরূপাণামিত্যানন্দতারতম্যেন রূপদর্শনস্য তারতম্যম্।] (২৪)

বিরাগঃ—কথময়ং নীচযোনিরেতাদৃশসৌভাগ্যভাজনমাসীৎ ?

ভক্তিদেবী—(সংস্কৃতেন)

১৯। ন জাতি-শীলাশ্রমধর্ম-বিদ্যা-, কুলাদ্যপেক্ষী হি হরেঃ প্রসাদঃ।
যাদৃচ্ছিকোঽসৌ বত নাস্য পাত্রা-,পাত্র-ব্যবস্থা-প্রতিপত্তিরাস্তে ॥

বিরাগঃ—এবমেব, ততস্ততঃ ?

ভক্তিদেবী—তদো অবরস্সিং দিঅহে মুরারিভঅণাঙ্গণে পুণ্ণিমাচন্দচন্দিআপক্খলিআএ ণিসাএ উববিট্‌ঠেহিং সঅলেহিং ভাঅবদেহিং সো জ্জেব্ব দেও

ভক্তদত্ত-অন্নবস্ত্রে দেহযাত্রা নির্বাহ করিয়া সে সিদ্ধের দশায় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। (২৩)

বিরাগ—দেবি ! ঐ দরজীর কিদৃশ রূপ দর্শন হইয়াছিল।

ভক্তিদেবী—বিরাগ ! আনন্দই শ্রীভগবানের রূপ। ঐ রূপ-দর্শনে মহান আনন্দই হইয়া থাকে। তাই আনন্দ আর রূপ এ দুই পরস্পর (কার্য-কারণ সম্বন্ধ) অপেক্ষমান, সুতরাং আনন্দ-তারতম্যে রূপ-দর্শনের তারতম্য হইয়া থাকে।* (২৪)

বিরাগ—কি করিয়া এই নীচ জাতি যবন এতাদৃশ সৌভাগ্যের অধিকারী হইল ?

ভক্তিদেবী—শ্রীহরির করুণা জাতি-শীল-আশ্রম-ধর্ম-বিদ্যা-কুলাদি কিছুরই অপেক্ষা করে না। (হর্ষের সহিত) অহো ! এই করুণা পরম স্বতন্ত্র,—স্থানকাল পাত্রাপাত্রের অধীন নয়।

বিরাগ—এই প্রকার ! আচ্ছা তারপর ?

---

* প্রেম বা আনন্দের অভিব্যক্তি যেখানে যত বেশী কৃষ্ণমাধুর্যের প্রকাশ সেখানে তত বেশী—ব্রজের কুঞ্জে ইহার অবধি। বৃ° ভা° ২।৫।১০৩, ১১১

'তত্ত্ববস্তু—কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি, প্রেমরূপ। নামসঙ্কীর্তন সর্ব আনন্দস্বরূপ ॥ চৈ° চ° আ ১।৯৬

সংকরিসণরূও দিট্ঠো। [ততোঽপরস্মিন্ দিবসে মুরারিভবনাঙ্গনে পূর্ণিমা-চন্দ্রচন্দ্রিকাপ্রক্ষালিতায়াং নিশায়ামুপবিষ্টৈঃ সকলৈর্ভাগবতৈঃ স এব দেবঃ সঙ্কর্ষণ-রূপো দৃষ্টঃ।] (২৫)

বিরাগঃ—দেবি! বিশিষ্য কথয়।

ভক্তিদেবী—অগ্গদো বংভমিজ্জন্ত মত্তমহুঅরণিঅর-পড়িপিজ্জন্ত চন্দ-চন্দিআ-চঅ-তক্কাল-সামলিদগ-গণতলান্ধআরম্মি দীসন্তম্মি কোবি কাঅম্বরীপড়িমলো সঅলজণেহিং আলদ্ধো। [অগ্রতো বংভ্রম্যমাণমত্তমধুকরনিকরপরিপীয়মান-চন্দ্রচন্দ্রিকাচয়-তৎকাল-শ্যামলিত-গগনতলান্ধকারে দৃশ্যমানে কোঽপি কাদম্বরী-পরিমলঃ সকলজনৈরালব্ধঃ।] (২৬)

বিরাগঃ—ততস্ততঃ।

ভক্তিদেবী—তদো আলদ্ধে পড়িমলে সঅলেহিং ভঅবং পুচ্ছিদো জধা,—[তত আলব্ধে পরিমলে সকলৈর্ভগবান্ পৃষ্টো যথা—] 'ভগবন্! কথমা-কস্মিকোঽয়ং পুষ্পন্ধয়গণান্ধীকরণচণঃ, পরিমলো বিমলো বিস্ময়ং ন সমুল্লাসয়তি কাদম্বর্যাঃ। পুরতশ্চ জনিতকৌতূহলং হলং বিপক্ষপক্ষমুষলং মুষলং চালোক্যতে।' (২৭)

চণপ্রত্যয়স্তদ্ধিতঃ। আলোক্যতে সকলৈর্ভক্তৈঃ। (২৭)

ভক্তিদেবী—অতঃপর একদিন পূর্ণিমা-রজনীতে ভক্তগণ যখন মুরারির জ্যোৎস্না-ধৌত প্রাঙ্গণে বসিয়াছিলেন তখন শ্রীভগবান্-গৌরাঙ্গকেই সঙ্কর্ষণরূপে দর্শন করিয়াছিলেন। (২৫)

বিরাগ—দেবি! ব্যাপারটি ভাঙ্গিয়া বলুন।

ভক্তিদেবী—অকস্মাৎ দেখা গেল—মধুপানমত্ত চঞ্চল মধুকর ঝাঁকে ঝাঁকে আসিয়া চন্দ্রকিরণ আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল—উহাদের শ্যামলিমায় গগনতল অন্ধকার হইয়া গেল—এমন সময় সকলেই কাদম্বরী-মদের দিব্য সৌরভ পাইয়া চমকিত হইল। (২৬)

বিরাগ—তারপর তারপর ?

ভক্তিদেবী—তারপর সৌরভে আমোদিত হইয়া সকলে ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিলেন—ভগবন্, বলুন তো কোথা হইতে মধুপবৃন্দের বিমোহনকারী কাদম্বরীর দিব্য পরিমল আসিয়া আমাদের চিত্তকে চমৎকৃত করিতেছে আর কোথা হইতেই বা অকস্মাৎ সম্মুখে এই বিপক্ষপক্ষদমনকারী হল-মুষল

বিরাগঃ—ততস্ততঃ ?

ভক্তিদেবী—তদো সিরিবিস্‌সম্ভরদেএণ উত্তং, [ততঃ শ্রীবিশ্বম্ভরদেবেনোক্তম্] 'হন্ত ভো নিখিলজন-হৃদয়সঙ্কর্ষণেন সঙ্কর্ষণেন ভগবতাঽবতাস্য প্রাদুর্ভবিতব্যম্, তদগ্রে কাদম্বরী বরীয়সী তৎপ্রিয়াণাং তদায়ুধং যুধং বিনাপি বিরাজমানং হলং মুষলঞ্চ প্রাদুরভবৎ।' (২৮)

বিরাগঃ—ততস্ততঃ ?

ভক্তিদেব—তদো তহ ণিঅদন্তো জ্জেব্ব সো দেবো তেহিং মইরামোঅমুদিঅ-লোল-লোহিদ-লোঅণো এঅকণ্ণতড়তণ্ডবিদকুণ্ডলো সসিমণ্ডলপাণ্ডরো সো জ্জেব্ব গোরচন্দো অইসঅং সঅং জ্জেব্ব তালংকো অলংকোদূহলেণ সংভূদো তদো তচ্চরিদাহিদ-ণঅ-ণঅ-গীদপদাইং গাঅন্তেহিং তেহিং ণচ্চা বহুদরং ঈড়িদোবি বিক্খণাণং বিম্‌হঅকারি সংবুত্তো। [ততস্তথা নিগদন্নেব স দেবস্তৈর্মদিরামোদমুদিতলোললোহিতলোচন এককর্ণতট-তাণ্ডবিতকুণ্ডলঃ শশিমণ্ডলপাণ্ডরঃ স এব গৌরচন্দ্রোঽতিশয়ং স্বয়মেব তালাঙ্কোহলঙ্কৌতুহলেন সম্ভূতঃ, ততস্তচ্চরিতাহিতনব-নব-গীতপদানি গায়দ্ভিস্তৈর্নৃত্যা বহুতরমীড়িতোঽপি বীক্ষণানাং বিস্ময়কারী সংবৃত্তঃ।] (২৯)

আসিয়া উদিত হইল। (২৭)

বিরাগ—তারপর তারপর ?

ভক্তিদেবী—উত্তরে বিশ্বম্ভরদেব বলিলেন—হে ভক্তবৃন্দ শোন,—নিখিলজনের চিত্ত-আকর্ষণকারী ভগবান্ সঙ্কর্ষণদেব আজ আবির্ভূত হইবেন,—তাই অগ্রে তাঁহার অতি প্রিয় কাদম্বরী ও অঙ্গের ভূষণস্বরূপ সদা বিদ্যমান তাঁহার আয়ুধ হল-মুষল আসিয়া প্রাদুর্ভূত হইল। (২৮)

বিরাগ— তারপর তারপর ?

ভক্তিদেবী—অতঃপর কথা বলিতে বলিতেই বিশ্বম্ভরের নয়ন দুইটি সেই মদিরামদে আরক্ত হইয়া উঠিল ও ঢুলু ঢুলু করিতে লাগিল, এক কর্ণে কনক-কুণ্ডল দুলিতে লাগিল, সোনার বরণ চাঁদের মত শুভ্র হইল—সেই বিশ্বম্ভর অতিশয় কৌতুহলে নিজেই বলদেবরূপে দেখা দিলেন। ভক্তবৃন্দ বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া বলদেব-লীলাপর নব নব পদ কীর্তন ও নানারূপ স্তবস্তুতি করিতে করিতে নৃত্য করিতে লাগিলেন। (২৯)

বিরাগঃ—ত তস্তত: ?

ভক্তিদেবী—এব্বং রুদ্দ-বরাহ-ণরসিংহ-মুকৃখদরাবদারাণুআরং ক্কমেণ কদুঅ গদে দিঅহে অহেদুঅ-করুণেণ ণিচ্চাণন্দস্স চ্ছব্ভুঅং তেণ দংসিদং। [এবং রুদ্র-বরাহ-নরসিংহ-মুখ্যতরাবতারানুকারং ক্রমেণ কৃত্বা গতে দিবসে অহৈতুক-করুণেন নিত্যানন্দস্য ষড়্ভুজং রূপং তেন দর্শিতম্।] (৩০)

বিরাগঃ—কিদৃশং হি তৎ ?

ভক্তিদেবী—(সংস্কৃতেন)

২০। ভুজাভ্যামুভাভ্যাং দধচ্চারুবংশীং, চতুর্ভির্গদা-শঙ্খচক্রাম্বুজানি।
কিরীটঞ্চ হারাংশ্চ কেয়ূরকে চ, স্রজং বৈজয়ন্তীং মণিং কৌস্তভঞ্চ ॥ (৩১)

অপি চ,

অনাহার্যসৌন্দর্য-মাধুর্যধুর্যং, মহৌদার্য-গাম্ভীর্য-চাতুর্য-শৌর্যম্।
অবৈধুর্যধৈর্যং সদা সৌকুমার্যং, মহস্তুর্যমার্যং তদাশ্চর্যমাসীৎ ॥ (৩২)

বিরাগঃ—ততস্ততঃ ?

কেয়ূরং করভূষণং। (৩১)

অনাহার্যে সীমোপমা-রহিতে সৌন্দর্য-মাধুর্যে তাভ্যাংধুর্যমতিশয়ং। নাস্তি বৈধুর্যং দুঃখভাবং ধৈর্যে ধারণে যস্য, অনন্তব্রহ্মাণ্ডধারণাৎ। মহস্তেজোযুক্তং তুর্যং চতুর্থপুরুষঃ আর্যং শ্রেষ্ঠং। (৩২)

বিরাগ—তারপর তারপর ?

ভক্তিদেবী—এইরূপে তিনি ক্রমশঃ রুদ্র-বরাহ-নরসিংহ এবং অন্যান্য মুখ্য মুখ্য অবতার সমূহ প্রকট করিলেন। অতঃপর কিছুদিন পর অহৈতুক করুণায় নিত্যানন্দকে ষড়্ভুজরূপ দর্শন করাইলেন। (৩০)

বিরাগ—তাহা কিরূপ ?

ভক্তিদেবী—দুই ভুজে বংশী অপর চার ভুজে গদা-শঙ্খ-চক্র-পদ্ম শোভা পাইতেছে, আর কিরীট-হার-বাজু-বৈজয়ন্তীমালা-কৌস্তভমণিতে অঙ্গ ঝলমল করিতেছে। নিরুপম সৌন্দর্য-মাধুর্য-ঔদার্য-চাতুর্য-শৌর্য-গাম্ভীর্য-অবৈধুর্য-ধৈর্য-সৌকুমার্য প্রভৃতি রূপে-গুণে বিভূষিত এক অদ্ভুত তেজোময় আনন্দঘন মূর্তি প্রকাশ করিলেন। (৩১, ৩২)

ভক্তিদেবী—তদো তং রূঅং পেক্‌খিঅ পরমানন্দ-ণিপ্‌ফন্দো উঅঞ্চিদ-রোমাঞ্চ-কঞ্চুও বহুদরং থুবন্তো আসি। ণিচ্চাণন্দো জহা। [ততস্তদ্রূপং প্রেক্ষ্য পরমানন্দ-নিষ্পন্দ উদঞ্চিত-রোমাঞ্চ-কঞ্চুকো বহুতরং স্তুবন্নাসীৎ। নিত্যানন্দো যথা]—

২২। হরিস্ত্বং হরস্ত্বং বিরিঞ্চিস্ত্বমেব, ত্বমাপস্ত্বমগ্নিস্ত্বমিন্দুস্ত্বমর্কঃ।
নভস্ত্বং ক্ষিতিস্ত্বং মরুত্ত্বং মুরারে, নমস্তে নমস্তে সমস্তেশ্বরায় ॥ (৩৩)

অপি চ,

২৩। ভুজৈঃ ষড়্‌ভিরেভিঃ সমাখ্যাতি কশ্চি-,
ন্নিসর্গোগ্রষড়্‌বর্গ-হন্তেতি ভো ত্বাম্‌।
বয়ং ব্রূমহে হে মহেচ্ছ ত্বমেভি-,
শ্চতুর্বর্গদো ভক্তিদঃ প্রেমদশ্চ ॥ (৩৪)

বিরাগঃ—অহো অত্যদ্ভুতমিদম্‌। ততস্ততঃ ?

ভক্তিদেবী—তদো ঈসরভাবো দাব ঈদিসো তস্‌স কধিদো, পেম্মাবেসোবি সুণিঅদু,—এত্থ পুরে তিণ্ণবিহা জ্জেব্ব পুরিসাও কেবি অণুরত্তাও, কেৰি মজ্‌ঝমাণুরত্তাও, কেবি ণাণুরত্তাও ণাবি বিরত্তাও বিজ্জত্থিণো হি

স্বাভাবিক উগ্রষড়্‌বর্গঃ কামক্রোধাদিঃ তেষাং হন্তা। ভুজৈঃ চতুর্ব্বর্গদঃ ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষদঃ। অপরদ্বাভ্যাং ভক্তিদঃ প্রেমদশ্চ। (৩৪)

বিরাগ—তারপর তারপর ?

ভক্তিদেবী—অতঃপর সেই অপূর্ব রূপ দর্শন করিয়া নিত্যানন্দ পরমানন্দে বিহ্বল, ও রোমাঞ্চরূপ কাঁচুলিতে আবৃত হইয়া বিবিধ স্তবস্তুতি করিতে লাগিলেন,— হে মুরারি ! তুমিই হরি, তুমিই হর, তুমিই ব্রহ্মা, তুমিই জল, তুমিই অগ্নি, তুমিই চন্দ্র, তুমিই সূর্য, তুমিই আকাশ, তুমিই পৃথিবী, তুমিই বায়ু। হে ত্রিলোকনাথ ! তোমাকে প্রণাম, তোমাকে প্রণাম। (৩৩)

আরও,

কোনও কোনও পণ্ডিত বলিয়া থাকেন এই ছয়টি ভুজ অতি উগ্র কাম-ক্রোধাদি ছয়টি রিপুর নাশক। এই সব পণ্ডিতের মত সত্য হয়ত হউক ; কিন্তু হে মহাশয় ! আমরা বলি,—'ভুজচতুষ্টয় চতুর্বর্গদাতা, অপর একভুজ ভক্তিদাতা এবং অবশিষ্টটি প্রেমদাতা। (৩৪)

ণঅরবিহীএ অপ্পাণঅং ওবারিঅ সুরণঈসিণাণাং কদুঅ থিমিদণিঅ-বসণং চেচঅ আঅচ্ছন্তং পেকখিঅ কোবি মহুরদরং ভঅবদো ণামপদং, কোবি সরসদরং ভাঅবদপজ্জং, কোবি পেম্মপড়িপণ্ণং ললিদদরগীদং সুনাবেদি, তদো তং সুণন্তো জেব্ব মগ্গমজ্ঝম্মি ভূদলে ণিপড়িঅ থিমিদ-বসণণিবড়ন্ত-জলকদ্দমিঅ-দমিঅ-রজোভর-কদ্দমিঅসব্বঙ্গো বাপ্ফসলিলেহিং সীমন্তিদ-বচ্ছত্থলকদ্দমো আনন্দ-ভেম্হলদাএ লদাএ বদ্ধো বিঅ বিজ্জুদাম-দামপুঞ্জো বিঅ লুটন্তো বট্টেদি। তধাবিহং পেক্খিঅ তে সহঅরাও চাবল্লদোসদূসিদাও হসন্তো কোদূহলং কুণন্তি। মুহুত্তন্তরে ণিঅপরিঅণাও উত্থাবিঅ উণো সুরণঈং লম্ভিঅ উণ পক্খালিদ-সব্বঙ্গং সিণাবেন্তি। এদং সুণিঅ ণিঅতণ-অস্স ণঅস্স বইবসিঅং অণুতবই তস্স জণণী জণণীদিবিসারদাবি। [তত ঈশ্বর-ভাবস্তাবৎ ঈদৃশস্তস্য কথিতঃ, প্রেমাবেশোঽপি শ্রূয়তাম্,—অস্মিন্ পুরে ত্রিবিধা এব পুরুষাঃ। কেঽপি অনুরক্তাঃ, কেঽপি মধ্যমানুরক্তাঃ, কেঽপি নানুরক্তা নাপি বিরক্তাঃ; বিদ্যার্থিনো হি নগরবীথ্যামাত্মানমপবার্য সুর-নদীস্নানং কৃত্বা স্তিমিত-নিজবসনমেবাগচ্ছন্তং প্রেক্ষ্য কোঽপি মধুরতরং ভগবতো নামপদম্, কোঽপি সরসতরং ভাগবত-পদ্যম্, কোঽপি প্রেমপ্রতি-পন্নং ললিতভরগীতং শ্রাবয়তি। ততস্তং শৃণ্বন্নেব মার্গমধ্যে ভূতলে নিপত্য স্তিমিতবসননিপতজ্জলকর্দমিত-দমিত-রজোভর-কর্দমিতসর্বাঙ্গো বাষ্পসলিলৈঃ

বিরাগ—অহো, ইহা অতি অদ্ভুতই বটে! তারপর, তারপর?

ভক্তিদেবী—যেরূপ বলা হইল এইরূপই তাঁহার যত ঈশ্বরভাবের লীলা, এবার প্রেমাবেশ লীলাও শোন,—এই নবদ্বীপ নগরীতে ত্রিবিধ প্রকৃতির লোক বাস করে। কেহ শ্রীগৌরসুন্দরে একান্ত অনুরক্ত, কেহ মধ্যম অনুরক্ত, কেহ বা অনুরক্তও নয় বিরক্তও নয়—উদাসীন। একদিন গৌরসুন্দর যখন গঙ্গাস্নান করিয়া আর্দ্রবসনে চুপি চুপি ঘরে ফিরিতেছিলেন, এমন সময় হঠাৎ সহচর বিদ্যার্থিগণ তাঁহাকে দেখিয়া ফেলিল—অমনি কৌতুকে তাহারা কেহ ইঁহাকে অতি মধুর কৃষ্ণনাম গান শুনাইল, কেহ অতি শ্রুতিমধুর ভাগবতশ্লোক, অন্য কেহ প্রেমলীলাসূচক ললিত গান শুনাইল। শ্রবণমাত্র আনন্দ-বিহ্বলতায় প্রভু ভূমিতলে আছাড় খাইয়া পড়িলেন, আর্দ্রবস্ত্রের জলধারা আর নেত্রের জল ধারা—এই দুই ধারা একত্র হইয়া ভূমিতল

সীমন্তিত-বক্ষঃস্থল-কর্দম আনন্দবিহ্বলতয়া লতয়া বদ্ধ ইব বিদ্যুদ্দামদামপুঞ্জ ইব লুঠন্ বর্ততে। তথাবিধং প্রেক্ষ্য তে সহচরাশ্চাপলদোষদূষিতা হসন্তঃ কৌতূহলং কুর্বন্তি। মুহূর্তান্তরে নিজপরিজনা উত্থাপ্য পুনঃ স্বরনদীং লম্ভয়িত্বা পুনঃপ্রক্ষালিত-সর্বাঙ্গং স্নাপয়ন্তি। ইদং শ্রুত্বা নিজতনয়স্য নয়স্য বৈবশ্যমনুতপতি তস্য জননী জননীতিবিশারদাপি।] (৩৫)

বিরাগঃ—অহো প্রেমানন্দ-বৈবশ্যমবশ্যমস্য।

ভক্তিদেবী—অবসরস্সিং বাসরে বাসরেস-সহস্স-সরিস-মহামহাণন্দপরবসো আচারি-অরঅণ-পুররঅণ-পুরদো ণচ্চিঅ ণিঅঘরং আঅচ্ছন্তো মগ্গমজ্ঝম্মি কেণাবি বম্হণ-বন্ধুণা বন্ধুণাহো ণিঅঅণস্স দেও দিট্ঠো দিট্ঠিঅ তং সো সব্বঙ্গ-গলন্তসিত্তো সকাউবাঅং উবাঅং অণ্ণং ণ পেক্খিঅ কিম্পি গদন্তো আসি। ভো ভো সচীপুত্তঅ বিস্সংভর! ভবন্তং পভবন্তং পরমং পুরিসং সব্বে ণিঅদন্তি, দন্তি-বরবিকম বিক্কম-বৈভবং তুহ বহুদরং জ্জেব্ব ণিরূবেন্তি, জই মজ্ঝ পামরস্স এসো গও গও করিজ্জই, তদো সচ্চং জ্জেব্ব তুমং ভূমঙ্গলরুও ঈসরো সরোঅণঅণো সঅং জ্জেব্ব। [অপরস্মিন্ বাসরে বাসরেশ সহস্র-সদৃশ-মহামহানন্দপরবশ আচার্যরত্ন-পুররত্ন-পুরতো নর্তিত্বা নিজগৃহমাগচ্ছন্ মার্গমধ্যে কেনাপি ব্রাহ্মণবন্ধুনা বন্ধুনাথো নিজজনস্য দেবো দৃষ্টঃ, দৃষ্ট্বা তং স সর্বাঙ্গগলৎশ্বিত্রঃ সকাকুবাচমু-

---

কর্দমাক্ত করিয়া তুলিল, আর সেই ভূমিতলে গড়াগড়ি দেওয়াতে প্রভুর অঙ্গ কর্দমাক্ত হইয়া গেল। বক্ষঃস্থলের কর্দম অশ্রুধারায় ধুইয়া স্থানে স্থানে লালাপ্রায় লাগিয়া রহিল। এইমত স্বর্ণগৌর লতাজালে বদ্ধ বিদ্যুদ্দামের মত ভূমিতলে পড়িয়া রহিলেন। এই অবস্থা দেখিয়া চঞ্চল পঢ়ুয়া সব প্রভুকে উপহাস করিতে লাগিল। শ্রবণমাত্রে প্রভুর নিজজন ধাইয়া আসিয়া প্রভুকে উঠাইয়া গঙ্গায় লইয়া গেলেন এবং সর্বাঙ্গ মাজিয়া পুনরায় স্নান করাইয়া দিলেন। এই বৃত্তান্ত শ্রবণে লোকচরিত্রে অভিজ্ঞ হইলেও তাঁহার জননী নিজপুত্রের প্রেমবিকলতার জন্য শোক করিতে লাগিলেন। (৩৫)

বিরাগ—অহো ইহা এক অপূর্ব প্রেমানন্দ-বৈবশ্যই বটে।

ভক্তিদেবী—অপর একদিন সহস্র সূর্যসম তেজোময় ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গ পরমানন্দে বিহ্বল হইয়া আচার্যরত্নের রত্নগৃহ হইতে নাচিতে নাচিতে নিজগৃহে আসিতেছিলেন,—এমন সময় এক পাপী অধম ব্রাহ্মণ সেই শরণাগত-পালক নিজজন-দেবতাকে দেখিয়া ফেলিল। সর্বাঙ্গ-গলিত-কুষ্ঠী সেই নিরুপায়

পায়মন্তং ন প্রেক্ষ্য কিমপি গদন্নাসীৎ—ভো ভোঃ শচীপুত্র বিশ্বম্ভর। ভবন্তং প্রভবন্তং পরমং পুরুষং সর্বে নিগদন্তি, দন্তিবরবিক্রম! বিক্রমবৈভবং তব বহুতরমেব নিরূপয়ন্তি, যদি মম পামরস্য এষ গদো গতঃ ক্রিয়তে, তদা সত্যমেব ত্বং ভূমঙ্গলরূপ ঈশ্বরঃ সরোজনয়নঃ স্বয়মেব।] (৩৬)

বিরাগঃ—ততস্ততঃ ?

ভক্তিদেবী—তদো ভঅবদা জাদাণুকম্পেণ কম্পেণ রোমঞ্চেণ অ বিলসন্তদেহং তং বমহণপাসং পাসং মিচ্চুণো উবগদং লচ্ছীকদুঅ ণিঅদিদং—[ততো ভগবতা জাতানুকম্পেন কম্পেন রোমাঞ্চেন চ বিলসদ্দেহং তং ব্রাহ্মণপাশং পাশং মৃত্যোরুপগতং লক্ষীকৃত্য নিগদিতম্—] 'অয়ে যস্তাবদীশ্বরঃ, স খলু দুষ্প্রাপ এব সর্বেষাম্। কিমিতি মামুপলভসে, কিন্তু তবাস্য রোগস্যোপশমোপায় এক এব বর্ততে, তঞ্চেদাচরসি, তদাঽয়ং গমিষ্যতি, নাত্র সন্দেহো দেহোঽয়ং তব পূর্বতোঽপি সমীচীন এব ভবিতুমর্হতি।' (৩৭)

বিরাগঃ—ততস্ততঃ ?

ভক্তিদেবী—তদো বমহণাপসদেণ পহুপসাদেণ পফুল্ললোঅণেণ অণেণ গদিদং—'দেঅ কো সো উবাও।' তদো পহুণা ভণিদং ণিদংসণরূঅং কিম্পি।—[ততো

উপালভসে তিরস্করোষি। তং উপায়ং। অয়ং রোগঃ। (৩৭)

বিপ্র অতি কাতরকণ্ঠে প্রভুকে নিবেদন করিল—শোন হে শচীসুত বিশ্বম্ভর,—'সকলেই বলিতেছে তুমি ষড়ৈশ্বর্যশালী পরমপুরুষ শ্রীভগবান্, তোমার প্রভাব-প্রতিপত্তিও বহু বহু যথা তথা প্রচারিত হইতেছে। তাই বলি, যদি আমা-হেন পামরকে এই দুরন্ত রোগ হইতে মুক্ত করিতে পার তবেই বুঝিব সত্যই তুমি ভুবনমঙ্গল কমলনয়ন শ্রীহরি। (৩৬)

বিরাগ—তারপর তারপর ?

ভক্তিদেবী—এই প্রার্থনা শ্রবণে গৌরহরি করুণায় গলিয়া গেলেন—তাঁহার শ্রীঅঙ্গ কম্প-রোমাঞ্চে ব্যাপ্ত হইল.—ঐ গলিতকুষ্ঠী বিপ্রের মৃত্যু আসন্ন দেখিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন—'ওহে বিপ্র, ঈশ্বর যিনি—তিনি সবলেরই দুষ্প্রাপ্য,—তবে আর কেন আমাকে এভাবে উপহাস করিতেছ? কিন্তু শোন, তোমার এই রোগ-উপশমের নিশ্চিত উপায় একটি আছে। সেইমত কাজ কর, তোমার রোগ-শান্তি হইয়া যাইবে, ইহাতে সন্দেহ করিও না, তোমার এই দেহ তো পূর্ব হইতেও সুন্দর হইবারই উপযুক্ত। (৩৭)

ব্রাহ্মণাপসদেন প্রভুপ্রসাদেন প্রফুল্ললোচনেনানেন গদিতম্—'দেব ! কোঽসৌ উপায়ঃ ?' ততঃ প্রভুণা ভণিতং নিদর্শনরূপং কিমপি ।—] 'অয়ে দ্বিজবন্ধো ! বন্ধোরখিলজগতাং গতাংহঃসঙ্ঘানাং ভগবতঃ প্রেমপরায়ণানাং প্রধানতমোঽয়মদ্বৈতাচার্যঃ। অস্য চেৎ পাদোদকং পিবসি, তদা পাপকৃতো কৃতোঽয়ং গদো হেত্বভাবে হৈতুকাভাব ইতি দূরীভবিষ্যতি ।' তদো বম্হণেণ গদিদং—'তুহ সংদংসণাদো জ্জেব গমিস্সদি, কিং উণ কধিদেণ উবাঅ-বিসেসেন ত্তি তস্স পহাবাদো তধা কিদে সদি পুব্বদো বি সমীচীণদেহো সো সংবুত্তো। [ততো ব্রাহ্মণেন গদিতম্—'তব সন্দর্শনাদেব গমিষ্যতি, কিং পুনঃ কথিতেনোপায়বিশেষেণ' ইতি তস্য প্রভাবাত্তথা কৃতে সতি পূর্বতোঽপি সমীচীনো দেহোঽসৌ সংবৃত্তঃ।] (৩৮)

বিরাগঃ—কিং চিত্রমিদং তস্য ভগবতঃ ? তৎ কথয়, ক্ব গচ্ছন্তীচ্ছন্তী চ কিং তত্রভবতী ভবতী, যত ইয়ং ছায়ামাত্রসহচরী চরীকর্তিতরাম্। (৩৯)

দ্বিজবন্ধো বিপ্রাধম। গতাংহঃ-সংঘানাং গতপাপসমূহানাং। গদো রোগঃ। হেত্বভাবে কারণাভাবে কার্যাভাব ইতি হেতোঃ। (৩৮)

তত্র ভবতীতি তত্র শব্দোত্তরং ভবৎ শব্দঃ পূজ্যবাচকঃ। ছায়ামাত্রসহচরী অন্যঃ কোপি নাস্তীতি ভাবঃ। চরীকর্তি পুনঃ পুনঃ অতিশয়ং বা করোতি। (৩৯)

বিরাগ—তারপর তারপর ?

ভক্তিদেবী—তারপর সেই বিপ্রাধম প্রভুর প্রসন্নতায় উৎসাহিত হইয়া বলিলেন—দেব ! কি সেই উপায় ? প্রভু সেই নিশ্চিত উপায়টি ব্যক্ত করিলেন—'ওহে বিপ্রাধম শোন, এই শ্রীঅদ্বৈতাচার্য হইলেন অখিলজগৎ-হিতকারী-বিশুদ্ধাত্মা, ও কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পরমভাগবতগণের মধ্যে প্রধানতম। যদি ইঁহার পাদোদক পান কর তবে পাপ-ফল তোমার এই যে ব্যাধি তাহা 'কারণের অভাবে কার্যের অভাব' ন্যায়ে দূরীভূত হইয়া যাইবে। ইহাতে বিপ্র বলিলেন—তোমার শুভদৃষ্টিপাতেই রোগশান্তি হইয়া যায়,—তোমার উপদিষ্ট উপায়-বিশেষের কথা আর বলিবার কি আছে ? অতঃপর ঐ উপদেশমত কাজ করিয়া শ্রীগৌরকরুণা-প্রভাবে ঐ বিপ্র পূর্ব হইতেও সুন্দর দেহ প্রাপ্ত হইল। (৩৮)

বিরাগ—সেই ভগবানের পক্ষে ইহা এমন কি আর আশ্চর্য। আচ্ছা দেবি, এবার বলুন তো আপনি এখন কি অভিপ্রায়ে কোথায় এরূপ ত্রস্তব্যস্ত হইয়া

ভক্তিদেবী—অজ্জ অজ্জউত্তো সিরিবাস-বাসমজ্ঝম্মি আঅদেণ অদ্দৈঅদেএণ সদ্ধং কিম্পি ণিব্বিরহরহস্স-বুত্তন্তং কুণন্তো বট্টদি, তং অণুসরিদুং তুবরেমি। [অদ্য আর্যপুত্রঃ শ্রীবাসবাসমধ্যে আগতেনাদ্বৈতদেবেন সার্ধং কিমপি নির্বিরহ-রহস্য-বৃত্তান্তং কুর্বন্ বর্ততে, তমনুসর্তুং ত্বরয়ামি।]

বিরাগঃ—ভগবতি! তৃতীয়প্রশ্নস্যোত্তরমবশিষ্যতে। শিষ্যতেয়ং ভবত্যা মম। তদনুশাধি মাম্—স কিং মদাশ্রয়ো ভবিতাঽবিতা বা কিং মাম্?

ভক্তিদেবী—(সংস্কৃতেন) অথ কিম্?

২৪। আনন্দোঽপি চ মূর্তো, ব্যাপী চ তথা পরিচ্ছিন্নঃ।
তদ্বন্নিত্যবিলাসো-,ঽপি চ বৈরাগ্যাশ্রয়ো ভগবান্॥

তদেহি সহৈব গচ্ছাবঃ। (৪০)

(ইত্যুভৌ নিষ্ক্রান্তৌ)

(ততঃ প্রবিশত্যাসনস্থো ভগবান্ বিশ্বম্ভরোঽদ্বৈতাচার্যশ্চ পরিতঃ শ্রীবাসাদয়শ্চ)

নিরাশ্রয়স্য মম বা কিমসৌ ভবিতাশ্রয় ইতি তৃতীয় প্রশ্ন তস্য শিষ্যত্বং। স শ্রীগৌরাঙ্গঃ। মূর্তো ব্যাপী মূর্তিমান্ সর্বত্র ব্যাপী। (৪০)

একাকিনী চলিয়াছেন? (৩৯)

ভক্তিদেবী—আজ প্রভু গৌরসুন্দর শ্রীবাসগৃহে অদ্বৈতদেবের সহিত কোন্ও এক গূঢ় রহস্যালাপে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। উহাই শুনিবার লোভে তাড়াতাড়ি করিতেছি।

বিরাগ—ভগবতি! তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর এখনও বাকী;—আমি আপনার শিষ্য; অতএব আমাকে উপদেশ করুন। তিনি কি আমার আশ্রয় বা পালক হইবেন?

ভক্তিদেবী—হইবেন বৈ কি?

শ্রীভগবান্ যেমন অমূর্ত আনন্দ হইয়াও মূর্ত হন এবং সসীম হইয়াও অসীম হন—সেইরূপ নিত্যবিলাসী হইয়াও বৈরাগ্যের আশ্রয় হন।

অতএব এস আমরা এক সঙ্গে যাই। (৪০)

(উভয়ের প্রস্থান)

(পট-পরিবর্তন হইল—দেখা গেল ভগবান্ শ্রীবিশ্বম্ভর আসনে বসিয়া আছেন)

ভগবান্—(সপরিহাসমদ্বৈতং প্রতি) সীতাপতির্জয়তি লোকমলঘ্নকীর্তিঃ।

অদ্বৈতঃ—কুতোঽত্র রঘুনাথো নাথো হি যদূনাময়মুজ্জৃম্ভতে তত্রভবান্ ভগবান্।

ভগবান্—অদ্বৈত! তব বিচ্ছেদ-চ্ছেদকর উপায়ো নিরপায়ো নিরবধি ময়া চিন্ত্যতে, যেন নিরন্তরা নিরন্তরা যা সহবসতিঃ স্যাৎ। (৪১)

শ্রীবাসঃ—দেব! যদ্যপি শান্তিপুরবাস এবাদ্বৈতোপযোগী, তথাপি নবানাং ভক্তীনাং দ্বীপ ইবেতি নবদ্বীপে চরণাবির্ভাবাবধি অত্রৈবাদ্বৈতপক্ষপাতঃ। তেন ব্যাপকো নিত্যানন্দশ্চাত্র। (৪২)

অদ্বৈতঃ—অতোঽত্র শ্রীবাসঃ।

শ্রীবাসঃ—সা তু তিরোভূতৈব।

উজ্জৃম্ভতে প্রকাশতে। নির্গতোঽপায়ো বিঘ্নোযতঃ। যেন অবিচ্ছেদেন যা নিরন্তরা তব শান্তিপুরবাসত্বাৎ ন, নবদ্বীপবাসত্বাৎ. সহ বসতিঃ স্যাৎ অর্থাদত্রাবাসঃ কর্তব্যঃ। নিরন্তরা যা নির্বিঘ্না অব্যবহিতা ইত্যর্থঃ। (৪১)

ইষ্টনিষ্ঠাতৃষ্ণাত্যাগঃ শান্তিঃ,— শান্তিরেব পুরঃ তত্র বাসঃ শান্তিপুরবাসঃ।

শ্রীগৌরাঙ্গ তব চরণাবির্ভাবাবধি অত্র নবদ্বীপে পক্ষপাত ইতি শ্রীপ্রভুনা সহাদ্বৈতত্বাৎ। নিত্যানন্দাদ্বৈতয়োরপ্যভেদত্বাৎ। (৪২)

অত্র নবদ্বীপে শ্রিয়া সহ বাসো যস্য স শ্রীবাসঃ ভগবান্। সা লক্ষ্মীঃ। (৪৩)

(আরও দেখা গেল—বিশ্বম্ভরের পাশে শ্রীঅদ্বৈতকে, ও চতুর্দিকে শ্রীবাসাদিকে)

ভগবান্—(সপরিহাসে অদ্বৈতের প্রতি) অখিল লোক-কলুষহারী-কীর্তি সীতাপতির জয় হউক।

অদ্বৈত—এখানে রঘুনাথ কোথায়? ভগবান্ যদুপতি তোমাকেই তো সম্মুখে উপস্থিত দেখিতেছি। (৪১)

ভগবান্—অদ্বৈত! তোমার সহিত বিচ্ছেদ-অবসানের কোনও নির্বিঘ্ন উপায় আমি নিরন্তর চিন্তা করি,—যাহাতে নিরন্তর নির্বিঘ্নে একত্র বাস করা যায়।

শ্রীবাস—দেব! যদিও শান্তিপুর-বাসই অদ্বৈতের সব দিক্ দিয়ে সুবিধাজনক—তথাপি নবধা ভক্তির পীঠস্বরূপ এই নবদ্বীপে তোমার আবির্ভাবাবধি ইঁহার প্রতিই ওনার পক্ষপাত দেখা যাইতেছে। আর এই একই কারণে ভগবান্ নিত্যানন্দও এখানে আসিয়া বাস করিতেছেন। (৪২)

অদ্বৈত—আর এই একই কারণে শ্রীবাসও এখানে বাস করিতেছেন।

শ্রীবাস—(শ্রী অর্থ লক্ষ্মীদেবী)—তাঁহার তিরোধানের কথা তো সর্বজন-বিদিত।

ভগবান্—শ্রীবিষ্ণুভক্তিঃ, সা ভবৎসু সৎসু বর্তত এব।

অদ্বৈতঃ—ইদানীং সৈব বিষ্ণুপ্রিয়া।

ভগবান্—অথ কিম্? সৎসু জ্ঞানাদিমার্গেষু ভক্তিরেব বিষ্ণোঃ প্রিয়া।

অদ্বৈতঃ—অতএব ভগবানপি তামঙ্গীচকার। (৪৩)

(নেপথ্যে)

ভো ভো বিশ্বজনন্যা শচীদেব্যা নিগদ্যতে—অদ্বৈতস্যান্যত্র বিশ্রামস্থলী ন কার্যা, মমৈবালয়ে বিশ্রমণীয়ো মণীযোগ ইব স্বয়ং বৃত্তঃ।

অদ্বৈতঃ—(আকর্ণ্য)—যথাজ্ঞাপয়তি বিশ্বজননী, তদুচ্যতাং সহৈবাদ্য ভোক্তব্যং ভগবতা বিশ্বম্ভরেণ ভরেণ হর্ষস্য মন্থরোঽয়ং মে দেহঃ।

শ্রীবাসঃ—তন্মমাপি মাপিতব্যং তত্র ভোজনম্। (৪৪)

নিগদ্যতে যৎ তৎ মনোদত্ত্বা শ্রূয়তাং। ন কার্যা ন কর্তব্যাঃ মণীযোগ ইতি মণির্যথান্যত্র ন যুজ্যত এবম্ভূতঃ স্বয়মদ্বৈতো বৃত্তঃ। মন্থরঃ হর্ষস্য ভরেণাতিশয়েন মন্থরঃ মন্দগামী। মাপিতব্যং প্রাপণীয়ং। (৪৪)

ভগবান্—শ্রী অর্থ বিষ্ণুভক্তি—ইনিতো সাধু তোমাদের হৃদয়ে বিরাজমানই আছেন।

অদ্বৈত—ইদানীং তিনিই বিষ্ণুপ্রিয়া রূপে বিদ্যমান।

ভগবান্—ঠিকই তো,—সৎসু অর্থাৎ কর্ম-জ্ঞানাদি অনেক মার্গের মধ্যে ভক্তিই শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া।

অদ্বৈত—সেই কারণেই তো ভগবানও তাঁহাকে অঙ্গীকার করিয়াছে। (৪৩)

(নেপথ্যে)

ওহে শোন শোন, বিশ্বজননী শচীদেবী বলিয়া পাঠাইয়াছেন—আমাদের অতিভাগ্যে যদি অদ্বৈতের শুভাগমন হইল তবে অন্য কোথাও তাঁহার বিশ্রামস্থান হওয়া উচিত নয়। আজ আমার গৃহে তাঁহার নিমন্ত্রণ, তিনি আমার গৃহে আসিয়া বিশ্রাম করিবেন।'

অদ্বৈত—(ঐ কথা শুনিয়া) জগন্মাতার যেরূপ আদেশ, শচীমাতাকে বলো—'ভগবান্ শ্রীবিশ্বম্ভরের সহিত আমার আজ আহার হইবে এই মহানন্দে আমার দেহ জড়তা প্রাপ্ত হইতেছে।'

শ্রীবাস্—আমি কেন বঞ্চিত হইব—আমার জন্যও ঈশ্বর আজ শচীগৃহেই অন্ন মাপিবেন। (৪৪)

ভগবান্—তর্হি পরিশ্রমোঽস্য মহান্ ভবিতা বিতানেন পাকস্য।

অদ্বৈতঃ—অস্যেতি কিমুচ্যতে, তস্যা ইত্যুচ্যতাম্। (ইতি কঞ্চিদাত্মনীনং তত্র প্রেষয়তি। স চেঙ্গিতং বুদ্ধা নিষ্ক্রান্তঃ।) (৪৫)

(অদ্বৈতঃ শ্রীবাসস্য কর্ণে লগতি।)

ভগবান—কিমাহাচার্য আচার্যঃ ?

শ্রীবাসঃ—শ্রীনিত্যানন্দেন দেবস্য ষড়্ভুজং রূপমবলোকিতং তদ্‌ভবতে দর্শনীয়মিতি স্বরূপদর্শনায় যদঙ্গীকৃতং মহ্যং মহ্যং তৎ কথং ন দর্শ্যতে ভগবতাবতা-দৃষ্টং মে কীদৃশমিতি। (৪৬)

অস্য অদ্বৈতস্য। বিতানেন বিস্তারেণ। তস্যাঃ শচীদেব্যাঃ।

আত্মনীনং আত্মীয়ং জনং। স সহচরঃ। (৪৫)

স্বরূপেতি দ্বিভুজ মুরলীধর শ্যামসুন্দররূপ দর্শনায়। বত ইতি খেদে। (৪৬)

ভগবান্—তাহা হইলে বহুজনের পাকে ইঁহার (অস্য—ইঁহার অর্থাৎ অদ্বৈতের) অত্যন্ত পরিশ্রম হইবে।[১]

অদ্বৈত—'অস্য' শব্দ ব্যবহার করিলে কেন (শচীমাতার উদ্দেশ্যে) 'তস্যাঃ' বলাই তো উচিৎ ছিল।[২]

(এইরূপ বলিয়া কোনও নিজজনকে শচীমাতার নিকট পাঠাইলেন, সেও ইঙ্গিত বুঝিয়া বাহির হইয়া গেল।) (৪৫)

(অদ্বৈত শ্রীবাসের কানে কানে কোন কথা বলিলেন।)

ভগবান্—শ্রীবাস ! আচার্য কি বলিল ?

শ্রীবাস—আচার্য বলিতেছেন—'বিশ্বম্ভর অঙ্গীকার করিয়াছিল—সে নিত্যানন্দকে যে ষড়্ভুজ রূপ দেখাইয়াছিল তাহা আমাকেও দেখাইবে—কিন্তু আমার

১। শ্রীশচীমাতার পাচিত অন্ন অদ্বৈত গ্রহণ করিবেন কি করিবেন না, এ বিষয়ে অদ্বৈতের মন পরীক্ষা করিবার জন্যই এইরূপ কথার অবতারণা।

২। অদ্বৈত প্রভু বলিলেন—তুমি পুংলিঙ্গ বাচক 'অস্য' শব্দ ব্যবহার করিয়া ইঙ্গিত করিতেছ, —তোমার ঘরে গিয়া আমি নিজে রান্না করিয়া আহার করিব ; তা' কেন ? শ্রীশচীদেবী জগন্মাতা—তাহার হাতের পাচিত অন্ন খাইতে কি কাহারও আপত্তি হইতে পারে ? কাজেই স্ত্রীলিঙ্গ বাচক 'তস্যাঃ' শব্দ ব্যবহার করাই উচিৎ ছিল।

ভগবান্—(সাবহিত্থম্) মম স্বরূপমিদমেব, যদিদমদ্বৈতপ্রেমপাত্রম্ ।

অদ্বৈতঃ—(স্বগতম্) কিমত্র ব্রুমহে মহেচ্ছং প্রতি, যদি তবৈতদেব স্বরূপম্, তদা দর্শনীয়-শ্যামসুন্দরবিগ্রহাভিলাষো বিশ্রান্তঃ। যদি স এব স্বরূপমিত্যুচ্যতে, তদাস্মিন্ প্রেমহানিঃ। (ইতি ক্ষণং পরামৃশতি।)

শ্রীবাসঃ—অস্মাকমিদমেব ভগবদ্বপুঃ প্রেমপাত্রমত্র কঃ সন্দেহঃ ? কিন্তু স্বয়মেবোক্তং তদ্ভবতে দর্শয়িষ্যামীতি কৃত্বাঽসৌ নিবেদয়তি। (৪৭)

ভগবান্—উন্মাদদশায়াং কেন কিং ন ভণ্যতে ?

শ্রীবাসঃ—ভগবন্ ! অন্যোন্মাদস্তু ব্যাধিরেব। অয়ন্তু তবোন্মাদো দ্রষ্টৃশ্রোতৄণামপি ভবব্যাধিনির্মূলকঃ। কিঞ্চ, জীবস্তু বস্তুতঃ ক্ষুদ্রানন্দেনাপি বিলুপ্তধীরধীর

সাবহিত্থাকারগুপ্তিঃ তয়া সহ বর্তমানং যথাস্যাৎ। স্বগতং ভগবতঃ ইদং মম স্বরূপং ইতি সামান্যোক্তত্বাৎ ষড়্ভুজরূপমাশঙ্ক্য মনসি চিন্তিতং।

স্বরূপং গৌররূপং। দর্শনীয়েতি অস্মাভির্দর্শনীয়ে শ্যামসুন্দরবিগ্রহে অভিলাষো যস্য এবম্ভূতো গৌরাঙ্গ এব দর্শনীয় বিশ্রান্তঃ অস্মাকং বিশ্রামঃ ॥

অস্মিন্ গৌররূপে। ভগবদ্বপুঃ গৌররূপং। অসৌ অদ্বৈতঃ। (৪৭)

বিলুপ্তধীঃ বিলুপ্তবুদ্ধিঃ সন্।

কি দুর্দৈব—অঙ্গীকার করিয়াও সে তাহা আমাকে দেখাইতেছে না কেন ?' (৪৬)

ভগবান্—(ভাব-গোপনসহ) এই যে সম্মুখে দেখিতেছ ইহাই আমার স্বরূপ—যেহেতু ইহা অদ্বৈতের প্রেমের বিষয়।

অদ্বৈত—(স্বগত) মহাপ্রভুকে এখন আমি বলি কি ? যদি বলি এই গৌররূপই তোমার স্বরূপ তবে শ্যামসুন্দরবিগ্রহ-দর্শন-অভিলাষের বিরাম হয়, আর যদি বলি শ্যামসুন্দররূপই তোমার স্বরূপ, তবে গৌরে প্রেমহানি হয়।

(এই বলিয়া ক্ষণকাল চিন্তা করিতে লাগিলেন)

শ্রীবাস—একমাত্র এই গৌরবিগ্রহই আমাদের প্রেমের বিষয়—ইহাতে সন্দেহ কি ? কিন্তু তুমি নিজেই তো দর্শন করাইতে চাহিয়াছিলে—উনি সেই কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছেন মাত্র। (৪৭)

ভগবান্—উন্মাদ দশায় কে কি-না বলে ?

শ্রীবাস—ভগবন্, অন্যের উন্মাদ ব্যাধিই বটে, কিন্তু তোমার এই উন্মাদ দর্শক-

এব ভবতি। ঈশ্বরস্য স্বানন্দস্বরূপত্বাজ্ জ্ঞান-স্বরূপত্বাচ্চ কিং কেন বাধ্যতাম্।
তেন স্বাধীনানন্দঃ স্বাধীনজ্ঞানশ্চায়ম্। (৪৮)

ভগবান্‌—(সস্মিতম্) তৎ খলু মদধীনং ন ভবতি, যন্ময়া দর্শয়িষ্যতে, স্বয়মেব ভাবচক্ষুষা দৃশ্যতাম্। (ইতি তদন্তঃকরণে স্বরূপমাবির্ভাবয়তি।)

(অদ্বৈতশ্চক্ষুষী নিমীল্য প্রণিধানং নাটয়তি।)

শ্রীবাসঃ—(চিরং নির্বর্ণ্য) অহো চিত্রম্! অদ্বৈতোঽদ্বৈতোপরি পরিবর্ততে।

তথা হি—২৫। যদ্‌বাহ্যেন্দ্রিয়-বৃত্তয়োঽস্য গলিতাঃ স্বানন্দসান্দ্রো লয়ঃ
কোঽপ্যন্তঃকরণস্য হন্ত নিতরাং স্পন্দেন মন্দংবপুঃ।
আত্মাপ্যেষ লয়ং যযাবনুভবাস্বাদে পরে বস্তুনি
প্রায়োঽয়ং শ্বসিতীতি বোধবিষয়ং প্রাপ্নোতি রোমোদ্‌গমৈঃ॥ (৪৯)

কেন উন্মাদ ব্যাধিনা। তেন হেতুনা। অয়ং তবোন্মাদঃ। (৪৮)

তৎ স্বরূপং। স্বয়ং অদ্বৈতেন। তৎ অদ্বৈতস্য। শ্রীগৌরাঙ্গোঽত্র ণিচ্-কর্তা। নিমীল্য মুদ্রিতং কৃত্বা। নির্বর্ণ্য দৃষ্ট্বা। অদ্বৈতো নাস্তি দ্বিতীয়ো যস্য স গৌরাঙ্গঃ যতস্তস্মাৎ সর্বে সুখবিশিষ্টাঃ। অস্য অদ্বৈতস্য। গলিতাঃ দ্রবীভূতাঃ রূপাদি-গ্রহণাযোগ্যত্বাৎ। কোঽপ্যনির্বচনীয়ঃ। নিতরাং নিতান্তঃ। শ্বসিতি অয়ং অদ্বৈতঃ প্রাণধারয়তি প্রায়ঃ রোমাদ্গমৈরিত্যস্মাৎ। (৪৯)

শ্রোতার ভব-ব্যাধির নির্মূলক, আরও জীব বস্তুতঃ ক্ষুদ্র আনন্দের স্পর্শেই বুদ্ধিবৃত্তির লোপে চঞ্চল হইয়া উঠে; কিন্তু শ্রীভগবান্ আনন্দস্বরূপ ও জ্ঞানস্বরূপ হওয়ায় তাঁহাকে বশীভূত করিবে এমন কে আছে? সুতরাং তোমার এই উন্মাদ—আনন্দ ও জ্ঞানের স্বাধীন গতির অভিব্যক্তি মাত্র। (৪৮)

ভগবান্—(মৃদুহাসিয়া) সেই শ্যামসুন্দররূপ আমার অধীন নয় যে আমি দেখাইব। আচার্য নিজে নিজেই ভাবনয়নে দেখুক।

(এই বলিয়া আচার্যের হৃদয়ে মধুর শ্যামসুন্দররূপ উদয় করাইলেন।)

(অদ্বৈত নয়ন মুদ্রিত করিয়া ধ্যানস্থের ভাবে বসিলেন।)

শ্রীবাস—(বহুক্ষণ আচার্যকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন) অহো কি আশ্চর্য! বিশ্বম্ভর অদ্বৈতে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে সুখস্বরূপে পরিবর্তিত করিয়া দিতেছে।

যেহেতু—২৫। ইঁহার বাহ্যেন্দ্রিয়বৃত্তি বিলুপ্ত হইয়াছে, অন্তঃকরণ কোনও অনির্বচনীয় পরমানন্দরসে নিমগ্ন হইয়াছে, দেহ সম্পূর্ণ নিস্পন্দ হইয়া গিয়াছে এবং আত্মা অনুভব ও আস্বাদন-তন্ময়তায় শ্রীভগবানে

ভগবান্—এবমেব তদাস্বাদ-সংবাদঃ।

শ্রীবাসঃ—ভগবন্! তবৈব নাট্যমিদং বহির্ন দর্শিতমস্মাভিরপি ন দৃশ্যত ইতি ভবত্বস্মাকং তবৈতদেব রূপং মহাধনম্, কিন্ত্বধুনা ধুনাতু ভবান্ মাতঃ পরং পরন্তপ চেতোঽস্য তিরোধাপয়ান্তঃকরণাৎ তদ্রূপমন্যথা সমাধি-সমা ধিষণাস্য ন পরং বহিশ্চারিণী ভবিষ্যতি। পৃচ্ছামশ্চৈতং কিং দৃষ্টমিতি। (৫০)

ভগবান্—স্বয়মেবাসৌ প্রবোধ্যতাম্। (ইতি তদন্তঃকরণাত্তদ্রূপং তিরোভাবয়তি।)

(অদ্বৈতো হৃদি স্ফুরদ্রূপং তৎ কিমপ্যনালোকয়ন্ সুপ্তোত্থিত ইব চক্ষুষী উন্মীল্য ক্ষণং তদেব পশ্যন্নিব দশাং কামপ্যভিনয়তি।)

ভগবান্—অদ্বৈত! কিমীক্ষ্যতে? (৫১)

দর্শিতং ভবদ্ভিরিতি শেষঃ। রূপং গৌররূপং ধুনাতু ধুঞ্ কম্পনে। অস্য অদ্বৈতস্য। সমাধীতি সমাধৌ যোগে সমা বুদ্ধিঃ। তং অদ্বৈতাচার্যং। (৫০)

স্বয়মিতি স্বয়া শ্রীবাসেন অসৌ অদ্বৈতঃ। তদ্রূপং সান্দ্রানন্দ রূপং। কিমপি অনির্বচনীয়ং। তৎ স্বরূপং। (৫১)

বিলীন হইয়াছে,—কেবলমাত্র রোমাঞ্চের দ্বারা প্রাণের লক্ষণ বুঝা যাইতেছে। (৪৯)

ভগবান্—শ্রীভগবৎ-মাধুর্য-আস্বাদনের অনুভব এইরূপই হইয়া থাকে।

শ্রীবাস—ভগবন্, এ তোমারই নাট্য,—বাহিরে প্রকাশ করিলে না, আমরাও দেখিলাম না,—সে যাহা হউক, তোমার এই মধুর গৌররূপই আমাদের একমাত্র মহাধন। কিন্তু হে মহাপরাক্রম প্রভু! তুমি আর ইঁহাকে চঞ্চল করিও না; ইঁহার চিত্ত হইতে ঐ রূপ তিরোহিত করিয়া লও, অন্যথায় সমাধিস্থ ইঁহার বুদ্ধিবৃত্তি পরে আর বাহ্যবিষয়ে সঞ্চারিত হইবে না। আর তা'ছাড়া, ইঁহাকে আমরা জিজ্ঞাসা করিব কি দেখিয়াছে। (৫০)

ভগবান্—আমি তো কর্তা নই—ইঁহার বাহ্যজ্ঞান আপনা-আপনি ফিরিয়া আসিবে। (এই বলিয়া তাঁহার অন্তঃকরণ হইতে ঐ রূপ তিরোহিত করিলেন।)

(অদ্বৈত হৃদয়ে স্ফুরিত সেই অনির্বচনীয় মধুর রূপ আর না দেখিয়া স্বপ্নোত্থিতের মত অর্দ্ধনিমীলিত নয়নে সেই রূপ যেন দেখিতেছেন এইরূপ ভাবে কোনও এক অপূর্ব দশা অভিনয় করিতে লাগিলেন।)

ভগবান্—অদ্বৈত, কি দেখিতেছেন? (৫১)

অদ্বৈতঃ—(স্বপ্নায়মান ইব গ্রহগ্রস্ত ইব চ কিমপি পঠতি ।—)

২৬। অকস্মাদুন্মীলন্নবকুবলয়স্তোমসুরভি-,
র্ঘনশ্রেণী-স্নিগ্ধঃ-স্তবকিত-তমালাবলিঘনঃ।
প্ররোহন্নীলাশ্ম-ব্যতিকর-বিশেষোজ্জ্বলতরো,
মহঃপূরঃ কোঽয়ং নয়নপদবীং রোচয়তি নঃ ॥

অপি চ,

২৭। পশ্যাম চিৎকিরণমণ্ডলমধ্যবর্তি-,প্রত্যঙ্গকং মধুরিমামৃতপূরপূর্ণম্ ।
বংশীকল-ক্বণিতকেলি-কলাবিদগ্ধ-,মাস্তং মহোঘনসহোদরমাবিরাস্তে ॥ (৫২)

শ্রীবাসঃ—অহো বর্তমানপ্রয়োগাদতীতমপি প্রত্যক্ষমন্যমানোঽয়ং নিগদতি।

ঘনশ্রেণী মেঘশ্রেণী। হল্লীতি নারীণাং মণ্ডলীনৃত্য পরস্পর বিশেষেণ উজ্জ্বলতরঃ। মহঃ পূরঃ তেজসামালয়ঃ। কোঽয়ং অনির্বচনীয়ঃ। নয়নপদবীং নেত্রপথং চোরয়তি আবৃণোতি যত্র যত্র নেত্র সরণং তত্র তত্র স্ফুরন্তীতি ভাবঃ।

চিৎ চিচ্ছক্তিঃ হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎ ইত্যুচ্যতে। শ্যাম চিচ্ছক্তি কিরণ মণ্ডলমধ্যবর্তিচ প্রত্যঙ্গং যস্য এবম্ভূতমানন্দস্বরূপং। পূরঃ প্রবাহঃ। বংশ্যাঃ মধুরাস্ফুটধ্বনিতকেলিনৈপুণ্যেষু বিদগ্ধং। (৫২)

প্রত্যক্ষম্মন্যমানঃ তৎ আনন্দং। অয়মদ্বৈতঃ।

অদ্বৈত—(স্বপ্নগ্রস্ত ও গ্রহগ্রস্ত ভাবে কোনও এক অপূর্ব শ্লোকে রসোদ্গার করিতে লাগিলেন।)

২৬। প্রফুল্ল নবকমলসম সুরভিপূর্ণ, মেঘপুঞ্জসম স্নিগ্ধ, স্তবকিত ঘন তমাল তরুশ্রেণীসম নিবিড় শ্যাম, ও নবঅঙ্কুরিত-পুঞ্জীভূত নীলকান্ত-মণিতুল্য অতিশয় উজ্জ্বল এক অপূর্ব পুঞ্জীভূত তেজোরাশি আমার নয়ন-যুগলের সম্মুখে অকস্মাৎ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে।

আরও,—

২৭। যাঁহার প্রতি অঙ্গ-মাধুরিমা অমৃতপ্রবাহে উচ্ছলিত, বংশীর মৃদুমধুর ধ্বনিত-বিহারে যিনি রসিকশেখর, যাঁহার অঙ্গলাবণি নবমেঘতুল্য স্নিগ্ধশ্যাম সেই শ্রীহরি ঐ চিৎকিরণপুঞ্জের মধ্যবর্তী স্থানে দীপ্তি পাইতেছেন। (৫২)

শ্রীবাস—অহো বর্তমান কালের প্রয়োগে বুঝা যাইতেছে যে ইনি অতীত-দৃষ্ট বস্তুই প্রত্যক্ষের মত বোধে রসোদ্গার করিতেছেন।

ভগবান্—আনন্দস্য বর্তমানত্বাৎ তদাকর্ণয় ভূয়োঽপি বিবক্ষুরয়ম্। (সর্বে তূষ্ণীং তিষ্ঠতি।)

অদ্বৈতঃ—২৮। সুশ্যাম-দীর্ঘঘনকুঞ্চিত-কেশপাশং,
সুভ্রূলতং স্বলকমুন্নত-চারুনাসম্।
আলোল-শোণ-বিপুলায়ত-নেত্রপদ্মং,
বন্ধুকবান্ধব-সুরেখ-শুভাধরৌষ্ঠম্॥ (৫৩)

২৯। শ্রীবৎস-কৌস্তুভ-রমাসুষমাসমেত-,বক্ষঃস্থল-স্খলদুদার-সুতারহারম্।
আপাদলম্বি-বনমাল্য-সুপাল্যমানং, সদ্‌বৃত্ত-দীর্ঘতর-পীবর-বাহুদণ্ডম্॥ (৫৪)

শ্রীবাসঃ—কথমকস্মাদস্যৈবমভিনিবেশো জাতঃ ?

ভগবান্—শ্রূয়তাম্—

৩০। ধ্যানাভ্যাসকৃতা স্ফূর্তিঃ, স্ফূর্তিঃ সা তু চিরাদ্‌ভবেৎ।
যাঽকস্মিকী হৃদি হরেঃ সাবতার ইবাপরঃ॥

ভূয়ঃ পুনরপি। বিবক্ষুঃ বক্তুমিচ্ছুঃ। বন্ধুকবান্ধবঃ বন্ধুক সদৃশঃ। (৫৩)

রমেতি লক্ষ্মীচিহ্নং এতাসাং সুষময়া সমেতং সহিতং বক্ষঃস্থলে আন্দোলায়মানং উদার সুতারং হারং যস্য এবংভূতং। সদ্বৃত্তং সাধুবৃত্তং। পীবরং মহৎ। ৫৪)

অস্য অদ্বৈতাচার্যস্য। চিরাৎ চিরং ব্যাপ্য। (৫৫)

ভগবান্—ইঁহার হৃদয়ে আনন্দ উচ্ছলিত হইয়া উঠিতেছে, তাই ইনি আরও কিছু বলিতে ইচ্ছুক হইতেছেন,—তোমরা চুপ করিয়া শোন। (সকলে চুপ হইয়া গেলেন।)

অদ্বৈত—২৮।, ২৯। আহা মরি কি অপূর্ব রূপ,—

সুশ্যাম-দীর্ঘ-ঘন-কুঞ্চিত কেশকলাপ, সুন্দর ভ্রূলতা, তিলফুল জিনি উন্নত নাসা, আর অলকা-তিলকার কি অপূর্ব শোভা! আকর্ণবিস্তৃত নয়নকমল ঈষৎ-অরুণ ও চঞ্চল, অধরযুগল নবদল জিনি সুন্দর ও বন্ধুকপুষ্পসম মনোহর, শ্রীবাস-কৌস্তুভ-স্বর্ণরেখা মণ্ডিত ঐ সুন্দর বক্ষে দুলিতেছে রত্নহার ও বৈজয়ন্তী মালা, আজানুলম্বিত ভুজযুগল স্থূল, সুবলিত, অতি মনোহর—কি অপূর্ব মাধুর্য ! (৫৩, ৫৪)

শ্রীবাস—অকস্মাৎ ইহার এরূপ অভিনিবেশ জন্মিল কি করিয়া ?

ভগবান্—শোন, ৩০। ধ্যানাভ্যাসের দ্বারা হৃদয়ে শ্রীহরির যে প্রকাশ তাহার

শ্রীবাসঃ—এবমেব, (ভা° ১।৬।২৩) "সকৃদ্‌যদ্দর্শিতং রূপমেতৎ কামায় তেঽনঘ" ইতি নারদস্য প্রাগ্‌জন্মনি দর্শিতমিত্যবতারসূচকং ধ্রুবস্য ত্বভ্যাসকৃতা স্ফূর্তিঃ। কিন্তু ভগবন্! বিনা চিরাভ্যাসযোগেন কথং ভগবৎপ্রকাশযোগ্যতাঽন্তঃকরণস্য ? (৫৫)

ভগবান্—অবধেহি,—

৩১। পুরোঽনুগ্রহ এবাস্য স্বোদয়াধার-ধাবনঃ।
উদয়াৎ পূর্বমর্কস্য বিনিহন্তি তমোঽরুণঃ॥

শ্রীবাসঃ—কিময়মদ্যাপি সাক্ষাদেব বীক্ষতে ? কিং বেক্ষিতমনু বদতি ?

ভগবান্—পৃচ্ছ্যতাম্।

শ্রীবাসঃ—(অদ্বৈতং প্রতি) ভো ভো মহানুভাব ! কিং পশ্যসি, কিংবা দৃষ্টমনু বদসি ?

অস্য ভগবতঃ পুরোঽনুগ্রহঃ স্বোদয়াধারং হৃদয়ং ধাবয়তি শোধয়তি।

নাম স্ফূর্তি—এই স্ফূর্তি দীর্ঘকালে হয়,—আর অকস্মাৎ হৃদয়ে শ্রীহরির যে প্রকাশ তাহা অবতারের ন্যায় অন্য কিছু।

শ্রীবাস—তাহাই বটে, (ভা° ১।৬।২৩)—"হে নিষ্পাপ, তবে যে তোমাকে একবার আমার রূপ দেখাইয়াছি তাহা আমার প্রতি তোমার অনুরাগ বৃদ্ধির জন্য।" এই যে এখানে নারদের পূর্ব জন্মের দর্শনের কথা বলা হইয়াছে,—ইহা অবতারসূচক; আর ধ্রুবের হইল অভ্যাসকৃত স্ফূর্তি। কিন্তু ভগবন্, একটি প্রশ্ন—দীর্ঘ অভ্যাসযোগ বিনা অন্তঃকরণের শ্রীভগবৎ-প্রকাশ যোগ্যতা হয় কি করিয়া ? (৫৫)

ভগবান্—তবে মন দিয়া শোন,—

৩১। সূর্যোদয়ের পূর্বেই যেমন বালসূর্য অন্ধকার নাশ করে; তেমনি শ্রীভগবৎ-অনুগ্রহই তাঁহার নিজ উদয়-আধার অন্তঃকরণটি উদয়ের পূর্বেই নির্মল করিয়া লন।

শ্রীবাস—এই অদ্বৈত কি এখনও সাক্ষাৎ-ই সেই রূপ দেখিতেছেন কি যাহা পূর্বে দেখিয়াছিলেন তাহাই আবৃত্তি করিতেছেন।

ভগবান্—উহাকেই জিজ্ঞাসা কর।

শ্রীবাস—(অদ্বৈতের প্রতি) ওহে মহানুভব, বলুন তো এখনও কি সেই রূপ দেখিতেছেন, কি যাহা পূর্বে দেখিয়াছিলেন তাহাই এখন বলিতেছেন।

অদ্বৈতঃ—(আনন্দাব্ধ্যুত্থিত ইব কিঞ্চিদ্বাহ্যমবগাহ্য)

৩২। অস্মাদ্বিভোর্বহিরুপেত্য মহোঽতিনীল-,মন্তর্মমাবিশদহো ক্ষণস্তিরোঽভূৎ।
তেনাতিদুঃখিতমনা বহিরাত্তদৃষ্টিঃ, পশ্যামি তৎ পুনরিহৈব নিমগ্নমাসীৎ॥

শ্রীবাসঃ—(সোল্লাসম্) ভগবন্! ফলিতমস্মদ্বচঃ।

ভগবান্—তন্দ্রাদোষোঽয়মস্য।

শ্রীবাসঃ—আনন্দতন্দ্রা খল্বিয়ম্, কুতোঽস্যাং দোষঃ? (৫৬)

ভগবান্—(অদ্বৈতং প্রতি) অদ্বৈত! জাগ্রৎস্বপ্নোঽয়ং ভবতঃ।

অদ্বৈতঃ—(সাভ্যসূয়মিব)

৩৩। নবকুবলয়দাম-শ্যামলো বামজঙ্ঘা-,
হিততদিতরজঙ্ঘঃ কোঽপি দীব্যঃ কিশোরঃ।
ত্বমিব স স ইব ত্বং গোচরো নৈব ভেদঃ,
কথয় কথমহো মে জাগ্রতঃ স্বপ্ন এষঃ॥ (৫৭)

ভগবান্—অদ্বৈত! তবৈবায়ং বাসনাবগাহী দোষঃ, যতস্ত্বমেবৈবং পশ্যসি, নাপরঃ কোঽপি।

তিরোঽভূৎ লুক্কায়িতোঽভূৎ। বহিরাত্তেতি বহির্গৃহীত দৃষ্টিরহং তৎ স্বরূপং, ইহ গৌরশরীরে তৎ স্বরূপং নিমগ্নং সৎ। অস্য অদ্বৈতস্য। অস্যাং আনন্দতন্দ্রায়াং। (৫৬)

কোঽপি অনির্বচনীয়ঃ। (৫৭)

অদ্বৈত—(আনন্দসাগর-নিমজ্জন হইতে উত্থিতের ন্যায় অর্দ্ধবাহ্য লাভ করিয়া।)

৩২। অহো অকস্মাৎ এক অব্যক্ত নীলবরণ মূর্তি শ্রীগৌর-অঙ্গ হইতে নিঃসৃত হইয়া আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিল, আবার ক্ষণকাল পরেই তিরোহিত হইল। ইহাতে অতিশয় ব্যাকুল অন্তঃকরণে আমি নয়ন মেলিয়া বাহিরে তাকাইলাম,—দেখিলাম সেই মূর্তি পুনরায় ঐ গৌর-অঙ্গেই মিলাইয়া যাইতেছে।

শ্রীবাস—(উল্লাসের সহিত) ভগবন্, আমার কথাই ফলিল।

ভগবান্—ইহা উঁহার তন্দ্রা-দোষ।

শ্রীবাস—ইহা অপূর্ব আনন্দ-তন্দ্রা—ইহাতে আবার দোষ কি। (৫৬)

ভগবান্—(অদ্বৈতের প্রতি) অদ্বৈত, ইহা তোমার জাগ্রৎ-স্বপ্ন।

অদ্বৈত—(অসূয়ার মত ভাবে)

৩৩। নবনীলোৎপলগুচ্ছের মত শ্যামল কোন এক অনির্বচনীয় দীব্য কিশোর

শ্রীবাসঃ—ক এবংবিধ-ভাগ্যবানাস্তে, যস্ত্বাং তথা পশ্যতু ?

ভগবান্—(সোপহাসম্) শ্রীবাস ! ভবানপ্যদ্বৈতপথপতিতোঽভূৎ।

শ্রীবাসঃ—কৃষ্ণেন সহ তবাদ্বৈতং যৎ তৎপথপাতিন এব বয়ম্, কোঽত্র সন্দেহঃ ?

ভগবান্ঃ—এবঞ্চেৎ, ভবতোঽপি তেন সহাদ্বৈতম্। (৫৮)

শ্রীবাসঃ—ভগবন্ ! মৈবং বাদীঃ। ত্বচ্চরণারবিন্দমকরন্দ-কণাস্বাদভাজাং নৈষ পন্থাঃ।

ভগবান্—তর্হি ময়ি কথং তদারোপয়সি ?

শ্রীবাসঃ—ন হীদমারোপণম্, স্বভাবোঽপি ভাবো নাপহ্নোতুং শক্যতে। কিন্তু নাঽয়মদ্বৈতাচার্যস্য দোষঃ, অপি তু তবৈব, যতস্ত্বয়োক্তং তদ্ভবুতে দর্শয়িষ্য ইতি। (৫৯)

তথাবিধ শ্যামসুন্দর বংশী-গুঞ্জাধর রূপং ত্বাং। অদ্বৈতপথোঽত্র ব্রহ্মসন্ধানং। অদ্বৈতং গৌররূপং। তেন কৃষ্ণেন। (৫৮)

তং আনন্দস্বরূপং। (৫৯)

বামজঙ্ঘার উপর দক্ষিণজঙ্ঘা স্থাপন করিয়া ত্রিভঙ্গঠামে দাঁড়াইয়া আছেন। সাক্ষাৎ দেখিলাম—'তুমিই সে, আর সেই তুমি—দুইএ কোনই ভেদ নাই।' অহো বলো, কি করিয়া ইহাকে আমার জাগ্রৎ-স্বপ্ন বলি। (৫৭)

ভগবান্—ইহা তোমার বাসনা-নিমগ্ন চিত্তের দোষ,—যেহেতু তুমিই একমাত্র দেখিলে, অন্য কেহই তো দেখিল না।

শ্রীবাস—কে আর এমন ভাগ্যবান্ আছে যে তোমাকে ঐ রূপে দেখিবে।

ভগবান্—(উপহাসের সহিত) শ্রীবাস, তুমিও কি অদ্বৈতপথের পথিক হইলে।

শ্রীবাস—যে পথ কৃষ্ণের সঙ্গে তোমার অভেদ মান্য করে, আমরা সেই পথের পথিক ;—ইহাতে আর সন্দেহ কি ? (৫৮)

ভগবান্—তোমার কথা স্বীকার করিলে তোমারও শ্রীকৃষ্ণের সহিত অভেদ স্থাপিত হয়।

শ্রীবাস—ভগবন্, ঐরূপ বলিও না। তোমার চরণকমলমধুবিন্দু আস্বাদন-পরায়ণ জনের ঐ পথ নয়।

ভগবান্—তবে আর আমাতে কেন ঐ রূপ আরোপ করিতেছ ?

শ্রীবাস—সত্য যাহা তাহাই কহিতেছি,—তোমাতে ইহা আরোপ নয়। ভাব-

(নেপথ্যে)

সত্যং সত্যম্ ।

শ্রীবাসঃ—জিতমস্মাভিঃ, যদীদং দৈববচ ইব নরেঙ্গিতমভূৎ ।

(পুনস্তত্রৈব)

অয়ে সত্যমেব শচীদেব্যা কৃতপাকক্রিয়য়া তনয়েন সমমদ্বৈতাগমনং প্রতীক্ষ্যতে, গগনমধ্যারূঢ়শ্চায়ং ভগবান্ মার্তণ্ডঃ ।

শ্রীবাসঃ—(শ্রুতিমভিনীয়) মাঽতঃপরমত্র বিলম্বনীয়ম্ । ভোঃ কথয়, বিশ্বজনন্যৈ এতে বয়ং শ্রীবিশ্বম্ভরদেবেন সমমদ্বৈতাদয়শ্চলিতাঃ ।

(ইতি সর্বে যথাযথং নিষ্ক্রামন্তি)

(ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে) (৬০)

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ে সর্বাবতারদর্শনো নাম দ্বিতীয়োঽঙ্কঃ ॥ ২ ॥

অন্য বিষয়ে অন্য বিষয় সদৃশ সত্যোক্তির্নরেঙ্গিতং । (৬০)

সম্বরণে স্বভাবও অক্ষম। কিন্তু ইহাতে অদ্বৈতাচার্যের দোষ নাই, দোষ যদি থাকে তাহা তোমারই, যেহেতু তুমিই বলিয়াছিলে,—'তোমাকে শ্রীশ্যামসুন্দর রূপ দেখাইব ।' (৫৯)

(নেপথ্য ধ্বনি)

সত্য সত্য ।

শ্রীবাস—আমাদের জয় হইল, যেহেতু দৈববাণীর মত নরেঙ্গিত* হইল ।

(পুনর্বার নেপথ্যে ধ্বনি)

ওহে সত্যই শচীদেবী রন্ধন শেষ করিয়া পুত্রের সহিত অদ্বৈতের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন, সময়ও মধ্যাহ্ন হইয়া গেল ।

শ্রীবাস—(শুনিবার অভিনয় করিয়া) অতঃপর আর এখানে বিলম্ব করা উচিত নয়। ওহে, বিশ্বজননীকে বল, অদ্বৈতাদি আমরা সকলে শ্রীবিশ্বম্ভরদেবের সহিত তাঁহার নিকট যাইতেছি ।

(এই বলিয়া সকলে যথাক্রমে প্রস্থান করিতে লাগিলেন)

(সকলের প্রস্থান) (৬০)

॥ ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ে সর্বাবতার-দর্শন নামক দ্বিতীয় অঙ্ক ॥

---

* কোনও প্রস্তাবের কথা-সমকালে তদনুকূলে উত্থিত অথচ অন্যার্থে প্রযুক্ত বাক্য ।

তৃতীয়োঽঙ্কঃ

(ততঃ প্রবিশতি মৈত্রী)

মৈত্রী—হদ্ধী হদ্ধী পরাণমেত্তউব্বরিও জো একো অম্হ-বংসস্স কড়ম্বো বিরাও জীবদি ত্তি সুদং, তং ণ আনে কহিং বট্টদি। অহম্পি জং ণামমেত্তেণ জীবামি, তম্পি সো ণ আণেদি, তা উদ্দেসং করেমি। (ইতি পরিতোঽবলোক্য) অম্মো কা ইঅং পুরদো আঅচ্ছদি? [হা ধিক্ হা ধিক্ প্রাণমাত্রোর্বরিতো য একোঽস্মদ্বংশস্য কড়ম্বো বিরাগো জীবতীতি শ্রুতম্, তন্ন জানে কুত্র বর্ততে। অহমপি যন্নামমাত্রেণ জীবামি, তদপি স ন জানাতি, তদুদ্দেশং করোমি। অহো কেয়ং পুরত আগচ্ছতি?]

(সংস্কৃতমাশ্রিত্য)

১। আনন্দমূর্তিরমৃতদ্রববৎ সমন্তা-,দঙ্গপ্রভাং তত ইতঃ সরসাং কিরন্তী।
আসাদয়ন্ত্যতিতরাং করুণা-কটাক্ষৈ-,রন্তর্বিশুদ্ধিমখিলস্য পুরোঽভ্যুপৈতি ॥(১)

সমন্তাৎ সর্বতোভাবে। আসাদয়ন্তী প্রাপয়ন্তী সতী।
অতিতরাং শীঘ্রং। অখিলস্য জগতঃ। পুরোঽগ্রে। (১)

॥ তৃতীয় অঙ্ক ॥

(অতঃপর মৈত্রীর প্রবেশ)

মৈত্রী—হা ধিক্ হা ধিক্, শুনিয়াছি আমাদের বংশের এক অঙ্কুর বিরাগ প্রাণেমাত্র জীবিত আছে, কিন্তু কোথায়-যে আছে জানি না। আমিও যে নামেমাত্র বাঁচিয়া আছি তাহাও সে জানে না—তাহার অনুসন্ধান করিগা। (এই বলিয়া সম্মুখে তাকাইয়া) অহো, সম্মুখে ঐ কে আসিতেছে?

১। যাঁহার কৃপাকটাক্ষমাত্র অখিল জীবের অন্তঃকরণ পরম পবিত্র হইয়া উঠিতেছে, যাঁহার অঙ্গপ্রভায় চতুর্দিক্ সর্বতোভাবে সরসতা প্রাপ্ত হইতেছে, —এই ইনি কে? ইনি কি মূর্তিমান আনন্দ, কি অমৃতের প্রবাহ আমার নয়ন সম্মুখে উদিত হইতেছেন! (১)

(ইতি সবিস্ময়মালোকয়তি।)

(ততঃ প্রবিশতি প্রেমভক্তিঃ)

প্রেমভক্তিঃ—(পুরোঽবলোক্য) অহো কেয়ম্ ?

২। নাম্নৈকমাত্রং বপুরাদধানা, বিম্লানকান্তিঃ পরিতোষহীনা।
সোৎকণ্ঠমস্মন্মুখমীক্ষমাণা, শনৈঃ শনৈর্মৎপুরতোঽভ্যুপৈতি ॥ (২)

মৈত্রী—(নিপুণং নিভাল্য) অম্মহে, ইঅং চ্চেঅ প্রেম্মভত্তি-জণণী কহিত্রণ লচ্ছণেণ লচ্ছীঅদি, তা উবসপ্পিঅ পণমামি। (ইত্যুপসৃত্য) দেই ! বন্দিজ্জসি মেত্তিণামধেআএ মএ। [আশ্চর্যম্, ইয়মেব প্রেমভক্তি-জননী কথিতেন লক্ষণেন লক্ষ্যতে, তদুপসৃত্য প্রণমামি। দেবি ! বন্দ্যসে মৈত্রীনামধেয়য়া ময়া।] (৩)

প্রেমভক্তিঃ—(সচমৎকারম্) কথং মৈত্রী ত্বমসি, এহি বৎসে এহি। (ইত্যালিঙ্গ্য) মৈত্রি ! কথয়, কথমেকাকিনী দুরবস্থিতা ভ্রমসি।

মৈত্রী—কলিপড়িঅণেহিং ণিজ্জিদেসু অম্হ-সপচ্ছেসু ভঅভেম্হলিদা জীবিদং গেণ্হিঅ পলাইদা, অদো মে দুরবত্থং কিং পুচ্ছসি ? [কলিপরিজনৈর্নির্জিতে-ষ্বস্মৎসপক্ষেষু ভয়বিহ্বলিতা জীবিতং গৃহীত্বা পলায়িতা, অতো মম দুরবস্থাং কিং পৃচ্ছসি ?] (৪)

(এই বলিয়া বিস্ময়ের সহিত দেখিতে লাগিলেন)

(অতঃপর প্রেমভক্তির প্রবেশ)

প্রেমভক্তি—(সম্মুখে তাকাইয়া) অহো এ-কে আসিতেছে ?

২। শরীর নামেমাত্রই টিকিয়া আছে দেখিতেছি। অতিমলিন কান্তি, সুখ-স্বচ্ছন্দবিহীন,—এ কে অতি উৎকণ্ঠায় আমার মুখপানে তাকাইয়া ধীরে ধীরে আমার সম্মুখে আসিতেছে ? (২)

মৈত্রী—(ভাল করিয়া লক্ষ্য করতঃ) আশ্চর্য ! প্রেমভক্তির যে সব লক্ষণ জননী বলিয়াছিলেন তাহাই ইঁহাতে দেখিতেছি যে ! অতএব নিকটে যাইয়া প্রণাম করি। (নিকটে যাইয়া) দেবি ! আমি মৈত্রী প্রণাম করিতেছি। (৩)

প্রেমভক্তি—(চমৎকৃত হইয়া) তুমি মৈত্রী, এস বাছা এস। (আলিঙ্গন করিলেন) মৈত্রী তোমার এ কি দুরবস্থা আর একাকিনীই বা ঘুরিয়া বেড়াইতেছ কেন ?

প্রেমভক্তিঃ—বৎসে! নির্ভয়মতঃ পরং স্থীয়তাং মৎসঙ্গেনৈব, তব মাতামহ-ভগিন্যস্মি।

মৈত্রী—কহং বিঅ? [কথমিব?]

প্রেমভক্তিঃ—আমূলমাকলয়। ভগবদনুগ্রহনামা জনকো ভগবজ্জনাসক্তির্জননী, তয়োস্তু সময়েঽজনিষত ভূরীণ্যপত্যানি।

অপি চ, ৩। একো বিবেকনামা, তনয়ো বহ্ব্যস্তু ভক্তিসংজ্ঞিকাঃ কন্যাঃ।
তস্য বিবেকস্য মতে-,রনসূয়া নাম দুহিতাসীৎ॥

অপি চ, ৪। অনসূয়া সমভাবং, পতিমাসাদ্য স্বভাবজং শুদ্ধম্।
মৈত্রীমসূত পুত্রীং, ভবতীং মত্তোষ-সন্ধাত্রীম্॥ (৫)

অপি চ, ৫। কন্যকাঃ সরস-নীরসভাবা-,দাষযুর্দ্বিবিধতাং প্রথমং তাঃ।
নীরসাস্তু বহুধা গুণযোগা-,স্তেজিরেঽথ দশতাং রসভাজঃ॥

ভক্তিসংজ্ঞিকাঃ ইতি সাধনভক্তি-ভাবভক্তি-প্রেমভক্তি-জ্ঞানমিশ্রা ভক্ত্যাদয়ঃ।
মতেজ্ঞানস্বরূপায়াঃ জনন্যাঃ। আসাদ্য গ্রহণং কৃত্বা। (৫)
প্রথমং অগ্রে তাঃ ভক্তয়ঃ। দশতামিতি শ্রবণাদিনবপ্রেমৈকং মিলিত্বা দশ।

মৈত্রী—আমাদের পক্ষীয় যত ছিল সব কলি-পরিজনের দ্বারা পরাজিত হইলে আমি ভয়বিহ্বল হইয়া প্রাণ লইয়া পালাইয়া গিয়াছিলাম, অতএব আমার দুরবস্থা আর কি জিজ্ঞাসা করিতেছেন। (৪)

প্রেমভক্তি—বৎসে, আর ভয় নাই, অতঃপর আমার সঙ্গে নির্ভয়ে থাক। আমি তোমার মাতামহ-ভগিনী।

মৈত্রী—কোন্ সম্বন্ধে?

প্রেমভক্তি—আচ্ছা, আদ্যোপান্ত সব শোন। ভগবদনুগ্রহ পিতা, আর বৈষ্ণবে আসক্তি মাতা,—এই দুই-এর মিলনে যথাসময়ে অনেক পুত্রকন্যা জাত হইয়াছিল।

আরও, ৩। পুত্র একটি—নাম বিবেক, কিন্তু কন্যা অনেক—নাম ভক্তি। পুত্র বিবেকর মতি নামক স্ত্রীতে অনুসূয়া নামে এক কন্যা জন্মে।

আরও, ৪। অনুসূয়া সমভাবকে পতিরূপে গ্রহণ করিয়া স্বভাবজ-শুদ্ধ নামে দুইপুত্র, ও আমার সন্তোষবিধায়িনী মৈত্রী নামে কন্যা তোমাকে লাভ করিলেন। (৫)

আরও, ৫। প্রথমে ভাবানুসারে ভক্তিনামক কন্যাগণের সরস ও নীরস দুই প্রকার ভেদ বিদ্যমান, আবার এই নীরসের সত্ত্ব-রজ-তমগুণ-যোগে

৬। উজ্জ্বলাদ্ভুতশমাশ্চ হসশ্চ, প্রেয়ো বৎসল ইতীহ রসাঃ ষট্।
উত্তমা ইতি তদাশ্রয়ভাজো, ভক্তয়শ্চ ষড়মূরতিযোগ্যাঃ॥ (৬)

মৈত্রী—চরমা হি পেম্মরসভত্তী? [চরমা হি প্রেমরসভক্তিঃ?]

প্রেমভক্তিঃ—অথ কিম্? তথা হি—

৭। সর্বে রসাশ্চ ভাবাশ্চ তরঙ্গা ইব বারিধৌ।
উন্মজ্জন্তি নিমজ্জন্তি যত্র স প্রেমসংজ্ঞকঃ॥

৮। খণ্ডানন্দা রসাঃ সর্বে সোঽখণ্ডানন্দ উচ্যতে।
অখণ্ডে খণ্ডধর্মা হি পৃথক্ পৃথগিবাসতে॥

এষ তে ব্যাখ্যাতো নিজান্বয়ঃ। (৭)

মৈত্রী—দেই! দাণীং তুমং এআইণী কহিং বচ্চসি? [দেবি! ইদানীং ত্বমেকাকিনী কুত্র ব্রজসি?]

প্রেমভক্তিঃ—মৈত্রি! অস্মাকমাশ্রয়ভূতস্য ভগবতঃ কস্যাপি শ্রীবিশ্বম্ভরদেবস্য

রতিযোগ্যা ইতি শ্রবণাদিভির্মিলিত্বা প্রত্যেকং ষড়্বিধা তু চতুঃপঞ্চাশত্তাঃ। (৬)

রসা উজ্জ্বলাদ্যা ভাবাশ্চ সঞ্চারিণ উন্মজ্জন্তি প্রকাশন্তে নিমজ্জন্তি পুনর্লীনা ভবন্তি কস্মিন্ কে ইব বারিধৌ তরঙ্গা ইব স প্রেমসংজ্ঞঃ স্যাৎ প্রেমশব্দোঽয়ং রূঢ়ঃ। খণ্ডেতি পৃথগানন্দাঃ দধি দুগ্ধ সিতাদি পৃথগিব নতু পৃথক্ ইতি নির্গলিতার্থ। (৭)

বহু প্রকার ভেদ আছে। সর্বোপরি বিরাজমান শ্রবণ-কীর্তনাদি নবধা সরসভক্তি,—ইহা ক্রমে ক্রমে দশম প্রেমভক্তিতে পরিণত হয়।

৬। মধুর, অদ্ভুত, শান্ত, হাস্য, সখ্য, ও বাৎসল্য—এই ছয় প্রকার রস উত্তম—এই সব রসপাত্রকে যে ভক্তি আশ্রয় করে তাহাই ক্রমে কৃষ্ণরতি প্রাপ্তির যোগ্য হয়। (৬)

মৈত্রী—প্রেমরস-ভক্তিই কি চরম অবস্থা?

প্রেমভক্তি—হ্যাঁ। এ সম্বন্ধে শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত শ্রবণ কর,—

৭।, ৮। সমুদ্রের তরঙ্গের মত সর্বরস ও ভাব যাহাতে উন্মজ্জিত নিমজ্জিত হইতেছে তাহাই প্রেমরস। অন্যসব রসকে খণ্ড আনন্দ,—আর এই প্রেমরসকে অখণ্ড আনন্দ বলা হয়। এই অখণ্ডে খণ্ড ধর্মা অন্যরস পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অবস্থিত থাকে।

তোমার নিজ বংশাবলী এই তো সবিস্তারে বলা হইল। (৭)

বিহিতসর্বাবতারলীলস্য সংপ্রতি বৃন্দাবনেশ্বরী-ভাবমনুচিকীর্ষোরনুজ্ঞয়া সকল-লোকস্য হৃদয়শোধনায় সাধয়ামি।

মৈত্রী—কহিং ? [কুত্র ?]

প্রেমভক্তিঃ—যত্র খলু তদ্ভাবভাবুক-সুভগম্ভাবুকতয়া সর্বভুবনপ্রিয়ম্ভাবুকস্য তস্য তন্নৃত্যানুকরণং ভবিষ্যতি।

মৈত্রী—সো জ্জেব কো পদেসো ? [স এব কঃ প্রদেশঃ ?]

প্রেমভক্তিঃ—আচার্যরত্নস্য পুরাঙ্গনম্॥ (৮)

মৈত্রী—কধং দাব ঈসরো হুবিঅ ইত্থি-ভাবেণ ণচ্চিস্সদি ? [কথং তাবদী-শ্বরো ভূত্বা স্ত্রীভাবেন নর্তিষ্যতি ?]

প্রেমভক্তিঃ—বালে! ন জানাসি, ঈশ্বরঃ খলু সর্বরসঃ সর্বেষাং ভক্তানামা-শয়ানুরোধাদ্‌বিচিত্রামেব লীলাং করোতি। স্বস্ববাসনানুসারেণ ভক্তাস্তাং

সাধয়ামি গচ্ছামি। কহিং কুত্র গচ্ছসি।

তস্যা বৃন্দাবনেশ্বর্যা ভাবএব ভাবুকং মঙ্গলরূপং তেনসুভগ সুভগং ভবতি তস্য ভাবস্তত্তা তয়া। সর্বভুবনানাং প্রিয়ভাবনশীলস্য তস্য প্রিয়স্যেত্যর্থঃ। (৮)

সর্বরসমূর্তিঃ।

মৈত্রী—দেবী! এখন আপনি একাকিনী কোথায় যাইতেছেন?

প্রেমভক্তি—মৈত্রী! যিনি সম্প্রতি শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী রাধার ভাব অভিনয় করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন সেই আমাদের পরমাশ্রয় সর্বাবতারাবতারী কোনও অনির্বচনীয় ভগবান্ শ্রীবিশ্বম্ভরদেবের অনুজ্ঞায় সকল লোকের চিত্ত-শোধনের জন্য যাইতেছি।

মৈত্রী—কোথায় সে স্থান?

প্রেমভক্তি—যে স্থানে বিশ্বহিতৈষী সেই বিশ্বম্ভরদেব অশেষ জনকল্যাণ বিস্তারের জন্য রাধাভাবে নাচিবেন সেই স্থানে যাইতেছি।

মৈত্রী—সেইটি কোন্ স্থান?

প্রেমভক্তি—আচার্যরত্নের গৃহপ্রাঙ্গন। (৮)

মৈত্রী—স্বয়ং ভগবান্ তিনি—তিনি কি করিয়া স্ত্রীভাবে নাচিবেন।

প্রেমভক্তি—তুমি দেখিতেছি অজ্ঞান বালিকা,—আচ্ছা শোন, তুমি কি জান না, ঈশ্বর যিনি তিনি সর্বরসস্বরূপ, বিভিন্ন ভক্তের বিভিন্ন ভাবানুরূপ

তামনুকুর্বন্তি, অতঃ কেষাঞ্চিন্নিভৃতানাং ভাগবতানাং চেতসি তদ্ভাবমাবেশয়িতুং সর্বোত্তমোত্তমাং তদনুকারলীলাং করিষ্যতি। যতঃ পরমন্যৎ সরসং নাস্তি। (৯)

মৈত্রী—কধেহি, তং ণচ্চং কিং অঙ্করূবং কিংবা পইণ্ণঅং। [কথয়, তৎ নৃত্যং কিমঙ্করূপং কিংবা প্রকীর্ণকম্।]

প্রেমভক্তিঃ—অঙ্করূপমেব।

মৈত্রী—কধেহি, কো কস্স ভূমিঅং গহিস্সদি। [কথয়, কঃ কস্য ভূমিকাং গ্রহীষ্যতি।]

প্রেমভক্তিঃ—বৎসেঽবধারয়। অদ্বৈতস্য রুদ্রত্বেনাত্মত্বম্, স্বস্য চ শ্রীরাধাস্বরূপগ্রহণমন্যজনাশক্যং পরমরহস্যত্বেনাযোগ্যঞ্চ মত্বা—

৯। অদ্বৈতমাপাদয়দীশবেশং, স্বয়ঞ্চ রাধাকৃতিমগ্রহীৎ সঃ।
ইতি প্রতীতিঃ কিল বস্তুতস্তু, স এব দেবো দ্বিবিধো বভূব ॥ (১০)

নিভৃতানাং বিরলপ্রচারণাং। তদ্ভাবং তৎ বৃন্দাবনেশ্বরীভাবং। তদনুকারলীলাং তৎ বৃন্দাবনেশ্বর্যাঃ সদৃশকারলীলাং। (৯)

স্বস্য শ্রীগৌরাঙ্গস্য। অত্র ণ্যন্তকর্তা গৌরাঙ্গঃ অজিগ্রহৎ। স শ্রীগৌরাঙ্গঃ। প্রতীতিঃ সর্বেষাং। (১০)

অনুরোধে তিনি বিচিত্র বিচিত্র লীলাই করিয়া থাকেন। আর সেই ভক্তবৃন্দ নিজ নিজ বাসনানুসারে ভিন্ন ভিন্ন লীলার অনুসরণে ভজন করিয়া থাকেন। অতএব তিনি কোনও কোনও অন্তরঙ্গ পার্ষদচিত্তে শ্রীরাধাভাব প্রবেশ করাইবার জন্য উত্তমের মধ্যেও সর্বোত্তম শ্রীরাধার লীলা অনুকরণ করেন। যেহেতু ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কোন সরসভাব নাই। (৯)

মৈত্রী—বলুন তো, সেই নৃত্য কি ভিন্ন ভিন্ন অঙ্কে কৃত কি ইতঃস্ততঃ বিক্ষিপ্ত।

প্রেমভক্তি—অঙ্করূপই বটে।

মৈত্রী—বলুন, কে কা'র ভূমিকা গ্রহণ করিবে।

প্রেমভক্তি—বৎসে, মন দিয়া শোন, রুদ্ররূপী শ্রীঅদ্বৈত হইলেন মহাবিষ্ণুস্বরূপ, আর শ্রীগৌরাঙ্গ নিজে হইলেন শ্রীরাধাস্বরূপ। এই রাধার ভূমিকা গ্রহণে অন্যে অশক্য ও পরম নিগূঢ় বলিয়া অযোগ্য,—এই সব বিচার

১০। অদ্বৈতো বেশমাত্রেণ কেবলং চরিতার্থতাম্।
অগমৎ কিন্তু তত্রাসীদাবির্ভূতঃ স্বয়ং হরিঃ ॥

অপি চ,

১১। হরিদাসঃ সূত্রধারো মুকুন্দঃ পারিপার্শ্বিকঃ।
বাসুদেবাচার্যনামা নেপথ্যরচনাকরঃ ॥

১২। শ্রীরাধাকৃষ্ণ-সংযোগকারিণী জরতীব সা।
যোগমায়া ভগবতী নিত্যানন্দতনুং শ্রিতা ॥ (১১)

মৈত্রী—সামাইআও কেঽমী ? [সামাজিকাঃ কেঽমী ?]

প্রেমভক্তিঃ—অধিকারিণো যেঽস্মিন্নর্থে স্বয়মেব ভগবানবাদীৎ প্রাগেব। যথা—

১৩। হে শ্রীবাস স্বয়মবহিতেনাদ্য ভাব্যং ত্বয়াস্মিন্
যোগ্যো যঃ স্যাৎ স বিশতি যথা নাপরস্তদ্বিধেয়ম্।

ইত্যর্ধোক্তে শ্রীবাসেনাভাষি—দেব ! কস্মিন্ কর্মণি যোগ্যাযোগ্যব্যবস্থা করণীয়া,

---

তত্র অদ্বৈতশরীরে। হরিঃ শ্রীকৃষ্ণঃ। (১১)

অস্মিন্নর্থে তে আগমিষ্যন্তীতি স্বয়মেব। অবহিতেন সাবধানেন ত্বয়া।

করিয়া—

৯। শ্রীঅদ্বৈতাচার্যকে শ্রীকৃষ্ণের এবং নিজেকে শ্রীরাধার ভূমিকা গ্রহণ করাইলেন। সকলেরই ইহাই প্রতীতি হইল বটে কিন্তু আসলে কিন্তু সেই শ্রীগৌরাঙ্গই উভয় ভূমিকাই গ্রহণ করিলেন। (১০)

১০। শ্রীঅদ্বৈত শুধুমাত্র বেশের দ্বারা শ্রীভগবৎ-চরিতের রূপ দিলেন, ভাবে কিন্তু স্বয়ং গৌরই অন্তরে আবির্ভূত হইয়া অভিনয় করিতে লাগিলেন।

আরও, ১১। হরিদাস সূত্রধার, মুকুন্দ পারিপার্শ্বিক, বাসুদেব আচার্য নেপথ্য-রচনাকারী, এবং ১২। শ্রীরাধাকৃষ্ণ-মিলন-ঘটনপটিয়সী বৃদ্ধা তপস্বিনী ভগবতী যোগমায়ার ভূমিকায় নামিলেন শ্রীনিত্যানন্দ। (১)

মৈত্রী—সামাজিক হইল কাহারা ?

প্রেমভক্তি—অধিকারী জনই এই নাটকের সামাজিক অর্থাৎ দ্রষ্টা হইতে পারেন, প্রথমেই এই অধিকার-নির্ণয়ের কথা ভগবান্ নিজেই তুলিলেন। যথা—১৩। হে শ্রীবাস, তুমি আজ সাবধানে বিচার করিয়া এমন ব্যবস্থা কর যাহাতে যোগ্যজনই শুধু প্রবেশাধিকার পায়, অযোগ্যজন নয়।

কুত্র বা প্রবেশঃ কারয়িতব্য ইতি। পুনর্দেবেনাপ্যবাদি—

১৩। শ্রীরাধাত্র স্বয়মিয়মহো নূনমাচার্যরত্ন-
স্যাবাসস্যাঙ্গনভুবি রসাদ্ব্যক্তমাবির্ভবিত্রী ॥ (১২)

মৈত্রী—তদো তদো ? [ততস্ততঃ ?]

প্রেমভক্তিঃ—ততঃ শ্রীবাসেন মনসি সন্দিহানেন ভগবদ্বচ ইতি বিহিত-নিশ্চয়েনাপি গঙ্গাদাস-নামা ভগবতঃ পরমাপ্তো ভূসুরবরো দ্বারপালকত্বেন ন্যযোজি।

মৈত্রী—তদো তদো ? [ততস্ততঃ ?]

প্রেমভক্তিঃ—ততো ভগবতা পুনরপি শ্রীবাসো নিজগদে—'শ্রীবাস! ভবতা নারদেন ভবিতব্যম্, শুক্লাম্বরেণ তব স্নাতকেন ভাব্যম্, গাথকাঃ শ্রীরামাদয়স্তব সহোদরাস্ত্রয় আচার্যরত্ন-বিদ্যানিধী চ' ইতি দেবেনৈব নিয়োজিতাঃ। অতঃ পরং ন কেষামপি তত্র প্রবেশঃ, কিন্তু শ্রীবাসাদি-সহোদরবধূভিঃ

নূনমত্র নিশ্চয়ঃ। রসাৎ রসং প্রাপ্য। (১২)

গাথকাঃ গায়কাঃ। তত্র নাট্যস্থলে। (১৩)

গৌরের কথার মাঝখানেই শ্রীবাস বলিয়া উঠিলেন—প্রভু! কোন্ কর্মের দ্বারা এই যোগ্যাযোগ্য বিচার হইবে, আর কোন্ গৃহেই বা ইঁহাদিগকে প্রবেশ করাইব ? পুনরায় ভগবান্ বলিয়া চলিলেন—

১৩। অহো, রসময়ী শ্রীরাধাঠাকুরাণী,—স্বয়ং ইনি আজ আচার্যরত্ন-গৃহাঙ্গনে রঙ্গমঞ্চে রসতরঙ্গে উচ্ছলিত হইয়া প্রকাশ্যরূপে আসিয়া আবির্ভূত হইবেন। (১২)

মৈত্রী—তারপর তারপর ?

প্রেমভক্তি—শ্রীবাসের চিত্তে প্রথমে কিছু সন্দেহ থাকিলেও ঈশ্বর-বাক্য বলিয়া প্রতীতিও হইল। তিনি গঙ্গাদাস নামক ভগবানের পরমপ্রিয় বিপ্রকে দ্বারপালরূপে নিয়োগ করিলেন।

মৈত্রী—তারপর তারপর ?

প্রেমভক্তি—তারপর ভগবান্ পুনরায় শ্রীবাসকে বলিলেন—শ্রীবাস তুমি নারদের ভূমিকা গ্রহণ কর, আর শুক্লাম্বর তোমার শিষ্যের পাঠ করুক, আর গানশিল্পী হউক শ্রীরামাদি তোমার তিন ভ্রাতা এবং আচার্যরত্ন ও বিদ্যানিধি। এইভাবে শ্রীগৌরাঙ্গদেব বিভিন্ন ভূমিকায় বিভিন্ন জনকে নিয়োগ করিলেন। অতঃপর কাহারও তথায় প্রবেশাধিকার থাকিল না, কিন্তু

সহাচার্যরত্নমুরারি-বধূপ্রভৃতয়ঃ প্রাগেব তত্র প্রবিশ্য স্থিতাঃ, অধিকারভাজশ্চ তাঃ। (১৩)

(নেপথ্যে মৃদঙ্গ-তালাদিধ্বনিঃ)

প্রেমভক্তিঃ—বৎসে! শ্রুতম্? অয়মারব্ধঃ পূর্বরঙ্গাঙ্গভূতঃ প্রত্যাহারঃ।

(পুনর্নেপথ্যে)

(ভা° ১০।৯০।৪৮)—

১৪। "জয়তি জননিবাসো দেবকী-জন্মবাদো,
যদুবরপরিষৎ স্বৈর্দোর্ভিরস্যন্নধর্মম্।
স্থিরচরবৃজিনঘ্নঃ সুস্মিত-শ্রীমুখেন,
ব্রজপুরবনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবম্॥"

যন্নাট্যে বস্তুনঃ পূর্বং রঙ্গবিঘ্নোপশান্তয়ে কুশীলবাঃ প্রকুর্বন্তি পূর্বরঙ্গঃ স উচ্যতে। প্রত্যাহারাদিকান্যাঙ্গান্যস্য ভূয়াংসি যদ্যপি তথাপ্যবশ্য কর্তব্যা নান্দী বিঘ্নোপশান্তয়ে।

জয়তি ক্রিয়ায়াং স কৃষ্ণ ইতি বিশেষ্যঃ, নিত্য-বিরাজত্বং সূচিতং এতেন পদ্যেন ভগবতঃ মথুরা-দ্বারকোয়র্বৃন্দাবনেচ। স্বস্য যদুবরাঃ পরিষদঃ সভাঃ সেবক-রূপাঃ তৈঃ কথং ভূতৈর্বাহুভিঃ অধর্মং অধর্মরূপং রাক্ষসাদিকং অস্যন্ ক্ষপন্। স্থিরাণাং চরণাঞ্চ বৃজিনং দুঃখং হন্তি।

শ্রীবাসাদি ভ্রাতাগণের বধূগণ ও তৎসহ আচার্যরত্ন-মুরারিপ্রমুখ ভক্তগণের বধূগণ অনেকে পূর্ব হইতেই তথায় প্রবেশ করিয়া বসিয়া ছিল; তাঁহারা অধিকারীও বটে। (১৩)

(নেপথ্যে মৃদঙ্গ-করতালাদি ধ্বনি)

প্রেমভক্তি—বৎসে, শুনিতেছ তো—এই আরম্ভ হইল,—নাটকের পূর্বাঙ্গ বিঘ্ন-বিনাশন স্তুতিপাঠাদি 'প্রত্যাহার'।

(পুনরায় নেপথ্যে)

১৪। শ্রীকৃষ্ণের জয় হউক;—নিখিল জীবের মধ্যে অন্তর্যামীরূপে এবং ব্রজবাসী ও যাদবগণের মধ্যে সাক্ষাৎভাবে যাঁহার বিহার, বসুদেব-দেবকী এবং নন্দ-যশোদা হইতে যাঁহার জন্ম প্রসিদ্ধ, ব্রজের গোপগণ ও পুরের ক্ষত্রিয়গণ যাঁহার সভাসদ, যিনি নিজ বাহুবলে অসুরসঙ্ঘের বিনাশ করেন, যিনি স্থাবর-জঙ্গম সর্বভুতের সংসারদুঃখ এবং ব্রজ ও দ্বারকা-মথুরার নিজ জনগণের

অপি চ,

১৫। সম্পূর্ণেন্দুমুখী সরোজনয়না কোকস্তনী কৈরব-
স্মায়া কম্বুশিরোধিরম্বুধিভুবো গর্বস্য সর্বঙ্কষা।
মাঙ্গল্যৈরিব বস্তুভির্বিরচিতা নান্দীব বৃন্দাবন-
ক্রীড়াকৌতুকনাটকস্য দিশতু শ্রীরাধিকা বঃ শুভম্॥ (১৪)

প্রেমভক্তিঃ—সত্যমেবৈতৎ, যন্নিরটঙ্কি ময়া যদসৌ সূত্রধার-ভূমিকো হরিদাসঃ শ্রীভাগবতপদ্যং মঙ্গলং কুর্বন্নান্দীং পপাঠ। তন্মন্যে একাঙ্কো ভাণো ব্যাযোগো

অপিচেতি অঙ্কস্য মধ্যে যোঽঙ্কঃ স্যাদসৌ গর্ভাঙ্ক ঈরিত ইতি।

কোকেতি কোকৌ চক্রবাকৌ। কৈরবেতি কৈরবঃ কুমুদ ইব স্মায়ঃ ঈষদ্ধাস্যং যস্যাঃ। কম্বুশিরোধিঃ শঙ্খস্য শিরোধীয়তে অর্থাৎ কণ্ঠে। অম্বুধিভুবোলক্ষ্ম্যাঃ। সর্বঙ্কষা সর্বং সৌন্দর্যাদিকং কষতি গঞ্জয়তি নিজসৌন্দর্যেণ ইতি খ প্রত্যয়ঃ আপ্। মঙ্গলেন পরিপূর্ণাঃ মাঙ্গল্যাস্তৈঃ। (১৪)

নিরটঙ্কি নিরনায়ি। অনেন হরিদাসসূত্রধারেণ। ভাণব্যাযোগৌ দ্বৌ রূপকভেদৌ। "ভাণঃ সাদ্ধূর্তচরিতো নানাবস্থান্তরাত্মকঃ একাঙ্ক এক এবাত্র নিপুণঃ পণ্ডিতো বিটঃ। খ্যাতেতিবৃত্তো ব্যায়োগঃ স্বল্পস্ত্রীজন সঙ্কুলঃ। হীনো গর্ভবিমর্ষাভ্যাং নরৈর্বহুভিরাশ্রিতঃ॥ একাঙ্কশ্চ ভবেদস্ত্রী নিমিত্ত-সমরোদয়ঃ।" তয়োর্ভাণব্যাযোগয়োঃ। দিদৃক্ষা দ্রষ্টুমিচ্ছা। (১৫)

বিরহতাপ মোচন করেন এবং মৃদুমধুর হাসিতে যিনি ব্রজপুরবনিতাগণের কাম-বর্ধন করেন,—সেই শ্রীকৃষ্ণের জয় হউক। —ভা° ১০।৯০।৪৮)

আরও,

১৫। যাঁহার বদন পূর্ণচন্দ্রের মত সুন্দর, নয়ন কমলসম স্নিগ্ধ, স্তন চক্রবাকীর মত উন্নত, হাসি কুমুদের মত নির্মল, কণ্ঠদেশের ত্রিবলীরেখা অতি মনোরম, যাঁহার সৌন্দর্য লক্ষ্মীদেবীর সকল সৌন্দর্য-গর্বকে পরাভব করিতেছে, যিনি অখিল জগন্মঙ্গল বস্তু-সম্ভারে রচিত বৃন্দাবন-ক্রীড়া-কৌতুক নাটকের নান্দীর মত মঙ্গলময়—সেই শ্রীরাধা তোমাদের মঙ্গল বিধান করুন। (১৪)

প্রেমভক্তি—আমি যাহা বলিয়াছিলাম তাহা সত্যই বটে। যেহেতু এই তো সূত্রধারের ভূমিকায় হরিদাস মঙ্গলময় শ্রীভাগবত শ্লোকে নান্দীপাঠ

বা রূপকমত্র নিরূপয়িতব্যমনেন, যতো (সাহিত্যদর্পণে ৬।২৮৯) "নেপথ্যে গীয়তে নান্দী" ইত্যাদি তয়োর্লক্ষণম্। তদ্‌বৎসে! তবাস্ত দিদৃক্ষা বর্ততে?

মৈত্রী—কহিং মে তারিসং ভাঅধেয়ং? [কুত্র মে তাদৃশং ভাগধেয়ম্?] (১৫)

প্রেমভক্তিঃ—কা তে চিন্তা, ময়া সহ বর্তিতব্যম্, মৎপ্রভাবাৎ কেনাপি ভবতী ন লক্ষণীয়া ত্বদনুরোধাম্ময়াপি তন্নিকট এব তথা ভূত্বা স্থাতব্যম্।

মৈত্রী—অনুগহিদম্হি। [অনুগৃহীতাস্মি।]

প্রেমভক্তিঃ—তদেহি।

(ইতি নিষ্ক্রান্তে) (১৬)

ইতি প্রবেশকঃ

(ততঃ প্রবিশতি গৃহীতসূত্রধারভূমিকো হরিদাসঃ। কিয়দ্দূরে উপবিষ্টে অলক্ষিতাকারে প্রেমভক্তি-মৈত্র্যৌ চ।)

নিষ্ক্রান্তে প্রেমমৈত্রী দ্বে। (১৬)

যন্নীচৈঃ কেবলং পাত্রৈর্ভাবি ভূতার্থ-সূচনং। অঙ্কয়োরুভয়োর্মধ্যে সবিজ্ঞেয়ঃ প্রবেশকঃ। ইতি।

করিতেছেন। অতএব মনে হইতেছে—এই নাটকে একাঙ্ক-ভান বা ব্যাযোগ-রূপক নির্ণীত হইবে—যেহেতু (স°দ°৬।২৮৯) 'নেপথ্যে নান্দীপাঠ' ইহাদের লক্ষণ। সুতরাং বৎসে তোমার কি ইহা দেখিবার ইচ্ছা হইতেছে?

মৈত্রী—আমার সে সৌভাগ্য কোথায়? (১৫)

প্রেমভক্তি—তোমার চিন্তা কি? আমার সঙ্গে থাকো, আমার প্রভাবে কেহই তোমাকে দেখিতে পাইবে না—তোমার অনুরোধে আমাকেও ওখানে গুপ্তভাবে থাকিতে হইবে।

মৈত্রী—অনুগৃহীত হইলাম।

প্রেমভক্তি—এসো।

(এই বলিয়া উভয়ে নিষ্ক্রান্ত হইলেন) (১৬)

ইতি প্রবেশক

(এরপর সূত্রধার ভূমিকায় হরিদাসের প্রবেশ; কিঞ্চিৎ দূরে অলক্ষিত-ভাবে প্রেমভক্তি ও মৈত্রী উপবিষ্ট আছেন।)

সূত্রধারঃ—(পুষ্পাঞ্জলিমঞ্জলৌ কৃত্বা)

১৬। ভাসা ভাস্বরয়ন্ দিশো বিশদয়া কান্তিং দ্বিজশ্রেণীজাং
বিভ্রাণঃ পরিতো লসৎপরিমলঃ প্রোদ্দামসন্তোষভূঃ।
শুদ্ধঃ পাদসরোরুহে ভগবতঃ পুষ্টিং নখেন্দুশ্রিয়াং
তন্বন্ হাস ইবৈষ নাট্যরহসঃ পুষ্পাঞ্জলিঃ কীর্যতে ॥

(ইতি তথা করোতি) (১৭)

প্রেমভক্তিঃ—(নির্বণ্য) সুবিহিতমেব বিহিতং ভবতা। যদ্যপি নেপথ্যে এব নান্দী পঠিতা, তথাপি রঙ্গ-পূজা-প্রসঙ্গেন ভগবৎপাদ এব পুষ্পাঞ্জলিঃ কীর্ণঃ। পশ্য বৎসে! পশ্য,

১৭। হারি কণ্ঠে শ্রবণযুগলে কুণ্ডলী চাবতংসী
স্রগ্বী ভূয়স্যুরসি ভুজয়োরঙ্গদী কঙ্কণী চ।
অপ্যুষ্ণীষী শিরসি পদয়োর্নূপুরী নাট্যলক্ষ্ম্যা
মূর্তস্তেজোভর ইব পুরো হরিদাস-প্রতীকঃ ॥ (১৮)

ভাস্বরয়ন্ দীপ্তিকুর্বন্। বিশদয়া নির্মলয়া ভাসা দীপ্ত্যা। দ্বিজেতি চন্দ্র-শ্রেণী জাতাং নক্ষত্রশ্রেণীজাং বা। পরিতঃ সর্বতো ভাবে। সন্তোষস্তঃ সন্তো-যস্য ভূরুৎপত্তিস্থানং। নাট্যরহসঃ নাট্যরসস্য। কীর্যতে নিক্ষিপ্যতেঽস্মাভিঃ। তথা করোতি তথেতি বিক্ষেপণং। (১৭)

নির্বর্ণ্য দৃষ্ট্বা ভূয়সি ভূয়োঽত্র বিস্তারে।

উষ্ণীষীতি উষ্ণীক্ বিদ্যতে যস্য উষ্ণীক্ পাগ ইতি প্রসিদ্ধিঃ। পুরোঽগ্রে

সূত্রধার—(অঞ্জলিতে পুষ্পাঞ্জলি লইয়া)

১৬। যাঁহার দীপ্তিতে চতুর্দিক্ উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে, যাঁহার কান্তি শশধরমালার ন্যায় উজ্জ্বল ও স্নিগ্ধ, যাঁহার পরিমল চতুর্দিকে বিস্তৃত হইয়া সকলকে আনন্দ-মত্ততায় চঞ্চল করিয়া তুলিতেছে, নাটকের হাস্যরসের মতো যাহা শ্রীভগবানের নখচন্দ্র-সৌন্দর্যের পুষ্টিসাধক সেই পুষ্পাঞ্জলি আমি শ্রীভগবানের নির্মল পদকমলে অর্পণ করিতেছি।

(এই বলিয়া পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ) (১৭)

প্রেমভক্তি—(অবধান করিয়া) আপনি অতি সঙ্গত কার্যই করিয়াছেন—যদ্যপি নেপথ্যেই নান্দী পঠিত হইয়াছে, তথাপি এই নাটকের স্তুতিপ্রসঙ্গে ভগবৎপাদপদ্মেই পুষ্পাঞ্জলি অর্পিত হইয়াছে। বৎসে, দেখ দেখ,

মৈত্রী—দেই ! ণ কৃখু অঅং সখীও মগ্গো। [দেবি ! ন খল্বয়ং শাস্ত্রীয়ো মার্গঃ।]

প্রেমভক্তিঃ—শ্রূয়তাম্,—

১৮। শাস্ত্রীয়ঃ খলু মার্গঃ, পৃথগনুরাগস্য মার্গোঽন্যঃ।
প্রথমোঽর্হতি সনিয়মতা-,মনিয়মতামন্তিমো ভজতে ॥

মৈত্রী—অণিঅদমগ্গেণ চলন্তস্স বিলম্বেণ জ্জেব্ব গম্মলাহো হোই। [অনিয়তমার্গেণ চলতো বিলম্বেনৈব গম্যলাভো ভবতি।]

প্রেমভক্তিঃ—ইদমনৈকান্তিকম্। তথা হি—

১৯। বন্যাসু তরণিসরণি-,র্জবেন গম্যং নয়ত্যনিয়তাঽপি।
ন সহজকুটিলেষু পুন-,র্নদীপ্রবাহেষ্বতিনিয়তাপি ॥

প্রতীকঃ প্রতিকূলে প্রতীকস্ত্রিষ্বেকদেশেতু পুংস্যয়ং। (১৮)

প্রথমঃ শাস্ত্রীয়মার্গঃ। সনিয়মতা নিয়মেন সহ বর্তমানঃ তস্য ভাবঃ। অন্তিমোঽনুরাগমার্গঃ। গম্যং গমনস্থানং। (১৯)

১৭। কণ্ঠে হার, শ্রবণযুগলে কুণ্ডল আর অবতংস, বিশাল বক্ষে দোলে পুষ্পমালিকা, বাহুদ্বয়ে অঙ্গদ ও কঙ্কন, শিরে শোভে উষ্ণীষ, আর চরণযুগলে নূপুর মঞ্জুল, আহা কিবা শোভারে—নাট্যলক্ষ্মীর তেজোময় মূর্তির মত ঐ তো সম্মুখে দীপ্তি পাইতেছেন শ্রীহরিদাস। (১৮)

মৈত্রী—দেবী ! শাস্ত্রীয় বিধি তো এরূপ নয়।

প্রেমভক্তি—শ্রবণ কর,—

১৮। শাস্ত্রীয় বিধিমার্গ এক, আর অনুরাগমার্গ অন্য এক পৃথক্। বিধিমার্গ শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধের অধীন কিন্তু অনুরাগমার্গ স্বাধীন।*

মৈত্রী—শাস্ত্রবিধিবহির্ভূত ভাবে চলিলে লক্ষ্যস্থল বিলম্বেই লাভ হয়।

প্রেমভক্তি—যাহারা ঐকান্তিক নয় তাহাদের ক্ষেত্রেই এ কথা প্রযোজ্য। একটি দৃষ্টান্ত শোন,—

১৯। বন্যাজলে নৌকায় পথে-অপথে চলাটা অনিয়মে হইলেও গন্তব্যস্থানে পৌঁছানটা কিন্তু দ্রুতই হয়; আর স্বাভাবিক কুটিল নদীর খাতের জলে চলাটা অতি নিয়মে হইলেও গন্তব্যস্থানে পৌঁছানটা অতি বিলম্বেই হয়।

---

* শাস্ত্রীয় শাসনে ভজন বিধিমার্গ এবং লোভের দ্বারা চালিত হইয়া শাস্ত্রানুসারে ভজন রাগমার্গ। রাগমার্গ স্বাধীন হইলেও ইহাতে শাস্ত্রবিধি স্বতঃই লঙ্ঘিত হয় না।

তদলমনয়া বার্তয়া, শৃণুমস্তাবৎ কিময়ং প্রস্তৌতি ॥ (১৯)

সূত্রধারঃ—অলমতিবিস্তরেণ। ভো ভোঃ! অদ্যাহং ভগবতঃ কমলযোনেশ্চরণ-কমলোপকণ্ঠাদ্‌দৈনন্দিন-বন্দনাদিকং নির্বাহ্য নিবর্তমানো মানোন্নতেন দৈবাৎ তত্রৈবোপসীদতা নারদেন নারদেন সমাদিষ্টোঽস্মি। যথা—হংহো গন্ধর্বরাজ! রাজমানোঽতিচিরায় মম মনোরথো বরীবর্তি, ভবদ্ভির্নরীনৃত্যমানা ভগবতঃ শ্রীবৃন্দাবনবিহারিণঃ কাপি কেলিকৌমুদী নয়নবিষয়ীকর্তব্যেতি তদ্‌যথা সম্পদ্যতেঽদ্য তে তথা কৌশলেন ভবিতব্যম্। তদহং তত্র যতিষ্যে। (ইতি পুরতোঽবলোক্য) ভো ভোঃ! ইত ইতঃ ॥

(প্রবিশ্য) (২০)

পারিপার্শ্বিকঃ—কিমাজ্ঞাপয়তি ভাবঃ?

সূত্রধারঃ—মারিষ! অদ্যাহমুপরোধিতোঽস্মি তত্রভবতা ভগবতা নারদেন।

কমলযোনেঃ শ্রীব্রহ্মণঃ। দিনে দিনে ভবো দৈনন্দিনং তচ্চ বন্দনাদিকঞ্চেতি। দৈবাৎ ভাগ্যাৎ তত্র সময়ে নেপথ্যে। উপসীদতা উপগচ্ছতা। নারদেন নারোবিক্ষেপস্তং দ্যতি খণ্ডয়তি নারদঃ। যথেতি নারদাদেশমাহ যথা হংহো ইতি। বৃন্দাবন বিহারিণশ্চন্দ্রস্য কেলিকৌমুদী কেলিজ্যোৎস্না। অহং সূত্রধারঃ তত্রাদেশে যতিষ্যে যতনং করিষ্যে। (২০)

ভাবঃ বিদ্বান্। মারিষ হে আর্য।

যাহা হউক, এই সব কথা এখন রাখ,—এখন শোন ইনি কি বলেন। (১৯)

সূত্রধার—অতিবিস্তারে আর প্রয়োজন কি? ওহে শোন শোন! আজ আমি ভগবান্‌-ব্রহ্মার চরণকমল হইতে যখন বন্দনাদি শেষ করিয়া ফিরিতেছি, এমন সময় দৈবাৎ বহু-সম্মানীয় ভক্তিযোগের আদিগুরু নারদঋষি সেখানে উপস্থিত হইয়া আমাকে আদেশ করিলেন—'ওহে গন্ধর্বরাজ! আপনাদের নাচে-গানে উচ্ছলিত বৃন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণের কোনও অপূর্ব লীলাভিনয় দর্শনের জন্য আমার মনে বহুদিন ধরিয়া প্রবল উৎকণ্ঠা রহিয়াছে,—আমার এই মনোবাসনা যাহাতে পূর্ণ হয় সেইরূপ কৌশলে আজ একটি নাটক অভিনয় করুন।'

(এই কথা বলিবার পর সম্মুখে অবলোকন করিয়া) ওহে ওহে, এদিকে এদিকে,

(প্রবেশ পারিপার্শ্বিক) (২০)

পারিপার্শ্বিক—বিদ্বন্! কি আজ্ঞা করিতেছেন?

পারিপার্শ্বিকঃ—কথমিব ?

সূত্রধারঃ—'ভগবতঃ কমলযোনেঃ' (ইত্যাদি পঠতি।)

পারিপার্শ্বিকঃ—ভাব ! কথময়মাত্মযোনের্ভগবত আত্মজঃ সনক-সনন্দনাদীনামবরজ আত্মারামো ব্রহ্মভূতঃ সতত-ব্রহ্মানন্দানুভব-ভবিক-শুভগম্ভাবুকঃ শ্রীকৃষ্ণস্য লৌকিকীং কেলিমনুবদ্ধতৃষ্ণস্তামিদমভ্যর্থিতবান্ ? (২১)

সূত্রধারঃ—অস্তি রহস্যম্ , (ভা° ১।৭।১০)

২০। "আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥"

ইতি ভাগবতীয়া গাথা।

আত্মযোনের্ব্রহ্মণঃ। অবরজঃ কনিষ্ঠঃ। সততেতি নিরন্তর ব্রহ্মানন্দানুভব মঙ্গলসৌভাগ্যভাবনশীলঃ। অভ্যর্থিতবান্ যাচিতবান্। (২১)

আত্মারামেতি আত্মা দেহ মনো বুদ্ধি সভাব ধৃতি বুদ্ধিষু যত্নেচ এতেষু রমন্তে। উরুবিক্রমে মহদ্বিক্রমে হরৌ। ইত্থম্ভূতগুণো নানাপ্রকার বিশেষ প্রাপ্তগুণঃ।

সূত্রধার—হে আর্য ! আজ পরমপূজনীয় ভগবান্-নারদ আমাকে সনির্বন্ধে একটি অনুরোধ করিয়াছেন।

পারিপার্শ্বিক—কি নিমিত্ত ?

সূত্রধার—'আজ আমি ভগবান্-ব্রহ্মার চরণকমল হইতে যখন দৈনন্দিন বন্দনাদি' (ইত্যাদি বলিলেন)।

পারিপার্শ্বিক—হে বিদ্বন্ ! এই নারদ ভগবান্-ব্রহ্মার পুত্র, সনক-সনন্দনাদির কনিষ্ঠভ্রাতা, আত্মারাম, ব্রহ্মভূত, নিরন্তর ব্রহ্মানন্দ-আস্বাদন-সুখে নিমগ্ন, এবং জগতের মঙ্গলকামী হইয়াও কেন শ্রীকৃষ্ণের লৌকিকলীলা-আস্বাদন-তৃষ্ণায় আকুল হইয়া এইরূপ যাচ্ঞা করিলেন। (২১)

সূত্রধার—ইহাতে কিছু রহস্য আছে ? (ভা° ১।৭।৭০)

২০। মুনিগণ বিধিনিষেধের অতীত ও একমাত্র আত্মাতেই রমণশীল হইয়াও শ্রীহরিতে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন—শ্রীহরির গুণমাধুরীর এমনই অদ্ভুত মহিমা।

এই হইল ভাগবতীয় গাথা।

পারিপার্শ্বিকঃ—ভবতু নাম ভক্তিং কুর্বন্তু, কথং লৌকিকাচরিতেঽনুরজ্যন্তি ?

সূত্রধারঃ—মৈবং বাদীঃ,

২১। অলৌকিকীতঃ কিল লৌকিকীয়ং, লীলা হরেরেতি রসায়নত্বম্ ।
লীলাবতারানুকথাতিমৃদ্বী, বিশ্বস্য স্রষ্ট্যাদিকথা পলিক্নী ॥ (২২)

অত উক্তম্—(ভা° ১০।৩৩।৩৬) "ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎ-পরো ভবেৎ" ইতি সাধারণ-জনপরমেব, বিশেষতস্ত্বয়ং শ্রীনারদঃ শ্রীবৃন্দাবন-বিনোদপ্রিয়ঃ শ্রীগোপালমহামনোঋ ষিরপি, তেন যুক্তমেবৈতৎ, তদবিলম্বিতমেব সম্পাদ্যতাং পাত্রবর্গস্য ভূমিকাপরিগ্রহঃ। (২৩)

পারিপার্শ্বিকঃ—ভাব! ক্ষণমপেক্ষ্যতাং যাবদসৌ মুনিবরঃ সমায়াতি।

সূত্রধারঃ—আগতপ্রায় এব, ন খলু তাদৃশামন্তরীক্ষচারিণাং পর্যটনবিলম্বঃ।

নাম প্রাকাশ্যে। লৌকিকাচরিতে কৃষ্ণকেলৌ। অনুরজ্যন্তি অনুরাগং কুর্বন্তি। লীলাবতারানু কথা শ্রীরঘুনাথাদি গুণকথা। স্রষ্ট্যাদীতি স্রষ্ট্যাদি নৈপুণ্যকথা অতি বৃদ্ধা স্যাৎ। (২২)

সাধারণেতি সর্বজনপরমেব। বিশেষতঃ ইতরসাধারণজনাৎ মহামনোঃ মহামন্ত্রস্য ঋষির্মন্ত্রদাতা। তেন মিলিত্বা। (২৩)

পারিপার্শ্বিক—ভালইতো ভক্তি করুন-না, কিন্তু লৌকিক লীলায় এত অনুরাগ কেন ?

সূত্রধার—এরূপ কথা বলিতে পার না ;

২১। শ্রীহরির অলৌকিক লীলা হইতেও লৌকিক লীলা বেশী কর্ণরসায়ন শ্রীকৃষ্ণরামাদি-অবতারের লীলাকথা অতি মধুর, আর বিশ্বস্রষ্ট্যাদি-কথা অতি পুরাতন, তেমন কর্ণরসায়ন নয়। (২২)

অতএব বলা হইয়াছে—(ভা° ১০।৩৩।৩৬) 'শ্রীকৃষ্ণ সেইরূপ মধুরলীলা করেন যাহা শ্রবণে লোক তাঁহাতে আসক্ত হয়।' এই বাক্যও সাধারণ-জনপরই। কিন্তু এখানে আরও বিশেষ কথা আছে,—এই নারদঋষি শ্রীবৃন্দাবনলীলাপ্রিয় ও শ্রীগোপালমন্ত্রের মহাঋষি, এইসব কারণে তাঁহার পক্ষে ইহা আরও যুক্তিযুক্তই হইতেছে, সুতরাং নাটকের অভিনেতা অভিনেতৃদের বেশভূষা তাড়াতাড়ি শেষ করিয়া লও। (২৩)

পারিপার্শ্বিক—বিদ্বন্! যতক্ষণ মুনিবর না আসেন ততক্ষণ অপেক্ষা করুন।

পারিপার্শ্বিকঃ—এবঞ্চেৎ কঃ প্রয়োগোঽনুষ্ঠাতব্যস্তদপ্যনুজ্ঞায়তাম্।

সূত্রধারঃ— ২২। গৃহীত্বা জরতীভাবং যা দেব্যা যোগমায়য়া।
সম্পাদ্যতে দানলীলা সৈব রাধামুকুন্দয়োঃ॥ (২৪)

পারিপার্শ্বিকঃ—কথমেষা ত্বরিতং সম্পাদয়িতুং শক্যতে?

সূত্রধারঃ—কথমিব?

পারিপার্শ্বিকঃ—শ্রূয়তাম্,—

২৩। তস্মিন্ প্রয়োগে ভবতস্তনূজাঃ, সর্বা বিশেষাদ্গণনা প্রবীণাঃ।

সূত্রধারঃ—(সাশঙ্কম্) কথয়, তাসাং স্বস্ত্যস্তি?

পারিপার্শ্বিকঃ—অস্ত্বেব, কিন্তু,

(২৩।) বৃন্দাবনং তাঃ প্রযযুঃ প্রমোদাৎ, সংভূয় গোপীশ্বরপূজনার্থম্॥

আগতপ্রায়ঃ নারদঃ। নারদসদৃশাং অন্তরীক্ষে শূন্যমার্গে চরিতং গন্তুং শীলং যেষাং তেষাং। অনুষ্ঠাতব্যঃ অস্মাভিঃ।

তদনুষ্ঠানপ্রয়োগোযুষ্মাভিঃ। **সৈব সা দানলীলা অনুষ্ঠীয়তাং।** (২৪)

এষা দানলীলা। শক্যতে অস্মাভিঃ। **কথমিব ন শক্যতে।**

প্রয়োগে দানপ্রয়োগে। তনুজাঃ পুত্র্যঃ। গণনাপ্রবীণাঃ নাট্যাদৌ প্রবীণাঃ নৈপুণ্যাঃ। তাসাং পুত্রীণাং। সংভূয় মিলিত্বা।

সূত্রধার—তিনি এই আসিলেন বলিয়া, তাঁহাদের মত আকাশচারীগণের যাতায়াতে কোনও সময় লাগে না।

পারিপার্শ্বিক—বিদ্বন্, শ্রীকৃষ্ণের কোন্ লীলার অভিনয় হইবে তাহাও আদেশ করুন।

সূত্রধার—২২। দেবী যোগমায়ার দ্বারা বৃদ্ধা তপস্বিনীর ভাবে শ্রীরাধামুকুন্দের যে দানলীলা সম্পাদিত হইয়াছিল তাহাই আজ অভিনীত হউক। (২৪)

পারিপার্শ্বিক—এই লীলা এসময়ে কি করিয়া সুসমাধা করিব?

সূত্রধার—পারিবে না কেন?

পারিপার্শ্বিক—শুনুন, ২৩। এই দানলীলার অভিনয়ে সর্বনাট্যকলায় বিশেষ পারদর্শী আপনার কন্যাগণের প্রয়োজন আছে যে।

সূত্রধার—(শঙ্কিত হইয়া) ওহে বল বল,—তাঁহাদের কুশল তো।

পারিপার্শ্বিক—কুশলেই আছেন, কিন্তু, (২৩।) সম্প্রতি গোপীশ্বর-পূজনের নিমিত্ত মনের উল্লাসে শ্রীবৃন্দাবনবিহারে গিয়াছেন।

সূত্রধারঃ—কিং করোমি, কথমেতৎ নারদঃ প্রত্যেতু, অহো তদভিশাপাদ্‌ভয়েন ভাব্যম্।

পারিপার্শ্বিকঃ—অলমলং চিন্তয়া, তা অপি সমাগতপ্রায়া এব ॥ (২৫)

সূত্রধারঃ—হন্ত মারিষ! ন জানাসি;

২৪। বর্ত্মানভিজ্ঞাঃ কিল তাঃ কুমার্য্যো, ন চোপযুক্তঃ, কতমোঽস্তি বন্ধুঃ।
দানদ্রবোৎসিক্তকরঃ করালঃ, স্তম্বেরমো যত্র স মেঘধামা ॥

পারিপার্শ্বিকঃ—অস্তি তাসাং সঙ্গে যোগমায়াপ্রভাবা জরতী ভবচ্ছ্বশ্রূঃ।

সূত্রধারঃ—(বিহস্য) তদা নিশ্চিন্ত এবাস্মি।

২৫। যা ন পশ্যতি পন্থানং ন শৃণোতি চ যা বচঃ।
সা কিং করোতি সাহায্যং যা জরেব শরীরিণী ?

পারিপার্শ্বিকঃ—মৈবং বাদীঃ;

কথমেতৎ তাষাং বৃন্দাবনগমনম্। প্রত্যেতু প্রত্যয়ং করোতু। তৎ নারদস্য অভিশাপাৎ। ভাব্যং ময়া তয়া বা অলং অলং ব্যর্থং ব্যর্থং। তাঃ তব পুত্র্যাঃ। (২৫)

বর্ত্মানাভিজানন্তি যত্র বর্ত্মনি অস্তি স কৃষ্ণঃ। শ্যামধামা শ্যামশরীরঃ। শ্বশ্রূঃ শাশুড়ী ইতি প্রসিদ্ধিঃ।

সূত্রধার—আমি এখন করি কি? নারদ কি এ কথায় বিশ্বাস করিবেন, অহো তাহার অভিশাপ-ভয়ে আমি ভীত হইতেছি।

পারিপার্শ্বিক—আপনার এ অযথা চিন্তার প্রয়োজন কি? তাহারা সকলেই এই আসিলেন বলিয়া। (২৫)

সূত্রধার—হায় বিদ্বন্, জান না; ২৪। সেই কুমারীগণের পথ সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নাই, উপযুক্ত কোনও বন্ধুও তাহাদের সঙ্গে নাই, ইহার উপরে আবার কৃষ্ণবর্ণ মত্তহস্তী দানগ্রহণে উৎসুক হইয়া সেখানে শুঁড় উচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

পারিপার্শ্বিক—যোগমায়াসম প্রভাবশালী আপনার বৃদ্ধা শ্বশ্রূমাতা তাহাদের সঙ্গে আছেন।

সূত্রধার—(একগাল হাসিয়া) তবে তো বিলক্ষণ নিশ্চিন্তই হইলাম,—২৫। যিনি চোখে দেখেন না, পথ চিনেন না, ডাকিয়া কথা বলিলেও কানে শোনেন না সেই জরতী কি সাহায্য করিবেন?

পারিপার্শ্বিক—একথা বলিতে পারেন না;

২৬। মহাপ্রভাবা খলু যোগিনী সা, বয়ো ন তস্যামতিবিপ্লবায়।
ক্রমেণ বৃদ্ধা বিধুমণ্ডলীয়ং, ন গ্লায়তি দ্যোতত এব কামম্॥ (২৬)

(**নেপথ্যে**) হংহো গন্ধর্বপতে! কো বিলম্বস্তদভিনয়স্য?

সূত্রধারঃ—(শ্রুতিমভিনীয়) মারিষ! পশ্যায়মুৎকণ্ঠমানো মুনিবরঃ সপ্রমোদমভিনেষ্যমাণবিলোকনার্থং ত্বরমাণ আগচ্ছতি। অস্মাকন্তু ন কাপি সামগ্রী সংপদ্যতে, তদ্বয়মিতো গত্বা তাসামেব কুমারীণামনুসন্ধানায় যামঃ।

পারিপার্শ্বিকঃ—যথা রুচিতং ভবতে।

(ইতি ক্ষণং তেনাতেনেতি নর্তিত্বা নিষ্ক্রান্তৌ) (২৭)

প্রস্তাবনা

(ততঃ প্রবিশতি স্নাতকেনানুগম্যমানো নারদঃ)

নারদঃ—অয়ে গন্ধর্বরাজ! কিমতঃ পরং বিলম্বসে? (ইতি তমনুসন্দধাতি)

সা যোগমায়া ভগবতী। মতিবিপ্লবায় তস্যা ভগবত্যাঃ বয়োবৃদ্ধাবস্থঃ জ্ঞানভ্রষ্টায় ন ভবতি অতি প্রলয়েঽপি পরিপূর্ণজ্ঞা। (২৬)

তদভিনয়স্য তন্নাট্যস্য। অভিনেষ্যমাণেতি অস্মাভিঃ অভিনয়ো নাট্যানুকরণং করিষ্যতে যত্তদ্বিলোকনার্থং। (২৭)

২৬। তিনি মহাপ্রভাব সম্পন্ন ও যোগৈশ্বর্যশালী,—জরাবস্থা তাঁহার বুদ্ধিভ্রংশ ঘটাইতে পারে না। শুক্লপক্ষের চাঁদের মত ইঁহার বুদ্ধিবৃত্তি দিন দিন ক্ষয়প্রাপ্ত না হইয়া আরও উজ্জ্বল হইয়াছে। (২৬)

(নেপথ্যে)

ওহে গন্ধর্বপতি! তোমার অভিনয়ের আর বিলম্ব কি?

সূত্রধার—(শ্রবণের অভিনয় করিয়া) হে আর্য! ঐ যে মুনিবর শ্রীনারদঋষি অভিনয়-দর্শনোৎকণ্ঠায় উল্লসিত হইয়া তাড়াতাড়ি আসিতেছেন। আমাদের আয়োজন তো এখনও কিছুই সম্পন্ন হয় নাই, শীঘ্র চল সেই কুমারীদের অনুসন্ধানে যাই।

পারিপার্শ্বিক—আপনার যেরূপ অভিরুচি।

(অতঃপর উভয়ে ক্ষণকাল বাদ্যধ্বনির সহিত নৃত্য করিয়া প্রস্থান) (২৭)

প্রস্তাবনা

(অতঃপর শিষ্যসঙ্গে নারদের প্রবেশ)

নারদ—ওহে গন্ধর্বরাজ—ইহার পর আর দেরি করিতেছ কেন?

প্রেমভক্তিঃ—বৎসে মৈত্রি! পশ্য পশ্য,

২৭। অংসে নিধায় মহতীং রণয়ন্ প্রকোষ্ঠে, বামেতরে বলয়বৎ কলিতাক্ষমালঃ।
বিদ্যুদ্‌বিকস্বর-বিকীর্ণ-জটাকলাপঃ, কৈলাসকান্তিরয়মেতি সুরর্ষিরগ্রে ॥

বৎসে! প্রণমৈনম্, মহাভাগবতোত্তমোঽয়ং মুনিবরঃ। যস্য খল্বিয়ং গাথা—

২৮। "অহো দেবর্ষির্ধন্যোঽয়ং যৎ কীর্তিং শার্ঙ্গধন্বনঃ।
গায়ন্মাদ্যন্নিদং তন্ত্র্যা রময়ত্যাতুরং জগৎ ॥" (ভা° ১।৬।৩৯) (২৮)

মৈত্রী—(প্রণম্য) দেই! তুএ ভণিদং সিরিবাসো ণারও হুবিস্‌সদি, কহং দাণীং সঅং জ্জেব্ব ণারও আঅও? [দেবি! ত্বয়া ভণিতং শ্রীবাসো নারদো ভবিষ্যতি, কথমিদানীং স্বয়মেব নারদ আগতঃ?]

প্রেমভক্তিঃ—অস্য সহজনারদাবেশত্বান্নারদরূপতা ব্যক্তৈব। অদ্বৈতাদেস্তু তত্তদারোপঃ। তত্ত্বয়া যথাদৃষ্টমেব প্রতীয়তাম্।

বিলম্বসে বিলম্বং করোষি। তং গন্ধর্বরাজং।

মহতীং বীণাং। প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠঃ করয়োরধঃ। বামেতরে বামহস্তস্তস্মাদিতরো দক্ষিণহস্তঃ। কলাপঃ সমূহঃ। কৈলাস ইব শুক্ল কান্তিরিত্যর্থঃ। প্রণমৈনং প্রকৃষ্টেন আনমত্বং এনং নারদং। তন্ত্র্যা বীণয়া। (২৮)

(এই বলিয়া তাঁহাকে খুঁজিতে লাগিলেন)

প্রেমভক্তি—বৎসে মৈত্রী, দেখ দেখ,—

২৭। যিনি মহতী বীণা স্কন্ধে স্থাপন করিয়া স্বরালাপ করিতেছেন, দক্ষিণ হস্তের নীচে রুদ্রাক্ষমালা বলয়ের আকারে ধারণ করিয়াছেন, যাঁহার জটাজাল বিদ্যুতের মত দীপ্তি পাইতেছে, যাঁহার অঙ্গকান্তি তুষারমণ্ডিত কৈলাসগিরির ন্যায় শুক্লবর্ণ সেই দেবর্ষি নারদ সম্মুখে আগমন করিতেছেন।

বৎসে, ইহাকে প্রণাম কর,—ইনি মহাভাগবতোত্তম মুনিশ্রেষ্ঠ, যাঁহার যশোগাথা শ্রীমদ্ভাগবতে এইরূপ আছে,—(ভা° ১।৬।৩৯)

২৮। "অহো দেবর্ষি নারদই ধন্য, যেহেতু ইনি ভগবান্ চক্রপাণির লীলাযশ স্বীয় বীণায় প্রেমোন্মাদে গান করিতে করিতে এই বিষয়-তপ্ত জগতকে আনন্দসাগরে ডুবাইয়া দিতেছেন। (২৮)

মৈত্রী—(প্রণাম করিয়া) দেবী, আপনি বলিয়াছিলেন শ্রীবাস নারদ হইবে, এখন তো দেখিতেছি নারদই সাক্ষাৎ আসিলেন, এ কিরূপ হইল?

নারদঃ—ভো ভোঃ স্নাতক! কথমত্র কোঽপি ন দৃশ্যতে?

স্নাতকঃ—সুরর্ষে! গন্ধর্ব্বরাজস্তু বৃন্দাবন এব নর্তিতব্যমিতি তত্রৈব সসামগ্রীকো গতবানস্তি, এহি তত্রৈব গচ্ছাবঃ।

নারদঃ—ইদং বৃন্দাবনং ন ভবতি?

স্নাতকঃ—ভো মহাত্মন্! অতিশয়হর্ষোৎকর্ষেণ স্বাত্মাপি বিস্মৃতো ভবতা, যচ্চ তথা বৃন্দাবনপরিচয়-চাতুর্যধুর্যোঽপি বৃন্দাবনং ন পরিচিনোষি। (২৯)

নারদঃ—ভো ভোঃ স্নাতক! সত্যমেবোক্তং ভবতা।

২৯। আনন্দোন্মাদ-লুপ্তান্তর্বহিঃকরণবৃত্তয়ঃ। পরিচিন্বন্তু কে সম্যগাত্মানং কিমুতাপরম্? তদাদিশ তস্য পন্থানম্।

স্নাতকঃ—ভো ভো ইত ইতঃ।—(ইত্যুভৌ নাট্যেন পরিক্রামতঃ।)

অস্য শ্রীবাসস্য। ব্যক্তৈব জ্ঞেয়া। তত্তদারোপঃ রুদ্রাদ্যারোপঃ জ্ঞেয়ঃ। তৎ নারদাদি স্বরূপং। (২৯)

প্রেমভক্তি—শ্রীবাসে স্বভাবতঃই নারদের আবেশ থাকাতে ইনি এখন সাক্ষাৎ নারদরূপেই প্রকাশ পাইতেছেন। কিন্তু অদ্বৈতাদিতে অভিনয়ের ভূমিকা আরোপমাত্র। যাক্, এখন যাঁহাকে যে ভাবে দেখিতেছ তাহাই বিশ্বাস কর।

নারদ—ওহে ওহে স্নাতক! এখানে কাহাকেও দেখা যাইতেছে না কেন?

স্নাতক—এই অভিনয় বৃন্দাবনে হওয়াই সমীচীন, এই বিচারে গন্ধর্ব্বরাজও সমস্ত আয়োজনের সহিত সেখানেই গিয়াছেন, আসুন আমরা সেখানেই যাই।

নারদ—এ কি বৃন্দাবন নয়?

স্নাতক—ওহে মহাত্মন, পরমানন্দরসে নিমগ্ন হইয়া আপনার দেখিতেছি নিজ পরিচয়ও ভুল হইয়া গিয়াছে, তাই বৃন্দাবন-মহিমামৃত-আস্বাদনে চতুরচূড়ামণি হইয়াও আপনি এখন বৃন্দাবন চিনিতে পারিতেছেন না। (২৯)

নারদ—হে স্নাতক, তুমি ঠিকই বলিয়াছ,

২৯। আনন্দোন্মাদবশতঃ অন্তর্বহিরিন্দ্রিয়ের বৃত্তি লোপ হইয়া গেলে নিজ পরিচয়ই ভুল হইয়া যায়, আর অপর বিষয়ের কথা কি? অতএব তুমি সেই পথ দেখাইয়া চল।

স্নাতক—আসুন আসুন এ দিকে এ দিকে।

(এরপর উভয়ে রঙ্গে পায়চারি করিতে লাগিলেন)

প্রেমভক্তিঃ—(নিরূপ্য) অহো মহাভাগবতস্য নৈসর্গিকী বৃন্দাবনরতিঃ। (৩০)

নারদঃ—(নাট্যেন কিয়দ্দূরং গত্বা) হন্ত ভোঃ !

৩০। যৎপারে বিরজং বিরাজি পরমব্যোমেতি যদ্গীয়তে
নিত্যং চিন্ময়ভূমি-চিন্ময়লতা-কুঞ্জাদিভির্মঞ্জুলম্।
সান্দ্রানন্দ-মহোর্মিভিঃ খগ-মৃগব্রাতৈর্বৃতং সর্বত-
স্তদ্বৃন্দাবনমীক্ষতে কিমপরং সম্ভাব্যমক্ষ্ণোঃ ফলম্ ?

যত্র স্বয়ং স্বয়ংভূরপ্যস্মৎপিতা যৎকিঞ্চিদেব জন্মাভিলষিতবান্। তথা চ পৌরাণিকী গাথা—(ভা° ১০।১৪।৩৪) "তদ্ভূরিভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যাং, যদ্গোকুলেঽপি কতমাঙ্ঘ্রিরজোঽভিষেকম্" ইত্যাদি। (ইত্যেতদেব পদ্য-মুপবীণয়ন্নটতি।) (৩১)

বিরজায়াঃ পারে পারে বিরজং। অস্মাভির্যৎপরব্যোম মহাবৈকুণ্ঠেতি গীয়তে তৎযৎ যস্য বৃন্দাবনস্য পারে বিরজং সৎ বিরাজি বিরাজনশীলঃ। বির-জায়াঃ পারে যৎ বিরাজি বিশিষ্টদীপ্তিশীলং পরব্যোমেতি বৈকুণ্ঠমিতি অস্মাভি-র্গীয়তে তৎ বৈকুণ্ঠং যৎ বৃন্দাবনং গীয়তে তদ্বিলাসরূপত্বে নাভেদাদিতি ভাবঃ।

মঞ্জুলং মনোহরং। ব্রাতঃ সমূহঃ। যত্র বৃন্দাবনে। যৎ কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্রজন্ত্বাদিকং। ইহ বৃন্দাবনে। বীণয়া উপগায়ন্ নটতি। (৩১)

প্রেমভক্তি—(নিরীক্ষণ করিয়া) অহো, মহাভাগবতের স্বাভাবিক বৃন্দাবন-রতি ! (৩০)

নারদ—(ভঙ্গিভরে কিছুদূর গিয়া) ওহে শোন,

৩০। শাস্ত্রে যাঁহা বিরজার অপর পারে ও পরব্যোমেরও উর্ধ্বে বলিয়া গীত হয়, যাঁহা চিন্ময়ভূমি-চিন্ময়লতা-কুঞ্জাদিদ্বারা নিত্য মধুর, যাঁহা নিবিড় আনন্দ দ্বারা উচ্ছলিত, ও খগ-মৃগগণের দ্বারা সর্বত্র পরিশোভিত সেই মহামহিম শ্রীবৃন্দাবন নয়নগোচর হইতেছে,—নয়নের ভাগ্যসীমা ইহা হইতে আর কি হইতে পারে ?

আমাদের পিতা স্বয়ংব্রহ্মা যেখানে যে কোনও এক নীচ জন্ম অভিলাষ করিয়াছিলেন—পৌরাণিক গাথা এইরূপ আছে,—(ভা° ১০।১৪।৩০) "যদি আমার মহাভাগ্যের উদয় হইয়াই থাকে তবে যেন এই গোকুলবনে তৃণ-গুল্ম-লতার মধ্যে যে কোনও এক জন্ম আমার হয় যাহাতে ব্রজবাসিগণের কাহারও চরণধূলিতে অভিসিক্ত হইতে পারি।" (এই শ্লোক বীণায় গান করিতে করিতে নারদ নাচিতে লাগিলেন) (৩১)

স্নাতকঃ—এবঞ্চেৎ প্রতিপদমেব ভবতা প্রেমানন্দবিহ্বলেন ভূয়তে, তদা কথং গম্যতাম্ ?

নারদঃ—(ধৈর্যমবষ্টভ্য) আদিশ মার্গম্।

স্নাতকঃ—ইত ইতঃ।

(ইত্যুভৌ পুনর্নাট্যেন পরিক্রামতঃ।)

(নেপথ্যে মুরলীধ্বনিঃ)

স্নাতকঃ—দেবর্ষে ! ইদমেব বৃন্দাবনম্, যদেষ ভগবতো মুরলীকল আকর্ণ্যতে। (৩২)

নারদঃ—(শ্রুতিমভিনীয়) অয়ে সত্যমেবাথ। তথা হি—(শ্রীমদলঙ্কার-কৌস্তুভে ৮।৭২)

৩১। "মধুরিমরসবাপী-মত্তহংসী-প্রজল্পঃ, প্রণয়কুসুমবাটী-ভৃঙ্গসঙ্গীতঘোষঃ।
সুরতসমরভেরী-ভাঙ্কৃতিঃ পূতনারে-,র্জয়তি হৃদয়দংশী কোঽপি বংশীনিনাদঃ ॥" (৩৩)

প্রেমভক্তিঃ—বৎসে ! ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রস্য প্রবেশো ভবিতা, তদিদানীং বিস্মর্যতামাজন্মদুঃখং সফলীক্রিয়েতাঞ্চ নয়নে।

প্রতিপদং পদং পদং প্রতি। (৩২)

আথ ব্রবীষি। বাপী দীর্ঘিকা। কোঽপি অনির্বচনীয়ঃ। (৩৩)

স্নাতক—এইরূপ পদে পদে যদি আপনি প্রেমানন্দ-বিহ্বলতায় নাচিতে থাকেন তবে আর পথচলা যায় কি করিয়া, বলুন তো।

নারদ—(ধৈর্য অবলম্বন করিয়া) আচ্ছা, পথ দেখাও বাবা।

স্নাতক—এই এদিকে এদিকে।

(ইহার পর উভয়ে নটন ভঙ্গীতে চলিতে লাগিলেন)

(নেপথ্যে মুরলিধ্বনি)

স্নাতক—দেবর্ষি,—মধুর মধুর বংশী বাজে, এই তো বৃন্দাবন। (৩২)

নারদ—(কান পাতিয়া শুনিয়া) ওহে, সত্যই বটে। শাস্ত্রেও আছে—(শ্রীমদলঙ্কার কৌস্তুভ ৮।৭২)

৩১। মাধুর্যরসদীর্ঘিকা-সঞ্চারী মত্তহংসীর কাকলীর ন্যায়, প্রণয়কুসুম-বাটীর ভ্রমরগুঞ্জনের ন্যায়, সুরত-সমর-ভেরীর নাদের ন্যায় শ্রীগোবিন্দের কোনও এক অনির্বচনীয় চিত্তোন্মাদক বংশীনিনাদ জয়যুক্ত হউক। (৩৩)

প্রেমভক্তি—বৎসে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের প্রবেশ হইতেছে, অতএব এখন চিরদিনের দুঃখ ভুলিয়া যাও—নয়ন সফল কর।

মৈত্রী—সব্বং তুহ চরণপসাদদো জ্জেব্ব। [সর্বং তব চরণপ্রসাদাদেব।]

নারদঃ—(নিপুণং নিভাল্য) স্নাতক! সত্যমেব ব্রজরাজকুমারস্যৈব বংশী-নিনাদোঽয়ম্। যতঃ,

৩২। বিততিরপি গিরীণাং মুঞ্চ তীব্রাশ্রুধারাং,
পুলকয়তি তরূণাং বীরুধাঞ্চৈষ বর্গঃ।
বিদধতি সরিতোঽপি স্রোতসস্তম্ভমুচ্চৈ-,
র্হরি হরি হরি বংশীনাদ এবোজ্জিহীতে॥

(ইত্যেতদেব পদ্যং পূর্ববদুপবীণয়ন্ নৃত্যতি।) (৩৪)

স্নাতকঃ—যথার্থমেবৈতন্নটনম্। যতঃ,

৩৩। শ্রুতিভিরপি বিমৃগ্যং ব্রহ্মসম্পত্তিভাজা-,
মপি পুরুরসনীয়ং মূর্ত আনন্দসারঃ।
যদহহ ভবিতাদ্য শ্রীল-শম্ভু-স্বয়ম্ভু-,
প্রভৃতিভিরভিবন্দ্যং পাদপদ্মং দৃশোর্নঃ॥

তদ্দেবর্ষে! ক্ষণমপবার্য স্থাতুং যুজ্যতে, কিমসৌ সহ সহচরৈরেবোপসর্পতি,

---

বিস্মর্যতাং ভবত্যা মৈত্র্যা। বিততিঃ সমূহঃ। বীরুধাং লতানাং। বর্গঃ সমূহঃ। উপবীণয়ন্ বীণয়া উপগায়ন্। (৩৩)

মৈত্রী—সবই আপনার শ্রীচরণকৃপার ফল।

নারদ—(ভাল করিয়া দেখিয়া) স্নাতক, সত্যই ব্রজরাজকুমারেরই এই বংশীনিনাদ। যেহেতু, ৩২। পর্বতসমূহ প্রবল ধারায় অশ্রুবর্ষণ করিতেছে, বৃক্ষ-লতা পুলকে রোমাঞ্চিত হইতেছে, স্রোতস্বিনীর স্রোত স্তব্ধ হইতেছে—হরি হরি, শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদ পরমোৎকর্ষে ধ্বনিত হইতেছে।

(এই শ্লোক বীণায় গান করিতে করিতে নারদ নাচিতে লাগিলেন।) (৩৪)

স্নাতক—এই প্রেমনৃত্য উপযুক্তই বটে। যেহেতু,

৩৩। কি আনন্দ, শ্রুতিগণ যাঁহা নিরন্তর অন্বেষণ করিতেছেন, যে আনন্দঘন মূর্তি ব্রহ্মানন্দিগণকেও আস্বাদনসীমা প্রাপ্ত করাইতেছেন, শ্রীশিব-ব্রহ্মাদিরও অভিবন্দনীয় সেই পাদপদ্ম আজ আমাদের নয়নগোচর হইবে।

কিংবা সৌভাগ্যরসগভীরাভীরভীরুভিরিতি সহসোপসর্পণমসাম্প্রতম্। (৩৫)

নারদঃ—সত্যমাত্থ, তদেবমেব কুর্বঃ।

(ইতি তথা স্থিতৌ)

(ততঃ প্রবিশতি কদম্বতরুকাণ্ডকৃতালম্ব স্ত্রিভঙ্গীললিতো মুরলীং বাদয়ন্ কতিপয়ৈঃ সখিভিঃ সহ শ্রীকৃষ্ণঃ)

শ্রীকৃষ্ণঃ—সখে! রম্যমিদং বৃন্দাবনস্য সৌভাগ্যম্। তথা হি—

৩৪। হসন্তী বাসন্তী বলিতমুকুলো বালবকুলো,
বিশোকশ্চাশোকঃ স্থলভবিচয়শ্চম্পকচয়ঃ।
অনাগঃ পুন্নাগস্তবককমনঃ পশ্য সুমনঃ-,
কুটীরঃ পাটীরশ্বসনসুরভির্ভাতি সুরভিঃ॥ (৩৬)

যৎ যস্য পাদপদ্মং। অসৌ শ্রীকৃষ্ণঃ। অসৌ কৃষ্ণঃ। সহসা হঠাৎ। (৩৫)

আত্থ ব্রবীষি। ললিতো মনোহরঃ। বিগতঃ শোকঃ বিশোকঃ। স্থলভবিচয়ঃ পক্ষিচয়ঃ। অনাগঃ মনোহরঃ পুন্নাগ পুষ্পগুচ্ছেন কমনীয়ঃ। সুমনঃ পুষ্পং তস্য কুটীরঃ ভাতি তং পশ্য ভাতীতি সর্বৈঃ সহান্বয়ঃ। পাটীরঃ মলয়াচল স্তৎ সম্বন্ধীয়ঃ শ্বসনস্তেন সুরভি অতিসুগন্ধিঃ। (৩৬)

অতএব দেবর্ষি, কিছুক্ষণ আমাদের গোপনে অপেক্ষা করা উচিৎ,—ইনি কি রাখাল বালকগণের সঙ্গে আসিতেছেন কিম্বা নিগূঢ়রস-সৌভাগ্যবতী গোপরামাগণে পরিবৃত হইয়া আসিতেছেন তাহা তো জানি না;—সহসা নিকটে যাওয়া সমীচীন নয়। (৩৫)

নারদ—ঠিকই বলিয়াছ, চল তাহাই করি।

(দুই জনে গোপনে অবস্থান)

(অতঃপর সখাগণে পরিবৃত শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ—কদম্ব তরুর কাণ্ড অবলম্বনে ত্রিভঙ্গঠামে দাঁড়াইয়া শ্রীকৃষ্ণ মুরলী বাজাইতেছেন)

শ্রীকৃষ্ণ—সখে, অপূর্ব এই বৃন্দাবিপিন মাধুরী। ঐ দেখ,—

৩৪। প্রফুল্ল বাসন্তী ফুলে, সুন্দর মুকুলিত বকুলকুলে, পুষ্পবন্ত অশোক তরুতে, ভ্রমরচুম্বিত চম্পকসমূহে, কোমল পুষ্পগুচ্ছে, মনোহর পুন্নাগ তরুতে, আর মলয়ানিল-সুরভিত পুষ্পকুঞ্জে সুশোভিত শ্রীবৃন্দাবনের কি অপূর্ব মাধুর্যই না প্রকাশিত হইয়াছে। (৩৬)

বয়স্যাঃ—ভো বঅস্স ! তুজ্ঝ এদং কীলাকাণণং কধং রমণীজ্জং ণ হুবিস্সদি ?

[ভো বয়স্য ! তব ইদং ক্রীড়াকাননং কথং রমণীয়ং ন ভবিষ্যতি ?]

প্রেমভক্তিঃ—(নির্বর্ণ্য) অহো কিমেতৎ ?

৩৫। অয়ং নৈবাদ্বৈতো বত ন তদিদং বেশরচনা,
কলাশিল্পং কিন্তু স্বয়মিহ হরিঃ প্রাদুরভবৎ।
যথার্থং বস্ত্বেব প্রথয়তি চমৎকারমধিকং,
যথার্থস্যাকারঃ সুখয়তি চ সন্দেহয়তি চ ॥ (৩৭)

(পুনর্নিভাল্য সপরামর্শম্)

৩৬। অকৃষ্ণঃ কৃষ্ণত্বং ব্রজিতুমসমর্থো হি ভবতি
স্বয়ং কৃষ্ণো নানাকৃতি-কৃতিসমর্থঃ কিল ভবেৎ।
গ্রহীতুং যোগ্যঃ স্যাদবয়বকলাপং হ্যবয়বী
কথঙ্কারং ধত্তামবয়ববিশেষোঽবয়বিতাম্ ॥

তদয়মদ্বৈত এব ন ভবতি, নাপি বেষরচনা-কৌশলম্, কিন্তু স্বয়ং কৃষ্ণঃ এবাবতীর্ণঃ ॥ (৩৮)

নারদঃ—(দূরান্নিভাল্য সানন্দম্) অহো কিমেতৎ ?

নির্বর্ণ্য দৃষ্ট্বা। বত আশ্চর্যে। প্রথয়তি বিস্তারয়তি। (৩৭)

কথঙ্কারং কথং কৃত্বা। (৩৮)

সখাগণ—হে সখা, কেনই বা-না মধুর হইবে, এ যে তোমার ক্রীড়াকানন।

প্রেমভক্তি—(বিচার করিয়া) অহো কি আশ্চর্য,

৩৫। ইঁহাকে তো অদ্বৈত বলিয়া মনে হইতেছে না। আশ্চর্য, ইহাতো বেশরচনা বা কলাশিল্পচাতুর্যের ফলও নয় ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই যেন আবির্ভূত হইয়াছেন। আসল বস্তুই অধিক চমৎকার হইয়া থাকে, 'নকল বস্তু সুখও দেয় সন্দেহেরও উদয় করায়। (৩৭)

(পুনরায় দেখিয়া বিচার করিয়া)

৩৬। কৃষ্ণ বিনা অন্য কেহই কৃষ্ণ হইতে পারে না, স্বয়ং কৃষ্ণ অবশ্য নানা আকার ধারণ করিতে সমর্থ। অংশীতেই অংশসমূহ সন্নিবেশিত থাকে, কোনও অংশ-বিশেষে অংশীর সমাবেশ অসম্ভব।

অতএব ইনি কিছুতেই অদ্বৈত হইতে পারেন না, এই প্রকাশ বেশরচনা-কৌশলেও হয় নাই, কিন্তু স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই অবতীর্ণ হইয়াছেন। (৩৮)

নারদ—(দূর হইতে নিরীক্ষণ করিয়া উল্লাসের সহিত) অহো কি আশ্চর্য,—

৩৭। সান্দ্রানন্দরসাব্ধিমন্থবিদিতং সম্ভক্তগোষ্ঠ্যাং কৃপা
মোহিন্যা পরিবেষিতং রতিমতাং বৃন্দেন তত্রাভিতঃ।
নানারুচ্যনুপানতঃ প্রতিমুহুঃ পীতঞ্চ পূর্ণং সদা
নো জীর্যত্যপি নোপযাতি বিকৃতিং শ্যামামৃতং কিঞ্চন॥ (৩৯)

অপি চ,

৩৮। নবজলধরধামা কোটিকামাভিরামঃ,
পরিণত-শরদিন্দুস্নিগ্ধ-মুগ্ধাননশ্রীঃ।
নবকমলপলাশদ্রোণিদীর্ঘারুণাক্ষো,
দশনকুসুমকান্তি-কান্ত বিম্বাধরৌষ্ঠঃ॥

ইত এবাভিসর্পতি। তদেহি কুঞ্জান্তরিতৌ ভূত্বা পশ্যাবঃ। (৪০)

স্নাতকঃ—এবমেব। (ইতি তথা কুরুতঃ।)

শ্রীকৃষ্ণঃ—সখে সুবল! সখে শ্রীদামন্! সখে সুদামন্! কুসুমাসবো নাম বটুঃ প্রিয়সখো মে কথং ন দৃশ্যতে? তদেতং মৃগয়ত।

বিদিতংলব্ধং। তত্র পরিবেশনে অভিতঃ সর্বতোভাবে। মুহুঃ বারম্বারং। (৩৯)

দশনেতি দশন কুসুমকান্তের্বিশ্রামো বিম্বাধরৌষ্ঠয়োর্যস্য। (৪০)

কুসুমাসবঃ পুষ্পমধু ইব। (৪১)

৩৭। শ্রীভগবৎকরুণামোহিনী চিৎঘনানন্দ-রসসমুদ্র-মন্থনোত্থ কোনও এক অনির্বচনীয় শ্যামামৃত সম্ভক্ত গোষ্ঠীতে মুক্তহস্তে পরিবেশন করিতেছেন, দাস্য-সখ্য বিবিধ ভাবের অনুরাগী ভক্তবৃন্দ উহা নিজ নিজ ভাবে রঞ্জিত করিয়া আকণ্ঠ পান করিতেছেন। কিন্তু কি অদ্ভুত, ইহা সদা পূর্ণ রহিতেছে—পুরাতনও হয় না, বিকৃতও হয় না! (৩৯)

আরও, মরি মরি রূপের কি মাধুরীরে—

৩৮। নবজলধরসম ঢল ঢল অঙ্গকান্তি, কোটি মদনসম সৌন্দর্য, পূর্ণ শরচ্চন্দ্র-সম স্নিগ্ধ মুগ্ধ আননশ্রী, নব পদ্মপলাশসম দীর্ঘ অরুণ নয়ন, কুসুমকান্তি পরাভবকারী দশন ও বিম্বসম অধরোষ্ঠ দীপ্তি পাইতেছে।

এদিকেই আসিতেছে, অতএব এস কুঞ্জান্তরালে থাকিয়া দেখি। (৪০)

স্নাতক—ঠিকই বলিয়াছ। (উভয়ে কুঞ্জান্তরালে লুকাইয়া রহিলেন)।

শ্রীকৃষ্ণ—ওহে সখা সুবল-শ্রীদাম-সুদাম! আমার প্রিয়সখা বটু কুসুমাসবকে দেখিতেছি না কেন? চল আমরা তাহার সন্ধানে যাই।

সখায়ঃ—যথাজ্ঞং মৃগয়ামঃ। (ইতি তদন্বেষণং নাটয়ন্তি।) (৪১)

(প্রবিশ্যাপটীক্ষেপেণ সংভ্রান্তো বিদূষকঃ)

বিদূষকঃ—ভো বঅস্‌স! পরিত্তাহি পরিত্তাহি। [ভো বয়স্য! পরিত্রাহি পরিত্রাহি।]

শ্রীকৃষ্ণঃ—কথং ভীত ইব লক্ষ্যসে?

বিদূষকঃ—বঅস্‌স! এআ জোইণী জরদীব্ব দীসমাণা দৈবোপসন্ন-ললিদ-বাল-ললণাও পঞ্চসাও বণমজ্‌ঝম্হি আণীঅ গোবীসরপূঅণত্থং কিদারম্ভা দিট্‌ঠা, তুহ পুণ্ণেণ অহং উব্বরিও, মং গহিঅ ণং বলিং দাস্‌সদি ত্তি মে ভঅং জাদং। [বয়স্য! একা যোগিনী জরতীব দৃশ্যমানা দৈবোপসন্ন-ললিত-বালললনাঃ পঞ্চষা বনমধ্যে আনীয় গোপীশ্বরপূজনার্থং কৃতারম্ভা দৃষ্টা, তব পুণ্যেনাহমুর্বরিতঃ, মাং গৃহীত্বা নূনং বলিং দাস্যতীতি মম ভয়ং জাতম্।] (৪২)

শ্রীকৃষ্ণঃ—(বিহস্য) বয়স্য সুবল! কিমেতৎ?

সুবলঃ—জ্ঞাতমিহস্থেনৈব ময়া। অদ্য খলু গোপীশ্বরপূজনকৃতে গুরুজনকৃতে গুরুনিবারণেঽপি মাতামহ্যা মহ্যাচরণয়া বলতো বলতো হর্ষোৎকর্ষতঃ

আপটীক্ষেপেণ ত্বরাবিশিষ্টেন। (৪২)

কিমেতৎ বটুর্বদতি। মাতামহ্যা মুখরয়া ইত্যত্র ণ্যস্ত কর্তা। মহ্যাচরণয়া পূজনীয়-মাচরণং যস্যাস্তয়া। বলতো ত্বরা বিশিষ্টেন। বলতো জায়মানং হর্ষোৎকর্ষং প্রাপ্য। (৪৩)

সখাগণ—তোমার যেরূপ আদেশ, এই খুঁজিতেছি। (৪২)

(এই বলিয়া খুঁজিতে লাগিলেন)

(ত্রস্তব্যস্ত ও বিভ্রান্তভাবে বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূষক—ওহে সখা, বাঁচাও বাঁচাও।

শ্রীকৃষ্ণ—তোমাকে ভীতের মত দেখিতেছি কেন?

বিদূষক—বয়স্য, এক যোগিনী, জরতীর মত দেখিতে, দৈবলব্ধ পাঁচছয় জন সুন্দরী কিশোরীকে বনমধ্যে আনিয়া গোপীশ্বর পূজার আয়োজন করিতেছেন দেখিলাম,—তোমার পুণ্যে বাঁচিয়া গিয়াছি। পাছে আমাকে ধরিয়া বলি দেয়, এই জন্য ভীত হইয়াছি। (৪২)

শ্রীকৃষ্ণ—বয়স্য সুবল, কি ব্যাপার?

সুবল—এখান হইতেই আমি বুঝিতে পারিতেছি,—গুরুবর্গের প্রবল বাঁধা সত্বেও

স্বচ্ছন্দতো বনগমনায় প্রবর্তয়িষ্যতে রাধা। তত্র ত্বামেব জরতীমালোক্য যোগিনীভ্রান্ত্যা অয়ং বটুর্বিভাবয়। বিভাঽয়তা হি সা স্বভাবাদেব দেবমায়েব। (৪৩)

বিদূষকঃ—হী হী জই এব্বং, তহবি পিঅবঅস্সস্স হত্থে নিবড়িস্সন্তি সব্বাও। জং গোউলবাসিণীণং ইত্থীকুরঙ্গীণং রঙ্গণীণং কৃখু পিঅবঅস্সগুণগণো বাউরাজালো। [হী হী যদ্যেবম্, তথাপি প্রিয়বয়স্যস্য হস্তে নিপতিষ্যন্তি সর্বাঃ। যদ্গোকুলবাসিনীনাং স্ত্রীকুরঙ্গীণাং রঙ্গিণীনাং খলু প্রিয়বয়স্য-গুণগণো বাগুরাজালম্।]

নারদঃ—ভোঃ স্নাতক ! অতঃপরমত্রাবস্থাতুং ন যুজ্যতে, তদেহি যোগপ্রভাবেণ নভশ্চরৌ ভূত্বা পশ্যাবঃ। (৪৪)

(ইতি নিষ্ক্রান্তৌ)

(নেপথ্যে)

হন্ত অজ্জে ! কেণ পহেণ গোবীসরং অণুসরেম্হ, জদো, বিরইঅ ঠাণে ঠাণে দাণং সো বণগও ধুত্তো কডঢই সদালিবগ্গং হেলাকণ্ডূলকরদণ্ডো। [হন্ত আর্যে ! কেন পথা গোপীশ্বরমনুসরামঃ, যতো বিরচয্য স্থানে স্থানে দানং

নভশ্চরৌ আকাশচরৌ। (৪৪)

শ্রীরাধা মাতামহী মুখরার প্রশ্রয়ে উৎসাহিত হইয়া অতি কৌতুকে তাঁহার সহিত স্বচ্ছন্দে বনে যাইবার জন্য আয়োজন উদ্যোগ করিতেছেন,—এইরূপ দেখিয়া আসিয়াছি। এ বটু হয়তো ওখানে সেই জরতীকে দেখিয়াই যোগিনী ভ্রমে ভয় পাইয়াছে। ঐ জরতীকে দেখিয়া সহজেই যোগমায়া বলিয়া ভ্রম হয়। (৪৩)

বিদূষক—হী, হী ! যদি জরতীর সঙ্গেও থাকে, তথাপি তাহারা প্রিয়সখার হাতে পড়িবে; যেহেতু প্রিয় বয়স্যের মধুর গুণরাজি রঙ্গিনী গোকুলনাগরীদিগকে ধরিবার জালস্বরূপ।

নারদ—ওহে স্নাতক, অতঃপর আর এখানে থাকা যুক্তিযুক্ত নয়, অতএব আইস যোগপ্রভাবে আকাশচারী হইয়া দেখি। (৪৪)

(এই বলিয়া প্রস্থান)

স বনগজো ধূর্তঃ কর্ষতি সদালিবর্গং হেলাকণ্ডূলকরদণ্ডঃ।]

সুবলঃ—বয়স্য! ফলিতমস্মদ্‌বচঃ?

কুসুমাসবঃ—মএ জং উত্তং বঅণং তং কিং ণ ফলিস্‌সদি? তা অলীঅং জ্জেব গব্বমুব্বহসি। [ময়া যদুক্তং বচনং তৎ কিং ন ফলিষ্যতি? তস্মাদলীকমেব গর্বমুদ্বহসি।] (কৃষ্ণং প্রতি) বঅস্‌স! তুম্‌হে বি তেণ উজ্জমেণ চিট্‌ঠধ। [বয়স্য! যুয়মপি তেনোদ্যমেন তিষ্ঠত।] (৪৫)

শ্রীকৃষ্ণঃ—কোঽসাবুদ্যমঃ?

কুসুমাসবঃ—ণ সুদং 'বিরইঅ ঠাণে ঠাণে' ইচ্চাদি জং পঢ়িদং কিংতু বণগও ত্তি জং ভণিদং তং উইদং জ্জেব, ধুত্তো ত্তি জং ভণিদং তং ক্‌খু মে দুক্‌খাঅরং। [ন শ্রুতং 'বিরচয্য স্থানে স্থানে' ইত্যাদি যৎ পঠিতং কিন্তু বনগজ ইতি যদ্‌ভণিতং তদুচিতমেব, ধূর্ত ইতি যদ্‌ভণিতং তত্তু মম দুঃখাকরম্?]

শ্রীকৃষ্ণঃ—(বিহস্য সাবহিত্থম্) বনগজো ধূর্ত ইতি কথং তে দুঃখাকরম্?

সদালিবর্গং ভ্রমরবর্গং পক্ষে সখীবর্গং। হেলা শৃঙ্গারভাবজা ক্রিয়া তস্যাঃ কণ্ডূলঃ এব করদণ্ডঃ যস্য করোঽত্র দানপণং। হস্তিপক্ষে হেলয়া কণ্ডূলঃ কণ্ডূয়মানঃ করদণ্ডো যস্য। (৪৫)

(নেপথ্যে)—অহো আর্যা, কোন্ পথে গোপীশ্বর যাইব,—যেহেতু সেই ধূর্ত বনগজ স্থানে স্থানে দানঘাঁটি নির্মাণ করিয়া অপেক্ষা করিতেছে, তাঁহার শুণ্ডরূপ হস্তদণ্ড লীলায় তুলিতেছে—সুন্দরী সখীগণকে নিকটে পাইলেই আকর্ষণ করিবে।

সুবল—সখা, আমার কথাই যে ঠিক হইতেছে দেখিতেছি।

কুসুমাসব—আমার মুখের কথা কি না ফলিয়া পারে? তোমার তো শুধু বৃথা অহঙ্কার। (কৃষ্ণের প্রতি) তোমরাও সেই উদ্যমেই থাক। (৪৫)

শ্রীকৃষ্ণ—কি সেই উদ্যম?

কুসুমাসব—'স্থানে স্থানে দানঘাঁটি নির্মাণ করিয়াছে'—এই যাহা বলিল, তাহা কি তুমি শোন নাই,—কিন্তু 'বনগজ' যে বলিয়াছে তাহা উচিৎই বটে, তবে 'ধূর্ত' অপবাদটা যে দিয়াছে উহাই আমার দুঃখের কারণ হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ—(হাস্যসহকারে ভাব-গোপন করিয়া) বনগজকে 'ধূর্ত' বলাতে তোমার দুঃখের কারণ হইল কেন?

কুসুমাসবঃ—এত্থ বণে কো অবরো বণগও? [অত্র বনে কোঽপরো বনগজঃ ?] (৪৬)

(পুনর্নেপথ্যে)

৩৯। অবগাহিঅ উণ মগ্‌গং, সো বিবিণে সহ-অরেহিং কলহেহিং।
বিহরই দাণবিণোঈ, হন্ত কধং তত্থ গন্তব্বং ?
[অবগাহ্য পুনর্মার্গং স বিপিনে সহচরৈঃ কলভৈঃ।
বিহরতি দানবিনোদী হন্ত কথং তত্র গন্তব্যম্ ?]

কুসুমাসবঃ—বঅস্‌স ! অম্‌হে খণং কুঞ্জে ওবারিঅ চিট্‌ঠম্‌হ, জাব ইমাও বি বিস্‌সথা হুবিয় ইথ আঅচ্ছন্তি। [বয়স্য ! বয়ং ক্ষণং কুঞ্জে অপবার্য তিষ্ঠামঃ, যাবদিমা অপি বিশ্বস্তা ভূত্বাত্রাগচ্ছন্তি।]

সর্বে—এবমেব। [ইতি শ্রীকৃষ্ণেন সহ কুঞ্জপ্রবেশং নাটয়ন্তি।) (৪৭)

(ততঃ প্রবিশতি পূজোপকরণপাত্রপাণিভিঃ সহ সহচরীভির্জরত্যো-পগম্যমানা পাণ্ডুপত্রাবৃতা নবকিশলয়-শ্রীরিব শ্রীরাধা)

শ্রীরাধা—সহীও গোবীসরপূঅণথং সব্বো জ্জেব্ব সংভারো আণীদো ? [সখ্যঃ ! গোপীশ্বরপূজনার্থং সর্ব এব সম্ভার আনীতঃ ?]

জরত্যা কান্ত্যা পাণ্ডুপত্রং বস্ত্র বিশেষঃ তেনাবৃতা সতী। কিশলয়ঃ পল্লবঃ। (৪৮)

কুসুমাসব—এ বনে অপর আর কে 'বনগজ' আছে ?

(পুনরায় নেপথ্যে)

৩৯। দানবিনোদী সেই গজ গজশিশুরূপ রাখাল বালকদের সহিত সেই বনপথ অবরোধ করিয়া বিহার করিতেছে, হায় হায় তথায় যাই কি করিয়া ?

কুসুমাসব—সখা, আমরা কিছুক্ষণ কুঞ্জে লুকাইয়া থাকি, যেপর্যন্ত-না ইহারা নিঃসন্দেহ হইয়া এখানে আসে।

সকলে—হ্যাঁ হ্যাঁ এইরূপ করাই ঠিক।

(এই বলিয়া সকলে কৃষ্ণের সহিত কুঞ্জে প্রবেশের অভিনয় করিলেন) (৪৭)

(এ দিকে শ্রীরাধার প্রবেশ, তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ পূজোপকরণ-পাত্র-হস্তে সখীগণ। জরতী রাধার সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছেন, দেখিয়া মনে হয় পুরাতন পত্রের আবরণে নবপল্লব-মাধুর্য যেন বিকসিত হইয়া উঠিতেছে।)

শ্রীরাধা—ওগো সখীগণ, গোপীশ্বর পূজোপকরণ সবই তো আনিয়াছ ?

সখ্যঃ—অধইং, কিং তু মিলাণং হুবিস্‌সদি ত্তি কুসুমং জ্জেব্ব ণ আহরিদং, ইদো জ্জেব অবচিণিস্‌সং। [অথ কিম্? কিন্তু ম্লানং ভবিষ্যতীতি কুসুমমেব নাহৃতম্, ইত এবাবচেষ্যামঃ।]

শ্রীরাধা—পিঅং মে পিঅং, তা এহি অবচিণুম্হ। [প্রিয়ং মে প্রিয়ম্, তদেহি অবচিনুমঃ।] (ইতি নাট্যেন পুষ্পাবচয়নং নাটয়ন্তি।) (৪৮)

প্রেমভক্তিঃ—(নির্বর্ণ্য) অহো চিত্রম্। স এবায়ং দেবঃ, নাস্য কিমপ্যশক্যম্। যতঃ,

৪০। মোহিন্যেষ বভুব যঃ স্বকলয়া দেবদ্বিষো মোহয়-
ন্নাত্মারামমপীশ্বরেশ্বরমপি শ্রীশঙ্করং লোভয়ন্।
তস্যাশ্চর্যমিদং ন কশ্চিদপি যৎ কৃষ্ণাবতারোঽপি সন্
শ্রীরাধাকৃতিমগ্রহীৎ স্ববপুষা দেবঃ স বিশ্বম্ভরঃ॥ (৪৯)

অথবা, ৪১। হরিরয়মথ লীলয়া স্বশক্ত্যা, বিদলযুগাত্মকলায়বন্ন ভিন্নঃ।
অভবদিব পৃথক্ পুমান্ বধূশ্চ, স্বয়মুভয়াংশ-সমানরূপযোগাৎ॥ (৫০)

স গৌরাঙ্গঃ। নাস্য কিমপ্যশক্যং সর্বসমর্থঃ। দেবদ্বিষো অসুরান্। (৪৯)

হরিঃ শ্রীগৌরাঙ্গঃ। বিদলেতি বিভিন্নং দলযুগ্মং আত্মা স্বরূপং যস্য এবং বিশিষ্টঃ কলায়ঃ চণকঃ তদ্বৎ। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণঃ। (৫০)

সখীগণ—হ্যাঁ আনিয়াছি, তবে ম্লান হইয়া যাইবার ভয়ে পুষ্পই শুধু আনি নাই; ইহা এখানেই চয়ন করিয়া লইব।

শ্রীরাধা—ভালই করিয়াছ, আইস আমরা এখন পুষ্প চয়ন করিয়া লই।
(এই বলিয়া পুষ্প চয়নের অভিনয় করিতে লাগিলেন। (৪৮)

প্রেমভক্তি—অহো কি আশ্চর্য, সেই ভগবান্ শ্রীবিশ্বম্ভরদেব যে, ইঁহার কিছুই অশক্য নাই। দেখ না,—

৪০। যিনি নিজ অংশে মোহিনীরূপে অসুরকুলকে মোহন করিয়াছিলেন, আত্মারাম-মহেশ্বর শ্রীশঙ্করকেও যিনি প্রলোভিত করিয়াছিলেন, সেই তাঁহার পক্ষে ইহা আশ্চর্য কিছু নয় যে তিনি কৃষ্ণ-অবতার হইয়াও নিজ দেহেতে আজ রাধাকৃতি ধারণ করিয়াছেন। (৪৯)

অথবা, ৪১। শক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার স্বরূপশক্তির সহিত ঐক্যপ্রাপ্ত হইয়া দ্বিদলবিশিষ্ট কলাইর ন্যায় শ্রীগৌরহরিরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। এইরূপ হইলেও তিনিই এখন স্ত্রী-পুরুষ এই উভয়াংশে সমান রূপ-মাধুর্য ধারণ করিয়া এই রঙ্গমঞ্চে পৃথক্ রূপে ব্যক্ত হইয়াছেন। (৫০)

(পুনরন্যতোঽবলোক্য)

৪২। ইয়মপি ললিতৈব রাধিকালী, ন খলু গদাধর এষ ভূসুরেন্দ্রঃ।
হরিরয়মথবা স্বয়ৈব শক্ত্যা, ত্রিতয়মভূৎ স সখী চ রাধিকা চ ॥ (৫১)

(পুনরন্যতোঽবলোক্য) অহো ইয়মপি যোগমায়াঽগমায়াদশমিনী শমিনী নীরজা নীরজাক্ষী ধবলতাবলতা কেশপাশেন তম ইব শুদ্ধসত্ত্বীকৃত্য দধানা জরতীবেষং বিধায় প্রবিষ্টা নেয়ং নিত্যানন্দতনুর্নিত্যানন্দতনুর্ভগবান্ হি স্বামেব যোগমায়া-মাযাপয়ামাস। তস্য তু ন চিত্রমেতৎ। যতঃ, (শ্রীযামুনাচার্য-বিরচিতে স্তোত্ররত্নে ৩৭)

হরিঃ শ্রীগৌরাঙ্গঃ। স শ্রীগৌরাঙ্গঃ। (৫১)

অগমঃ নিশ্চলঃ অয়ঃ শুভাবহোবিধির্যস্যাঃ সা শমিনী জ্যায়সী যদ্বা অগমায়া পাপমায়া তস্যাঃ শমিনী। শমিনী শান্তিরূপা নীরজা রজোগুণহীনা নীরজাক্ষী পদ্মলোচনী। ধবলতা বলতা ধাবল্যং প্রাপ্নুবতা। নিত্যানন্দ তনুরেবেতি হেতুমাহ হি যতঃ ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গঃ। তস্য শ্রীনিত্যানন্দস্য। অংশুকং বস্ত্রং উপধানং বালিস ইতি খ্যাতেঃ। গতৈঃ করণৈঃ। ঈরিতঃ কথিতঃ। (৫২)

(পুনরায় অন্যদিকে তাকাইয়া)

৪২। ইঁহাকেও তো সাক্ষাৎ রাধাসখী ললিতা বলিয়াই মনে হইতেছে, বিপ্র গদাধরের কোন চিহ্নই তো ইঁহাতে নাই। এই শ্রীগৌরহরিই এখন নিজেরই শক্তিদ্বারা তিনরূপে প্রকাশ পাইতেছেন—স্বয়ং কৃষ্ণ, সখী ললিতা, এবং রাধা। (৫১)

(পুনরায় অন্যদিকে তাকাইয়া)

অহো ইনিও যে মুক্তিদাতা, শান্তিরূপা, রজোগুণ রহিতা, কমল-নয়নী সাক্ষাৎ যোগমায়াই বটে—তমোগুণের প্রতীক কৃষ্ণবর্ণ কেশ-কলাপকে শুদ্ধ সত্ত্বের প্রতীক শুক্লবর্ণে পরিণত করিয়া জরতীবেশে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়াছেন। নিত্যানন্দের কোন চিহ্নওতো ইহাতে নাই—নিত্যানন্দতনু ভগবান্ নিজেরই যোগমায়াকে এখানে আবির্ভূত করাইয়াছেন। ইহা তাহার পক্ষে কিছু আশ্চর্য নয়। যেহেতু, (শ্রীযামুনাচার্য বিরচিত স্তোত্ররত্ন ৩৭)

৪৩। "নিবাস-শয্যাসন-পাদুকাংশুকো-,পধান-বর্ষাতপবারণাদিভিঃ।
শরীরভেদৈস্তবশেষতাং গতৈ-,র্যথোচিতং শেষ ইতীরিতো জনৈঃ॥"

ইতি প্রাচীনৈর্ভক্তৈরুক্তম্। (৫২)

শ্রীকৃষ্ণ—(রাধাং নির্বর্ণ্য) সখে !

৪৪। উৎকীর্ণা কিমু চারু কারুপতিনা কামেন কিং চিত্রিতা
প্রেম্ণা চিত্রকরেণ কিং লবণিমা ত্বষ্ট্রৈব কুন্দে ধৃতা।
সৌন্দর্যাম্বুধি-মন্থনাৎ কিমুদিতা মাধুর্যলক্ষ্মীরিয়ং
বৈচিত্র্যং জনয়ত্যহো অহরহর্দৃষ্টাঽপ্যদৃষ্টেব মে॥ (৫৩)

অথবা, ৪৫। শৌটীর্যং স্মরভূপতের্মধুমদো লাবণ্যলক্ষ্ম্যাঃ স্ময়ঃ
সৌভাগ্যস্য বিনোদভূর্মধুরিমোল্লাসস্য হাসঃ শ্রিয়ঃ।
অদ্বৈতং গুণসম্পদামুপনিষৎ কেলীবিলাসাবলেঃ
কেয়ং লোচনচন্দ্রিকাচয়-চমৎকারশ্চকোরেক্ষণা॥

নির্বর্ণ্য দৃষ্ট্বা। উৎকীর্ণা নির্মিতা। লবণিমত্বষ্ট্রা লাবণ্য বিশ্বকর্মণা। (৫৩)
শৌটীর্যং পরাক্রমং। মধুমদো বসন্তমদোঽথবা শৃঙ্গারমদঃ। স্ময়ঃ গর্বঃ
বিনোদভূঃ ক্রীড়োৎপত্তিস্থানং। শ্রিয়ঃ শোভায়াঃ গুণসম্পদা গুণসম্পত্তীনাং। (৫৪)

৪৩। ছত্র, পাদুকা, শয্যা, উপাধান, বসন।
আরাম, আবাস, যজ্ঞসূত্র, সিংহাসন॥
এত মূর্তি ভেদ করি' কৃষ্ণ সেবা করে।
কৃষ্ণের শেষতা পাঞা 'শেষ' নাম ধরে॥ (চৈ° চ° আ ৫।১২৪)

ইতি প্রাচীন ভক্তকৃত শ্লোক। (৫২)

শ্রীকৃষ্ণ—(রাধাকে দেখিয়া) সখা,

৪৪। এ মাধুর্যলক্ষ্মী কি কোন শিল্পীশ্রেষ্ঠ মনোহর রত্নে নির্মিত করিয়াছে, কি প্রেমচিত্রকর শৃঙ্গাররসে চিত্রিত করিয়াছে, কি লাবণ্য-বিশ্বকর্মা কুন্দে কুদিয়া উঠাইয়াছে, কি সৌন্দর্য-সমুদ্র মন্থনে উত্থিত হইয়াছে—অহো, অহরহ দৃষ্ট হইলেও এ অদৃষ্টের মতই নব নব ভাবে আমার বিস্ময় জন্মাইতেছে। (৫৩)

অথবা—৪৫। একি কাম-মহানরপতির মূর্তিমান্ দর্প, কি লাবণ্যলক্ষ্মীর মধুমদ, কি সৌভাগ্যের গর্ব, কি উচ্ছলিত রূপমাধুরীর বিলাসভূমি, কি

(ইতি সস্পৃহমালোকয়তি ।)　　(৫৪)

শ্রীরাধা—এহি ললিদে! লবঙ্গকুসুমং অবচিণুম্হ। [এহি ললিতে! লবঙ্গকুসুমমবচিনুমঃ।] (ইতি পরিক্রামতি ।)

জরতী—এসা লঅঙ্গবাড়িআ বি কণ্হস্স অদিপেঅসী, ইমাএ ণিয়ড়ং মা গচ্ছ, পচ্চাত্তুমং মোআবেদুং ণ সক্কিস্সম্হ। [এষা লবঙ্গবাটিকাপি কৃষ্ণস্যাতিপ্রেয়সী, অস্যা নিকটং মা গচ্ছ, পশ্চাৎ ত্বাং মোচয়িতুং ন শক্ষ্যামঃ।]

ললিতা—অজ্জে! তুমং পড়িভুত্তণেণ সংচারিঅ অম্হে অপ্পাণঅং মোআবিস্সম্হ। কা চিন্তা? [আর্যে! ত্বাং প্রতিভূত্বেন সঞ্চার্য বয়মাত্মানং মোচয়িষ্যামঃ। কা চিন্তা?] (ইতি সকৌতুকং সর্বাঃ কুসুমাবচয়নং নাটয়ন্তি)।　　(৫৫)

শ্রীরাধা—ললিদে! পড়িত্তাহি পড়িত্তাহি, এসো দুট্‌ঠো ভমরো বাধেই। [হে ললিতে! পরিত্রাহি, পরিত্রাহি, এষ দুষ্টো ভ্রমর বাধতে।]

সখ্যঃ—মুক্কিঅ লবঙ্গলদিঅং চবলো মহুসূঅণো এসো। পিঅসহি! অণিঅদপেম্মো তুহ মুহগন্ধেণ অণ্ধিও ভমই। [মুক্ত্বা লবঙ্গলতিকাং চপলো মধুসূদন এষঃ। প্রিয়সখি! অনিয়তপ্রেমা তব মুখগন্ধেনান্ধো ভ্রমতি।]

অদ্বৈত-গুণসম্পত্তির উপনিষৎ, কি বিলাসাবলীর কেলী;—আমার লোচন-চন্দ্রিকাচয়ের চমৎকারকারী এই চকোরনয়নী সুন্দরী কে?

(লালসার সহিত দেখিতে লাগিলেন)

শ্রীরাধা—এস ললিতে, লবঙ্গকুসুম চয়ন করিগে। (এই বলিয়া মঞ্চে পদচারণ)

জরতী—এই লবঙ্গ বাটিকা কৃষ্ণের অতি প্রিয়, ইহার নিকট যাইও না, পাছে কিন্তু তোমাকে মুক্ত করিতে পারিব না।

ললিতা—আর্যা, তোমাকে যামিন রাখিয়া আমরা নিজেদের মুক্ত করিব, চিন্তা কি?

(এই বলিয়া সকৌতুকে সকলে পুষ্পচয়ন অভিনয় করিতে লাগিলেন।) (৫৫)

শ্রীরাধা—হে ললিতা, রক্ষা কর, রক্ষা কর। এই দুষ্ট ভ্রমর বড়ই উপদ্রব করিতেছে।

সখাগণ—হে প্রিয়সখী, ব্রজবনের বিদগ্ধ প্রেমিক এই চপল মধুসূদন লবঙ্গকুসুম ছাড়িয়া তোমার মুখগন্ধে অন্ধ হইয়া ভ্রমণ করিতেছে।

শ্রীকৃষ্ণঃ—(অবলোক্য সস্পৃহম্) সখে ! পশ্য পশ্য,

৪৬। মুখমনু নিপতন্তং বারয়ন্তী দ্বিরেফং,
ভয়চকিতচলাক্ষী ন্যঙ্মুখীয়ং করেণ।
তমপি তদভিভূতং কূণিত ভ্রূধুনীতে,
স চ রুজমভিনিন্যে ঝঙ্কৃতৈঃ কঙ্কণানাম্॥ (৫৬)

কুসুমাসবঃ—বঅস্‌স ! অঅং ওসরো অম্‌হাণং। অম্‌হ লবঙ্গকুসুমং এসা আহরেদি, ইমাএ আহরণং রণং কদুঅ তুমং আহর। [বয়স্য ! অয়মবসরোঽস্মাকম্। অস্মল্লবঙ্গকুসুমমেষা আহরতি, অস্যা আহরণং রণং কৃত্বা ত্বমাহর।]

শ্রীকৃষ্ণঃ—এবম্বিধমালোকনমেবাতিস্থরসম্, তথাপি প্রিয়বটোর্বচোঽনুরোধেন তথা কুর্মঃ। (ইতি সমুপসৃত্য সদর্পম্) অয়ি ললিতে ! দুর্ললিতেঽদ্যঃ কে তব সাহসিক্যশিক্ষামেতাম্ ? কস্তে মদো মদোকসি বৃন্দাবনে কথং স্বাতন্ত্র্যমালভ্যতে ? বারং বারমেব মে বনমাগত্য গত্যনবস্থয়া তত ইত ইতরজনীবদ্‌গাত্রগর্বেণ ফল-

---

ন্যঙ্মুখী অধোমুখী। তং করং। অভিভূতং ভ্রমরাভিভূতং কূণিতভ্রূঃ কুটিলভ্রূঃ। (৫৬)

এবম্বিধনালোকনমেবাতিস্থরসমিতি—গোপীনাং সম্বন্ধে দর্শনমাত্রেণ সর্ব লভ্যত্বাৎ।

শ্রীকৃষ্ণ—(লালসার সহিত লক্ষ্য করিয়া) সখা দেখ দেখ,—

৪৬। ভয়চকিতা-চঞ্চলনয়নী-অধোবদনী সুন্দরী নিজ করে মুখে নিপতিত ভ্রমরকে বার বার তাড়না করিতেছে। তাহার কুটিল ভ্রূলতার কম্পনে ঐ ভ্রমরও অভিভূত হইতেছে বটে, কিন্তু কঙ্কন-ঝঙ্কারে বার বার পৃষ্ঠভঙ্গ দিতেছে। (৫৬)

কুসুমাসব—বয়স্য, এই আমাদের সুযোগ, আমাদের লবঙ্গকুসুম ইহারা চয়ন করিতেছে, ইহাদের আহৃত কুসুম তুমি বলপ্রয়োগে কাড়িয়া লও।

শ্রীকৃষ্ণ—এই রূপ দর্শনেই সর্ব লভ্য হয়, তথাপি প্রিয় বটুর কথার অনুরোধে ঐরূপ করিব। (এই বলিয়া নিকটে যাইয়া সদর্পে) ওহে ললিতে, দুষ্টস্বভাবের অবধি তুমি, কে তোমাকে এরূপ দুরন্ত সাহসের কর্ম করিতে উপদেশ দিয়াছে ? তোমার এ কি অহঙ্কার !

কুসুম-সুমঞ্জুল-লতা-বিটপভঙ্গমাচরন্ত্যশ্চরন্ত্যঃ পরিতোঽপরিতোষং মম জনয়ন্তি, নয়ং তিরস্কৃত্য মামবজানন্তি চ ভবত্যঃ। ভদ্রমদ্য বিলোকিতাঃ স্থঃ। অতঃ-পরমস্য ফলং ভুজ্যতাম্। (৫৭)

জরতী—অরে কণ্হড়! কুসুমেহিং জ্জেব এদাণং পওঅণং, ণ কৃখু ফলভোঅথ্থং এদাহিং বণমজ্ঝে আঅদং। [অরে কৃষ্ণ! কুসুমৈরেব এতাসাং প্রয়োজনম্, ন খলু ফলভোগার্থং এতাভির্বনমধ্যে আগতম্।]

কুসুমাসবঃ—অজ্জিএ! বঅসেণ সমং তুজ্ঝ বুদ্ধী চ গদা, জদো ফলং অবরাহ-দণ্ডো ত্তি ণ আণাসি। [আর্যে! বয়সা সমং তব বুদ্ধিশ্চ গতা, যস্মাৎ ফলম-পরাধদণ্ড ইতি ন জানাসি!]

জরতী—বম্হণডিম্ভ! চ্ছীরকণ্ঠোসি তুমং কিং জাণেসি। বিচারেহি কো অবরাহো, অবরাহে জ্জেব দণ্ডো, ণ কৃখু সারাহাসু অম্হেসু। [ব্রাহ্মণডিম্ভ! ক্ষীরকণ্ঠোঽসি ত্বং কিং জানাসি, বিচারয় কোঽপরাধঃ, অপরাধ এব দণ্ডঃ, ন খলু সারাধাসু অস্মাসু।] (৫৮)

মঞ্জুললতা মনোহর লতা। নয়ং নীতিং। অবজানন্তি অবজ্ঞাং কুর্বন্তি। অস্মাভিঃ বিলোকিতাঃ। যুষ্মাভির্ভুজ্যতাং। (৫৭)

আমার রাজ্য এই বৃন্দাবনে আসিয়া কি করিয়া এরূপ স্বেচ্ছাচারী হইলে? বার বার আমার বনে আসিয়া চঞ্চলভাবে এদিক্ ওদিক্ ছুটাছুটি করতঃ ইতরজনের মত গায়ের গরবে ফল-ফুল সুমধুর লতাপল্লব সবকিছু ভাঙ্গিয়া তছ্নছ্ করিয়া আমার অসন্তোষ জন্মাইতেছ, আর ন্যায়নীতি জলাঞ্জলি দিয়া তোমরা আমাকে অবজ্ঞা করিতেছ। ভাল হইল আজ তোমাদের লাগ পাইলাম। এখন কৃতকর্মের ফলভোগ কর। (৫৭)

জরতী—অরে কৃষ্ণ, ইহাদের কুসুমেই প্রয়োজন, ফলভোগের জন্য ইহারা এই বনে আসে নাই।

কুসুমাসব—বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তোমার বুদ্ধিও দেখিতেছি লোপ পাইয়াছে, যেহেতু ফলের অর্থ যে অপরাধদণ্ড তাহাও জান না।

জরতী—ওহে ব্রাহ্মণশিশু, তুমি এখনও মায়ের দুধ ছাড় নাই, তুমি কি জানিবে। অপরাধ কি তাহা ত আগে বিচার কর। অপগত রাধা—অপরাধ,—ইহারই ফল দণ্ড। রাধার সহিত বিদ্যমান আমাদের অপরাধ কোথায়? (৫৮)

ললিতা—অএ বড়ুঅ! তুম্হ বঅস্‌সো অস্‌স বণস্‌স কো? [অয়ে বটুক! যুষ্মদ্‌বয়স্যোঽস্য বনস্য কঃ?]

কুসুমাসবঃ—ললিদে! অহিআরী অঅং। [ললিতে! অধিকারী অয়ম্।]

ললিতা—হোই এব্বং গ্নেদং, অহিও অরী জই ণ হোই, তদো কধং অম্‌হ পিঅসহীএ এদস্‌স বণস্‌স এদারিসী অবত্থা? [ভবত্যেবং ন্বেতৎ, অধিকোঽরির্যদি ন ভবতি, ততঃ কথমস্মৎপ্রিয়সখ্যা এতস্য বনস্য এতাদৃশী অবস্থা?]

কুসুমাসবঃ—ললিদে! পণ্ডিদচ্চণং পআসেহি, হোদু হোদু, অম্‌হ বঅস্‌সো এদস্‌স বণস্‌স অহিও অরী জ্জেব। এদং বণং তুম্‌হ পিঅসহীএ কধং জাদং? [ললিতে? পণ্ডিতত্বং প্রকাশয়, ভবতু ভবতু, অস্মদ্‌বয়স্য এতস্য বনস্যাধিকোঽরিরেব, এতদ্‌বনং যুষ্মৎপ্রিয়সখ্যাঃ কথং জাতম্?] (৫৯)

ললিতা—উবভোও জ্জেব পমাণং, অণ্ণধা কধং ণীসঙ্কং কুসুমাইং আহরেম্‌হ? [উপভোগ এব প্রমাণম্, অন্যথা কথং নিঃশঙ্কং কুসুমান্যাহরামঃ?]

জরতী—সচ্চং জ্জেব ভণিদং ললিদাএ, মহ ণত্তিণীএ জ্জেব এদং বণং, জাএ এত্থ দেঅদারূএণ ণিওইদা অপ্পণো পরিঅণরূআ বুন্দা। [সত্যমেব ভণিতং ললিতয়া, মম নপ্ত্র্যা এব এতদ্‌বনম্, যয়া অত্র দেবতারূপেণ নিয়োজিতা আত্মনঃ পরিজনরূপা বৃন্দা।]

ললিতা—অরে বটুক, তোমাদের সখা এ বনের কে হে?

কুসুমাসব—ললিতে, সে এ বনের অধিকারী।

ললিতা—তাহা সত্যই বটে, সে যদি 'অধিক অরি' না হইবে তবে আর কি করিয়া আমার প্রিয়সখীর বনের এতাদৃশ অবস্থা হইবে?

কুসুমাসব—ললিতা, পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতেছ, আচ্ছা ভাল, হইলই-বা আমার সখা এই বনের অধিক অরি, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—এই বন তোমার প্রিয়সখীর হইল কি করিয়া? (৫৯)

ললিতা—ভোগ দখলই প্রমাণ—অন্যথা কি করিয়া আমরা নিঃসঙ্কোচে পুষ্পচয়ন করিতেছি।

জরতী—ললিতা ঠিকই বলিয়াছে, আমার নাত্‌নীরই এই বন—সে নিজের পরিজন বৃন্দাকে এই বনের দেবতারূপে নিয়োগ করিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণঃ—(বিহস্য) আর্যে ! বৃন্দা খলু তব নপ্ত্র্যাঃ পরিজনরূপা ?

জরতী—অরে কণ্হড় ! এত্থ কো সন্দেহো, সা চ্ছেব পুচ্ছীঅদু । [অরে কৃষ্ণ ! অত্র কঃ সন্দেহঃ, সৈব পৃচ্ছ্যতাম্ ।] (৬০)

কুসুমাসবঃ—(কর্ণে লগিত্বা) ভো বঅস্স ! সা কৃখু এদাণং জ্জেব পচ্ছবাদিণী, সা পমাণত্তণেণ ণ পুচ্ছিদব্বা । [ভো বয়স্য ! সা খল্বেতাসামেব পক্ষপাতিনী, স প্রমাণত্বেন ন প্রষ্টব্যা ।]

সুবলঃ—কুসুমাসব ! মা ভেতব্যম্ । ললিতে ! মদ্বয়স্যস্য নাম-মুদ্রৈবাত্র প্রমাণম্, যা খলু প্রতিদ্রুমমেব বিরাজতে ।

ললিতা—জই এব্বং তহবি অম্হে ণ অবরজ্জম্হ, সঅলাও জ্জেব লদাও মহ পিঅসহীণামকৃখরঙ্কিদা তেণ কৃখু লদাসু কো অহিআরো তুহ বঅস্সস্স ? অম্হেহিং লবঙ্গলদিআণং জ্জেব কুসুমাইং আহরীঅন্তি । [যদ্যেবং তথাপি বয়ং নাপরাধ্যামঃ, সকলা এব লতা মম প্রিয়সখীনামাক্ষরাঙ্কিতাস্তেন খলু লতাসু কোঽধিকারস্তব বয়স্যস্য । অস্মাভির্লবঙ্গলতিকানামেব কুসুমান্যাহ্রিয়ন্তে ।] (৬১)

জরতী—ললিদে ! ণিম্মঞ্ছণং দে জামি, ভদ্দং জ্জেব ভণিদং । কণ্হড় ! কীস কলহাএসি অত্তণো অহিআরে চিট্ঠন্তীহিং এদাহিং সদ্ধং, মগ্গসি জই, তদো মগ্গ, মএ জ্জেব দাদব্বাণি লবঙ্গকুসুমাইং, তুমং কস্স ণ পিও হোহি ? [ললিতে ! নির্মঞ্ছনং তে যামি ভদ্রমেব ভণিতম্ । কৃষ্ণ ! কস্মাৎ কলহায়সে

শ্রীকৃষ্ণ—(হাসিয়া) আর্যা, বৃন্দা কি আপনার নাত্নীর পরিজন নাকি ?

জরতী—অরে কৃষ্ণ, ইহাতে সন্দেহ কি ? তাহাকেই জিজ্ঞাসা কর । (৬০)

কুসুমাসব—(কানে মুখ লাগাইয়া) ওহে সখা, বৃন্দা ইহাদেরই পক্ষপাতিনী, অতএব প্রমাণের জন্য তাহাকে জিজ্ঞাসা করিও না !

সুবল—কুসুমাসব, ভয় করিও না । ওহে ললিতা, আমার সখার নামমুদ্রাই এ বিষয়ে প্রমাণ, যাহা প্রতি বৃক্ষে অঙ্কিত রহিয়াছে ।

ললিতা—যদি তা'ই হয়ও তথাপি আমাদের অপরাধ হয় নাই । কারন সকল লতাতেই আমার প্রিয়সখীর নামাক্ষর অঙ্কিত রহিয়াছে, সুতরাং তোমার সখার লতার উপর কি অধিকার ? আমরা তো লবঙ্গলতারই কুসুম আহরণ করিতেছি । (৬১)

জরতী—ললিতা, ধন্য তুমি, ভালই বলিয়াছ । অরে কৃষ্ণ, নিজ অধিকারে

আত্মনোঽধিকারে তিষ্ঠন্তীভিরেতাভিঃ সার্ধম্, মার্গয়সি যদি, তদা মার্গয় ময়ৈব দাতব্যানি লবঙ্গকুসুমানি, ত্বং কস্য ন প্রিয়ো ভবসি ?] (৬২)

শ্রীরাধা—(সস্পৃহমাত্মগতং কৃষ্ণমুদ্দিশ্য সংস্কৃতেন)

৪৭। শ্যামীকরোতি ভুবনং বপুষা দিগন্তান্,
পূর্ণেন্দুমণ্ডলময়ী কুরুতে মুখেন।
বাচা সুধারসভৃতো বিদধাতি কর্ণান্,
দৃষ্ট্যা নভোঽম্বুজময়ী কুরুতে কিমেতৎ ?

জরতী—কণ্হড় ! ণেহি কুসুমাইং। [কৃষ্ণ ! নয় কুসুমানি।] (ইতি তাসামঞ্চলতঃ কুসুমান্যাদায় কৃষ্ণোপকণ্ঠং বিকিরতি।) (৬৩)

শ্রীরাধা—(অঞ্চলেন মুখমাবৃত্য কিঞ্চিৎ স্মিত্বা) অজ্জিএ কিং কিদং ? দেঅপূঅণ-কিদে অবচিদস্স কুসুমস্স ঈরিসী অবথা কিদা ? [আর্যয়া কিং কৃতম্ ? দেবপূজনকৃতেঽবচিতস্য কুসুমস্য ঈদৃশী অবস্থা কৃতা ?]

শ্রীকৃষ্ণঃ—(রাধাং নির্বর্ণ্য স্বগতম্) অহোঽতিরম্যত্বং বর্ততে বসনাবৃত-মুখায়াঃ। যতঃ,

৪৮। অঞ্চলী মৃগদৃশো দৃগঞ্চলঃ, পঞ্জরস্থ ইব ভাতি খঞ্জনঃ।
লেশ এব হসিতস্য দৃশ্যতে, বস্ত্রপূত ইব চন্দ্রমোদ্রবঃ॥ (৬৪)

কিমেতৎ অনির্বচনীয় রূপং। তাসাং সখীনাং। (৬৩)

মৃগদৃশো রাধায়াঃ। চন্দ্রং দ্রবং কৃত্বা বস্ত্রপূতে যথা ভবতি স ইব। (৬৪)

বিদ্যমান ইহাদের সহিত কলহ করিতেছ কেন ? ভিক্ষা যদি চাহিতে হয়তো চাও—আমিই তোমাকে লবঙ্গকুসুম দিব, তুমি কাহার না প্রিয় ? (৬২)

শ্রীরাধা—(লালসায় সহিত কৃষ্ণকে উদ্দেশ্য করিয়া আপন মনে)

৪৭। অঙ্গজ্যোতিতে নিখিলভুবন শ্যামলিমা প্রাপ্ত হইতেছে, বদনমাধুরী দশদিক্‌কে পূর্ণেন্দুপ্রভ করিয়া তুলিতেছে, বচনমাধুরী কর্ণে সুধা ঢালিতেছে, আর মধুর দৃষ্টিপাতে আকাশ কুসুমময় হইয়া উঠিতেছে—অহো, কি অপূর্ব বস্তু।

জরতী—কৃষ্ণ, এই লও কুসুম। (এই বলিয়া কিশোরীদের অঞ্চল হইতে কুসুম লইয়া কৃষ্ণের সম্মুখে ছড়াইয়া দিলেন।) (৬৩)

শ্রীরাধা—(অঞ্চলে মুখ আবৃত করিয়া মৃদু হাসিয়া) আর্যা একি করিল, দেব-পূজনের জন্য চয়িত কুসুমের এই অবস্থা করিল ?

ললিতা—অজ্জে! অদিভআউলাসি তুমং। কিংত্তি চিরপরিস্সমেণ অবচিদং কুসুমং ণট্ঠীকিদং? কো এসো ইমস্স বুন্দাবণস্স? [আর্যে! অতি-ভয়াকুলাসি ত্বম্। কিমিতি চিরপরিশ্রমেণাবচিতং কুসুমং নষ্টীকৃতম্? ক এযোঽস্য বৃন্দাবনস্য?]

জরতী—ললিদে! সমত্থাসি তুমং কলহং কাদুং। অলীঅ-গব্বভর-কণ্ডূলং দে হিঅঅং, তা কুণহ এদেহিং ধিট্ঠেহিং সহ কলহং, এহি ণত্তিণি এহি। [ললিতে! সমর্থাসি ত্বং কলহং কর্তুম্, অলীকগর্বভর-কণ্ডূলং তে হৃদয়ম্, তস্মাৎ কুরু এতৈর্ধৃষ্টৈঃ সহঃ কলহম্। এহি নপ্তি এহি।] (ইতি রাধামাদায় গন্তুং প্রবৃত্তা) (৬৫)

শ্রীরাধা—অজ্জে! কহিং গন্তব্বং? গোবীরসো ণ অচ্চিদব্বো? [আর্যে! কুত্র গন্তব্যম্? গোপীশ্বরো ন অর্চিতব্যঃ?]

কুসুমাসব—অজ্জে! এত্থ বঅস্সস্স দাণং বট্টদি। কুসুমচোরিঅং তুহ মুহং দট্ঠূণ সমত্থিদং, দাণং দাউণ সব্বাও গচ্ছন্তু। [আর্যে! অত্র বয়স্যস্য দানং বর্ততে। কুসুমচৌর্যং তব মুখং দৃষ্ট্বা সমর্থিতম্, দানং দত্ত্বা সর্বাঃ গচ্ছন্তু।]

শ্রীকৃষ্ণ—(রাধাকে দেখিয়া স্বগত) অহো, বসনাবৃত মুখ হইতে কি অপূর্ব মাধুর্যই-না বিচ্ছুরিত হইতেছে। যেহেতু,

৪৮। মৃগনয়নীর অঞ্জনলিপ্ত নয়ন পঞ্জরস্থ খঞ্জনপাখীর মত শোভা পাইতেছে, ঐ মৃদু হাসি বস্ত্রপূত কর্পূরদ্রবের মত শুভ্রতা বিস্তার করিতেছে। (৬৪)

ললিতা—আর্যা, তুমি অতি ভয়াকুল হইয়াছ, অতি পরিশ্রমে আহৃত এই কুসুম তুমি এভাবে নষ্ট করিলে কেন? ইনি এই বৃন্দাবনের কে?

জরতী—ললিতা, তুমি বড়ই কলহপটু, তোমার হৃদয় অলীক গর্ব-কুটিলতায় ভরা, অতএব এই ধৃষ্টের সহিত তুমি কলহ করিতে থাক। এস নাত্নী এস। (এই বলিয়া রাধাকে লইয়া প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন।) (৬৫)

শ্রীরাধা—আর্যা, কোথায় যাইব? গোপীশ্বর পূজা করিবে না?

কুসুমাসব—এখানে সখাকে দান দেওয়ার নিয়ম আছে, কুসুম চুরির দায় না হয় তোমার মুখ চাহিয়া ক্ষমা করিলাম,—কিন্তু দান দিয়া তবে সকলে যাও।

জরতী—অরে বম্‌হণবড়ুঅ! কিং রে দাণং? [অরে ব্রাহ্মণবটুক! কিং রে দানম্?]

কুসুমাসব—বঅস্‌স সুঅল! ভণীঅদু। [বয়স্য সুবল! ভণ্যতাম্।] (৬৬)

সুবল—আর্যে শ্রূয়তাম্,—

৪৯। যোগ্যং মত্বা স্মরনরপতিঃ পশ্য দত্বা প্রসূনং
বৃন্দারণ্যে নবকুলবধূবৃন্দ-ঘট্টাধিপত্যে।
যত্নাদস্থাপয়দয়মিমং মদ্বয়স্যং যশস্যং
দত্বা শুল্কং ব্রজত সুদৃশো মাঽস্তু শুষ্কো বিবাদঃ॥ (৬৭)

জরতী—হোদু দে বঅস্‌সো দাণী, অম্‌হাণং কিং তেণ, সুমরণরবইণো বসাও ণ অম্‌হে। [ভবতু তব বয়স্যো দানী, অস্মাকং কিং তেন, স্মরনরপতের্বশা ন বয়ম্।]

কুসুমাসবঃ—হোই, বুড্‌ঢিআএ তুহ কহিং তস্‌স অহীণদা? [ভবতি, বৃদ্ধায়াস্তব কুত্র তস্যাধীনতা?]

জরতী—(সক্রোধম্) অরে দাণজোগ্‌গ-পঅত্থো জই হোই, তদো সঙ্কা করীঅদি। [অরে দানযোগ্যপদার্থো যদি ভবতি, তদা আশঙ্কা ক্রিয়তে।]

যশসঃ ইদং যশস্যং শুল্কং ঘট্টদানং। (৬৭)

জরতী—আরে ব্রাহ্মণ বটুক, দান আবার কিরে?

কুসুমাসব—সখা সুবল, বলতো। (৬৬)

সুবল—আর্যা, শোন—

৪৯। মদনরাজা আমার প্রশংসনীয় সখাকে বৃন্দারণ্যের নবকুলবধূগণের পথকর গ্রহণে যোগ্যপাত্র মনে করিয়া বিবিধ কুসুমাবলী উপহার দিয়া সযত্নে কর-সমাহর্তা পদে নিয়োগ করিয়াছেন, অতএব ওহে সুন্দরীগণ করদান করিয়া চলিয়া যাও, যেন বৃথা কলহ না হয়। (৬৭)

জরতী—হইলই বা তোমার সখা কর-সমাহর্তা, তাহাতে আমাদের কি, আমরা তো আর মদনরাজার অধীন নই।

কুসুমাসব—তা'ই তো, বৃদ্ধা আপনার আর মদনের অধীনতা কোথায়?

জরতী—(ক্রোধের সহিত) আরে বাচাল, দানযোগ্য বস্তু সঙ্গে থাকিলেই আশঙ্কা হয়।

সুবলঃ—প্রিয়বয়স্য ! স্বয়মস্যোত্তরং দীয়তাম্ ।

শ্রীকৃষ্ণঃ—(সগাম্ভীর্যম্) হন্ত ভোঃ ! শ্রূয়তাম্,—

৫০ । রত্নাত্যং বঃ কুবলয়দৃশামস্তু বা নাস্তু বস্তু
প্রেঙ্খোলেঽস্মিন্ ভুজলতিকয়োর্ভাগধেয়ো বিধেয়ঃ ।
মর্যাদেয়ং মম নিগদিতা কিন্তু রত্নান্যপীমা-
ন্যানীয়ন্তে পুরটপুটিকামন্তরা দর্শয়ধ্বম্ ॥ (৬৮)

সখ্যঃ—পূওবকরণস্‌স পুড়িআ ইঅং গোবীসরস্‌স । [পূজোপকরণস্য পুটিকেয়ং গোপীশ্বরস্য ।]

কুসুমাসবঃ—অরে, মুক্‌খা অঅং জ্জেব গোবীসরো, ইমং জ্জেব পূএধ । [অরে মূর্খাঃ ! অয়মেব গোপীশ্বরঃ, ইমমেব পূজয়ধ্বম্ ।]

সখ্যঃ—অরে মহাআলো গোবীসরো । [অরে মহাকালো গোপীশ্বরঃ ।]

কুসুমাসবঃ—অঅং মহাআলো কিং ণ হোদি, জস্‌স রুইপড়লেহিং সব্বং জ্জেব বণং তমালবণ্ণং কিদং ? [অয়ং মহাকালঃ কিং ন ভবতি, যস্য রুচিপটলৈঃ সর্বমেব বনং তমালবর্ণং কৃতম্ ?]

প্রোঙ্খোলে আন্দোলনে । ভাগধেয়ঃ করো বলিরিত্যমরঃ । বিধেয়ো যুষ্মাভিঃ । যুষ্মাকং মর্যাদেয়ং । অন্তরা মধ্যে । (৬৮)

সুবল—প্রিয় সখা, তুমি নিজেই ইহার উত্তর দাও ।

শ্রীকৃষ্ণ—(গম্ভীর হইয়া) ওহে শোন শোন, পদ্মপলাশনয়নী তোমাদের অন্য রত্নাদি বস্তু কিছু আছে কি নাই সে বিচার পরে হইবে, এখন প্রথমে এই যে দুই ভুজলতিকা দোলাইয়া চলিয়াছ উহার উপরে ধার্য কর দিয়া যাও। আমার এখানকার ইহাই নিয়ম। কিন্তু রত্নও তো আনিয়াছ দেখিতেছি, ঐ যে স্বর্ণ সম্পুটে ভরিয়া লইয়া যাইতেছ,—দেখাও দেখি । (৬৮)

সখীগণ—ইহা গোপীশ্বর পূজোপকরণের সম্পুট ।

কুসুমাসব—অরে মূর্খগণ, ইনিই গোপীশ্বর ইঁহাকে পূজা কর ।

সখীগণ—ওহে, গোপীশ্বর হইলেন মহাকাল ।

কুসুমাসব—ইনি কি মহাকাল নন্—যাঁহার অঙ্গজ্যোতিতে সমস্ত বৃন্দাবন কাল হইয়াছে ।

সখ্যঃ—চন্দসেহরো জ্জেব অচ্চিদব্বো। [চন্দ্রশেখর এবার্চিতব্যঃ।]

কুসুমাসবঃ—পেক্খ পেক্খ, এস চন্দঅসেহরো ণ হোই। [পশ্য পশ্য, এষ চন্দ্রকশেখরো ন ভবতি।] (ইতি বর্হাবতংসং দর্শয়তি।) (৬৯)

সখ্যঃ—বাআল! গোরীপতিং পূঅইস্সম্হ। [বাচাল! গৌরীপতিং পূজয়িষ্যামঃ।]

কুসুমাসবঃ—তুমহে গোরীও ণ ভবধ? [যূয়ং গৌর্যো ন ভবথ?]

জরতী—অরে বড়ুআ এদাণং পই তুহ বঅস্সো ত্তি তুমং জাণেসি; চিট্ঠ চিট্ঠ, গামমজ্ঝে তুহ দংসণং ণ লম্ভিস্সং? [অরে বটুক! এতাসাং পতিস্তব বয়স্য ইতি ত্বং জানাসি; তিষ্ঠ তিষ্ঠ, গ্রামমধ্যে তব দর্শনং ন লপ্স্যে?]

সখ্যঃ—অরে বাআল! পসুবই পূইদব্বো। [অরে বাচাল! পশুপতিঃ পূজয়িতব্যঃ।]

কুসুমাসবঃ—হন্ত ভো এত্তিআও ধেণুও জো পালেদি, সো কিং পসুবই ণ হোই? [হন্ত ভোঃ! এতা ধেনূর্যঃ পালয়তি, স কিং পশুপতির্ন ভবতি?] (৭০)

সখ্যঃ—এব্বং ভণধ, জস্স এদে অমহে পসুও, সো কিং পসুবই ণ হোই? [এবং ভণত, যস্য এতে বয়ং পশবঃ, স কিং পশুপতির্ন ভবতি?]

সখীগণ—আমরা চন্দ্রশেখরেরই অর্চনা করিব।

কুসুমাসব—দেখ দেখ, ইনি কি চন্দ্রকশেখর নন।

(এই বলিয়া মস্তকের ময়ূরপুচ্ছ দেখাইলেন) (৬৯)

সখীগণ—ওরে বাচাল, আমরা গৌরীপতির পূজা করিব।

কুসুমাসব—তোমরা কি গৌরী নও?

জরতী—অরে বটুক, তোর সখা ইহাদের পতি এইরূপই বুঝি তোর জ্ঞান, থাক্ থাক্ গ্রামমধ্যে কি তোর লাগ পাইব না?

সখীগণ—অরে বাচাল, আমরা পশুপতির পূজা করিব।

কুসুমাসব—ওহে শোন শোন, এতগুলি পশু যে পালন করিতেছে সে কি পশুপতি নয়? (৭০)

সখীগণ—ঠিকই বলিয়াছ, যাহার তোমাদের মত এত পশু আছে, তিনি কি পশুপতি নন্?

সুবলঃ—ভবতু বয়ং সর্বে এব পশবঃ, তেন ভবন্মতে অয়মেব পশুপতিঃ, তদায়মেবার্চ্যতাম্? কিঞ্চ, পুটিকাভিঃ কৃত্বা কিং নীয়তে, তদ্দর্শয়িত্বা সুখং গম্যতাম্, কিমনেন শুষ্ককলহেন ?

রাধিকা—ভো সখীও ! দংসেধ দংসেধ। [ভোঃ সখ্যঃ ! দর্শয়ত দর্শয়ত।]

(সখ্যস্তথা কুর্বন্তি)

কুসুমাসবঃ—(বিলোক্য) অঅং মিঅমও, এদং কুঙ্কুমং, এদং কালাগুরুঅং, এদং চন্দণং, অঅং কপ্পূরো, অঅং মোত্তাহারো সিপ্পকোসলেণ ফণিহারো ব্ব কিদো। [অয়ং মৃগমদঃ, এতৎ কুঙ্কুমম্, এতৎ কালাগুরুকম্, এতচ্চন্দনম্, অয়ং কর্পূরঃ, অয়ং মুক্তাহারঃ শিল্পকৌশলেন ফণিহার ইব কৃতঃ।]

জরতী—অরে ফণিহারা ইমং বড়ুঅং ডংসেধ। [অরে ফণিহারাঃ ! ইমং বটুকং দশত।] (৭১)

কুসুমাসবঃ—অজ্জিএ কালিঅমদ্দণ-সহঅরস্স মে কুদো ফণিহারদো ভঅং, তা এদাণং করং দাউণ গচ্ছধ। [আর্যে ! কালিয়মর্দনসহচরস্য মে কুতঃ ফণিহারতো ভয়ম্, তস্মাদেতেষাং করং দত্ত্বা গচ্ছত।]

সখ্যঃ—হোদু হোদু, অম্হে দেঅপূঅং কদুঅ ঘরং গচ্ছম্হ, তদো তুহ বঅস্সো তত্থ জই গচ্ছদি, তদা জং সক্কীঅদি, তং জ্জেব দাদব্বং। [ভবতু ভবতু, বয়ং

সুবল—স্বীকার করিলাম আমরা সকলেই পশু—তাহা হইলে তোমাদের মতেই ইনি পশুপতি, অতএব ইহাকেই অর্চন করিবে তো ? আরও সম্পুটে ভরিয়া কি আনিয়াছ, তাহা দেখাইয়া সুখে গমন কর—এই বৃথা কলহে কি প্রয়োজন ?

রাধিকা—ওহে সখীগণ, দেখাও দেখাও।

(সখীগণ তাহাই করিলেন)

কুসুমাসব—(দেখিয়া) এই মৃগমদ, এই কুঙ্কুম, এই কালাগুরু, এই চন্দন, এই কর্পূর, এই মুক্তাহার—শিল্পকৌশলে ফণিহারের মত করিয়াছ দেখিতেছি।

জরতী—অরে ফণিহার, এই বটুকে দংশন কর তো। (৭১)

কুসুমাসব—আর্যা, কালিয়দমন কৃষ্ণের সখা আমাদের ফণিহারে কি ভয়, অতএব এইগুলি করপ্রদান করিয়া চলিয়া যাও।

দেবপূজাং কৃত্বা গৃহং গচ্ছামস্ততস্তব বয়স্যস্তত্র যদি গচ্ছতি, তদা যৎ শক্যতে, তদেব দাতব্যম্ ।] (৭২)

কুসুমাসবঃ—অরে দাসীএ ধীদা অপ্পণো অহিআরপ্পদেসং মুঞ্চিঅ তুম্হ ঘরং গদুঅ মগ্গিস্সদি মে বঅস্সো, তা চিট্ঠধ চিট্ঠধ। [অরে দাস্যা দুহিতরঃ ! আত্মনোঽধিকারপ্রদেশং মুক্ত্বা তব গৃহং গত্বা মার্গয়িষ্যতি মে বয়স্যস্তিষ্ঠত তিষ্ঠত।] (ইতি পূজোপকরণান্যাদাতুমিচ্ছতি।)

ললিতা—অএ গোবরাঅণন্দণ ! দেবদব্বাণি এদাণি, এব্বং অপবিত্তাণি কাদুং ণ জুজ্জিঅন্তি। [অয়ে গোপরাজনন্দন ! দেবদ্রব্যাণ্যেতানি, এবমপবিত্রাণি কর্ত্তুং ন যুজ্যন্তে।]

রাধা—ললিদে ! ইমিণা প্ফংসিদাণি এদাণি কধং দেবস্স দাদব্বাণি, তা মুঞ্চেহি মুঞ্চেহি, ঘরং গদুঅ অণ্ণোবঅরণং আণিঅ দেও অচ্চিদব্বো, তা অজ্জিএ ! এহি ঘরং গচ্ছম্হ। [ললিতে ! অনেন স্পৃষ্টান্যেতানি কথং দেবস্য দাতব্যানি, তস্মান্মুঞ্চ মুঞ্চ, গৃহং গত্বা অন্যোপকরণমানীয় দেবোঽর্চিতব্যস্তস্মাদার্যে ! এহি গৃহং গচ্ছাম।] (ইতি গন্তুমিচ্ছতি।) (৭৩)

কৃষ্ণঃ—(পন্থানমাক্রম্য) অয়ি চতুরম্মন্যে ! ক্ব যাসি ?

চতুরমাত্মানাং মন্যতে ইত্যস্য সম্বোধনে।

সখীগণ—হবে হবে, আমরা দেবপূজা করিয়া গৃহে যাই, তখন তোমার সখা যদি সেখানে যায় তবে যথাশক্তি নিশ্চয়ই দিব। (৭২)

কুসুমাসব—ওহে দাসীকন্যাগণ, নিজ-অধিকৃত রাজ্য ত্যাগ করিয়া তোমাদের গৃহে যাইয়া আমার সখা ভিক্ষা মাগিবে, এই তো কথা ;—আচ্ছা থাক থাক। (এই বলিয়া পূজোপকরণ কাড়িয়া লইতে উদ্যত হইলেন)

ললিতা—ওহে গোপরাজনন্দন, এইসব দেবপূজার সামগ্রী, এরূপ অপবিত্র করা উচিৎ নয়।

রাধা—ললিতা, ইহার ছোঁয়া এই সব জিনিষ কি করিয়া দেবতাকে দেওয়া যাইবে, অতএব ফেলিয়া দাও ফেলিয়া দাও,—গৃহে যাইয়া অন্য উপকরণ আনিয়া দেবতার অর্চন করা ঠিক হইবে, অতএব আর্যা, চল গৃহে যাই। (এই বলিয়া চলিতে উদ্যত হইলেন) (৭৩)

রাধা—(সাবহিত্থামর্ষম্) মূলং জ্জেব দিণ্ণং, কিং তস্স দাণং মগ্গসি ? [মূলমেব দত্তম্, কিং তস্য দানং মৃগয়সে ?]

কৃষ্ণঃ—(সহাসামর্ষম্) কিং মূলং দত্তমস্তি, মূলন্তেৎতদেব শ্রূয়তাম্,—

৫১। এতৎ স্বর্ণসরোরুহং তদুপরি শ্রীনীলনীলোৎপলে
তৎপশ্চাৎ কুরুবিন্দকন্দলপুটে তত্রাপি মুক্তাবলী।
সর্বং দৃশ্যত এব কিন্তু নিভৃতা যা হেমকুম্ভদ্বয়ী
কিং বান্যন্নয়সেঽনয়েতি তদিদং বালে বিচার্যং মম ॥　　(৭৩)

রাধা—কো তুমং বিআরস্স ? ণহি অবিআরেণ বিআরো কাদুং সক্কিঅদি। [কস্ত্বং বিচারস্য ? ন হ্যবিচারেণ বিচারঃ কর্তুং শক্যতে।]

জরতী—(দ্বয়োর্মধ্যমধ্যাস্য সংস্কৃতেন) অরে যশোদামাতর্মা তরলো ভব, লোভবতা হৃদয়েন কথমাচরসি দুর্বিনীতত্বম্, তত্ত্বং তে কথয়ামি, যদি নিরাকুল-কূলবধূপদ্রব-দ্রবকথা ক্রিয়তে, তদা ন তেন তে ভদ্রং ভবিষ্যতি।　　(৭৫)

সাবহিত্থা আকারগুপ্তা সহ বর্তমানা। অমর্ষং কোপং।

কিং মূলং দত্তং যুষ্মাভিঃ। স্বর্ণসরোরুহং মুখং। নীলোৎপলে লোচনে। কুরুবিন্দকন্দলপুটে পদ্মরাগ চ্ছবি সংপুটে কঞ্চুলীপুটিকে ইত্যর্থঃ ॥　　(৭৪)

কৃষ্ণ—(পথ আগলাইয়া) অহে চতুরশিরোমণি, কোথায় যাইতেছ ?

রাধা—(আসল ভাব গোপন করিয়া ক্রোধের সহিত) মূল বস্তুই দিয়ে দিলাম আবার তাহার কর কি চাহিতেছ ?

কৃষ্ণ—(হাস্যরসমিশ্রিত ক্রোধের ভাবে) মূল কি তুমি দিলে, মূল তো ইহাই শোন,—

৫১। ঐ যে কাঞ্চনকমল অমূল্যরতন মুখ, তাহার উপরে শোভার সম্পদ দুইটি নীলনয়ন, আর নীচে পদ্মরাগমণির অধরসম্পুট, উহার মধ্যে দন্ত যেন মুক্তার দাম—এসব তো দেখাই যাইতেছে, কিন্তু গোপনে ঐ যে হেমকুম্ভ দুইটি কিম্বা অন্য কিছু লইয়া যাইতেছ—উহার ভিতর না-জানি কি রত্ন আছে, এ বিষয়ে আমার বিশেষ বিচার করিবার আছে।　　(৭৪)

রাধা—তুমি বিচারের কে হে ? বিচারবুদ্ধিহীন জন অন্যের বিচার করিতে কখনই সক্ষম নয়।

জরতী—(দুইজনের মধ্যে দাঁড়াইয়া) অরে যশোদাতনয়, চঞ্চলতা করিও না, লুব্ধচিত্তে কেন এমন দৌরাত্ম্য করিতেছ। ভাল কথা বলি শোন, যদি শান্তশিষ্ট কুলবধূগণকে এরূপ উপদ্রব কর তবে তোমার মঙ্গল হইবে না।　　(৭৫)

ললিতা—(সক্রোষমুপসৃত্য সংস্কৃতেন)

৫২। কস্ত্বং ভো নন্থ মাধবঃ কথমহো বৈশাখ আকারবান্
মুগ্ধে বিদ্ধি জনার্দনোঽস্মি তদিদং ব্রূতে বনাবস্থিতিঃ।
মাং গোবর্ধনধারিণং ন ধরণৌ বেত্তি ত্বং বর্ধনং
হিংসা হে বৃষহন্ বিভর্ষি তদঘদ্বারৈব গোবর্ধনম্॥ (৭৬)

প্রেমভক্তিঃ—অহো কৌতুহলম্,

৫৩। যেয়ং নটৈরপ্যভিনীয়মানা, লীলা হরেরেতি রসায়নত্বম্।
সা যৎ স্বকীয়ৈঃ স্বয়মীশ্বরেণা-ভিনীয়তে তৎ কিমুদাহরামঃ ?

অপি চ,

৫৪। সামাজিকানাং হি রসো নটানাং, নৈবৈতি পন্থাঃ কৃতিষু প্রসিদ্ধঃ।
হন্তোভয়ত্বে রসবিত্বমেষা-,মলৌকিকে বস্তুনি কো বিরোধঃ ?

জনানামানং অসুরমর্দয়তি। ত্বমিতি ভবতীতি অভিজ্ঞা সূচকে। তৎ গোবর্ধনং বৃষহিংসনং ত্বং বিভর্ষি অঘদ্বারা। (৭৬)

কৃতিষু সামাজিকেষু। উভয়ত্বে নটবেশত্বে সামাজিকত্বে চ। (৭৭)

ললিতা—(সক্রোধে নিকটে যাইয়া) ওহে কে তুমি ? আমি মাধব। অহো বৈশাখমাস আবার কি করিয়া মূর্তিমান হইল ? ওহে মুগ্ধে আমাকে জনার্দন বলিয়া জান। তাই বটে তোমার বনবাসই জনার্দন নামের পরিচয় দিতেছে (জনার্দন—জনগণকে ক্লেশদান—গোপীগণকে ক্লেশ দিতেছেন—ইহাই শ্লেষ)। ওহে সুন্দরী ! গোবর্ধনধারী এই আমাকে পৃথিবীতে কে না জানে ? গোহিংস্রক হইয়া বল গোবর্ধনধারী, বৃষাসুর-হন্তা বলিয়াই তোমাকে সকলে জানে, সেই পাপ-মোচনের জন্যই গোবর্ধন ধারণ করিয়াছিলে। (৭৬)

প্রেমভক্তি—অহো কি কৌতুক !

৫৩। শ্রীহরির এই যে লীলা, ইহা সামান্য নটগণের দ্বারা অভিনীত হইলেই রসাবহ হয়। ইহা যখন স্বয়ং ভগবান তাঁহার নিজজনের সহিত অভিনয় করিতেছেন তখন আর কি তুলনা দেওয়া যাইবে ?

আরও,

৫৪। লৌকিক দৃশ্যকাব্যে দর্শকগণেরই রসোপলব্ধি হইয়া থাকে, নটগণের

অপি চ,

৫৫। অলৌকিকালৌকিকমেব শৌরে-,র্বৃত্তং চমৎকারি তদেব লীলা।
আকর্ষকত্বং হি জগজ্জনানা-,মলৌকিকত্বস্য স কোঽপি হেতুঃ॥

(ইতি সবিস্ময়মালোকয়তি।)　(৭৭)

নয়; রসোপলব্ধির এই রীতিই রসিকসমাজে প্রসিদ্ধ আছে।* কিন্তু অহো, উভয়পক্ষই রসবেত্তা ইঁহাদের এই অলৌকিক নাট্যে কিছু বিরোধ থাকিতে পারে না (অর্থাৎ এখানে উভয় পক্ষই রস-আস্বাদন করে)।

আরও,

৫৫। শ্রীভগবানের অলৌকিক-ঐশ্বর্যময়ী লীলা হইতে নরভাবময়-মাধুর্যময়ী লৌকিকবৎ লীলাই চমৎকারী,—সেই লীলাই জগজ্জনের চিত্তাকর্ষক হইয়া থাকে, আর এই লৌকিকবৎ লীলা অলৌকিক লীলার কোনও অনির্বচনীয় হেতু হইয়া থাকে—(যেমন গোপালের সহিত মা যশোদার লৌকিকবৎ মধুর লীলা হেতু হইল পুতনাবধরূপ ঐশ্বর্যময়ী লীলার)।

(এই বলিয়া বিস্ময়ের সহিত চতুর্দিকে তাকাইতে লাগিলেন।)　(৭৭)

---

* রসস্য মুখ্যয়া বৃত্ত্যানুকার্যে প্রাচীনে নায়কেব বৃত্তিঃ; নটেতু উপচারাৎ ইতি একপক্ষঃ, অনুকর্তর্য়ী নট এব ইতি দ্বিতীয়ঃ—তস্যচ শিক্ষামাত্রেণ শূন্যচিত্তয়া এব তদনুকতৃত্বাৎ সামাজিকেষু এব ইতি তৃতীয়ঃ—যদিচ দ্বিতীয়ে নটে সচেতস্ত্বং (স্বহৃদয়ত্বং) তদা উভয়ত্রাপি কথং ন স্যাৎ ইতি চতুর্থঃ। শ্রীভগবতানাস্তু সর্বত্র এব তৎপ্রীতিময় রস স্বীকারঃ। লৌকিত্বাদিহেতোঃ অভাবাৎ। তত্রাপি বিশেষতঃ তৎপরিকরেষু (যেষাং) নিত্য এব হৃদয়ং অধ্যারূঢ়ঃ পূর্ণঃ রসঃ অনুকর্তাদিষু সঞ্চরতি। (প্রীতিসন্দর্ভ ১১১)

যদি তু বিগলিতবেদ্যান্তরত্বমনুকর্তৃনামপি দৃশ্যেত, তদা তেষামপি সামাজিকত্বমেব; অনুকরণস্তু সংস্কারবশাদেব জীবন্মুক্তানামাহারবিহারাদিবৎ। তেন সামাজিকানামেব রসঃ। তথা হি নটেনানুক্রিয়মাণানুকার্যচরিত-দর্শন-শ্রবণজনিত-চমৎকারাতিশয়েণ বিগলিত-বেদ্যান্তরতয়া তদেক-স্ফুর্তি-সনাথেন অদ্ভুতমিদং রামসীতয়ো রতিকলাকৌশলং, অদ্ভুতমিদং রাম-রাবণয়োর্যুদ্ধম্, অদ্ভুতমিদং প্রেতরঙ্কাদি-বিচেষ্টিতমিত্যাদিনা সর্বেষ্বেব রসেষু। (শ্রীঅলঙ্কারকৌস্তুভঃ ৫।১৮)

কুতোঽত্রানুকার্যগত রসঃ? নাপ্যনুকর্তৃগতঃ—তেষাং শিক্ষাভ্যাস প্রকটনমাত্র কৌশলেনা-স্বাদকত্বাভাবাৎ। (সাহিত্যদর্পণ তৃতীয় পরিচ্ছেদ ১৭—২৬)।

কুসুমাসবঃ—আঃ কুডিলে তুব্বিণীদে ললিদে ! মহ বঅস্‌সো তুট্‌ঠাআরো কিদো, তা চিট্‌ঠ চিট্‌ঠ। [আঃ কুটিলে তুর্বিনীতে ললিতে ! মম বয়স্যো তুষ্টাচারঃ কৃতঃ, তস্মাত্তিষ্ঠ তিষ্ঠ।]

সুবলঃ—(সপরিহাসামর্ষম্) হন্ত ভোঃ ! সত্যমেতৎ,

৫৬। বক্ত্রং বো দ্বিজরাজহিংসি মদিরালোলে দৃশৌ রোচিষা
মূর্তিঃ কাঞ্চনহারিণী ন বিরমো গুর্বঙ্গনাসঙ্গতঃ।
সঙ্গী পঞ্চম এষ পঞ্চবিশিখঃ শুদ্ধিস্তথাপীহ বো
যন্নামাপ্যখিলাঘনাশি স পরং তুষ্টোঽস্মদীয়ঃ সখা ?

তদ্বয়স্য ! ঘট্টপালা হি বিনা ধৃষ্টতাপ্রকটনেন স্বার্থকুশলা ন ভবন্তি, তদাত্মনঃ প্রকটয় শৌটীর্যম্। (৭৮)

(কৃষ্ণোঽন্তর্বতিনীভূয় রাধাং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা স্থিতবতীং জরতীং করেণ নিক্ষিপ্য বলাৎ রাধাপটান্তগ্রহণমভিনয়তি। জরতী বলান্মোচয়িত্বা রাধামন্তর্ধাপয়ন্তী স্বয়মপ্যন্তর্দধাতি। নিত্যানন্দঃ স্বরূপেণ স্থিতো নৃত্যতি।)

হারিণী হর্তুং শীলমস্যাঃ। পঞ্চবিশিখঃ কন্দর্পঃ বিশিখং বাণং। বয়স্য হে কৃষ্ণ ॥ (৭৮)

কুসুমাসব—আঃ কুটিলে তুর্বিনীতে ললিতে ! আমার সখা গোবধরূপ তুষ্টাচার করিয়াছে ? আচ্ছা দাঁড়াও দাঁড়াও।

সুবল—(পরিহাস মিশ্রিত ক্রোধের সহিত) হায় হায়, সত্যই বলিয়াছ,

৫৬। চাঁদপানা মুখ, মদিরালসে ঢুলু ঢুলু নয়নকান্তি, কনকপ্রতিমাজয়ী দেহশ্রী, নিত্য গুরুপত্নীসঙ্গ, আর মদনের বন্ধুত্ব—এই পঞ্চ শরে সজ্জিতা তোমরা, তথাপি তোমরাই হইলে মহাশুদ্ধাচারিণী, আর সর্বপাপ হরে যাঁহার নামের স্মরণে সেই আমাদের সখা হইল তুষ্টাচার।

যাহা হউক হে সখা, ধৃষ্টতা দেখান বিনা ঘট্টপালেরা কখনই স্বকার্য-সাধনে সমর্থ হয় না। অতএব নিজের পরাক্রম প্রকাশ কর। (৭৮)

(রাধাকে পশ্চাতে রাখিয়া অবস্থিত জরতীকে শ্রীকৃষ্ণ হাতের দ্বারা দূরে সরাইয়া বলপুর্বক রাধার বস্ত্রাঞ্চল গ্রহণের অভিনয় করিলেন। জরতী বলপূর্বক রাধাকে মুক্ত করতঃ অন্তর্ধান করাইয়া দিলেন এবং নিজেও অন্তর্ধান হইলেন। নিত্যানন্দ স্বরূপে স্থিত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন।)

মৈত্রী—দেই ! কিং ণ্ণিদং, কুদো অঅং অঅম্হাদো ণিচ্চাণন্দো, কহিং গদা সা জরদী ? [দেবি ! কিং ন্বিদম্, কুতোঽয়মকস্মান্নিত্যানন্দঃ, কুতো গতা সা জরতী ?]

প্রেমভক্তিঃ—অয়ং খলু যোগমায়াপ্রভাবঃ, স্বয়মস্মিন্নাবিশ্য জরতী ভূত্বা সম্প্রতি রসঃ সাবশেষ এব স্বরসো ভবতীতি যথাসময়মন্তর্হিতাসৌ। অতঃ স্বরূপেণাবতিষ্ঠতেঽয়ং নিত্যানন্দঃ। যতঃ,

৫৭। স্বতো বলীয়ান্ সহজো হি ভাবঃ, স কৃত্রিমং ভাবমধঃকরোতি।
অগ্ন্যাতপাভ্যাং জনিতো জলানাং, নৈবোষ্ণভাবশ্চিরকালবর্তী॥

তদিদানীমেতাবতৈব স্থিতং নাট্যম্। ভবতি হি ঈশ্বরলীলৈবেয়ম্, ন খলু নটরীতিঃ। পশ্যাদ্বৈতোঽদ্বৈত এব। (৭৯)

মৈত্রী—ণ আণে দাণীং ভঅবং কীরিসো হোই। [ন জানে ইদানীং ভগবান্ কীদৃশো ভবতি।]

(নেপথ্যে)

ভো ভোঃ সন্ন্যাসী সন্ন্যাসী।

অস্মিন্নিত্যানন্দে। অসৌ জরতী। (৭৯)

মৈত্রী—দেবী ! ইহা কি, কোথা হইতে এখানে নিত্যানন্দ আসিল, আর সেই জরতীই বা গেল কোথায় ?

প্রেমভক্তি—ইহা যোগমায়ার প্রভাব, তিনি নিজেই এই নিত্যানন্দে প্রবেশ করিয়া জরতী হইয়াছিলেন। সম্প্রতি 'অপূর্ণ রসই স্বরস হয়' এই ন্যায়ে যথা সময়ে তিনি অন্তর্হিত হইলেন, আর পরে এই নিত্যানন্দ স্বরূপে অধিষ্ঠিত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। কারণ,

৫৭। স্বতো বলীয়ান স্বভাব কৃত্রিম ভাবকে নির্জিত করিয়া উদিত হয়—অগ্নিতাপজনিত জলের উষ্ণতা চিরস্থায়ী হয় না।

যাহা হউক, আপাততঃ অভিনয় এই পর্যন্তই থাকুক, এইটি ভগবৎলীলা—সাধারণ নটের রীতি নহে। ঐ দেখ অদ্বৈত এক্ষণে অদ্বৈতই হইয়াছেন। (৭৯)

মৈত্রী—জানি না ভগবান এখন কিরূপ হইলেন।

(নেপথ্যে)

প্রেমভক্তিঃ—অহো কিময়মাকস্মিকী প্রতিকূলা বাক্, নিরূপয়ামি। (ইতি নিরূপ্য) অয়ে ভগবদ্বাটীং কশ্চিৎ সন্ন্যাসী প্রবিশতি, তমালোক্য কশ্চিদাক্রোশতি, তদেহি সহৈব নিষ্ক্রমাবঃ।

(ইতি নিষ্ক্রান্তে)

(ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে) (৮০)

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ে দানবিনোদো নাম তৃতীয়োঽঙ্কঃ ॥৩॥

ওহে ওহে সন্ন্যাসী সন্ন্যাসী !

প্রেমভক্তি—অহো ! অকস্মাৎ এ কি প্রতিকূল বাক্য কানে আসিল ? (এই বলিয়া ব্যাপারটি নির্ণয় করিয়া) ওহে ভগবানের বাড়ীতে কোনও এক সন্ন্যাসী প্রবেশ করিতেছে, তাহাকে দেখিয়াই কোনও ব্যক্তি এইরূপ ডাকাডাকি করিতেছে। যাহা হউক এস আমরা এখন একসঙ্গেই প্রস্থান করি।

(উভয়ের প্রস্থান)

(অতঃপর সকলের প্রস্থান) (৮০)

॥ ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ে দানবিনোদ নামে তৃতীয় অঙ্ক ॥

চতুর্থোঽঙ্কঃ

(ততঃ প্রবিশত্যাচার্যরত্নপত্ন্যানুগম্যমানা ভগবতী শচী)

শচী—বহিণিএ সণ্ণাসিণং পদি কথং সিরিবিস্সম্ভরস্স এদারিসো আঅরো, বিজাদীঅবাসণো ক্খু সণ্ণাসী [ভগিনি ! সন্ন্যাসিনং প্রতি কথং শ্রীবিশ্বম্ভরস্য এতাদৃশ আদরঃ ? বিজাতীয়বাসনঃ খলু সন্ন্যাসী ।]

ভগিনী—আঅরো কধং জাণিদো ? [আদরঃ কথং জ্ঞাতঃ ?]

শচী—ষদো তথ দিঅহে কেসবভারদী ণামস্স কস্স বি সণ্ণাসিণো ভিচ্ছত্থং সদ্ধালুও হুবিঅ মং উত্তরং, সঅং চ তস্সিং গুরুঈ ভত্তী অণুরাও বি পঅডিদো। [যতস্তত্র দিবসে কেশবভারতীনাম্নঃ কস্যাপি সন্ন্যাসিনো ভিক্ষার্থং শ্রদ্ধালুর্ভূত্বা মামুক্তবান্, স্বয়ঞ্চ তস্মিন্ গুর্বী ভক্তিরনুরাগোঽপি প্রকটিতঃ ।] (১)

ভগিনী—সোবি ভত্তো হুবিস্সদিব্ব । [সোঽপি ভক্তো ভবিষ্যতীব ।]

চতুর্থ অঙ্ক

(অতঃপর প্রবেশ—আচার্যরত্নের পত্নীর পিছনে পিছনে ভগবতী শচীমাতা)

শচী—ভগিনি ! সন্ন্যাসীর প্রতি বিশ্বম্ভরের এত আদরবুদ্ধি কেন ? সন্ন্যাসীতো বিজাতীয় ভাবের লোক ।

ভগিনী—আদর বুঝিলে কি করিয়া ?

শচী—যেহেতু সেইদিন বিশ্বম্ভর শ্রদ্ধালু হইয়া কেশবভারতী নামক কোনও এক সন্ন্যাসীকে ভিক্ষার জন্য আমাকে বলিল, আর নিজেও সে তাঁহাতে বহু ভক্তি-অনুরাগ ব্যক্ত করিল। (১)

ভগিনী—সেও ভক্ত হইবে মনে হয়।

শচী—কম্পেদি মে হিঅঅং সণ্ণাসীণামমেত্তেণ, অস্স অগ্গএণাহং পঢ়াইদা, তদো ইমং সন্দব্ভং তস্স ঠাণে পুচ্ছিস্সং। [কম্পতে মে হৃদয়ং সন্ন্যাসি-নাম-মাত্রেণ, অস্যাগ্রজেনাহং পাঠিতা, তত ইমং সন্দর্ভং তস্য স্থানে প্রক্ষ্যামি।]

ভগিনী—জুত্তং ণ্ণেদং। [যুক্তমেতৎ।]

শচী—তা জাণেহি কুদো সো মহ হিঅআণন্দণো চন্দণদ্দুমো। [তজ্জানীহি, কুতঃ স মম হৃদয়ানন্দনশ্চন্দনদ্রুমঃ।]

ভগিনী—(পুরোঽবলোক্য) দেই! পেক্খ পেক্খ, অঅং দে পুণ্ণিমাচন্দো বিঅ পুব্ব দিসাএ উগ্গচ্ছদি ণন্দণো। [দেবি! পশ্য পশ্য, অয়ং পূর্ণিমাচন্দ্র ইব পূর্বদিশায়া উদ্গচ্ছতি নন্দনঃ

(শচী সস্পৃহমালোকয়তি) (২)

(ততঃ প্রবিশতি ভগবান্ বিশ্বম্ভরঃ)

বিশ্বম্ভরঃ—(অঞ্জলিং বদ্ধা) অম্ব! প্রণমামি।

শচী—(চিরঞ্জীবেতি মূর্ধানমাঘ্রায়) তাদ! ইঅং আচারিঅরঅণকলত্তং, ইমং পণম। [তাত! ইয়মাচার্যরত্নকলত্রম্, ইমাং প্রণম।]

(দেবস্তথা করোতি। সা সসাধ্বসং সঙ্কুচতি)

শচী—তাদ! একং পুচ্ছিস্সং। [তাত! একং প্রক্ষ্যামি।]

শচী—সন্ন্যাসী-নামমাত্রে আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়,—ইহার অগ্রজ আমাকে যে শিক্ষা দিয়াছে,—অতএব সেই কাহিনী ইঁহার নিকট আমি বলিব।

ভগিনী—ইহা যুক্তিযুক্তই বটে।

শচী—তুমি জান দেখি,—আমার হৃদয়ানন্দ-চন্দনতরু সেই বিশ্বম্ভর এখন কোথায়?

ভগিনী—(সম্মুখে তাকাইয়া) দেবি, দেখ দেখ, ঐ তোমার নন্দন পূর্ণিমাচন্দ্রের মত পূর্বদিকে উদিত হইতেছে।

(শচী অত্যাগ্রহে দেখিতে লাগিলেন) (২)

(অতঃপর বিশ্বম্ভরের প্রবেশ)

বিশ্বম্ভর—মা, প্রণাম।

শচী—(চিরজীবি হও বাছা, এই বলিয়া মস্তক আঘ্রাণ করিলেন) বাছা, ইনি আচার্যরত্নের স্ত্রী,—ইঁহাকে প্রণাম কর।

(বিশ্বম্ভর সেইরূপ করিলেন, তিনি সম্ভ্রমের সহিত সঙ্কুচিত হইলেন।)

দেবঃ—আজ্ঞাপয়।

শচী—পুত্তঅ! সণ্ণাসিণং পদি কধং দে এদারিসো আঅরো, জং তথ দিঅহে কেসবভারদীং পদি তাদিসী ভত্তী কিদা তুমএ? [পুত্রক! সন্ন্যাসিনং প্রতি কথং তে এতাদৃশ আদরঃ? যত্তস্মিন্ দিবসে কেশবভারতীং প্রতি তাদৃশী ভক্তিঃ কৃতা ত্বয়া?]

দেবঃ—অম্ব! তে খলু পরমভাগবতা ভবন্তি। (৩)

শচী—তত্তং কধেহি, সণ্ণাসো বা কাদব্বো তুমএ? [তত্ত্বং কথয়, সন্ন্যাসো বা কর্তব্যস্ত্বয়া?]

দেবঃ—(বিহস্য) অম্ব! কুতোঽয়ং তে ভ্রমঃ, ইদমপি ভবতি কিম?

শচী—বচ্ছ এদেণ জ্জেব দে অগ্‌গএণ দিণ্ণং পুত্থঅং মএ পাঅসমএ চুল্লীমজ্‌ঝে দাউণ জালিদং। [বৎস! এতেনৈব তে অগ্রজেন দত্তং পুস্তকং ময়া পাকসময়ে চুল্লীমধ্যে দত্ত্বা জ্বালিতম্।]

দেবঃ—কিং পুস্তকং কথং বা প্রদীপতম্?

শচী—বিস্‌সরূবেণ মে কধিদং—'অম্ব! বিশ্বম্ভরো যদা বিজ্জো ভবতি, তদা তস্মৈ এতৎ পুস্তকং দেয়ম্' ইতি। মএ দাবদা জ্জেব তং রক্‌খিদং, জাব সো পব্বইদো ণ ভুদো, পব্বইদে তথ অম্মংপি এদং পুত্থঅং লম্ভিঅ পব্বইদো

প্রদীপিতং প্রদগ্ধং ত্বয়া।

শচী—পুত্র, একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি।

দেব—আজ্ঞা করুন।

শচী—পুত্র, সন্ন্যাসীর প্রতি তোমার এত আদর কেন? যেহেতু, তুমি সেদিন কেশবভারতীর প্রতি তাদৃশ ভক্তি দেখাইলে।

দেব—মা, তিনি যে পরমভাগবত। (৩)

শচী—যথার্থ বল, তুমিও কি সন্ন্যাসী হইবে?

দেব—(হাসিয়া) মা, আপনার এমন ভ্রম হইতেছে কেন? এ কি কখনও সম্ভব?

শচী—বৎস, এই ভয়েই তোমার দাদার দেওয়া পুথিখানি পাকের সময় চুল্লিমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া পোড়াইয়া দিয়াছ।

দেব—কি পুথি, আর কেনই বা পোড়াইয়া দিলে?

হুবিস্সদি ত্তি তুহ সন্নাসসংকাএ জালিদং। [বিশ্বরূপেণ মে কথিতম্—** ময়া তাবতা এবৈতৎ পুস্তকং রক্ষিতম্, যাবতা স প্রব্রজিতো ন ভূতঃ, প্রব্রজিতে তত্র অয়মপ্যেতৎ পুস্তকং লব্ধ্বা প্রব্রজিতো ভবিষ্যতীতি তব সন্ন্যাসশঙ্কয়া জ্বালিতম্।] (৪)

দেবঃ—(ক্ষণমনুতপ্য বিহস্য চ) অম্ব! যদ্যপি সম্বিদ্রূপৈব ভবতী, তথাপি পুত্র-বাৎসল্যেনেদমজ্ঞান-বিলসিত-মনুশীলিতম্।

শচী—তাদ! এসো অবরাহো মহ ণ গহিদব্বো। [তাত! এষোঽপরাধো মম ন গ্রহীতব্যঃ।]

দেবঃ—কোঽপরাধো জনন্যাঃ পুত্রেষু, কিন্তু মমাপরাধো যদি ভবতি, তদা ক্ষন্তব্য এবাসৌ মাতৃচরণৈরিতি প্রসাদঃ ক্রিয়তাম্।

শচী—বচ্ছ! ণ কহিং দে অবরাহো মএ গহিদব্বো, সো তুহ হ ণ থি জ্জেব। [বৎস! ন কুত্র তব অপরাধো ময়া গ্রহীতব্যঃ, স তব নাস্ত্যেব।] (৫)

দেবঃ—অম্ব! দিনানি কতিপয়ানি কুত্রাপি মম গন্তব্যমস্তি, ত্বয়া মনসি খেদো ন কার্যঃ।

শচী—কহিং গন্তব্বং? [কুত্র গন্তব্যম্?]

শচী—বিশ্বরূপ আমাকে বলিয়াছিল,—'মা, বিশ্বম্ভর যখন বিজ্ঞ হইবে তখন পুথিটি তাহাকে দিও।' যে পর্যন্ত-না সে সন্ন্যাসী হইয়াছিল সে পর্যন্ত পুথিটি রাখিয়াই দিয়াছিলাম, কিন্তু সে সন্ন্যাসী হইলে পাছে উহা পাইয়া তুমি সন্ন্যাসী হও,—এই ভয়ে পোড়াইয়া দিয়াছি। (৪)

দেব—(কিছুক্ষণ অনুতাপ ও হাস্য করিয়া) মা, যদিও তুমি সাক্ষাৎ জ্ঞান-স্বরূপিণী তথাপি পুত্রবাৎসল্যে এই অজ্ঞানের মত কর্ম করিয়াছ।

শচী—পুত্র, আমার এই অপরাধ লইও না।

দেব—পুত্রের নিকট জননীর কি অপরাধ হয়? কিন্তু আমার যদি অপরাধ হইয়া থাকে তবে মা, আপনি তাহা ক্ষমা করিয়া আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।

শচী—বৎস, তোমার কোন অপরাধই আমার চোখে পড়ে না, আর যথার্থ সে তোমার নাইও। (৫)

দেব—মা, কিছুদিনের জন্য আমাকে দূরদেশে কোথাও যাইতে হইবে, তুমি মনে দুঃখ করিও না।

দেবঃ—অম্ব ! যেন ভবত্যাঃ সর্বেষাঞ্চ বন্ধূনাং সদা সুখায়ৈব ভূয়তে, তদনুসন্ধানং কর্তুম্।

শচী—তং কৃখু তুমং জ্জেব। [তৎ খলু ত্বমেব।]

দেবঃ—যদ্যপ্যেবমেব, তথাপি যেন মমাপি শোভাতিশয়ো ভবতি, তদর্থং যতিষ্যতে।

শচী—বচ্ছ ! জধা মহ দুক্খং ণ হোই, তধা করণিজ্জং। [বৎস ! যথা মম দুঃখং ন ভবতি, তথা করণীয়ম্।]

দেবঃ—অম্ব !

১। শ্রীকৃষ্ণঃ পরিপালকস্তব পিতা মাতা চ পুত্রোঽপি চ
জ্ঞাতিশ্চ দ্রবিণঞ্চ নিত্যসুখদো বন্ধুশ্চ দেবোঽপি চ।
সঙ্গঃ শাশ্বত এব যস্য তমনুস্মৃত্যানিশং চেতসা
সম্পন্নাসি তবাধুনা সুখময়ং জানীহি দিঙ্মণ্ডলম্॥ (৬)

শচী—বচ্ছ ! তুমং জ্জেব সব্বং, তুহ পসাদাদো মহ দুক্খং ণত্থি, কিন্তু জধা সন্ততং তুমং পেক্খামি, তহ জ্জেব কাদব্বং। [বৎস ! ত্বমেব সর্বম্ তব প্রসাদাৎ মম দুঃখং নাস্তি, কিন্তু যথা সন্ততং ত্বাং পশ্যামি, তথৈব কর্তব্যম্।]

শাশ্বতং নিত্যং। (৬)

শচী—কোথায় যাইবে ?

দেব—মা, যাহাতে আপনার ও অন্যান্য বন্ধুদের সদা সুখ হয় তাহার অনুসন্ধানে যাইব।

শচী—তাহা তো তুমিই।

দেব—যদিও তাহাই, তথাপি যাহাতে আমার শোভাতিশয় হয় তাহারই জন্য যত্ন করিব।

শচী—বৎস, যাহাতে আমার দুঃখ না হয় সেইরূপ কর।

দেব—মা, ১। শ্রীকৃষ্ণ তোমার পরিপালক—পিতা-মাতা-পুত্র, তিনিই তোমার জ্ঞাতি-সম্পদ-নিত্যসুখস্বরূপ বন্ধু, তিনিই জীবনদেবতা, তিনিই প্রাণবন্ধুরূপে নিত্য তোমার সঙ্গে রহিয়াছেন। তুমি নিরন্তর তাঁহার ধ্যানে মগ্ন আছ, এখন তুমি সমস্ত ভুবন সুখময় বলিয়া জান। (৬)

শচী—বৎস, তুমিই আমার সব, তোমার প্রসাদে আমার দুঃখ নাই, কিন্তু নিরন্তর যাহাতে তোমাকে দেখিতে পাই সেইরূপ করিবে।

দেবঃ—কৃষ্ণ এব সন্তত্তং ত্বয়া দ্রষ্টব্যঃ, স এব তব সর্বদুঃখধ্বংসী ভবিষ্যতি।

শচী—তহত্থু, তা তুমং জ্জেব মহ কণ্হো, তা উত্থেহি মজ্ঝণ্হো জাদো, তুমং পি সিণাণ-পূঅণাদিঅং কুণহ, অহম্পি পাঅত্থং জামি, বহিণিএ! তুমম্পি ঘরং গচ্ছেহি, তু বি ভঅবদো পাঅসেআ-সমও জাদো! [তথাস্তু, তং ত্বমেব মে কৃষ্ণঃ, তস্মাদুত্তিষ্ঠ, মধ্যাহ্নো জাতঃ, ত্বমপি স্নান পূজনাদিকং কুরু, অহমপি পাকার্থং যামি। ভগিনি! ত্বমপি গৃহং গচ্ছ, তবাপি ভগবতঃ পাকসেবা-সময়ো জাতঃ।] (৭)

(ইতি সর্বে নিষ্ক্রামন্তি।)

(ততঃ প্রবিশতি অদ্বৈতঃ)

অদ্বৈতঃ—ভুতাবেশ-বিবশ-নিখিলেন্দ্রিয়বৃত্তির্ভগবদাবেশবিসংষ্ঠুলশ্চ সমানমেব ভাবমাদধাতি। যতঃ খলু যাবত্তস্মিন্ দিবসে ভগবদাবেশেন যন্ময়া নর্তিতম্, তজ্জন-মুখাদেব সাম্প্রতং শ্রুত্বা প্রতীয়তে সন্দিহ্যতে চ। তেনাব্যাহত-প্রভাবোঽয়ং ভগবান্ বিশ্বম্ভরঃ। বস্তুতস্তু কোটি-কোটি-জগদণ্ডঘট-ঘটন-বিঘটন-

---

স কৃষ্ণঃ। তং ভগবতঃ। (৭)

সাম্প্রতং সম্প্রতি নাট্যানুকরণং সন্ন্যাসীতি।

সন্দিহ্যতে ময়াদ্বৈতেন। তেন হেতুনা। নাস্তি ব্যাহতো যস্য অর্থান্নিত্য নূতন প্রভাবঃ। ঘটনং সৃজনং বিঘটনং বিসর্জনং।

দেব—কৃষ্ণই সদা তোমার দ্রষ্টব্য—তিনিই তোমার সকল দুঃখ দূর করিবেন।

শচী—তা'ই হউক, কিন্তু তুমিই আমার সেই কৃষ্ণ, অতএব উঠ মধ্যাহ্নবেলা হইল, স্নান-পূজাদি কর, আমিও পাকে যাই। ভগিনি, তুমিও গৃহে যাও, তোমারও ভগবানের পাকসেবার সময় হইয়া গিয়াছে। (৭)

(এই বলিয়া সকলের প্রস্থান)

(এরপর অদ্বৈতের প্রবেশ)

অদ্বৈত—নিখিল ইন্দ্রিয়বৃত্তি ভূতাবেশ-বিবশতায় ও ভগবদাবেশ-বিহ্বলতায় একইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই দেখ-না, সেদিন ভগবদাবেশে আমি যে নৃত্য করিয়াছিলাম, তাহা এখন লোকমুখে শুনিয়া আমার প্রত্যয়ও হইতেছে আবার সন্দেহও হইতেছে; এখন বুঝিলাম এই ভগবান্ বিশ্বম্ভরদেব অসীম প্রভাবসম্পন্ন। বস্তুতঃ কোটি-কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় যাঁহার

নাটক-পরিপাটী-পাটবস্থ নিজচরিত-ললিতকীর্তি-সুধাসুধাবিত-জগজ্জন-হৃদয়াবট-ঘটমানতমঃকাটবস্থ ভগবতস্তথৈব লীলায়িতম্, যৎ খলু প্রত্যক্ষানুমানোপমান-শব্দার্থাপত্ত্যৈতিহ্যাদি-প্রমাণ-নিবহৈরপি ন প্রমাতুং শক্যতে, বিনা তস্যৈবানুগ্রহ-জন্য-জ্ঞানবিশেষম্। তেন তদানীন্তনমলৌকিক-চমৎকার-কারণমস্মন্নিষ্ঠমপি নটনলীলায়িতং নাস্মাকমনুভবগোচরস্তদ্ব্যবসিতম্। তেন,

২। যাস্যন্তি কেঽপি মোহং, বিবদিষ্যন্তে চ তৈঃ সমং কেচিৎ।
কেচন সন্দর্ভবিদো, রহস্যমিদমিত্যবৈষ্যন্তি ॥

(ইত্যূর্ধ্বমবলোক্য) অহো চরমাচলশিখরচুম্বী লম্বমানোঽয়ং ভগবান্ মরীচিমালী। তথা হি— (৮)

৩। নাম্নৈব মে ত্বমসি কিন্ত্বখিলগ্রহাণাং, বিশ্রামপাত্রমিতি তৎপতিনাভিশস্তা।
তৎপ্রত্যয়ায় পরিতপ্তময়ো দধাতি, সন্ধ্যার্কবিম্বকপটাদিব বারুণী দিক্ ॥

নিজ চরিত মনোহর কীর্তি সুধাভিঃ ধাবিতং ধৌতীকৃতং জগজ্জন হৃদয়গর্তচেষ্টায়মান তমঃ কটুত্বং যেন। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানং প্রত্যক্ষং সাধনং বিষয়ত্বাভাবাদনুমীয়তে অনেনানুমানং সাদৃশ্য জ্ঞানমুপমানং। পারম্পর্যোপদেশে ঐতিহ্যং। তদ্ভগবতো নাট্যানুকরণস্থ। চরমাচলঃ অস্তাচলঃ। মরীচিমালী সূর্যঃ। (৮)

দিক্পতির্বরুণস্তেন ভর্ৎসিতা সতী। তৎপত্যুঃ। অয়ো লৌহং।

ইঙ্গিতমাত্র হইয়া থাকে, যাঁহার লীলামাধুরী-সুধাধারায় জগজ্জনের চিত্তের কলুষ-কালিমা ধুইয়া যায় সেই ভগবানের লীলা এইরূপই। তাঁহারই অনুগ্রহ-লব্ধ জ্ঞান-বিশেষ বিনা কখনই প্রত্যক্ষ-অনুমান-উপমান-শব্দ-অর্থাপত্তি-ঐতিহ্যাদি প্রমাণাবলীর দ্বারা ইহা প্রমাণ করা যায় না। অতএব তাঁহার তদানীন্তন অলৌকিক চমৎকার নাট্যলীলার আমরা অবলম্বন হইলেও উহার গম্ভীর অভিপ্রায় কিছুই বুঝতে পারিলাম না। এই কারণে

২। এই লীলা কৌশল দর্শনে কেহ মোহ প্রাপ্ত হন, কেহ বিরুদ্ধাচরণ করেন, আবার কোনও শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত 'ইহা এক রহস্য' এইরূপ বলিয়া ক্ষান্ত হন।

(এইরূপ বলিয়া ঊর্ধ্ব দিকে তাকাইয়া) অহো, ভগবান্ সূর্যদেব অস্তাচলগামী হইতেছেন। (৮)

দেখিয়া মনে হইতেছে,—

৩। সূর্যদেব প্রেয়সী বারুণীকে (পশ্চিম দিক্‌কে) যেন তিরস্কার করিতেছেন,—

অথবা,

৪। সায়াহ্নসঙ্গসুখ-লুপ্তধিয়ঃ প্রতীচ্যাঃ, শোণাভ্রবাসসি সমুচ্ছ্বসিতে নিতম্বাৎ।
কাঞ্চীকলাপকুরুবিন্দ-মণীন্দ্ররূপী, কালক্রমাদ্দিনমণিঃ পতয়ালুরাসীৎ ॥

তদিদানীং বিগতবর্ত্মপরিশ্রমঃ সন্ধ্যামুপাস্য দর্শনীয়তমো দ্রষ্টব্যঃ। স খলু ভগবান্ বিশ্বম্ভরঃ। (ইতি তথা কর্তুমিচ্ছতি।) (৯)

(নেপথ্যে)

হন্ত ভো নিজপুরং গত্বা সমাগতপ্রায়োঽহমিতি কৃত্বা গতোঽদ্বৈতঃ কথমদ্যাপি নায়াতঃ?

অদ্বৈতঃ—(শ্রুতিমভিনীয়) অহো মদ্বিলম্বমালোক্য স্বয়মেব দেবো মামাক্ষিপতি। তদহং সত্বরমেব গচ্ছামি। (ইতি পরিক্রামতি।) (১০)

ক্ষুদ্র ঘন্টিকায়াং সমূহ পদ্মরাগমণীন্দ্ররূপী সন্। কর্তুমিতি অদ্বৈতঃ। (৯)
নায়াতঃ অদ্বৈতঃ। (১০)

'নামমাত্রেই' তুমি আমার প্রেয়সী, বস্তুতঃ অখিল গ্রহগণেরই তুমি বিশ্রাম-স্থল,'—পতি সূর্যদেবের দ্বারা এইরূপে তিরস্কৃত হইয়া বারুণী স্বামীর বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য যেন কপটিনীর ন্যায় অত্যন্ত অনুতপ্তের ভাব দেখাইয়া স্বামী সন্ধ্যা-সূর্যমণ্ডলকে অঙ্কে ধারণ করিতেছেন।

অথবা,

৪। স্বামী সন্ধ্যা-সূর্যের অঙ্গসঙ্গে লুপ্তজ্ঞান বারুণীর নিতম্ব হইতে মেঘরূপ অরুণ বসন স্খলিত হইয়া গেলে কাঞ্চিকলাপের পদ্মরাগমণিরূপে ঐ দিনমণি শোভা পাইতেছিলেন, কিন্তু কালক্রমে তিনি অস্তাচলে গেলেন।

অতএব সম্প্রতি পথক্লান্তির অপগমে সন্ধ্যাকৃত্য করিয়া তৎপর সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু দর্শনে যাওয়া যাউক। সেই সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু হইল ভগবান্ শ্রীবিশ্বম্ভরদেব। (এই বলিয়া সেইরূপ করিতে ইচ্ছা করিলেন।) (৯)

(নেপথ্যে)

হায় হায় কি দুঃখের কথা,—'এই আসিলাম বলিয়া' অদ্বৈত নিজগৃহে গেল অথচ আজও আসিল না।

অদ্বৈত—(শুনিবার অভিনয় করিয়া)

অহো, আমার দেরী দেখিয়া ভগবান নিজেই আমার জন্য আক্ষেপ

(প্রবিশ্যাপটীক্ষেপেণ)

শ্রীরামঃ—ভো অদ্বৈত! দেব আজ্ঞাপয়তি ভগবান্—'অহমিতঃ শ্রীবাসগৃহং গচ্ছন্নস্মি, ভবতাপি তত্রৈব গম্যতাম্' ইতি।

অদ্বৈতঃ—যথাজ্ঞাপয়তি দেবঃ। (ইতি তেন সহ পরিক্রামন্ পুরোঽবলোক্য) ইদমিদং শ্রীবাসপুরম্, যাবৎ প্রবিশামি। (ইতি প্রবেশং নাটয়িত্বা প্রাচীং দিশমবলোক্য) অহো রম্যম্—

৫। আহ্লাদয়ন্নক্ষি জগজ্জনানাং, প্রেমামৃতস্যন্দসুষীমপাদঃ।
উল্লাসয়ন্ কৌমুদমুজ্জিহীতে, চন্দ্রশ্চ বিশ্বম্ভরচন্দ্রমাশ্চ ॥ (১১)

(ততঃ প্রবিশতি শ্রীবাসাদিভিঃ সমুপগম্যমানো ভগবান্ বিশ্বম্ভরঃ)

প্রবিশ্য শান্তিপুরে। আপটীক্ষেপেণ ত্বরয়া। ইতঃ স্বগৃহাৎ। ভবতা অদ্বৈতেন। তেন শ্রীরামেণ। প্রাচীং পূর্বাং। অক্ষি চক্ষুঃ।

প্রেমামৃত ক্ষরণৌ সুষীমৌ শীতলৌ পাদৌ যস্য। চন্দ্রপক্ষে প্রেমামৃত স্যন্দাঃ সুষীমাঃ পাদাঃ কিরণা যস্য। চন্দ্রপক্ষে কৌমুদং পুষ্পং ভগবৎ পক্ষে কৌ পৃথিব্যাং মুদং হর্ষং উল্লাসয়ন্। (১১)

করিতেছেন, অতএব আমি তাড়াতাড়ি যাই। (এই বলিয়া রঙ্গমঞ্চে ঘুরিতে লাগিলেন) (১০)

(যবনিকা অপসারণে প্রবেশ)

শ্রীরাম—ওহে অদ্বৈত, ভগবান্ শ্রীবিশ্বম্ভরদেব আদেশ করিয়াছেন—'আমি শ্রীবাসগৃহে যাইতেছি অদ্বৈত যেন সেখানেই যায়।'

অদ্বৈত—শ্রীভগবানের যেরূপ আদেশ—(এইরূপ বলিয়া শ্রীরামের সহিত মঞ্চে ঘুরিতে ঘুরিতে সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া) এইযে এইযে শ্রীবাসগৃহ, চল ভিতরে যাই। (এই বলিয়া প্রবেশের অভিনয় করিয়া পূর্বদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) অহো কি রমণীয়—

। যাঁহার পদকমল প্রেমামৃতক্ষরণে-কোটিচন্দ্র-সুশীতল সেই বিশ্বম্ভরচন্দ্রমা জগজ্জনের নয়নের আহ্লাদ জন্মাইতে জন্মাইতে, আর আকাশের চন্দ্র জ্যোৎস্নাধারায় কুমুদকে উল্লসিত করিতে করিতে উদিত হইতেছে। (১১)

(তদনন্তর শ্রীবাসাদি ভক্তগণের সহিত ভগবান্ বিশ্বম্ভরদেবের প্রবেশ)

বিশ্বম্ভরঃ—(প্রত্যুত্থায়) স্বাগতং ভোঃ স্বাগতম্।

অদ্বৈতঃ—শ্রীমুখচন্দ্রদর্শনেন।

দেবঃ—(সাদরমভিবন্দ্যালিঙ্গ্য চ) ভগবন্! অত্রোপবিশ্যতাম্।

অদ্বৈতঃ—যথাজ্ঞাপয়সি।

(ইতি সর্বে সুখোপবেশং নাটয়ন্তি।)

ভগবান্—(অদ্বৈতং প্রতি) সর্বে বয়ং ভুক্তবন্তঃ পীতবন্তশ্চ, কেবলমধ্বপরিশ্রান্তাঃ ক্ষুৎপরিশ্রান্তাশ্চ ভবন্তস্তদলং বিলম্বেন। শ্রীবাস আতিথেয়োঽসি আতিথ্যেন। সমুপচর্যন্তামেতে ভবতা।

অদ্বৈতঃ—অলমনয়া চিন্তয়া, বয়মপি ভবন্ত ইব সমাপ্ত-সর্বাহ্নিকা এব।

ভগবান্—(সপ্রমোদম্) তদিদানীং হিমকরকরকলধৌত-জলধৌতে শ্রীবাস-বাসাঙ্গন-পরিসরে ভগবৎ-সঙ্কীর্তনমঙ্গলমঙ্গীকুর্বন্তু ভবন্তঃ।

সর্বে—(সপ্রমোদম্) ভগবন্! উত্থীয়তাং স্বয়মপি।

ভগবান্—এষোঽহং গচ্ছামি। (১২)

স্বাগতং সুখেনাগতং ভবতাদ্বৈতেন। শ্রীমুখসন্দর্শনেন সর্বং সুখং। ভগবন্ অদ্বৈত। এতে অদ্বৈতাদয়ঃ। কলধৌতং স্বর্ণং। (১২)

বিশ্বম্ভর—(আসন হইতে উঠিয়া) আসুন আসুন, আপনাদের কুশল তো।

অদ্বৈত—শ্রীমুখচন্দ্রদর্শনে সবই কুশল।

দেব—(সাদরে অভিবন্দনা ও আলিঙ্গন করিয়া) ভগবন্, বসিতে আজ্ঞা হউক।

অদ্বৈত—যেরূপ আদেশ।

(সকলে সুখে বসিবার অভিনয় করিলেন)

ভগবান্—(অদ্বৈতের প্রতি) আমাদের সকলের পান-ভোজন হইয়া গিয়াছে—কেবল আপনি পথপরিশ্রমে ও ক্ষুধায় কাতর আছেন—অতএব আর বিলম্বে প্রয়োজন কি? শ্রীবাস! তুমি অতিথি-সৎকারের যোগ্যপাত্র, অতএব তুমিই ইঁহার সেবা কর।

অদ্বৈত—এইসব চিন্তার প্রয়োজন নাই, তোমাদের মতই আমিও খাওয়া-দাওয়া সারিয়া আসিয়াছি।

ভগবান্—(উল্লাসের সহিত) তাহা হইলে এখন আপনারা শুভ্র চন্দ্রকিরণে উজ্জ্বল

(ইতি সঙ্কীর্তনস্থলীং প্রতি সর্বে নিষ্ক্রান্তাঃ)

(ততঃ প্রবিশতি গঙ্গাদাসঃ)

গঙ্গাদাসঃ—অহো অদ্বৈতদেবঃ শান্তিপুরতঃ সমাগতোঽস্তীতি শ্রুতমস্তি, ন জানে কিং ভগবদ্‌বিশ্বম্ভরালয়ে সমুত্তীর্ণঃ শ্রীবাসালয়ে বা, তদস্য তত্ত্বমবধারয়ামি। (ইতি কতিচিৎ পদান্যাদধাতি।)

(নেপথ্যে সঙ্কীর্তনকোলাহলঃ)

গঙ্গাদাসঃ—(আকর্ণ্য) অহো শ্রীবাসালয়ং সময়া সময়াসাদিত-সকলভক্তজন-প্রমোদীপ্রমোদীর্ণসঙ্কীর্তনকোলাহলোঽয়ং ময়া শ্রূয়তে। তদিত এবাদ্বৈতেনাপি ভবিতব্যম্। তদিহ স্থিত্বৈব নিভালয়ামি। (ইতি নিভাল্য) অহো সর্ব এব কীর্তয়ন্তো ভগবন্তং বিশ্বম্ভরং নর্তয়ন্তি নৃত্যন্তি চ। (১৩)

অস্য অদ্বৈত দেবস্য। সময়া নিকটে। সময়া প্রাপ্তাঃ সকল ভক্তগণা স্তেষাং প্রমোদো বিদ্যতেঽস্য। প্রমাপরিমাণেন উদীর্ণঃ উদ্গতঃ প্রমোদীর্ণঃ এবম্ভূতঃ সঙ্কীর্তনকোলাহলঃ। (১৩)

এই পবিত্র শ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীভগবৎ-সঙ্কীর্তন আরম্ভ করুন।

সকলে—(উল্লাসের সহিত) ভগবন্, আপনার নিজেরও উঠিতে আজ্ঞা হউক।

ভগবান্—চলুন, আমিও যাইতেছি। (১২)

(এই বলিয়া সঙ্কীর্তনস্থলের দিকে সকলের প্রস্থান)

(অতঃপর গঙ্গাদাসের প্রবেশ)

গঙ্গাদাস—অহো, অদ্বৈতদেব শান্তিপুর হইতে আসিয়াছেন এরূপ শুনিয়াছি, জানিনা ভগবান্ বিশ্বম্ভরদেবের গৃহে কিম্বা শ্রীবাসগৃহে উঠিয়াছেন? সুতরাং ইহা জানিয়া লইতে হইবে। (এই বলিয়া মঞ্চে ঘুরিতে লাগিলেন)

(নেপথ্যে সঙ্কীর্তন কোলাহল)

গঙ্গাদাস—(শ্রবণ করিয়া) অহো এই তো শ্রীবাস-অঙ্গনের নিকট আসিয়া পড়িয়াছি—এই তো শুনা যাইতেছে ভক্তজনের আনন্দদায়ক উচ্ছ্বসিত সঙ্কীর্তনের তুমুল কোলাহল। তবে তো মনে হইতেছে অদ্বৈত এখানেই আছেন, সুতরাং এখানে থাকিয়াই দেখি। (দর্শন করিয়া) অহো সকলেই কীর্তন করিয়া ভগবান্ বিশ্বম্ভরকে নৃত্য করাইতেছেন, আবার নিজেরাও নৃত্য করিতেছেন। (১৩)

তদেবং মন্যে,

৬। দুর্বারদৈত্যঘটয়া ঘটিতে পটীয়ো-,
ভারে স্বয়ংভগবতাপহৃতেঽপি ভূমেঃ।
তস্যাবসাদমধুনা বিধুনোতি দেবো,
ভক্তৈর্নটন্নটননিষ্ঠুরপাদঘাতৈঃ ॥

(পুনর্নিভাল্য) অহো,

৭। আনন্দঃ কিমু মূর্ত এষ পরমঃ প্রেমৈব কিং দেহবান্
শ্রদ্ধা মূর্তিমতী দয়ৈব কিমু বা ভূমৌ স্বরূপিণ্যসৌ।
মাধুর্যং নু শরীরি কিং নববিধা ভক্তির্গতৈকাং তনুং
তুল্যাবেশসুখোৎসবো ভগবতা বক্রেশ্বরো নৃত্যতি ॥ (১৪)

(পুনর্নেপথ্যে সম্ভূয়ানন্দতুমুলো জয়জয়ধ্বনি-কলকলঃ)

গঙ্গাদাসঃ—(নিভাল্য) অহো মহৎ কৌতুকম্,

৮। বক্রেশ্বরে নৃত্যতি গৌরচন্দ্রো, গায়ত্যমন্দং করতালিকাভিঃ।
বক্রেশ্বরো গায়তি গৌরচন্দ্রে, নৃত্যত্যসৌ তুল্যসুখানুভূতিঃ ॥ (১৫)

পটীয়ো ভারে পটুতর ভারে। ভূমেঃ পৃথিব্যাঃ তস্যা ভূমেঃ।
অবসাদং অকারলোপত্বে বসাদঃ দুঃখং। (১৪)
সংভূয় মিলিত্বা।
অসৌ বক্রেশ্বরঃ তুল্য সুখানুভূতিঃ তুল্যঃ সুখানুভবো যস্য। (১৫)

অতএব মনে হয়,

৬। দুর্বার দৈত্যকুলের দ্বারা নিপীড়িত পৃথিবীর অতিগুরুভার স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মোচন করিলেও সম্প্রতি তিনিই গৌররূপে ভক্তসঙ্গে নৃত্যচ্ছলে নিষ্ঠুর পদাঘাতে তাহার দুঃখ সম্পূর্ণরূপে মোচন করিতেছেন।

(পুনরায় দেখিয়া) অহো,

৭। একি আনন্দই মূর্ত হইল, কি পরমপ্রেমই দেহবান হইল কিম্বা শ্রদ্ধা বা দয়াই মূর্তিমতী হইল, এ কি মাধুর্যের মূর্ত বিগ্রহ কিম্বা নববিধা ভক্তিরই মিলিত তনু। না না, এতো শ্রীভগবানের সহিত তুল্য আবেশ ও সুখোৎসবে মত্ত বক্রেশ্বরের নৃত্য। (১৪)

(পুনরায় নেপথ্যে তুমুল আনন্দ জয়জয়ধ্বনি-কলরব উঠিল)

(পুনর্নেপথ্যে তথৈব জয়-জয়-ধ্বনি-কোলাহল উলূলু-নিনাদশ্চ)

গঙ্গাদাসঃ—(চিরং নিরূপ্য) অহো ভগবান্ বিশ্বম্ভর এব নৃত্যে প্রবৃত্তঃ। তথা হি—

৯। গভীরৈর্হুঙ্কারৈর্নিজজনগণান্ বর্হিনয়তি,
দ্রুতৈর্বাষ্পাম্ভোভিভু বনমনিশং দুর্দিনয়তি।
মহঃপূরৈর্বিদ্যুদ্বলয়য়তি দিক্ষু প্রমদয়-,ন্নসৌ
বিশ্বং বিশ্বম্ভরজলধরো নৃত্যতি পুরঃ ॥ (১৬)

অপি চ,

১০। দিশি বিদিশি দৃশা সরোজমালাং, নয়নজলেন মধুনি তত্র তন্বন্।
মধুকরনিকরং ভ্রুবা চ চক্র-,ভ্রমি-নটনে জয়তীহ গৌরচন্দ্রঃ ॥

অপি চ,

বর্হিনয়তি বর্হিণঃ করোতি। দ্রুতৈ র্দ্রবীভূতৈঃ। মহঃ তেজঃ বিদ্যুদ্বলয়ং বিদ্যুন্ময় মণ্ডলং করোতি। (১৬)

গঙ্গাদাস—(বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া) অহো মহাকৌতুক,

৮। বক্রেশ্বর নাচিতেছে, আর গৌরচন্দ্র করতালি দিয়া মধুরকণ্ঠে গাহিতেছে; আবার বক্রেশ্বর গাহিতেছে, গৌরচন্দ্র নাচিতেছে;—উভয়ের তুল্য সুখানুভূতি। (১৫)

(পুনরায় নেপথ্যে সেইরূপ জয় জয় ধ্বনি কোলাহল ও উলু উলু ধ্বনি।)

গঙ্গাদাস—(বহুক্ষণ ধ্যান দিয়া দেখিয়া) অহো ভগবান্ বিশ্বম্ভর এবার নৃত্যে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ তো,—

৯। গৌরজলধর নৃত্য করিতে লাগিল, আর তাহার গুরুগর্জনে নিজজনগণ উল্লাসে ময়ূরের মত নাচিয়া উঠিল, উহার নয়ন জলধারায় স্থিরচর-ভুবন বাদলা-দিনের দুরবস্থায় পড়িল, আর ঐ চঞ্চলের অঙ্গজ্যোতি চপলা-চমকের মত দশদিক্ উজ্জ্বল করিয়া তুলিল। (১৬)

আরও,

১০। যাঁহার নয়নপাতে দশদিকে কমলমালা বিস্তারিত হইতেছে, নয়নজলধারায় মধুপ্রবাহের সৃজন হইতেছে, চঞ্চল ভ্রুযুগল ভ্রমরের ন্যায় ঘুরিয়া ফিরিতেছে,—সেই গৌরচন্দ্র চক্রভ্রমি নটনে সর্বোৎকর্ষের সহিত দীপ্তি পাইতেছেন।

আরও,

১১। পাদাঘাতৈরুরগ-নগরানন্দ-নিস্যন্দ-হেতো-
র্বাহূৎক্ষেপৈরিব সুরপুরী-তাণ্ডবে পণ্ডিতস্য।
আশাচক্রং ভ্রময়ত ইব ভ্রাম্যদুদ্যোত-দণ্ডৈ-
র্জীয়াচ্চক্রভ্রমণ-নটনং দেব-বিশ্বম্ভরস্য॥ (১৭)

(পুনর্নিভাল্য) অহো! অনন্তরং ভগবানদ্বৈতোঽপি নর্তিতুং প্রবিষ্টঃ।

১২। শ্রীবাসস্ত্রিভিরেব সুস্বরতমৈ রামাদিভিঃ সোদরৈ-
র্গায়ত্যেষ কলং স্বয়ঞ্চ ভগবান্ বক্রেশ্বরশ্চোৎসুকঃ।
মঞ্জীরাঙ্গদ-হার-কঙ্কণবরঃ কাঞ্চীকলাপাদিমা-
নদ্বৈতস্তনুমানিবৈষ ভজনানন্দো নরীনৃত্যতে॥

১৩। স্থূলোষ্ণীষ-বিলাসসুন্দরশিরাঃ কর্ণদ্বয়ে তাণ্ডবা-
ন্দোলন্মৌক্তিক-কুণ্ডলো হৃদি চলচ্চামীকরস্রগ্‌বরঃ।
পাদাগ্রে চলনূপুরঃ পুলকিতো বাষ্পাম্বুধৌতাননো
নিত্যানন্দমহাশয়োঽপি মহতাবেশেন[৫] নৃত্যত্যয়ম্॥ (১৮)

আশাচক্রং দিক্‌চক্রং। (১৭) কাঞ্চীকলাপঃ ক্ষুদ্রঘণ্টিকা সমূহঃ। (১৮)

১১। যাঁহার পদাঘাতে পাতালপুরীতে, আর ঊর্ধ্ববাহু নৃত্যে স্বর্গে আনন্দ-প্রস্রবনের সৃজন হইতেছে, যিনি ঊর্ধ্ববাহু হইয়া আলাতচক্রের ন্যায় চক্রাকারে নৃত্য করিতেছেন,—সেই তাণ্ডবপণ্ডিত গৌরচন্দ্রের জয় হউক।

(পুনঃ দেখিয়া) অহো, এইবার ভগবান্ অদ্বৈতও নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। (১৭)

১২। শ্রীবাস অতি সুকণ্ঠ রামাদি তিন সহোদরকে সঙ্গে লইয়া মধুর মধুর কীর্তন করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর ও বক্রেশ্বর রসাস্বাদনে তন্ময় হইয়া পড়িলেন, আর অদ্বৈতপ্রভু মঞ্জীর-অঙ্গদ-হার-কঙ্কণ-কাঞ্চী-কলাপ ইত্যাদি দ্বারা মণ্ডিত হইয়া গৌর-সেবানন্দে বিহ্বল হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন।

১৩। ঐ যাঁহার মস্তকে রমণীয় বৃহৎ উষ্ণীষ শোভা পাইতেছে, কর্ণদ্বয়ে নৃত্যতালে দুলিতেছে মুক্তার কুণ্ডল, বক্ষে শোভা পাইতেছে স্বর্ণহার ও পুষ্পমালা, চরণে বাজিতেছে চঞ্চল-মঞ্জুল নূপুর, ঐ যাঁহার পুলকিত বদন-কমল প্রেমাশ্রুতে ধৌত হইতেছে— তিনি নিত্যানন্দমহাশয়,—মহাবেশে নৃত্য করিতেছেন। (১৮)

(অম্বরমবলোক্য) অহো যামমাত্রাবশিষ্টেয়ং ত্রিযামা। উচিতমেব ঘূর্ণতে নয়নযুগলম্, ভগবত্যা নিদ্রয়াভিভূতোঽস্মি, তদত্রৈব ক্ষণং নিদ্রামি। (ইতি ক্ষণং নিদ্রাং নাটয়ন্ স্বপ্নায়তে) ভো বিশ্বম্ভরদেব ! কুত্রাসি কুত্রাসি। (ইতি স্বপ্নায়িত্বা পুনঃ প্রবুধ্য) অহোঽশ্রান্তম্, কিময়মালোকিতো দুঃস্বপ্নঃ। (ইতি মুহূর্ত্তং হৃদি ভগবচ্চরণৌ বিচিন্ত্য পুনর্নেপথ্যাভিমুখমবলোক্য) অহো ন কোঽপি দৃশ্যতে, সর্ব এব ভগবৎপ্রমুখাঃ সঙ্কীর্তনোপরমে যথাযথং শয়নায় গতবন্ত ইব লক্ষ্যন্তে। ভবতু, তদহমপি স্বনিলয়ং গচ্ছামি। (ইতি কতিচিৎ পদানি পরিক্রম্য) অহো ! বিভাতৈব বিভাবরী। (ইতি প্রাচীমবলোক্য) (১৯)

১৪। উল্লঙ্ঘ্য কিঞ্চিদুদয়াচল-বপ্রধারাং, প্রাচ্যা দিশোঽম্বরতটীমবলম্বমানঃ।
পাদপ্রসারণবিধাবপটুস্তথাপি, বালো রবিঃ কলয় কালবশাদুদেতি॥

(ইতি কতিচিৎ পদানি গত্বা পুরোঽবলোক্য) অহো কোঽয়ং সত্বরঃ কিঞ্চিৎ পিপৃক্ষুরিব সমুপৈতি ? (২০)

যথাযথং যথাযোগ্যং। বিভাতৈব প্রভাতেব। প্রাচীং পূর্বদিশং। (১৯)
বপ্রং সেতুং অম্বরতটীং আকাশনিকটং। পিপৃক্ষুঃ জ্ঞাতুমিচ্ছুঃ। (২০)

(আকাশের দিকে তাকাইয়া) অহো রাত্রি এক প্রহরকালমাত্র অবশিষ্ট আছে, ঘুমে চোখ জড়াইয়া আসিতেছে, নিদ্রাদেবীর আক্রমণে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি, অতএব এখানেই ক্ষণকাল ঘুমাইয়া লই। (এই বলিয়া ক্ষণকাল নিদ্রার অভিনয় করিয়া স্বপ্নে কথা বলিতে লাগিলেন।) ওহে বিশ্বম্ভর দেব তুমি কোথায় তুমি কোথায় ? (এরপর স্বপ্নভঙ্গে জাগিয়া বলিতে লাগিলেন) অহো ! বিশ্রাম হইল, কিন্তু আমি একি দুঃস্বপ্ন দেখিলাম। (এই বলিয়া কিঞ্চিৎকাল হৃদয়মধ্যে গৌরচরণারবিন্দ ধ্যান করিয়া পুনরায় নেপথ্যের দিকে তাকাইয়া বলিতে লাগিলেন।) কাহাকেও তো দেখিতেছি না, মনে হইতেছে সঙ্কীর্তন শেষে শ্রীভগবৎ-প্রমুখ সকলেই যা'র যা'র গৃহে শয়নের জন্য চলিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক আমিও নিজগৃহে চলিয়া যাই। (এই বলিয়া কিঞ্চিৎ পদচারণ করিয়া) অহো, সূর্যদেবের যে উদয়ই হইয়া গেল। (পূর্বদিকে তাকাইয়া) (১৯)

১৪। বালরবি তখনও পদক্ষেপে অপটু—তথাপি উদয়গিরি-প্রাচীর কিঞ্চিৎ উল্লঙ্ঘন করিয়া পূর্বদিকের আকাশতট-অবলম্বনে নির্দিষ্ট সময়েই উদিত

(প্রবিশ্য সংভ্রান্তঃ কশ্চিৎ পুরুষঃ)

অয়ে গঙ্গাদাস ! ভবদ্বাট্যাং দেবো বিশ্বম্ভরঃ ?

গঙ্গাদাসঃ—(সোল্লাসম্) অহো মে ভাগধেয়ম্, যমবলোকয়িতুং গচ্ছন্নসি, স এব স্বয়মাগতোঽস্মদ্বাট্যাম্।

পুরুষঃ—অয়ে এবং পৃচ্ছামি—ভবদ্বাট্যামাগতঃ কিমিতি ?

গঙ্গাদাসঃ—(সবৈমনস্যম্) কথমেবং পৃচ্ছসি ?

পুরুষঃ—অন্যস্মিন্নহনি প্রাতঃ স্বনিলয়ে গত্বা কৃত্যং করোতি, অদ্য ন গত ইতি শচীদেব্যা প্রেষিতোঽস্মি তদন্বেষণায়। (ইত্যুক্ত্বৈব পুনরন্যতোঽন্বেষ্টুং নিষ্ক্রান্তঃ। পুনরন্যঃ সং ভ্রান্তঃ সত্বরং প্রবিশ্য পুনস্তথৈব পৃষ্ট্বা নিষ্ক্রান্তঃ। পুনরন্যঃ পুনরন্যঃ পুনরন্যশ্চেতি তথাতথৈব পৃষ্ট্বা নিষ্ক্রামতি।) (২১)

যৎ বিশ্বম্ভরং। স্বয়ং বিশ্বম্ভরঃ। তৎ বিশ্বম্ভরস্য। (২১)

হইতেছেন। (এই বলিয়া কয় পা আগাইয়া সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া) অহো এ কে ? কিছু যেন জিজ্ঞাসু হইয়া তাড়াতাড়ি আসিতেছে ? (২০)

[কোন এক সম্ভ্রান্ত লোকের প্রবেশ]

ওহে গঙ্গাদাস, তোমার বাড়ীতে কি ভগবান্ বিশ্বম্ভর আছেন ?

গঙ্গাদাস—(উল্লাসের সহিত) যাহার দর্শনে যাইব ভাবিতেছি, সেই স্বয়ং আমার বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত।

পুরুষ—ওহে, ইহাই আমার জিজ্ঞাস্য—'তোমার বাড়ীতে তিনি আসিয়াছেন কি ?'

গঙ্গাদাস—(বিমনা হইয়া) এ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন ?

পুরুষ—অন্যদিন প্রভাতে নিজগৃহে যাইয়া প্রাতঃকৃত্য করিয়া থাকেন কিন্তু আজ যান নাই, সেইজন্য শচীদেবী তাঁহাকে অনুসন্ধানের জন্য আমাকে পাঠাইয়াছেন।

(এই কথা বলিতে বলিতে পুনরায় অনুসন্ধান করিবার জন্য অন্যত্র চলিয়া গেলেন। পুনরায় অন্য একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাড়াতাড়ি প্রবেশ করিয়া ঐ একই প্রশ্ন করিয়া প্রস্থান করিলেন—পুনরায় অন্য একজন, পুনরায় অন্য একজন, পুনরায় অন্য একজন ঐ একই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া করিয়া প্রস্থান করিতে লাগিলেন। (২১)

গঙ্গাদাসঃ—(সবৈমনস্যম্) অহো ফলিতমিব দুঃস্বপ্নেন ; তৎ কিং করোমি, অদ্বৈতাদয়ো যত্র তিষ্ঠন্তি, তত্রৈব যামি ! (ইতি কতিচিৎ পদান্যাদধাতি ।)

(ততঃ প্রবিশন্তি দৌর্মনস্যেন বিতর্কং নাটয়ন্তোঽদ্বৈতাদয়ঃ) (২২)

অদ্বৈতঃ—শ্রীবাস ! কিমেতৎ ?

১৫ । মতেঽস্মাকং প্রাতঃ স্বভবনমুপেতোঽস্তি ভগবান্
গৃহে শ্রীবাসাদেঃ স্থিত ইতি জনন্যা মতমিদম্ ।
ইতি ভ্রান্তাঃ সর্বে প্রকৃতিমনসঃ সম্প্রতি বয়ং
কথং বিদ্মোঽকস্মাদয়মশনিপাতোঽস্য ভবিতা ॥ (২৩)

শ্রীবাসঃ—হন্ত । যে যেঽপি প্রহিতাস্তদন্বেষণায়, তেষাং ন কোঽপি প্রত্যাবর্ততে ।

অদ্বৈতঃ—অন্বিষ্য যদি পশ্যতি, তদৈব প্রত্যাবর্তিষ্যতে । কোঽপি কিমপ্যনুসন্ধানং ন লব্ধবান্, এতৎ কিং সম্ভাব্যতে ?

প্রকৃতিমনসঃ চিন্তারহিত চিত্তাঃ । (২৩)

গঙ্গাদাস—(বিমনা হইয়া) অহো আমার দুঃস্বপ্নই যেন ফলিল—এখন করি কি ? আচ্ছা অদ্বৈতাদি ভক্তগণ যেখানে আছেন সেখানেই যাই । (এই বলিয়া কিছুটা পদচারণ করিলেন ।)

(অতঃপর বিষাদগ্রস্তভাবে বিতর্ক করিতে করিতে
অদ্বৈতাদির প্রবেশ ।) (২২)

অদ্বৈত—শ্রীবাস, ব্যাপার কি ? এদিকে আমরা ভাবিয়াছিলাম প্রাতে ভগবান্ নিজগৃহে গিয়াছেন, আর ওদিকে জননী মনে করিয়াছিলেন তিনি শ্রীবাসাদির গৃহে রহিয়াছেন—এইরূপ ভ্রমে পড়িয়া আমরা সকলেই নিশ্চিন্ত হইয়াছিলাম, কিন্তু আজ যে অকস্মাৎ এই বজ্রাঘাত হইবে তাহা কে জানিত ? (২৩)

শ্রীবাস—হায় হায়, তাঁহার অন্বেষণে যাহাকেই পাঠান হইতেছে, সেই আর ফিরিয়া আসিতেছে না ।

অদ্বৈত—খুঁজিয়া পাইলেই তো ফিরিয়া আসিবে ? কেহই কি কোনই অনুসন্ধান পায় নাই,—ইহা কি সম্ভব ?

১৬। ইহ গ্রামে কো বা স্থগয়তু তমাত্মপ্রকটনং
স কিং বা স্বাত্মানং স্থগয়িতুমপীশঃ প্রভবতু।
অপহ্নোতুং শক্যো ন ভবতি জনৈশ্চণ্ডকিরণঃ
কথঙ্কারং ব্যোম্নি স্বমপি স দিনে ব্যন্তরয়তু?

শ্রীবাসঃ—(পুরোঽবলোক্য) অয়ং গঙ্গাদাসঃ সমায়াতি, তদয়ং প্রষ্টব্যঃ। (২৪)

গঙ্গাদাসঃ—(উপসৃত্য) ভো ভো মহাভাগাঃ! কথমাকস্মিকোঽয়ং বিপ্লবঃ?

সর্বে—অহো অয়মপি ন তদনুসন্ধানধুরন্ধরঃ, যদয়মস্মানেব পৃচ্ছতি।

অদ্বৈতঃ—সাশ্রম্,

১৭। হে বিশ্বম্ভরদেব হে গুণনিধে হে প্রেমবারাং নিধে
হে দীনোদ্ধরণাবতার ভগবন্ হে ভক্তচিন্তামণে।
অন্ধীকৃত্য দৃশো দিশোঽন্ধতমসীকৃত্যাখিলপ্রাণিনাং
শূন্যীকৃত্য মনাংসি মুঞ্চতি ভবান্ কেনাপরাধেন নঃ? (২৫)

স্থগয়তু গোপয়তু। স বিশ্বম্ভরঃ। ঈশঃ সমর্থঃ। চণ্ডকিরণঃ সূর্যঃ। স্বং আত্মানাং। ব্যন্তরয়তু অন্তর্ধাপয়তু। (২৪)

বিপ্লবঃ প্রলয়। অয়মপি অয়ং গঙ্গাদাসোঽপি। অয়ং গঙ্গাদাসঃ। (২৫)

১৬। ভগবান্ স্বপ্রকাশ—তাঁহাকে এই গ্রামে কে গোপন করিতে সমর্থ? তীব্র কিরণকে কেহই আবরণ করিতে পারে না,—দিনের বেলায় সে নিজেই কি নিজেকে আকাশ হইতে অন্তর্ধান করাইতে পারে?

শ্রীবাস—(সম্মুখে তাকাইয়া) এই যে গঙ্গাদাস আসিতেছে, ইহাকে জিজ্ঞাসা করি। (২৪)

গঙ্গাদাস—(নিকটে আসিয়া) ওহে ওহে, মহাশয়গণ অকস্মাৎ কেন এই বিপ্লব উপস্থিত হইল?

সকলে—অহো ইনিও তাঁহার খোঁজ জানেন না দেখিতেছি, যেহেতু ইনি আমাদিগকেই জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

অদ্বৈত—(অশ্রুপূর্ণলোচনে) ১৭। হে বিশ্বম্ভরদেব, হে গুণনিধি, হে প্রেমরসার্ণব, হে দীনোদ্ধারণ-অবতার, হে ভক্তচিন্তামণি! আমাদের নয়ন অন্ধ করিয়া, অখিল জীবচিত্ত শূন্য করিয়া কোন্ অপরাধে তুমি আমাদিগকে ছাড়িয়া গেলে। (২৫)

মুরারিঃ—ভো ভো দেব অদ্বৈত! ত্বমতিদুরবগাহ-গভীরোঽসি, কথমনির্ণয়েনৈবং বিলপসি? ত্বাদৃশা-মীদৃশেনানুতাপেন নিতরাং প্রতপ্তা ভবিষ্যতি তপস্বিনী শচীদেবী।

শ্রীবাসঃ—সত্যমাহ মুরারিঃ; যতঃ,

১৮। তন্মাত্রপুত্রা বত সা তদেক-,চক্ষুস্তদেক স্বসুখানুভূতিঃ।
মাতাপি তস্মিন্ গুরুদেববুদ্ধি-,র্ন তং বিনা জীবতি সা ক্ষণঞ্চ॥

তদধুনা তজ্জীবনরক্ষৈব নঃ কর্ত্তমুচিতা। তস্মাদ্ভো গঙ্গাদাস! ভবদ্বচসি তস্যাঃ প্রত্যয়োঽস্তি, ত্বয়া তথা তথা কথনীয়ম্ যথাঽসৌ জীবনেন ন বিযুজ্যতে। (২৬)

গঙ্গাদাসঃ—যথাজ্ঞাপয়ন্তি ভবন্তঃ (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ)

গদাধরঃ—(সকরুণম্) ভো নাথ!

১৯। গতো যামো যামাবহহ গতবন্তৌ বত গতা
অমী যামা হা ধিক্ দিনমপি গতপ্রায়মভবৎ।

তন্মাত্রপুত্রা বিশ্বম্ভরমাত্রপুত্রা। সা শচীদেবী। তস্মিন্ বিশ্বম্ভরে। তং বিশ্বম্ভরং। তৎ শচীদেব্যাঃ তস্যাঃ শচীদেব্যাঃ। অসৌ শচীদেবী। (২৬)

মুরারি—ওহে ওহে অদ্বৈতদেব, তুমি অতি গম্ভীর-স্বভাব হইয়াও ভাল করিয়া অনুসন্ধান না করিয়া কেন এরূপ বিলাপ করিতেছ?—তোমাদিগকে এরূপ বিলাপ করিতে দেখিলে তপস্বিনী শচীদেবী শোকে বিহ্বল হইয়া পড়িবেন যে।

শ্রীবাস—মুরারি, তুমি ঠিকই বলিয়াছ; যেহেতু,

১৮। অহো দুঃখ, শচীমাতার একমাত্র পুত্র তিনি, তিনিই তাঁহার চক্ষু-স্বরূপ, তিনিই তাঁহার সুখ-সম্পদ সব কিছু, মাতা হইয়াও তাঁহাতে তাঁহার গুরুদেব বুদ্ধি,—ক্ষণকালও বিশ্বম্ভর বিনা তিনি বাঁচিবেন না।

সুতরাং এখন আমাদের তাঁহার জীবনরক্ষা যাহাতে হয় তাহাই করা কর্তব্য। ওহে গঙ্গাদাস তোমার কথায় তাঁহার বিশ্বাস আছে, অতএব তুমি তাঁহাকে এমনভাবে বুঝাও যাহাতে তাঁহার প্রাণ বাহির না হয়। (২৬)

গঙ্গাদাস—আপনার যেরূপ আদেশ। (এই বলিয়া প্রস্থান)

গদাধর—(করুণ স্বরে) ওহে নাথ,

ক্রমাদাশাপাশস্ত্রুটতি বত হা সার্ধমসুভি-
স্তথাপি ত্বদ্বার্তা নহি গতবতী শ্রোত্রপদবীম্ ॥　　(২৭)

(ইতি মূর্চ্ছতি।)

বক্রেশ্বরঃ—২০। ত্যক্ত্বা নঃ কিমু যাস্যসীতি করুণাসিন্ধো গতায়াং নিশি
প্রেমাধিক্য-পরিপ্রকাশ-সরসাং নানানুকম্পাং ব্যধাঃ।
কারুণ্যং তব তচ্চ কীদৃশমহো ভূয়স্যুপেক্ষা চ বা
কীদৃক্ তে বত হৃৎপতে দ্বয়মিদং হে নাথ লোকোত্তরম্ ॥

(ইতি মূর্চ্ছতি।)　　(২৮)

মুরারিঃ—(সবিক্ষোভম্)

২১। আহার্য ধৈর্যং ক্রিয়তে বহির্যৎ, ক্ষিণোতি তদ্বাষ্পভরোঽন্তরস্থঃ।
পুনঃ পুনর্বদ্ধমপি প্রবৃদ্ধঃ, সেতুং যথা সৈকতমম্বুপূরঃ ॥

অসুভিঃ প্রাণৈঃ। (২৭) ভূয়সী প্রচুরা। লোকোত্তরং লোকেষসম্ভবং। (২৮) ময়া যৎ ধৈর্য আহার্য বহিঃ ক্রিয়তে তৎ ধৈর্যং ময়া পুনঃ পুনর্বদ্ধমপি সেতুমিব বাষ্পভরো ঽন্তরস্থঃ প্রবৃদ্ধঃ সন্ ক্ষিণোতি। অনেন ধৈর্যস্য সৈকত সেতুত্বং বাষ্পভরাস্যাম্বুপূরত্বঞ্চ ধ্বনিতং।　　(২৯)

১৯। এক প্রহর গেল, দুই প্রহর গেল, তিন প্রহরও গেল, হা ধিক্ দিনও যাইতে বসিল, হায় হায় ক্রমে আশাপাশ ছিন্ন হইতেছে, প্রাণ বাহির হইতে চলিল তথাপি তাঁহার সংবাদ পাইলাম না।　　(২৭)

(এই বলিয়া মূর্ছাপ্রাপ্ত হইলেন)

বক্রেশ্বর—২০। ছাড়িয়া যাইবে, তাই কি হে করুণাসিন্ধু, গত নিশায় পরম করুণায় আমাদিগকে উচ্ছ্বলিত প্রেম-রসার্ণবে উন্মজ্জিত নিমজ্জিত করাইয়াছিলে? অহো তোমার এই করুণাই বা কিরূপ, আর এই প্রাণঘাতী উপেক্ষাই বা কিরূপ? হে প্রাণনাথ, এই উভয়ই তোমার এক অলৌকিক লীলা।

(এই বলিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন)　　(২৮)

মুরারি—(অতি দুঃখের সহিত)

২১। আমি বাহিরে যে ধৈর্যের বাঁধ দিতেছি তাহা অন্তরবেদনারূপ বাষ্প-চাপে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে, পুনঃ পুনঃ বাঁধ বাঁধিলেও ঐ চাপ-বৃদ্ধিতে জলস্রোতমুখে বালুকাবাঁধপ্রায় উহা ভাঙ্গিয়া যাইতেছে।

(ইতি ফুৎকৃত্য ফুৎকৃত্য রুদন্ ভূমৌ নিপততি।)

শ্রীবাসঃ—(তমালোক্য) অহো অতিগভীরোঽপ্যয়ং দুর্নিবারানুরাগ-তারল্যঃ সংবৃত্তঃ। ভবত্যেব, (২৯)

২২। পয়ঃপ্রপূরঃ স্থির এব তাবৎ, করোতি যাবন্ন হি সেতুভঙ্গম্।
ভগ্নে তু সেতাবতিদুর্নিবারঃ, সমস্তমাপ্লাবয়িতুং সমর্থঃ ॥

ভো নাথ বিশ্বম্ভর! ক্বাসি ক্বাসি।

২৩। পূর্বং মৃতঃ কথমহো বত জীবিতোঽহং,
ভূয়োঽপি মারয়সি কিং বত জীবয়িত্বা।
দুর্লীলতা তব বিভো ন মনোঽধিগম্যা,
নন্বীশ্বরো ভবতি কেবলবাললীলঃ ॥

(ইতি রোদিতি।) (৩০)

মুকুন্দঃ—

২৪। নালোক্যতে তব মুখং নয়নেন কিং নো,
নাকর্ণ্যতে তব বচঃ শ্রবণেন বা কিম্?

অহো বত আশ্চর্য খেদং। ভূয়ঃ পুনরপি। (৩০)
নালোক্যতে যেন তেনেতি যোজ্যং যেন নয়নেন।

(এই বলিয়া ফুক্‌রাইয়া ফুক্‌রাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ভূমিতে আছাড় খাইয়া পড়িলেন।)

শ্রীবাস—(তাঁহার অবস্থা দেখিয়া বলিলেন) অহো ইনি পরমগম্ভীর হইলেও দুর্নিবার অনুরাগে অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন। ইহাই স্বাভাবিক, (২৯)

২২। বেগবান জলস্রোত ততক্ষণই স্থির থাকে যতক্ষণ-না বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায়—বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেলে অতি দুর্নিবার সেই জলস্রোত গ্রামাদি সকল ভাসাইয়া লইয়া যায়।

হে প্রাণনাথ বিশ্বম্ভর, তুমি কোথায় তুমি কোথায়?

২৩। অহো কি দুঃখ, পূর্বে একবার মারিয়াও কেন জিয়াইলে, হে প্রভু জিয়াইয়া কেন বা পুনরায় মারিতেছ,—তোমার এই দুরধিগম্য লীলা কে বুঝিতে পারে? আচ্ছা, ঈশ্বর কি শুদ্ধ বাললীলাপরায়ণ হইয়া থাকেন?

(এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন) (৩০)

মুকুন্দ—হা বিশ্বম্ভর, আমাদের এ নয়ন কি আর তোমার মুখচন্দ্র দেখিবে না,

হে প্রাণনাথ ভগবংস্তদুপেক্ষিতানাং,
কষ্টেন বা কিমমুনা হতজীবিতেন ?

জগদানন্দঃ—(সবাষ্পম্)

২৫। নাস্মাদৃশৈস্তব পদাম্বুজসঙ্গহীনৈ-,
জীবিষ্যতে ক্ষণমপীতি মনো ন আসীৎ।
লজ্জামহে দয়িত হে তত এব দেব,
জীবাম এব দিবসাংস্তদনীক্ষণেঽপি ॥

(ইতি মূর্ছতি।) (৩১)

দামোদরঃ—হা প্রাণনাথ ! কাসি কাসি,

২৬। প্রাণা ন কিং ব্রজত মুঞ্চত জাড্যমুচ্চৈঃ, প্রাণেশ্বরশ্চরতি সাম্প্রতমেক এব।
তৎপাদপঙ্কজমুপেত্য ভজধ্বমধ্বা, প্রেমাত্মনামহহ মাস্তু কুলে কলঙ্কঃ ॥

(ইতি মূর্চ্ছতি।) (৩২)

কষ্টেনেতি হতক্রিয়ায়াঃ কর্তৃ। কিমিতি প্রশ্নে মরণমেব প্রয়োজনমিতি ভাবঃ। (৩১)

প্রাণেশ্বরঃ বিশ্বম্ভরঃ একঃ একাকী সাম্প্রতং সম্প্রতি অধ্বা সাক্ষাৎ। (৩২)

কর্ণ কি আর তোমার সুধামাখা কথা শুনিবে না ; হে ভগবান্, তোমার দ্বারা উপেক্ষিত হইয়া এই জীবন্মৃত অবস্থায় কষ্টে বাঁচিয়া থাকিয়া কি লাভ ?

জগদানন্দ—(অশ্রুপূর্ণ নয়নে)

২৫। হে দয়িত, হে প্রাণদেবতা, আমরা ভাবিতাম তোমার পদারবিন্দের অদর্শনে ক্ষণকালও আমাদের জীবন থাকিবে না কিন্তু কি লজ্জার কথা কতদিনের অদর্শনেও এই তো বেশ জীবিতই আছি।

(এই বলিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন।) (৩১)

দামোদর—হে প্রাণনাথ, তুমি কোথায় তুমি কোথায় ?

২৬। ওহে প্রাণবায়ুগণ, তোমরা বাহির হইতেছ না কেন, তোমাদের এই বিষম জড়তা পরিত্যাগ কর, সম্প্রতি তোমাদের ঈশ্বর একাকীই বিচরণ করিতেছে। সত্বর তাঁহার পদকমল সমীপে উপস্থিত হইয়া ভজনা কর। কি দুঃখ, প্রেমিককুলে কলঙ্কলেপন করিবে নাকি ?

(এই বলিয়া মূর্ছাপ্রাপ্ত হইলেন) (৩২)

হরিদাসঃ—অহো কষ্টম্,

২৭। প্রাণেশ্বরেণ সহ চেৎ সহসা ন জগ্মুঃ,
প্রাণাঃ পুনর্ঝটিতি নৈব ভবন্তি গন্তুম্।
ধিক্কারকোটিকটুতামনিশং সহন্তে,
সীদন্তি নৈব বহতস্ত্ববসাদয়ন্তি ॥

ভবতু ক্ষণমবগচ্ছামি,—

২৮। যদি নয়নয়োঃ পন্থানং মে ন যাতি স ঈশ্বরো
যদি করুণয়া নো দৃক্পাতং করোতি স মদ্বিধে।
কুলিশকঠিনানাং বোঽসূনাং সহস্রমপি ক্ষণাৎ
তৃণমিব পরিত্যক্ষ্যাম্যঙ্গস্তদাঙ্ঘ্রি পরীপ্সয়া ॥

(ইতি ধৈর্যমবষ্টভ্য চিন্তাং নাটয়তি।) (৩৩)

বিদ্যানিধিঃ— ২৯। প্রেমন্নমোঽস্তু ভবতে যদকৈতবেন,
নোৎপদ্যসে ক্বচন হা বত কিং ব্রবীমি।

প্রাণেশ্বরেণ বিশ্বম্ভরেণ। সহসা হঠাৎ।
অসূনাং প্রাণবহতো হস্মান্ ত্বরসা শীঘ্রং নয়ন্তি প্রাণা ইতি সর্ব্বত্র যোজ্যং।
অবগচ্ছামি নিবেশয়ামি। বো যুষ্মাকং সহস্রমপি। (৩৩)
ত্বং ক্বচন কুত্রাপি ন স্বভাব কুটিলত্বাৎ।

হরিদাস—অহো কষ্ট ;

২৭। প্রাণসকল তাঁহাদের ঈশ্বরের সঙ্গে যদি তখনই না গেল, তবে তাঁহারা এখন আর শীঘ্র বাহির হইবার নহে। ইহারা কোটি দুর্বিসহ ধিক্কার নিরন্তর সহ্য করিতেছে, কিন্তু ইহাদের কিছুতেই অবসাদ নাই। কিন্তু আমি তো অতিশয় বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছি।

ভালরে ভাল প্রাণ, আরও কিছুকাল দেখি,—

২৮। সেই ঈশ্বর যদি আমাদের নয়ন পথের পথিক না হন, যদি করুণায় আমাদের প্রতি দৃক্পাত না করেন তবে তাঁহার পদকমল লাভের আশায় তোমাদের মত বজ্রকঠিন সহস্র সহস্র প্রাণকেও ক্ষণকাল মধ্যে তৃণের মত ত্যাগ করিব।

(এইরূপ বলিয়া কিছুকাল ধৈর্য ধরিয়া চিন্তার অভিনয় করিতে লাগিলেন।) (৩৩)

বিদ্যানিধি—২৯। হে প্রেম, তোমাকে নমস্কার, তোমার অকপট উদয়

তস্মিন্নকৈতবকৃপেঽপি সকৈতবত্বং,

নোচেৎ কথং নু মম জীবনযোগ এষঃ ?

(ইতি ভূমৌ পতিত্বা বিহ্বলঃ সন্ রোদিতি ।) (৩৪)

মুরারিঃ—(ধৈর্যমবষ্টভ্য) হংহো মহানুভাবাঃ ! এবং বিচারয়ত—কিমেকাকিনৈব প্রভুণা কাপি গতং কিংবা ক্বচিদন্যোঽপি গত ইতি ।

অদ্বৈতঃ—অয়ং বিচারঃ কথমুৎপদ্যতাম্ ?

৩০ । ন গচ্ছন্ পথিকেনাপি স দৃষ্টো গৌরচন্দ্রমাঃ ।

বিদ্যুৎপুঞ্জ ইবাকস্মাদ্দৃশোরবিষয়ং গতঃ ॥ (৩৫)

মুরারিঃ—অস্ত্যুপায়ো বিচারস্য ।

সর্বে—কথমিব ?

মুরারিঃ—আত্মবর্গমধ্যে বিচার্যতাং কোঽত্র ন বর্ততে ।

সর্বে—সম্যগুক্তমেতেন । (ইতি মিথো বিচারয়ন্তি ।)

অকৈতব কৃপে শ্রীবিশ্বম্ভরে । ত্বং প্রেমা । (৩৪)

উৎপদ্যতাং উদয়তি । (৩৫)

সম্যগুক্তং মুরারিণা ।

কোথাও দেখা যায় না, হায় হায় কি আর বলিব । তা' যা'ই হউক নিষ্কপট করুণাময় এই বিশ্বম্ভরেও তোমার সকৈতব উদয় কিন্তু কিছুতেই সমীচীন হয় না । অহো, এখনও কি করিয়া আমার জীবন বাঁচিয়া আছে ।

(এই বলিয়া ভূমিতে পড়িয়া রোদন করিতে লাগিলেন) (৩৪)

মুরারি—(ধৈর্য অবলম্বন করিয়া) ওহে ওহে মহানুভবগণ, বিচার করিয়া দেখুন তো, প্রভু কি একাকীই কোথাও গিয়াছেন কিম্বা অন্য কেহও সঙ্গে গিয়াছেন ।

অদ্বৈত—এরূপ বিচার কি করিয়া করা যাইবে ?

৩০ । কোনও পথিকও গৌরচন্দ্রকে যাইতে দেখে নাই,—তিনি বিদ্যুৎপুঞ্জের মত অকস্মাৎ দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন । (৩৫)

মুরারি—এই বিচারের উপায় আছে ।

সকলে—কিরূপ ?

মুরারি—গৌরভক্তবৃন্দের মধ্যে বিচার করিয়া দেখ, কে এখানে উপস্থিত নাই ।

মুরারিঃ—অহো ময়াকলিতম্।

সর্বে—কিং তৎ ?

মুরারিঃ—নিত্যানন্দমহানুভাব আচার্যরত্নশ্চ।

সর্বে—কুত ইদমুপযুজ্যতে ?

মুরারিঃ—এতাবতি কষ্টে যদ্যত্র ভাবভবিষ্যতাম্, তদাত্রৈবাগমিষ্যতাম্।

সর্বে—(কিঞ্চিদাশ্বস্য) অহোঽস্মাকং যথা তথা ভবতু, স চেদেকাকী ন ভবতি, তেনৈব কিঞ্চিদাশ্বস্তমস্মাভিঃ। (৩৬)

অদ্বৈতঃ—অয়ে মুকুন্দ ! ত্বমনয়া বার্তয়া মাতরমাশ্বাসয়—'মাতস্তং প্রতি চিন্তা ন কার্যা, নিত্যানন্দাচার্যরত্নাভ্যাং কার্যবিশেষার্থং ক্বাপি দেবেন গমিতমস্তি, সমাগতপ্রায়োঽয়ম্' ইতি বক্তব্যম্।

মুকুন্দঃ—যথাজ্ঞাপয়তি। (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ) (৩৭)

তৌ শ্রীনিত্যানন্দাচার্যরত্নে।

আশ্বাস্য কিঞ্চিৎ প্রাণধারণং কৃত্বা। স শ্রীগৌরচন্দ্রমাঃ। (৩৬)

তং বিশ্বম্ভরং প্রতি। গমিতং গমনং কৃতমিতি ণ্যন্তং। (৩৭)

সকলে—এ তো ঠিকই বলিয়াছে।

(এই বলিয়া ভক্তগণের মধ্যে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন)

মুরারি—আমি বাহির করিয়াছি।

সকলে—তাহা কি ?

মুরারি—মহানুভব নিত্যানন্দ ও আচার্যরত্ন।

সকলে—ইহা কি করিয়া বুঝিলে ?

মুরারি—এই কষ্টদশায়ও যদি তাহারা এখানে উপস্থিত হইল না তাহাতেই বুঝা যাইতেছে ইঁহারা তাঁহার সহিতই গিয়াছেন।

সকলে—(কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া) আমাদের যা'ই হউক তা'ই হউক—তিনি যদি একাকী না হন তবেই আমরা কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইতে পারি। (৩৬)

অদ্বৈত—ওহে মুকুন্দ, তুমি এই কথা বলিয়া মাতাকে আশ্বস্ত কর—'মা, আপনি তাঁহার জন্যে চিন্তা করিবেন না—বিশ্বম্ভরদেব নিত্যানন্দ আচার্যরত্নকে সঙ্গে লইয়া কোনও বিশেষ কাজে কোথাও গিয়াছেন,—এই আসিলেন বলিয়া।'

মুকুন্দ— যে আজ্ঞে (প্রস্থান) (৩৭)

অদ্বৈতঃ—হংহো বিশ্বম্ভরদেবপ্রিয়াঃ! কিঞ্চিদ্ধৈর্যমিব জাতং চেতসঃ, যতস্তাবুভাবেবাভিযুক্তৌ, তয়োঃ সতোঃ স্বতন্ত্রোঽপি ভগবান্ন স্বাতন্ত্র্যং করিষ্যতি। হন্ত কিমুদ্দেশ্যং তস্য যদর্থমিদমধ্যবসিতম্?

৩১। তীর্থাটনঞ্চেৎ কিমপহ্নবেন, গন্তুং সমর্থাঃ সহ তেন সর্বে।
তয়োর্বিশেষপ্রণয়েহিতঞ্চে-, দত্রাপি তৎ সম্ভবিতুঞ্চ যোগ্যম্॥
(ইতি সর্বে ক্ষণং চিন্তয়ন্তস্তূষ্ণীং তিষ্ঠন্তি।) (৩৮)

(নেপথ্যে)

হন্ত ভোঃ কষ্টম্,

৩২। হা ধিক্ কষ্টমহো দিনত্রয়মভূদ্বার্তাপি তৈর্ন শ্রুতা।
তে জীবন্তি মৃতা নু কিং কিমথবা দত্তাশ্রয়া মূর্চ্ছয়া।
সন্ত্যজ্য প্রিয়মীশ্বরং বত বিধে দৃষ্ট্বা চ তং তাদৃশং
প্রত্যাবৃত্তিপরঃ কথং নু পুরতস্তেষাং ভবিষ্যাম্যহম্॥

অধ্যবসিতং শ্রীবিশ্বম্ভরেণ। তয়োঃ শ্রীনিত্যানন্দাচার্য্যরত্নয়োঃ। (৩৮)
হা কষ্টং আচার্য্যরত্নোক্তিঃ। তৈঃ অদ্বৈতাদিভিঃ। তে অদ্বৈতাদয়ঃ। তাদৃশং কেশমুণ্ডনাদি কৃতসন্ন্যাসরূপং তমীশ্বরং দৃষ্ট্বা। পুরতঃ অগ্রে। (৩৯)

অদ্বৈত—ওহে গৌরপ্রিয়বৃন্দ, চিত্তে যেন কিঞ্চিৎ ধৈর্য আসিল, যেহেতু উঁহারা উভয়েই সর্বথা একনিষ্ঠ গৌরভক্ত। শ্রীভগবান্ স্বভাবতঃ স্বতন্ত্র হইলেও উঁহাদের নিকট স্বাতন্ত্র্য চলিবে না। হায় হায়, তাঁহার কি যে উদ্দেশ্য, যাহার জন্য এরূপ লীলা করিলেন?

৩১। তীর্থ-পর্যটন করাই যদি তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল তবে আর তাহা গোপন করিবার কি ছিল, আমরা সকলেই তাঁহার সঙ্গে যাইতাম। আর যদি উঁহাদের প্রতি বিশেষ-প্রিয়তায় কোনও বিশেষ-মঙ্গলসাধন করাই উদ্দেশ্য ছিল তবে তাহাও তো এখানেই হইতে পারিত।

(এইরূপ বলিয়া সকলে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া চুপ করিয়া রহিলেন) (৩৮)

(নেপথ্যে কথা)

হা ধিক্ কি কষ্ট,

৩২। হা ধিক কি কষ্ট তিনদিন হইয়া গেল নদীয়ার ভক্তবৃন্দের কোন খবর পাই নাই, তাঁহারা বাঁচিয়া আছে কি মরিয়া গিয়াছে কিম্বা মূর্ছিত

তদিহৈব স্থিত্বা শরীরত্যাগ এব যতনীয়ম্।

সর্বে—(শ্রুতিমভিনীয়) অহো আচার্যরত্নস্যেব স্বরঃ শ্রূয়তে। বাষ্পগদ্‌গদতয়া সম্যক্ নালক্ষি ; তন্নিপুণমবধারয়ামি। (ইতি সর্বে অবধানং নাটয়ন্তি) (৩৯)

(পুনর্নেপথ্যে)

হন্ত হন্ত কিমিতি পামরেণ ময়া তৎসঙ্গে ন গতম্। অথবা,

৩৩। শিব শিব হঠং কর্ত্তুং শক্যো নহি প্রভুণা সমং
নিজমতিমতং স্বেষাং চিত্তে প্রবর্ত্তয়তি প্রভুঃ।
প্রকটয়তি হি স্বীয়ং সূর্যঃ স্বকান্তমণৌ মহো
ন বিঘটয়িতুং ন শক্নোত্যেষ স্বদাহকরঞ্চ তৎ ॥

সর্বে—(আকর্ণ্য) সত্যমেবায়মাচার্যরত্নঃ। তন্মন্যামহে ভগবন্তং বিমুচ্য সমাগতহয়ম্।

স্বেষাং আত্মবর্গাণাং। হি যতঃ। স্বকান্তমণৌ সূর্য্যকান্তমণৌ। মহো যৎ মহাতেজঃ। এষ সূর্য্যকান্তমণিঃ। স্বদাহ করং তৎ স্বকীয় দাহকিরণং।

অবস্থায় পড়িয়া আছে—কে জানে? হা বিধি, প্রিয় ঈশ্বরের আজ কি অবস্থা! তাহাকে ঐরূপে দেখিয়া আমি ফিরিয়া চলিয়াছি—কি করিয়া উহাদের সম্মুখে মুখ দেখাইব?

অতএব এখানেই পড়িয়া থাকিয়া শরীর ত্যাগের যত্ন করাই উচিৎ।

সকলে—(শ্রবণের অভিনয় করিয়া) অহো আচার্যরত্নের কণ্ঠ যে শোনা যাইতেছে। কণ্ঠ বাষ্প গদ্‌গদ্ হওয়ায় ভাল বুঝা যাইতেছে না। অতএব ভাল করিয়া শুনি। (এই বলিয়া সকলে যত্নের সহিত শুনিবার অভিনয় করিলেন।) (৩৯)

(পুন নেপথ্যে কথা)

হায় হায় অতি পামর আমি তাঁহার সঙ্গে গেলাম না কেন?

৩৩।। শিব শিব প্রভুর সহিত হট্ করিতে পারিলাম না তো,—প্রভু নিজের ইচ্ছা প্রিয়জনের চিত্তে সঞ্চারিত করিয়া থাকেন,—যেমন নাকি সূর্য সূর্যকান্ত-মণিতে নিজের তেজ প্রকাশ করিয়া থাকে, আর মণি নিজে পুড়িয়া মরিলেও ঐ তেজ দূরিভূত করিতে পারে না।

সকলে—সত্যই ইনি আচার্যরত্নই বটে। মনে হইতেছে ভগবান্‌কে কোথাও

যতঃ 'শিব শিব হঠং কর্ত্তুং শক্যো নহি প্রভুণা সমম্' ইতি নিগদতি। হন্ত ভো ভর্জিতমিব দুর্দৈব-দবদহনজ্বালয়া কথমপ্যাসাদিতমাশ্বসবীজম্। (৪০)

মুরারিঃ—এবং মন্যে, নিত্যানন্দমেবঃ সঙ্গে বর্ততে। অয়ং কার্যান্তরায়াত্র প্রেষিত ইব।

অদ্বৈতঃ—কিং তাবদস্যাত্র কার্যম্ ন তাবদ্বিত্তে প্রয়োজনম্, যদর্থময়মাগমিষ্যতি, ন মাতরি চ তথা মমত্বম্, যত্তামেব সান্ত্বয়িতুং প্রহেষ্যতি; ন তাদৃগস্মাদৃশাং সৌভাগ্যম্, যদস্মানানায়য়িতুং প্রস্থাপয়িষ্যতি, তদলমনয়া বিচিকিৎসয়া। তন্ন বেদ্মি, কিমপরং ফলং ধৃতমস্তি মাদৃশাং দুর্দৈববিষভুরুহেণ। (ইতি সচিন্তস্তিষ্ঠতি।) (৪১)

(পুনর্নেপথ্যে)

দুর্দৈব এব দহন স্তস্য শিখয়া। আসাদিতং দগ্ধং। (৪০)

প্রেষিত ইব শ্রীবিশ্বম্ভরেণ শ্রীনিত্যানন্দেন বা।

অস্য বিশ্বম্ভরস্য। তাং মাতরং।

বিচিকিৎসয়া শ্রীবিশ্বম্ভরেণ প্রেষিত অস্তি ন বা ইতি সন্দেহ পরেণ। (৪১)

রাখিয়া উনি একা আসিতেছেন। যেহেতু, 'হায় হায় প্রভুর সহিত হট্ করিতে পারিলাম না'—এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে আসিতেছেন। হায় হায়, দুর্দৈব-দাব-দহন-জ্বালায় দগ্ধপ্রায় হইয়াছি কোনও প্রকারে হৃদয়ে আশাবীজ রোপিত হইল। (৪০)

মুরারি—মনে হইতেছে,—নিত্যানন্দদেব সঙ্গে আছেন, আর ইনি কার্যান্তরে এখানে প্রেরিত হইয়াছেন।

অদ্বৈত—নদীয়া নগরে আর তাঁহার কি কাজ থাকিতে পারে। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের কোনও বিষয়েই তাঁহার আর কোন প্রয়োজন নাই যাহার জন্যে ইহাকে পাঠাইবেন, মাতাতেও তেমন মমতা নাই যে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য ইহাকে পাঠাইবেন, আমাদেরও এরূপ ভাগ্য নয় যে আমাদের নিতে ইহাকে পাঠাইবেন। অতএব আমাদের আর এই সকল জল্পনা-কল্পনার প্রয়োজন কি? জানি না, আমাদের ভাগ্যে দুর্দৈববিষ-বৃক্ষে আর কি ফল ফলিবে। (এই বলিয়া চিন্তিতভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন) (৪১)

হা কষ্টং পামর এবাস্মি। যতঃ,

৩৪। পশ্চাৎ পশ্চাৎ কথমনুস্হৃতং নৈব হা হন্ত দৃষ্ট্বা
তাদৃগ্‌রূপং কথমিব দৃশৌ হন্ত তাপৈর্ন দগ্ধে।
যাহীত্যুক্তে সতি ভগবতা জীবিতং কিং ন যাতং
হা হা বিশ্বম্ভর তব তয়া মায়য়া বঞ্চিতোঽস্মি॥

সর্বে—(আকর্ণ্য নেপথ্যাভিমুখম্) হংহো সর্বে বয়মুৎকণ্ঠমানা ভবন্মুখং নিরীক্ষামহে মাতঃপরং বিলম্বতাম্। (ইতি তমুদ্বীক্ষমাণাস্তিষ্ঠন্তি।) (৪২)

(ততঃ প্রবিশত্যাচার্যরত্নঃ)

আচার্যরত্নঃ— ৩৫। ক্ব স স্নিগ্ধশ্যামঃ কুটিলকচপাশঃ ক্ব স বিধিঃ
ক্ব স শ্রোণীভারঃ ক্ব শিব শিব কৌপীনমপি তৎ।

নঞত্র শিরশ্চালনে। তাদৃগ্‌রূপং সন্ন্যাস গ্রহণরূপং।

নৈব নঞত্র শিরশ্চালনে। তাদৃগ্‌রূপং সন্ন্যাসগ্রহণ রূপং। ভগবতা শ্রীনিত্যানন্দেন। জীবিতং প্রাণা। ভবন্মুখং আচার্য্যরত্নস্য। (৪২)

স মুণ্ডনবিধিঃ। (৪৩)

(পুন নেপথ্য কথা)

হা কষ্ট আমি সত্য সত্যই পামর। যেহেতু,—

৩৪। হায় কি কষ্ট, আমি তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেলাম না কেন? হায় হায়, ঐ সন্ন্যাস-দর্শনে আমার চক্ষুদ্বয় কেনই বা জ্বলিয়া পুড়িয়া গেল না, ভগবান্ যখন 'যাও' বলিয়া আমাকে আদেশ করিলেন তখন আমার প্রাণই বা বাহির হইয়া গেল না কেন? হা হা বিশ্বম্ভর, আমি তোমার মায়ায় বঞ্চিত হইলাম।

সকলে—(নেপথ্য অভিমুখে কান পাতিয়া) ওহে ওহে আমরা সকলে তোমার মুখ দেখিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়াছি আর বিলম্ব করিও না, নাট্যমঞ্চে প্রবেশ কর। (এই বলিয়া তাঁহার দর্শনের জন্য উৎকণ্ঠার সহিত অবস্থান) (৪২)

(আচার্যরত্নের প্রবেশ)

আচার্যরত্ন—৩৫। কোথায় বা সেই স্নিগ্ধশ্যাম কুটিলকেশপাশ, আর কোথায় বা এই মুণ্ডিতমস্তক সন্ন্যাসীবেশ; কোথায় বা সেই সুললিত নিতম্ব, আর কোথায় বা তাহার উপর হায় হায় এই গৈরিক কৌপীন।

(ক্ষণং স্থিত্বা পরামৃশ্য)

প্রতীতির্দ্রষ্টৄণাং পরমিয়মহো বস্তু নহি তৎ
সমস্তস্যাধারাত্মনি চিতি সমস্তং স্ফুরতি হি ॥

সর্বে—(উপসৃত্য সোৎকণ্ঠম্) আচার্য ! কথয় কথয়, ক্বাসৌ ভগবান্ ?

আচার্যরত্নঃ—হন্ত হন্ত ভোঃ কিমেষ পামরঃ কথয়তু ?

অদ্বৈতঃ—কথয়, কিং বৃত্তম্ ?

আচার্যরত্নঃ—(কর্ণে) এবমেব ।

অদ্বৈতঃ—হন্ত কথময়ং করেণ পিধাপনীয়োঽর্থঃ ? তৎ স্ফুটং কথয়, সর্বে শৃণ্বন্তু । (৪৩)

আচার্যরত্নঃ—(ইতি সবাষ্পমুচ্চৈঃ)

৩৬ । তাস্তাঃ কীর্ত্তন-নৃত্যকৌতুককলা হা ধিক্ সমাপ্তিং গতা-
স্তাস্তাঃ প্রেমবিলাসহাসমধুরা বাচঃ স্থিতা নো হৃদি ।
সা প্রীতিঃ করুণা চ সা শিব শিব স্মৃত্যেকশেষাভবৎ
সন্ন্যাসেন তব প্রভো বিরচিতঃ সর্বস্বনাশো হি নঃ ॥

(ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া)

৩৬ । লোকে মাত্র দেখে,—প্রভু এই সন্ন্যাসরূপ গ্রহণ করিলেন ;—বস্তুতঃ ইহা তাঁহার নিত্য স্বরূপানুবন্ধি রূপ । সমস্ত বস্তুর আধার শ্রীভগবানের ইচ্ছামাত্র তাঁহারই ভিতরের বস্তু বাল্য-পৌগণ্ড-সন্ন্যাসাদি বাহিরে প্রকাশ হয় মাত্র ।

সকলে—(অগ্রসর হইয়া আসিয়া উৎকণ্ঠার সহিত) আচার্য ! বল বল, ভগবান্ কোথায় ?

আচার্যরত্ন—হায় হায় এই পামরের আর কি বলিবার আছে ?

অদ্বৈত—বল ব্যাপার কি ?

আচার্যরত্ন—(কানে কানে) এইরূপ এইরূপ ।

অদ্বৈত—হায় হায়, সত্য কি করিয়া হস্তের দ্বারা আবরণ করিয়া রাখিবে ? অতএব স্পষ্ট করিয়া বল, সকলে শুনুক । (৪৩)

আচার্যরত্ন—(সাশ্রুনয়নে উচ্চস্বরে বলিতে লাগিলেন)

৩৬ । হায় হায় আমাদিগকে ধিক্, সেই সেই কীর্তন-নৃত্য-কৌতুককলা শেষ হইল, সেই সেই প্রেমবিলাস-হাস ও বচনমাধুরী চিত্তপটে লগ্ন

(সর্বে আকর্ণ্য মোহং নাটয়ন্তি ।)

(প্রবিশ্য সত্বরম্)

গঙ্গাদাসঃ—আচার্য ! কথয় কল্যাণিনো দেবস্য কল্যাণমিত্যেষা পৃচ্ছতি ভগবন্মাতা ।

(আচার্যো বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠস্তিষ্ঠতি ।)

অদ্বৈতঃ—মন্নাম্না তাং ব্রূহি ;—

৩৭ । রামস্য বিপিনবাসঃ, কৃষ্ণস্য চ মাথুরং গমনম্ ।
অস্য চ সন্ন্যাসবিধি,-স্ত্রিতয়ং মাতৃত্রয়স্য সোঢ়ব্যম্ ॥ (৪৪)

গঙ্গাদাসঃ—হংহো তয়াপ্যেতদনুমিতমস্তি পুরৈব । উক্তঞ্চ,—

৩৮ । কিং গোপ্যতে ভবদ্ভিঃ, স খলু জ্যেষ্ঠস্য বর্ত্ম শিশ্রায় ।
লোকোত্তরচরিতানাং, তুল্যে কাঠিন্য-কারুণ্যে ॥

তাং বিশ্বম্ভরমাতরং । অস্য বিশ্বম্ভরস্য । (৪৪)

তয়া শচীদেব্যা । স বিশ্বম্ভরঃ । জ্যেষ্ঠস্য বিশ্বরূপস্য । লোকোত্তরচরিতানাং ভগবতাং বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি । লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কোপি বিজ্ঞাতুমীশ্বর ইত্যস্মাৎ ।

হইয়া আছে, হায় হায় সেই সেই প্রীতি ও করুণার স্মৃতিমাত্রই অবশেষ রহিল, —হা প্রভু, তোমার সন্ন্যাসের দ্বারা আমাদের সর্বনাশের পথ প্রস্তুত হইল ।

(সকলে শুনিয়া মুহ্যমান হইলেন)

(ত্রস্তব্যস্ত ভাবে গঙ্গাদাসের প্রবেশ)

গঙ্গাদাস—আচার্য, শ্রীভগবানের মঙ্গল তো ? শচীমাতা মঙ্গল প্রশ্ন করিয়া পাঠাইয়াছেন । (আচার্য বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে দাঁড়াইয়া রহিলেন ।)

অদ্বৈত—আমার নাম করিয়া তাঁহাকে বলো ;—

৩৭ । রামের বনবাস কৃষ্ণের মথুরাগমন এবং ইঁহার সন্ন্যাসলীলা—এই তিন, মাতৃত্রয়ের সহ্য করিতে হইবে । (৪৪)

গঙ্গাদাস—ওহে তিনিও পূর্বেই ইহা অনুমান করিয়াছেন, বলিয়াছেনও,—

৩৮ । আপনারা আর কেন গোপন করিতেছেন । সে নিশ্চয়ই জ্যেষ্ঠের পথ অনুসরণ করিয়াছে ।' অলৌকিক চরিতের লোকেরা বজ্রসম কঠিন ও কুসুম হইতেও কোমল হইয়া থাকে ।

অদ্বৈতঃ—ভবত্যেবমেবাহসৌ ধৈর্যবতী। কথমন্যথা তাদৃশঃ পুত্রঃ? (ক্ষণং স্থিত্বা বিমৃশ্য) ভবত্যেবম্,

৩৯। "সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ।"
ইতি নামানি দেবোহয়ং যথার্থান্যধুনাকরোৎ॥

অপি চ,

৪০। অস্মিন্নেব হি ভগবতি, যথার্থমভবন্মহাবাক্যম্।
মুখ্যার্থতয়া হি তয়া, জহৎস্বার্থলক্ষণা নাত্র॥

আচার্য! আমূলতঃ কথয়। (৪৫)

আচার্যরত্নঃ—হন্ত এতদর্থমেব জীবিতং ময়া। তদিতো নিশাবসানে নৃত্যোপরম-সময় এব মৎকরমালম্ব্য কতিচিৎ পদানি গচ্ছন্নগ্রে নিত্যানন্দদেবমালোক্য ত্বমপ্যেহীতি সঙ্গে কৃত্বা সুরধুনীমুত্তীর্য চলিতবান্। ময়োক্তম্—'দেব! কথয়,

---

অসৌ শচীদেবী। তাদৃশঃ বিশ্বম্ভর এব। বিমৃশ্য ভগবতঃ সন্ন্যাস করণং কিং প্রয়োজনমেব। ভগবতি শ্রীবিশ্বম্ভরে। (৪৫)

অদ্বৈত—ওনার পক্ষে এইরূপ ধৈর্যবতী হওয়াই স্বাভাবিক, অন্যথা আর কি করিয়া এরূপ পুত্র লাভ হইল? (কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া) যাহা হউক,—

৩৯। 'সন্ন্যাসকৃৎ-শম-শান্ত-নিষ্ঠা-শান্তিপরায়ণ' অধনা শ্রীভগবান্ এই সব নামের সার্থকতা সম্পাদন করিলেন। আরও,

৪০। এই ভগবানেই প্রকৃতপক্ষে 'তত্ত্বমসি' (তৎ+ত্বম্+অসি অর্থাৎ অর্থাৎ শ্রীভগবান্ই তুমি হও অর্থাৎ ভগবান্ আর তোমাতে অভেদ) মহাবাক্য সার্থকতা লাভ করিয়াছে, তাহাও আবার মুখ্যার্থেই—জহৎস্বার্থ লক্ষণায়* অর্থ করিবার প্রয়োজন হয় না।

আচার্য, আদ্যোপান্ত সব বলতো। (৪৫)

আচার্যরত্ন—হায় হায়, এইজন্যই কি আমি জীবিত রহিলাম। যাহা হউক, শ্রবণ কর—সেইদিন প্রভাতে নৃত্যও শেষ হইল, আর প্রভু আমার হস্ত অবলম্বনে বাহির হইয়া চলিলেন। চলিতে চলিতে নিত্যানন্দদেবকে দেখিয়া তাহাকেও 'আইস' বলিয়া সঙ্গে লইয়া তিনি গঙ্গা পার হইয়া চলিতে লাগিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—'দেব বলুন তো একাকী

---

* জহৎস্বার্থলক্ষণা—গঙ্গায় ঘোষপল্লি বলিলে 'গঙ্গার তটে ঘোষপল্লি' অর্থ করিতে হয়, কারণ জলের ভিতরে পল্লি হইতে পারে না—ইহাকে বলে লক্ষণায় অর্থ করা। এখানে বাক্যার্থে 'তটের' অন্বয় সিদ্ধির জন্য 'গঙ্গা' শব্দ স্বার্থত্যাগ করিতেছে সুতরাং ইহাকে জহৎ-স্বার্থা লক্ষণা বলা হয়।

কথমেকাকিনা কুত্র গম্যতে' ইতি তদনাকলয়ন্ তুষ্ণীমেব চলন্ননুপদমাবাভ্যামনুগম্যমান এব 'কাটোঙা'-নামানং গ্রামমাসাদ্য কেশবভারতী-যতীন্দ্রমুপসেদিবান্। তদাবাভ্যামাত্মগতমেব বিচিন্তিতম্,— ভগবান্ তুর্যাশ্রমং পরিজিঘৃক্ষুরিতি চিন্তয়িত্বাপি প্রভুতেজসা পরাভূতাভ্যাং ন কিঞ্চিদপি বক্তুমশক্যত। পরেদ্যবি 'আচার্যরত্ন! ত্বয়ৈতস্য কর্মণঃ পূর্বক্রিয়া ক্রিয়তাম্' ইত্যুক্তেন ময়া ভগবানবাদি—'ভগবন্! তৎ কিং কর্ম' ইতি তদনু গদিতঃ ভগবতা 'ময়ৈতৎ কর্তব্যম্' ইতি। সমনন্তরং প্রতিপত্তিমূঢ়েন ময়া মূকবদনুস্বরেণ রোদিতুমেব প্রবৃত্তম্। সমনন্তরমনায়ত্তেব বিধিবদ্বিহিতং সকলমেব কর্ম্ম। ততো যদ্বৃত্তং তদ্বাচা বক্তুং ন শক্যতে। (৪৬)

সর্বে—(আকর্ণ্য সবিষাদম্) হা দেব! কথমিদমধ্যবসিতম্? অথবা, মদ্বিধানামেব দুঃখক্রমফলকালবিলসিতমিদম্, কিমনুযোজ্যন্তে প্রভুচরণাঃ। হন্ত হন্ত

অনুপদং পদে পদে। পরিজিঘৃক্ষুঃ পরিগ্রহণমিচ্ছুঃ পরেদ্যবি পরদিবসে। কর্মণঃ তুর্য্যাশ্রমস্য। এতৎ সন্ন্যাসগ্রহণং। (৪৬)

অনুযোজ্যন্তে অস্মাভিঃ।

কোথায় কিজন্য যাইতেছেন?' তাহার কানে একথা যেন পৌঁছাইলই না, আমাদিগকে পশ্চাতে লইয়া নীরবে চলিতে চলিতে তিনি কাটোয়া গ্রামে গিয়া পৌঁছাইলেন এবং সেখানে কেশবভারতী নামক সন্ন্যাসীর নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন আমরা মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম—'ভগবান্ সন্ন্যাসআশ্রম গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক।' চিন্তা করিলাম বটে কিন্তু প্রভুর প্রভাবে পরাভূত হইয়া আমরা কিছুই বলিতে পারিলাম না। পরের দিন শ্রীভগবান্ বলিলেন—'আচার্যরত্ন, তুমি এই কর্মের পূর্বক্রিয়া সম্পন্ন কর।' আমি প্রশ্ন করিলাম,—ভগবান্, কি সেই কর্ম? উত্তরে ভগবান্ বলিলেন—'আমার পক্ষে সন্ন্যাস গ্রহণ করাই সমীচীন।' ইহা শুনিয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া আমি মূকবৎ নীরবে শুধু রোদন করিতে লাগিলাম। অনন্তর অবশ দেহে বিধি অনুসারে সকল কর্ম সম্পন্ন করিলাম। ইহার পর যাহা হইল তাহা ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারিব না। (৪৬)

স্মরণদশারূঢ়মপি তন্নো মনঃ কৃন্ততি। কথমাচার্য ভবতা দৃষ্টম্? (ইতি বৈক্লবং নাটয়ন্তি)

অদ্বৈতঃ—কিং তাবত্তদাশ্রম-সমুচিতং নামাঙ্গীকৃতং ভগবতা?

আচার্যরত্নঃ—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ইতি। (৪৭)

অদ্বৈতঃ—(সচমৎকারম্) অহো সমুচিতমেবৈতৎ,

৪১। কৃষ্ণস্বরূপং চৈতন্যং কৃষ্ণচৈতন্য-সজ্ঞিতঃ।
অতএব মহাবাক্যস্যার্থোঽপি ফলবানিহ॥

কেশবভারতী হি শ্রুতিরেব, তস্যাঃ কেশবস্য ভারতীত্বাৎ। যথা—(ভা° ১১।১৪।৩) "ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তো ধর্মো যস্যাং মদাত্মকঃ" ইতি। অতঃ কেশবভারতী-প্রতিপাদিতং শ্রুতিপ্রতিপাদ্যমেবেতি। তৎ কথয়াচার্য কথয়,

৪২। কিং তত্রাস্তি কিমন্যতঃ স গতবান্।

আচার্যরত্নঃ— তৎকালমেব প্রভুর্ধৃত্বা মস্করিভূমিকাং চলিতবান্ (৪৮)

তৎ সন্ন্যাসকরণং। তদাশ্রম সমুচিতং তুর্যাশ্রম সমুচিতং। (৪৭)

তস্যাঃ শ্রুত্যাঃ। ময়েতি ভগবদুক্তিঃ। প্রোক্তা শ্রুতিঃ। যস্যাং শ্রুত্যাং মস্করিভূমিকাং সন্ন্যাসাশ্রমং। (৪৮)

সকলে—(সব কথা শুনিয়া বিষাদের সহিত) হা দেব, এ সঙ্কল্প করিলে কেন? অথবা এই পামর আমাদেরই দুঃখবৃক্ষের ফল ধরিবার কাল আসিয়া গিয়াছে, প্রভুকে অনুযোগ করিয়া কি লাভ। হায় হায় স্মরণ-মাত্রেই আমাদের বুক ফাটিয়া যাইতেছে, আচার্য তুমি উহা দেখিলে কি করিয়া? (এই বলিয়া মোহের অভিনয় করিলেন)

অদ্বৈত—আশ্রম-সমুচিত কি নাম ভগবান্ অঙ্গীকার করিলেন?

আচার্যরত্ন—'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নাম। (৪৭)

অদ্বৈত—(চমৎকৃত হইয়া) অহো ইহা ঠিকই হইয়াছে,

৪১। চৈতন্য কৃষ্ণস্বরূপেরই আবির্ভাব-বিশেষ, তাই নাম 'কৃষ্ণচৈতন্য'; অতএব তত্ত্বমসি মহাবাক্যের অর্থও এখানে চরিতার্থতা লাভ করিয়াছে। গুরুকেশবভারতী শ্রুতিস্বরূপই,—কারণ ভারতী বাক্যের অর্থ বাণী, কাজেই কেশবভারতী বাক্যের অর্থ কেশবের বাণী—

অদ্বৈতঃ— স্বাং নো কিমপ্যুক্তবান্।

আচার্যরত্নঃ— প্রেমান্ধঃ স্খলিতাঙ্ঘ্রিরশ্রুসলিলৈর্নির্ধৌত-বক্ষঃস্থলং
স্বাত্মানঞ্চ ন বেদ হন্ত কিমসৌ হা হন্ত মাং বক্ষ্যতি ॥

অদ্বৈতঃ—ভবান্ কথং নানুগতঃ ?

আচার্যরত্নঃ— ৪৩। নিত্যানন্দস্ত্বকথয়দিদং যামি দেবস্য পশ্চাৎ
পশ্চাদেনং পথি পথি পরিভ্রাম্য তৈস্তৈরুপায়ৈঃ।
অদ্বৈতস্যালয়মপি নয়াম্যেষ যাহি ত্বমেতাং
বার্তামার্তানুপহর সুখং প্রাপয়াদ্বৈতমুখ্যান্ ॥

অদ্বৈতঃ—ধন্যোঽসি নিত্যানন্দদেব ধন্যোঽসি, জিতং ভবতা নিষ্কৈতবসৌহৃদেন,

---

অসৌ বিশ্বম্ভরঃ। এনং বিশ্বম্ভরং। শচীমাশ্বাস্য তত্তস্মান্মম নিকটে

তাহাই তো শ্রুতি। যথা,—(ভা° ১১।১৪।৩) 'যে শ্রুতি বাক্যে মদীয় স্বরূপভূত-ধর্ম অর্থাৎ ভক্তিযোগ আছে তাহা সৃষ্টির আরম্ভে ব্রহ্মাকে আমিই বলিয়াছিলাম।' অতএব যে নাম-করণ কেশবভারতীর দ্বারা হইয়াছে তাহা শ্রুতি-প্রতিপাদিতই বটে। এখন আচার্য বল তো,

৪২। তিনি কি সেখানেই আছেন কি অন্যত্র গিয়াছেন।

আচার্যরত্ন—সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই প্রভু অন্যত্র চলিলেন। (৪৮)

অদ্বৈত—তোমাকে কিছুই বলিলেন না ?

আচার্যরত্ন—প্রেমে অন্ধ চরণ টলিতেছে, নয়নজলে বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে, আত্মপর-জ্ঞানহারা, হায় হায়, এ অবস্থায় এই অধমকে কি বলিবেন ?

অদ্বৈত—আপনি সঙ্গে গেলেন না কেন ?

আচার্যরত্ন—৪৩। যাই কি করিয়া ? নিত্যানন্দদেব বলিলেন—'শ্রীভগবানের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আমি যাইতেছি,—ইঁহাকে পথে পথে ঘুরাইয়া কোনও উপায়ে অদ্বৈতের গৃহে লইয়া যাইব, তুমি বিষাদসাগরে মগ্ন অদ্বৈতপ্রমুখ ভক্তগণকে এই খবর দিয়া আনন্দিত কর।

অদ্বৈত—ধন্য নিত্যানন্দ, ধন্য তুমি, তোমার অকৃত্রিম সৌহার্দে আমরা

তদাগচ্ছত, অনয়া বার্তয়া ভগবতীং শচীমাশ্বাস্য বয়মপি সমুচিতমাচরামঃ।

(ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে) (৪৯)

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ে সন্ন্যাস-পরিগ্রহো নাম চতুর্থোঽঙ্কঃ ॥৪॥

আগচ্ছত যূয়ং। (৪৯)

নিতান্তই বাধিত হইলাম, অতএব চল—এই সংবাদ দিয়া শচীমাতাকে আশ্বস্ত করি, আর অতঃপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি করিগা।

(সকলের প্রস্থান) (৪৯)

ইতি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে সন্ন্যাসগ্রহণ নামক চতুর্থ অঙ্ক ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোঽঙ্কঃ

(ততঃ প্রবিশতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ, পশ্চান্নিত্যানন্দশ্চ)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ—(ভ° ১১।২৩।৫৭)

১। "এতাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠা-,মধ্যাসিতাং পূর্বতমৈর্মহদ্ভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং, তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রি-নিষেবয়ৈব ॥"

(ইতি স্খলিতং নাটয়তি।)

নিত্যানন্দঃ—(স্বগতম্) অহো অদ্ভুতম্।

২। প্রেমামৃতং কিল তথাবিধমেব কিন্তু, নির্বেদ-খেদ-দহনেন শৃতত্বমেত্য।
আবর্ত্যমানমিব গচ্ছতি পিণ্ডভাবং, কালেঽস্য হৃদ্‌ব্রণ ইব ব্যথনায় ভাবি ॥ (১)

পরাত্মনিষ্ঠাং অভ্যাস প্রাপ্তাং। শ্রীভাগবতে ভিক্ষুব্রাহ্মণবাক্যং। শৃতত্বং দ্রবত্বং। পিণ্ডভাবং ঘনীভূতং। অস্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রস্য। ভাবি ভবিষ্যতি। (১)

পঞ্চম অঙ্ক

(অতঃপর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও তৎপশ্চাদ্ নিত্যনন্দ প্রবেশ করিলেন।)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—(ভা° ১১।২৩।৫৭)

১। পূর্বতম মহৎগণের অবলম্বিত শুদ্ধজীবস্বরূপে ঈষৎমাত্র স্থিত হইয়া শ্রীমুকুন্দ-পাদপদ্ম-সেবাকেই মুখ্যভাবে আশ্রয় করতঃ আমি অনন্ত-অপার সংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইব।

(এই বলিয়া টলিতে টলিতে চলিতে লাগিলেন)

নিত্যানন্দ—(মনে মনে) অহো কি অদ্ভুত!

২। প্রেমামৃত অবশ্য তথাবিধই হইয়া থাকে, কিন্তু ইহা এখন নির্বেদ-খেদাগ্নির বিষম তাপে আবর্তিত হইয়া পিণ্ডাকৃতি ধারণ করিতেছে—কালে ইহা হৃদ্‌ব্রণের ন্যায় যন্ত্রণাদায়ক হইবে। (১)

তদেকাকিনা ময়া কিং ক্রিয়তে, ভবতু চিন্তয়ামি,—(ইতি পুনর্নিরূপ্য) অহো অদ্ভুতম্,

৩। নিত্যোর্মীকঃ প্রকটিত-মহোল্লাস-হুঙ্কারঘোষঃ
স্বেদ-স্তম্ভ-প্রভৃতি-বিলসদ্‌ভাবরত্নাবলীকঃ।
অন্তর্বেগঃ সমজনি বিভোঃ সোঽয়মানন্দসিন্ধু-
র্নো জানীমঃ পরিণতিরহো ভাবিনী কীদৃগস্য॥ (২)

অহো বলবতা বাতেন চালিতঃ কেশরপরাগপুঞ্জ ইব চলত্যেষঃ। ময়াপি সত্বরেণাপ্যনুগন্তুং ন শক্যতে। বিরত-সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিস্তত ইত এব গচ্ছন্নস্তি, ন তুদ্দেশ্যপুরঃসরং ক্বাপি।

তথা হি— ৪। অপন্থাঃ পন্থা ন ভবতি দৃশোরস্য বিষয়ঃ
কিমুচ্চং নীচং বা কিমথ সলিলং বা কিমু বনম্।
প্রভিন্নোঽয়ং বন্যো গজ ইব চলত্যেব ন পুনঃ
পুরো বা পশ্চাদ্‌বা কলয়তি ন চাত্মানমপি চ॥ (৩)

তস্মাৎ প্রেমপিণ্ডভাবং ভূত্বা হৃদ্রূপত্বাৎ হেতোঃ নৃত্যোর্মীকঃ—নৃত্যাঃ ঊর্ময়ো যত্র ঈক প্রত্যয়ঃ। প্রকটিত মহোল্লাসেন হুঙ্কার এব ঘোষঃ শব্দ যত্র। স্বেদস্তম্ভপ্রভৃতি বিলসদ্ভাবরত্ন সমূহা যত্র ইতি ঈক প্রত্যয়াস্তঃ। বিভো সমর্থস্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্য। অস্য প্রেমসিন্ধোঃ কীদৃক্ পরিণতিঃ ভাবিনী ভবিষ্যতি ইতি বাক্যার্থ নত্র কর্ম। (২)

পুরঃসরং অগ্রসরং কিঞ্চিৎ কার্যং। তথাহি উক্তার্থং দ্রঢ়য়তি।

অস্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্য। প্রভিন্নঃ প্রগতোভেদো যস্য। (৩)

আরে, আমি এখন একাকী করি কি ? যা' হউক ভাবিয়া দেখি,—(পুনরায় প্রভুকে লক্ষ্য করিয়া) অহো কি অদ্ভুত !

৩। শ্রীভগবানের অন্তর্বেগ বাহিরে সমকালে বিভিন্ন ভাবের উদ্ভব করাইয়াছে,—তিনি নৃত্য-তরঙ্গে উচ্ছলিত হইয়া উঠিয়াছেন, মহাউল্লাসে উচ্চহুঙ্কার-ধ্বনি করিতেছেন, স্বেদ-স্তম্ভ প্রভৃতি ভাব-রত্নাবলীর দ্বারা বিভূষিত হইয়াছেন। অহো, জানি না এই আনন্দসিন্ধুর শেষ পরিণতি কি ? (২)

অহো ঝড়ের মুখে পতিত কেশর-পরাগ-পুঞ্জের ন্যায় যেন তিনি উড়িয়া চলিলেন, আমার মত লোকও দ্রুত চলিয়াও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাইতে

ভবতি হি,

৫। আত্মারামাঃ কিমপি দধতে বৃত্তিহীনেন্দ্রিয়ত্বং
প্রেমারামা অপি ভগবতো রূপমাত্রৈকমগ্নাঃ।
স্বানন্দস্থো ভবতি যদি চেদীশ্বরোঽপি ক্ব ভেদঃ

আং জ্ঞাতম্,

নিঘ্নানন্দো ভবতি ভগবান্ জীব আনন্দনিঘ্নঃ ॥

তদিদানীং কিং করোমি? (ক্ষণং স্থিত্বা)

৬। নাহারোঽস্তি দিনত্রয়ং ন চ পয়ঃপানং কিমন্যাঃ ক্রিয়াঃ
কৌপীনৈকপরিচ্ছদো নিজসুখাবেশৈক-মাত্রানুগঃ।

অপি অনির্বচনীয়ং। প্রেমারামাঃ প্রেম্নি রমন্তে; নিঘ্নানন্দো নিঘ্নোঽধীন আনন্দো যস্য। আনন্দনিঘ্নঃ আনন্দস্য নিঘ্নঃ অধীনঃ। পরিচ্ছদঃ বেশঃ।

পারিতেছে না। এই যে তিনি এবার সকল ইন্দ্রিয়বৃত্তির ক্রিয়া বন্ধ হওয়াতে স্তম্ভভাবে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন, আবার এই যে পর মুহূর্তেই ধাইয়া চলিলেন। কোথাও আর তাঁহার কোন উদ্দেশ্য নাই।

এই দেখ না—৪। পথ কি বিপথ, উচ্চ কি নীচ, জল কি বন ইহা কিছুই ইঁহার চোখে পড়িতেছে না—সমস্ত ভেদাভেদ ভুলিয়া বন্যহস্তীর মত উদ্দাম গতিতে চলিতেছেন, অগ্রপশ্চাৎ কিছু বিচারের অবসর নাই, নিজের সত্তাই ভুল হইয়া গিয়াছে আর অন্য কথা কি? (৩)

এইরূপই হয়,—

৫। আত্মারামগণের ইন্দ্রিয়বৃত্তি লোপ পায়, আর প্রেমারামাগণের ইন্দ্রিয়বৃত্তি একমাত্র ভগবানের রূপেই মগ্ন হইয়া যায়। আচ্ছা, ঈশ্বরও যদি আত্মানন্দে মগ্ন হইয়া যান, তবে আর জীবে ঈশ্বরে ভেদ থাকিল কোথায়?

ও বুঝিলাম,

আনন্দ ভগবানের অধীন আর জীব আনন্দের অধীন।

অতএব এখন আমি করি কি? (কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া)

৬। আজ তিন দিন আহার নাই, জল পর্যন্ত মুখে দেন নাই তো অন্য ক্রিয়ার কথা আর কি বলিব? পরিধানে কৌপীনমাত্র সার,

গচ্ছন্নেব দিনং নিশামপি বিভুর্নো বেত্তি কিং কুর্মহে
হে গৌরাঙ্গকৃপানিধে কুরু কৃপামার্তে ময়ি প্রীয়তাম্ ॥ (৪)

(ক্ষণং স্থিত্বা) এতেন কিঞ্চিদাশ্বস্তমপি ভবতি চেতঃ ; তদ্ যথা—

৭। আনন্দবৈবশ্যমিদং মহাপ্রভো-,র্বভুব নঃ সম্প্রতি জীবনৌষধম্ ।
বিভ্রাময়ন্ বর্ত্ম বিবেচনাক্ষমং, নেষ্যেঽহমদ্বৈতবিভোর্গৃহানমুম্ ॥

(ইতি সাশ্বাসমনুগচ্ছতি ।)

(নেপথ্যে 'হরিং বদ হরিং বদ' ইতি সম্ভূয় কোলাহলঃ)

নিত্যানন্দঃ—(পুরোঽবলোক্য) অয়ে ! অদ্ভুতমিদম্, যদমী গোরক্ষকবালা ভগবন্তমালোক্য সকৌতুকাদর-ভক্তিশ্রদ্ধানন্দচমৎকারং হরিং বদ হরিং বদেতি উচ্চৈর্জল্পন্তি ।

(ভগবান্ পূর্বাভ্যাসেন হরিধ্বনিং শ্রুত্বা কিঞ্চিদানন্দসুপ্তোত্থিত ইব হরিধ্বন্যানুসারিণীং দিশং নয়নকমলে সমুন্মীল্যাবলোকয়তি ।) (৫)

বিভুঃ সমর্থঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ । প্রীয়তাং প্রসন্নো ভূয়তাং ভবদ্ভিঃ । (৪)

অমুং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং । সম্ভূয় মিলিত্বা । হরিধ্বনিরনুসরতি যস্যাঃ তাং । (৫)

একমাত্র নিজ সুখাবেশে বিভোর হইয়া আছেন,—দিন কি রাত্রি জ্ঞান নাই, হায় কি করি—হে গৌরাঙ্গকৃপানিধি ! এই আর্তজনকে কৃপা কর,—আমার প্রতি প্রসন্ন হও । (৪)

(ক্ষণকাল নীরবে চিন্তা করিয়া)

ইহার এই অবস্থাও যেন কিঞ্চিৎ চিত্ত-প্রবোধের কারণ হইতেছে, তাহা এইরূপ—

৭। মহাপ্রভুর এই আনন্দবৈবশ্য সম্প্রতি আমাদের জীবনরক্ষার ঔষধ হইতেছে। পথবিচারে অক্ষম ইহাকে এখন পথ ভুলাইয়া আমি অদ্বৈতের গৃহে লইয়া যাইতে পারিব ।

(এই বলিয়া আস্বস্তচিত্তে পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন)

(নেপথ্যে 'হরিবোল হরিবোল' কোলাহল উঠিল)

নিত্যানন্দ—(সম্মুখে তাকাইয়া) ওহে, ইহা অদ্ভুতই বটে ! যেহেতু এই রাখাল বালকগণ ভগবান্‌কে দেখিয়া সকৌতুকে আদর-ভক্তি-শ্রদ্ধা-আনন্দচমৎকারিতায় উচ্চস্বরে 'হরিবোল হরিবোল' ধ্বনি করিতেছে ।

নিত্যানন্দঃ—(নিরূপ্য) অহো উপকৃতং গোরক্ষক ডিম্ভৈর্যদমীষাং হরিধ্বনিমাকর্ণ্য কিঞ্চিত্তরামানন্দনিদ্রোত্থিত ইবায়ং মহামন্ত্রাকৃষ্ট ইব ফণিদষ্টস্তমেব পন্থানমনু- সর্পতি।

ভগবান্—(উপসৃত্য) ব্রূত ভো ব্রূত হরিম্। (ইতি পুনঃ পুনঃ প্রজল্পতি।) (৬)

(প্রবিশ্য গোরক্ষকাঃ শিশবঃ পরিতো দণ্ডবন্নত্বা করতালিকাভির্হরিসঙ্কীর্তনং কুর্বন্তি। ভগবান্ সস্পৃহমাকর্ণয়ন্ মুহূর্তং প্রস্থানতো বিরমতি।)

নিত্যানন্দঃ—(সানন্দম্)

৮। উন্মাদ আনন্দকৃতো হি নানা-,চাপল্যকৃজ্জাড্যকৃদপ্যমন্দম্।
চাপল্যজাড্যোভয়কৃচ্চ কশ্চিৎ, কশ্চিদ্ গ্রহগ্রস্ততয়া সমানঃ॥ (৭)

উপকৃতং উপকারঃ কৃতঃ। অমীষাং গোরক্ষকডিম্ভানাং। ফণিনা দষ্টঃ যঃ স ফণিদষ্টঃ। (৬)

পরিতোঽগ্রে। **প্রস্থানতো** গমনাৎ। (৭)

(ভগবান্ পূর্ব অভ্যাসে 'হরিধ্বনি' শুনিয়া আনন্দনিদ্রা হইতে কিঞ্চিৎ যেন বাহ্যলাভ করিয়া 'হরিধ্বনি' যে দিক্ হইতে আসিতেছে সেইদিকে নয়ন মেলিয়া তাকাইলেন।) (৫)

নিত্যানন্দ—(মহাপ্রভুকে লক্ষ্য করিয়া) অহো উপকৃত হইলাম। যেহেতু, রাখাল বালকগণের মুখে 'হরিধ্বনি' শুনিয়া ইনি যেন আনন্দনিদ্রা হইতে জাগিয়া অর্ধবাহ্যলাভ করিলেন এবং ফণিদষ্টজনের বিষ-জ্বালার ন্যায় মহামন্ত্রের আকর্ষণ-জ্বালায় ঐ রাখাল বালকদের দিকেই যাইতে লাগিলেন।

ভগবান্—(নিকটে যাইয়া) বল ভাই 'হরিবোল'।

(এই বলিয়া বার বার 'হরিবোল হরিবোল' ধ্বনি করিতে লাগিলেন।) (৬)

(রাখাল বালকগণের প্রবেশ—গৌরচরণে দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া তাহারা গৌরকে ঘিরিয়া করতালি সহযোগে হরিসঙ্কীর্তন করিতে লাগিল। ভগবান্ উৎকণ্ঠার সহিত শ্রবণ করিয়া ক্ষণকাল চলা হইতে ক্ষান্ত হইলেন।)

নিত্যানন্দ—(আনন্দের সহিত)

৮। আনন্দ-জনিত উন্মাদ নানা প্রকার,—তন্মধ্যে কোনও উন্মাদে লোকের

তদিদানীং চরমাবস্থা ইব ভগবত আনন্দোন্মাদো জাতঃ। তথা হি—

৯। উন্মীল্য দৃশৌ পশ্যতি, ন কিমপি বিষয়ীকরোত্যেষঃ।
অর্ধবধির ইব কিঞ্চিৎ, শৃণোতি ন তদর্থমুপযাতি॥

ভগবান্—(পাণিকমলেন তেষাং শিরঃ পরামৃশ্য) অয়ে সাধু কীর্তিতং ভবদ্ভির্ভগবন্নাম, কৃতার্থীকৃতশ্চাহম্। তজ্জানীত বৃন্দাবনং কেন পথা গম্যতে? (৮)

নিত্যানন্দঃ—(সহর্ষম্) অয়মবসরো মম। (ইতি তেষাং মধ্যাদেকমানীয়) তাত! এষ মার্গো বৃন্দাবনস্যেতি কথয়।

বালকঃ—জহ আণবেদি ভঅবং (ইত্যুপসৃত্য) ভো ভঅবং এসো মগ্গো বুন্দাবণসস্। [যথা আজ্ঞাপয়তি ভগবন্। ভো ভগবন্! এষ মার্গো বৃন্দাবনস্য।] (ইতি নিত্যানন্দোপদিষ্টমভীষ্টমার্গং দর্শয়তি।)

চরমাবস্থা শেষাবস্থা ইব। তথাহি প্রেমানন্দচরমাবস্থামাহ। এষ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ। তদর্থং তৎ শ্রবণ বিষয়ার্থং; তেষাং গোরক্ষকবালকানাং। (৮)

দেহে চাপল্য এবং কোনও উন্মাদে বিষম জাড্য উপস্থিত হয়, আবার কোথাও চাপল্য ও জাড্য এই উভয়ই সমকালে উদিত হয়, আবার কোথাও বা গ্রহগ্রস্তের ভাব প্রকাশ পায়। (৭)

এক্ষণে ভগবান্ আনন্দ-উন্মাদের চরম অবস্থাতেই যেন পৌঁছিলেন। তাহা এইরূপ—

৯। নয়ন মেলিয়া আছেন অথচ কোন বস্তুই যেন দেখিতেছেন না, অর্ধবধিরের ন্যায় কিছু কিছু যেন শুনিতেছেন, কিন্তু কোন অর্থবোধ হইতেছে না।

ভগবান্—(করকমলে তাহাদের মস্তক স্পর্শ করিয়া কহিলেন) ওহে তোমরা মধুর ভগবন্নাম কীর্তন করিয়াছ, আমি কৃতার্থ হইলাম। এখন বল তো কোন্ পথে বৃন্দাবন যাইব? (৮)

নিত্যানন্দ—(সহর্ষে) এই আমার সুযোগ; (এই বলিয়া বালকগণের মধ্যে একজনকে ডাকিয়া) বাপধন, 'এই পথ বৃন্দাবনের?'—এইরূপ বল তো।

বালক—যে আজ্ঞে ভগবন্, (এই বলিয়া গৌরের নিকটে যাইয়া বলিল) হে ভগবন্, এই যে বৃন্দাবনের পথ। (এই বলিয়া নিত্যানন্দের উপদিষ্ট-অভিষ্ট পথ দেখাইল।)

(ভগবান্ সানন্দাবেশং তমেব মার্গমনুক্রামতি ।)

(শিশবঃ প্রণম্য নিষ্ক্রামন্তি ।) (৯)

নিত্যানন্দঃ—হন্ত নিস্তীর্ণোঽস্মি, সম্প্রতি সংপৎস্যতে মে মনোরথঃ, যদনেন পথৈবাদ্বৈতবাটীমাসাদয়িতুং শক্যতে। (ইতি তেন পথা তমনুগচ্ছন্ কিয়দ্দূরং গত্বা সপরামর্শং) অহো কথমহং ন পরিচীয়ে ? পরপরিচয়দশা কিঞ্চিত্তরামিবাস্য জাতাস্তি, তৎ পরীক্ষে চ নিজসৌভাগ্যম্। (ইতি নিকটমুপসর্পতি ।) (১০)

ভগবান্—("এতাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠাম্" ইত্যাদি পুনঃ পঠিত্বা) অহো সম্যক্ গীতং ভিক্ষুণা, মুকুন্দনিষেবয়ৈব তমস্তরিষ্যামি, ন ত্বনয়া পরাত্মনিষ্ঠয়া, অস্যা আস্থামাত্রং কার্যম্, ন ত্বেষৈবোদ্দেশ্যা ; তদ্ বৃন্দাবনং গত্বা মুকুন্দসেবৈব মানসী কর্তব্যা। (ইতি আকাশে লক্ষ্যং বদ্ধা) হংহো কিয়দ্ দূরে বৃন্দাবনম্ ? (১১)

সংপৎস্যতে সম্পন্নো ভবিষ্যতি। তং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং। পরপরিচয়দশা অন্যজন-পরিচয় দশা। চকারাৎ পরীক্ষে ইতি যোজ্যং ইত্যত্র হেতুঃ। (১০)

অস্যাং পরাত্মনিষ্ঠায়াঃ। এষা পরাত্মনিষ্ঠা অস্মাভিঃ (১১)

(ভাগবান্ আনন্দের সহিত আবিষ্টভাবে সেইপথে পা বাড়াইলেন ।)

(বালকগণ প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল) (৯)

নিত্যানন্দ—অহো, বাঁচিলাম, এখন আমার অভিলাষ পূর্ণ হইবে, যেহেতু এই পথেই ইঁহাকে অদ্বৈত-গৃহে লইয়া যাইতে পারিব। (এই বলিয়া সেই পথে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ কিয়ৎদূর গিয়া মনে মনে জল্পনা করিতে লাগিলেন) অহো আমাকে কেন চিনিতে পারিতেছেন না, অন্যান্য ব্যক্তিকে তো কিছু কিছু চিনিতেছেন। আচ্ছা নিজের সৌভাগ্য পরীক্ষা করিয়া দেখি তো। (এই বলিয়া নিকটে গেলেন) (১০)

ভগবান্—('এতাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠা' ইত্যাদি শ্লোক পুনরায় আবৃত্তি করিবার পর বলিলেন ।) অহো ভিক্ষু ঠিকই বলিয়াছে,—একমাত্র মুকুন্দের সেবা দ্বারাই সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইব, এই পরাত্মনিষ্ঠার দ্বারা নয়। ইহাতে ঈষৎ স্থিতিমাত্র প্রয়োজন কিন্তু ইহাই উদ্দেশ্য নয়। অতএব বৃন্দাবন যাইয়া মুকুন্দের মানস-সেবা করাই আমার কর্তব্য। (এই বলিয়া আকাশের দিকে তাকাইয়া) বৃন্দাবন আর বা কত দূর ? (১১)

নিত্যানন্দঃ—(উপসৃত্য) দেব ! দিবসৈকপ্রাপ্যমস্তি বৃন্দাবনম্।

ভগবান্—(স্বপ্নজাগ্রতোরন্তরালদশামাপন্ন ইব সচমৎকারম্) কথমহো শ্রীপাদ-নিত্যানন্দোঽসি ?

নিত্যানন্দঃ—দেব ! স এবাহম্। (ইত্যর্ধোক্তে বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠস্তিষ্ঠতি।)

ভগবান্—শ্রীপাদ ! কথয় কুতো ভবন্তঃ ?

নিত্যানন্দঃ—দেবস্ত বৃন্দাবনজিগমিষামাশ্রুত্য ময়াপি তদ্দিদৃক্ষয়া চলতা ভগবৎ-সঙ্গো গৃহীতঃ।

ভগবান্—ভদ্রং ভো ভদ্রম্, এহি সহৈব গচ্ছাবঃ। (ইতি সানন্দং গচ্ছতি।)

নিত্যানন্দঃ—ভগবন্নিত ইতঃ, (ইতি কিয়দ্দূরং নীত্বা) ভগবন্। ইতঃ কিয়দ্-দূরে ভগবতী যমুনা বর্ততে, তদবগাহনং কর্তুমুচিতম্। (১২)

নিত্যানন্দঃ ইতি বক্তুমশক্য ইত্যর্ধোক্তিঃ। তদ্দিদৃক্ষয়া বৃন্দাবনং দ্রষ্টুমিচ্ছয়া। সহৈব একত্রৈব। তৎ যমুনায়াং। উচিতং যুষ্মাভিরস্মাভিশ্চ। (১২)

নিত্যানন্দ—(সম্মুখে আসিয়া) দেব, আর একদিনে বৃন্দাবন পৌঁছাইয়া যাইব।

ভগবান্—(অর্ধবাহ্যভাবে আশ্চর্যের সহিত বলিলেন) অহো শ্রীপাদ নিত্যানন্দ যে, আপনি এখানে কিরূপে ?

নিত্যানন্দ—দেব, সেই দাসই বটে। (এইরূপ অর্ধেক বলিবার পর বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে দাঁড়াইয়া রহিলেন)।

ভগবান্—শ্রীপাদ, বলুন তো আপনি কোথা হইতে ?

নিত্যানন্দ—ভগবানের বৃন্দাবন-গমন-ইচ্ছা শুনিয়া আমিও সেই ধাম-দর্শন ইচ্ছায় সঙ্গ লইয়াছি।

ভগবান্—ভাল ভাল—চলুন এক সঙ্গেই যাই।

(এই বলিয়া আনন্দের সহিত চলিতে লাগিলেন)

নিত্যানন্দ—ভগবন্, এদিকে এদিকে।

(এই ভাবে পথ দেখাইয়া কিছুদূর লইয়া গিয়া)

ভগবন্, এখান হইতে কিছুদূরে ভগবতী যমুনা—অতএব তাহাতে অবগাহন করা উচিত। (১২)

ভগবান্—হন্ত যমুনাস্থ বিলোকিতব্যা।

নিত্যানন্দঃ—অথ কিম্।

ভগবান্—(হর্ষং নাটয়িত্বা) শ্রীপাদ! ক্ব সা ক্ব সা?

নিত্যানন্দঃ—ইত ইতঃ, (ইতি কিয়দ্‌দূরং নীত্বা গঙ্গামাসাদ্য) ভগবন্! ইয়মিয়ং যমুনা।

ভগবান্—(সানন্দং প্রণম্য স্তৌতি)

১০। চিদানন্দভানোঃ সদা নন্দসূনোঃ, পরপ্রেমপাত্রী দ্রবব্রহ্মগাত্রী।
অঘানাং লবিত্রী জগৎক্ষেমধাত্রী, পবিত্রীক্রিয়ান্নো বপুর্মিত্রপুত্রী॥

নিত্যানন্দঃ—ভগবন্নবগাহ্যতামিয়ম্।

ভগবান্—যথাভিরুচিতম্। (ইতি স্নানমভিনয়তি।) (১৩)

নিত্যানন্দঃ—(স্বগতম্) অহো নির্বৃতোঽস্মি, মহামত্ত-বন্যকুঞ্জরো মন্ত্রেণৈব বশীকৃতঃ, তৎ পরিশেষমস্য কর্মণঃ কিমপ্যস্তি, তদপি সম্পাদয়ামি। (ইতি

সা যমুনা। চিদানন্দেতি জ্ঞানাহ্লাদিনী শক্তিঃ ভানুঃ কিরণং যস্য। ক্ষেমং মঙ্গলং। (১৩)

মন্ত্রেণ মন্ত্রণয়া। অস্য মন্ত্রণা বশীকৃতস্য কর্মণঃ যৎপরিশেষং কিমপি।

ভগবান্—কি আনন্দ আজ যমুনার দর্শন হইবে।

নিত্যানন্দ—হ্যাঁ।

ভগবান্—(উল্লাসের সহিত) শ্রীপাদ, কোথায় সেই যমুনা কোথায় সেই যমুনা?

নিত্যানন্দ—এ দিকে এ দিকে। (এইভাবে কিছু দূর লইয়া গিয়া গঙ্গা দেখাইয়া) ভগবন্, এই তো এই তো যমুনা।

ভগবান্—(সানন্দে প্রণাম করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন)

১০। চিদ্‌ঘনানন্দ-বিগ্রহ-নন্দনন্দনের নিত্য পরমপ্রেমপাত্রী, মাধব-বিগলিত-করুণা-প্রবাহ, অখিলপাপ-বিনাশন, জগজ্জনের মঙ্গলদায়িনী, সূর্যনন্দিনী যমুনা আমাদিগকে পবিত্র করুন।

নিত্যানন্দ—ভগবন্, এখানে অবগাহন করুন।

ভগবান্—তোমার যেরূপ অভিরুচি।

(এই বলিয়া স্নানের অভিনয় করিলেন) (১৩)

নিত্যানন্দ—(স্বগত) অহো বাঁচিলাম, মহামত্ত বন্যহস্তী মন্ত্রের দ্বারা সম্পূর্ণ

পরিতোঽবলোক্য কঞ্চিদাহ্বয়তি ।)

(প্রবিশ্য কশ্চিৎ পুরুষঃ প্রণমতি)

নিত্যানন্দঃ—(জনান্তিকম্) অয়ে ইদমনতিদূরে পারেগঙ্গং ভগবতোঽদ্বৈতস্য পুরম্। ত্বমিতস্ত্বরিতং গত্বা বিজ্ঞাপয়—নিত্যানন্দঃ কেনচিদন্যেন সন্ন্যাসিনা সহ নিকটবর্তী ভবন্তমপেক্ষতে। ততস্ত্বরতাম্।

পুরুষঃ—এষোঽহং তথা করোমি। (ইতি সত্বরং নিষ্ক্রান্তঃ)

নিত্যানন্দঃ—(স্বগতম্) অহো অদ্য দিনত্রয়ং জাতম্। জলস্পর্শোঽপি ন জাতঃ, তদহমপি স্নামি। (ইতি তথা করোতি।) (১৪)

(নেপথ্যে)

১১। আশাপাশদ্বিগুণবলিতৈস্তদ্গুণৈরেব বদ্ধাঃ
প্রাণা নো যদ্বিরহবিধুরা হন্ত গন্তুং ন শেকুঃ।
সম্প্রত্যেতৈরুপকৃতমহো তন্মুখং দর্শয়দ্ভি-
র্দিষ্টে হীষ্টে ভবতি সহসা হন্ত বামোঽপ্যবামঃ॥

আহ্বয়তি অদ্বৈতং প্রতি পুরুষং ইতি শেষঃ। পারে গঙ্গং গঙ্গায়াঃ পারে। বিজ্ঞাপয় শ্রীঅদ্বৈতাচার্যং। ত্বরতাং শীঘ্রমাগচ্ছত। (১৪)

আশাপাশানাং দ্বিগুণেন বলিতা যুক্তাস্তৈঃ। দ্বিগুণ শব্দেনাত্র শ্রীবিশ্বম্ভর-চরণমাধুর্যদর্শনং তম্ শান্তিপুরে নেষ্যামীতি শ্রীনিত্যানন্দস্যাশ্বাসবাক্যং চেতি

বশীকৃত—এখন আমার মন্ত্রণার অবশিষ্ট যাহা কিছু করিবার আছে তাহাও করিয়া ফেলি। (এই বলিয়া সম্মুখে তাকাইয়া কোনও এক ব্যক্তিকে আহ্বান করিলেন)।

(কোনও এক পুরুষ প্রবেশ করিয়া নিত্যানন্দকে প্রণাম করিলেন)

নিত্যানন্দ—(হাতের তিন অঙ্গুলী আবরণে অন্যের ব্যবধানে মৃদুস্বরে) ওহে এখান হইতে অনতিদূরে গঙ্গাতটে ভগবান্ অদ্বৈতের গৃহ, তুমি তাড়াতাড়ি যাইয়া তাঁহাকে খবর দাও,—'নিত্যানন্দ কোনও এক সন্ন্যাসীকে লইয়া আপনার জন্য এই নিকটেই অপেক্ষা করিতেছে; সুতরাং শীঘ্র চলুন।'

পুরুষ—এখনই যাইতেছি। (এই বলিয়া তাড়াতাড়ি প্রস্থান)

নিত্যানন্দ—অহো আজ তিন দিন গত হইল,—জলস্পর্শও হয় নাই; অতএব আমিও স্নান করি। (এই বলিয়া স্নান করিবার অভিনয় করিলেন) (১৪)

নিত্যানন্দঃ—(দূরাদাকর্ণ্য) অহো আচার্য্য এবায়ং প্রস্তৌতি। তৎ সুবিহিতমেব বিধিনা ; অতঃপরং মমাতিভারো লঘূভূতঃ। (ভগবন্তমবলোক্য) অহো কষ্টম্, (১৫)

১২। অন্তঃস্যন্দৈস্তিমিতবপুষং লজ্জয়াভ্যাসহানেঃ
কৌপীনাচ্ছাদনমপি ন নির্গাল্য নিঃস্বারিতাম্বুম্।
দেবং রক্তাম্বুজদলচয়ৈশ্ছাদ্যমানোত্তমাঙ্গং
স্নানোত্তীর্ণং করিবরমিব স্বর্ণগৌরং নিরীক্ষে॥

ধ্বনিতং। তদ্গুণৈস্তদ্বিশ্বম্ভরস্য গুণৈঃ। যৎ বিশ্বম্ভরস্য বিরহেণ বিধুরা দুঃখিতাঃ। সম্প্রতি এতৈঃ আশাপাশ দ্বিগুণ তদ্গুণৈঃ তন্মুখং অস্মান্ দর্শয়দ্ভিঃ উপাকৃতং। হি যতঃ ইষ্টে স্বানুকুল্যবিষয়ে শ্রীবিশ্বম্ভরে দৃষ্টে সতি সহসা হঠাৎ বাম প্রতিকূলঃ অবামঃ অনুকূলো ভবতি। সুবিহিতং শোভন বিধানং কৃতং। অলঘূর্লঘূভূর্তঃ। (১৫)

উত্তরীয়ং রক্তবস্ত্রমত্র পদ্মদলমিব। উত্তমাঙ্গং মস্তকং। (১৬)

(নেপথ্যে)

১১। গৌরাঙ্গ-গুণাবলী, আর গৌরাঙ্গ-দর্শন-আশাপাশ—এই দ্বিগুণ পাকের রজ্জুদ্বারা আমাদের প্রাণবায়ু বাঁধা রহিয়াছে, কাজেই বিরহ-বিধুরা হইলেও বাহির হইতে পারিতেছে না। বিরহে যাহার নিন্দা করিয়াছিলাম এখন সেই প্রাণবায়ুই আমাদের উপকারে লাগিবে,—শ্রীগৌরমুখচন্দ্র দর্শন করাইবে। ইষ্ট-দর্শনকালে সহসাই প্রতিকূল বিষয়ও অনুকূলরূপে দেখা দেয়।

নিত্যানন্দ—(দূর হইতে শ্রবণ করিয়া) অহো ইনি আচার্যই স্তবস্তুতি করিতেছেন। অতএব বিধির বিধান ভালই হইল। অতঃপর আমার স্কন্ধের গুরুভার লাঘব হইবে। (ভগবান্‌কে নিরীক্ষণ করিয়া) অহো কি কষ্ট, (১৫)

১২। শ্রীগৌরাঙ্গ শিরে দুই হাত দিয়া তীরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন,—সমস্ত অঙ্গ বহিয়া তাঁহার গঙ্গাজল পড়িতেছে, বহির্বাস-কৌপীন হইতেও জল ঝরিতেছে কিন্তু নিংড়াইতেছেন না,—অভ্যাসের লোপ হইয়াছে। বাহ্য নাই, লজ্জা নাই প্রেমে মাতোয়ারা— মনে হইতেছে যেন রক্তপদ্ম শিরে লইয়া মাতঙ্গশ্রেষ্ঠ স্নান হইতে উঠিয়া আসিল।

তদাকলয়ামি কিয়ান্ বিলম্বোঽদ্বৈতাগমনস্য। (ইতি পুরোঽবলোকয়তি।) (১৬)

(ততঃ প্রবিশতি উৎকণ্ঠাং নাটয়ন্ পরিতোঽপরিমিত-পরিবারো,ঽদ্বৈতঃ)

অদ্বৈতঃ—(পুরোঽবলোক্য) অহো অয়ময়ং দেবঃ,

১৩। চূড়াবিয়োগাদরুণেন বাসসা, দূরাদসৌ চেদনসাবিবেক্ষ্যতে।
তথাপি হেমপ্রতিমেন তেজসা, লাবণ্যভূম্নাঽপি স এব ভাতি নঃ ॥

অহো অতিরম্যম,

১৪। রক্তাম্বরং কনকপীতমিদং তদেব দেবস্য পশ্যত বপুঃ সদৃশীকরোতি।
গৌরারুণস্য পরিপক্কমহারসস্য, বৈরাগ্যসার-সহকার-ফলস্য লক্ষ্মীম্।

(ইতি ত্বরমাণ উপসৃত্য ধ্যানামীলিতনয়নস্য ভগবতঃ পুরোঽবস্থায় মুক্তকণ্ঠং রোদিতি।) (১৭)

পরিতঃ চতুর্দিগ্বেষ্টিতঃ। অনসৌ অসৌ। দেবশ্চেৎ অনসৌ দেবঃ। লাবণ্য ভূম্না লাবণ্যাতিশয়েন। পশ্যত য়ূয়ং বাক্যার্থমত্র কর্ম। বৈরাগ্য সার এব সহ-কার ফলং সৌরভ্য যুক্তাম্র ফলং তস্য লক্ষ্মীং শোভাং।

স কীদৃশী করোতি দেবস্য বপুঃ। (১৭)

আচ্ছা দেখি তো অদ্বৈতের আগমনের আর কত বিলম্ব। (এই বলিয়া সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিলেন) (১৬)

(অতঃপর উৎকণ্ঠার অভিনয় করিতে করিতে বহু পরিবারে পরিবৃত অদ্বৈতের প্রবেশ।)

অদ্বৈত—(সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া)

অহো ঐ যে ঐ যে সম্মুখে আমার প্রাণদেবতা,

১৩। চূড়ার অভাবে, আর অরুণবসনে যদিও ইঁহাকে দূর হইতে অন্যের মত দেখাইতেছে, তথাপি গলিত কাঞ্চন অঙ্গ-কান্তি আর লাবণ্যের পরাবধি—এই দুই অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য ইঁহাকে নিশ্চিতরূপেই চিনাইয়া দিতেছে।

অহো অতি রমণীয়,

১৪। দেখ দেখ কনকপীত শ্রীগৌর-অঙ্গ অরুণবসনে কতই না অপূর্বতা ধারণ করিয়াছে—এ যেন বৈরাগ্যসাররূপ রসাল তরুর মহারসপূর্ণ পরিপক্ক ফলের বর্ণ—পীতে-অরুণে মাখামাখি এক অপূর্ব শোভা।

(এই বলিয়া তাড়াতাড়ি নিকটে যাইয়া ধ্যান-নিমীলিত-নয়ন ভগবানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন।) (১৭)

ভগবান্—(সত্বরমক্ষিণী সমুন্মীল্য) কথমমী অদ্বৈতাচার্যমহানুভাবাঃ ?

নিত্যানন্দঃ—ভগবন্নেবমেব তৎ।

ভগবান্—(গাঢ়ং পরিষ্বজ্য) কথয় কথমিহস্থোঽহং ভবদ্ভিরবগতঃ ? কথং বা মমানুপদমেব ভবানপি বৃন্দাবনমনুপ্রাপ্তঃ। অথবা, মমৈবায়ং স্বপ্নঃ।

অদ্বৈতঃ—(সবাষ্পমাত্মগতম্) অহো দেবস্যাত্র বৃন্দাবনপ্রতীতিরেব জাতাস্তি। (প্রকাশম্) দেব! নায়ং তে স্বপ্নঃ, অপি তু স এবাহং পামরঃ। (ইতি স্খলিতং নাটয়তি।)

দেবঃ—(বাহুভ্যামালিঙ্গ্যোত্থাপয়ন্ সবাষ্পম্) ভবতু ভো অদ্বৈত! ত্বমেব মে বৃন্দাবনং ত্বয্যনবরতং ভগবৎ-পাদকমলসংযোগাৎ। তৎ কথয় কুত্রাগতোঽস্মি ? (১৮)

অদ্বৈতঃ—ইয়ং ভগবতী ভাগীরথী, ইদমিদং পারেগঙ্গং মদীয়ং পুরম্।

পরিষ্বজ্য আলিঙ্গনং কৃত্বা। অনুপদং পদং লক্ষীকৃত্য। প্রকাশমিতি সর্বশ্রব্য প্রকাশং করোতি। সঃ অদ্বৈতঃ। অনবরতং নিরন্তরং। (১৮)

ভগবান্—(দ্রুত চক্ষু ভাল করিয়া খুলিয়া) এই অদ্বৈতাচার্য প্রমুখ মহানুভবগণ এখানে কি করিয়া আসিলেন ?

নিত্যানন্দ—ভগবন্, তাঁহারাই বটে।

ভগবান্—(অদ্বৈতকে গাঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া) আমি যে এখানে আছি তাহা তোমরা জানিলে কি করিয়া, আর কি করিয়াই বা আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তুমিও বৃন্দাবনে আসিয়া পৌঁছিলে ? অথবা ইহা আমার স্বপ্নমাত্র।

অদ্বৈত—(সাশ্রু নয়নে মনে মনে) অহো ভগবানের এই স্থানকে বৃন্দাবন বলিয়া প্রতীতি হইতেছে, (সকলকে শুনাইয়া বলিলেন) ভগবন্, ইহা তোমার স্বপ্ন নয়, সত্যই আমি সেই পামরই বটে। (এই বলিয়া ভূমিতে আছাড় খাইয়া পড়িলেন)

দেব—(বাহুযুগলে আলিঙ্গনবদ্ধ করিয়া ভূমি হইতে উঠাইয়া সাশ্রু নয়নে) যাহা হউক, ওহে অদ্বৈত, তোমার হৃদয়ে সদা গোবিন্দের বিশ্রাম, অতএব তুমিই আমার বৃন্দাবন। আমি কোথায় আসিলাম সেই কথা এখন বল। (১৮)

অদ্বৈত—ইনি ভগবতী ভাগীরথী, আর ঐ অপর পারে আমার গৃহ।

ভগবান্—(বহির্বৃত্তিং নাটয়িত্বা) শ্রীপাদ ! ভবতা যমুনেয়মিত্যভাণি।

নিত্যানন্দঃ—অস্যাং যমুনা বর্ততে ন বেতি দেব এব জানাতু।

ভগবান্—শ্রীপাদস্য নাট্যেনৈব নাটিতোঽস্মি।

(অদ্বৈতঃ "আশাপাশ" ইত্যাদি যচ্ছন্দে তচ্ছন্দে চ স্বচ্ছন্দং দত্ত্বা পুনঃ পঠতি।)

নিত্যানন্দঃ—ভো অদ্বৈত ! অস্য দণ্ডগ্রহণাবধি মমৈব দণ্ডো জাতঃ, দিনত্রয়মাহার-বিরহাৎ। দেবস্য তু স্বানন্দভোগেনৈব তৃপ্তিস্তদলমত্র কথাপ্রসঙ্গতুঙ্গিম্না। (১৯)

(**অদ্বৈতঃ** পরিজনকরাৎ প্রত্যগ্রকৌপীনাচ্ছাদনে আনীয়
পুনর্ভগবন্তং স্নাপয়িত্বা গ্রাহয়তি সকরুণম্।)

অস্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্য তুঙ্গিম্না অত্তাণি অবাদি। অস্যাং গঙ্গায়াং। তুঙ্গিম্না উচ্চভাবেন বর্ধনেন। (১৯)

প্রত্যগ্র কৌপীনাচ্ছাদনে নব্যং কৌপীনং বহির্বাস বস্ত্রঞ্চ হে প্রভো ইতি সম্বোধনং যোজ্যং।

ভগবান্—(বাহ্যভাবে ফিরিয়া আসিয়া) **শ্রীপাদ,** আপনি বলিয়াছিলেন—'ইনি যমুনা'।

নিত্যানন্দ—ইহাতে যমুনা অধিষ্ঠিত আছেন কিনা তাহা ভগবানই **জানেন।**

ভগবান—বুঝিলাম, শ্রীপাদের নাট্যমঞ্চে আজ আমি নটরূপে নাচিলাম।

(অদ্বৈত গুণ্‌গুণ করিয়া গাহিতে লাগিলেন—'হে নাথ তোমার গুণাবলি ও আমাদের আশাপাশ এই দ্বিগুণ বলিত রজ্জু আমাদের প্রাণবায়ু সকলকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে ইত্যাদি')

নিত্যানন্দ—ওহে অদ্বৈত, ইহার দণ্ড গ্রহণাবধি তিন দিন আমার আহার নাই, কাজেই ইহা আমারই দণ্ডস্বরূপ হইয়াছে। শ্রীভগবানের তো নিজানন্দ ভোগেই তৃপ্তি, অতএব এখানে আর কথা বাড়াইয়া কাজ নাই। (১৯)

(অদ্বৈত নিজ লোকের হাত হইতে নূতন কৌপীনাদি বহির্বস্ত্র লইয়া শ্রীভগবান্‌কে পুনরায় স্নান করাইয়া তাহা গ্রহণ করিবার জন্য করুণস্বরে প্রার্থনা করিতেছেন।)

১৫। দেবোচিতঞ্চ পরিধাপিতমস্তি পূর্বং, ভিক্ষুচিতঞ্চ বসনং পরিধাপয়ামি।
লক্ষ্মীঃ সমা তব সমশ্চ মুখপ্রসাদো, হা হন্ত নো নয়নয়োর্বিষমং তদেতৎ ॥
তদিদমনতিদূরমেব মে ভবনম্, তদলংকর্তুমর্হন্তি ভগবচ্চরণাঃ।

ভগবান্—এতদর্থমেব শ্রীপাদেনাহং প্রতারিতোঽস্মি।

অদ্বৈতঃ—ভগবন্! ভগবান্ কস্যাপি প্রতার্যো ন ভবতি। কিন্তু,

১৬। ঈশোঽপি স্যাৎ প্রকৃতিবিধুরঃ স্বীয়য়া মায়য়ৈব
স্বচ্ছন্দোঽপি স্ফটিকমণিবৎ সন্নিকৃষ্টেন যোগাৎ।
ইত্থং কেচিদ্বয়মিহ কিল ব্রূমহে বালখেলা-
প্রায়ং লীলাবিলসিতমহো সর্বমীশস্য সত্যম্ ॥ (২০)

উভয়থৈব ন প্রতার্যোঽসি। অস্য চ নৈষ দোষঃ শ্রীপাদত্বাৎ শ্রিয়ং পাতীতি

বিষমং জাতং তৎ কেশমুণ্ডনং এতৎ কৌপীনং। তদলং ভবনং অলং ভূষণ কর্তুং। প্রকৃতিবিধুরঃ স্বভাবদুঃখিতঃ বস্তুত তস্য ন স্বভাবদুঃখিতঃ স্বীয়য়েতি কথনাৎ। ইত্থমিতি নিকটবর্তিবস্তুনা সহ যোগং ব্যাপ্য। (২০)

উভয়থৈব কেষাঞ্চিৎ অস্মাকঞ্চ মত্যে অস্য নিত্যানন্দস্য। শ্রীপাদত্বাৎ

১৫। পূর্বে যে অঙ্গে দেবোচিত বসন পড়াইয়াছি, আজ সেই অঙ্গে ভিক্ষুচিত বসন পড়াইতে আসিয়াছি। লক্ষ্মীসম ঐশ্বর্য যাঁহার সেই তাঁহার ভোগের আয়োজনে কোনও বৈচিত্রী নাই,—হায় হায় ইহা আমাদের নয়নকে অত্যন্ত পীড়া দিতেছে।

যা' হউক, ভগবন্, ইহার একটু দূরেই আমার গৃহ, অতএব সেখানে তোমার শ্রীচরণধূলি পড়িতে আজ্ঞা হউক।

ভগবান্—অহো, এই জন্যই শ্রীপাদ আমাকে প্রতারিত করিয়াছে।

অদ্বৈত—ভগবন্, তুমি ভগবান্, তোমাকে কে প্রতারিত করিবে? কিন্তু,—

১৬। কেহ কেহ বলেন—শ্রীভগবান্ সর্বশক্তিমান্ ও সর্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র হইলেও স্ফটিকমণির-ন্যায় তিনি নিকটস্থ জড়বস্তুর সহিত সংযোগ করেন, এবং মুগ্ধত্বের ভাব প্রকাশ করেন, যদিও ইহা তাঁহার যোগমায়ার আশ্রয়েই হইয়া থাকে। আমরা কিন্তু শ্রীভগবানের কর্মকে বালখেলা-প্রায় লীলাবিলাস বলিয়া থাকি। যা' হউক শ্রীভগবান্ যাহাই করেন তাহাই সত্য। (২০)

কাজেই দেখা যাইতেছে এই উভয় প্রকারেই তুমি প্রতারিত হও নাই।

শ্রীপঃ কৃষ্ণস্তমাদদাতীতি, তথৈবানেন কৃতম্, তদগ্রে ভবন্তু ভবন্তঃ। অদ্য প্রাথমিকী ভিক্ষা মমৈবালয়ে ভবতু ভগবতঃ।

ভগবান্—যথাভিরুচিতং ভবতে, তদাদিশ পন্থানম্।

অদ্বৈতঃ—ইত ইতঃ। (ইতি নাবমারোপয়তি।)

নিত্যানন্দঃ—(অপবার্য) ভো অদ্বৈত! নবদ্বীপে কশ্চিৎ প্রহিতোঽস্তি?

অদ্বৈতঃ—অথ কিম্? সর্বে সমাগতপ্রায়া এব। (২১)

ভগবান্—ভো অদ্বৈত! অপূর্বং নো ভবদ্ভবনগমনম্।

অদ্বৈতঃ—শ্রীবাসস্যেব ক্ব মে তাদৃশং সৌভাগ্যম্, যস্য ভবনে প্রতিদিনমেব দেবিতং দেবেন।

নিত্যানন্দঃ—ভো অদ্বৈত! অতঃপরং মহীয়সী লোকযাত্রা ভাবিনী, স্বয়ং-

---

শ্রীপাদ নাম গ্রহণাৎ। আদদাতি গৃহ্ণাতি। তথৈব শ্রীকৃষ্ণবৎ। অনেন নিত্যানন্দেন। অপবার্য্য সঙ্কেতং কৃত্বা। সর্বে নবদ্বীপবাসিনঃ। (২১)

যস্য শ্রীবাসস্য। ভাবিনী ভবিষ্যন্তী।

শ্রীপাদেরও কোন দোষ নাই—কারণ এই কার্যের দ্বারা ইঁহার শ্রীপাদ নামেরই যথার্থতা সম্পাদিত হইয়াছে—'শ্রী' শব্দের অর্থ লক্ষ্মী, আর ইঁহার পালক যিনি তিনি 'শ্রীপ' অর্থাৎ কৃষ্ণ। এই কৃষ্ণকে যিনি দান করেন তিনি 'শ্রীপাদ'। ইনি তো তাহাই করিয়াছেন। অতএব কৃপা করিয়া এখন তোমরা আমার গৃহের দিকে পা বাড়াও। ভগবানের প্রাথমিকী ভিক্ষা আজ আমার গৃহেই হউক্।

ভগবান্—তোমার যেরূপ অভিরুচি, পথ দেখাও।

অদ্বৈত—এদিকে এদিকে। (এই বলিয়া নৌকায় উঠাইলেন।)

নিত্যানন্দ—(অন্যের অশ্রুতভাবে মৃদুস্বরে) ওহে অদ্বৈত, নবদ্বীপে কাহাকেও পাঠান হইয়াছে কি?

অদ্বৈত—তবে কি? সকলেই এই আসিয়া গেল বলিয়া। (২১)

ভগবান্—ওহে অদ্বৈত, তোমার ভবনে আমাদের এই প্রথম গমন নয়।

অদ্বৈত—যাঁহার গৃহে প্রতিদিনই শ্রীভগবানের বিহার হইয়া থাকে সেই শ্রীবাসের মত তাদৃশ সৌভাগ্য আমার কি করিয়া হইবে?

প্রকাশিনী হি ভগবদ্বার্তা, তত্রাপি ভগবতো মথুরাগমনমেব প্রথিতমস্তি, সম্প্রতি ভবদ্ভবনসুভগম্ভাবুকভাবুকে ভবতি ভগবতি সর্ব এবাবাল-বৃদ্ধ-তরুণাঃ করুণা-পারাবারমধুনৈবামুমবলোকয়িতুং সমাগমিষ্যন্তি লোকাঃ। তদ্ যাবত্তেষাং তথা প্রচারেণ ন ভূয়তে, তাবদলক্ষিতা এব ভবদ্ভবনং প্রবিশামঃ।

অদ্বৈতঃ—এবমেব। (ইতি কতিচিৎ পদানি পরিক্রম্য) ভো দেব! ইদমিদ-মস্মদ্ভবনং তাবৎ প্রবিশ। (ইতি সর্বে প্রবেশং নাটয়ন্তি।) (২২)

(নেপথ্যে)

১৭। বিশ্বম্ভরঃ স ভগবান্ জননীং প্রতার্য, ধৃত্বা যতেরনুকৃতিং মথুরাং যিযাসুঃ।
ব্যাজেন শান্তিপুরমাগমিতঃ স নিত্যা-,নন্দেন ভোশ্চলত ভোশ্চলতেক্ষণায়॥

নিত্যানন্দঃ—(আকর্ণ্য নিরূপ্য চ) অদ্বৈত! শ্রুতং দৃশ্যতাঞ্চ। তদিহত্যা এবৈতে সপদ্যেব পরঃসহস্রা বভূবুঃ। কিয়তা বিলম্বেন লক্ষসংখ্যা ভবিষ্যন্তি, তদিহ দ্বারি দৌবারিকৈর্ভূয়তাম্। (২৩)

হি যতঃ। প্রথিতং বিখ্যাতং। সুভগম্ভাবুকে সৌভাগ্যভাবনশীলে। যাবৎ লোকা নাগমিষ্যন্তি তাবৎ প্রবিশেতি। (২২)

যিযাসুঃ প্রাপ্তুমিচ্ছুঃ। ব্যাজেন ছলেন। ইহত্যা ইহ ভবা বিদ্যমানা ইহত্যাঃ ইতি ত্যপ্রত্যয় স্তদ্ধিতঃ। সপদ্যেব তৎক্ষণাৎ। পুরঃ অগ্রে। (২৩)

নিত্যানন্দ—ওহে অদ্বৈত, অতঃপর লোকের মহাভীড় হইবে, কারণ ভগবানের খবর আপনা-আপনি দশদিকে প্রচার হইয়া পড়ে—এই দেখ না ইতিমধ্যেই ভগবানের মথুরাযাত্রা-সংবাদ সকলেই জানিয়া গিয়াছে। সম্প্রতি পরমমঙ্গলময় শ্রীভগবানের শ্রীচরণকমল-স্পর্শে তোমার গৃহ পবিত্র হইলে করুণাসাগর এই প্রভুর দর্শনের জন্য আবাল-বৃদ্ধ-তরুণ সকলেরই সমাগম হইবে; অতএব প্রচার হইবার পূর্বেই অলক্ষিতভাবে তোমার ভবনে প্রবেশ করিতে হইবে।

অদ্বৈত—তা'ই হউক—(এই বলিয়া কিছুক্ষণ পায়চারি করিয়া) এই এই আমার বাড়ী, ভিতরে যাইতে আজ্ঞা হউক। (অতঃপর সকলের প্রবেশ) (২২)

(নেপথ্যে কথা)

১৭। সেই ভগবান্ বিশ্বম্ভর জননীকে প্রতারিত করিয়া সন্ন্যাস-বেশ গ্রহণ করতঃ মথুরার দিকে রওনা হইয়াছিলেন, কিন্তু নিত্যানন্দ তাঁহাকে ভুলাইয়া শান্তিপুর লইয়া আসিয়াছেন, ওহে চল চল দেখিতে যাই।

(অদ্বৈতঃ প্রতিদ্বারি দৌবারিকান্নিযোজ্য দেবমগ্রতঃ কৃত্বা নিত্যানন্দেন সহ পুরপ্রবেশং নাটয়ন্ নিষ্ক্রান্তঃ)

(ততঃ প্রবিশন্তি ভগবদ্দর্শনোৎকণ্ঠিতাঃ পুরুষাঃ)

কেচিৎ— ১৮। নবদ্বীপে যাদৃক্ সমজনি দৃশোর্নঃ পদমসৌ
তদন্যাকারত্বং যদপি মনসঃ ক্ষোভজনকম্।
তথাপ্যুৎকণ্ঠা নঃ শিব শিব মহত্যেব বলতে
হ্যনাহার্যং বস্তু প্রকৃতি-বিকৃতিভ্যাং সমরসম্॥

তদধুনা জানীমঃ ক্ব ভগবান্। (ইতি পরিতঃ পরিক্রামন্তি।) (২৪)

(অন্যস্যাং দিশি)

অন্যে— ১৯। পূর্বাশ্রমে মধুরিমপ্রথিমা য আসী-
দস্যেশ্বরস্য স দৃশোরতিথির্ন নোঽভূৎ।
অদ্যাপি চেন্ন স বিলোক্যত এব তন্নো,
ধিগ্ জন্ম ধিগ্বপুরহো ধিগসূন্ ধিগক্ষি॥

অসৌ বিশ্বম্ভরঃ। বলতে বর্ধতে। পরিতঃ সর্বতঃ। (২৪)
প্রথিমা বিস্তারঃ। অসূন্ প্রাণান্। অক্ষি চক্ষুঃ।

নিত্যানন্দ—(দেখিয়া শুনিয়া) যাহা শুনিয়াছিলে তাহা এবার সাক্ষাৎ দেখ—ঐ দেখ, ক্ষণকালের মধ্যেই সহস্রাধিক লোক এখানে ভীড় করিয়াছে, কিছুকাল পর এই ভীড় হয়তো লক্ষসংখ্যায় গিয়া দাঁড়াইবে, অতএব দ্বারে দ্বারপাল নিযুক্ত কর। (২৩)

(অদ্বৈত প্রতি দ্বারে দ্বারপাল নিয়োগ করিয়া শ্রীভগবানকে অগ্রে করিয়া নিত্যানন্দের সহিত গৃহে প্রবেশের অভিনয় করিয়া, প্রস্থান করিলেন)

(অতঃপর ভগবৎ-দর্শনোৎকণ্ঠিত লোকজনের প্রবেশ)

কোনও একজন—১৮। নবদ্বীপে যে রূপ দেখিয়াছিলাম, ইহার সেই রূপ আর এখন নাই—যদিও এই ভিন্ন রূপ মনের ক্ষোভজনক, তথাপি শিব শিব আমাদের উৎকণ্ঠা উচ্ছলিত উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছে ;—ইহা স্বাভাবিকই বটে, অলৌকিক বস্তু স্বভাবে ও বিকৃতভাবে—উভয় ভাবেই সমরস বহন করিয়া থাকে।

অতএব এখন জানিতে হয় ভগবান্ কোথায় আছেন। (এই বলিয়া পায়চারি করিতে লাগিলেন) (২৪)

অপরে—হন্ত ভো আগচ্ছতাগচ্ছত। ভগবানধুনাঽদ্বৈতপুরং প্রবিষ্ট ইতি শ্রুতম্, তত্তত্রৈব প্রবিশামঃ। (ইতি সোৎকণ্ঠমুপসৃত্য) অহো অমী দৌবারিকাঃ সর্বানেব নিবারয়ন্তি, ভদ্রমমী এবানুনেয়াঃ, দাতব্যঞ্চ কিঞ্চিদেতেভ্যঃ। (ইতি নিকটমুপসর্পন্তি।) (২৫)

(ততঃ প্রবিশন্তি বেত্রপাণয়ো দ্বারোপান্তনিবিষ্টা দৌবারিকাঃ)

দৌবারিকাঃ—অরে পুরুষাঃ! ক্ষণং বিলম্বস্তাম্, যাবত্তুরীয়াশ্রম-পরিগ্রহঃ কৃতো ভগবতা, তাবদনাহরেণৈব স্থীয়তে, অদ্যৈব ভিক্ষা ভবিষ্যতি, তদধুনা কোলাহলো ন কার্যঃ। উপবিশ্য স্থীয়তাং ভিক্ষোত্তরং ভগবানবলোকনীয়ঃ। (২৬)

(নেপথ্যে)

ভগবন্! ইত ইতঃ।

অমী দৌবারিকা অস্মাভিঃ অনুনেয়াঃ অনুনয়ং কর্তব্যাঃ। (২৫)

(অন্য একদিকে)

অন্য একজন—১৯। পূর্বাশ্রমে এই ভগবানের যে উচ্ছলিত মধুরিমা ছিল তাহা আমাদের নয়নগোচর হয় নাই, আর আজও যদি ইঁহার দর্শন না মিলে তবে হায় হায় আমাদের এই শরীরে ধিক্, এই জীবনে ধিক্, এই নয়নে ধিক্।

অপরে—ওহে ওহে এস, এস। ভগবান্ এখন অদ্বৈতের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছেন, এইরূপ শুনিয়াছি; অতএব এস আমরাও সেখানেই যাই।

(এই বলিয়া উৎকণ্ঠার সহিত অগ্রসর হইয়া)

অহো এই দ্বারপাল সকলকেই বাধা দিতেছে, ভাল, অনুনয়-উৎকোচাদি দ্বারা ইহাকে কাজ করাইয়া লইতে হইবে। (এই বলিয়া নিকটে গেলেন) (২৫)

(অতঃপর প্রবেশ—বেত্রহস্তে দ্বারের নিকট উপবিষ্ট অবস্থায় দ্বারপাল)

দ্বারপাল—ওহে জনগণ, কিছুকাল অপেক্ষা কর, সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করার পর হইতে ভগবান্ অনাহারে আছেন, আজই প্রথম ভিক্ষা হইতেছে; অতএব এখন কোলাহল করিও না। বসিয়া থাক, ভিক্ষা শেষ হইলে ভগবান্‌কে দেখিতে পাইবে। (২৬)

(নেপথ্যে)

ভগবন্! এই দিকে এই দিকে।

দৌবারিকঃ—নিরূপয়ামি। (ইতি সমুচ্ছ্রিতং স্থলমারুহ্য উদ্‌গ্রীবক মালোক্য চ) অয়ে কৃতভিক্ষ এব ভগবান্, যদয়ম্—

২০। শ্রীখণ্ডপঙ্কপরিলিপ্ততনুর্নবীন-শোণাম্বরো ধবলমাল্য-বিরাজি-বক্ষাঃ।
হেমদ্যুতির্বিজয়তে হিমসান্ধ্যরাগ-,গঙ্গাপ্রবাহরুচিভাগিব রত্নসানুঃ॥

তদেতে সমুৎকণ্ঠিতাঃ কথমমুং দ্রক্ষ্যন্তি? (ইতি পুনর্নিভাল্য) অহো সাধু সমাহিতমদ্বৈতদেবেন, যদনেনায়মুচ্চতরামুপকারিকামধ্যারোহিতো ভগবান্, তদধুনা সর্বে সুখং দ্রক্ষ্যন্তি, স্বনাম চ যথার্থমনয়োপকারিকয়াহকারি।

(পুরুষাঃ সর্বে সোৎকণ্ঠং 'হরিং বদ' ইতি সম্ভুয় নিগদন্তি।) (২৭)

(ততঃ প্রবিশতি যথানির্দিষ্টোপকারিকাতলোপবিষ্টো ভগবান্, অদ্বৈতাদয়শ্চ।)

অদ্বৈত:— ২১। কেয়ং লীলা ব্যরচি ভবতা যোহয়মদ্বৈতভাজা-
মত্যন্তেষ্টস্তমধৃত ভবানাশ্রমং যত্তুরীয়ম্।

সমুচ্ছ্রিতং উচ্চং। উদগ্রীবিকমিতি উৎ ঊর্ধে গ্রীবা যস্য ইতি ইক প্রত্যয়ঃ উদগ্রীবিকং যথা স্যাত্তথা। অমুং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং। সাধুসমাহিতং সাধুসমাধানং কৃতং। ভগবানিতি মুখ্য কর্মোক্তং। উপকরোতি উপকারং করোতীতি ণকঃ আপ্ মধ্যাকারস্য ইকারঃ তয়া। (২৭)

যথেতি চন্দনমালা ভূষিতঃ পূর্ব নির্দিষ্টঃ। যঃ আশ্রমঃ।

দ্বারপাল—দেখি কি হইতেছে (এই বলিয়া উচ্চ স্থানে উঠিয়া উৎকণ্ঠার সহিত দেখিয়া) ওহে শোন ভগবানের ভিক্ষা সমাপ্ত হইয়াছে, যেহেতু,—

২০। শ্রীঅঙ্গ চন্দনে চর্চিত হইয়াছে, পরিধানে অরুণবসন, আর বক্ষে শুভ্রমালা শোভা পাইতেছে। ঐ তো শীতের সন্ধ্যায় সূর্যরাগে রঞ্জিত গঙ্গাপ্রবাহ-কান্তির ন্যায় স্বর্ণকান্তি গৌর কনকগিরির মত শোভা পাইতেছে।

আচ্ছা, উৎকণ্ঠায় চঞ্চল এই জনতার কি করিয়া এই মধুর রূপ দর্শন হইবে? (এই বলিয়া পুনরায় ভাল করিয়া দেখিয়া) অহো, অদ্বৈতদেব অতি সুব্যবস্থা করিলেন দেখিতেছি, যেহেতু গৌরকে তিনি অতি উচ্চ চন্দ্রশালিকায় উঠাইলেন; অতএব এখন সকলেই সুখে দর্শন করিতে পারিবে। এই কার্যের দ্বারা তিনি নিজের পরোপকারী নামের এবং চন্দ্রশালিকার উপকারিকা নামের সার্থকতা সম্পাদন করিলেন। (জনতা দর্শনোৎকণ্ঠায় 'হরিবোল হরিবোল' ধ্বনিতে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল।) (২৭)

ভগবান্—(বিহস্য)

ভো অদ্বৈত স্মর কিমু বয়ং হন্ত নাদ্বৈতভাজো
ভেদস্তস্মিংস্ত্বয়ি চ যদিয়ান্ রূপতো লিঙ্গতশ্চ ॥

অদ্বৈতঃ—বাগীশ্বরেণ কিমুচিতং বচনানুরচনম্ ? (২৮)

ভগবান্—তত্ত্বতোঽবধারয়ন্তু,

২২। বিনা সর্বত্যাগং ভবতি ভজনং ন হ্যসুপতে-
রিতি ত্যাগোঽস্মাভিঃ কৃত ইহ কিমদ্বৈতকথয়া।
অয়ং দণ্ডো ভূয়ান্ প্রবলতরসো মানসপশো-
রিতীবাহং দণ্ডগ্রহণমবিশেষাদকরবম্ ॥

অদ্বৈতঃ—সর্বমিদং প্রতারণমেব। কিন্তু "সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ" ইত্যাদি-নাম্নাং নিরুক্ত্যর্থমেবৈতৎ।

ভেদঃ অস্মাকং। তৎ পদার্থে ত্বং পদার্থেচ। ইয়ান্ এতাবানহং লিঙ্গমত্র চিহ্নং। (২৮)

অসুপতেঃ প্রাণপতেঃ কৃষ্ণস্য। ভূয়ান্ প্রচুরঃ স্যাৎ অর্থাৎ অনেন কিং প্রয়োজনমিতি যদি বদ তদাহ প্রবলেত্যাদি। অবিশেষাৎ বিশেষ বিবেচনা রহিতত্বাৎ। অকরবং কৃতবান্।

(অতঃপর চন্দ্রশালিকাতলে উপবিষ্ট অবস্থায় অদ্বৈত ও ভগবানের প্রবেশ)

অদ্বৈত—২১। এ তোমার আবার কি লীলাভঙ্গী, কি হেতু তুমি অদ্বৈত-বাদীদের অত্যন্ত প্রিয় এই সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করিলে।

ভগবান্—(পরিহাসে) ওহে অদ্বৈত, একবার ভাবিয়া দেখ তো আমরা কি হায় হায়, অদ্বৈতসেবী নই ? তোমাতে আর শ্রীভগবানে যাহা কিছু ভেদ দেখা যাইতেছে—তাহা তো শুধু নাম-রূপ-চিহ্নে।

অদ্বৈত—তুমি বাগীশ্বর তোমার সঙ্গে কথায় পারিব কেন ? (২৮)

ভগবান্—তত্ত্বতোই বিচার করিয়া দেখ না কেন ?

২২। সর্বত্যাগ বিনা প্রাণপতির ভজন হয় না, এই জন্য আমরা ত্যাগ করিয়াছি, ইহার মধ্যে অদ্বৈতের কথা কি আছে, আর যদি বলো এই দণ্ড-গ্রহণের কি প্রয়োজন, তাহাতে বলি শোন—অতি দুর্দান্ত মানস-পশুর দণ্ডের জন্য এই দণ্ড গ্রহণ করিয়াছি, ইহার অধিক ভাবিবার সময় পাই নাই।

দৌবারিকঃ—(পুরতঃ সর্বানবলোক্য) অহো আশ্চর্যম্,

২৩। এতাবত্যপি দুর্গমে জনঘটাসংঘট্টনোচ্চাবচে
সর্বৈরেব যথাসুখং প্রভুরসৌ পারে পরার্ধৈর্নৃভিঃ
অব্যগ্রৈরবকাশলম্ভন-সুখাবস্থানসুস্থৈর্যথা
কামং লব্ধতদীয়পূর্ণকরুণাদৃক্‌পাতমুদ্বীক্ষ্যতে ॥ (২৯)

ন হীদমসম্বাদি ; যতঃ,

২৪। উত্তীর্ণোঽহস্য ভবাব্ধিরস্য পিহিতং দ্বারং যমস্যাপি চ
প্রাপ্তং মানুষজন্মলম্ভনফলং তপ্তঞ্চ সর্বং তপঃ।
যদ্দেবঃ করুণাকটাক্ষসরসোঽদর্শীতি সর্বৈরহো
প্রত্যেকং প্রথয়দ্ভিরাত্মসুভগীভাবঃ সমুদ্‌ঘুষ্যতে ॥ (৩০)

পারে ইতি পরার্ধানাং সংখ্যাতীতানাং পারে পারেপরার্ধাস্তৈঃ। অব্যগ্রৈঃ নাস্তি ব্যগ্রং চঞ্চলং যেষাং এবম্ভূতৈঃ। অবকাশ লম্ভনেন সুখাবস্থানং তেন সুস্থৈঃ। তদীয় ইতি কৃষ্ণচৈতন্যস্য। দৃক্‌পাতং যথা স্যাত্তথা। (২৯)

অসম্বাদি অসম্ভববাদং। উত্তীর্ণাঃ সর্বৈরত্র কর্তৃযোজ্যং। পিহিতং মুদ্রী-

---

অদ্বৈত—এ সবই তোমার প্রতারণা, আসলে কিন্তু মহাভারতোক্ত—'সন্ন্যাসকৃৎ-শম-শান্ত-নিষ্ঠা-শান্তিপরায়ণ' ইত্যাদি নামের সত্যতা প্রতিপাদনের জন্যই তোমার এই সন্ন্যাস-গ্রহণ লীলা।*

দ্বারপাল—(সম্মুখে সকলকে দেখিয়া) অহো আশ্চর্য,

২৩। এইরূপ অপরিসীম দুর্গম জনসমাগমেও উচ্চ-নীচ বিভিন্ন স্থান হইতে অসংখ্য অসংখ্য লোক সকলেই ধীরেসুস্থে উত্তমস্থান লাভে সুস্থচিত্তে মনোভিলাষ পুরাইয়া শ্রীগৌরহরিকে দর্শন করিতেছে, আর তাঁহার পূর্ণ কৃপাদৃষ্টিপাত লাভে জীবন সফল করিতেছে। (২৯)

---

* অদ্বৈতের কথা হইতে ইহা পরিষ্কার হইয়াছে যে শ্রীগৌরহরির এই সন্ন্যাস রূপটি তাঁহার নিত্য স্বরূপানুবন্ধি রূপ, সেই নিত্য রূপটিই যথাকালে এই জগতে ব্যক্ত হয়। তাঁহার পক্ষে ইহা গ্রহণ নয়, যে বস্তুর পূর্বে অস্তিত্ব ছিল না বর্তমানে সংযোগ হইয়াছে মাত্র তাহাকেই গ্রহণ বলা যায়। এই সন্ন্যাস যেমন তাঁহার গ্রহণ নয় তেমনি এই লীলার অনুকরণে কাহাকেও সন্ন্যাস-গ্রহণ করানও তাঁহার উদ্দেশ্য নয়। শ্রীভগবানের নিত্য রূপের অনুকরণ করিতে যাওয়া উচিত নয়।

(নেপথ্যে পরিতঃ কোলাহলঃ)

পুরুষাঃ—অহো অমী ভগবজ্জন্মস্থলীনিবাসিনঃ সর্বে সমাগচ্ছন্তি, তদধুনা মহতা সম্মর্দেন ভবিতব্যম্। বয়মিত ইদানীমপসরাম। (ইতি সর্বে নিষ্ক্রামন্তি।)

(ততঃ প্রবিশন্তি সর্বে নবদ্বীপবাসিনঃ)

তে— ২৫। অন্ধ্যান্ধ্যং গতমেব নো নয়নয়োরস্ত প্রসন্না দিশঃ
শুষ্কাশ্চাস্ত জিজীবিষা-ব্রততয়ঃ প্রোন্মীলয়ন্ত্যঙ্কুরান্।
নষ্টেঽন্তঃকরণে চ কেনচিদহো চৈতন্যমদ্যাহিতং
যেনাস্মাকমহো বতাস্ত ভবিতা চৈতন্যচন্দ্রোদয়ঃ॥

(ইতি সোৎকণ্ঠমুপসর্পন্তি।) (৩১)

কৃতং। একং একং প্রতি প্রথয়দ্ভির্বিস্তারয়দ্ভির্যথা ভগবতো মহদনুকম্পা ময়ি কৃতা অবলোকেন ইত্যাদি আত্মসম্ভবীভাবঃ। (৩০)

জিজীবিষা জীবিতুমিচ্ছা। ব্রততয়ঃ লতাঃ। চৈতন্যং চেতনত্বং আহিতং ধারিতং। যেন হেতুনা। (৩১)

ইহা কিছু অসম্ভব নয়, তাঁহাদের উক্তিই ইহাতে প্রমাণ, যথা—

২৪। আমরা ভবসাগর উত্তীর্ণ হইলাম, আজ আমাদের যমদ্বারে কাটা পড়িল, আজ আমাদের মনুষ্যজন্ম সফল হইল, সকল তপস্যা আজ কৃত হইল, যেহেতু করুণা-কটাক্ষ-বিস্তারকারী শ্রীগৌরহরির আজ দর্শন লাভ হইল। এইভাবে সকলেই পরস্পরে নিজ নিজ ভাগ্যের প্রশংসা-ঘোষণায় মুখর হইয়া উঠিয়াছে। (৩০)

(নেপথ্যে উচ্চ কোলাহল)

জনতা—অহো ঐ নদেবাসীগণ সকলে আসিতেছে, অতএব এখন মহা ঠেলাঠেলি ভীড় হইবে। আমরা এখান হইতে এবার সরিয়া পড়ি।

(এই বলিয়া সকলের প্রস্থান)

(অতঃপর নদেবাসীগণের প্রবেশ)

নদেবাসীগণ—২৫। আজ আমাদের নয়নের অন্ধতা দূর হইল, আজ দশদিক্ প্রসন্নতায় ভরিয়া উঠিয়াছে, শুষ্ক লতাসকল আজ নবীন জীবন লাভেচ্ছায় অঙ্কুরিত হইয়া উঠিতেছে, আমাদের মৃতপ্রায় চিত্তে কে যেন চৈতন্য-সঞ্চার করিতেছে—যেহেতু, অহো, কি আনন্দ আমাদের ভাগ্যে আজ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের উদয় হইতেছে। (৩১)

অদ্বৈতঃ—(আলোক্য)

২৬। অগ্রে নিধায় ভগবজ্জননীং সমীয়ুঃ,
শ্রীবাসপণ্ডিতমুখাঃ সুহৃদস্ত এতে।
অন্যে চ বাল-তরুণ-স্থবিরাঃ কিমন্য-,
দেশঃ স এব উদপাদি স এব কালঃ॥

(ভগবান্ সত্বরমবতারং নাটয়তি। দৌবারিকাঃ সাদরং প্রবেশয়ন্তি। ভগবানবতীর্য মাতরং প্রণমতি।)

মাতা—(সভয় ভক্তি-বাৎসল্যপরিতোষ-শবলিতাশ্রুপুলক গদ্গদং সংস্কৃতেন)

২৭। বৈরাগ্যমেব তব কিং কিমু বানুভূতি-,
র্ভক্তির্হু বা কিমু রসঃ পরমস্তনূভৃৎ।
তাত স্তনন্ধয়তয়ৈব ভবন্তমীক্ষে,
লব্ধোঽধুনাপি ন কদাপি পুনস্ত্যজামি॥ (৩২)

সমীয়ুঃ আগতবন্তঃ। কিমন্যং বক্তব্যং ময়া। উদপাদি উদিতবান্। কালঃ আগতঃ। সত্বরং অট্টালিকায়াঃ অবতারং। শবলতা অত্র যুক্তা। অনুভূতিঃ সাক্ষাৎ পরাত্মা। রসঃ রসপদার্থং ব্রহ্মদ্বাদশরসো বা। তাত হে বিশ্বম্ভর। (৩২)

(এই বলিয়া উৎকণ্ঠার সহিত অগ্রসর হইয়া চলিলেন)

অদ্বৈত—(নদেবাসীগণকে দেখিয়া) ২৬। শচীমাতাকে অগ্রে করিয়া ঐ যে শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ আসিতেছে, আরও অনেকে আসিতেছে—বালক, যুবক, বৃদ্ধ সবাই আসিতেছে। বেশী বলিবার কি আছে—সেই দেশ সেই কালই যেন এখানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

(ভগবান্ তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া আসিলেন,—দ্বারপালগণ অভ্যর্থনা করিয়া প্রবেশ করাইলেন। ভগবান্ মাতাকে প্রণাম করিলেন।)

মাতা—(সভয়ভক্তি-বাৎসল্য-আনন্দ এই বিভিন্ন মিশ্র ভাবের উদয়ে অশ্রু-কম্প-পুলকে গদ্‌গদ্‌ হইয়া বলিতে লাগিলেন) ২৭। এ কি তোমার বৈরাগ্য, কি আত্মানুভূতি, কি ভক্তি কিম্বা মূর্তিমান্ পরমরস—যা'ই হউক, আমি তো তোমাকে আমার স্তন্যপায়ী শিশু বলিয়াই জানি। একবার যখন কোলে পাইয়াছি, তখন আর কখনও ছাড়িয়া দিব না। (৩২)

(ইতি সোৎকণ্ঠমালিঙ্গতি)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ—২৮। ভগবতি জগন্মাতর্নাতঃ পরং ফলমুত্তমং
কিমপি ফলিতুং বাৎসল্যাখ্যা লতা ভবতি ক্ষমা।
ভবতি ভবতী বিশ্বস্যৈবানুপাধিসুবৎসলে-
ত্যথ ভগবতা নূনং চক্রে ক্ষমাঽপি শরীরিণী॥

(ইতি পুনঃ প্রণমতি।)

(মাতা পুনরালিঙ্গতি দেবঃ প্রণমতি। অদ্বৈতস্তামুত্থাপ্য স্বয়মন্তঃপুরে প্রবেশয়ন্নিষ্ক্রান্তঃ। ভগবান্ যথাযথং সর্বানেবালিঙ্গন-স্পর্শন-দর্শন-প্রশ্নাদি ভিরনুরঞ্জয়তি।) (৩৩)

(পুনঃ সত্বরং প্রবিশ্য)

অদ্বৈতঃ—কঃ কোঽত্র ভোঃ সর্বানেবাবালবৃদ্ধতরুণানাচাণ্ডালাংশ্চ যথোপজোষমাবাসভক্ষ্য-পেয়াদিভিরূপাচরন্ত ভবন্তঃ। (৩৪)

ক্ষমা সমর্থা। উপাধিষ্বিতি উপাধি শূন্যঃ শোভন বৎসলভাবো যস্যাঃ এবভূতা ভবতী। নূনং নিশ্চয়ং। ক্ষমা সমর্থা। তাং শচীদেবীং। (৩৩)

যথাযথং যথাযোগ্যং। যথোপজোষং জুষপ্রীতি সেবনয়োঃ যথা প্রতিত্বমিত্যর্থঃ। (৩৪)

(এই বলিয়া উৎকণ্ঠার সহিত আলিঙ্গন করিলেন)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—২৮। ভগবতি জগন্মাতা! বাৎসল্যলতা আপনা হইতে অধিক আর কিছু উত্তম ফল-দানে সমর্থ নয়। আপনি সমস্ত বিশ্বের নিরুপাধি বাৎসল্য-রসনিধি—ভগবান্ আপনাকেই ক্ষমার মূর্তিরূপে গড়িয়াছেন।

(এই বলিয়া প্রণাম করিলেন)

(মাতা পুনরায় আলিঙ্গন করিলেন ও ভগবান্ প্রণাম করিলেন। অদ্বৈত শচীমাতাকে উঠাইয়া নিজ অন্তঃপুরে পৌঁছাইয়া দিয়া প্রস্থান করিলেন—ভগবান্ সকলকে যথাযথ আলিঙ্গন-স্পর্শন-দর্শন-প্রশ্নাদি করিয়া আনন্দিত করিলেন) (৩৩)

(পুন তাড়াতাড়ি অদ্বৈতের প্রবেশ)

অদ্বৈত—ওহে এখানে কে আছ? আবাল-বৃদ্ধ-তরুণ-আচণ্ডাল সকলকেই যথোপযুক্ত বাসস্থান-ভক্ষ্য-পেয়াদি দ্বারা আপ্যায়িত কর। (৩৪)

(প্রবিশ্যাপটীক্ষেপেণ)

একঃ—অয়মরমহং তথা করোমি। (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ)

অদ্বৈতঃ—(ভগবন্তমুপস্থত্য)

২৯। সোঽহং ত এতে স ভবান্ স চৈষাং, প্রেমা তবেয়ং করুণাপি সৈব।
সর্বং তদেবাস্তি সুখৈকহেতু-,রন্যাদৃশং রূপমতোষহেতুঃ ॥ (৩৫)

ভগবান্—অদ্বৈতাদ্বৈত! মৈবম্,

৩০। শ্যামামৃতস্রোতসি পাতিতং বপু-,স্তস্যৈব তুঙ্গেন তরঙ্গরংহসা।
যাং যাং দশামেতি শুভাঽশুভাঽথবা, সা সৈব মে প্রেম চরীকরোতি ॥

তদেহি চিরদৃষ্টৈরেভিঃ সহ রহ উপবিশাম।

(ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে) (৩৬)

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ে শ্রীমদদ্বৈতপুরবিলাসো নাম পঞ্চমোঽঙ্কঃ ॥৫॥

এতে সুহৃদ্ভক্তাঃ। (৩৫)

চিরদৃষ্টৈঃ চিরাৎ দৃষ্টং দর্শনং যেষাং। রহঃ একান্তে। (৩৬)

(রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়া)

এক ব্যক্তি—এই যে আমি—তাই করিতেছি। (এই বলিয়া প্রস্থান)

অদ্বৈত—(ভগবানের নিকটে যাইয়া)

২৯। সেই আমি, সেই নদেবাসী, সেই তুমি, সেই তাঁহাদের প্রেম, তোমার করুণাও সেই একই রহিয়াছে, সুখের অব্যভিচারী হেতু সব কিছুই উপস্থিত; কেবল রূপ তোমার অন্যপ্রকার হইয়াছে যাহা আমাদের চিত্তের অপ্রসন্নতার হেতু হইয়াছে। (৩৫)

ভগবান্—অদ্বৈত! অদ্বৈত! এরূপ বলিও না,

৩০। শ্যামামৃতস্রোতে গা ভাসাইয়াছি, ইহারই উত্তাল তরঙ্গ-রঙ্গে পড়িয়া আমার শুভাশুভ যে যে দশাই উপস্থিত হইতেছে তাহাই আমার প্রেমকে উচ্ছলিত করিয়া তুলিতেছে।

যাহা হউক, এখন চল এই সুহৃদ্‌গণের সহিত নির্জনস্থানে বসি। (৩৬)

(এই বলিয়া সকলের প্রস্থান)

ইতি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ে শ্রীমদদ্বৈতগৃহবিলাস নামক পঞ্চম অঙ্ক ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠোঽঙ্কঃ

(ততঃ প্রবিশতি রত্নাকরঃ)

রত্নাকরঃ—অহো অদ্য কথমকস্মাৎ প্রেয়সী সুরসরিদ্‌বিমনস্কেব দৃষ্টা, তদস্যা মনোদুঃখকারণং প্রষ্টব্যমস্তি। (ইতি পুরোঽবলোক্য) কথমিয়ং তদবস্থৈব দৃশ্যতে দেবী, তদুপসৃত্য পৃচ্ছামি। (ইত্যুপসর্পতি) (১)

(ততঃ প্রবিশতি যথানির্দিষ্টা গঙ্গা)

গঙ্গা—হদ্ধী হদ্ধী জস্‌স পাঅসোঅ-সলিলত্তণেণ মহ এদারিসং সোহগ্‌গং, তস্‌স পহুণো চিরআলং অঙ্গ-সঙ্গো লম্ভিও। অদো বরো কো মে ভাঅধেও। তহ তং লম্ভিঅ পুণোবি ণ লম্ভণিজ্জো বিঅ দীসই। অদো বরং বা কিং মে অসুহং; তা কিং করেমি মন্দভাইণী। (ইতি চিন্তয়ন্তী ক্ষণং তিষ্ঠতি।) [হা ধিক্ হা ধিক, যস্য পাদশৌচ-সলিলত্বেন মম এতাদৃশং সৌভাগ্যম্, তস্য প্রভোশ্চিরকালমঙ্গসঙ্গো লম্ভিতঃ, অতোঽপরঃ কো মে ভাগধেয়ঃ? তথা

রত্নাকরঃ সমুদ্রঃ। সুরসরিদ গঙ্গা। অস্যাঃ গঙ্গায়াঃ। (১)

ষষ্ঠ অঙ্ক

রত্নাকর—অহো আজ প্রেয়সী গঙ্গাকে কেন হঠাৎ এমন উদ্বিগ্নের মত দেখা যাইতেছে। যা' হউক ইহার মনোদুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া লইতে হয়। (এই বলিয়া সম্মুখে তাকাইয়া) আচ্ছা নিকটে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়া লই। 'দেবি আজ আপনার এ অবস্থা কেন?' (এই বলিয়া নিকটে গেলেন) (১)

(অতঃপর যথা নির্দিষ্ট গঙ্গার প্রবেশ)

গঙ্গা—হা ধিক্ হা ধিক্, যাঁহার পাদধৌত জল বলিয়া আমার এতাদৃশ সৌভাগ্য সেই প্রভুর অঙ্গসঙ্গ দীর্ঘকাল পর পাইয়াছি, ইহা হইতে

তং লব্ধা পুনরপি ন লম্ভনীয় ইব দৃশ্যতে। অতঃপরং বা কিং মে অশুভম্, তৎ কিং করোমি মন্দভাগিনী।] (২)

রত্নাকরঃ—(উপসৃত্য) ভাগীরথি ! কথং বিমনায়সে ?

গঙ্গা—কহং অজ্জউত্তো। অজ্জউত্ত ! কিং পুচ্ছসি মন্দভাইণী ক্খু অহং। [কথং আর্যপুত্রঃ। আর্যপুত্র ! কিং পৃচ্ছসি ? মন্দভাগিনী খল্বহম্।]

রত্নাকরঃ---ভাগীরথি ! কথমিব ?

গঙ্গা—(সংস্কৃতেন)

১। যৎপাদশৌচজলমিত্যলমস্মি বিশ্ব-,
বিখ্যাতকীর্তিরসকৌ রসকৌতুকীশঃ।
নিত্যাবগাহকলয়া রময়াঞ্চকার,
মামদ্য স ত্যজতি হা বত তেন দূয়ে ॥ (৩)

রত্নাকরঃ—আং জানামি। স খলু মথুরাগমনতঃ প্রত্যাবৃত্য সম্প্রত্যদ্বৈতালয়ে সমাগতোঽস্তীতি শ্রুতম্। তং কথং দূয়সে ?

রসকৌতুকীনাং ভক্তানামীশঃ। তেন হেতুনা দূয়ে উপতপামি। স শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ। (৩)

অধিক ভাগ্য আমার কি হইতে পারে ? আবার তাঁহাকে পাইয়া হারাইতে বসিয়াছি, ইহা হইতেই বা অধিক দুর্দৈব আমার কি হইতে পারে ? মন্দভাগিনী আমি এখন করি কি ? (২)

রত্নাকর—(নিকটে যাইয়া) ভাগীরথি ! তোমাকে বিমনা দেখা যাইতেছে কেন ?

গঙ্গা—স্বামিন্ ! ও কথা আর বল কেন ? স্বামিন্, আমি যে বড় মন্দভাগিনী।

রত্নাকর—ভাগীরথি ! কি ব্যাপার ?

গঙ্গা—১। যাঁহার পাদধৌত জল বলিয়া এই বিশ্বসংসারে আমার অতুল কীর্তি বিখ্যাত সেই রসকৌতুকী ঈশ্বর শ্রীগৌরসুন্দর নিত্য অবগাহনের দ্বারা আমাকে পরমানন্দিত করিতেছিলেন। তিনি আজ আমাকে ছাড়িয়া যাইতেছেন, হায় হায় সেইজন্য দুঃখিনী হইয়াছি। (৩)

রত্নাকর—হ্যা বুঝিলাম, কিন্তু তিনি তো মথুরা গমন হইতে বিরত হইয়া

গঙ্গা—হোই এব্বণ্ণেদং, কিন্তু ণঅদ্দীআদো আঅদেসু সিরিবাসপহুদিএসু বন্ধুবগ্গেসু অণ্ণস্সিং দিঅহে সিরিসঈদেঈএ পাইদং অণ্ণং সব্বেহিং অপ্প-বগ্গেহিং সহ সরসহাসবিলাসং ভুঞ্জিঅ তেহিং জ্জেব্ব সদ্ধং উপবিসিঅ ভঅবং কিম্পি গদিতুং পউত্তো। [ভবতি এবং ন্বিদম্, কিন্তু নবদ্বীপাদাগতেষু শ্রীবাসপ্রভৃতিকেষু বন্ধুবর্গেষু অন্যস্মিন্ দিবসে শ্রীশচীদেব্যা পাচিতমন্নং সর্বৈরাত্ম-বর্গৈঃ সহ সরসহাসবিলাসং ভুক্ত্বা তৈরেব সার্ধমুপবিশ্য ভগবান্ কিমপি গদিতুং প্রবৃত্তঃ।] (৪)

রত্নাকরঃ—কিং তৎ?

গঙ্গা— ২। ভো অদ্বৈতপ্রভৃতয় ইদং শ্রূয়তাং যজ্জনন্যা
যুষ্মাকঞ্চ প্রণয়িসুহৃদামাজ্ঞয়া ন প্রয়াতম্।
বিঘ্নস্তেন ব্যজনি মথুরাং গন্তুমীশে ন তস্মা-
দাজ্ঞাং সর্বে দদতু কৃপয়া হন্ত যায়ামিদানীম্॥ (৫)

রত্নাকরঃ—ততস্ততঃ।

তেন আজ্ঞাভঙ্গেন। ঈশে ন সমর্থো ভবামি। (৪)

অসবঃ প্রাণাঃ। পটবং পটুতা। ব্যসনিতাং দুঃখানুভবং কৃত্বা। (৬)

সম্প্রতি অদ্বৈতালয়ে আসিয়াছেন শুনিয়াছি; অতএব দুঃখ করিতেছ কেন?

গঙ্গা—হা, তাহা ঠিকই তবে শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ নবদ্বীপ হইতে আসিলে পর অন্য একদিন শচীদেবীর পাচিত অন্ন ভক্তবৃন্দের সহিত হাস্য-পরিহাসের ভিতর ভোজন করিবার পর তাঁহাদের সহিত বসিয়া ভগবান্ কোনও এক বিশেষ কথার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। (৪)

রত্নাকর—কি সেই কথা?

গঙ্গা—তিনি বলিলেন—'ওহে অদ্বৈতাদি বন্ধুগণ আমার কথা শোন,—যেহেতু মাতা ও তোমাদের মত প্রণয়িসুহৃদ্গণের আজ্ঞা না লইয়া রওনা হইয়াছিলাম সেইজন্য বিঘ্ন উপস্থিত হইল,—মথুরা যাইতে পারিলাম না; অতএব সকলে কৃপা করিয়া এখন আজ্ঞা দাও যাহাতে সুখে যাইতে পারি। (৫)

রত্নাকর—তারপর তারপর।

গঙ্গা—তদো আদ্দঈআচারিএণ গদিদং। [ততোঽদ্বৈতাচার্যেণ গদিতম্।]

৩। তব প্রীত্যা যাহীত্যভিলপতি সর্বো যদি জন-
স্তদা সর্বস্যৈব ত্বদপগমনাৎ পূর্বমসবঃ।
ন ধিক্কারান্ সোঢ়ুং বত ভবতি নঃ পাটবমিতি
প্রযান্ত্যন্ত্যোবামী প্রথমমনুভূয় ব্যসনিতাম্॥ (৬)

রত্নাকরঃ—ভদ্রং ভো অদ্বৈত ভদ্রম্, ততস্ততঃ ?

গঙ্গা—তদো ভঅবদা সপ্পণঅং পুণোবি ভণিদং—[ততো ভগবতা সপ্রণয়ং পুনরপি ভণিতম্] ভো অদ্বৈতপ্রভৃতয়ঃ,

৪। গৃহীতোঽয়ং বেশো যদিহ নিজদেশস্য সবিধে
তদা স্থাতুং সার্ধং প্রণয়িভিরিদানীমনুচিতম্।
বুধা যূয়ং বিজ্ঞা ভবতি জননী চাস্য বপুষঃ
সমাধাং কুর্বন্তু স্বয়মহহ কিং বচ্মি বহুলম্॥ (৭)

রত্নাকরঃ—ভগবতাপি সমীচীনমুক্তম্। ততস্ততঃ ?

সবিধে নিকটে। বপুষঃ কর্ত্রীতিযোজ্যং। (৭)

গঙ্গা—তারপর অদ্বৈতাচার্য বলিলেন—

৩। তোমার প্রীতিতে যদি সকলেই সাহসে ভর করিয়া 'যাও' এই কথা বলিও,—তবুও তোমরা রওনা হইবার পূর্বেই হায় হায় আমাদের প্রাণ 'ধিক্কার সহ্য করিবার ক্ষমতা নাই' এইরূপ বলিয়া দুঃখের প্রথম আঘাতেই বাহির হইয়া যাইবে। (৬)

রত্নাকর—বহুত আচ্ছা অদ্বৈতদেব—তারপর ?

গঙ্গা—তারপর ভগবান্ সস্নেহে পুনরায় বলিলেন,—'ওহে, অদ্বৈতাদি প্রিয়বর্গ,

৪। সন্ন্যাসবেশ আশ্রয় করিবার পর আর এখন নিজ দেশের নিকটে প্রিয়জনের সহিত থাকা অনুচিত; তোমরা বুদ্ধিমান, মাতাও বিজ্ঞ কাজেই বেশী আর কি বলিব, তোমরাই বুঝিয়া-শুনিয়া যাহা ভাল হয় বিধান কর।' (৭)

রত্নাকর—ভগবান্ও সমীচীনই বলিয়াছেন,—তারপর তারপর ?

গঙ্গা—তদো সব্বেহিং ভঅবদো বন্ধুজণেহিং সদ্ধং আচারিএণ জণণীএ সঙ্গদেঙ্গএ ণিঅড়ং গদুঅ মন্তিদং। [ততঃ সর্বৈর্ভগবতো বন্ধুজনৈঃ সার্ধমাচার্যেণ জনন্যা শচীদেব্যা নিকটং গত্বা মন্ত্রিতম্।] (৮)

রত্নাকরঃ—ততস্ততঃ ?

গঙ্গা—অস্‌সিং অত্থে জদো কস্‌স বি সম্মঙ্গ ণ হোই, তদো জণণীএ উক্তং ভো ভো জই ধম্মদোসো হোই, তদো অপ্পণো সুহকএ তস্‌স খলঅণকিদকিংবঅন্তী কধং করণিজ্জা, অপ্পণো জহ তহ হোউ, তদো জঅন্নাহচ্ছেত্তং জ্জেব জং গচ্ছদি, তং জ্জেব ভদ্দং কদাচি পউত্তী বি লহীঅদি ত্তি আসা হোই। [অস্মিন্নর্থে যতঃ কস্যাপি সম্মতির্ন ভবতি, ততো জনন্যা উক্তম্—ভো ভো যদি ধর্মদোষো ভবতি, তত আত্মনঃ 'সুখকৃতে' তস্য খলজনকৃত কিংবদন্তী কথং করণীয়া, আত্মনো যথা তথা ভবতু, ততো জগন্নাথক্ষেত্রমেব যদ্‌গচ্ছতি, তদেব ভদ্রম্, কদাচিৎ প্রবৃত্তিরপি লভ্যতে ইত্যাশা ভবতি।] (৯)

রত্নাকরঃ—সাধু মাতঃ সাধু, অতিক্রান্তাঽস্তি ভবত্যা দেবহূতিঃ ; ততস্ততঃ ?

গঙ্গা—তদো সব্বে জ্জেব বিবসা হুবিঅ পুণোবি গদিদবন্তো—[ততঃ সর্বে এব বিবশা ভূত্বা পুনরপি গদিতবন্তঃ।] "মাতঃ কথমেবমুক্তমতঃ পরমস্মাভিরিদং শ্রুতিপাদিতমিব খণ্ডয়িতুং ন শক্যতে ভবদ্বচঃ।" (১০)

গঙ্গা—তারপর ভগবানের বন্ধুবর্গ আচার্যের সঙ্গে শচীদেবীর নিকট যাইয়া পরামর্শ করিলেন। (৮)

রত্নাকর—তারপর তারপর ?

গঙ্গা—যখন উক্ত বিষয়ে কেহই সম্মত হইল না, তখন জননী বলিলেন—'ওহে শোন, যদি ধর্মে বাঁধে তবে নিজের সুখের জন্য ইহাকে দুষ্টজনের কথার মধ্যে রাখিয়া কি দরকার, নিজের যা'ই হউক তা'ই হউক। আচ্ছা সে যদি জগন্নাথক্ষেত্রে থাকিত তবে কিন্তু সবদিক্ দিয়াই সমাধান হইত,—কদাচিৎ আমাদের দর্শনের আশা থাকিত। (৯)

রত্নাকর—সাধু মাতা সাধু—তুমি মাতা দেবকীকেও ছাড়াইয়া গিয়াছ। তারপর তারপর ?

গঙ্গা—তারপর সকলেই বিহ্বল হইয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—মা, আপনি কি করিয়া এরূপ কঠিন বাক্য বলিলেন,—শ্রুতিবাক্যসম আপনার এই বাক্য আমরা তো আর অতঃপর লঙ্ঘন করিতে পারিব না। (১০)

রত্নাকরঃ—ততস্ততঃ ?

গঙ্গা—তদো তএ গদিদং—অম্হাণং জহ তহ হোউ, অস্স দোসং জং খলজণো পেক্‌খিস্সদি, তং ক্‌খু দুস্সহং ; জঅন্নাহং জই গচ্ছদি, তদো মজ্‌ঝে মজ্‌ঝে তুম্হে গন্তুং সক্কধ, মএ পউত্তী লহীঅদি। [ততস্তয়া গদিতম্—অস্মাকং যথা তথা ভবতু, অস্য দোষং যৎ খলজনঃ প্রেক্ষিষ্যতি, তৎ খলু দুঃসহম্ ; জগন্নাথং যদি গচ্ছতি, ততো মধ্যে মধ্যে যূয়ং গন্তুং শক্নুথ, ময়া প্রবৃত্তির্লভ্যতে।] (১১)

রত্নাকরঃ—ততস্ততঃ ?

গঙ্গা—তদো সব্বে ভঅবদো ণিঅড়ং আঅদুঅ দেঈএ কধিদং ণিঅদিদবন্তো। [ততঃ সর্বে ভগবতো নিকটমাগত্য দেব্যা কথিতং তথা নিগদিতবন্তঃ।]

রত্নাকরঃ—ততস্ততঃ ?

গঙ্গা—তদো ভঅবং সহরিসঅং গদিদবং—[ততো ভগবান্ সহর্ষং গদিতবান্—] "যথাজ্ঞাপয়তি বিশ্বজননী, তদাজ্ঞাপয়ত গচ্ছামি" ইতি।

রত্নাকরঃ—ততস্ততঃ ?

গঙ্গা—তদো সব্বেহিং গদিদং—[ততঃ সর্বৈর্গদিতম্—] "দেব! কিয়ন্তি দিনানি স্থীয়তাম্, পশ্যামস্তে চরণকমলম্" ইতি। (১২)

রত্নাকরঃ—ততস্ততঃ ?

রত্নাকর—তারপর তারপর ?

গঙ্গা—এ কথা শুনিয়া শচীমাতা বলিলেন,—আমার যা' হউক তা' হউক, দুষ্টজন যদি ইহার দোষদর্শন করে তবে তাহা আমার পক্ষে সম্পূর্ণ দুঃসহ হইবে। জগন্নাথক্ষেত্রে যদি যায় তবে মধ্যে মধ্যে তোমরা সেখানে যাইতে পারিবে, আমরাও কখনও কখনও তোমাদের মুখে তাহার খবর পাইব। (১১)

রত্নাকর—তারপর তারপর ?

গঙ্গা—তারপর সকলে ভগবানের নিকট আসিয়া মাতা যেরূপ বলিয়াছিলেন সেইরূপ বলিলেন।

রত্নাকর—তারপর তারপর ?

গঙ্গা—তখন ভগবান্ সহাস্যে বলিলেন—'জগন্মাতার যেরূপ আদেশ, তবে এখন অনুমতি দাও, রওনা হই।

রত্নাকর—তারপর তারপর ?

গঙ্গা—তদো জণণীএ তাণং চ পমোঅত্থং তিণ্ণ দিণাণি তত্থ ঠাউণ পুব্বং বিঅ ভঅবদীএ জণণীএ অচ্চুদাণন্দজণণীএ চ পাইদং অণ্ণং সব্বেহিং সহ ভুঞ্জিঅ তাণং অণুরঞ্জিঅ চউত্থে দিঅহে গন্তুং পউত্তে সব্বেহিং মন্তিঅ ণিচ্চাণন্দ-জঅদাণন্দ-দামোঅর-মুউন্দাও সঙ্গে দিণ্ণাও, তদো গদেসু ণঅদ্দীঅবাসিসু তেহিং সদ্ধং দেবে পত্থিদে অদ্দঈআচারিএণ বহুদরং রোইদং। দেবো তং অণামন্তিঅ চলিদো। [ততো জনন্যাস্তেষাঞ্চ প্রমোদার্থং ত্রীণি দিনানি তত্র স্থিত্বা পূর্ব্বমিব ভগবত্যা জনন্যা অচ্যুতানন্দজনন্যা চ পাচিতমন্নং সর্ব্বৈঃ সহ ভুক্ত্বা তাননুরজ্য চতুর্থে দিবসে গন্তুং প্রবৃত্তে সর্বৈর্মন্ত্রয়িত্বা নিত্যানন্দ-জগদানন্দ-দামোদর-মুকুন্দাঃ সঙ্গে দত্তাঃ ততো গতেষু নবদ্বীপবাসিষু তৈঃ সার্ধং দেবে প্রস্থিতে অদ্বৈতাচার্যেণ বহুতরং রোদিতম্। দেবস্তমনামন্ত্র্য চলিতঃ।] (১৩)

রত্নাকরঃ—হন্ত ইদানীং গৌড়াধিপতের্যবনভূপালস্য গজপতিনা সহ বিরোধে গমনাগমনমেব ন বর্ততে, কথময়ং চতুর্ভিরেব পরিজনৈঃ সহ গচ্ছতি? (১৪)

গঙ্গা—(সংস্কৃতমাশ্রিত্য) আর্যপুত্র! নৈতদাশ্চর্যম্, পশ্য পশ্য,

---

গজপতিনা প্রতাপরুদ্রেণ। অয়ং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ। পরিজনৈঃ নিত্যানন্দ জগদানন্দ দামোদর মুকুন্দৈঃ। (১৪) আর্যপুত্র হে সমুদ্র।

গঙ্গা—তখন সকলে বলিয়া উঠিলেন—'হে প্রাণদেবতা, অন্ততঃ কিছুদিন আরও থাকিয়া যাও, আমরা তোমার চরণকমল দর্শন করিয়া নয়ন সফল করি।' (১২)

রত্নাকর—তারপর তারপর?

গঙ্গা—তারপর তিনি জননী ও ভক্তবৃন্দের সন্তোষের জন্য তিনদিন সেখানে থাকিয়া পূর্বের মত শ্রীশচীমাতার ও অচ্যুত-জননীর রন্ধনে সকলের সহিত একসঙ্গে ভোজন করতঃ সকলকে আনন্দদান করিয়া চতুর্থ দিনে যাইতে ইচ্ছা করিলেন। সকলে পরামর্শ করিয়া নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, দামোদর এবং মুকুন্দকে সঙ্গে দিলেন। এরপর নবদ্বীপবাসিগণ চলিয়া গেলে এবং তাহাদের সাথে সাথে ভগবানও রওনা হইলে অদ্বৈতাচার্য কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। শ্রীভগবান্ কিন্তু আর পিছনে না তাকাইয়া নিরপেক্ষভাবে চলিতে লাগিলেন। (১৩)

রত্নাকর—সম্প্রতি হায় হায় গৌড়াধিপতি যবন রাজার সহিত উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রের যুদ্ধ চলায় দুই দেশের মধ্যে যাতায়াত বন্ধ আছে,—কি করিয়া ইনি চারজন সঙ্গীসহ যাইবেন? (১৪)

গঙ্গা—স্বামিন্! ইহা কিছু আশ্চর্য নয়, ঐ দেখ না—

৫। যোঽন্তর্যামী ভবতি জগতাং যোঽয়মব্যাজবন্ধু-
র্যস্য দ্বেষ্যো জগতি জনঃ কোঽপি কে তং দ্বিষন্তু ?
দ্বৈরাজ্যেঽস্মিন্ পটুবিকটয়োঃ সেনয়োরেব মধ্যা-
ন্নিষ্প্রত্যূহং কলয় চলিতো বন্ধুভিঃ পঞ্চষৈঃ সঃ ॥ (১৫)

অপি চ,

৬। গ্রামে গ্রামে পটুকপটিনো ঘট্টপালা য এতে
যেঽরণ্যানী-চর-গিরিচরা বাটপাটচ্চরাশ্চ।
শঙ্কাকারাঃ পথি বিচলতাং তং বিলোক্যৈব চঞ্চদ্-
রোমাঞ্চাস্রাঃ স্খলিতবপুষঃ ক্ষৌণিপৃষ্ঠে লুঠন্তি ॥ (১৬)

রত্নাকরঃ—ভবতি হি ভগবান্ সহজাসুরভাব-ভাবিতান্তঃকরণানেব নানন্দয়তি, তদিতরান্ পরমপামরানপি দৃক্‌পাতেন পবিত্রয়তি, চিত্রয়তি চ ভক্তিরসেন।

গঙ্গা—অহ ইং ? [অথ কিম্ ?]

যঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ। অব্যাজবন্ধুঃ জগতাং নিষ্কপটেন বন্ধুঃ। কে জনাস্তং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং। মধ্যাৎ মধ্যাং ব্যাপ্য। নিষ্প্রত্যূহং নির্বিঘ্নং যথা স্যাত্তথা। (১৫)

আ সম্যক্ নিঞ্ঃ প্রেরণে চ চরন্তি আনীচরাঃ। (১৬)

তং তেভ্যঃ সহজাসুর-ভাবভাবিতান্তঃকরণেভ্য ইতরান্। (১৭)

৫। যিনি জগতের অন্তর্যামী ও নিষ্কপট বন্ধু, জগতে যাঁহার কেহ দ্বেষ্য নাই সেই তাঁহাকে কে দ্বেষ করিবে ? ঐ দেখ দুই রাজ্যের ভয়ঙ্কর সৈন্যমণ্ডলীর মধ্য দিয়া ঐ পাঁচজন বন্ধু কেমন নির্বিঘ্নে চলিয়া যাইতেছে। (১৫)

আরও, ঐ দেখ-না,—

৬। গ্রামে গ্রামে অতি প্রবঞ্চক যে সব ঘট্টপাল রহিয়াছে, আর বন-জঙ্গলে-পাহাড়-পর্বতে পথিকের শঙ্কাকারী যে সব বাটপাড় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে,—ইহারা সকলেই ইঁহাকে দর্শনমাত্র কেমন অশ্রুকম্পপুলকে বিহ্বল হইয়া ভূমিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিল। (১৬)

রত্নাকর—ইহা ঠিকই যে সহজ-অসুরস্বভাব ব্যক্তিগণ ভগবান্‌কে দেখিলেও আনন্দ পায় না, তবে যদি তাঁহার কৃপাদৃষ্টি হয় তবে ইহাদের হইতেও নিকৃষ্ট পরমপামরগণও পবিত্র হইয়া যায়,—ভক্তিরসে রঞ্জিত হইয়া ওঠে।

রত্নাকরঃ—ততস্ততঃ ?

গঙ্গা—তদো ণিরন্তর-সঞ্চরন্ত-গঅবই-মহাসামন্ত-সন্তদিসন্তণিজ্জন্তদন্ত-দন্তাবলতুঙ্গ-তুরঙ্গপত্তিসম্পত্তিদুগ্‌গমং রাঅপহং উজ্‌ঝিঅ বণমগ্‌গং জ্জেব্ব অঅগাহিঅ চলিদবন্তো। [ততো নিরন্তরসঞ্চরদ্‌গজপতিমহা-সামন্তসন্ততি-সন্তন্যমানদন্ত-দন্তাবল-তুঙ্গতুরঙ্গপত্তি-সম্পত্তিদুর্গমং রাজপথমুজ্ঝিত্বা বনমার্গমেবাবগাহ্য চলিতবান্।] (১৭)

রত্নাকরঃ—ততস্ততঃ ?

গঙ্গা—(সংস্কৃতেন) ততঃ,

৭। আশ্চর্যং প্রাগহহ গহনং গাহমানে রঘূণাং
পত্যৌ দ্বীপিদ্বিরদমহিষা গণ্ডকাশ্চণ্ডকায়াঃ।
তৎকোদণ্ড-প্রতিভয়হতা দুদ্রুবুর্যে ত এতে
যন্মাধুর্যদ্রবলবলভঃ স্তব্ধতামেব দধ্রুঃ ॥

এব্বং কিঅন্তি দিণাণি বণে বণে চলন্তো বিবিহতরুলদাসোহগ্‌গং অণুগেণ্‌হন্তো পুণোবি রাঅপহং অঙ্গীকিদবং। [এবং কিয়ন্তি দিনানি বনে বনে চলন্ বিবিধতরুলতাসৌভাগ্যমনুগৃহ্নন্ পুনরপি রাজপথমঙ্গীকৃতবান্।] (১৮)

অহহ আশ্চর্য্যং প্রাগাসীৎ। পত্যৌ শ্রীরামচন্দ্রে। তৎকোদণ্ড শ্রীরামচন্দ্রস্য কোদণ্ড। রাজপথস্থঃ শ্রীগৌরাঙ্গঃ। (১৮)

গঙ্গা—তা' বই কি ?

রত্নাকর—তারপর তারপর ?

গঙ্গা—অতঃপর ইঁহারা গজপতি প্রতাপরুদ্রের অগণিত সৈন্য-সামন্ত, বৃহৎ-দন্তি হস্তী ও অশ্বাদি পরিবৃত দুর্গম রাজপথ ছাড়িয়া চলিতে লাগিলেন। (১৭)

রত্নাকর—তারপর তারপর ?

গঙ্গা—তারপর,

৭। হায় হায় কি আশ্চর্য, প্রাচীনকালে রঘুপতি রাম গহন বনে গমন করিলে যে ব্যাঘ্র-হস্তী-মহিষ-গণ্ডার তাঁহার প্রচণ্ড কোদণ্ড-টঙ্কারে ভীত হইয়া পলায়ন করিত। তাহারাই আজ ইহার অপূর্ব মাধুর্যামৃতের এক কণিকা লাভ-মাত্র জাড্যভাবে শান্ত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

এইরূপে কিছুদিন বনপথে চলিতে চলিতে বিবিধ তরুলতার সৌভাগ্য বর্দ্ধন করিয়া পুনরায় রাজপথে পড়িলেন। (১৮)

রত্নাকরঃ—কুতঃ ?

গঙ্গা—(সংস্কৃতেন)

৮। রেমুণানগরমণ্ডনমূর্তি-,র্বেণুপাণিভগবৎপ্রতিমূর্তিঃ।
প্রাক্তনীতি বহুমানত আসীদ্-বন্দনার্থমথ রাজপথস্থঃ॥

রত্নাকরঃ—প্রাক্তনীতি কোঽর্থঃ ?

গঙ্গা—অঅং কৃখু দেও চউব্ভুঅরূঅদোবি দুঅভুঅরূঅং গোবীণাহং জ্জেব্ব ভত্তেহিং ভঅণীঅং ত্তি ভণাদি, কেবি কেবি ভণন্তি পুরাঅণী চউব্ভুঅমুত্তী জ্জেব্ব দীসই সব্বত্থলে জ্জেব্ব ণ কৃখু দুঅভুঅরূআ গোবীণাহমুত্তী পুরাঅণীত্তি। [অয়ং খলু দেবশ্চতুর্ভুজরূপতোঽপি দ্বিভুজরূপং গোপীনাথমেব ভক্তৈর্ভজনীয়মিতি ভণতি, কেঽপি কেঽপি ভণন্তি—পুরাতনী চতুর্ভুজমূর্তিরেব দৃশ্যতে সর্বস্থলে এব, ন খলু দ্বিভুজরূপা গোপীনাথমূর্তি পুরাতনীতি।] (১৯)

রত্নাকরঃ—তে ভ্রান্তাঃ, কটকাদৌ সাক্ষিগোপালাদয়োঽতিপ্রাচীনা এব। ততস্ততঃ ?

গঙ্গা—(সংস্কৃতেন)

৯। দণ্ডবদ্ভুবি নিপত্য ববন্দে, তাং স সাপি তমপূজয়দুচ্চৈঃ।
অস্য মূর্ধ্নি পততালমকম্পা-,চ্ছেখরেণ শিরসঃ স্খলিতেন॥ (২০)

তাং গোপীনাথমূর্তিং। স গৌরাঙ্গঃ। সা গোপীনাথমূর্তিরপিতং গৌরাঙ্গং। অস্য শ্রীগৌরাঙ্গস্য। অলমত্যর্থেঽত্র। (২০)

রত্নাকর—কোথায় রাজপথে পড়িলেন ?

গঙ্গা—৮। রেমুণানগর অলঙ্কৃত করিয়া এক প্রাচীন বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ বিরাজিত আছেন, প্রাচীন বলিয়া ইনি বহুমান্য ছিলেন—ইঁহার বন্দনার জন্য রাজপথ ধরিলেন।

রত্নাকর—'প্রাচীন' বলিবার তাৎপর্য কি ?

গঙ্গা—'শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ভুজরূপ হইতে দ্বিভুজরূপ গোপীনাথই ভক্তের ভজনীয়' এই কথা শ্রীগৌরহরি বলিতেন, ইহার উত্তরে কেহ কেহ প্রশ্ন তুলিত—'পুরাতনী চতুর্ভুজমূর্তিই সকল স্থানে দেখা যায়, দ্বিভূজ গোপীনাথমূর্তি যাহা দেখা যায় তাহা আধুনিক প্রকাশ—প্রাচীন নয়'। (১৯)

রত্নকর—তাহারা ভ্রান্ত—কটকাদি স্থানের সাক্ষিগোপালাদি বিগ্রহ যে অতিপ্রাচীন তাহা সকলেই জানে। তারপর তারপর ?

গঙ্গা— ৯। শ্রীগৌরাঙ্গ ভূমিতে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া প্রণাম করিলেন, শ্রীগোপী-

রত্নাকরঃ—ততস্ততঃ ?

গঙ্গা—(সংস্কৃতেন) ততো ভগবতা সপ্রেম কিঞ্চিদুপশ্লোকিতম্। তথা হি—

১০। ন্যঞ্চৎকফোণি নমদংসমুদঞ্চদগ্রং,
তির্যক প্রকোষ্ঠকিয়দাবৃতপীনবক্ষাঃ।
আরজ্যমানবলয়ো মুরলীমুখস্য,
শোভাং বিভাবয়তি কামপি বামবাহুঃ॥

কিঞ্চ,

১১। আকুঞ্চনাকুলকফোণিতলাদিবাধো
লব্ধশ্রুতা মধুরিমামৃতধারয়ৈব।
আপ্লাবয়ন্ ক্ষিতিতলং মুরলীমুখস্য,
লক্ষ্মীং বিলক্ষয়তি দক্ষিণবাহুরেষঃ॥ (২১)

রত্নাকরঃ—ততস্ততঃ ?

গঙ্গা—পুণোবি বণমগ্গং লম্ভিঅ পুণোবি সাচ্ছিগোবালদংসণত্থং কডঅণামধেঅং রাঅধাণীং গও। [পুনরপি বনমার্গং লব্ধা পুনরপি সাক্ষিগোপালদর্শনার্থং

উপশ্লোকিতং শ্লোকেন উপস্তুতং। প্রকোষ্ঠং হাতের গাঁঠ ইতি নীচোক্তিঃ।
আরাজ্যমান বলয়ঃ। আ সম্যগ্ রাগপ্রাপ্তা বলয়া যত্র।
কাং অনির্বচনীয়াং। শ্রুতা শ্রবণয়া। (২১)

নাথও শ্রীগৌরাঙ্গকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন—তাঁহার মস্তক হইতে অকস্মাৎ চূড়া খসিয়া গৌরমস্তকে পড়িল। (২০)

রত্নাকর—তারপর তারপর ?

গঙ্গা—অতঃপর প্রেমাবেশে গৌরহরি গোপীনাথের বংশীধারণভঙ্গীর বর্ণনা করিতে লাগিলেন—

১০। কনুই নত হইয়াছে, স্কন্ধদেশ কিঞ্চিৎ নত ও তাহার অগ্রভাগ কিঞ্চিৎ উন্নত হইয়াছে, বক্রভাবে ন্যস্ত বাহুমূলের দ্বারা বিশাল বক্ষস্থল কিঞ্চিৎ আবৃত হইয়াছে —এইরূপে মুরলীবদনের শ্যামরাগে রঞ্জিত বলয়ে ভূষিত বামবাহু এক অপূর্ব ভঙ্গীতে বিন্যস্ত হইয়া কি অপূর্ব শোভাই না প্রকাশ করিতেছে। আরও,

১১। আকুঞ্চিত শিথিল কফোনি-তলাদি-বাধা হইতে নিঃসৃত মধুরিমামৃত-ধারায় ভূমিতল প্লাবিত করিয়া মুরলীবদনের ঐ দক্ষিণবাহু দীপ্তি পাইতেছে। (২১)

রত্নাকর—তারপর তারপর ?

কটকনামধেয়াং রাজধানীং গতঃ।]

রত্নাকরঃ—দর্শনীয় এবায়ম্। যঃ খলু প্রতিমাকার এব, বস্তুতস্তু স্বয়ংভগবান্। যতঃ,

১২। সাক্ষিত্বেন বৃতো দ্বিজেন স চলংস্তস্যৈব পশ্চাচ্ছনৈঃ
শ্রীমৎকোমলপাদপদ্মযুগলেনারান্নদন্নূপুরম্।
দৃষ্টস্তেন বিবৃত্তকন্ধরমথো মাহেন্দ্রদেশাবধি
প্রাপ্যৈব প্রতিমাত্বমত্বরমনাস্তত্রৈব তস্থৌ প্রভুঃ॥

ততশ্চিরেণ গজপতি-মহারাজেন পুরুষোত্তমদেবেনায়মানীয় স্বরাজধান্যাং স্থাপিতঃ। (২২)

গঙ্গা—এব্বং ইদং। [এবমিদম্।]

রত্নাকরঃ—ততস্ততঃ?

গঙ্গা—তদো তং আলোইঅ অপ্পণো হিঅআদো ণিক্কমিঅ পুরদো অবট্ঠিদং

সাক্ষিত্বেন করণেন। দ্বিজেন বৃতঃ বরণীয় সন্। আরাদ্দূর সমীপয়োঃ অত্র নিকটে নদন্নূপুরং যথাস্যাত্তথা। তেন দ্বিজেন।
নিবৃত্ত কন্ধরং ব্যাপ্ত কন্ধরং যথাস্যাৎ। (২২)

গঙ্গা—এরপর তিনি পুনরায় বনপথ ধরিয়া চলিলেন এবং পরে সাক্ষিগোপাল দর্শনের জন্য পুনরায় কটক নামক রাজধানীতে গেলেন।

রত্নাকর—এই বিগ্রহের অতি মধুর দর্শন,—ইনি প্রতিমাকার হইলেও বস্তুতঃ স্বয়ং-ভগবান্। এ বিষয়ে প্রমাণ,

১২। এক ব্রাহ্মণ ইঁহাকে সাক্ষি মানিলে ইনি কোমল চরণে ঐ ব্রাহ্মণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ মৃদুমধুর নূপুর-গুঞ্জন তুলিয়া ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলেন। এইভাবে মহেন্দ্রদেশাবধি চলিবার পর সেই ব্রাহ্মণ সন্দেহবশতঃ যেই গ্রীবা বক্র করিয়া পশ্চাতে তাকাইয়াছেন অমনি ভগবান্ প্রতিমাকার ধারন করিয়া সেখানেই রহিয়া গেলেন।

তারপর দীর্ঘকাল পর গজপতি মহারাজ প্রতাপরুদ্র এই বিগ্রহ নিজের রাজধানীতে আনিয়া স্থাপন করিলেন। (২২)

গঙ্গা—ঘটনা এইরূপই বটে।

রত্নাকর—তারপর তারপর?

বিঅ মণ্ণমাণো পুণোবি তথ সঅং পবিসন্তো বিঅ মুহুত্তং আসি। [ততস্তমালোক্যাত্মনো হৃদয়ান্নিষ্ক্রম্য পুরতোঽবস্থিতমিব মন্যমানঃ পুনরপি তত্র স্বয়ং প্রবিশন্নিব মুহূর্তমাসীৎ।] (সংস্কৃতেন) অথ কিঞ্চিদুপশ্লোকিতঞ্চ,—

১৩। শোণস্নিগ্ধাঙ্গুলিদলকুলং মাদ্যদাভীররামা-
বক্ষোজানাং ঘুসৃণরচনাভঙ্গ-রিঙ্গৎপরাগম্।
চিন্মাধ্বীকং নখমণিমহঃপুঞ্জকিঞ্জল্কমালং
জঙ্ঘানালং চরণকমলং পাতু নঃ পূতনারেঃ॥ (২৩)

রত্নাকরঃ—ততস্ততঃ ?

গঙ্গা—তদো সব্বেহিং এব্বং জ্জেব দিট্ঠং। [ততঃ সর্বৈরেবমেব দৃষ্টম্।]

রত্নাকরঃ—কীদৃশমিব ?

গঙ্গা—(সংস্কৃতেন)

ততস্তং গোপালং আলোক্য স্বয়ং প্রবিশন্নিব মুহূর্তং আসীৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ। শ্লোকেন উপস্কৃতং ভগবতা কৃষ্ণচৈতন্যেন। রিঙ্গৎ প্রাপ্তঃ। নখমণিতেজঃ পুঞ্জমেব কেশরমালং যত্র। (২৩)

ততঃ সর্বৈরেবং গোপীর্বক্ষো ঘুসৃণাদি লগ্ন লক্ষণযুক্ত চরণমেব দৃষ্টং।

গঙ্গা—অতঃপর সেই মধুর মূর্তি দর্শন করিয়া তিনি কিছুকাল এমন বিহ্বলতা প্রকাশ করিলেন, যেন নিজের ভিতরেই আর নিজে নাই,—পুনরায় এরূপ দশা প্রাপ্ত হইলেন, যেন শ্রীবিগ্রহে লীন হইয়া গিয়াছেন।

অতঃপর শ্লোক পড়িতে লাগিলেন,—

১৩। পুতনারি শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণ যেন একটি অদ্ভুত কমল—এই কমলের পাপড়ি হইল তাঁহার অরুণ-স্নিগ্ধ অঙ্গুলীদল, উহার পরাগ হইল মত্ত গোপকিশোরীকুলের কুচকুঙ্কুম, উহার মধু হইল অপ্রাকৃত প্রেমরস, উহার কেশর হইল নখমণির কিরণরাশী, আর এই কমলের নাল হইল শ্রীকৃষ্ণজঙ্ঘা—অহো এই অদ্ভুত শ্রীচরণকমল আমাদিগকে পালন করুন। (২৩)

রত্নাকর—তারপর তারপর ?

গঙ্গা—অতঃপর সকলেরই এক অদ্ভুত দর্শন হইল।

রত্নাকর—কিরূপ ?

১৪। রেণুবাদনপরোঽপি স বেণুং, স্বাধরাৎ ক্ষণমধো বিনিধায়।
তেন সার্ধমিব বর্ধিত-শুদ্ধ-,শ্রদ্ধমীহিতকথোঽয়মলোকি ॥ (২৪)

রত্নাকরঃ—ততস্ততঃ ?

গঙ্গা—তদো তং দিণং তত্থ জ্জেব্ব ঠাউণ অবরস্‌সিং দিণে সিরিপুণ্ডরীঅণঅণো জঅণ্ণাহো দট্‌ঠব্বো ত্তি গরুএ উক্কণ্ঠাএ ঘোণন্তহিঅও ব্বিঅ তুরিঅং পত্থিদো। [ততস্তদ্দিনং তত্রৈব স্থিত্বা অপরস্মিন্ দিনে শ্রীপুণ্ডরীকনয়নো জগন্নাথো দ্রষ্টব্য ইতি গুর্ব্যা উৎকণ্ঠয়া ঘূর্ণিতহৃদয় ইব ত্বরিতং প্রস্থিতঃ।]

রত্নাকরঃ—ততস্ততঃ ?

গঙ্গা—তদো কমলপুরণামং গামং লম্ভিঅ কিঅণঈসিণাণে ভঅবদো দেঅউলং পেক্‌খিদুং অগ্‌গদো গচ্ছন্তম্মি দেবে ণিঅকরট্‌ঠিঅং দেঅস্‌স দণ্ডং ণিচ্চাণন্দদেএণ কিং এদেণ দণ্ডেণ অআণ্ডুবপ্পবখণ্ডেণ ত্তি ভঞ্জিঅ ণঈমজ্‌ঝম্মি ণিক্‌খিত্তো। [ততঃ কমলপুরনামানং গ্রামং লব্ধ্বা কৃতনদীস্নানে ভগবতো দেবকুলং প্রেক্ষিতুমগ্রতো গচ্ছতি দেবে নিজকরস্থিতং দেবস্য দণ্ডং নিত্যানন্দদেবেন 'কিমেতেন দণ্ডেন অকাণ্ডোপপ্লবখণ্ডেন' ইতি ভঙ্‌ক্ত্বা নদীমধ্যে নিক্ষিপ্তঃ।] (২৫)

স গোপালঃ। তেন কৃষ্ণচৈতন্যেন। ঈহিতকথঃ ঈহিতা কথা যস্য। (২৪)

গঙ্গা — ১৪। বেণুবাদনে তন্ময় থাকিলেও গোপাল ক্ষণকাল নিজ অধর হইতে বেণু নীচে নামাইয়া উচ্ছলিত শুদ্ধাপ্রীতির সহিত গৌরের সঙ্গে যেন আলাপ করিতে লাগিলেন,—এইরূপ দেখা গেল। (২৪)

রত্নাকর—তারপর তারপর ?

গঙ্গা—অতঃপর সেদিন তথায়ই থাকিয়া পরদিন কমলনয়ন শ্রীজগন্নাথকে দর্শন করিবার উৎকণ্ঠায় মত্তভাবে তিনি ধাইয়া চলিলেন।

রত্নাকর—তারপর তারপর ?

গঙ্গা—তারপর কমলপুর নামক গ্রামে পৌঁছিয়া নদীতে স্নান করতঃ শ্রীগৌরহরি জগন্নাথমন্দির দর্শনের জন্য আগাইয়া গেলে নিত্যানন্দ তাঁহার হস্তস্থিত মহাপ্রভুর দণ্ড,—'এই তুচ্ছ বংশখণ্ড-দণ্ডের কি প্রয়োজন',—এইরূপ বলিয়া ভাঙ্গিয়া নদীতে ফেলিয়া দিলেন। (২৫)

রত্নাকরঃ—ততস্ততঃ ?

গঙ্গা—তদো মুউন্দো ভঅবদো জঅণ্ণাহস্‌স দেবউলং পেক্‌খিঅ ভঅবন্তং গদিদবং—

[ততো মুকুন্দো ভগবতো জগন্নাথস্য দেবকুলং প্রেক্ষ্য ভগবন্তং গদিতবান্—]

দেব ! পশ্য পশ্য,

১৫। উৎক্ষিপ্তঃ কিময়ং ভুবা দিনমণেরাকর্ষণার্থং ভুজঃ
পাতালাৎ কিমু সত্যলোকময়িতুং শেষঃ সমুত্ত্যুত্থিতঃ।
কিংবা নাগফণামণীন্দ্রমহসাং রাশির্জিহানো দিবং
দিব্যং দেবকুলং প্রভোরিদমিদং ভো দেব বিদ্যোততে ॥ (২৬)

রত্নাকরঃ—দেবি ! সর্বমধিগতম্, কথমত্র বিমনায়তে ? ভবতী মৎসৌভাগ্যেন সৌভাগ্যবতী ন ভবতি ? পশ্য পশ্য,

১৬। যদর্থং বদ্ধোঽহং শিব শিব যদর্থং চ মথিত-
স্তদীয়স্তাতোঽসাবিতি ন গণিতং যেন বিভুনা।
অহো কীদৃগ্‌ভাগ্যং মম হি স হরিস্তাঞ্চ দয়িতাং
পরিত্যজ্যৈবাস্মত্তটবট-কুটুম্বী সমভবৎ ॥

দেবানাং কুলং সমূহো যত্র দেবকুলং মন্দিরমিত্যর্থঃ।

ওহাঙ্‌গতৌ জুহোত্যাত্মনেপদিনঃ শানঃ দ্বির্বচনং (নরস্ত্যেরামঃ) প্রাপ্তঃ দিবং স্বর্গং মহসাং তেজসাং রাশি সমূহঃ। (২৬)

অধিগতং স্বল্লা জ্ঞাতং। যদর্থং যৎ লক্ষ্মী সীতার্থং। যদর্থং যৎ লক্ষ্ম্যর্থং। তদীয়স্তাতো লক্ষ্ম্যাস্তাতোঽসাবহমিতি। যেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যেন সমর্থেন। (২৭)

রত্নাকর—তারপর তারপর ?

গঙ্গা—অতঃপর মুকুন্দ শ্রীজগন্নাথের মন্দির দর্শন করিয়া মহাপ্রভুকে বলিলেন—

প্রভু ! দেখ দেখ,

১৫। এ কি সূর্যকে আকর্ষণ করিবার জন্য পৃথিবী বাহু উত্তোলন করিল কিম্বা সত্যলোকে যাইবার জন্য অনন্তনাগ পাতাল হইতে উঠিল কিম্বা মহানাগের ফনাস্থিত জ্যোতি স্বর্গে চলিল—না না প্রভু, ইহা দিব্য জগন্নাথমন্দির,—ওহে প্রাণদেবতা, দেখ না ঐ তো দীপ্তি পাইতেছে। (২৬)

রত্নাকর—দেবী ! সবই বুঝিলাম, কিন্তু তুমি এমন বিমনা কেন, আমার সৌভাগ্য কি তোমার সৌভাগ্য নয় ? আমার ভাগ্যসীমা দেখ তো,

তদেহি নিকটং গত্বৈব পশ্যাব ।

গঙ্গা—জহরুইদং অজ্জউত্তস্স । [যথারুচিতমার্যপুত্রস্য ।]

(ইতি নিষ্ক্রান্তৌ) (২৭)

প্রবেশকঃ

(ততঃ প্রবিশতি পরমাবিষ্টো ভগবান্, পরিতশ্চ নিত্যানন্দাদয়ঃ)

ভগবান্—

১৭ । অভ্রংলিহোঽপি জগতাং হৃদয়ং প্রবিষ্টঃ,
স্থূলোঽপি লোচনযুগান্তরমভ্যুপেতঃ ।
সিদ্ধঃ শিলাভিরপি যো রসবর্ষশালী,
প্রাসাদ এষ পুরতং স্ফুরতীশ্বরস্য ॥

(ইতি সোৎকণ্ঠং পরিক্রামতি ।)

অভ্রং মেঘং লেঢ়ি । সিদ্ধঃ নির্ম্মিতোঽপি । ঈশ্বরস্য শ্রীজগন্নাথস্য । (২৮)

---

১৬ । যাহার জন্য আমার বন্দন, হায় হায় যাহার জন্য আমার মন্থন, তাহারই পিতা আমি,—এই বিচারে সেদিন যে প্রভু আমাকে কোনও গণনার মধ্যেই আনেন নাই,—সেই হরিই আজ সেই প্রেয়সীকে পরিত্যাগ করিয়া আত্মীয়-জ্ঞানে আমার তটে বাস করিতে আসিলেন ।

অতএব আইস নিকটে যাইয়া দেখি ।

গঙ্গা—স্বামীর যেরূপ অভিরুচি ।

(উভয়ের প্রস্থান) (২৭)

প্রবেশক

(অতঃপর পরমাবিষ্ট অবস্থায় শ্রীগৌরহরির প্রবেশ আর তৎপশ্চাৎ পশ্চাৎ নিত্যানন্দের প্রবেশ ।)

ভগবান্—১৭ । যিনি গগনচুম্বি হইয়াও এই ধরণীর বুকে প্রবিষ্ট হইয়া বিরাজমান আছেন, যিনি বিশালাকার হইয়াও ক্ষুদ্র লোচনযুগলের ভিতরে স্থান করিয়াছেন, কঠিন শীলাদ্বারা নির্মিত হইয়াও যিনি রস-নির্ঝরিনীরূপে প্রকাশ পাইতেছেন—ভগবানের সেই মন্দির আমাদের নয়ন সম্মুখে ঐ স্ফুরিত হইতেছেন ।

(এই বলিয়া উৎকণ্ঠার সহিত পায়চারি করিতে লাগিলেন ।)

সর্বে—অহো মুহূর্তমাত্রগম্যোঽয়ং পন্থা দীর্ঘাতিদীর্ঘ ইব জায়তে ভগবতঃ, কিমত্র চিন্তয়ামঃ। ভগবতো নীলাচলচন্দ্রস্য বিলোকনং পরিচারকাণামেব সুলভম্, নান্যেষাম্, বিশেষতঃ পারদেশিকানামস্মাকং দুর্লভমেব, বিনা রাজপুরুষ-সাহায্যেন সুলভং ন ভবতি। (২৮)

মুকুন্দঃ—অস্ত্যুপায়ঃ।

অন্যে—কস্তাবদসৌ ?

মুকুন্দঃ—অস্ত্যত্র বিশারদস্য জামাতা সার্বভৌমস্যাবুত্তো ভগবতঃ পরমাপ্ততমো গোপীনাথাচার্যঃ, যঃ খলু ভগবতো নবদ্বীপবিলাস-বিশেষাভিজ্ঞো যুষ্মদ্বিধ ইব।

অন্যে—তেন কিং স্যাৎ ?

মুকুন্দঃ—তেন সার্বভৌমদ্বারা সর্বমেব কারয়িতুং শক্যতে।

সর্বে—(হর্ষং নাটয়িত্বা) সাধূক্তম্, তর্হি তন্নিলয়ঃ প্রথমমন্বেষ্টুমিষ্টঃ। (ইতি পরিক্রামন্তি।) (২৯)

ভগবতঃ জগন্নাথস্য। (২৮)

আবুত্তো ভগিনীপতিঃ। ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্য। তেন গোপীনাথাচার্যেণ করণেন। তেন গোপীনাথাচার্যেণ। তন্নিলয়ঃ গোপীনাথাচার্য্যস্য নিলয়ঃ। (২৯)

সকলে—অহো মুহূর্তমাত্রের এই পথ ভগবানের নিকট যেন দীর্ঘাতিদীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে, এখন করি কি ? ভগবান্ নীলাচলচন্দ্রের দর্শন তাঁহার সেবকগণেরই সুলভ, অন্যের নহে, বিশেষতঃ পরদেশী আমাদের তো দুর্লভই,—রাজকর্মচারীর সাহায্য বিনা ইহা সুলভ হইবে না। (২৮)

মুকুন্দ—হ্যাঁ, এক উপায় আছে।

সকলে—তাহা কি ?

মুকুন্দ—এখানে বিশারদের জামাতা সার্বভৌমের ভগিনীপতি ভগবানের পরম-প্রিয়জন গোপীনাথ আচার্য আছেন, যিনি তোমাদের মতই ভগবানের নবদ্বীপবিলাস-বিশেষে অভিজ্ঞ।

অন্যে—তাঁহাকে দিয়া কি হইবে ?

মুকুন্দ—তিনি সার্বভৌমের দ্বারা সবকিছু করাইতে পারেন।

সকলে—(উল্লাসের সহিত) ভাল বলিয়াছ, তাহা হইলে তাঁহার গৃহেই প্রথমে যাওয়া ভাল। (এই বলিয়া পায়চারি করিতে লাগিলেন।) (২৯)

(ততঃ প্রবিশতি গোপীনাথাচার্যঃ)

গোপীনাথাচার্যঃ—(স্বগতম্)

১৮। দক্ষিণং স্ফুরতি মে বিলোচনং, সুপ্রসাদবিশদং মনো মম।
বেদ্মি নোঽদ্য জগদীশদর্শনং, কীদৃশং সুখমুদীরয়িষ্যতি॥

(ইতি জগন্নাথদর্শনার্থং পরিক্রামতি।) (৩০)

মুকুন্দঃ—অয়মেষ গোপীনাথাচার্যঃ।

নিত্যানন্দঃ—মুকুন্দ! শীঘ্রং গচ্ছ গচ্ছ, যাবদসৌ সিংহদ্বারং ন প্রবিশতি।

(মুকুন্দস্তথা করোতি।)

গোপীনাথাচার্যঃ—(অগ্রতোঽবলোক্য) অয়ে কোঽয়ম্। অপি কশ্চিদ্গৌড়ীয়ো ভবিষ্যতি। (নিভাল্য) অয়ে নাবদ্বীপঃ। (পুনর্নিভাল্য) অয়ে ভগবতো বিশ্বম্ভরস্য প্রিয়সেবকো মুকুন্দ এব, ফলিতং শকুনেন। (উপসৃত্য) হংহো মুকুন্দোঽসি? (৩১)

সুপ্রসাদবিশদং সুপ্রসন্নেন বিশদং নির্মলং। (৩০)

অসৌ গোপীনাথাচার্যঃ। মুকুন্দোঽসি ইতি জিজ্ঞাসতে। (৩১)

(অতঃপর গোপীনাথ আচার্যের প্রবেশ।)

গোপীনাথ আচার্য—(স্বগত ভাবে) ১৮। দক্ষিণ চক্ষু আমার নাচিতেছে, মন আমার সুনির্মল প্রসন্নতায় ভরিয়া উঠিতেছে,—জানি না আজ জগন্নাথদর্শনে আমার কি অপূর্ব সুখের উদয় হইবে। (এই বলিয়া জগন্নাথদর্শনে চলিলেন।) (৩০)

মুকুন্দ—ঐযে গোপীনাথ আচার্য।

নিত্যানন্দ—মুকুন্দ! যাও যাও, তাড়াতাড়ি যাও—সিংহদ্বারের ভিতরে যেন প্রবেশ না করিয়া যান। (মুকুন্দ তাহাই করিল।)

গোপীনাথ আচার্য—(সম্মুখে দেখিয়া) অহো এ' কে? কোনও গৌড়ীয়া বলিয়া মনে হইতেছে! (ভাল করিয়া দেখিয়া) এ যে নবদ্বীপবাসী, (পুনরায় ভাল করিয়া দেখিয়া) অহো ভগবান্ বিশ্বম্ভরের প্রিয় সেবক মুকুন্দ যে—শুভ চিহ্ন দেখা যাইতেছে। (নিকটে যাইয়া) এই যে, মুকুন্দ নাকি? (৩১)

মুকুন্দঃ—আচার্য ! বন্দে ।

গোপীনাথাচার্যঃ—অপি কুশলং ভগবতঃ ?

মুকুন্দঃ—ইহৈবাগতাঃ শ্রীপ্রভুচরণাঃ ।

গোপীনাথাচার্যঃ—(সানন্দম্) কিং বদসি ক্ব ক্ব ? (ইতি পুনস্তমালিঙ্গতি ।)

(মুকুন্দস্তমাদায় প্রত্যাবর্ততে ।)

গোপীনাথাচার্যঃ—(অগ্রতোঽবলোক্য) মুকুন্দ ! কোঽয়ং যতীন্দ্রঃ ?

(মুকুন্দঃ সর্বং কথয়তি ।)

গোপীনাথাচার্যঃ—(সাশ্চর্যম্)

১৯। যঃ কেবলং প্রেমরসস্তদাসীৎ, স এব বৈরাগ্যরসেন মিশ্রঃ ।
স্বাদস্তথাপ্যেষ দৃশোস্তথৈব, চিত্তস্য নোঽয়ং মধুরাম্ররূপঃ ॥

মুকুন্দঃ—(উপসৃত্য) ভো দেব ! শ্রীজগন্নাথদেবেনৈব ভগবন্তমভ্যাগময়িতুং প্রতিনিধিরেষ প্রহিতো গোপীনাথাচার্যঃ । (৩২)

তং মুকুন্দং । তং গোপীনাথাচার্য্যং । যঃ শ্রীবিশ্বম্ভরঃ । তদা তস্মিন্ কালে । তথৈব তেন প্রকারেণৈব । ভো দেব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য । (৩২)

মুকুন্দ—আচার্য ! প্রণাম ।

গোপীনাথ আচার্য—ভগবানের কুশল তো ?

মুকুন্দ—শ্রীপ্রভুচরণ তো এখানেই আসিয়াছেন ।

গোপীনাথ আচার্য—(সানন্দে) কি বলিলে, কোথায় কোথায় ? (এই বলিয়া পুনরায় আলিঙ্গন করিলেন)

(মুকুন্দ গৌরহরিকে সঙ্গে করিয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন)

গোপীনাথ আচার্য—(সম্মুখে তাকাইয়া) মুকুন্দ ! এই যতীন্দ্র কে ?

(মুকুন্দ সব কথা ভাঙ্গিয়া বলিলেন)

গোপীনাথ আচার্য—(আশ্চর্যের সহিত) ১৯। পূর্বে যাহা কেবল প্রেমরস ছিল, তাহাই যদ্যপি বৈরাগ্যরসের সহিত মিশ্রিত হইয়াছে—তথাপি আমার নয়ন ও মনে পূর্ববৎই স্বাদু লাগিতেছে । অহো এ এক অপূর্ব মধুরাম্ল রূপ ।

মুকুন্দ—(নিকটে যাইয়া) হে ভগবন্ ! শ্রীজগন্নাথদেবই আপনাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য এই গোপীনাথ আচার্যকে প্রতিনিধি রূপে পাঠাইয়াছেন । (৩২)

ভগবান্—(বহির্বৃত্তিং নাটয়ন্) কাসৌ কাসৌ ?

গোপীনাথাচার্যঃ—অয়মস্মি। (ইতি চরণয়োঃ পততি।)

(ভগবানালিঙ্গতি।)

(গোপীনাথাচার্যঃ শ্রীনিত্যানন্দং প্রণম্য জগদানন্দ-দামোদরৌ প্রনমতি।)

মুকুন্দঃ—আচার্য ! কথমবাধং যথাকামমেব ভগবতো জগন্নাথস্য দর্শনং সম্পদ্যতে ?

গোপীনাথাচার্যঃ—সার্বভৌমস্য তথা সৌভাগ্যোদয়শ্চেদ্ভবতি।

সর্বে—তর্হি বিজ্ঞাপ্যতাং স্বয়মেব দেবঃ।

গোপীনাথাচার্যঃ—স্বামিন্ ! বিনা সার্বভৌমসম্ভাষণং শ্রীজগন্নাথদর্শনং ন সুলভমিতি মন্যামহে। ভগবতো বা কীদৃগিচ্ছা ?

ভগবান্—ভবদিচ্ছৈব মমৈবেচ্ছা।

গোপীনাথাচার্যঃ—তর্হি ফলিতং সার্বভৌমস্য-সুকৃতক্রমেণ। দেব ! তদিত ইতঃ পদানি ধারয়ন্তু ভগবন্তঃ।

ভগবান্—আদিশ মার্গম্।

অবাধং নাস্তি বাধা যত্র তৎ। দেবঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ। বয়ং মন্যামহে। (৩৩)

ভগবান্—(বাহ্য লাভ করিয়া) কোথায় তিনি, কোথায় তিনি ?

গোপীনাথ আচার্য—এই যে আমি। (এই বলিয়া চরণে পতিত হইলেন, ভগবান্ আলিঙ্গন করিলেন, গোপীনাথ আচার্য নিত্যানন্দকে প্রণাম করিয়া জগদানন্দ-দামোদরকে প্রণাম করিলেন।)

মুকুন্দ—আচার্য ! কি করিয়া স্বচ্ছন্দে আশ মিটাইয়া ভগবান্ জগন্নাথের দর্শন হইতে পারে ?

গোপীনাথ আচার্য—সার্বভৌমের যদি সেরূপ সেবাসৌভাগ্যের উদয় হয়।

সকলে—তবে আপনি নিজেই ভগবানের নিকট ইহা নিবেদন করুন।

গোপীনাথ আচার্য—প্রভু ! আমার মনে হয় সার্বভৌমের সঙ্গে আলাপ না করিলে শ্রীজগন্নাথদর্শন সুলভ হইবে না। আপনার কি ইচ্ছা ?

ভগবান্—তোমার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা।

গোপীনাথ আচার্য—তবে তো সার্বভৌমের সুকৃতিতরু ফলবান্ হইল দেখিতেছি। অতএব প্রভু এদিকে আগাইয়া চলুন।

ভগবান্—পথ দেখাও।

গোপীনাথাচার্যঃ—ইত ইতঃ।

(ইতি সর্বে পরিক্রামন্তি) (৩৩)

(ততঃ প্রবিশতি অধ্যাপয়ন্ সশিষ্যঃ সার্বভৌমভট্টাচার্যঃ)

সার্বভৌমভট্টাচার্যঃ—কঃ কোঽত্র ভোঃ, জানীত শ্রীজগন্নাথস্য মধ্যাহ্নধূপঃ সংবৃত্তো ন বেতি।

গোপীনাথাচার্যঃ—অয়ময়ং ভট্টাচার্যস্যাধ্যাপনোপরমঃ সংবৃত্তঃ। সম্প্রত্যভ্যন্তরং যাস্যতি। তত্ত্বরিতমিবোপসর্পামি (ইতি বিচার্য) ভগবন্নিহৈব ক্ষণং বিশ্রমিতুমর্হন্তি, যাবদহমাগচ্ছামি। (ইতি সত্বরমুপসৃত্য) ভট্টাচার্য! কোঽপি মহানুভাবঃ সংপ্রাপ্তোঽস্তি, তদভিগম্য সমানীয়তামিতি।

সার্বভৌমভট্টাচার্যঃ—কিয়দ্দূরেঽসৌ? (৩৪)

গোপীনাথাচার্যঃ—অভ্যর্ণ এব।

(সার্বভৌমভট্টাচার্য উত্থায়াভিগচ্ছতি, শিষ্যাশ্চানুগচ্ছন্তি।)

অভ্যন্তরং অন্তঃপুরমত্র। অসৌ মহানুভাবঃ। (৩৪) অভ্যর্ণে নিকটে।

গোপীনাথ আচার্য—এদিকে এদিকে।

(অতঃপর সকলে পায়চারি করিতে লাগিলেন) (৩৩)

(অতঃপর প্রবেশ—অধ্যাপনায় রত সশিষ্য সার্বভৌম ভট্টাচার্য)

সার্বভৌম ভট্টাচার্য—এখানে কে আছ, শ্রীজগন্নাথের মধ্যাহ্নধূপ দেওয়া হইয়াছে কিনা জান তো।

গোপীনাথ আচার্য—এই তো ভট্টাচার্যের অধ্যাপনার শেষ হইল, এখন ভিতরে চলিয়াছেন, অতএব তাড়াতাড়ি যাইয়া ধরিতে হইবে। (এইরূপ চিন্তা করিয়া) ভগবন্! আমি যতক্ষণ না আসি ততক্ষণ আপনি এখানেই বিশ্রাম করুন। (এই বলিয়া তাড়াতাড়ি ভট্টাচার্যের নিকটে যাইয়া বলিলেন।) ভট্টাচার্য! কোনও এক মহানুভব তোমার এখানে আসিয়াছেন, অতএব প্রত্যুদ্গমন করিয়া তাঁহাকে সাদরে লইয়া আস।

সার্বভৌম ভট্টাচার্য—তিনি কতদূরে আছেন? (৩৪)

গোপীনাথ আচার্য—এই নিকটেই আছেন।

(সার্বভৌম ভট্টাচার্য উঠিয়া আগাইয়া চলিলেন—শিষ্যগণ পিছনে পিছনে চলিলেন)

নিত্যানন্দঃ—অহো অয়ময়ং ভট্টাচার্যঃ সার্বভৌমঃ। যদয়ং স্বয়মাগতস্তর্হি সাধীয়ানেব ভবতি।

সার্বভৌমভট্টাচার্যঃ—(উপসৃত্য) নমো নারায়ণায়। (ইতি প্রণমতি)

ভগবান্—কৃষ্ণে রতিঃ কৃষ্ণে মতিঃ।

সার্বভৌমভট্টাচার্যঃ—(স্বগতম্) অপূর্বমিদমাশংসনম্, তর্হ্যয়ং বৈষ্ণবো ভবিষ্যতি।

(শিষ্যা অন্তঃ স্ময়ন্তে।)

সার্বভৌমভট্টাচার্যঃ—স্বামিন্নিত ইতঃ। (ইতি ভগবন্তমাদায় যথাস্থানমুপবেশ্য স্বয়মপ্যুপবিশতি।)

(সর্বে উপবেশঃ নাটয়ন্তি।) (৩৫)

সার্বভৌমভট্টাচার্যঃ—আচার্য! অয়ং পূর্বাশ্রমে গৌড়ীয়ো বা?

গোপীনাথাচার্যঃ—ভট্টাচার্য! পূর্বাশ্রমে নবদ্বীপবর্তিনো নীলাম্বরচক্রবর্তিনো দৌহিত্রো জগন্নাথমিশ্রপুরন্দরস্য তনুজঃ।

সার্বভৌমভট্টাচার্যঃ—(সস্নেহাদরম্) অহো নীলাম্বরচক্রবর্তিনো হি মত্তাত

আশংসনং কথনং। স্বয়ং ভট্টাচার্যঃ। বেতি সন্দেহপরে ভবতি কিং ন। (৩৫)

নিত্যানন্দ—অহো, এই যে সার্বভৌম ভট্টাচার্য আসিতেছেন, ইনি যখন নিজে হইতেই আসিতেছেন তখন আমাদের কাজ সুসম্পন্নই হইবে।

সার্বভৌম ভট্টাচার্য—(নিকটে আসিয়া) নমো নারায়ণ। (এই বলিয়া প্রণাম করিলেন)।

ভগবান্—কৃষ্ণে রতি কৃষ্ণে মতি হউক।

সার্বভৌম ভট্টাচার্য—(স্বগত) অহো কি অপূর্ব আশীর্বাদ, কোনও বৈষ্ণব হইবেন বোধ হয়। (শিষ্যগণ মন্দ মন্দ হাস্য করিতে লাগিলেন।)

সার্বভৌম—প্রভু এদিকে আসুন এদিকে আসুন। (এই বলিয়া ভগবান্‌কে যথাস্থানে বসাইলেন, নিজেও বসিলেন।) (অতঃপর সকলেই বসিলেন।) (৩৫)

সার্বভৌম ভট্টাচার্য—আচার্য! পূর্বাশ্রমে ইনি কি গৌড়দেশীয় ছিলেন?

গোপীনাথ আচার্য—ভট্টাচার্য, পূর্বাশ্রমে ইনি নীলাম্বর চক্রবর্তীর দৌহিত্র ও পুরন্দর জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র।

সতীর্থাঃ, মিশ্রপুরন্দরশ্চ মত্তাতপাদানামতিমান্যঃ।

গোপীনাথাচার্যঃ—শ্রীজগন্নাথদর্শনসৌলভ্যমেষামুদ্দেশ্যমস্তি।

সার্বভৌমভট্টাচার্যঃ—সর্বথৈব তদ্ভাবি। কঃ কোঽত্র ভো আহূয়তাং চন্দনেশ্বরঃ।

(প্রবিশ্য সত্বরং চন্দনেশ্বরো ভগবন্তং প্রণম্য পিতরং প্রণমতি।)

সার্বভৌমভট্টাচার্যঃ—চন্দনেশ্বর! শ্রীপাদস্যানুপদং গচ্ছ, যথায়ং সুখেন প্রত্যহং যথাকামং শ্রীমুখং পশ্যতি, তথা সর্বৈরেব বিধেয়ম্, যথা কেনাপি বাধা ন ক্রিয়তে। অয়ং মদীয়ো মান্যতম ইতি।

চন্দনেশ্বরঃ—যথাজ্ঞাপয়ন্তি শ্রীচরণাঃ।

সার্বভৌমভট্টাচার্যঃ—স্বামিন্। উত্থীয়তাম্।

(ভগবান্ নিত্যানন্দাদিভিঃ সহ চন্দনেশ্বরমাদায় নিষ্ক্রান্তঃ) (৩৬)

সার্বভৌমভট্টাচার্যঃ—আচার্য! স্থীয়তাম্।

(গোপীনাথাচার্যোঽর্ধ-নিষ্ক্রান্ত এব মুকুন্দং হস্তেনাকৃষ্য প্রত্যাবৃত্ত্যোপবিশতি।)

তদ্ভাবি শ্রীজগন্নাথ দর্শনং ভবিষ্যতি। অয়ং মহানুভাবঃ শ্রীপাদঃ। শ্রীজগন্নাথস্য শ্রীমুখং। বিধেয়ং শ্রীমুখ দর্শনং। (৩৬)

সার্বভৌম—(স্নেহ ও আদরমাখান স্বরে) অহো নীলাম্বর চক্রবর্তী আমার পিতার সতীর্থ, আর মিশ্রপুরন্দর আমার পিতার অতিমান্য।

গোপীনাথ আচার্য—ইঁহাদের উদ্দেশ্য হইল সুখে শ্রীজগন্নাথ-দর্শন করা।

সার্বভৌম—তাহার সুব্যবস্থা যাহাতে হয় তাহাই করা যাইবে। এখানে কে আছ, চন্দনেশ্বরকে ডাকো। (চন্দনেশ্বর প্রবেশ করিয়া প্রথমে ভগবান্‌কে ও পরে পিতাকে প্রণাম করিলেন।)

সার্বভৌম—চন্দনেশ্বর! শ্রীপাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাও—যাহাতে ইনি প্রত্যহ সুখে আশ মিটাইয়া শ্রীমুখ-দর্শন করিতে পারেন তাহা সকলেই করিবা—কোনও বাধা যেন না হয়। ইনি আমার অতি মান্যব্যক্তি।

চন্দনেশ্বর—শ্রীচরণের যেরূপ আদেশ।

সার্বভৌম—প্রভু! উঠিতে আজ্ঞা হউক।

(ভগবান্ নিত্যানন্দাদিসহ চন্দনেশ্বরকে লইয়া প্রস্থান করিলেন।) (৩৬)

সার্বভৌম—আচার্য বসুন। (গোপীনাথ আচার্য দরজাগোড়া হইতে মুকুন্দকে হাতে ধরিয়া টানিয়া লইয়া ফিরিয়া আসিয়া বসিলেন।)

সার্বভৌমভট্টাচার্যঃ—আচার্য ! অমুমালোক্য স্নেহ-শোক-তারল্যং জাতম্ ।
নীলাম্বরচক্রবর্তি-সম্বন্ধাদয়মতীব স্নেহাস্পদং নঃ । অল্পীয়সি বয়সি তুরীয়াশ্রমো
গৃহীতঃ কথমনেন ? কস্তাবদস্য মহাবাক্যোপদেষ্টা ?

গোপীনাথাচার্যঃ—কেশবভারতী ।

সার্বভৌম—হন্ত কথং বায়ং ভারতীসম্প্রদায়ে প্রবর্তিতবান্ ? (৩৭)

গোপীনাথাচার্যঃ—নাস্য তথা বাহ্যাপেক্ষা, কেবলং ত্যাগ এবাদরঃ ।

সার্বভৌম—কিং তাবদ্বাহ্যম্ ?

গোপীনাথাচার্যঃ—সম্প্রদায়োৎকর্ষাদি ।

সার্বভৌম—সমীচীনং নোচ্যতে । আশ্রমৌজ্জ্বল্যং ন বাহ্যম্ ।

গোপীনাথাচার্যঃ—কেবলং গৌরবায়েতি বাহ্যমেতৎ ।

সার্বভৌম—গৌরবেণ কিমপরাদ্ধম্, তন্ময়ৈবং ভণ্যতে—ভদ্রতর-সম্প্রদায়িক-
ভিক্ষোঃ পুনর্যোগপট্টং গ্রাহয়িত্বা বেদান্তশ্রবণেনায়ং সংস্করণীয়ঃ ।

তুরীয়াশ্রমঃ সন্ন্যাসাশ্রমঃ । অনেন মহানুভাবেন । অয়ং মহানুভাবঃ শ্রীপাদঃ ।
বা অত্র কটাক্ষে নূনং শ্লেষিতং । (৩৭)

সার্বভৌম—আচার্য ; ইঁহাকে দেখিয়া চিত্তে স্নেহ-শোক-অস্থিরতার উদয় হইতেছে ।
নীলাম্বর চক্রবর্তীর সম্বন্ধে ইনি আমাদের অতীব স্নেহাস্পদ, এত অল্প বয়সে ইনি
সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করিলেন কেন ? ইঁহার সন্ন্যাসের গুরু কে ?

গোপীনাথ আচার্য—কেশব ভারতী ।

সার্বভৌম—হায় কি দুঃখ, ইনি ভারতী-সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিলেন কেন ? (৩৭)

গোপীনাথ আচার্য—ইহার ঐরূপ বাহ্যাপেক্ষা নাই, কেবল ত্যাগেই আদর ।

সার্বভৌম—তুমি বাহ্য বলিতে কি বোঝ ?

গোপীনাথ আচার্য—সম্প্রদায়-উৎকর্ষাদি ।

সার্বভৌম—তোমার এই কথা সমীচীন হইল না,—আশ্রমের উজ্জ্বলতা বাহ্য নয় ।

গোপীনাথ আচার্য—কেবল গৌরব-বৃদ্ধি করে, তাই ওসব বাহ্য ।

সার্বভৌম—গৌরবে কি দোষ, অতএব বলি শোন—কোনও শ্রেষ্ঠতর সম্প্রদায়ের
সন্ন্যাসীর দ্বারা পুনর্বার যোগপট্ট-গ্রহণ করাইয়া ও বেদান্ত-শ্রবণ করাইয়া
ইঁহাকে সংস্কার করিয়া লওয়াই উচিত ।

গোপীনাথাচার্যঃ—(সাসূয়মিব) ভট্টাচার্য ! ন জ্ঞায়তেঽস্য মহিমা ভবদ্ভির্ময়া তু যদ্যদ্দৃষ্টমস্তি, তেনানুমিতময়মীশ্বর এবেতি।

মুকুন্দঃ—(স্বাগতম্) সাধু ভো আচার্য সাধু, দগ্ধং মে জীবিতং নির্বাপিতমস্তি ভবতা।

শিষ্যাঃ—কেন প্রমাণেনেশ্বরোঽয়মিতি জ্ঞাতং ভবতা ? (৩৮)

গোপীনাথাচার্যঃ—ভগবদনুগ্রহজন্য-জ্ঞান-বিশেষেণ হ্যলৌকিকেন প্রমাণেন। ভগবত্তত্ত্বং লৌকিকেন প্রমাণেন প্রমাতুং ন শক্যতে, অলৌকিকত্বাৎ।

শিষ্যাঃ—নায়ং শাস্ত্রার্থঃ। অনুমানেন বিনা কথমীশ্বরঃ সাধ্যতে ?

গোপীনাথাচার্যঃ—ঈশ্বরস্তেন সাধ্যতাং নাম, ন খলু তত্তত্ত্বং সাধয়িতুং শক্যতে, তত্তু তদনুগ্রহজন্যজ্ঞানেনৈব,—তস্য প্রমাকরণত্বাৎ।

শিষ্যাঃ—ক্ব দৃষ্টং তস্য প্রমাকরণত্বম্ ?

গোপীনাথাচার্যঃ—পুরাণবাক্য এব।

অয়ং মহানুভাবঃ শ্রীপাদঃ। তেন অনুমানেন। নাম অত্র প্রাকাশ্যে। তত্তত্ত্বং ভগবতঃ তত্ত্বং। ঈশ্বরতত্ত্বস্য। তদনুগ্রহঃ ঈশ্বরস্যানুগ্রহঃ। (৩৮, ৩৯)

গোপীনাথ আচার্য—(অসূয়ার সহিত) ভট্টাচার্য ! তোমরা ইহার মহিমা জানো না—কিন্তু আমি যাহা যাহা দেখিয়াছি তাহাতে স্পষ্টই অনুমান হয় ইনি ঈশ্বর।

মুকুন্দ—(স্বগত) বাহাবা আচার্য বহুত আচ্ছা, আমার চিত্ত জ্বলিয়া-পুড়িয়া যাইতেছিল, তুমি জুড়াইয়া দিলে।

শিষ্যগণ—কোন্ প্রমাণে আপনি জানিলেন যে ইনি ঈশ্বর। (৩৮)

গোপীনাথ আচার্য—ভগবানের অনুগ্রহলব্ধ জ্ঞান-বিশেষের দ্বারা জানিলাম। যেহেতু এই অলৌকিক প্রমানই এ বিষয়ে একমাত্র নির্ভরযোগ্য। অলৌকিক ভগবত্তত্ত্ব প্রমান করার বিষয়ে লৌকিক প্রমানের প্রবেশ নাই।

শিষ্যগণ—শাস্ত্রের অভিপ্রায় এরূপ নহে। অনুমান বিনা কি করিয়া ঈশ্বরকে প্রমাণ করা যাইবে।

গোপীনাথ আচার্য—ঈশ্বর-বিষয়ে অনুমানের প্রামানিকতা নামে মাত্র। ইহা দ্বারা কখনই ঈশ্বরের যথার্থ বিজ্ঞান লাভ করা যায় না, কিন্তু একমাত্র তাঁহার অনুগ্রহলব্ধ জ্ঞানেরই সে শক্তি আছে,—যেহেতু এ বিষয়ে ইহাই প্রমাণ।

শিষ্যাঃ—পঠ্যতাম্।

গোপীনাথাচার্যঃ—(ভা৹১০।১৪।২৯)

২০। "অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো, ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্॥" ইতি।

বিচিন্বন্নিতি শাস্ত্রাদিবর্ত্মসু।

শিষ্যাঃ—তর্হি শাস্ত্রৈঃ কিং তদনুগ্রহো ন ভবতি? (৩৯)

গোপীনাথাচার্যঃ—অথ কিম্, কথমন্যথা বিচিন্বন্নিত্যুক্তম্?

শিষ্যাঃ—(বিহস্য) তৎ কথমেতাবন্তি দিনানি বৃথৈব ভবতা পঠিতম্?

গোপীনাথাচার্যঃ—শিল্পবিশেষ এব তৎ।

সার্বভৌম—(বিহস্য) ভবতি তদনুগ্রহোঽস্তি জাতঃ, তত্তত্ত্বং তু ভবতা জ্ঞায়ত এব, কিঞ্চিৎ কথ্যতাম্।

তৎ শাস্ত্রপঠনং। তস্মাৎ ঈশ্বরতত্ত্বং। তৎ ঈশ্বরতত্ত্বং।

শিষ্যগণ—ইহা যে প্রমাণ তাহা কোথায় পাইলে?

গোপীনাথ আচার্য—কেন পুরাণবাক্যে পাইলাম।

শিষ্যগণ—পাঠ কর তো!

গোপীনাথ আচার্য—(ভা° ১০।১৪।২৯)

২০। হে সর্বপ্রকাশ! হে নিজ-করুণাদি-গুণ-ব্যক্তকারী! তোমার করুণা-সাগরের একটি বিন্দুর স্পর্শও যাঁহার হইয়াছে সেই একমাত্র তোমার মহিমার স্বরূপ যৎকিঞ্চিৎ অনুভব করিতে পারে, আর অন্য যাহারা তোমার কৃপায় বঞ্চিত, তাহারা নির্জনে শাস্ত্রাভ্যাস-যোগাভ্যাস বলে বহু-কাল খুঁজিয়াও কিছু বুঝিতে পারে না।

শিষ্যগণ—তবে কি শাস্ত্র-অধ্যায়নে শ্রীভগবানের অনুগ্রহ-লাভ হয় না? (৩৯)

গোপীনাথ আচার্য—হয়ই তো না, তা' না হইলে আর, 'শাস্ত্রাভ্যাসের দ্বারা পাওয়া যায় না', এ কথা বলা হইবে কেন?

শিষ্যগণ—(উপহাসের সহিত) তবে আপনি বৃথাই এতদিন কেন পড়াশুনা করিয়াছেন।

গোপীনাথ আচার্য—এ আমার সাহিত্যচর্চা মাত্র।

সার্বভৌম—(উপহাসের সহিত) আচ্ছা আচ্ছা বেশ, বুঝিলাম, তোমাতে তাঁহার অনুগ্রহ হইয়াছে, আর তাঁহাতেও তোমার যথার্থ-জ্ঞান হইয়াছে,—এখন

গোপীনাথাচার্যঃ—তৎ কথাবিষয়ো ন ভবতি, অনুভববেদ্যমেব ভবতি। চেদস্যানুগ্রহস্ত্বয়ি, তদা ভবতৈবানুভাব্যম্

শিষ্যাঃ—(স্বগতম্) কথময়মসাধ্বসমেবানেন সহ ব্যধিকরণং কিঞ্চিজ্জল্পতি, অথবা, আবুত্তোঽয়মিতি কিঞ্চিৎ পরিহসতীব। (৪০)

গোপীনাথাচার্যঃ—ভট্টাচার্য! ভবতা যদেনমীশ্বরমুদ্দিশ্য কিঞ্চিদ্‌ব্যধিকরণমুক্তম্, তেনাসহিষ্ণুতয়া কিঞ্চিন্ময়োক্তম্ ন তাবদতিগভীরৈর্ভবদ্ভিরেবমভিলপিতুং যুজ্যতে; অথবা, নৈষ বো দোষঃ; (ভা॰ ৬।৪।৩১)—

২১। "যচ্ছক্তয়ো বদতাং বাদিনাং বৈ, বিবাদ-সংবাদভুবো ভবন্তি।
কুর্বন্তি চৈষাং মুহুরাত্মমোহং, তস্মৈ নমোঽনন্তগুণায় ভূম্নে॥"

অস্য শ্রীগৌরাঙ্গস্য। অয়ং গোপীনাথাচার্যঃ। অনেন ভট্টাচার্যেণ সহ।
আবুত্তঃ ভগিনীপতিঃ অয়ং গোপীনাথাচার্যঃ ইতি হেতোঃ। (৪০)
এনং শ্রীগৌরাঙ্গং। তেন হেতুনা। যৎ ভগবতং। অস্য শ্রীগৌরাঙ্গস্য। (৪১)

কিঞ্চিৎ শোনাও তো দেখি।

গোপীনাথ আচার্য—তাহা কথায় বুঝাইবার বিষয় নয়,—একমাত্র অনুভববেদ্য। 'তোমার উপরে তাঁহার কৃপা যবে হবে। তবে অনুভব তা'র তুমিও পাইবে।

শিষ্যগণ—(স্বগত) ইনি কোন্ সাহসে ইহার প্রতি নির্ভয়ে এমন অসঙ্গত বাক্য প্রয়োগ করিতেছেন, বোধ হয় ভগ্নীপতি বলিয়া কিঞ্চিৎ পরিহাস করিতেছেন। (৪০)

গোপীনাথ আচার্য—ভট্টাচার্য, তুমি ভগবান্ গৌরসুন্দরকে লক্ষ্য করিয়া কিঞ্চিৎ অসঙ্গত বাক্য প্রয়োগ করিয়াছ বলিয়াই আমি অসহিষ্ণু হইয়া এই সব কথা বলিলাম। বস্তুতঃ তোমাদের মত অতি গম্ভীরাশয় ব্যক্তিগণের সহিত বাক্যালাপ করিতেও আমি যোগ্য নই। অথবা তোমাদেরই বা দোষ কি; (ভা॰ ৬।৪।৩১)—

২১। যাঁহার মায়াবিদ্যাদি-শক্তিসমূহই বিবদমান্ পণ্ডিতগণের বিবাদ-সংবাদের একমাত্র হেতু এবং যাঁহার শক্তিপ্রভাবেই ঐ সকল পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিগণের আত্মমোহ জন্মিয়া থাকে, সেই অনন্ত গুণময় সর্বব্যাপি শ্রীভগবান্‌কে আমি প্রণাম করি।

সার্বভৌম—(বিহস্য) জ্ঞাতং বৈষ্ণবোঽসি।

গোপীনাথাচার্য্যঃ—(সপ্রশ্রয়ম্) যত্তস্য কৃপা স্যাত্তদা ত্বমপি ভবিষ্যসি (৪১)

সার্বভৌম—অলং পল্লবেন, ভবান্ গচ্ছতু, ভগবদ্দর্শনানন্তরং মাতৃ-ষ্বস্রাবাসে তবেশ্বরঃ সগণো বাস্যতাম্ মন্নাম্না ভগবৎপ্রসাদেন নিমন্ত্রয়িতব্যশ্চ।

গোপীনাথাচার্য্যঃ—যথাজ্ঞাপয়সি।

সার্বভৌম—তদহমপি মাধ্যন্দিনকর্ম্মণে প্রযামি। (ইতি সশিষ্যো নিষ্ক্রান্তঃ)

গোপীনাথাচার্য্যঃ—মুকুন্দ এহ্যেহি। (ইতি পরিক্রম্য) ভো মুকুন্দ! ভট্টাচার্য-বাগ্বজ্রমদ্যাপি মে হৃদয়ং কৃন্ততি, যদি পরমকারুণিকেন ভগবতা তদুদ্ধ্রিয়তে, তদৈব মে মনো নির্বাতি।

মুকুন্দঃ—কিমশক্যং তস্য ভগবতঃ?

গোপীনাথাচার্য্যঃ—তদেহি শ্রীজগন্নাথদর্শনার্থং প্রযাতং ভগবন্তমনুসরাব।

(ইতি নিষ্ক্রামতঃ) (৪২)

মাধ্যন্দিন কর্ম্মণে মধ্যং দিনং মহোভিঃ মাধ্যান্দিনং তস্য কর্ম্মণে।

তৎ বাগ্বজ্রং অর্থান্মমহৃদয়াৎ।

তস্য শ্রীগৌরাঙ্গস্য। (৪২)

সার্বভৌম ভট্টাচার্য—(হাস্য করিয়া) বুঝিলাম, তুমি বৈষ্ণব।

গোপীনাথ আচার্য—(সবিনয়ে) তোমার উপরে তাঁর কৃপা যবে হবে। অবশ্য বৈষ্ণব তবে তুমিও হইবে। (৪১)

সার্বভৌম ভট্টাচার্য—আর কথা বাড়াইয়া প্রয়োজন কি? তুমি যাও, শ্রীজগন্নাথ-দর্শনান্তর তোমার ঈশ্বরকে সগণ আমার মাসীর গৃহে লইয়া আস, শ্রীভগবৎ প্রসাদ পাইবার জন্য আমার নামে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ কর।

গোপীনাথ আচার্য—যে আজ্ঞে।

সার্বভৌম ভট্টাচার্য—আমিও এখন মধ্যাহ্ন কর্মের জন্য যাই। (এই বলিয়া সশিষ্য প্রস্থান)

গোপীনাথ আচার্য—মুকুন্দ চল চল।

(এই বলিয়া পায়চারি করিয়া)

ওহে মুকুন্দ! ভট্টাচার্যের বজ্রসম বাক্য এখনও আমার চিত্তকে খণ্ড-বিখণ্ড করিতেছে। যদি পরমকারুণিক ভগবান্ গৌরসুন্দর তাহাকে উদ্ধার

(নেপথ্যে)

অহো অদ্ভুতম্ ।

২২ । তুঙ্গভৃঙ্গযুবসঙ্গতফুল্লৎ-,পুণ্ডরীকবরলোচনলক্ষ্মি ।
হিঙ্গুল-স্নপিতশুক্লচতুর্থী, শীতদীধিতিকলাধরবিম্বম্ ॥

অপি চ, ২৩ । চারুকারুণিকমারুচিরাঙ্গং ব্রহ্ম দারুময়মেতদুদেতি ।
আহতোঽস্য রুচিকন্দলবৃন্দে-,রিন্দ্রনীলমণিদর্পণদর্পঃ ॥

গোপীনাথাচার্যঃ—অয়ে শ্রীমুখদর্শনং জাতমিব, যদমী নিত্যানন্দাদয়ো মিথো নির্বর্ণয়ন্তি । (৪৩)

(পুনস্তত্রৈব)

২৪ । অন্যোন্যেক্ষণরাগরঞ্জিততয়া দ্বৌ নির্নিমেষেক্ষণৌ
রাজেতে জগতঃ পতী উভয়তো নিষ্পন্দসর্বাঙ্গকৌ ।

আহতঃ নাকৃতঃ । অস্য দারুব্রহ্মণঃ রুচিকড়ম্বৃন্দৈঃ । (৪৩)

করেন তবেই আমার মন শান্ত হইতে পারে ।

মুকুন্দ—সেই ভগবানের অলভ্য কি আছে ?

গোপীনাথ আচার্য—এখন এস, ভগবান্-গৌরসুন্দর জগন্নাথ-দর্শনে যাইতেছেন, —চল আমরা তাহার অনুসরণ করিগা । (প্রস্থান) (৪২)

(নেপথ্যে)

অহো অদ্ভুত ।

২২ । নয়নের শোভায় জগৎ-মাতায়, যৌবনমদে মত্ত ভ্রমরার সঙ্গলাভে উৎফুল্ল দুইটি স্নিগ্ধ কমল যেন ফুটিয়া আছে ; অধরবিম্ব চতুর্থীর চাঁদসম সুরেখায় যেন চিত্রিত রহিয়াছে । আরও,

২৩ । স্নিগ্ধশ্যাম অঙ্গ-লাবণী ইন্দ্রনীলমণি দর্পণের দর্প চূর্ণ করিয়া দিতেছে ;— পরমকারুণিক মনোহর দারুব্রহ্ম ঐ তো সৌন্দর্যে মাধুর্যে দীপ্ত হইয়া উদিত হইতেছেন ।

গোপীনাথ আচার্য—ওহে শ্রীমুখের দর্শন লাভ হইয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে, যেহেতু নিত্যানন্দাদিকে পরস্পর শ্রীজগন্নাথের রূপ বর্ণনা করিতে শোনা যাইতেছে । (৪৩)

(পুন পূর্বের মত রূপ-বর্ণনা)

দারুব্রহ্মণি লীয়তে কিমু নরব্রহ্মেতদাহো নর-
ব্রহ্মণ্যেব হি লীয়তে শিব শিব ব্রহ্মৈব বা দারবম্ ॥

গোপীনাথাচার্যঃ—ভদ্রং ভো ভদ্রম্। এক এব ভগবানাস্বাদ্যাস্বাদকভাবেন দ্বিধাভূত এব।

(পুনস্তত্রৈব)

২৫। দ্বাবেব পূর্ণকরুণৌ জগদুদ্ধিধীর্ষু-,
দ্বাবেব লোচনপথং জগতো জিহানৌ।
অন্তঃস্থ-নন্দতনয়োঽন্তরবর্তিদারু-,
ব্রহ্মেতি কেবলমিয়াননুভয়োর্হি ভেদঃ ॥ (৪৪)

গোপীনাথাচার্যঃ—সাধু ভো নিত্যানন্দদেব সাধু, তত্ত্বজ্ঞোঽসি ভগবতো গৌরচন্দ্রস্য। তন্মন্যে ভগবদ্দর্শনং কৃত্বা প্রত্যাবর্তন্ত এব সর্বে তদাবামপি ভগবন্তং শ্রীজগন্নাথং দৃষ্ট্বা ত্বরিতমেব পুনরেতাননুপসর্পাব। (৪৫)

অহো ইত্যব্যয়ং প্রশ্নে। জিহানৌ প্রাপ্তৌ। অন্তঃস্থ-নন্দতনয়ঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ। শ্রীজগন্নাথঃ অন্তরে ব্যবধানে বর্তিতুং শীলমস্য অন্তবর্তি তদেব দারু তত্র ব্রহ্ম ব্যবধান বর্তি দারুব্রহ্ম ইত্যর্থঃ। (৪৪)

২৪। এই দুই জগৎপতি উভয়েই একে অন্যের দর্শন-রাগে রঞ্জিত হইয়া নির্নিমেষ নয়নে নিষ্পন্দগাত্রে দীপ্তি পাইতেছেন। হায় হায় পরব্রহ্ম দারু-ব্রহ্মে লীন হইতেছেন, কি দারুব্রহ্ম পরব্রহ্মে লীন হইতেছেন তাহা বুঝা যাইতেছে না।

গোপীনাথ আচার্য—ভাল ভাল, একই ভগবান্ আস্বাদ্য-আস্বাদকভাবে দুই হইয়াছেন।

(পুনরায় নেপথ্যে কথা)

২৫। দুই'ই করুণাসাগর, দুই'ই জগদুদ্ধারের ইচ্ছায় জগতের সর্বজীবকে দর্শন দিতেছেন। একজন অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌররূপে সম্মুখে বিরাজিত, আর অন্যজন গর্ভমন্দিরে দারুব্রহ্মরূপে প্রতিষ্ঠিত,—দুইএ ভেদ কেবল অনুভবেই মাত্র। (৪৪)

গোপীনাথ আচার্য—চমৎকার নিত্যানন্দদেব, চমৎকার,—তুমি ভগবান্ গৌর-তত্ত্বে বিজ্ঞ। মনে হইতেছে ভগবৎ-দর্শন করিয়া ইঁহারা এখন সকলে ফিরিয়া চলিয়াছেন—অতএব তাড়াতাড়ি শ্রীজগন্নাথ-দর্শন করিয়া আমাদেরও ইঁহাদের অনুসরণ করিতে হইবে। (৪৫)

(ইতি নিষ্ক্রান্তৌ)

(ততঃ প্রবিশতি পুণ্ডরীকাক্ষদর্শনানন্দনিঃস্পন্দো ভগবান্ নিত্যানন্দাদয়শ্চন্দনেশ্বরশ্চ)

চন্দনেশ্বরঃ—হংহো মহান্তঃ ! সম্পন্নং যথাসুখমেব ভবতাং ভগবদ্দর্শনম্ ?

নিত্যানন্দাদয়ঃ—যথামনোরথমেব সুসম্পন্নম্ ।

চন্দনেশ্বরঃ—(স্বগতম্) অহো কথমসৌ বিলম্বতে গোপীনাথাচার্যঃ, কিমিদানীমহং করোমি, ন কিমপি নিগদিতং তাতচরণৈঃ । মন্যে, তস্মা এব সর্বং কথিতমস্তি, তৎ কথময়মদ্যাপি নায়াতঃ ? (ইতি পরিতোঽবলোকয়তি ।) (৪৬)

(ততঃ প্রবিশতি ত্বরাং নাটয়ন্ মুকুন্দেন সহাচার্যঃ)

গোপীনাথাচার্যঃ—এহি মুকুন্দ এতেঽমী গচ্ছন্তি । তদুভয়মেব সংবৃত্তম্, নীলাচলচন্দ্রোঽপি দৃষ্টঃ । হেমাচলগৌরোঽপি দৃশ্যতে । (ইতি সত্বরমুপসৃত্য) চন্দনেশ্বর ! ত্বমিতো গৃহং গচ্ছ । অতঃপরং ময়ৈব সর্বং সামাধাস্যতে ।

অয়ং গোপীনাথাচার্যঃ । (৪৬)

(এই বলিয়া প্রস্থান)

(এরপর প্রবেশ—শ্রীজগন্নাথ-দর্শনানন্দে নিস্পন্দ ভগবান্ গৌরসুন্দর, আর তাঁহার সঙ্গে নিত্যানন্দাদি ভক্তবৃন্দ এবং চন্দনেশ্বর ।)

চন্দনেশ্বর—ওহে মহাশয়গণ ! আপনাদের তো সুখে জগন্নাথ দর্শন হইয়াছে ?

নিত্যানন্দ—হ্যাঁ মনের বাঞ্ছানুরূপই সুসম্পন্ন হইয়াছে ।

চন্দনেশ্বর—গোপীনাথ আচার্য এত বিলম্ব করিতেছেন কেন ? আমি এখন কি করিব ? পিতা তো আমাকে কিছু বলিয়া দেন নাই, মনে হয় তাঁহাকেই সব বলিয়া দিয়াছেন, তবে তিনি এখনও কেন আসিতেছেন না ? (এই বলিয়া সম্মুখে তাকাতাকি করিতে লাগিলেন ।) (৪৬)

(তৎপর তাড়াতাড়ি মুকুন্দের সঙ্গে আচার্যের প্রবেশ)

গোপীনাথ আচার্য—মুকুন্দ চল চল, ঐ উহারা যাইতেছেন । তবে তো উভয় বাসনাই পূর্ণ হইবে । নীলাচলচন্দ্রের দর্শন হইয়াছে, এইবার হেমাচল গৌরেরও দর্শন হইবে । (এই বলিয়া তাড়াতাড়ি নিকটে যাইয়া)

চন্দনেশ্বর তুমি এখান হইতে গৃহে যাও । ইহার পর আমিই সব সমাধান করিব ।

চন্দনেশ্বরঃ—যথাহ ভবান্। (ইতি ভগবন্তং প্রণম্য নিষ্ক্রান্তঃ) (৪৭)

(গোপীনাথাচার্যঃ উপসৃত্য দেবং প্রণমতি।)

দামোদরঃ—ভগবন্নয়মাচার্যঃ প্রণমতি।

ভগবান্—(বহির্বৃত্তিং নাটয়িত্বা) এহ্যেহি। (ইতি তমালিঙ্গতি।)

গোপীনাথাচার্যঃ—দেব! ভট্টাচার্যেণ সানুচর এব নিমন্ত্রিতোঽসি, তদিত এবাগচ্ছন্তু। (ইতি পূর্বোদ্দিষ্টাবাসং প্রাপয্য ভগবতঃ পাদধাবনাদিকং দন্ত-ধাবনাবসানং সকলমেব পরিচরণং কৃত্বা ভিক্ষোত্তরং সুখনিবিষ্টে সতি তস্মিন্ সবৈমনস্যম্) দেব! ভট্টাচার্যেণান্যদপি নিমন্ত্রিতমস্তি। (৪৮)

ভগবান্—কিং তৎ?

গোপীনাথাচার্যঃ—সাম্প্রদায়িক-সন্ন্যাসিনঃ সকাশাদ্‌যোগপট্টং গ্রাহয়িত্বা বেদান্তং শ্রাবয়িষ্যতি।

ভগবান্—অনুগৃহীতোঽস্মি, তেন ভবত্বেবং করিষ্যামি।

মুকুন্দঃ—দেব! আচার্যেণ তদবধি তেন বাক্‌স্ফুলিঙ্গ-নিকরেণ দন্দহ্যমানহৃদয়েন স্থীয়তে। মহাপ্রসাদোঽপি নাদ্য স্বীকৃতোঽস্তি। (৪৯)

তেন ভট্টাচার্যেণ। আচার্যেণ গোপীনাথাচার্যেণ। (৪৯)

চন্দনেশ্বর—যে আজ্ঞে। (এই বলিয়া ভগবান্‌কে প্রণাম করিয়া প্রস্থান।) (৪৭)

(গোপীনাথ আচার্য নিকটে যাইয়া গৌরকে প্রণাম করিলেন)

দামোদর—ভগবন্! এই যে, আচার্য প্রণাম করিতেছে।

ভগবান্—(বাহ্যলাভ করিয়া) এস, এস, (এই বলিয়া আলিঙ্গন করিলেন)

গোপীনাথ আচার্য—দেব! ভট্টাচার্য সপরিকর আপনাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছে, অতএব এদিকে আসুন।

(এই বলিয়া পূর্বনির্দিষ্ট গৃহে আসিয়া ভগবানের পদ-দন্ত-ধাবনাদি ও অন্যান্য পরিচর্যা-ভিক্ষাদি করাইয়া সুখে বসাইবার পর দুঃখিতভাবে বলিলেন)

ভগবন্! ভট্টাচার্যের আরও একটি নিমন্ত্রণ আছে। (৪৮)

ভগবান্—তাহা কি?

গোপীনাথ আচার্য—সাম্প্রদায়িক সন্ন্যাসীর নিকট হইতে যোগপট্ট গ্রহণ করাইয়া বেদান্ত শ্রবণ করাইবেন।

ভগবান্—অনুগৃহীত হইলাম—তিনি যেরূপ বলিয়াছেন সেইরূপই করিব।

ভগবান্—আচার্য ! বালকোঽস্মি, যদয়ং মাং প্রতি স্নিহ্যতি, তেনৈবেদমবাদীৎ। কথমত্র দূষণে ?

গোপীনাথাচার্যঃ—ভগবন্ ! শ্রীচরণৈরিদং মে শল্যং হৃদয়াদুদ্ধ্রিয়তে চেত্তদা জীবিতং ধারয়িষ্যে। (ইতি রোদিতি।)

ভগবান্—পুণ্ডরীকাক্ষস্তে মনোরথং পূরয়িষ্যতি। দামোদর ! ভবতায়ং নিমন্ত্র্যতাম্।

দামোদরঃ—যথাজ্ঞাপয়সি। (ইতি তমাদায় নিষ্ক্রামতি।) (৫০)

ভগবান্—জগদানন্দ ! ভগবতঃ পুণ্ডরীকাক্ষস্য রজনীশেষ-শয়নোত্থানলীলা যথা দৃশ্যতে, তথা যতনীয়ম্।

(প্রবিশ্যাচার্যেণ সহ)

দামোদরঃ——ভগবন্ ! যথাজ্ঞং মহাপ্রসাদেন ভোজিতোঽয়মত্রৈব শিশয়িষুরস্তি।

অয়ং সার্বভৌম ভট্টাচার্যঃ। তেন স্নেহবিশেষেণ। **পুণ্ডরীকাক্ষঃ শ্রীজগন্নাথঃ।** অয়ং গোপীনাথাচার্যঃ। তম্ গোপীনাথাচার্যং। (৫০) অয়ং গোপীনাথাচার্যঃ।

মুকুন্দ—দেব ! সেই অবধি আচার্য ঐ বাক্যস্ফুলিঙ্গে জ্বলিয়া-পুড়িয়া মরিতেছেন—আজ মহাপ্রসাদও স্বীকার করেন নাই। (৪৯)

ভগবান্—আচার্য ! আমি বালক, সেইজন্য তিনি আমার প্রতি স্নেহবশে এইরূপ বলিয়াছেন,—ইহাতে দোষের কি আছে ?

গোপীনাথ আচার্য—শ্রীপাদ যদি আমার বক্ষ হইতে ঐ শেল উঠাইয়া দেন তবেই প্রাণে বাঁচিব। (এই বলিয়া রোদন)

ভগবান্—শ্রীজগন্নাথ আপনার মনোবাঞ্ছা পূরণ করিবেন। দামোদর, তুমি ইঁহার আহারের ব্যবস্থা কর।

দামোদর—যে আজ্ঞে। (এই বলিয়া আচার্যকে লইয়া প্রস্থান) (৫০)

ভগবান্—জগদানন্দ ! ভগবান্-জগন্নাথের প্রাভাতিক শয়নোত্থলীলা যাহাতে দর্শন হয় সেইরূপ ব্যবস্থা কর।

(দামোদর ও আচার্যের প্রবেশ)

দামোদর--আপনার আদেশমত মহাপ্রসাদের দ্বারা ইঁহাকে ভোজন করাইয়াছি। ইঁহার ইচ্ছা রাত্রে এখানেই শয়ন করিয়া থাকেন।

ভগবান্—সাধু সাধু। (ইতি সর্বে প্রিয়সঙ্কথয়া মুহূর্তান্ গময়ন্তি।) (৫১)

(নেপথ্যে পাণিশঙ্খধ্বনিঃ)

সর্বে—(সচমৎকারম্) অহো যামশেষেব ত্রিযামা, যদয়ম্,

২৬। পূর্দেব্যাঃ শয়নোত্থিতাবিব চলৎসর্বাঙ্গভূষাক্বণঃ
কিংবা দেবকুলস্য বারণপতেরুদ্বৃংহিতং বৃংহিতম্।
আয়াতেতি কৃপানিধেঃ কিমু কৃপাদেব্যা জগৎপ্রাণিনা-
মাহ্বানধ্বনিরভ্যুপৈতি মধুরঃ শ্রীপাণিশঙ্খধ্বনিঃ॥

ভগবান্—তদহো অবিতথমেব গতেয়ং রজনী। আচার্য! এহি সহৈব পুণ্ডরীকাক্ষস্য শয়নোত্থানাবকাশং পশ্যামঃ।

গোপীনাথাচার্যঃ—যথাজ্ঞাপয়সি। (ইতি তৎসময়োচিতং কর্ম কর্তুং নিষ্ক্রান্তঃ।) (৫২)

প্রিয়সঙ্কথয়া প্রিয়স্য শ্রীকৃষ্ণস্য সঙ্কথয়া। (৫১)

ত্রিযামা নিশা। পাণিশঙ্খধ্বনিঃ সম্ভাবয়তি যদয়মিতি। ক্বণঃ ধ্বনিঃ। দেবকুলস্য শ্রীজগন্নাথমন্দিরস্য। বারণপতেঃ হস্তিনঃ। বৃংহিতং করিগর্জিতং ইত্যমরঃ। কৃপাণিধেঃ শ্রীজগন্নাথস্য। অবিতথং নির্বিঘ্নং যথাস্যাৎ তথা। (৫২)

ভগবান্—ভাল, ভাল।

(অতঃপর প্রাণাধিক কৃষ্ণকথায় সকলের সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল।) (৫১)

(নেপথ্যে পাণিশঙ্খধ্বনি)

সকলে—(আশ্চর্যের সহিত) অহো রাত্রি শেষ হইল, এখন তৃতীয় প্রহর,—তা'ই এই,

২৬। মধুর পাণিশঙ্খধ্বনি ধ্বনিত হইতেছে, মনে হইতেছে যেন—শয়নোত্থ পুর-দেবীর সর্বাঙ্গ-ভূষণ ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিতেছে, কিম্বা মন্দিরের গজরাজ গর্জিয়া গর্জিয়া উঠিতেছে, কিম্বা কৃপানিধি জগন্নাথের কৃপাদেবী সকলকে এস এস বলিয়া আহ্বান করিতেছে।

ভগবান্—যা' হোক, অহো নির্বিঘ্নেই রাত কাটিয়াছে, আচার্য! চল চল একসঙ্গেই শ্রীজগন্নাথের শয়নোত্থলীলা দেখিগা।

(প্রবিশ্য সত্বরঃ)

কশ্চিৎ—কঃ কোঽত্র ভো গোপীনাথাচার্যঃ ক্ব বর্ততে তজ্জানাসি ? (আকাশে লক্ষ্যং বদ্ধা) কিং ব্রবীষি ? 'আচার্যঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবস্য নিকটে' ইতি ? ভবতু তত্রৈব যামি। (ইতি কতিচিৎ পদানি গত্বা পুরোঽবলোক্য) অহো অয়মেষ আচার্যো ভবিষ্যতি। (ইত্যুপসর্পতি।)

(ততঃ প্রবিশত্যাচার্যঃ)

গোপীনাথাচার্যঃ—অহো জাতপ্রয়োঽয়ং সময়ঃ শয়নোত্থানস্য। তদহং ত্বরয়ামি ভগবন্তম্।

পুরুষঃ—(উপসৃত্য) আচার্য ! ভট্টাচার্যো বিজ্ঞাপয়তি—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবো যথা ভগবতো জগন্নাথদেবস্য শয্যোত্থানং পশ্যতি, তথা ত্বয়ৈব সঙ্গে কৃত্বা যতনীয়ম্।

গোপীনাথাচার্য—যথাজ্ঞং করবাণি। (ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবং ত্বরয়িতুমুপসর্পতি।) (৫৩)

গোপীনাথ আচার্য—যে আজ্ঞে। (এই বলিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি করিতে প্রস্থান করিলেন।) (৫২)

(হন্তদন্ত হইয়া এক ব্যক্তির প্রবেশ)

এক ব্যক্তি—কে আছ, কে আছ এখানে শোন—গোপীনাথ আচার্য নামে এখানে কেহ আছেন—জান কি ? (আকাশের দিকে তাকাইয়া) কি বলিতেছ ? 'আচার্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের নিকটে আছেন ?' আচ্ছা বেশ, তথায়ই যাইতেছি। (এই বলিয়া কয় পা যাইয়া সম্মুখে তাকাইয়া) অহো এই যে আচার্য আপনি। (এই বলিয়া নিকটে গেলেন)

(অতঃপর আচার্যের প্রবেশ)

গোপীনাথ আচার্য—অহো শয়নোত্থানের সময় প্রায় হইয়া গেল,—অতএব ভগবান্‌কে তাড়া দেই।

সেই ব্যক্তি—(নিকটে যাইয়া) আচার্য ! ভট্টাচার্য খবর পাঠাইয়াছেন—'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যাহাতে সুখে ভগবান্ জগন্নাথদেবের 'শয্যোত্থান' দেখিতে পারেন তুমি সঙ্গে যাইয়া সেইরূপ ব্যবস্থা কর।'

গোপীনাথ আচার্য—যে আজ্ঞে, সেইরূপই করিব . (এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে তাড়া দিতে নিকটে গেলেন) (৫৩)

(ততঃ প্রবিশতি সানুচরো দেবঃ)

দেবঃ—মুকুন্দ ! বিলোক্যতাং কো বিলম্ব আচার্যস্য।

গোপীনাথাচার্যঃ—এষোঽহং ভগবন্তং প্রতীক্ষমাণো বর্তে।

ভগবান্—তদগ্রে গম্যতাম্।

গোপীনাথাচার্যঃ—(তথা কৃত্বা) ভগবন্নিতঃ। (ইতি প্রবেশং নাটয়িত্বা জগন্মোহনমাসাদ্য) দেব ! পশ্য পশ্য,

২৭। তৎকালীনকবাটনিবিড়োদ্ঘাটে বিনিষ্ক্রামতা
গর্ভাগারগরিষ্ঠসৌরভভরেণামোদমভ্যুদ্বমন্।
নিদ্রাভঙ্গভৃতালসো মুখমিব ব্যাদায় শেষে নিশো
জৃম্ভারম্ভমিবাতনোতি সরবং প্রাসাদ এষ প্রভোঃ॥

অপি চ, দেব ! আশ্চর্যমাশ্চর্যম্,

২৮। দীপাভাবঘনান্ধকারগহনে গম্ভীরগম্ভীরিকা-
কুক্ষৌ তল্পত উত্থিতস্য জয়তো লক্ষ্মীপতের্লোচনে।
কালিন্দীসলিলোদরে বিজয়িনী বাতেন ঘূর্ণায়িতে
প্রোন্মত্তভ্রমরাবলীঢ়জঠরে সংপুণ্ডরীকে ইব॥ (৫৪)

দেবঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ। গম্যতাং গোপীনাথাচার্যেণ। জগন্মোহনং মন্দির-মধ্যং। আমোদং অতি নির্হারী গন্ধঃ আমোদস্তং। অভ্যুদ্বমন বম উদ্গারে। ব্যাদায় বিস্তার্য্য। রবং শব্দং। প্রাসাদো দেবগৃহঃ। (৫৪)

(অতঃপর প্রবেশ—পরিকর পরিবৃত চৈতন্যদেব)

ভগবান্—মুকুন্দ, দেখতো আচার্যের কত দেরী।

গোপীনাথ আচার্য—এই যে আমি, ভগবানের জন্যই প্রতীক্ষা করিয়া আছি।

ভগবান্—তবে আগে আগে পথ দেখাইয়া চল।

গোপীনাথ আচার্য—(তাহাই করিয়া) ভগবন্, এদিকে। (এই বলিয়া জগমোহনে প্রবেশের অভিনয় করিয়া) দেব ! দেখুন দেখুন,

২৭। প্রভাতিক সেবার জন্য মণ্ডপের অতিবৃহৎ-ভারি কবাট সশব্দে খুলিলে অলৌকিক সৌরভভারে আমোদিত গর্ভাগার বাহিরে সৌরভ উদ্গীরণ করিতে লাগিল—মনে হইল যেন প্রভুর এই মন্দির প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গজনিত আলস্যে মুখব্যাদন করিয়া সশব্দে জৃম্ভা তুলিতেছে।

(ভগবান্ গরুড়স্তম্ভস্য পশ্চাদবস্থায় সস্পৃহং পশ্যতি।)

মুকুন্দঃ—আচার্য ! পশ্য পশ্য,

২৯। ক্ষণাৎ প্রদীপাবলয়ঃ সমন্তাদ্, গম্ভীরিকায়াঃ কুহরে জলন্ত্যঃ।
বিলোচনোৎসারিভিরশ্রুপূরৈ-,র্ন্যগ্ ভূতভাসো লিখিতা ইবাসন্ ॥

গোপীনাথাচার্যঃ—পশ্য পশ্য,

৩০। অনুবদন-প্রক্ষালন,-মভ্যঙ্গস্নানভূষণাদ্যমথ।
অনুবালভোগলীলা, হরিবল্লভভোগ এষ তৎপশ্চাৎ ॥

দৃশ্যতামধুনা প্রাতর্ধূপাখ্যঃ পূজাবিশেষঃ। (৫৫)

(ভগবান্ আনন্দস্তিমিত এব সপুলকাশ্রুং পশ্যত্যেব)

গোপীনাথাচার্যঃ—ভো ভো জগদানন্দাদয়ঃ। পশ্যত পশ্যত, প্রাতর্ধূপস্য প্রসাদান্নং কিয়দঞ্জলৌ কৃত্বা কশ্চিন্মালাঞ্চ করয়োঃ কৃত্বা কশ্চিদ্যুগপদেব

সমন্তাদ্ সর্বতোভাবে। ন্যগ্ ভূতভাসো অধোভূত কান্তয়ঃ।
অভ্যঙ্গং তৈলাদি মর্দনং। (৫৫)

আরও, দেব ! আশ্চর্য কি আশ্চর্য,

২৮। দীপের অভাবে ঘনান্ধকারাচ্ছন্ন গম্ভীর গর্ভমন্দিরে শয্যা হইতে উত্থিত লক্ষ্মীপতির নয়নযুগল অপূর্ব শোভা বিস্তার করিতেছে,—মনে হইতেছে যেন দুইটি প্রস্ফুটিত কমলগর্ভে দুইটি ভ্রমর মধু-আস্বাদনে উন্মত্ত হইয়া বসিয়া আছে আর ঐ কমলযুগল যমুনা-জলোত্থিত প্রবল বায়ুদ্বারা ঘূর্ণিত হইতেছে। (৫৪)

(ভগবান্ গরুরস্তম্ভের পশ্চাতে থাকিয়া সস্পৃহ নয়নে দেখিতে লাগিলেন।)

মুকুন্দ—আচার্য, দেখ, দেখ,

২৯। ক্ষণকালমধ্যে গর্ভমন্দিরের প্রদীপগুলি জ্বলিয়া উঠিলেও শ্রীগৌরহরির অশ্রুপূর্ণ নয়নে উহা নিষ্প্রভ চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় প্রতিভাত হইল।

গোপীনাথ আচার্য—দেখুন দেখুন,

৩০। প্রথমে মুখ-প্রক্ষালন, তৈলমর্দন-স্নান, তৎপর ভূষণাদি-পরিধান, অনন্তর বালভোগলীলা এবং তৎপশ্চাৎ এই 'হরিবল্লভ-ভোগলীলা' সম্পন্ন হইল। অতঃপর অধুনা 'প্রাতর্ধূপ' নামক পূজাবিশেষ দেখুন। (৫৫)

(ভগবান্ পরমানন্দ-বিহ্বলতায় অশ্রুকম্পপুলকে বিভূষিত হইয়া দেখিতে লাগিলেন।)

সমাগচ্ছতঃ। কিমেতৌ মহাপ্রভবে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যায় দাস্যতঃ? কেন বা প্রেরিতাবেতৌ। অথবা, শ্রীজগন্নাথেনৈব।

(প্রবিশ্য পার্ষদৌ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সমীপমুপসর্পতঃ। ভাগবান্ উপসৃত্য মূর্দ্ধানমবনময়তি একো মালাং প্রযচ্ছতি। ভগবান্ বহির্বাসোঽঞ্চলং প্রসারয়তি। অপরঃ প্রসাদান্নং প্রযচ্ছতি। ভগবান্ অঞ্চলে কৃত্বা শ্রীজগন্নাথং প্রণম্যৈব সিংহবত্ত্বরিতগতির্নিষ্ক্রান্তঃ।) (৫৬)

সর্ব্বে—অহো কিমিদম্। কথমকস্মাদেব দেবো নিষ্ক্রান্তঃ। তদাগচ্ছত, ক্বায়ং গচ্ছতি বিলোকয়াম। (ইতি পুরান্নিষ্ক্রম্য কতিচিৎ পদানি গত্বা পুরতো বিলোক্য) অহো ভগবান্ স্বাবাসবর্ত্ম ত্যক্তবান্।

গোপীনাথাচার্য্যঃ—(নিভাল্য) অয়ে দামোদরাদয়ঃ! সার্বভৌমালয়ং প্রতি দেবঃ প্রস্থিতবান্। তৎ ফলিতং ভট্টাচার্যস্য সুকৃতক্রমেণ। তদ্দামোদর-জগদানন্দৌ ভবন্তৌ ভগবৎসঙ্গে প্রযাতম্, মুকুন্দেন সার্ধমহমাসন্নস্থল এব তিষ্ঠামি।

উভৌ—যথা রুচিতং ভবতে। (ইতি নিষ্ক্রান্তৌ) (৫৭)

অয়ং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ। (৫৭)

গোপীনাথ আচার্য—ওহে ওহে, জগদানন্দাদি-ভক্তবৃন্দ! দেখ দেখ, কোনও এক ব্যক্তি প্রাতর্ধূপের কিঞ্চিৎ প্রসাদান্ন হাতে করিয়া, অপর এক ব্যক্তি মালা লইয়া ঐ একসঙ্গে আগাইয়া আসিতেছে। ইহারা কি এইসব মহামহিম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে দিবে? কে'ই বা পাঠাইল? অথবা শ্রীজগন্নাথ নিজেই বা পাঠাইয়াছেন? (৫৬)

(সেবকদ্বয় মঞ্চে প্রবেশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের নিকটে গেলেন, ভগবান্ মস্তক নমিত করিলে একজন গলে মালা দিল, বর্হির্বাসের অঞ্চল প্রসারিত করিয়া ধরিলে অপরজন প্রসাদ দিল। ভগবান্ উহা অঞ্চলে ধরিয়া জগন্নাথকে প্রণাম করিয়া সিংহবৎ দ্রুত বাহির হইয়া গেলেন।)

সকলে—অহো কি ব্যাপার, হঠাৎ-ই কেন প্রভু বাহির হইয়া গেলেন, অতএব চল দেখি উনি কোথায় গেলেন। (এই বলিয়া মন্দির হইতে বাহির হইয়া কিছুদূর গিয়া সম্মুখে তাকাইয়া।) অহো, ভগবান্ নিজের বাসস্থানের রাস্তা যে ছাড়িয়া দিলেন।

গোপীনাথ আচার্য—(দেখিয়া) ওহে দামোদরাদি-ভক্তবৃন্দ! সার্বভৌমের

গোপীনাথাচার্যঃ—এহি মুকুন্দ ! সার্বভৌমস্য দ্বিতীয়কক্ষায়াং তিষ্ঠাব। (ইতি তথা কৃত্বা পুরোঽবলোক্য) অয়ে এতৌ সার্বভৌমভৃত্যৌ সবিস্ময়মিত এবোপসর্পতঃ। তদপবার্য তিষ্ঠাব।

(ইতি দ্বারোপান্তে তিষ্ঠতঃ) (৫৮)

(ততঃ প্রবিশতো ভৃত্যৌ)

একঃ—অলে সে সন্ন্যাসী কংপি মোহণমন্তং জাণাদি, জদো ভট্টাচালিএ ইমিণা গহগ্‌গথে বিঅ কিদে ? [অরে এষ সন্ন্যাসী কমপি মোহনমন্ত্রং জানাতি। যতো ভট্টাচার্যোঽনেন গ্রহগ্রস্ত ইব কৃতঃ।]

অন্যঃ—অলে কিলিসে কিদে ? [অরে কীদৃশঃ কৃতঃ ?] (৫৯)

প্রথমঃ—অলে ণ আণাসি, সেজ্জাএ অণুত্থিদে জ্জেব্ব ভট্টাচালিএ এসে অঅম্‌হাদো সঅণঘরদুআলে গদে। তদো বড়ুএণ কহিঅং—ভট্টাচালিঅ ভট্টাচালিঅ ! উত্থেহি, সে সণ্ণাসী আঅদো ত্তি। তদো ধসমসিঅ ভট্টাচালিএ উত্থিগ ইমস্স চলণে পড়িএ। তদো ইমিণা জঅণ্ণাহস্স পসাঅভত্তং হত্থে কদুঅ 'ভূঙ্‌ক্ষ'ত্তি গদিতবন্তো। তদো অম্‌হাণং ঈসলে ভট্টাচালিএ কহিম্পি অকিদআহ্নিএ পসাঅভত্তং ণ খাএই, সে ঈসলে উন্মত্তে বিঅ অকিঅবিচালে তক্‌খণমেত্তেণ

অপবার্য্য লুক্কায়িতৌ ভূত্বা। (৫৮)

গৃহের দিকে প্রভু যাইতেছেন। অতএব বুঝিতেছি, ভট্টাচার্যের সুকৃতি-তরু ফলবান হইল। অতএব দামোদর-জগদানন্দ আপনারা দুইজন ভগবানের সঙ্গে যান, মুকুন্দের সহিত আমি এখানেই নিকটে রহিতেছি।

উভয়ে—আপনার যেরূপ অভিরুচি। (এই বলিয়া প্রস্থান) (৫৭)

গোপীনাথ আচার্য—চল মুকুন্দ ; সার্বভৌমের ঐ পাশের ঘরে যাইয়া বসিয়া থাকি। (এই বলিয়া সেইরূপ করিয়া সম্মুখে তাকাইয়া বলিলেন) ওহে এই সার্বভৌমের ভৃত্যগণ বিস্মিতভাবে এদিকেই আসিতেছে, অতএব লুকাইয়া থাকি। (এই বলিয়া দরজার আড়ালে লুকাইয়া রহিলেন। (৫৮)

(দুই ভৃত্যের প্রবেশ)

এক—হাঁরে, এই সন্ন্যাসী কোনও যাদুমন্ত্র জানে, যেহেতু ভট্টাচার্যকে ইনি গ্রহগ্রস্তের ন্যায় করিয়া ফেলিয়াছেন।

অন্য—হ্যাঁরে, কিরূপ করিয়াছেন।

তং ভত্তং গিলিঅবন্তে অকিদসিণাণে জ্জেব্ব অকিঅমুহপক্খালণে জ্জেব্ব গিলিউণ উন্মত্তে কণ্টইদসঅলঙ্গে ণঅণজলত্থিমিদবসণে ঘগ্ঘলকণ্ঠসদ্দে অবম্হাললোঅব্বিসে বিঅ ভবিঅ মহীদলে লুণ্ঠদি কিং হুবিস্সদি ণ আণেম্হ। [অরে ন জানাসি, শয্যায়া অনুত্থিতে এব ভট্টাচার্যে এষোহকস্মাৎ শয়নঘরদ্বারি গতঃ। ততো বটুনা কথিতম্,—ভট্টাচার্য ভট্টাচার্য ! উত্তিষ্ঠ উত্তিষ্ঠ, স সন্নাসী আগত ইতি। ততঃ সসাধ্বসং ভূত্বা ভট্টাচার্য উত্থায় অস্য চরণে পতিতঃ। ততোহনেন জগন্নাথস্য প্রসাদান্নং হস্তে কৃত্বা 'ভূঙ্ক্ষ্ব' ইতি গদিতম্। ততো যোহস্মাকমীশ্বরো ভট্টাচার্যঃ কদাপ্যকৃতাহ্নিকঃ প্রসাদান্নং ন খাদতি, স ঈশ্বর উন্মত্তঃ ইবাকৃতবিচারস্তৎ ক্ষণমাত্রেণ তদন্নং গিলিতবান্, অকৃতস্নান এব অকৃতমুখপ্রক্ষালন এব গিলিত্বা উন্মত্তঃ কণ্টকিত-সর্বাঙ্গো নয়নজল-স্তিমিতবসনো ঘর্ঘর কণ্ঠশব্দোহপস্মার-রোগবিবশ ইব ভূত্বা মহীতলে লুঠতি। কিং ভবিষ্যতি ন জানীমঃ।] (৬০)

গোপীনাথাচার্যঃ—(আকর্ণ্য) মুকুন্দ ! শ্রুতম্ ?

মুকুন্দঃ—তবানুতাপেনৈব দেবেনেদমধ্যবসিতম্।

ভৃত্যৌ—আঅচ্ছ, অম্হে গোবীণাহাচালিঅং মগ্গেম। [আগচ্ছ বয়ং গোপীনাথাচার্যং মৃগয়াম।] (ইতি নিষ্ক্রান্তৌ)

প্রথম ভৃত্য—আরে জানিস্ না, ভট্টাচার্য শয়ন হইতে না উঠিতেই ইনি অকস্মাৎ শয়ন ঘরের দরজায় গিয়া উপস্থিত। তাঁহাকে দেখিয়া ব্রাহ্মণ বালক ডাকিল—'ভট্টাচার্য, ভট্টাচার্য! উঠ উঠ সেই সন্ন্যাসী আসিয়াছে।' ডাক শুনিয়া ভট্টাচার্য সসম্ভ্রমে শয়ন হইতে উঠিয়া ঐ সন্ন্যাসীর চরণে গিয়া পড়িলেন। ইনি জগন্নাথের প্রসাদ হাতে ধরিয়া বলিলেন—'ভোজন কর।' ইহাতে আমাদের প্রভু ভট্টাচার্য যিনি কখনও আহ্নিক না করিয়া অন্নপ্রসাদ খান না সেই প্রভু উন্মত্তের ন্যায় অবিচারে প্রাপ্তিমাত্রে সেই অন্ন গিলিলেন। স্নান না করিয়াই, মুখ প্রক্ষালণ না করিয়াই সেই অন্ন গিলিয়া তিনি উন্মত্তের মত হইয়া গেলেন—তাহার সর্বাঙ্গ কণ্টকিত হইয়া উঠিল, নয়নজলে বসন ভিজিয়া গেল, কণ্ঠ ঘড়্ ঘড়্ করিতে লাগিল,—মৃগীরুগীর মত বিবশ হইয়া ভূমিতে লুটাইতে লাগিলেন। কি যে হইবে জানি না। (৬০)

গোপীনাথ আচার্য—(শুনিয়া) মুকুন্দ শুনিলে তো ?

মুকুন্দ—তোমার অনুতাপের দ্বারা চালিত হইয়াই ভগবান্ এই লীলা করিলেন।

গোপীনাথাচার্যঃ—ভদ্রং ভো ভদ্রম্, যদাভ্যামহং ন দৃষ্টঃ, তদিতঃ স্থিত্বা দামোদর-জগদানন্দৌ প্রতিপালয়াব।

(ইতি তথা কুরুতঃ।) (৬১)

(ততঃ প্রবিশতি বিস্ময়ং নাটয়ন্ দামোদরঃ)

দামোদরঃ—৩১। বিনা বারীং বদ্ধো বনমদকরীন্দ্রো ভগবতা
বিনা সেকং স্বেষাং শমিত ইব হৃত্তাপদহনঃ।
যদৃচ্ছাযোগেন ব্যরচি যদিদং পণ্ডিতপতেঃ
কঠোরং বজ্রাদপ্যমৃতমিব চেতোঽস্য সরসম্।

গোপীনাথাচার্যঃ—(উপসৃত্য) দামোদর ! কিং তৎ ?

দামোদরঃ—অস্তি রহস্যং কথয়িষ্যামঃ। কিন্তু ময়া ভবদর্থমিত আগতম্। দ্বারান্তরেণ নিষ্ক্রম্য লব্ধাবাসং ভগবন্তমনুসরাম।

(ইতি ত্রয়ঃ কতিচিৎ পদানি পরিক্রামন্তি।)

(দামোদরঃ 'বিনা বারীম্' ইত্যাদি পঠিত্বা সর্বমেব কথয়তি।)

প্রতিপালয়াব উপসর্গেণ ধাত্বর্থং বলাদন্যত্র নীয়তে ইতি মৃগয়াব ইত্যর্থঃ। (৬১)
বারীং হস্তিবন্ধনীং আন্দু ইতি খ্যাতিঃ। স্বেষাং গোপীনাথাচার্য্যাদীনাং।

ভৃত্যদ্বয়—চল, আমরা গোপীনাথ আচার্যকে খুঁজিগা। (উভয়ের প্রস্থান)

গোপীনাথ আচার্য—ভাল ভাল, ইহারা আমাদের দেখিতে পায় নাই, অতএব আমরা এখানেই থাকিয়া দামোদর-জগদানন্দের জন্য অপেক্ষা করি।

(এই বলিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন) (৬১)

(অতঃপর আশ্চর্যভাবে দামোদরের প্রবেশ)

দামোদর—৩১। অহো মদমত্ত বন্যহস্তী বারী (হস্তিবন্ধনী) বিনাই বদ্ধ হইল, জলসেক বিনাই আপ্তবর্গের হৃত্তাপদহন যেন নির্বাপিত হইল। পরমসতন্ত্র শ্রীভগবানের কৃপামৃতসেচনে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ এই পণ্ডিতের বজ্র হইতেও কঠিন হৃদয় অমৃতের ন্যায় সরস হইয়া উঠিল।

গোপীনাথ আচার্য- (নিকটে যাইয়া) দামোদর, কি ব্যাপার ?

দামোদর—কিছু রহস্য আছে,—পরে বলিব। কিন্তু আগে শোন,—তোমার জন্য এখানে আসিয়াছি, ভগবান্ অন্য দ্বার দিয়া বাহির হইয়া নিজের ঘরে গিয়াছেন, চল আমরা সেখানে যাই।

গোপীনাথাচার্যঃ—শ্রুতমেব সর্বং মিথঃ কথয়তোস্তদ্ভৃত্যয়োঃ প্রমুখতঃ।

দামোদরঃ—ত্বৈব প্রসাদাদিদং তস্য সৌভাগ্যম্, তদেহি শীঘ্রং ভগবৎসমীপমনুসরাম। যদয়ং ভট্টাচার্যোঽপি কৃতাহ্নিকস্তত্রাগতপ্রায় এব, ইদানীমস্যাশয়ো গম্যঃ। তদানীং বাক্‌প্রয়োগ এব মা ভূৎ।

(ইতি পরিক্রামন্তি।) (৬২)

(ততঃ প্রবিশতি কৃতাসনপরিগ্রহো ভগবান্ নিত্যানন্দো জগদানন্দশ্চ।)

ভগবান্—জগদানন্দ ! ক্বাসৌ গোপীনাথাচার্যঃ ?

জগদানন্দঃ—অয়ময়ং দামোদর-মুকুন্দাভ্যাং ত্বরমাণ আচার্যঃ।

গোপীনাথাচার্যঃ—(উপসৃত্য) জয়তি জয়তি পরমকারুণিকঃ।

জগদানন্দঃ—অহো কথময়মশ্রুতপূর্বস্তে ব্যাহারবিলাসঃ ?

ত্রয়ঃ গোপীনাথাচার্য্য মুকুন্দ দামোদরাঃ। তব গোপীনাথাচার্য্যস্য। অস্য ভট্টাচার্যস্য। তদানীং মহাপ্রসাদগ্রহণেন ভাবাবিষ্টকালে। (৬২)

অশ্রুত পূর্বঃ ন শ্রুত পূর্বঃ যঃ এবম্ভূতঃ তব উক্তিবিলাসঃ।

(অতঃপর তিনজনে সম্মুখে চলিতে লাগিলেন)

(দামোদর 'বিনা বারীম্' শ্লোকটি পাঠ করিয়া আদ্যপান্ত সব কথা বলিতে লাগিলেন।)

গোপীনাথ আচার্য—ভৃত্যগণ যখন পরস্পর বলাবলি করিতেছিল, সেই সময় সকল কথাই আমরা গোপনে থাকিয়া শুনিয়াছি।

দামোদর—তোমার প্রসাদেই তাঁহার এইরূপ সৌভাগ্য, অতএব শীঘ্র চল ভগবানের নিকটে যাই। যেহেতু ভট্টাচার্যও আহ্নিক সারিয়া এই তথায় আসিলেন বলিয়া, তখন ইঁহার অভিপ্রায় জানা যাইবে, তখন তো কোন কথাই হয় নাই।

(এই বলিয়া পায়চারি করিতে লাগিলেন) (৬২)

(অতঃপর দেখা গেল মঞ্চের উপরে আসনে উপবিষ্ট ভগবান্, নিত্যানন্দ ও জগদানন্দ)

ভগবান্—জগদানন্দ ! গোপীনাথ আচার্য কোথায় ?

জগদানন্দ—দামোদর-মুকুন্দের সহিত এই যে আচার্য তাড়াতাড়ি আসিতেছেন।

গোপীনাথ আচার্য—(নিকটে যাইয়া) পরমকারুনিকের জয় হউক।

গোপীনাথাচার্যঃ—স খলু ভবতামেব বেদ্যঃ। (ইত্যুপসৃত্য প্রণমতি।) (৬৩)

(নেপথ্যে)

স্বামিন্! নায়ং পন্থাঃ শ্রীজগন্নাথালয়োপসর্পণায়।

ভগবান—(আকর্ণ্য) জ্ঞায়তামাচার্য কিমেতৎ।

গোপীনাথাচার্যঃ—(নেপথ্যাভিমুখমবলোক্য) জ্ঞাতং জ্ঞাতম্। অয়ময়ং ভট্টাচার্যঃ শ্রীজগন্নাথমদৃষ্ট্বৈব ভগবচ্চরণোপসর্পণার্থমাগচ্ছতি।

দামোদরঃ—পূর্বৈব জ্ঞাতমস্তি।

(ইতি সর্বে তন্মুখমীক্ষমাণাস্তিষ্ঠন্তি।) (৬৪)

(ততঃ প্রবিশতি বিস্ময়োৎফুল্লমনাঃ সার্বভৌমঃ)

সার্বভৌমঃ—(স্বগতম্) অহো অবিতথমেবাহ গোপীনাথাচার্যঃ। অস্মাকমপি চেতো যদীদৃশমজনি, তদয়মীশ্বর এব। (ইতি সোৎকণ্ঠং পরিক্রম্য) অহো

স মম উক্তিবিলাসঃ। (৬৩)

নেপথ্যে সার্বভৌমভট্টাচার্যস্য ভৃত্যস্য উক্তিঃ হে স্বামিন্ ভট্টাচার্য। (৬৪)

জগদানন্দ—অহো, কেন আজ তোমার এই অশ্রুতপূর্ব ব্যবহারবিলাস ?

গোপীনাথ আচার্য—তাহাতো আপনাদের বেশ ভালই জানা আছে। (এই বলিয়া নিকটে যাইয়া প্রণাম করিলেন) (৬৩)

(নেপথ্যে)

স্বামিন্, জগন্নাথমন্দিরে যাইবার পথ এ নয়।

ভগবান্—আচার্য, জানতো কি ব্যাপার ?

গোপীনাথ আচার্য—(নেপথ্যের দিকে লক্ষ্য করিয়া) বুঝিলাম, বুঝিলাম, আমাদের ভট্টাচার্য শ্রীজগন্নাথ না দেখিয়াই প্রথমে শ্রীগৌরহরির চরণতলে আসিতেছে।

দামোদর—ইহা আমাদের জানাই ছিল।

(এই বলিয়া সকলে তাহার প্রতীক্ষায় রহিলেন) (৬৪)

(অতঃপর প্রবেশ বিস্ময়ে উৎফুল্লভাবে সার্বভৌম)

সার্বভৌম—(স্বগত) অহো গোপীনাথ আচার্য সত্যই বলিয়াছিল। আমাদের চিত্তেও যখন এইরূপ ভাবের উদয় হইতেছে তখন ইনি নিশ্চয়ই ঈশ্বর হইবেন। (এই বলিয়া উৎকণ্ঠার সহিত পায়চারি করিয়া

ইদমস্মন্মাতৃস্বসুঃ পুরম্। তদ্যাবৎ প্রবিশামি। (ইতি প্রবেশং নাটয়তি।)

(আচার্য উত্থায়াভিগচ্ছতি।)

সার্বভৌমঃ—(অগ্রে অবলোক্য) আচার্য! কিং কুর্বন্তি স্বামিনঃ?

আচার্যঃ—ইত ইত আগচ্ছন্তু ভবন্তঃ।

সার্বভৌম—(উপসৃত্য ভগবন্তং দণ্ডবৎ প্রণম্যাঞ্জলিং বদ্ধা।)

৩২। নানালীলারসবশতয়া কুর্বতো লোকলীলাং
সাক্ষাৎকারেঽপি চ ভগবতো নৈব তত্ত্ববোধঃ।
জ্ঞাতুং শক্নোত্যহহ ন পুমান্ দর্শনাৎ স্পর্শরত্নং
যাবৎ স্পর্শাজ্জনয়তিতরাং লোহমাত্রং ন হেম।

অপি চ,

৩৩। স্বজনহৃদয়সদ্মা নাথ পদ্মাধিনাথো,
ভুবি চরসি যতীন্দ্রচ্ছদ্মনা পদ্মনাভঃ।
কথমিহ পশুকল্পাস্ত্বামনল্পানুভাবং,
প্রকটমনুভবামো হন্ত বামো বিধির্নঃ॥ (৬৫)

ইদং প্রেমাবেশেন সন্দেহত্বাৎ ইদং যাবদিতি নিরূপয়তি। (৬৫)

অহো এইতো আমার মাসিমাতার বাড়ী-না? ভিতরে যাইয়া দেখি।

(সার্বভৌমের প্রবেশ, আচার্য উঠিয়া আগাইয়া গেলেন।)

সার্বভৌম—(সম্মুখে তাকাইয়া) আচার্য! স্বামী কি করিতেছেন?

আচার্য—এ দিকে, এ দিকে আসুন আপনি।

সার্বভৌম—(ভগবানের নিকট যাইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করতঃ অঞ্জলিবদ্ধভাবে স্তব করিতে লাগিলেন।)

৩২। নানা লীলারস-আস্বাদনের জন্য ভগবান্ মনুষ্যবৎ আচরণ করিয়া থাকেন, সাক্ষাৎ দর্শনেও কখনই তত্ত্বতঃ তাহাকে বোঝা যায় না। হায় হায় লোকে চোখের দেখা দেখিয়া স্পর্শরত্ন চিনিতে পারে না, যে পর্যন্ত-না ইহা স্পর্শমাত্র সামান্য লোহাকে সোনা করিয়া দেয়।

আরও,

৩৩। হে স্বজন-হৃদয়-মন্দির দেবতা! হে রমানাথ! হে পদ্মনাভ! তুমি এই জগতে সন্ন্যাসের ছলে বিচরণ করিতেছ। পশুকল্প আমরা কি করিয়া তোমার মহাপ্রভাবসম্পন্ন এই আবির্ভাবকে অনুভব করিতে পারিব,—

ভগবান্—(কর্ণৌ পিধায়) ভট্টাচার্য ! ভবদ্বাৎসল্যপাত্রমেবাস্মি, তৎ কিমিদমুচ্যতে ? (স্বগতম্) অহো ইদানীমস্যাশয়ঃ পরীক্ষণীয়ঃ । (প্রকাশম্) হংহো মহাশয় ! নিরুচ্যতাং কস্তাবৎ শাস্ত্রার্থঃ ।

ভট্টাচার্যঃ—(অঞ্জলিং বদ্ধা) ভগবন্ !

৩৪ । শাস্ত্রং নানামতমপি তথা কল্পিতং স্বস্বরুচ্যা
নোচেত্তেষাং কথমিব মিথঃ খণ্ডনে পণ্ডিতত্বম্ ।
তত্রোদ্দেশ্যং কিমপি পরমং ভক্তিযোগো মুরারে-
নিষ্ক্রাম্যো যঃ স হি ভগবতোঽনুগ্রহেণৈব লভ্যঃ ॥ (৬৬)

অপি চ, ৩৫ । বেদাঃ পুরাণানি চ ভারতঞ্চ, তন্ত্রাণি মন্ত্রা অপি সর্ব এব ।
ব্রহ্মৈব বস্তু প্রতিপাদয়ন্তি, তত্ত্বেঽস্য বিভ্রাম্যতি সর্ব এব ॥

প্রকাশং নাটয়তি ভগবান্ । মহাশয় হে ভট্টাচার্য ।
তেষাং স্বস্ব রুচিকানাং । তত্র শাস্ত্রে । (৬৬)
অপিচ শাস্ত্রাণাং মতমাহ । সর্বে শাস্ত্রাঃ । তত্ত্বে ভগবত্তত্ত্বে ।

হায় হায় বিধি আমাদের বাম । (৬৫)

ভগবান্—(কানে আঙুল দিয়া) ভট্টাচার্য, আমি আপনার স্নেহের পাত্র—অতএব এ সব কি বলিতেছেন ? (স্বগত) অহো এখন ইঁহার চিত্তের ভাব পরীক্ষা করা যাউক । (প্রকাশ্যে) ওহে মহাশয় ! শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য কি তাহা বিশেষভাবে বলুন তো ।

ভট্টাচার্য—(অঞ্জলিবদ্ধভাবে) ভগবন্ !

৩৪ । শাস্ত্রে যে নানামত আছে তাহা নিজ নিজ রুচিভেদে মুনিগণের দ্বারা কল্পিত । তা' না হইলে আর তাঁহাদের পরস্পর মতখণ্ডনে পাণ্ডিত্য প্রকাশ হইবে কি করিয়া ? শাস্ত্রের কোনও এক অনির্বচনীয় পরম-উদ্দেশ্য যাহা পাওয়া যায় তাহা হইল,—শ্রীরাধানাথে ভক্তিযোগ । ইহা একমাত্র শ্রীভগবানের অনুগ্রহলভ্য । (৬৬)

উপরন্তু,

৩৫ । বেদ-পুরাণ-মহাভারত-তন্ত্রমন্ত্র সকল শাস্ত্রই ব্রহ্মকে বস্তুরূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন, কিন্তু এই নির্গুণ ব্রহ্মের আশ্রয় সগুণ ভগবানের তত্ত্ব নিরূপণ করিতে যাইয়া সকলেই বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন ।

যতঃ ৩৬। যস্মিন্ বৃহত্ত্বাদথ বৃহংহণত্বা-, ন্মুখ্যার্থবত্ত্বে সবিশেষতায়াম্।
যে নির্বিশেষত্বমুদীরয়ন্তে, তে নৈব তৎ সাধয়িতুং সমর্থাঃ ॥

তথা হি—(হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে)

৩৭। "যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্বিশেষং, সা সাভিধত্তে সবিশেষমেব।
বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং, প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব ॥" (৬৭)

তথা হি (তৈ০ ৩।৬।১ "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেনৈব জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি" ইত্যাদিকয়া শ্রুত্যা অপাদান-করণ-কর্মাদিকারকত্বেন বিশেষবত্ত্বপত্তেঃ। এবং (তৈ০ ৩।১।১) "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদিকয়া (বৃহ০ ১।২।৫) "স ঐক্ষত" ইত্যাদৌ, (তৈ০ ২।৬।২) "সোঽকাময়ত" ইত্যাদৌ চ 'ঈক্ষণং পর্যালোচনম্, কামঃ সঙ্কল্পঃ' ইত্যাভ্যামপি বিশেষবত্ত্বান্ন তাবন্নির্বিশেষত্বমুপপন্নং ভবতি। আয়াতে চ বিশেষে রূপস্যাপি বিশেষা-দায়াতং বিশেষবত্ত্বম্, ন তু তদ্রূপং প্রাকৃতং

যস্মিন্ ভগবতি। সবিশেষং সাকার ব্রহ্ম। তাসাং শ্রুতীনাং (৬৭)
প্রত্যয়ন্তি জ্ঞানং কুর্বন্তি। স আনন্দঃ। পর্যালোচনং সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়াদি কর্তৃত্বং। (৬৮)

যেহেতু, ৩৬। তত্ত্ববস্তু নিজে পরমবৃহত্তম বলিয়া এবং তিনিই বিশ্বের সকল বস্তুকে বৃহৎ করিয়া তোলেন বলিয়া মুখ্যার্থে তাঁহার সবিশেষতাই স্থাপিত হয়, যাহারা নিবিশেষবাদী তাহারা কিন্তু তাহাদের মত কখনই স্থাপন করিতে সমর্থ নন।

এ সম্বন্ধে শাস্ত্রবাক্য,—(হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে)

৩৭। যে যে শ্রুতি তত্ত্ববস্তুর নির্বিশেষপর বাক্য বলিয়াছেন সেই সেই শ্রুতিই আবার সবিশেষপর বাক্যও বলিয়াছেন। হায় হায় বিচার করিলে কিন্তু সবিশেষপর বাক্যই মুখ্যরূপে স্থাপিত হয়। (৬৭)

এ বিষয়ে প্রমাণ (তৈ° ৩।৬।১) 'আনন্দ হইতেই এই সব জীব জাত হইয়াছে, এই জীবসমূহ আনন্দের দ্বারাই জীবিত আছে, আনন্দই আস্বাদন করিতেছে, এবং শেষে আনন্দেই প্রবেশ করিতেছে।' এই সব শ্রুতিতে অপাদান-করণ-কর্ম কারকের ব্যবহার থাকাতে সবিশেষত্বই স্থাপিত হইল। এবং (তৈ° ৩।১।১)—যাহা হইতে এই সকল প্রাণী জন্মিয়াছে' ইত্যাদি, (বৃহ° ১।২।৫) 'তিনি ঈক্ষণ করিয়াছিলেন' ইত্যাদি,

(ব্র০সূ০ ১।১।২৪) "জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ" ইতি জ্যোতিষোঽপ্রাকৃতত্বং যথা সাধ্যতে, তথা তস্য রূপস্যাপীতি। কেবল নির্বিশেষত্বে শূন্যবাদাবসরঃ প্রসজ্যেত। তেন ব্রহ্ম-শব্দো মুখ্য এব, মুখ্যত্বেন ভগবান্ ব্রহ্মেত্যবাশিষ্টম্। (৬৮)

তথা চ—(ভা০ ১।২।১১)

৩৮। "বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥"

স্বপক্ষ-রক্ষণগ্রহগ্রহিলাস্তু মুখ্যার্থাভাবাভাবেঽপি লক্ষণয়া নিরূপয়িতুমশক্যমপি নির্বিশেষত্বং যে প্রতিপাদয়ন্তি, তেষাং দুরাগ্রহমাত্রম্, বস্তুতস্তু,

---

শব্দ্যতে কথ্যতে। (৬৯)

(তৈ° ২।৬।২) তিনি কামনা করিয়াছিলেন' ইত্যাদি। 'শ্রুতির এই 'ঈক্ষণ' শব্দের অর্থ পর্যালোচনা ও 'কাম' শব্দের অর্থ সঙ্কল্প।' এই সব অর্থ হইতে সবিশেষত্বই স্থাপিত হয় নির্বেশষত্ব নয়। এইরূপে সবিশেষত্ব স্থাপিত হইলে শ্রীভগবৎরূপ হস্ত-পদ-চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা ইত্যাদি বিশেষের দ্বারা বিশেষান্বিত বলিয়াই প্রমাণিত হয়। এইপ্রকার হইলেও তাঁহার এই রূপ কিন্তু প্রাকৃত নয়। ইহার প্রমাণ (ব্র° সূ° ১।১।২৪) সূত্রে পাওয়া যায়, যথা,—'শ্রীভগবানের শ্রীচরণকে জ্যোতির্ময় বলা হইয়াছে।" 'জ্যোতি' শব্দের অর্থ 'অপ্রাকৃত' বলিয়া শ্রীভগবৎরূপের অপ্রাকৃতত্ব প্রমাণিত হইল। কেবল-নির্বিশেষবাদ স্থাপন করিতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে শূন্যবাদ স্থাপনেরও অবসর দেওয়া হয়। অতএব শ্রুতির মুখ্য ব্রহ্ম-শব্দের দ্বারা ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভাবন্‌কেই মুখ্যরূপে বলা হইয়াছে। (৬৮)

এ বিষয়ে প্রমাণ—(ভা° ১।২।১১)

৩৮। যাহা অদ্বয়জ্ঞান (শ্রীকৃষ্ণ) তাঁহাকেই তত্ত্ববিদ্‌গণ তত্ত্ব বলেন আর সেই তত্ত্বই (শ্রীকৃষ্ণই) ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ এই তিন রূপে অভিহিত হন।

কিন্তু স্বপক্ষ-রক্ষণরূপ-গ্রহগ্রস্ত ব্যক্তিগণ মুখ্যার্থের অভাবেও এবং লক্ষণা দ্বারাও নিরূপণ করিতে অসমর্থ হইলেও নির্বিশেষবাদ-যে স্থাপন করেন সে তাঁহাদের দুরাগ্রহ মাত্র। বস্তুতস্তু—

৩৯। "আনন্দো দ্বিবিধঃ প্রোক্তো মূর্তামূর্তপ্রভেদতঃ।
অমূর্তস্যাশ্রয়ো মূর্তো মূর্তানন্দোঽচ্যুতো মতঃ ॥
৪০। অমূর্তঃ পরমাত্মা চ জ্ঞানরূপশ্চ নির্গুণঃ।
স্বস্বরূপশ্চ কূটস্থো ব্রহ্ম চেতি সতাং মতম্ ॥
৪১। অমূর্তমূর্তয়োর্ভেদো নাস্তি তত্ত্ববিচারতঃ।
ভেদস্তু কল্পিতো বেদৈর্মনি-তত্তেজসোরিব ॥"

ইতি হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রম্। (৬৯)

তথা কপিলপঞ্চরত্রেঽপি অগস্ত্যং প্রতি কপিলবাক্যম্—

৪২। "দ্বে ব্রহ্মণী তু বিজ্ঞেয়ে মূর্তঞ্চামূর্তমেব চ।
মূর্তামূর্তস্বরূপোঽয়ং ধ্যেয়ো নারায়ণো বিভুঃ ॥"

ইতি পাঞ্চরাত্রিকমতমেব নির্মৎসরম্। কেবলং নির্বিশেষ-ব্রহ্মবাদিনস্তু অমূর্তানন্দমেব ব্রহ্মেতি নিরূপয়ন্তঃ স্ববাসনাপারুষ্যমেব প্রকটয়ন্তি, ন তু তে নির্বিশেষত্বং স্থাপয়িতুং শক্নুবন্তি। (৭০)

পরোৎকর্ষাসহনং মৎসরং তদ্রহিতং। (৭০)

৩৯। মূর্ত ও অমূর্ত ভেদে আনন্দ দ্বিবিধ—এইরূপ শাস্ত্রে বলা আছে। অমূর্ত আনন্দের আশ্রয় হইল মূর্ত আনন্দ—এই মূর্ত আনন্দই শ্রীকৃষ্ণ—ইহাই শাস্ত্রের মত।

৪০। পরমাত্মা, জ্ঞানরূপ, জ্ঞানস্বরূপ এবং নির্বিকার ব্রহ্মই অমূর্ত আনন্দ—ইহাই বিজ্ঞজনের মত।

৪১। বেদের তত্ত্ব যদি যথার্থ বিচার করা যায় তবে দেখা যাইবে অমূর্ত ও মূর্ত আনন্দে ভেদ নাই—কিন্তু বেদে যে ভেদ দেখান হইয়াছে তাহা মণির সঙ্গে তাহার জ্যোতির ভেদের ন্যায়। ইতি হয়শীর্ষপঞ্চরাত্র। (৬৯)

কপিলপঞ্চরাত্রেও অগস্ত্যের প্রতি কপিলের বাক্যে এইরূপ আছে,—

৪২। 'দুই ব্রহ্মকে জানিবে—এক মূর্ত অপর অমূর্ত। মূর্ত-অমূর্ত স্বভাব এই বিভু নারায়ণকে ধ্যান কর।'

এই পঞ্চরাত্রের মত নির্মৎসর। নির্বিশেষ-ব্রহ্ম-বাদীগণ কেবল অমূর্ত-আনন্দই ব্রহ্ম এইরূপ নিরূপণ করিয়া তাহাদের নিজের বাসনা-পারুষ্যই প্রচার করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহারা কেবল-নির্বিশেষবাদ স্থাপন করিতে পারেন না। (৭০)

পাঞ্চরাত্রিকমত-স্বীকারে তু "আনন্দং ব্রহ্মণো রূপম্", (ছা০ ৬।২।১) "একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম" ইত্যাদি চ সিধ্যতি রূপবত্বেন মূর্তত্বং "মণিতত্তেজসোরিব" ইত্যুক্তেনাদ্বিতীয়ত্বম্। তেন ভগবানেব ব্রহ্মেতি সর্বশাস্ত্রমতম্। বাসনাবৈশিষ্ট্যাদেব মূর্তানন্দে ভগবতি লীলাবিগ্রহমিতি মন্বানা অমূর্তানন্দমেব ব্রহ্মেতি কেচিদাহুঃ। পাঞ্চরাত্রিকাস্ত্ববিগীতশিষ্টাঃ, ভগবদুপাসকত্বাৎ; তেন তদা-চরিতেনৈব বেদার্থা অনুমীয়ন্তে।

তথা চ,

৪৩। শাখাঃ সহস্রং নিগমদ্রুমস্য, প্রত্যক্ষসিদ্ধো ন সমগ্র এষঃ।
পুরাণবাক্যৈরবিগীতশিষ্টা,-চারৈশ্চ তস্যাবয়বোঽনুমেয়ঃ॥ (৭১)

অত্র পুরাণবচনানি যথা—(ভা০ ১০।১৪।৩২) "যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং

মন্বানা মনজ্ঞানে শান প্রত্যয়ঃ। অবিগীতং বেদবিষয়ঃ তস্মিন্ শিষ্টাঃ। তদাচরিতেন বেদ বিষয় শিষ্টানামাচরিতেন তেন। তস্য নিগমদ্রুমস্য। (৭১)

পঞ্চরাত্রের মত স্বীকার করিলে—'আনন্দই ব্রহ্মের রূপ', (ছা° ৬২।১) 'ব্রহ্ম এক অদ্বিতীয় বা অখণ্ড তত্ত্ব' ইত্যাদি বচন সিদ্ধ হয়—রূপ শব্দের ব্যবহারে জানা গেল ব্রহ্ম সাকার। মণি ও মণির তেজ দৃষ্টান্তে অদ্বয়ত্ব সিদ্ধ হইতেছে। অতএব ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবানকেই 'ব্রহ্ম' শব্দে বলা হইয়াছে,—ইহা সর্বশাস্ত্র সম্মত। কোন কোন ব্যক্তি নিজ নিজ অভিপ্রায় বৈশিষ্ট্যের দরুণ মনে করেন মূর্তানন্দ ভগবান্ হইলেন লীলাবিগ্রহ, অমূর্তানন্দই ব্রহ্ম * পঞ্চরাত্রের মতে যাঁহারা চলেন তাহারাই নির্দোষ ও শিষ্ট তাঁহারা ষড়ৈশ্বর্য-মাধুর্য-পূর্ণ শ্রীভগবানের উপাসক। তাঁহাদের আচরণ হইতেই বেদের তাৎপর্য অনুমান করা যায়।

এ বিষয়ে প্রমাণ,—

৪৩। বেদরূপ কল্পতরুর সহস্র শাখা,—সমগ্র বেদ কাহারও প্রত্যক্ষসিদ্ধ হইতে পারে না। পুরাণ বাক্য এবং মহাজনের আচরণ এই দুই হইতে বেদাঙ্গের অনুমাণ করিয়া লইতে হয়। (৭১)

এখানে পুরাণবাক্য যথা—(ভা° ১০।১৪।৩২) "পরমানন্দ পূর্ণব্রহ্ম সনাতন

---

* ইহাদের বক্তব্য হইল—মূল হইলেন অমূর্ত আনন্দ বা ব্রহ্ম তিনিই লীলার জন্য নানা রূপ ধরেন।

ব্রহ্ম সনাতনম্” ইত্যাদি পূর্ণং রূপবত্ত্বেন, নির্বিশেষন্তু ব্রহ্ম অপূর্ণং নিরূপমিত্যর্থঃ। শিষ্টাস্তু সাত্বতাস্তেষাং মতম্, বাসুদেবপরা দেবতা বাসুদেবপরাৎ পরমাত্মনঃ সঙ্কর্ষণো জীব ইত্যাদি, জীবয়তি জীবং করোতীতি জীবঃ, ন তু স্বয়ং জীবঃ ; স চাত্মা ;—(ভা° ৬।১৬।৫১) “শব্দব্রহ্ম পরং ব্রহ্ম মমোভে শাশ্বতী তনু” ইতি তদুক্তেঃ। তস্মাদেব জীবসৃষ্টিরিত্যর্থঃ। ততো মূর্তানন্দ এব কৃষ্ণ ইতি শাস্ত্রার্থঃ।

ভগবান্—সাধু সাধু, তদিদানীং পুণ্ডরীকাক্ষ-দর্শনায় সাধয়।

ভট্টাচার্যঃ—যথাজ্ঞাপয়তি দেবঃ (ইতি দামোদর-জগদানন্দৌ গৃহীত্বা নিষ্ক্রান্তঃ) (৭২)

মুকুন্দঃ—কথময়মেতৌ গৃহীত্বা গতঃ ?

গোপীনাথাচার্য—অস্তি নিগূঢ়ম্, কিন্তু দেব ! স এবায়ং ভট্টাচার্যঃ ?

ভগবান্—মহাভাগবতস্য ভবতঃ সঙ্গাদন্যথৈব জাতঃ।

গোপীনাথাচার্যঃ—(বিহস্য) এবমেব। (৭৩)

তৎ ভগবতঃ। (৭২)

দেব হে কৃষ্ণচৈতন্য। (৭৩)

যাঁহাদের মিত্র” ইত্যাদি, এখানে ‘পূর্ণ’ শব্দ ব্যবহারের তাৎপর্য হইল শ্রীকৃষ্ণ রূপবান্, কাজেই রূপহীন নির্বিশেষ ব্রহ্ম যে অপূর্ণ তাহাও এই শ্লোক হইতে পাওয়া যাইতেছে। এই ভক্তগণের মত হইল—দেবতাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্রীবাসুদেব, পরমপুরুষ বাসুদেব হইতে ভগবান্ শ্রীসঙ্কর্ষণ-জীবের উদ্ভব,—এখানে জগতের চৈতন্যদায়ক ও জীবের সৃষ্টিকর্তা বলিয়া জীব শব্দের ব্যবহার—জীব অর্থ এখানে ভগবান্, সাধারণ জীব নহে। তিনি পরমাত্মাও,—(ভা° ৬।১৬।৫৩) শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—‘শব্দব্রহ্ম ও পরংব্রহ্ম এই উভয়েই আমার নিত্য তনু,’—এই কথা বলাতে শ্রীকৃষ্ণ হইতেই যে সঙ্কর্ষণ-জীবের সৃষ্টি তাহা পাওয়া গেল। অতএব মূর্তানন্দই শ্রীকৃষ্ণ—ইহাই শাস্ত্রার্থ।

ভগবান্—ভাল ভাল—আচ্ছা এখন পুণ্ডরীকাক্ষ-শ্রীজগন্নাথের দর্শনের ব্যবস্থা কর।

ভট্টাচার্য—ভগবানের যেরূপ আদেশ। এই বলিয়া দামোদর জগদানন্দকে লইয়া প্রস্থান) (৭২)

মুকুন্দ—ইনি কেন ইহাদের সঙ্গে লইয়া গেলেন ?

গোপীনাথ আচার্য—নিগূঢ় কিছু আছে, কিন্তু দেব ! সেই এই ভট্টাচার্য।

(ততঃ প্রবিশতোঽপটীক্ষেপেণ দামোদর-জগদানন্দৌ)

দামোদর-জগদানন্দৌ—দেব ! ভট্টাচার্যেণ পদ্যদ্বয়ং ভৈক্ষ্যমন্নঞ্চ ভগবজ্জগন্নাথ-ভুক্তাবশিষ্টং প্রহিতমস্তি।

ভগবান্—অনুগৃহীতোঽস্মি।

মুকুন্দ—পদ্যদ্বয়ং পশ্যামি। (ইতি তৎকরাৎ পত্রিকামাদায় স্বগতং বাচয়তি।·)

৪৪। "বৈরাগ্যবিদ্যানিজভক্তিযোগ-, শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী, কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে॥

৪৫। কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ, প্রাদুষ্কর্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে, গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ॥"

(ইতি বাচয়িত্বা ভিত্তৌ বিলিখ্য দেবহস্তে দদাতি।)

(ভগবান্ আলোক্য বিদারয়তি।)

ভগবান্—মহাভাগবত আপনার সঙ্গগুণে এই পরিবর্তন হইয়াছে।

গোপীনাথ আচার্য—(হাসিয়া) তাই হইবে। (৭৩)

(যবনিকা-অপসারণ হইল, দামোদর-জগদানন্দের প্রবেশ)

দামোদর-জগদানন্দ—দেব ! ভট্টাচার্য এই পদ্যদ্বয় এবং জগন্নাথের প্রসাদ এই অন্ন পাঠাইয়াছেন।

ভগবান্—অনুগৃহীত হইলাম।

মুকুন্দ—পদ্য দুইটি দেখি। (এই বলিয়া পত্র হাতে করিয়া স্বগত পড়িতে লাগিলেন)

৪৪। বৈরাগ্যবিদ্যা-নিজভক্তিযোগ শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বিগ্রহধারী এক কৃপানিধি সনাতনপুরুষ আমার সম্মুখে উপস্থিত,—আমি তাহার শ্রীচরণ-কমলে প্রণত হইতেছি।

৪৫। কালবশে নিজভক্তিযোগ আবৃত হইলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামক যে পুরুষ তাহা পুন-প্রবর্তণের জন্য আবির্ভূত হইয়াছেন—তাঁহার পাদপদ্মে আমার চিত্তভৃঙ্গ গাঢ়রূপে লীন হউক।

(শ্লোক দুইটি পড়িবার পর ভিত্তিগাত্রে লিখিয়া রাখিয়া মহাপ্রভুর হাতে দিলেন)

(ভগবান্ উহা দেখিয়া ছিড়িয়া ফেলিয়া দিলেন)

গোপীনাথাচার্যঃ—দেব! মধ্যাহ্নো জাতস্তদুত্তরকরণীয়ায় সজ্জীভবন্তু শ্রীচরণাঃ।

সর্বে—এবমেব। (ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ) (৭৪)

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ে শ্রীসার্বভৌমানুগ্রহো নাম ষষ্ঠোঽঙ্কঃ ॥৬॥

গোপীনাথ আচার্য—প্রভু! মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত অতএব মধ্যাহ্নকৃত্য করিবার জন্য আপনি প্রস্তুত হউন।

সকলে—তা'ই হউক। (এই বলিয়া প্রস্থান) (৭৪)

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ে শ্রীসার্বভৌমানুগ্রহো নাম ষষ্ঠ অঙ্ক।

সপ্তমোঽঙ্কঃ

(ততঃ প্রবিশতি সার্বভৌমঃ)

সার্বভৌমঃ—অহো কথমত্যাসময় এব গজপতিনা সমাহূতোঽস্মি, তদুচিতমুপসর্পিতুম্। (ইত্যুপসর্পতি।)

(ততঃ প্রবিশতি রাজা, অভিতশ্চ পরীবারাঃ)

রাজা—কঃ কোঽত্র ভোঃ! সমাহূয়তাং ভট্টাচার্যঃ।

(উপসৃত্য)

ভট্টাচার্যঃ—এষোঽহমনাহ্বানেনৈবাগতঃ।

রাজা—(প্রণম্য) ইদমাসনমাস্যতাম্।

(ভট্টাচার্য আশিষং প্রযুজ্যাসনমধ্যাস্তে।)

রাজা—ভট্টাচার্য! শ্রুতং ময়া কোঽপি মহাপ্রভাবঃ পরমকারুণিকো যতীন্দ্রঃ সম্প্রতি গৌড়াদাগতোঽস্তি ?

ভট্টাচার্য—অথ কিম্ ? (১)

রাজা—কথং ময়া তস্য চরণবন্দনং ক্রিয়তে ?

তদুচিং তন্নিকটং। অভিতঃ সর্বতোভাবে। অথ কিং স্বীকারে। (১)

সপ্তম অঙ্ক

সার্বভৌম—অহো আজ এই অসময়ে কেন রাজা গজপতি আমাকে ডাকিলেন ? শীঘ্র একবার তাহার নিকটে যাওয়াই উচিত। (এই বলিয়া প্রস্থান)

(অতঃপর রাজার প্রবেশ,—সঙ্গে পারিষদবর্গ)

রাজা—কে আছ, ভট্টাচার্য মহাশয়কে একবার ডাক তো।

(ভট্টাচার্য নিকটে যাইয়া)

ভট্টাচার্য—এই যে আমি না ডাকিতেই আসিয়াছি।

রাজা—(প্রণাম করিলেন) এই আসনে বসুন।

(ভট্টাচার্য রাজাকে আশীর্বাদ করিয়া নির্দিষ্ট আসনে বসিলেন)

রাজা—ভট্টাচার্য, শুনিলাম—কোনও এক অলৌকিক-মহাপ্রভাবসম্পন্ন পরমকারুণিক সন্ন্যাসীকুল-শিরোমণি সম্প্রতি গৌড়দেশ হইতে এখানে আসিয়াছেন ?

ভট্টাচার্য—হ্যাঁ। (১)

রাজা—আমি কি করিয়া তাঁহার চরণবন্দনা করিতে পারি ?

ভট্টাচার্য—ইদং স্বতিদুর্ঘটম্, বিরলপ্রচারাণাং তেষাং নিষ্কিঞ্চনেনৈব দর্শনং লভ্যতে, তত্রাপি দিনকতিপয়ান্যস্য দক্ষিণস্যাং দিশি চলিতাঃ সন্তি।

রাজা—কিমিতি জগন্নাথ-মহাপ্রভোঃ সমীপং বিহায় চলিতবন্তঃ ?

ভট্টাচার্য—(ভা° ১।১৩।১০) "তীর্থীকুর্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা" ইতি সামান্যানামেব মহতাময়ং নিসর্গঃ। অয়ন্তু ভগবানেব স্বয়ম্। (২)

রাজা—(সবিস্ময়ম্) ভট্টাচার্য! ভবন্তশ্চেদিদং ব্রুবন্তি, তৎ সত্যমেবৈতৎ। তদা কিমিতি যত্নপুরসরং ভবতাঽত্র নারক্ষি ?

ভট্টাচার্য—মহারাজ!

১। ব্রহ্মাদয়ো লোকপালা যদ্‌ভ্রূভঙ্গ-তরঙ্গিণঃ।
বিনা স্বকরুণাদেবীং পারতন্ত্র্যং ন সোঽর্হতি ॥

তেষাং প্রভুচরণানাং। চলিতাঃ প্রভুচরণাঃ।

চলিতবন্তঃ প্রভুচরণাঃ। নিসর্গঃ স্বভাবঃ। (২)

যত্নপুরঃসরং যত্নেনাগ্রে গত্বা।

যদ্ ভ্রূভঙ্গতরঙ্গিণঃ যৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্য ভ্রূভঙ্গেন কম্পায়মানাঃ।

স শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ অর্থাৎ স্বতন্ত্রঃ স শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যো গতবান্। (৩)

ভট্টাচার্য—ইহা তো অতি দুর্ঘট ব্যাপার, বিরল-প্রচার সেই মহাপ্রভুর দর্শন একমাত্র নিষ্কিঞ্চনদেরই মিলে ; তা'র উপর আবার আজ কয়দিন হইল তিনি দক্ষিণদেশে গিয়াছেন।

রাজা—জগন্নাথ-মহাপ্রভুর এই স্থান ছাড়িয়া তিনি গেলেন কেন ?

ভট্টাচার্য—(ভা° ১।১৩।১০) 'স্বীয় অন্তঃকরণস্থিত গদাধারী ভগবানের স্পর্শে তীর্থ-সকলকে মহাতীর্থে পরিণত করিবার জন্য সাধুগণ তীর্থে যাইয়া থাকেন।" —সামান্য সাধুগণেরই এই স্বভাব, আর ইনি তো স্বয়ংভগবান্। (২)

রাজা—(আশ্চর্যের সহিত) ভট্টাচার্য! আপনিও যখন এইরূপ বলিতেছেন তখন ইনি সত্যই স্বয়ংভগবান্। তা'হলে আপনারা ওনাকে অনুরোধ-উপরোধ করিয়া এখানে রাখিলেন না কেন ?

ভট্টাচার্য—মহারাজ! ১। ব্রহ্মাদি লোকপালগণ যাঁহার ভ্রূভঙ্গে কম্পিত সেই তিনি নিজ করুণাদেবী বিনা অন্য কাহারও বশ্যতা স্বীকার করেন না।

তথাপি, ২। কতি ন বিহিতং স্তোত্রং কাকুঃ কতীহ ন কল্পিতা
কতি ন রচিতং প্রাণত্যাগাদিকং ভয়দর্শনম্।
কতি ন রুদিতং ধৃত্বা পাদৌ তথাপি স জগ্মিবান্
প্রকৃতি-মহতাং তুল্যৌ স্যাতামনুগ্রহ-নিগ্রহৌ॥

রাজা—(সোৎকণ্ঠম্) পুনরত্রাগমিষ্যন্তি ?

ভট্টাচার্য—অথ কিম্ ? সঙ্গিনস্তত্র বর্তন্তে। (৩)

রাজা—কথমেকাকী চলিতঃ ?

ভট্টাচার্য—তাদৃশঃ কথমেকাকী, তথাপি ময়া সমীচীনা বিপ্রাঃ সঙ্গে নিযুক্তাঃ সন্তি।

রাজা—কিয়দ্দূরং তাবৎ ?

ভট্টাচার্যঃ—গোদাবরীং যাবৎ তে যাস্যন্তি, ভগবাংস্তু সেতুবন্ধপর্যন্তং গমিষ্যতীত্যনুমীয়তে।

রাজা—ব্রাহ্মণাস্তাবদ্দূরং কিমু ন প্রেষিতাঃ ?

একাকী শ্রীপ্রভুঃ। হে বিপ্রা গমিষ্যন্তি তে প্রভুচরণাঃ অনুমীয়তে ভগবৎ কর্মসাধন বিষয়ীভূতত্বাৎ।

তথাপি, ২। কত-না স্তব করিলাম, কত-না কাকুতি-মিনতি করিলাম, মুখর হইয়া কত-না প্রাণত্যাগাদি ভয় দেখাইলাম শ্রীচরণ ধরিয়া কত-না রোদন করিলাম, তথাপি তিনি চলিয়া গেলেন। প্রকৃতিমহৎজনের অনুগ্রহ-নিগ্রহ উভয়ই তুল্য।

রাজা—(উৎকণ্ঠার সহিত) তিনি কি পুনরায় আসিবেন ?

ভট্টাচার্য—হ্যাঁ তাঁহার সঙ্গীগণ তো এখানেই রহিয়াছেন। (৩)

রাজা—একাকী গেলেন কেন ?

ভট্টাচার্য—শ্রীভগবানের আবার একাকী কি ? তথাপি আমি তাঁহার সঙ্গে কয়েকজন প্রাচীন ও বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ দিয়াছি।

রাজা—এই ব্রাহ্মণগণ কতদূর পর্যন্ত সঙ্গে যাইবেন ?

ভট্টাচার্য—গোদাবরী পর্যন্ত যাইবে, কিন্তু ভগবান্ বোধ হয় সেতুবন্ধ পর্যন্ত যাইবেন।

রাজা—ব্রাহ্মণগণকে সেই পর্যন্তই কেন যাইতে বলিলেন না।

ভট্টাচার্যঃ—তস্যানমুমতেঃ। গোদাবরীপর্যন্তস্ত রামানন্দরায়ানুরোধাত্তেষাং সঙ্গোঽঙ্গীকৃতঃ।

রাজা—কস্তাবত্তস্যানুরোধঃ?

ভট্টাচার্যঃ—গন্তব্যমিতি নিশ্চয়ে কৃতে ময়োক্তম্—গোদাবরীতীরে রামানন্দো বর্ত্ততে, সোঽপ্যবশ্যমেবানুগ্রাহ্যঃ। (৪)

রাজা—কথং তস্যেদং সৌভাগ্যম্?

ভট্টাচার্যঃ—মহারাজ! স খলু সহজবৈষ্ণবো ভবতি। পূর্বময়মস্মাকমুপহাস-পাত্রমাসীৎ, সম্প্রতি ভগবদনুগ্রহে জাতে তন্মহিমজ্ঞতা নো জাতা।

রাজা—শ্রুতোঽস্তি ময়া ত্বয়ি যাদৃশস্তস্যানুগ্রহো জাতঃ।

ভট্টাচার্যঃ—ভগবৎপ্রভাবো হি স্বতঃপ্রকাশী।

(প্রবিশ্য)

দৌবারিকঃ—ভট্টাচার্য! ভবৎপ্রেষিতা বিপ্রা গোদাবরীতো নির্বর্তিতা ভবন্তং প্রতীক্ষন্তে। (ভট্টাচার্য উৎকণ্ঠতে) (৫)

তেষাং বিপ্রাণাং। অঙ্গীকৃতঃ শ্রীভগবতা। তস্য রামানন্দস্য। (৪)

স রামানন্দঃ। তস্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্য। (৫)

ভট্টাচার্য—তাঁহার অনুমোদন পাইলাম না। গোদাবরী পর্যন্ত-যে সঙ্গে লইতে রাজী হইয়াছেন তাহা শুধু রামানন্দরায়কে পরিচয় করাইয়া দিবার জন্য।

রাজা—রামানন্দের সঙ্গে পরিচয়ের কি আবশ্যক?

ভট্টাচার্য—যখন যাওয়া স্থির হইয়া গেল তখন আমি বলিলাম—'গোদাবরী-তীরে রামানন্দ থাকেন তাঁহাকে অবশ্য অবশ্য কৃপা করিবেন।' (৪)

রাজা—তাঁহার এত সৌভাগ্য কি করিয়া হইল?

ভট্টাচার্য—মহারাজ, তিনি স্বভাববৈষ্ণব। পূর্বে ইনি আমাদের উপহাসের পাত্র ছিলেন, শ্রীভগবানের অনুগ্রহ লাভ করিবার পর তাঁহার মহিমা-জ্ঞান আমাদের হইয়াছে।

রাজা—শুনিয়াছি, তোমাতে তাঁহার যাদৃশ কৃপার উদয়।

ভট্টাচার্য—ভগবানের প্রভাব স্বতঃপ্রকাশ—ইহা সত্য।

(দৌবারিকের প্রবেশ)

দৌবারিক—ভট্টাচার্য! আপনার প্রেরিত বিপ্রগণ গোদাবরী হইতে ফিরিয়া

রাজা—প্রবেশ্যন্তামিহৈব।

দৌবারিকঃ—যথাজ্ঞাপয়সি। (ইতি নিষ্ক্রম্য পুনস্তানাদায় প্রবিশতি।)

ভট্টাচার্যঃ—অহো আগচ্ছতাগচ্ছত।

(বিপ্রা উপসৃত্য রাজানমাশীর্ভিরভ্যর্চ্য সার্বভৌমং প্রণমন্তি।)

রাজা—উপবিশ্যামূলং কথয়ত।

(সর্বে উপবিশন্তি।)

ভট্টাচার্যঃ—একতম এব কথয়তু।

একঃ—ইতস্তাবদালালনাথদেবমবলোক্য স্তুত্বা প্রণম্য চ মহামত্ত-করীন্দ্রবদনঙ্কুশ-কুশল-গতিকুশলস্তরয়া রয়াতিশয়ৈরপ্যস্মাভিরনুগন্তুং দুঃশকঃ শকলমিব সুমেরোরৌদীচ্যেন প্রবলতরমরুতা বিভজ্য চালিতং নিরবধি-ভগবন্নাম-

---

তান্ বিপ্রান্। সর্বে বিপ্রাঃ। কুশলঃ নিপুনঃ সন্। রয়াতিশয়ৈঃ বেগাতিশয়ৈরস্মাভি। শকলমিব খণ্ডমিব। ঔদীচ্যেন উত্তরাদিগুদীচী তত্র ভবেন।

আসিয়াছেন, আপনার জন্য তাঁহারা প্রতীক্ষা করিতেছেন।

(ভট্টাচার্য উঠিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইলেন) (৫)

রাজা—তাঁহাদিগকে এখানেই লইয়া এস।

দৌবারিক—যে আজ্ঞে। (এই বলিয়া প্রস্থান ও পুনরায় তাঁহাদিগকে লইয়া প্রবেশ।)

ভট্টাচার্য—অহো, এস এস (বিপ্রগণ নিকটে আসিয়া রাজাকে আশীর্বাদ ও সার্বভৌমকে প্রণাম করিলেন।)

রাজা—এখানে বসিয়া আদ্যোপান্ত সব কথা বল।

(সকলে বসিলেন)

ভট্টাচার্য—কথা একজনে বলো।

একব্যক্তি—নীলাচল হইতে রওনা হইয়া প্রথমে তিনি আলালনাথ দর্শন করিলেন। আলালনাথকে প্রণাম ও স্তব করিয়া মহামত্ত-করিবরের ন্যায় অপ্রতিহত-গতি সেই ভগবান্ দ্রুতবেগে ধাইয়া চলিলেন, আমরা অতি দ্রুত চলিয়াও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে পারি নাই—উত্তর দিক্ হইতে প্রবাহিত প্রবল ঝড়ে ছিন্নমূল স্বর্ণসুমেরুশৃঙ্গের মত যেন তিনি উড়িয়া চলিলেন। শ্রাবণের মেঘের মত গম্ভীর ধ্বনিতে নিরবধি তাঁহার মুখে কর্ণ-

সঙ্কীর্তনবিকস্বর-স্বরপরভাগাধরীকৃতধারাধরধোরণিধীরধ্বনিরধ্বনি বতৈক-মনোঽভিবীক্ষ্যমাণো জনৈর্লঘীয়সা কালেনৈব কূর্মক্ষেত্রমুত্তীর্ণবান্। (৬)

সার্বভৌমঃ—এতদভ্যন্তরে ভিক্ষা নাভূৎ ?

বিপ্রঃ—নাভূদেব।

ভট্টাচার্যঃ—ভবদ্ভিঃ কিং কৃতম্ ?

বিপ্রঃ—অস্মাভিস্তু যথালাভং কিঞ্চিদশিত্বা দৃশ্যমান এবায়মনুগম্যতে। ততস্তত্রৈব কূর্মক্ষেত্রে কূর্মদেবং প্রণম্য স্তুত্বা কূর্মনাম্নো দ্বিজবরস্য গৃহমুত্তীর্ণবান্। সমনন্তরং তেনৈব নিমন্ত্রিতঃ কৃতভিক্ষশ্চ যদন্যৎ কৃতবান্, তদত্যদ্ভুতম্। (৭)

ভট্টাচার্যঃ—কিং তৎ ?

বিপ্রঃ—তত্রৈব কশ্চিদ্বাসুদেবনামা বিপ্রো গলৎকুষ্ঠঃ কুষ্ঠকৃমিনিকরকরম্বিত-বহলরুধিররসাপূযক্লিন্নসর্বাঙ্গঃ কদাচিৎ পনীপত্যমানান্ কৃমীনুত্থাপ্য তত্রৈব

বিকস্বরঃ প্রসরণঃ।

ধারাধরধোরণিধীরধ্বনিঃ মেঘশ্রেণীনাং ধীর ধ্বনিরিব ধ্বনির্যস্য। অধ্বনি পথি। বত আশ্চর্য্যে। লঘীয়সা অত্যল্পকালেন। লঘু শব্দাদতি ঈয়স্ প্রত্যয়ঃ। (৬)

অয়ং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ। কৃতভিক্ষঃ ভগবান্। (৭)

অভিরাম কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্তন চলিতে লাগিল। কি আশ্চর্য ! সেই মধুর মূর্তি যেই পথে দেখিল সেই একমনে একদৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিল। এই ভাবে চলিতে চলিতে তিনি অতিসত্বর যাইয়া কূর্মক্ষেত্রে পৌঁছিলেন। (৬)

সার্বভৌম—ইহার মধ্যে কি ভিক্ষা হয় নাই ?

বিপ্র—না, হয় নাই।

ভট্টাচার্য—তোমরা সব কি করিলা ?

বিপ্র—আমরাও যাহা কিছু অনায়াসে পাইলাম তাহা দ্বারা উদর ভরিয়া ইঁহাকে চোখে চোখে রাখিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। অতঃপর সেই কূর্মক্ষেত্রে কূর্মদেবকে প্রণাম ও স্তবস্তুতি করিয়া ইনি কূর্ম নামক এক দ্বিজবরের ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। অনন্তর সেই বিপ্র শ্রদ্ধাভরে নিমন্ত্রণ করিলে তাঁহার ঘরে ভিক্ষা করিয়া অন্য একটি কর্ম যাহা করিলেন তাহা অতি অদ্ভুত। (৭)

ভট্টাচার্য—তাহা কিরূপ ?

বিপ্র—সেই ক্ষেত্রে বাসুদেব নামক কোনও এক ব্রাহ্মণের সর্বাঙ্গে গলিত কুষ্ঠ

নিবেশয়ন্নমুদ্বিগ্নো ভগবন্মগ্নমনা ইব কেনাপ্যকথিতোঽপি স্বয়মেব ভগবতাঽপ্রাপি। অনন্তরমবিলম্বেনৈব চিরকাল-লব্ধ-পরমসুহৃদিব গাঢ়তর-মায়তাভ্যাং ভুজাভ্যাময়ং তথাবিধ এব পর্যরম্ভি। (৮)

সমনন্তরং তেন বিপ্রেণ—(ভা° ১০।৮১।১৬)

৩। "ক্বাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ান্ ক্ব কৃষ্ণঃ শ্রীনিকেতনঃ।
ব্রহ্মবন্ধুরিতি স্মাহং বাহুভ্যাং পরিরম্ভিতঃ॥"

ইতি পঠন্নেব সদ্যোঽতিদ্যোতি-প্রকৃতি-সুন্দরসর্বাঙ্গঃ সমজনি। তদনু পুনস্তেনোক্তম্—ভগবন্! কথময়মীদৃশো মে বিগ্রহঃ কৃতঃ? তথাবিধেন ময়া আময়াবিনা বিনা দুঃখং নিরুদ্বেগেন স্থিতম্, সম্প্রতি সম্প্রতিপদ্যমান-

---

তত্র কূর্মক্ষেত্রে। কুষ্ঠঃ কৌ পৃথিব্যাং তিষ্ঠতীতি কুষ্ঠঃ গমনাগমন শক্তিরহিত ইত্যর্থঃ। করম্বিতঃ যুক্তঃ। কেনাপি জনেন অকথিতঃ শ্রীভগবন্তং প্রতি অত্র বিপ্রএবমস্তীতি। অপ্রাপি স বিপ্রঃ বাসুদেবঃ। তথাবিধঃ পূর্বোক্ত গলৎকুষ্ঠঃ। ইভি শ্রীভাগবতে সুদাম বিপ্রোক্তিঃ। বিপ্রেণ বাসুদেব বিপ্রেণ। (৮)

পাপীয়ান অতিশয়ে ঈয়স্ প্রত্যয়ঃ। পদ্যমানতয়া প্রাপ্তমর্যাদয়া।

ছিল, এবং তাহাতে বহু কৃমিও হইয়াছিল। সেই কুষ্ঠ হইতে নিরন্তর নিঃসৃত রক্ত-রসা-পুজে সেই কুষ্ঠির সর্বাঙ্গ ক্লিন্ন থাকিত। কদাচিৎ কোনও কৃমি ভূমিতে পড়িয়া গেলে তিনি নিজ হস্তে উহাকে উঠাইয়া যথাস্থানে বসাইয়া দিতেন। এত কষ্টেও শ্রীভগবৎ-ধ্যানযোগীর মত তিনি নিরুদ্বিগ্ন থাকিতেন। এই বিপ্রের কথা মহাপ্রভুর নিকট কেহ কিছু না বলিলেও অগম্যানুভাব প্রভু নিজেই তাঁহার নিকট গেলেন। অনন্তর সেখানে পৌঁছিয়াই প্রভু দীর্ঘকাল পরে প্রাপ্ত পরমসুহৃদের মত সেই বিপ্রকে তাঁহার দীর্ঘ দুই বাহুতে অতিদৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করিলেন। (৮)

ইহাতে সেই বিপ্র নিজ দৈন্যে বলিলেন, (ভা° ১০/৮১।১৬)।

৩। কোথায় আমি দরিদ্র পরমপাপীজন, আর কোথায় তুমি লক্ষ্মীপতি শ্রীকৃষ্ণ। অহো নিন্দিত ব্রাহ্মণ আমি—আমাকে তুমি বাহুযুগলে আলিঙ্গনবদ্ধ করিলে!

দেখা গেল ঐরূপ বলিতে বলিতেই ঐ কুষ্ঠির সর্বাঙ্গ স্বভাবসুন্দর হইয়া ঝলমল করিতেছে। ইহার পর পুনরায় সেই ব্রাহ্মণ বলিলেন—হে ভগবন্, কেন বা আমাকে এত সুন্দর করিয়া দিলে? ঐ অবস্থায় আমি

মানতয়া সর্বা এব মনোবৃত্তয় উত্তিষ্ঠেয়ুঃ ? ভগবতোক্তম্—ব্রহ্মন্ ! ন পুনস্তে ভগবদনুস্মরণমন্তরেণ মনসো বাহ্যব্যাপারা ভবিষ্যন্তি, তদলমুদ্বেগেনেতি। (৯)

রাজা—ভট্টাচার্য ! সত্যমেবায়মীশ্বরঃ, অন্যথেদৃক্‌করুণা জীবস্য ন ঘটতে। কুষ্ঠহারিত্বন্তু যোগীন্দ্রস্যাপি সংগচ্ছতে।

সার্বভৌমঃ—ততস্ততঃ ?

বিপ্রঃ—ততশ্চ নৃসিংহক্ষেত্রমুপগম্যাগম্যানুভাবো ভগবন্তং নৃসিংহং দৃষ্ট্বা স্তুত্বা প্রণম্য প্রদক্ষিণীকৃত্য প্রতস্থে।

৪। কাঞ্চনাচলমরীচিবীচিভি-, গৌরয়ন্ কিমপি দক্ষিণাং দিশম্।
দর্শনেন করুণাতরঙ্গিণা-, দ্রাবয়ন্ জনমনাংসি সর্বতঃ॥ (১০)

অপি চ,

৫। কৃষ্ণ কৃষ্ণ জয় কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ জয় কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ জয় কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ জয় কৃষ্ণ পাহি নঃ॥

অন্তরেণ বিনা। (৯)

অপি সংগচ্ছতে অপি কারেণ নঞনুবর্তনং ততো ন সংগচ্ছত এব।

অগম্যানুভবো যস্য সর্বৈঃ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ। (১০)

সুস্থচিত্তে নিরুদ্বেগে সুখে ছিলাম, কিন্তু সম্প্রতি এই অবস্থা প্রাপ্তিতে অভিমান বৃদ্ধি পাইবে, মনোবৃত্তি-সমূহ বাহ্য-বিষয়ে ধাবিত হইবে। ভগবান্ বলিলেন—'হে বিপ্র ! তোমার মন আর পুনরায় নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণ বিনা কোনও বাহ্য-বিষয়ে যাইবে না, অতএব তুমি নিশ্চিন্ত হও। (৯)

রাজা—ভট্টাচার্য ! সত্যই ইনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর। অন্যথা এরূপ করুণালাভ জীবের ভাগ্যে হয় না, কুষ্ঠরোগ হইতে মুক্তিদান এমন কিছু বড় কথা নয়—ইহা তো যোগীন্দ্র মুনিন্দ্রগণের দ্বারাও হইতে পারে।

সার্বভৌম—তারপর তারপর ?

বিপ্র—অনন্তর অগম্যানুভাব শ্রীগৌরসুন্দর নৃসিংহ-ক্ষেত্রে গমন করিলেন, তথায় নৃসিংহদেবের দর্শন-স্তুতি-প্রণাম-প্রদক্ষিণ করিয়া অগ্রসর হইয়া চলিলেন।

৪। সেই সময়ে কনকগিরি শ্রীগৌরাঙ্গ হইতে যে উজ্জ্বল স্বর্ণজ্যোতি বিচ্ছুরিত হইতেছিল তাহা সমস্ত দক্ষিণদেশকে কোনও এক অপূর্ব গৌরবর্ণে রঞ্জিত করিয়া তুলিল, আর তাঁহার করুণাতরঙ্গে উচ্ছলিত মধুর রূপ দর্শনে সমস্ত দেশ-গ্রাম প্রেমানন্দে ভাসিতে লাগিল। (১০)

৬। ইত্থমম্বুদবিকস্বরস্বর-, স্নিগ্ধমুগ্ধবচনামৃতদ্রবৈঃ।
হ্লাদয়ন্ শ্রুতিমতাং শ্রুতিদ্বয়ং, চিত্তমপ্যপহরন্ স জগ্মিবান্॥

সার্বভৌমঃ—সত্যমেবাত্থ, তস্যৈবমেব প্রকৃতিঃ।

বিপ্রঃ—ততো গোদাবরীতীরমাসাদ্য বিহিত-বিশ্রামে জগজ্জনমনোঽভিরামে নিরুপম-কৃপারামে প্রেমসৌভগবতি কনককেতকোপবন ইব পরিমলামোদিত দিঙ্মণ্ডলয়ে সকলগুণনিলয়ে স্বয়ং প্রকাশিকয়া তৎপ্রথয়া কোঽয়ং কোঽয়মিতি কৃতসমূহঃ সমূহঃ ক্ষৌণিসুরাণাং তত্র মিলিতবান্,নিমন্ত্রিতশ্চ কেনাপি সমনন্তরমনন্তরহস্যে সর্বতঃ সঞ্চরতি জনচয়শ্রবণকান্তে তদুদন্তে মন্ত্রাকৃষ্ট ইব গ্রহগৃহীত ইব বিস্ময়-চমৎকার বিকারবিসংষ্টুল ইব রামানন্দরায়ঃ সমুপেয়িবান্। (১১)

ইত্থং অনেন প্রকারেণ। স ভগবান্। প্রকৃতিঃ স্বভাবঃ। তৎ প্রথয়া তৎ সৌরভশক্তি বিস্তারতয়া। ক্ষৌণিসুরাণাং ব্রাহ্মণানাং।

সর্বতঃ সর্বলোকাৎ। উদন্তে তৎ ভগবতো বার্তায়াং। (১১)

স রামানন্দঃ বেবীয়মানাশ্চ যথা স্যাৎ তথা বেঞ বেবীয় ইতি ঘঙ নিপাতঃ।

আরও, মুখে তাঁর নামসঙ্কীর্তন ধ্বনি উঠিতেছিল—

৫। কৃষ্ণ কৃষ্ণ জয় কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ জয় কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ জয় কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ জয় কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি নঃ॥

৬। মেঘ-গর্জনের মত গম্ভীর ঐ মধুর নামসঙ্কীর্তনে, আর স্নিগ্ধ-মুগ্ধ বচনামৃতে সর্বজনের শ্রুতির আহ্লাদ জন্মাইয়া, চিত্তকে হরণ করিয়া লইয়া তিনি অগ্রসর হইয়া চলিলেন।

সার্বভৌম—বিপ্র! তুমি ঠিকই বলিয়াছ, তাঁহার এইরূপই স্বভাব।

বিপ্র—অতঃপর গৌরহরি গোদাবরী তীরে পৌঁছিয়া তথায় বিশ্রাম করিলেন। গৌরমূর্তি জগজ্জনের মনোভিরাম, উহা নিরুপম কৃপার উৎস, ইঁহাতে যাঁহার প্রেম সেই ভাগ্যবান্। ইঁহার শ্রীঅঙ্গের সৌরভ কনককেতকী বনের মত অতি অনুপম—দশদিগ্‌মণ্ডল ইহাতে আমোদিত হইয়া উঠিল, আপনি-আপনি সকলগুণনিলয় ইঁহার আগমনবার্তা চতুর্দিকে প্রচারিত হইয়া পড়িল, গ্রামের ব্রাহ্মণগণ আশ্চর্য হইয়া 'ইনি কে' 'ইনি কে' এইরূপ বলিতে বলিতে তাঁহার সহিত আসিয়া মিলিত হইলেন। ইঁহার মধ্যে কেহ-বা আবার নিমন্ত্রণও করিলেন। অনন্তর অনন্ত রহস্যপূর্ণ প্রভুর সর্বজনশ্রুতি মধুর কথা মুখে মুখে সর্বত্র প্রচারিত হইতে থাকিলে তাহা শুনিয়া মন্ত্রাকৃষ্টের মত

রাজা—রামানন্দ! ধন্যোঽসি ধন্যোঽসি। যস্য তে নয়নবিষয়ীভূতাস্তে চরণাঃ।

বিপ্রঃ—সমনন্তরমাগত্যৈব চরণকমলপরিসরে স বেবীয়মানাশ্রু নিপততি স্ম স্বয়মেব। অয়ে ত্বমেব রামানন্দোঽসীতি ভগবতা সানুগ্রহমুক্তে অথ কিমিতি চ প্রত্যূচে। তদনু ভগবতাপি সার্বভৌমানুরোধেন ভবদালোকনমভীষ্টং মমেতি ময়াঽত্র ক্ষণমবস্থিতম্। তৎ সুবিহিতমেব বিহিতং ভবতা, যৎ স্বয়মেব সমুপসেদে। তদুচ্যতাং কিঞ্চিদিত্যভাণি। ততো যদ্যপি রামানন্দো হি কোঽয়ং কিন্নামা কিংমহিমা কিমাশয়ঃ কিংতত্ত্ব ইতি কিমপি ভগবদ্বিষয়ক-জ্ঞানবিশেষানভিজ্ঞস্তথাপি চিরকাল-কলিত-সতত-সখ্যসুখ-সুভগম্ভাবুকো ভাবুক ইব নিঃসাধ্বস এব কিমপি পঠিতুমুপচক্রমে—

৭। মনো যদি ন নির্জিতং কিমমুনা তপস্যাদিনা
কথং স মনসো জয়ো যদি ন চিন্ত্যতে মাধবঃ।
কিমস্য চ বিচিন্তনং যদি ন হন্ত চেতোদ্রবঃ
স বা কথমহো ভবেদ্যদি ন বাসনাক্ষালনম্॥ (১২)

প্রত্যূচে রামানন্দেনোক্তং। কঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ। (১২)

গ্রহগ্রস্তের মত বিস্ময়-চমৎকারে যেন বিহ্বল হইয়া রামানন্দরায় তাঁহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। (১১)

রাজা—রামানন্দ! তুমি ধন্য, তুমি ধন্য, যেহেতু সেই সকলগুণনিলয় শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শন তুমি পাইলে।

বিপ্র—অনন্তর রামানন্দ আসিয়া শ্রীচরণকমলে দণ্ডবৎ হইয়া পড়িয়া গেলেন—তাঁহার দুনয়নের অশ্রুধারা অঙ্গ বহিয়া বহিয়া পড়িতে লাগিল। 'ওহে তুমিই রামানন্দ'—শ্রীভগবান্‌করুণাপূর্ণভাবে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, রামানন্দ উত্তর দিলেন—'হ্যাঁ'। এরপর ভগবান্ বলিলেন সার্বভৌমের অনুরোধে তোমাকে দেখিবার ইচ্ছা হইল তাই ক্ষণকাল এখানে দাঁড়াইয়াছি, সুতরাং ভালই করিয়াছ যে নিজে নিজেই আসিয়াছ। যা'হোক এখন কিছু হরিকথা শুনাও। অতঃপর ইনি কে, কি ইঁহার নাম, কি ইঁহার মহিমা, কি ইঁহার চিত্তভাব, ইনি কি তত্ত্ব,—এইরূপ কোনও বিশেষ-জ্ঞান উপস্থিত সন্ন্যাসী-সম্বন্ধে পূর্বে কখনও-ই রামানন্দের না থাকিলেও তিনি দীর্ঘপরিচিত সতত সখ্যসুখে সৌভাগ্যবান্ ভাবুকের মত নির্ভয়ে কোন এক অপূর্ব রসতত্ত্ব-মঞ্জুষা উৎঘাটন করিতে আরম্ভ করিলেন,—

ভগবান্—বাহ্যমেতৎ। ৮। কা বিদ্যা ?

রামানন্দঃ—হরিভক্তিরেব, ন পুনর্বেদাদি-নিষ্ণাততা ;

ভগবান্—কীর্তিঃ কা ?

রামানন্দঃ—ভগবৎপরোঽয়মিতি যা খ্যাতির্ন দানাদিজা।

ভগবান্—কা শ্রীঃ ?

রামানন্দঃ—তৎপ্রিয়তা ন বৈ ধন-জনগ্রামাদি-ভূয়িষ্ঠতা ;

ভগবান্—কিং দুঃখম্ ?

রামানন্দঃ—ভগবৎপ্রিয়স্য বিরহো নো হৃদ্ব্রণাদিব্যথা ॥

ভগবান্—ভদ্রম্, কে মুক্তাঃ ?

হরিভক্তিরেব বিদ্যা। ভগবৎপরঃ শ্রেষ্ঠো যস্য। তৎপ্রিয়তা তৎভগবৎ প্রেমা। ভূয়িষ্ঠতা প্রচুরতা।

৭। মনই যদি জয় না হইল তবে সেই তপস্যাদির প্রয়োজন কি, আর মনে যদি মাধব চিন্তিত না হন তবে সেই মন জয়ই বা কি করিয়া হইবে। মাধবের চিন্তা করিলেই বা কি হয় যদি চিন্তিতে চিন্তিতে চিত্তদ্রব না হয়। যতদিন দুর্বাসনা ক্ষালন না হইবে ততদিন সেই চিত্তদ্রবই বা কেমন করিয়া হইবে, কোন্ লক্ষণে। (১২)

ভগবান্—এহো বাহ্য। কোন্ বিদ্যা বিদ্যা মধ্যে সার ?

রামানন্দ—কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর, শাস্ত্রপারঙ্গতাকেও বিদ্যা বলা যায় না।

ভগবান্—কীর্তিগণ মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্তি ?

রামানন্দ—কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যাঁহার হয় খ্যাতি—দানাদিজাত খ্যাতি কীর্তি নয়।

ভগবান্—সম্পতির মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি ?

রামানন্দ—রাধাকৃষ্ণে প্রেম যাঁর সেই বড় ধনী—ধনজন-গ্রামাদি-সম্পদ সম্পদের মধ্যে গণ্য নয়।

ভগবান্—দুঃখ মধ্যে কোন দুঃখ হয় গুরুতর ?

রামানন্দ—কৃষ্ণভক্ত-বিরহ বিনা দুঃখ নাহি দেখি পর। হৃদ্ব্রণাদি ব্যথা দুঃখের মধ্যে গণ্য নয়।

ভগবান্—ভাল, মুক্ত বলে কাহাকে ?

রামানন্দঃ—৯। প্রত্যাসত্তির্হরিচরণয়োঃ সানুরাগে ন রাগে
প্রীতিঃ প্রেমাতিশয়িনি হরের্ভক্তিযোগে ন যোগে।
আস্থা তস্য প্রণয়রভসস্যোপদেহে ন দেহে
যেষাং তে হি প্রকৃতিসরসা হন্ত মুক্তা ন মুক্তাঃ॥ (১৩)

ভগবান্—ভবতু, ১০। কিং গেয়ম্?

রামানন্দঃ—ব্রজকেলি-কর্ম।

ভগবান্—কিমিহ শ্রেয়ঃ?

রামানন্দঃ—সতাং সঙ্গতিঃ;

ভগবান্—কিং স্মর্তব্যম্?

রামানন্দঃ—অঘারি-নাম;

ভগবান্—কিমনুধ্যেয়ম্?

রামানন্দঃ—মুরারেঃ পদম্।

ভগবান্—ক স্থেয়ম?

রামানন্দঃ—ব্রজ এব;

ভগবান্—কিং শ্রবণয়োরানন্দি?

তস্য ভগবতঃ। উপদেহে মনশ্চিন্তাভীষ্টদেহে। যেষাং জনানামিতি সর্বত্র সম্বন্ধঃ। (১৩) সঙ্গতিঃ মঙ্গলং।

রামানন্দ—৯। শ্রীহরিচরণে যাহাদের সানুরাগ প্রীতি ও আসক্তি—বিষয়ে নয়, উন্নত-উজ্জ্বলরসগর্ভা-হরিভক্তিযোগে যাঁহাদের প্রীতি—জ্ঞান যোগাদিতে নয়, প্রেমারসাপ্লুত সিদ্ধদেহে যাঁহাদের আস্থা—এই ভৌতিক দেহে নয়, তাঁহাদেরই প্রকৃতি সরস—তাঁহারাই মুক্ত। সালোক্যাদি মুক্তি প্রাপ্ত ব্যক্তিগণকে যথার্থ মুক্ত বলা যায় না। (১৩)

ভগবান্—ভাল ভাল, গান মধ্যে কোন্ গান—জীবের নিজ ধর্ম?

রামানন্দ—রাধাকৃষ্ণ প্রেমকেলি—যেই গীতের মর্ম।

ভগবান্—শ্রেয়োমধ্যে কোন্ শ্রেয়ঃ জীবের হয় সার।

রামানন্দ—কৃষ্ণভক্ত সঙ্গ বিনা শ্রেয় নাহি আর।

ভগবান্—কাহার স্মরণ জীব করিবে অনুক্ষণ?

রামামন্দ—কৃষ্ণনাম প্রধান স্মরণ।

ভগবান্—ধ্যেয়মধ্যে জীবের কর্তব্যান্ কে ধ্যান?

রামানন্দঃ—বৃন্দাবনক্রীড়ৈকা ;

ভগবান্—কিমুপাস্যমত্র ?

রামানন্দঃ—মহসী শ্রীকৃষ্ণরাধাভিধে ॥

ভগবান্—ভদ্রম্, উচ্যতামুচ্যতাম্।

রামানন্দঃ—(স্বগতম্) ইতঃ পরং কিং বক্তব্যম্ ? প্রশ্নানুরূপমুদিতমেব, অধুনা যদ্বক্তব্যং তেনাস্য সুখং ভবতি ন বেতি ন জানামি।

(ইতি ক্ষণমভিচিন্ত্য প্রকাশম্)

১১। নির্বাণনিম্বফলমেব রসানভিজ্ঞা,-শ্চূষন্তু নামরসতত্ত্ববিদো বয়ন্তু।
শ্যামামৃতং মদনমন্থরগোপরামা-,নেত্রাঞ্জলীচুলুকিতাবসিতং পিবামঃ ॥ (১৪)

ভগবান্—পুনরন্যদুচ্যতাম্, সমানর্থকমেতৎ।

রামানন্দঃ—ইতঃ পরং প্রতিপাদ্যমেব নাস্তি, কিমন্যদ্বক্তব্যম্ ?

(ইতি মনসি বিচার্য প্রকাশম্)

বৃন্দাবন ক্রীড়ৈকা শ্রবণানন্দী। মহসী পূজ্যে ॥

অস্য ভগবতঃ। প্রকাশং নাটয়তি।　　　　(১৪)

রামানন্দ – রাধাকৃষ্ণপদাম্বুজ-ধ্যান-প্রধান।

ভগবান্—সর্বত্যজি জীবের কর্তব্য কাহা বাস ?

রামানন্দ—শ্রীব্রজভূমি—যাহা নিত্য লীলা-রাস।

ভগবান্—শ্রবণমধ্যে জীবের কোন্ শ্রেষ্ঠ শ্রবণ ?

রামানন্দ—শ্রীবৃন্দাবনলীলা কর্ণরসায়ণ।

ভগবান্—উপাস্যের মধ্যে কোন্ উপাস্য প্রধান।

রামানন্দ—শ্রেষ্ঠ উপাস্য যুগল রাধাকৃষ্ণ।

ভগবান্—ভাল ভাল—আগে কহ আর।

রামানন্দ—(স্বগত) ইহা বই বুদ্ধিগতি নাহি আর। যে কিছু প্রশ্নানুরূপ কহিলু যতনে, এখন যাহা কিছু বলিব তাহা শুনিয়া ইঁহার সুখ হয় কি না হয়। (এই বলিয়া কিছুকাল চিন্তা করিয়া প্রকাশ্যে বলিলেন)

১১। রসতত্ত্বে অনভিজ্ঞ জন মুক্তিরূপ নিম্বফল যার যেরূপ ইচ্ছা চুষিতে থাকুক,—রসতত্ত্ববেত্তা আমরা কিন্তু একমাত্র মদনমন্থর গোপরামাগণের দ্বারা নেত্রাঞ্জলীতে যথেচ্ছ পীত শ্যামামৃতের কিঞ্চিৎ অবশেষ পান করিব। (১৪)

ভগবান্—ইহা তো সমান অর্থযুক্ত—এহো হয় আগে কহ আর।

১২। লীঢ়ানেব পথশ্চকোরযুবতীযূথেন যাঃ কুর্বতে
সদ্যঃ স্ফাটিকয়ন্তি রত্নঘটিতাং যাঃ পাদপীঠাবলীম্।
যাঃ প্রক্ষালিত-মৃষ্টয়োর্জললব-প্রস্যন্দ-শঙ্কাকৃত-
স্তাঃ কৃষ্ণস্য পদাব্জয়োর্নখমণিজ্যোৎস্নাশ্চিরং পান্তু নঃ॥

ভগবান্—কাব্যমেবৈতৎ পুনরুচ্যতাম্।

রামানন্দঃ—(ক্ষণং বিচিন্ত্য)

১৩। শ্রীবৎসস্য চ কৌস্তুভস্য চ রমাদেব্যাশ্চ গর্হাকরো
রাধাপাদসরোজ-যাবকরসো বক্ষঃস্থলস্থো হরেঃ।
বালার্কদ্যুতিমণ্ডলীব তিমিরৈশ্ছন্দেন বন্দীকৃতা
কালিন্দ্যাঃ পয়সীব পীববিকচং শোণোৎপলং পাতু নঃ॥

ভগবান্—ইদমপি তথা।

রামানন্দঃ—(চরণৌ ধৃত্বা)

যাঃ জ্যোৎস্নাঃ। সদ্যঃ তৎক্ষণাৎ। যাঃ জ্যোৎস্নাঃ। প্রক্ষালিত দৃষ্টয়োঃ প্রক্ষালিত দর্শনয়ো রর্থাৎ ব্রজাঙ্গনানাং। রমাদেব্যাঃ শ্রীকৃষ্ণবক্ষঃ স্থলে স্বর্ণরেখা ইব রাজতে রমাদেবী তস্যাঃ। পীব বিকচং পুষ্ট প্রফুল্লং। (১৫)

রামানন্দ—ইহার উপরে প্রতিপাদ্যই আর কিছু নাই তো অন্য কি বলিব ?
(এই বলিয়া মনে মনে বিচার করিয়া প্রকাশ্যে বলিলেন)

১২। যাঁহার মাধুরীতে পথ এমন মধুময় হইয়া উঠে যে চকোরযুবতীযুথ চাঁদের সুধা ভ্রমে উহা লেহন করে, যাঁহার স্থাপনে রত্নপাদপীঠ স্ফটিকের মত স্বচ্ছতা ধারণ করে, যাঁহার কিরণরাশি দেখিয়া মনে হয় যেন শ্রীচরণ ধোয়া বারিবিন্দু ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে—সেই অপূর্ব গোবিন্দ-পদকমলনখমণি-জ্যোৎস্না আমাদিগকে চিরকাল পালন করুন।

ভগবান্—ইহা কাব্যই বটে—আগে কহ আর।

রামানন্দ—(কিছুকাল চিন্তা করিয়া)

১৩। গোবিন্দের বক্ষস্থলে লিপ্ত রাধাপদকমল-অলক্তক-মাধুরী ঐ বক্ষস্থিত শ্রীবৎস, কস্তুভমণি ও রমাদেবীকে ধিক্কৃত করিতেছে, দেখিয়া মনে হয় যেন বালসূর্যের দ্যুতিমণ্ডলীকে রাত্রির অন্ধকার ছলে বলে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে কিম্বা কালিন্দীর কালজলে রক্তকমল প্রস্ফুটিত হইয়া আছে—এই অপূর্ব অলক্তক আমাদিগকে রক্ষা করুন।

১৪। সখি ন স রমণো নাহং রমণীতি ভিদাবয়োরাস্তে।
প্রেমরসেনোভয়মন ইব মদনো নিষ্পিপেষ বলাৎ॥

অথবা, ১৫। অহং কান্তা কান্তাস্ত্বমিতি ন তদানীং মতিরভূ-
ন্মনোবৃত্তির্লুপ্তা ত্বমহমিতি নৌ ধীরপি হতা।
ভবান্ ভর্তা ভার্যাহমিতি যদিদানীং ব্যবসিতি-
স্তথাপি প্রাণানাং স্থিতিরিতি বিচিত্রং কিমপরম্?

সার্বভৌমঃ—ততো ভগবতা কিমুদিতম্?

বিপ্রঃ—তদা যদবলোকিতং তদাকলয়,

১৬। ধৃতফণ ইব ভোগী গারুড়ীয়স্য গানং, তদুদিতমতিরত্যাকর্ণয়ন্ সাবধানম্।
ব্যধিকরণতয়া বানন্দবৈবশ্যতো বা, প্রভুরথ করপদ্মেনাস্যমস্যাপ্যধত্ত॥

রাজা—ভট্টাচার্য! কোঽয়ং সন্দর্ভঃ? (১৬)

নৌ আবয়োঃ গানং যথা শৃণোতি তথা তং রামানন্দপক্ষং। **অস্য রামানন্দস্য।**
সন্দর্ভার্থঃ মর্মার্থঃ॥ ১৬॥

ভগবান্—পূর্বের মতই এই শ্লোকও কাব্যই বটে।

রামানন্দ—(এবার চরণে পড়িয়া)

১৪। সখী হে! সে রমণ, আর আমি তা'র রমণি এই ভেদবুদ্ধি প্রথমে আমাদের ছিল না। কারণ কৌতুকী মদন প্রেমরস দিয়া দুজনের মন বলাৎকারে নিষ্পেষিত করিয়া একাকার করিয়া দিয়াছিল। (১৫)

অথবা, ১৫। আমি কান্তা তুমি কান্ত এইরূপ বুদ্ধিই পূর্বে ছিল না কারণ মনোবৃত্তির লোপে তুমি-আমি ভেদবুদ্ধিই বিনষ্ট হইয়াছিল। যদ্যপি এক্ষণে তুমি ভর্তা আর আমি ভার্যা এইরূপ মতি স্থিরতা প্রাপ্ত হইতেছে তথাপি প্রাণ বাহির হয় নাই—ইহা হইতে বিচিত্র আর কি হইতে পারে?

সার্বভৌম—অতঃপর ভগবান্ কি বলিলেন?

বিপ্র—অতঃপর যাহা দেখিয়াছি তাহা বলিতেছি শোন।

১৬। সাপ যেমন ফণা তুলিয়া সপুড়িয়ার গান শোনে সেইরূপ শ্রীভগবান্ গ্রীবা তুলিয়া তন্ময়তার সহিত তাহার এই শ্লোক শুনিলেন—অযুক্ত মনে হওয়াতে কিম্বা আনন্দবৈবশ্যতা বশতঃ প্রভু করপদ্মে উহার মুখ চাপিয়া ধরিলেন।

রাজা—ভট্টাচার্য, কি ব্যাপার? (১৬)

ভট্টাচার্যঃ—মহারাজ! নিরুপধি হি প্রেম কথঞ্চিদপ্যুপধিং ন সহত ইতি পূর্বার্ধে ভগবতোঃ কৃষ্ণরাধয়োরনুপধি প্রেম শ্রুত্বা তদেব পুরুষার্থীকৃতম্, ভগবতা মুখপিধানঞ্চাস্য তদ্রহস্যত্ব প্রকাশকম্। (১৭)

বিপ্রঃ—তদা চিকুরকলাপং দ্বিধা কৃত্বা তেনৈব তচ্চরণযুগং বেষ্টয়িত্বা নিপত্য গদিতম্,—

১৭। মহারসিকশেখরঃ সরস-নাট্যলীলাগুরুঃ
স এব হৃদয়েশ্বরস্ত্বমসি কে কিমু ত্বাং স্তুমঃ?
তবৈতদপি সাহজং বিবিধভূমিকা-স্বীকৃতি-
র্ন তেন যতিভূমিকা ভবতি নোহতিবিস্মাপনী॥

নিরুপধি—কপটোঽস্ত্রী ব্যাজদম্ভোপধয়শ্ছদ্ম কৈতবমিত্যমরান্নিষ্কপটং। পূর্বার্ধে অহং কান্তাকান্ত ইত্যাদি শ্লোকস্য। অস্য রামানন্দস্য। তৎ রাধাকৃষ্ণয়োঃ। (১৭) তৎ কৃষ্ণচৈতন্যস্য। (১৮)

ভট্টাচার্য—মহারাজ! প্রেম হইল নিরুপাধি। ইহা কোনপ্রকার উপাধির কিঞ্চিৎ আবরণ সহ্য করিতে পারে না। শ্লোকের পূর্বার্ধে শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিরুপাধি প্রেমের কথা শুনিয়া প্রভু তাহাকেই পুরুষার্থ শিরোমণি অর্থাৎ সাধ্যবস্তুর অবধি বলিয়া নিশ্চয় করিলেন। তবে-যে মুখ আচ্ছাদন করিয়া ধরিলেন সে কোনও অতি গোপন কথা প্রকাশ হইয়া পড়িবার ভয়ে।*

বিপ্র—অতঃপর রায়রামানন্দ নিজের কেশপাশ দুইগুচ্ছ করিয়া তাহা দ্বারা গৌরচরণকমল বেষ্টন করিয়া মাটিতে পড়িয়া বলিতে লাগিলেন,—

১৭। মহারসিকশেখর, মধুররস-নাট্যলীলাগুরু যেই—সেই তুমি আমার হৃদয়স্বামী, এ তুচ্ছজন তোমার স্তব কি দিয়া করিবে? তুমি অতি স্বাভাবিকভাবেই বিবিধ মূর্তি ধারণ কর, সম্প্রতি তুমি সন্ন্যাসিবেশে ভ্রমণ করিতেছ—এ বেশ আমাদের নিকটে অতি-বিস্ময়কর কিছু নয়।

---

*সেই গোপন কথা হইল 'প্রেমবিলাস-বিবর্ত' যাহা মহাপ্রভুর নিজস্বরূপ। মহাপ্রভু হইলেন প্রেমবিলাস-বিবর্তের মূর্তবিগ্রহ। নিজে ধরা পড়িবার ভয়েই মহাপ্রভু তাড়াতাড়ি মুখ চাপিয়া ধরিলেন। বিবর্ত হইল—বিপরীত ভাবনা। প্রেমের প্রথম অবস্থায় স্ত্রী-পুরুষ ভেদবুদ্ধি থাকে কিন্তু পরে এই ভেদবুদ্ধি লোপ পায়—ইহাই 'প্রেমবিলাস-বিবর্ত'।

(ইতি চিরং চরণকমলং ধৃত্বা রুদন্নাসীৎ। মধ্যে মধ্যে কিঞ্চিদ্‌গদতি চ।)

১৮। আকস্মিকো নু বিধিনা নিধিরভ্যনায়ি, ভগ্নঃ কিমিন্দুরমৃতস্য যদেষ পাতঃ।
আনন্দভূরুহফলং নু বিপচ্য রীণং, দৃষ্টং যদেব তব দেব পদারবিন্দম্॥

ভগবন্! যথৈবাদ্য ময়া স্বপ্নে দৃষ্টম্, তথৈব সাক্ষাদপি। (ইতি পুনরপি পাদৌ ধৃত্বা রোদিতি। ভগবান্ গাঢ়ং পরিষ্বজতে।) অতঃপরং নিমন্ত্রয়িত্রা বিপ্রবরেণ সমাগত্য "দেব! অপরাহ্নো জাতঃ" ইত্যুক্তো ভগবান্ মাধ্যন্দিন-কর্মণে চলিতবান্। বয়মপি তচ্চরণারবিন্দং প্রণম্য তদহরেব প্রত্যাজি-গমিষবঃ স্মঃ।

সার্বভৌমঃ—তদধুনা বিশ্রাম্যতাং ভবদ্ভিঃ।

বিপ্রাঃ—যথাজ্ঞাপয়তি ভবান্।

(রাজা পারিতোষিকং দদাতি।)

(বিপ্রাঃ সাদরমাদায় নিষ্ক্রান্তাঃ) (১৮)

(এই বলিয়া দীর্ঘকালের হারানিধির ন্যায় চরণকমল আঁকড়াইয়া ধরিয়া অঝোরে কাঁদিতে লাগিলেন। এই কাঁদার মাঝে মাঝে আবার কিছু বলিতেও লাগিলেন)

১৮। এ-কি অকস্মাৎ বিধি আমাকে কোনও নিধি মিলাইয়া দিল, কিম্বা চন্দ্র ভাঙ্গিয়া সুধা ঝরিয়া পড়িল, কিম্বা আনন্দ-তরুর পরিপক্ক ফলই আমার ভাগ্যে খসিয়া পড়িল—অহো কত ভাগ্যে আজ তোমার চরণদর্শন পাইলাম।

ভগবন্! আজ আমি স্বপ্নে যেরূপ দেখিয়াছি ঠিক সেইরূপ সাক্ষাতেও দেখিতেছি। (এই বলিয়া আবারও শ্রীচরণ ধরিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। ভগবান্ গাঢ় আলিঙ্গনে তাঁহাকে বদ্ধ করিলেন।)

অতঃপর নিমন্ত্রক বিপ্র আসিয়া বলিল—'দেব! অপরাহ্ন হইয়া গিয়াছে,' এইরূপ বলিলে ভগবান্ উঠিয়া মধ্যাহ্ন কর্মের জন্য চলিয়া গেলেন। আমরাও শ্রীভগবৎ-চরণারবিন্দে প্রণাম করিয়া সেইদিনই রওনা হইয়া আসিলাম।

সার্বভৌম—ভাল, এখন আপনারা বিশ্রাম করুন।

বিপ্রগণ—আপনার যেরূপ আদেশ।

(গৌরকথা শ্রবণে আনন্দিত হইয়া রাজা বিপ্রগণকে বহু পারিতোষিক দিলেন, বিপ্রগণ সাদরে গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন।) (১৮)

(ততঃ প্রবিশতি দৌবারিকঃ)

দৌবারিকঃ—দেব ! কর্ণাটপতিনা মহারাজেন প্রেষিতমুপায়নমাদায় তদমাত্যো মল্লভট্টনামা পণ্ডিতরাজো দ্বারমধ্যাস্তে।

সার্বভৌমঃ—জ্ঞায়তেঽসৌ মহাপণ্ডিতো ভবতি।

রাজা—প্রবেশ্যতাম্।

দৌবারিকঃ—যথাজ্ঞাপয়তি দেবঃ। (ইতি নিষ্ক্রম্য তমাদায় প্রবিশতি।)

সার্বভৌমঃ—আগচ্ছন্তু ভট্টাঃ। (ইত্যুত্থানং নাটয়তি।)

মল্লভট্টঃ—(রাজানমাশীর্ভিরভ্যর্চ্য) ভট্টাচার্য ! কিমিদং ক্রিয়তে, নাহং তবাভ্যুত্থানীয়ঃ। অথবা,

১৯। সদৈব তুঙ্গঃ কিল কাঞ্চনাচলঃ, সদৈব গম্ভীরতমাঃ পয়োধয়ঃ।
সদৈব ধীরা বিনয়ৈকভূষণা, লক্ষ্মীঃ প্রকৃত্যৈব জনৈঃ সমীয়তে ॥ (১৯)

রাজা—ইদমাসনম্।

মল্লভট্টঃ—যথাজ্ঞমুপবিশামি। (ইত্যুপবিশতি।)

দেব হে মহারাজ (১৯)

(অতঃপর দৌবারিকের প্রবেশ)

দৌবারিক—মহারাজ কর্ণাটপতির প্রেরিত উপঢৌকন লইয়া তাঁহার মন্ত্রী মল্লভট্ট নামক পণ্ডিত দ্বারে অপেক্ষা করিতেছেন।

রাজা—লইয়া আইস।

দৌবারিক—প্রভুর যেরূপ আদেশ। (এই বলিয়া প্রস্থান করিয়া তাঁহাকে লইয়া পুনরায় প্রবেশ)

সার্বভৌম—ভট্টমহাশয়ের আসিতে আজ্ঞা হউক। (এই বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন)

মল্লভট্ট—(রাজাকে আশীর্বাদ করিয়া) ভট্টাচার্য ! আপনি এ কি করিতেছেন, আমাকে দেখিয়া আপনার এরূপ প্রত্যুত্থান করা ঠিক নয়। অথবা,—

১৯। সুমেরুগিরি সর্বদাই আকাশচুম্বি, সমুদ্র সর্বদাই গম্ভীর, বিনয়ই সাধুর সহজাত অঙ্গভূষণ, আর অর্থসম্পদের অধিশ্বরী লক্ষ্মীদেবী স্বভাবতঃই লোকের দ্বারা আদৃত। (১৯)

রাজা—এই আসন গ্রহণ করুন।

রাজা—অপি কুশলং কর্ণাটপতেঃ ?

মল্লভট্টঃ—যস্য ভবদ্বিধাঃ সুহৃদস্তস্য সন্ততমেব তৎ, কিন্তু সাম্প্রতমধিকমপি।

রাজা—কীদৃশং তৎ ?

মল্লভট্টঃ—মহারাজ !

২০। এতস্মাজ্জনপদতঃ সতীর্থযাত্রা-,ব্যাজেন দ্রুতকনকদ্যুতির্যতীন্দ্রঃ।
কোঽপ্যেকো যদবধি হন্ত দক্ষিণাশাং, সংপ্রাপ্তস্তদবধি সোঽপি নির্বৃতাত্মা॥

সার্বভৌমঃ—(সোৎকণ্ঠম্) ভট্টাঃ ! কথয়ন্তু কথয়ন্তু। (২০)

রাজা—কথমিব ?

মল্লভট্টঃ—যথোত্তরমেব দক্ষিণস্যাং দিশি কিয়ন্তঃ কর্ম্মনিষ্ঠাঃ, কতিচিদেব জ্ঞাননিষ্ঠাঃ, বিরলা এব সাত্বতাঃ, প্রচুরতরাঃ পাশুপতাঃ, প্রচুরতমাঃ পাষণ্ডিনঃ।

ইদমাসনং ভট্টা অঙ্গী কুর্বন্তু। যস্য কর্ণাটপতেঃ। তৎ কুশলং। কীদৃশং তৎ সাম্প্রতমধিকং কুশলং। স শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ। ব্যাজেন চ্ছলেন।

দ্রুতঃ দ্রবীভূত। কোঽনির্বচনীয়ঃ একো মুখ্যঃ। স কর্ণাটপতিঃ।

নির্বৃতাত্মা আনন্দাত্মা (২০)

পাষণ্ডিনঃ পাষণ্ডাঃ সর্বলিঙ্গিনঃ। উচ্চাবচোনৈক ভেদঃ ইত্যমরঃ (২১)

মল্লভট্ট—যে আজ্ঞে, বসি।

রাজা—কর্ণাটপতির কুশল তো।

মল্লভট্ট—আপনার মত মহারাজ যাঁহার বন্ধু তাঁহার সব সময়ই কুশল, কিন্তু বর্তমানে সেই কুশলের কিছু আধিক্যও হইয়াছে।

রাজা—তাহা কিরূপ ?

মল্লভট্ট—মহারাজ ! এই দেশ হইতে কোনও এক অনির্বচনীয় সুন্দর তপ্তকাঞ্চনদ্যুতি-সন্ন্যাসিশিরোমণি তীর্থযাত্রাচ্ছলে যেইদিন হইতে দক্ষিণদেশে গিয়াছেন সেইদিন হইতে মহারাজও পরমানন্দে ডুবিয়া আছেন।

সার্বভৌম—(উৎকণ্ঠার সহিত) ভট্টাচার্য বলুন বলুন। (২০)

রাজা—কহ সমাচার।

মল্লভট্ট—দক্ষিণদেশের যত সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি—তাহার মধ্যে কেহ কর্মী, কেহ জ্ঞানী—ভক্ত সম্প্রদায় তো অতি বিরল, আবার শৈবই বেশী, আর

তেন তেষামন্যোন্যবাদবিসংষ্ঠুলানামুচ্চাবচনির্বচন-চাতুর্যধুর্যাণাং স্বস্বমতাচার্যবর্যাণাং প্রসঙ্গেন প্রায়শো বহুলোদ্বেগ এব নো মহীপালঃ। (২১)

রাজা—ততস্ততঃ ?

মল্লভট্টঃ—তত আকস্মিক-প্রবেশমাত্রেণৈব তস্য যতিপতের্দিশি বিদিশি সানন্দ-চমৎকারং সমূঢ়েষ্বাবালবৃদ্ধ-তরুণেষু লোকেষু দিদৃক্ষয়োপনতেষু চ পণ্ডিত-মণ্ডলেষ্বপি পরমনয়নসুভগয়া বপুলর্লক্ষ্মোব প্রকটীকৃতং মহিমানমনুভূয় বিনোপদেশেনাপি কর্হ্যেবং স্যাম ইতি তৎকাল-সমুদিত্বর-বাসনা-বিশেষেণ জাত-পুলকাশ্রবঃ, সর্ব এব স্বস্বমত-প্রচ্যাবেন তৎপথপ্রবিষ্টা বভুবুঃ। তস্য পরম্পরাশ্রবণেন লব্ধপরমানন্দোঽস্মন্নরলোকপালস্তদ্বিশেষ-চরিতমবগন্তুং গূঢ়-বেশেন ব্রাহ্মণান্ প্রহিত্য যাবৎ সেতুবন্ধং ততঃ প্রত্যাগমনাবধি চ তস্যালৌকিকচরিতচমৎকারং তত্তন্মুখাদনুভবন্ ভবদবদহনজ্বালামেব বিস্মৃতবান্। (২২)

স্যামঃ বয়ং ভবামঃ। স্বস্বমত-প্রচ্যাবেন—চ্যব অধঃ পতনে পূর্বাৎ স্বস্ব মতানাং ক্ষয়েণ। তৎপথপ্রবিষ্টাঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপথপ্রবিষ্টাঃ। তস্য যতীন্দ্রস্য।

তৎ যতীন্দ্রস্য। সেতুবন্দং সেতুবন্ধপর্য্যন্তং। তত্তৎ ব্রাহ্মণানাং (২২)

তদপেক্ষাও অধিক পাষণ্ডী। পরস্পর বিবাদে উচ্ছৃঙ্খল, উত্তম-অধম নির্ণয়ে চতুরশিরোমণি এই স্ব স্ব সম্প্রদায়ের আচার্যগণের প্রসঙ্গে আমাদের মহারাজা প্রচুর উদ্বেগগ্রস্ত ছিলেন। (২১)

রাজা—তারপর তারপর।

মল্লভট্ট—এমন সময় হঠাৎ ঐ দেশে সন্ন্যাসিশিরোমণির প্রবেশমাত্রই দশদিকে আনন্দহিল্লোল বহিল, পণ্ডিত-মূর্খ-আবালবৃদ্ধ-তরুণ সকলে দর্শনের ইচ্ছায় তাঁহার পদপ্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইল। সমস্ত সম্পদের আধার, নয়নের ভাগ্যসীমা ঐ শ্রীঅঙ্গ-মাধুরিমা তখন উচ্ছলিত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে—ইঁহার অনুভবে বিনা উপদেশেও—'কবে এমন দশা হবো' এইরূপ বাসনা-বিশেষের উদয়ে তৎক্ষণাৎ অশ্রুকম্প-পুলকাদি ভাবাবিষ্ট হইয়া সকলেই নিজ নিজ মত পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার মতে প্রবিষ্ট হইলেন।

আমাদের মহারাজ লোক পরম্পরা তাঁহার ঐ প্রভাব শ্রবণ করিয়া পরমানন্দ লাভ করতঃ তাঁহার লীলামাধুর্য বিশেষভাবে জানিবার জন্য ছদ্মবেশে

রাজা—অমাত্য ! ধন্যোঽসৌ যুষ্মদীয়ো মহীপালঃ।

সার্বভৌমঃ—কিং কিং শ্রুতম্, কিঞ্চিৎ কথ্যতাম্।

রাজা—অমাত্য ! কথ্যতাম্।

মল্লভট্টঃ—একস্মিন্নহনি নিজ-সুখাবেশেন বিগলদ্‌বিলোচনজল-সকলধৌত-কলধৌত-শরীরং রোমাঞ্চ-সঞ্চয়েন মুকুলাকুলায়মান-কদম্বভূরুহাকারং ভগবন্নামসঙ্কীর্তন-সগদ্‌গদস্বরং স্বরংহসা স্বানন্দবৈবশ্যেন বর্ত্মপরিচয়াভাবতোঽপি যথাবর্ত্মৈব চলন্তং ভগবন্তমালোক্য পাষণ্ডিনো 'বৈষ্ণবোঽয়ং ভবতি ভিক্ষুর্ভগবৎপ্রসাদ-নাম্নৈবেদং গ্রহীষ্যতি, তদেতদন্নমেনমাশয়ামঃ' ইতি শ্বভোজনযোগ্যমশুচিতরমন্নং স্থাল্যাং নিধায় পুরতো গত্বা 'স্বামিন্!

কলধৌতঃ স্বর্ণঃ। স্বরংহসা স্বকীয়বেগেন। যথাবর্ত্ম বর্ত্মানমতিক্রম্য। ইদং অন্নং। এনং ভিক্ষুবৈষ্ণবং। পুরতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্যাগ্রে। (২৩)

কয়েকজন ব্রাহ্মণকে পাঠাইলেন—অতঃপর সেতুবন্ধ গমনাগমন পর্যন্ত তাঁহার সমস্ত অলৌকিক চমৎকার লীলা ঐ ব্রাহ্মণগণের মুখ হইতে শ্রবণ ও অনুভব করিয়া আমাদের মহারাজ ভব-মহাদাবাগ্নি নির্বাপিত করিলেন। (২২)

রাজা—মন্ত্রী ! ধন্য ধন্য আপনাদের ঐ মহারাজ

সার্বভৌমঃ—কি কি শ্রবণ করিলেন, কিছু বলুন না ?

রাজা—মন্ত্রী ! বলুন।

মল্লভট্ট—একদিন শ্রীগৌরহরি নিজসুখাবেশে চলিতেছেন, বাহ্য নাই, দুইনয়নে অবিরল অশ্রুধারা বহিতেছে, অশ্রুজলে তাহার কনককান্তি গৌর-অঙ্গ ভাসিয়া যাইতেছে, রোমাঞ্চে রোমাবলী কদম্বকিঞ্জল্কের আকার ধারণ করিয়াছে, রোমকূপে বিন্দুবিন্দু স্বেদ বিগলিত হইতেছে,—গদ্‌গদ্ স্বরে কৃষ্ণনামসঙ্কীর্তন করিতে করিতে আত্মানন্দ-বিহ্বলতায় পথের কোন সন্ধান না থাকিলেও তিনি ঠিক ঠিক পথেই বেগে ধাইয়া চলিয়াছেন। এইরূপ-ভাববিহ্বলভগবান্‌কে দেখিয়া পাষণ্ডিগণ এক যুক্তি করিল—'ইনি বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী, অতএব ভগবৎপ্রসাদের নামেই ইনি গ্রহণ করিবেন—সুতরাং ইহাকে এই কদর্য অন্ন খাওয়াইব।' এই যুক্তি করিয়া কুকুরের ভোজনের যোগ্য অতি অশুচি অন্ন থালিতে লইয়া প্রভুর সম্মুখে গিয়া বলিল—'স্বামিন্

ভগবৎপ্রসাদমিমং গৃহাণ' ইতি শ্রাবয়িত্বা সমুচিরেঽচিরেণ। ভগবান্ সর্বজ্ঞোঽপি ভগবৎপ্রসাদনাম্না তত্ত্যাগমসহমান এব পাণৌ গৃহীত্বা তৎসহিতমেব পাণিমুচ্চম্য চলিতবান্। সমনন্তরমেব মহতা কেনাপি বিহগেন চঞ্চুপুটে কৃত্বা তদন্নং ভগবৎকরতলতঃ সমাদায় উড্ডীনম্। (২৩)

সার্বভৌমঃ—অহো মোহস্য মহিমৈষাম্,

২১। যন্মায়য়া মূঢ়ধিয়ো ভ্রমন্তি ভুবনেশ্বরাঃ।
তমপীহ ভ্রময়িতুং ক্ষুদ্রাণাময়মুদ্যমঃ ॥ (২৪)

মল্লভট্টঃ—অন্যেদ্যুরন্যত্র কুত্রাপি ব্রাহ্মণগৃহে যদৃচ্ছয়োপগতস্তং ব্রাহ্মণং কেবলং রাম রাম রামেতি নামমাত্র-জপপরায়ণং দৃষ্ট্বা গতবান্। প্রত্যাগমনসময়ে পুনস্তমালোকয়িতুং তত্রৈব সমুত্তীর্ণস্তমেব কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণেত্যেবং জপন্তং দৃষ্ট্বা পৃষ্টবান্—'ব্রাহ্মণ! কথং গমনসময়ে রাম রাম রামেত্যেবং জপন্ ভবানালোকি, অধুনা কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণেত্যেবং জপন্নালোক্যতে, তৎ কথয়াস্য তত্ত্বম্' ইতি।

এষাং পাষণ্ডিনাং। যৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্য। ভুবনেশ্বরাঃ ব্রহ্মাদয়ঃ!
তং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং (২৪)
অন্যেদ্যুঃ অন্যদিনে। তং ব্রাহ্মণং রাম রাম জপপরায়ণং। (২৫)

এই ভগবৎপ্রসাদ গ্রহণ করুণ।' ভগবান্ সর্বজ্ঞ হইলেও ভগবৎপ্রাসাদের নামে উহার ত্যাগে সর্বথা অসমর্থ হইয়া স্থালিসহ সেই অন্ন গ্রহণ করতঃ হাতে উচু করিয়া ধরিয়া পথ চলিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরেই এক মহাপক্ষী শ্রীভগবানের করতল হইতে স্থালীসহ ঐ অন্ন চঞ্চুপুটে উঠাইয়া লইয়া উড়িয়া গেল। (২৩)

সার্বভৌম—অহো মায়ার কি পরাক্রম,

২১। ব্রহ্মাদি দেবতাগণ যাঁহার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া ভ্রমণ করিতেছেন তাহাকে বিভ্রান্ত করিতে তুচ্ছজনের এই উদ্যম। (২৪)

মল্লভট্ট—অন্য একদিন অন্যত্র কোনও একস্থানে প্রভু কোন এক ব্রাহ্মণগৃহে উপস্থিত হইয়া সেই ব্রাহ্মণকে কেবল 'রাম রাম রাম' এইরূপে রামনামমাত্র জপপরায়ণ দেখিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু ফিরিবার সময় সেই ব্রাহ্মণকে দেখিবার জন্য তাঁহার গৃহে গেলে তাঁহাকেই 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ' এইরূপে কৃষ্ণনামমাত্র জপপরায়ণ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'ব্রাহ্মণ যাওয়ার সময়

তদা স উচে—'ভগবন্! তবৈব প্রভাবোঽয়ম্ যতঃ শৈশবাবধি রামনামমাত্র-জপপরায়ণোঽহং ভগবদ্দর্শন-মাত্রেণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণেত্যেব মে বদনান্নিঃসরতি, বলাদপ্যহমেতন্নিবর্তয়িতুং ন শক্নোমীতি তবৈব দর্শনদোষোঽয়ম, ন মম' ইতি। (২৫)

রাজা—ভট্টাচার্য! কোঽত্র সন্দর্ভঃ ?

ভট্টাচার্যঃ—মহারাজ! যদ্যপি সমানার্থতুভয়মেব ;—(রামপূর্বতাপনী ১।৬)

২২। "রমন্তে যোগিনোঽনন্তে সত্যানন্দে চিদাত্মনি।
ইতি রামপদেনাসৌ পরং ব্রহ্মাভিধীয়তে ॥"

তথা—(মহাভারতে)

২৩। "কৃষির্ভূর্বাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ॥"

ভূবাচকঃ বিদ্যমান বাচকঃ। নির্বৃতি বাচকঃ আনন্দ বাচকঃ। (২৬)

আপনাকে 'রাম রাম রাম' এইরূপ জপপরায়ণ দেখিয়া গিয়াছি এখন কেন 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ' এইরূপ জপপরায়ণ দেখিতেছি ? ইহার ভিতরে কি রহস্য আছে, বলুন দেখি-নি।' ঐ ব্রাহ্মণ উত্তর দিল—'ভগবন্ ইহা আপনারই প্রভাব, যেহেতু শৈশবাবধি রামনামমাত্র জপপরায়ণ-যে আমি সেই আমার মুখ হইতে আপনার দর্শনমাত্রে কেবল 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' নামই বাহির হইতেছে। আমি চেষ্টা করিয়াও ইহা নিবারণ করিতে পারিতেছি না। ইহা আপনারই দর্শনদোষ, আমার কিছু দোষ নাই। (২৫)

রাজা—ভট্টাচার্য! ইহার রহস্য কি ?

ভট্টাচার্য—মহারাজ! যদিও উভয় নামই সমান অর্থবাচক, যথা—(রামপূর্ব-তাপনী ১/৬)

২২। যোগীগণের মন অনন্ত সত্যানন্দ চিদাত্মা পরংব্রহ্মে রমণ করে—এই রমণ হইতে রামনাম নিষ্পন্ন হইল—কাজেই 'রাম' শব্দের দ্বারা পরংব্রহ্মকেই অভিহিত করা হয়।

তথা—(মহাভারত)

২৩। 'কৃষ' শব্দ সত্তাবাচক আর 'ণ' শব্দ আনন্দ বাচক—এই দুই-এর মিলনে পরংব্রহ্ম কৃষ্ণ এই নাম হইয়াছে।

ইতি পরব্রহ্মার্থকত্বেন সমানমেব, তথাপি রতিমতাং রাম ইত্যুক্তে রঘুনাথস্ফূর্তিঃ, কৃষ্ণ ইত্যুক্তে ব্রজরাজকুমার স্ফূর্তিরিতি। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবস্য কৃষ্ণাত্মকত্বাৎ তদ্দর্শনে কৃষ্ণস্ফূর্তিরেব স্ফুরতীতি রহস্যম্।

অপি চ, (পদ্মপুরাণে)

২৪। "সহস্রনামভিস্তুল্যং রামনাম বরাননে॥"

(ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে) ২৫। "সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যা তু যৎফলম্।
একাবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি॥"

ইতি রামনামতঃ কৃষ্ণনাম শ্রেয়ঃ। (২৬)

মল্লভট্টঃ—সত্যমেতৎ, অস্মাভিরপি ভূপালস্য সদসীদমেব নিরণায়ি। এবং দক্ষিণস্যাং দিশি যে যে বিষ্ণুভক্তাস্তে কিল রঘুনাথভক্তিদ্বারৈব বনবাসে পঞ্চবট্যাদিষু রঘুনাথচরিতচারুস্থলদর্শনাৎ তত্রৈবানুরক্তিস্তেষাং স্বাভাবিকী, সম্প্রতি যতীন্দ্রমেনমেবালোক্য কৃষ্ণপক্ষপাতা এব বভূবুঃ। এবং ক্বচন স্থলে

সদসি সভায়াং। তত্র শ্রীরঘুনাথে।

এইরূপে পরংব্রহ্ম তাৎপর্যে দুই নামই সমান, তথাপি রতিমান্ জনের নিকট রাম নাম বলিলে রঘুনাথ-স্ফূর্তি হয়, আর কৃষ্ণনাম বলিলে ব্রজরাজকুমার-স্ফূর্তি হয়। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব কৃষ্ণের আবির্ভাব-বিশেষ বলিয়া তাহার দর্শনে কৃষ্ণস্ফূর্তিই হইয়া থাকে। রামজপ্ ব্রাহ্মণের মুখে কৃষ্ণনামস্ফূর্তির ইহাই রহস্য। আরও, (পদ্মপুরাণে) শিব পার্বতীকে বলিতেছেন—

২৪। "হে সুন্দরী", সহস্র বিষ্ণু নামের তুল্য এক রাম নাম।

(ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে) ২৫। বিষ্ণুর নাম তিনসহস্র বার আবৃত্তি করিলে যে ফল হয় কৃষ্ণের কোন একটি নাম একবার আবৃত্তি করিলে সেই ফল হয়।

অতএব রাম নাম হইতে কৃষ্ণ নাম বেশী ফলপ্রদ। (২৬)

মল্লভট্ট—এই কথা সত্য,—আমাদের মহারাজের সভায়ও পণ্ডিতগণের বিচারে এইরূপ নির্ণীত হইয়াছে। এখন গৌরচন্দ্রের মহিমা শুনুন—দক্ষিণদেশে যত যত বিষ্ণুভক্ত আছে তাহাদের সকলেরই রঘুনাথভক্তির দ্বারস্বরূপ পঞ্চবটি প্রভৃতি রামলীলার মধুর বনবাসস্থান দর্শনহেতু তাহাতেই চিত্তের আসক্তি স্বাভাবিকভাবেই হইয়া থাকে, সম্প্রতি এই যতীন্দ্রের দর্শনহেতু ইঁহারা কৃষ্ণপক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছেন।

কমপি ব্রাহ্মণমতিমূর্খতয়া শব্দার্থাববোধ-বিরহেণ শুদ্ধিবর্জিতং ভগবদ্গীতাং পঠন্তং প্রায়শঃ সর্বৈরেব বিহস্যমানমথ চ যাবৎপাঠং তাবদেব পুলকাশ্রুবিবশং বিলোক্য অহো অয়মুত্তমোঽধিকারীতি ভগবাংস্তমবাদীৎ—'ব্রাহ্মণ! যৎ পঠ্যতে, তস্য কোঽর্থঃ' ইতি। স প্রত্যূচে—'স্বামিন্নাহমর্থং কমপি বেদ্মি, অপি তু পার্থরথস্থং তোত্রপাণিং তমালশ্যামং শ্রীকৃষ্ণং যাবৎ পঠামি, তাবদেব বিলোকয়ামি' ইতি। তদা ভগবতোক্তম্—'উত্তমোঽধিকারী ভবান্ গীতাপাঠস্য' ইতি তমালিলিঙ্গ। তদনুভবসুখমনুভূয় স খলু গীতাপাঠজাতাদানন্দাদপি প্রচুরতরমানন্দমাসাদ্য 'স্বামিন্ স এব ত্বম্' ইতি ভূমৌ নিপত্য প্রণমন্নতিশয়বিহ্বলো বভূব। (২৭)

সার্বভৌমঃ—উচিতমেবাস্য তথাজ্ঞানম্। নিরন্তর-ভগবৎস্ফূর্তৈর্নির্মলহৃদয়ত্বেন যথার্থস্ফূতিরেব ভবতি।

প্রায়শঃ বাহুল্যেন। তং ব্রাহ্মণং। স প্রত্যূচে ব্রাহ্মণেন স ভগবানূচে। তোত্রপাণিং তোত্রং ঘোটকানাং চাবুক ইতি খ্যাতিঃ।

স ব্রাহ্মণঃ। স শ্যামসুন্দরঃ শ্রীকৃষ্ণঃ। (২৭)

এইরূপে একদিন এই যতীন্দ্র কোনও একস্থানে কোনও এক অতিমূর্খ শব্দার্থবোধ বিবর্জিত এক ব্রাহ্মণকে অশুদ্ধভাবে ভগবদ্গীতা পাঠ করিতে দেখিলেন। দেখিলেন,—সকলেই ঐ ব্রাহ্মণকে দেখিয়া উপহাস করিতেছে। অথচ যতক্ষণ ঐ বিপ্র পাঠ করিতেছেন ততক্ষণ তিনি অশ্রু-কম্প-পুলকে বিহ্বল হইয়া পাঠ করিতেছেন। অহো ইহাকে দেখিয়া শ্রীভগবান্ বুঝিলেন যে ইনি একজন উত্তম অধিকারী, তাই বলিলেন—'ব্রাহ্মণ, আপনি যাহা পাঠ করিতেছেন, ইহার কি অর্থ, সে উত্তর করিল – স্বামিন্ আমি ইহার অর্থ কিছুই বুঝি না, কিন্তু অর্থ না বুঝিলেও যতক্ষণ পাঠ করি ততক্ষণ অর্জুনের রথোপরি অশ্বরজ্জুধর-তমালশ্যামল শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাই। তখন শ্রীভগবান্ বলিলেন,—'তুমিই গীতা-পাঠের শ্রেষ্ঠ অধিকারী।' এই বলিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। এই আলিঙ্গন-সুখের অনুভূতিতে ব্রাহ্মণ গীতাপাঠ-জনিত আনন্দ হইতেও অধিক আনন্দ আস্বাদনে বিহ্বল হইয়া বলিলেন—'প্রভু আমার সেই শ্রীকৃষ্ণই তুমি।' বলিতে বলিতে আনন্দ-বিবশতায় সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ হইয়া ভূমিতে লুটাইয়া পড়িলেন। (২৭)

মল্লভট্টঃ—এবমেবাস্মৎভূপালসদসি বিচারিতমস্তি। এবমনন্তৈব বিচিত্রা কথা তৈস্তৈর্গূঢ়চরৈঃ পুরুষৈঃ কথিতা, কতি কথনীয়া ভবতি ?

সার্বভৌমঃ—এবমেতৎ।

রাজা—(সোৎকণ্ঠম্) হন্ত কদা ভগবান্ বীক্ষিতব্যঃ ? (২৮)

(নেপথ্যে হন্ত বীক্ষণসময়োঽয়ম্, তদলং বিলম্বেন)

রাজা—(সহর্ষম্) ভট্টাচার্য ! যথায়ং যথাপ্রস্তাবমেব জগন্নাথদর্শনসময়ং প্রস্তৌতি। তথা মন্যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোঽপ্যাগতপ্রায়ঃ।

ভট্টাচার্যঃ—ভট্টারক ! এবমেব।

রাজা—ভট্টাচার্য ! অয়ং পুরুষোত্তমঃ পুরুষোত্তমক্ষেত্রস্য বীজভূতং কিমপি ভবিষ্যতি, অস্মাং কিল বহব এবানন্দাঙ্কুরা জায়েরন্। নীলাচলচন্দ্রস্য সেবাসৌভাগ্যবিশেষোঽপি ভবিষ্যতি।

অস্য ব্রাহ্মণস্য। সদসি সভায়াং (২৮)

অয়ং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ। প্রস্তৌতি উপস্থিতং করোতি।

ভট্টারক হে রাজন্। পুরুষোত্তমঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ (২৯)

সার্বভৌম—ইহার এইরূপ অনুভব উচিতই হইয়াছে—কারণ নিরন্তর ভগবৎ-স্ফূর্তিহেতু ইহার হৃদয় নির্মল হইয়াছিল। নির্মল হৃদয়ে যথার্থ স্ফূর্তিই হইয়া থাকে।

মল্লভট্ট—আমাদের মহারাজের সভাতেও এইরূপ নির্ণীত হইয়াছে, এইরূপ অনন্ত বিচিত্র লীলাকথা সেই ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণগণ বলিয়াছেন—কত আর বলিব ?

সার্বভৌম—ইহা এইরূপই বটে।

রাজা—(উৎকণ্ঠার সহিত) হায় কবে আমার ভগবদ্দর্শন হইবে ? (২৮)

(নেপথ্যে)—হায় হায়, শ্রীজগন্নাথ দর্শন বেলা যে হইয়া গিয়াছে—আর বিলম্বে প্রয়োজন কি ?

রাজা—(আনন্দের সহিত) ভট্টাচার্য ! শ্রীগৌর-দর্শনের লালসা ব্যক্ত করিতে না করিতেই যখন শ্রীজগন্নাথ-দর্শন সময় প্রচারিত হইল তখন মনে হয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যও আগতপ্রায়।

ভট্টাচার্য—হে ভট্টারক ! সত্যই তাই বটে।

রাজা—ভট্টাচার্য ! এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এই পুরুষমক্ষেত্রের কোনও এক

সার্বভৌমঃ—সত্যমেতৎ, পুণ্যাত্মানো হি নরদেবা দেবাংশভূতা এব, তেন ভবতাং মনসি যদুন্মীলতি, তদেব সত্যম্। (২৯)

(নেপথ্যে)—হন্ত ভোঃ সত্যং সত্যম।

রাজা—(সহর্ষম্) অদ্যাপি তথৈব বাক্‌শকুনম্, তৎ পশ্য, জ্ঞায়তাং কোঽয়ম্।

ভট্টাচার্যঃ—তৈর্থিকস্তৈর্থিকান্তরেণ সহ শ্রীজগন্নাথদর্শনোৎকণ্ঠাং প্রপঞ্চয়তি।

(প্রবিশ্য)

দৌবারিকঃ—দেব ! অতিসত্বরং ধাবমানাঃ কতিচিৎ পুরুষাঃ সমায়ান্তি।

রাজা—জ্ঞায়তাং নিরস্ত্রাঃ সাস্ত্রা বা তেঽমী।

দৌবারিকঃ—(নিষ্ক্রম্য পুনঃ প্রবিশ্য চ) দেব ! নিরস্ত্রা এব সর্বে।

সার্বভৌমঃ—নূনং প্রত্যাবর্ততে স এব দেবঃ। (৩০)

(পুনর্নেপথ্যে সতুয় 'হরিং বদ হরিং বদ' ইতি কলকলঃ)

দেব হে মহারাজ। দেব হে মহারাজ। নূনং নিশ্চয়ং। (৩০)

অনির্বচনীয় আনন্দ-উৎসস্বরূপ হইবেন ; ইহা হইতে নিশ্চয়ই বহু বহু আনন্দ-অঙ্কুর উন্মেষিত হইবে। নীলাচলচন্দ্রের সেবা সহজেই অশেষ, এখন সেই সেবার আরও অনেক অনেক বিশেষ ঔজ্জ্বল্য প্রকাশিত হইবে।

সার্বভৌম—ইহা ঠিকই ; পুণ্যাত্মাগণই পৃথিবীর রাজা হইয়া থাকেন, ইহারা দেবাংশভূতাই। অতএব আপনার মনে যাহা উদয় হইতেছে—তাহাই সত্য। (২৯)

(নেপথ্যে)—ওহে ওহে সত্যই সত্যই।

রাজা—(আনন্দের সহিত) এখনও সেই মঙ্গলবাক্য ধ্বনিত হইতেছে। অতএব দেখ তো কে কাহার প্রতি কি বলে ?

ভট্টাচার্য—তীর্থযাত্রীগণ পরস্পরে শ্রীজগন্না -দর্শন উৎকণ্ঠায় কলরব করিতেছে।

(প্রবেশ দৌবারিক)

দৌবারিক—দেব ! ছুটাছুটি করিয়া কতকগুলি লোক এদিকে আসিতেছে।

রাজা—জান তো ইহারা নিরস্ত্র কি সশস্ত্র ?

দৌবারিক—(প্রস্থান ও পুনঃ প্রবেশ) দেব ! সকলেই নিরস্ত্রই।

সার্বভৌম—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই বোধ হয় প্রত্যাবর্তন করিতেছেন। (৩০)

(পুনঃ নেপথ্যে হরি হরি ধ্বনি উঠিল)

সার্বভৌমঃ—অবিতথমেব ভগবান্ প্রত্যাবৃত্তঃ।

(নেপথ্যে)

২৬। তীর্থেষ্বমীষু সকলেষু তথা ন তৃপ্তি-,র্জাতাঽস্য সত্বরমতঃ পুরুষোত্তমে সঃ।
প্রত্যাযযৌ কলয় জঙ্গমরত্নসানু, রত্নাকরস্য সবিধে স্বমুখো বিধির্নঃ॥

সার্বভৌমঃ—মহারাজ! যদয়ং গোপীনাথাচার্যঃ সহর্ষমালপতি, তদয়মাগত এব ভগবান্। তদহমুপসর্পামি।

রাজা—ত্বরতাং ত্বরতাম্, মল্লভট্ট! ত্বমপ্যধুনা বিশ্রামং কুরু, বয়মপি কার্যবিশেষায় গচ্ছামঃ। (৩১)

(ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে)

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ে তীর্থাটনো নাম সপ্তমোঽঙ্কঃ॥ ৭ ॥

অস্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্য ভগবতঃ। কলয় বাক্যার্থমেব কর্ম।
সবিধে নিকটে। (৩১)

সার্বভৌম—সত্যই ভগবান ফিরিয়া আসিয়াছেন।

(নেপথ্যে)—বিধি আমাদের প্রতি অনুকূল ঐ সকল তীর্থে ইহার সেরূপ মনোপ্রসাদ লাভ হয় নাই, তাই সিন্ধুতটে নীলাচলে সচল কনকগিরি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ফিরিয়া আসিলেন।

সার্বভৌম—মহারাজ! আমাদের গোপীনাথ আচার্যকে যখন সানন্দে কথাবার্তা বলিতে শোনা যাইতেছে তখন ভগবান নিশ্চয়ই আসিয়াছেন। অতএব আজ্ঞা হয়তো আমি তাহার দর্শনে চলি।

রাজা—শীঘ্র যান, শীঘ্র যান। মল্লভট্টমশায় আপনিও এখন বিশ্রামে যান, আমি কর্মবিশেষে অন্যত্র যাইতেছি। (৩১)

(সকলের প্রস্থান)

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ে তীর্থপর্যটন নামক সপ্তম অঙ্ক সমাপ্ত

অষ্টমোঽঙ্কঃ

(ততঃ প্রবিশতি সার্বভৌমাদিভির্দামোদর-জগদানন্দাদিভিশ্চানুগম্যমানঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ—সার্বভৌম ! এতাবদ্দূরং পর্যটিতম্, ভবৎসদৃশঃ কোঽপি ন দৃষ্টঃ, কেবলমেব রামানন্দরায়ঃ, স ত্বলৌকিক এব ভবতি।

সার্বভৌমঃ—দেব ! অতএব নিবেদিতম্—সোঽবশ্যমেব দ্রষ্টব্য ইতি। (১)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ—কিয়ন্ত এব বৈষ্ণবা দৃষ্টাস্তেঽপি নারায়ণোপাসকা এব। অপরে তত্ত্ববাদিনস্তে তথাবিধা এব। নিরবদ্যং ন ভবতি তেষাং মতম্। অপরে তু শৈবা এব বহবঃ, পাষণ্ডাস্তু মহাপ্রবলা ভূয়াংস এব। কিন্তু ভট্টাচার্য ! রামানন্দমতমেব মে রুচিতম্।

স রামানন্দরায়ঃ। নিরবদ্যং নিষ্কাপট্যং। (১)

॥ অষ্টম অঙ্ক ॥

(অতঃপর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রবেশ, পশ্চাতে সার্বভৌমাদি এবং জগদানন্দাদি ভক্তবৃন্দ আছেন)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—সার্বভৌম ! এতদূর পর্যন্ত পর্যটন করিয়া আসিলাম, কিন্তু তোমার মত ভক্ত কাহাকেও দেখিলাম না,—এক কেবল রায়রামানন্দ ; তবে সে তো আর মর্তের লোক নয়—অলৌকিক জগতের।

সার্বভৌম—দেব ! এই জন্যই তো নিবেদন করিয়াছিলাম—অবশ্য তাহাকে দেখিয়া আসিবেন।' (১)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—অল্পকিছু বৈষ্ণব দেখিলাম,—তবে তাঁহারাও কেবল নারায়নোপাসকই, অপর তত্ত্ববাদী (মধ্বমতবাদী) যত দেখিলাম তাঁহারাও ঐ একইরূপ। ইঁহাদের কাহারও মতই নিরবদ্য নয়। অপর বহু বহু নৈষ্ঠিক শৈব দেখিলাম, কিন্তু পাষণ্ডগণই মহা প্রবল—তাহাদের দ্বারাই

সার্বভৌমঃ—ভবন্মত এব প্রবিষ্টোঽসৌ, ন তস্য স্বতো মতকর্তৃতা। স্বামিন্নতঃ-পরমস্মাকমপ্যেতদেব মতং বহুমতং সর্বশাস্ত্রপ্রতিপাদ্যঞ্চৈতদিতি। (২)

গোপীনাথাচার্যঃ—ভট্টাচার্য! ভগবতোঽবস্থানস্থানং চিন্তিতমস্তি?

ভট্টাচার্যঃ—(অপবার্য) রাজ্ঞৈব চিন্তিতম্।

গোপীনাথাচার্যঃ—(জনান্তিকম্) কীদৃশং তৎ?

ভট্টাচার্যঃ—কাশীমিশ্রস্যালয়ঃ।

গোপীনাথাচার্যঃ—সাধু সাধু, সিংহদ্বারনিকটবর্তী ভবতি, যতঃ সকাশাৎ

অসৌ রামানন্দঃ। তস্য রামানন্দস্য। ভবতো যন্মতে প্রবিষ্টো রামানন্দেন এতদেব। অপবার্য গোপনং কৃত্বা। (২)

গ্রাম-দেশ ছাইয়া আছে। কিন্তু ভট্টাচার্য! একমাত্র রামানন্দের মতই আমার রুচিকর।

সার্বভৌম—তোমার মতেই তিনি প্রবিষ্ট, তিনি স্বতন্ত্র কোন মতকর্তা নহেন। স্বামিন্! অতঃপর আমাদেরও উহাই মত,—উহাই বহুমান্য ও সর্বশাস্ত্র-সম্মত।* (২)

গোপীনাথ আচার্য—ভট্টাচার্য! ভগবানের বাসস্থানের কথা কিছু চিন্তা করিয়াছ কি?

ভট্টাচার্য—(হাত দিয়া মুখ আড়াল করিয়া মৃদুস্বরে) রাজাই ঠিক করিয়াছেন।

গোপীনাথ আচার্য—কোথায়?

ভট্টাচার্য—কাশী মিশ্রের আলয়ে।

---

* শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই সম্প্রদায় প্রবর্তক ও তাহার পার্ষদগণই একমাত্র এই সম্প্রদায়ের গুরুবর্গ—অন্য কেহ নহেন। (অতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান্ এব সম্প্রদায় প্রবর্তকাস্তৎপার্ষদা এব সম্প্রাদায়িকা গুরবো নান্যে।—আনন্দিটীকা শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ১৪৩।)

এই সম্প্রদায়ের মত রায়রামানন্দ সংবাদে ব্যক্ত হইয়াছে তত্ত্ববাদী সম্প্রদায়ের মতকে (অর্থাৎ মধ্যমতকে) শ্রীগৌরহরি এথানে নিজমুখে গর্হন করিলেন—'নিরবদ্যং ন ভবতি' বাক্যে। গোস্বামী-গণও বিভিন্ন স্থানে এই মতই প্রকাশ করিয়াছেন, যথা—বৃহ° ভা° ২।২।১৯৬ শ্লোকে শ্রীগৌর-প্রবর্তিত মতকেই 'নিরবদ্যং ধ্রুবং' বলা হইয়াছে, ও এইটিকেই 'আমাদের মত'—আর ইহার পূর্বে আলোচিত মতকে 'তত্ত্ববাদী মত' বলা হইয়াছে। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে আলোচ্য গৌরমত ও মধ্যমত দুইটি সম্পূর্ণ আলাদা মত এবং গৌরমত কথনই তত্ত্ববাদি মতভুক্ত নয়।

সুখেনৈব জগন্নাথদর্শনং ভবিষ্যতি। (ইতি সর্বে সমুদ্রকূলাৎ পুরুষোত্তমগ্রামং বিশন্তি।)

(ততঃ প্রবিশন্তি ভগবজ্জগন্নাথপ্রসাদ মালাপাণয়ো জগন্নাথদেব-পশুপালকাঃ, কাশীমিশ্রঃ, পরীক্ষামহাপাত্রঞ্চ)

সর্বে—অয়ময়ং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবঃ স্বামী। (ইতি সোৎকণ্ঠমুপসর্পন্তি।)

সার্বভৌমঃ—ভগবন্! এতে ভগবতঃ পশুপালাঃ, এষ কাশীমিশ্রনামা, এষ সর্বাধিকারী প্রাড়্বিবাকো ভগবতঃ।

(কাশীমিশ্র-পরীক্ষামহাপাত্রে উপসৃত্য দণ্ডবন্নিপততঃ।)

(পশুপালকা মালাং কণ্ঠে দত্ত্বা প্রণমন্তি।) (৩)

ভগবান্—অহো কিমেতৎ, ভগবৎপার্ষদা ভবন্তো মদারাধ্যা এব, কথমযোগ্যমেতৎ ক্রিয়তে? (ইতি সর্বান্ প্রণম্যালিঙ্গতি।)

পশুপালাঃ—সার্বভৌম! ভগবতো দিবাস্বপ্নসময়ঃ সম্প্রতি জাতঃ, কিমিদানীং

দ্রষ্টরি ব্যবহারাণাং প্রাড়্বিবাকোঽক্ষ দর্শকাবিত্যমরঃ (৩)

গোপীনাথ—সাধু সাধু—সিংহদ্বারের নিকটে হইল,—ওখান হইতে সুখে জগন্নাথ দর্শন হইতে পারিবে। (অতঃপর সকলে সমুদ্রকুল ছাড়িয়া শহরে প্রবেশ করিলেন।)

(অতঃপর প্রবেশ—জগন্নাথের প্রসাদ-মালাহস্তে জগন্নাথের পশুপালকগণ, কাশীমিশ্র এবং পরীক্ষামহাপাত্র।)

সকলে—ঐ যে ঐ যে মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

(এই বলিয়া উৎকণ্ঠান্বিত হইয়া নিকটে গেলেন)

সার্বভৌম—ভগবন্! ইঁহারা জগগন্নাথের পশুপাল ইনি কাশীমিশ্র, আর এই ইনি হইলেন সর্বাধিকারী পরীক্ষামহাপাত্র।

(কাশীমিশ্র-পরীক্ষামহাপাত্র নিকটে যাইয়া দণ্ডবৎপ্রণাম করিলেন, আর পশুপাল মালা কণ্ঠে দিয়া প্রণাম করিলেন।) (৩)

ভগবান্—অহো এ কি, আপনারা ভগবৎপার্ষদ, আমার বিশেষ আরাধ্য, এরূপ অযোগ্য কাজ করেন কেন?

(এই বলিয়া সকলকে প্রণাম-আলিঙ্গন করিলেন)

পশুপাল—এখন শ্রীজগন্নাথের দিবা-স্নানের সময় হইয়াছে,—মহাপ্রভু কি এখন

তত্রৈব গত্বা স্বামিনা স্থাতব্যম্, কিংবা বিশ্রম্য স্নানাদিকং কৃত্বা সমাগন্তব্যম্ ?

সার্বভৌমঃ—স্নাত্বা দেবদর্শনং কর্তব্যম্।

কাশীমিশ্রঃ—তদিত এবাগচ্ছন্তু। (ইতি স্বালয়মুপসারয়তি।)

সার্বভৌমঃ—ভগবন্নিদং খল্বস্যৈব মিশ্রস্য পুরং শ্রীচরণানাং কৃতে শোধয়িত্বা স্থাপিতমস্তি, তদত্রৈব প্রবিশন্তু ভগবন্তঃ।

(ইতি প্রবেশং নাটয়ন্তি। পশুপালাদয়ঃ প্রণম্য নিষ্ক্রান্তাঃ)

(ততঃ প্রবিশন্তি বহব এবোৎকলবাসিনো মহাশয়াঃ কেচিৎ) (৪)

১। তদানীমস্মাকং সমজনি ন তাদৃক্ সুভগতা
গতাস্তেনাস্মাকং পরমকরুণা নেক্ষণপথম্।
ইদানীং নো ভাগ্যং সমঘটত যজ্জঙ্গমমিমং
স্বয়ং নীলাদ্রীশং বত নয়নপাতৈর্বিচিনুমঃ ॥

কৃতে ইত্যব্যয়ং চতুর্থ্যর্থ প্রধানং নিমিত্তায় ইত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

কেচিৎ বিশেষাঃ। তদানীং হে কৃষ্ণচৈতন্য তদানীং শ্রীপ্রভো স্তব অত্রৈব প্রথমাগমনকালে। সুভগতা সৌভাগ্যতা ॥ ৫ ॥

সেখানে গিয়াই দর্শনের জন্য অপেক্ষা করিবেন কিম্বা বিশ্রামের পর স্নানাদি সারিয়া সেখানে যাইবেন।

সার্বভৌম—স্নান করিয়াই দেবদর্শন করা ঠিক।

কাশীমিশ্র—তবে এদিকে আসিতে আজ্ঞা হউক। (এই বলিয়া নিজগৃহের রাস্তা দেখাইলেন)

সার্বভৌম—শ্রীপাদমিশ্রের এই গৃহই তোমার জন্য ধুইয়া মুছিয়া ঠিক করিয়া রাখা হইয়াছে অতএব তোমার শ্রীচরণধূলি ওখানেই পড়িতে আজ্ঞা হউক।

(এই বলিয়া প্রবেশ,—পশুপালগণ প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল।)

(অতঃপর প্রবেশ অনেক উৎকলবাসী মহানুভব ব্যক্তিগণের) (৪)

মহানুভবগণ—১। পূর্বে যখন প্রভু আসিয়াছিলেন তখন আমাদের সৌভাগ্যের উদয় হয় নাই। তিনি চলিয়া গেলেন, সেই পরমকরুণার মূর্তি আমাদের নয়নগোচর হইল না। অহো কি আনন্দ, ইদানীং আমাদের ভাগ্যলতিকা ফলবতী হইয়াছে, যেহেতু সচল ভগবান্ স্বয়ং নীলাদ্রিনাথের মাধুর্য এখন আমরা নয়নকোণে আস্বাদন করিব।

(ইত্যুপসর্পন্তি) (৫)

সার্বভৌমঃ—ভগবন্! অয়ং ভগবতোঽনবসরকালাঙ্গসেবকোঽন্তরঙ্গো জনার্দননামা। অয়ং স্বর্ণবেত্রধারী পার্ষদঃ কৃষ্ণদাসনামা। অয়ং লিখনাধিকারী শিখিমাহাতী, ভ্রাতরৌ চাস্যৈতৌ। অয়ং দাসমহাসোআরনামা মহানসাধিকারী। এতে নিসর্গভক্তাঃ শ্রীজগন্নাথদেবস্য। ইমে চন্দনেশ্বর-মুরারি-হংসেশ্বরা ব্রাহ্মণোত্তমা রাজমহাপাত্রাণি স্বভাববৈষ্ণবাঃ। অয়ং প্রহররাজমহাপাত্রং পরমো ভগবদ্ভক্তঃ। অয়ং প্রদ্যুম্নমিশ্রঃ, অয়ং বিষ্ণুদাসঃ। ইমে রামানন্দরায়-সহোদরাঃ, তন্মধ্যে অয়ং বাণীনাথপট্টনায়কঃ। অয়ং তস্য জনকো ভবানন্দরায়ঃ। ইমে চান্যে গৌড়োৎকলবাসিনঃ সর্বে ত্বচ্চিত্তাস্ত্বদ্‌গতপ্রাণা দণ্ডবৎ প্রণমন্তি। এতানাত্মীয়ত্বেনানুগ্রহীতুমর্হন্তি। (৬)

ভগবান্—আত্মান এবামী, কথমেষামাত্মীয়ত্বম্? বিশেষতো জগন্নাথসেবকাঃ।

সার্বভৌমঃ—ভগবন্! জগন্নাথস্য ভবতশ্চ কৃষ্ণচৈতন্যত্বমবিশিষ্টমেব, তথাপ্যস্তি কশ্চিদ্‌বিশেষঃ, অসৌ দারুব্রহ্ম, ভবান্ নরব্রহ্ম।

নিসর্গভক্তাঃ স্বভাবভক্তাঃ ॥ ৬ ॥ অবশিষ্টং নাস্তি বিশিষ্টং ভেদঃ।

(এই বলিয়া নিকটে গেলেন)

সার্বভৌম—ভগবন্! ইনি জগন্নাথের অবসর-কালের অন্তরঙ্গ **অঙ্গ**-সেবক জনার্দন। ইনি স্বর্ণবেত্রধারী পার্ষদভক্ত কৃষ্ণদাস। ইনি লিখনাধিকারী শিখিমাহাতী,—আর এরা দুইজন তা'র ভাই। ইনি দাস-মহাসোয়ার—পাকশালার অধিকারী। ইঁহারা সকলেই জগন্নাথদেবের **স্বভাবভক্ত**। চন্দনেশ্বর-মুরারি-হংসেশ্বর এই তিনজন উত্তম ব্রাহ্মণ, রাজ-মহাপাত্র এবং স্বভাববৈষ্ণব। ইনি হইলেন প্রহররাজমহাপাত্র—ইনি পরমভগবদ্ভক্ত। ইনি প্রদ্যুম্ন মিশ্র; ইনি বিষ্ণুদাস। এই এরা দুইজন রামানন্দের সহোদর ভ্রাতা—তার মধ্যে ইনি হইলেন বাণীনাথপট্টনায়ক, আর ইনি হইলেন ইঁহাদের পিতা ভবানন্দরায়। ইঁহারা এবং গৌড়-উৎকলবাসী সকলেই তোমাগত-চিত্ত ও তোমাগত-প্রাণ—এই দেখ, ইঁহারা তোমাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেছে। ইঁহাদিগকে আত্মীয়রূপে স্বীকার করিয়া অনুগ্রহ কর। (৬)

ভগবান্—(কর্ণৌ পিধায়)

২। অত্যুক্তিরেষা তব সার্বভৌম, তনোতি কামং শ্রবসোঃ কটুত্বম্।
তীক্ষ্ণো হি গৌড়স্য রসস্য পাক-,স্তিক্তত্বমায়াতি ন চৈতি রন্ধম্॥　(৭)

সার্বভৌমঃ—ভগবন্ ! গৌড়দেশস্য রসস্য পাকঃ সুরস এব, যত্রাবিরাসীদ্ভগবান্॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ—বিরম বিরম, অতঃপরং শ্রীপুণ্ডরীকাক্ষদর্শনস্য সময়ো জাতঃ।

সর্বে—এবমেব, তদুপসর্পন্তু ভগবন্তঃ।

(ইতি ভগবন্তমগ্রে কৃত্বা পরিক্রামন্তি।)

(নেপথ্যে)

৩। অয়মেষ দৃশো রসায়নং, পরমানন্দপুরীশ্বরঃ পুরস্তাৎ।
দমনার্থমঘোঘকারিণাঃ, ধৃতদণ্ডঃ সময়ে সমুজ্জিহীতে॥

কামং অভিলাষং। শ্রবসোঃ শ্রবণয়োঃ।
গুড়স্যেদং গুড়সম্বন্ধিনো রসস্য। রন্ধং সুরন্ধনং　(৭)
রসস্য ষড়্রসস্য মধ্যে তিক্তরসস্য শ্রীক্ষেত্রে অভাবাৎ॥
যত্র গৌরদেশে রসাস্বাদনত্বাৎ। পুরস্তাৎ অগ্রে।

ভগবান্—ইহারা তো সাক্ষাৎ আমার আত্মাই, আত্মীয়তার আর কি কথা ? বিশেষতঃ ইহারা জগন্নাথের সেবক।

সার্বভৌম—ভগবান্ জগন্নাথ ও তুমি উভয়েই 'কৃষ্ণবিষয়ে চৈতন্যদান' বিষয়ে যদিও অভেদই, তথাপি উভয়ের মধ্যে একটি ভেদ আছে—উনি দারুব্রহ্ম, আর তুমি নরব্রহ্ম।

ভগবান্—(কানে হাত দিয়া)

২। সার্বভৌম তোমার ইহা অত্যুক্তি, ইহাতে জাগতিক সুখ-সুবিধা হইতে পারে বটে, কিন্তু ইহা অত্যন্ত শ্রবণকটু। গুড়জাতীয় রস অত্যাধিক কড়া পাকে তিক্ত হইরা যায়—সুস্বাদু হয় না।　(৭)

সার্বভৌম—যেথানে ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়াছেন সেই গৌড়দেশস্থ রসের পাক সুরসই হইয়া থাকে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—থাম থাম আর নয়—এখন জগন্নাথ-দর্শনের সময় হইয়া গিয়াছে।

সকলে—তাই বটে, অতএব ভগবানের চলিতে আজ্ঞা হউক।

(এই বলিয়া ভগবানকে অগ্রে লইয়া সকলে দর্শনে চলিলেন।)

(নেপথ্য ধ্বনি)

সর্বে—(আকর্ণ্য) অহো অবসরঃ সংবৃত্ত এব দেবস্য, যদয়ং প্রস্তৌতি। (৮)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ—(স্বগতম্) অহো পরমানন্দপুরীশ্বরস্তাবন্মুনীন্দ্রমাধবপুরীশ্বর-শিষ্যঃ, যত্র খল্বগ্রজস্য বিশ্বরূপস্য সমগ্রমৈশ্বরং তেজঃ প্রবিষ্টম্। স এব বা সমাগতঃ। ভবতু, দেবং বিলোক্য তত্ত্বমস্য জ্ঞেয়ম্।

সার্বভৌমঃ—ইয়ং পুরো ভগবতঃ পরমানন্দপুরী, তদেনাং প্রবিশন্তু।

(ইতি সর্বে ভগবতা সহ শ্রীজগন্নাথদর্শনার্থং নিষ্ক্রান্তাঃ) (৯)

(ততঃ প্রবিশতি পরমানন্দপুরী)

পরমানন্দপুরী—(সোৎকণ্ঠম্)

৪। কদাসৌ দ্রষ্টব্যঃ স খলু ভগবান্ ভক্ততনুমা-
নিতি প্রৌঢ়োৎকণ্ঠা-বিলুলিতমহো মানসমিদম্।

প্রস্তৌতি প্রস্তুতং ভবতি (৮)

যত্র পরমানন্দপুরীশ্বরে। স পরমানন্দপুরীশ্বরঃ। অস্য পরমানন্দপুরীশ্বরস্য অস্মাভিঃ। পুরোঽগ্রে। ভগবতঃ শ্রীজগন্নাথস্য পরমং আনন্দং যত্র এবম্ভূতা পুরী অগ্রে ভাতি তস্মাদ্ধেতোঃ এনাং পুরীং সর্বে প্রবিশন্তু (৯)

৩। পাপীগণের দমনার্থে দণ্ডধারী, পরমানন্দকর পরমানন্দপুরীশ্বর এই যে দশদিক্ আলো করিয়া উদিত হইতেছেন।

সকলে—(শ্রবণ করিয়া) নেপথ্যবাণী হইতে মনে হইতেছে (পুরীশ্বর) পুরীর ঈশ্বর জগন্নাথের দর্শন-অবসরকাল হইয়া গিয়াছে। (৮)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—(স্বগত) অহো পরমানন্দপুরীশ্বর—মুনীন্দ্র মাধবপুরীশ্বরের শিষ্য বলিয়া যিনি পরিচিত, যাঁহার ভিতরে অগ্রজ বিশ্বরূপের সমগ্র ঐশ্বরিক তেজ প্রবিষ্ট হইয়াছে—তিনিই বা আসিলেন। যাহা হউক, শ্রীজগন্নাথ-দর্শনের পর এ ব্যাপারে খোঁজ করা যাইবে।

সার্বভৌম—এই তো সম্মুখে ভগবানের পরমানন্দদায়িনী মন্দির, প্রবেশ করিতে আজ্ঞা হউক।

(ইহার পর সকলের ভগবানের সহিত শ্রীজগন্নাথ দর্শনের জন্য প্রস্থান।) (৯)

(অতঃপর পরমানন্দপুরীর প্রবেশ)

পরমানন্দপুরী—(পরম উৎকণ্ঠায়)

৪। ভক্ততনু ধারন করিয়া স্বয়ংভগবান্ অবতীর্ণ হইয়াছেন,—অহো কবে বা

চিরাদস্য প্রাপ্তঃ স খলু ফলকালো মম পুন-
র্ন জানে কীদৃক্ষং জনয়তি ফলং ভাগ্যবিটপী ॥

(ইতি পরিক্রামন্) ভগবন্ শ্রীজগন্নাথ! ক্ষম্যতাম্, ত্বামনালোক্য যদগ্রে তমুপসর্পামি, তত্তাদৃশী-মুৎকণ্ঠাং সর্বজ্ঞো জানন্ত্যেব। (পুরোঽবলোক্য) অহো ইহৈব ভবিতব্যং ভগবতা তেন। যতঃ,

৫। জগন্নাথদ্বারাদপি বহলকোলাহলকৃতাং
সমূহো লোকানামিহ সরতি নৈবাপসরতি।
অতো মন্যে ধন্যে ধরণি তব পুণ্যেন মিলিতঃ
স এবায়ং দেবঃ কনকরুচিরত্রৈব ভবিতা ॥

তদহমুপসর্পামি। (ইত্যুপসর্পতি।) (১০)

(ততঃ প্রবিশতি পরিজনৈঃ সার্দ্ধং শ্রীজগন্নাথদর্শনানন্দ-নিস্পন্দঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ—(স্মৃতিমভিনীয়) অহো, পরমানন্দপুরীশ্বরঃ সাম্প্রতমাগমিষ্যতীতি লক্ষ্যতে, যতঃ,

---

স গৌরাঙ্গঃ। তং কৃষ্ণচৈতন্যং (১০)

সেই মধুরদর্শন হইবে, মন আমার প্রৌঢ়ি উৎকণ্ঠায় বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে। দর্শনফল পাইবার আশায় বহুদিন অন্তরে ভাগ্যতরু রোপন করিয়াছি, ফলকালও প্রত্যাসন্ন, জানি না উহা কি ফল দিবে!

(এই বলিয়া পদচারণ করিতে করিতে)

হে ভগবন্ শ্রীজগন্নাথ! অপরাধ ক্ষমা কর, যেহেতু তোমার দর্শনের পূর্বেই তাঁহার সন্ধানে ব্যস্ত হইয়াছি। তুমি সর্বজ্ঞ, তুমি তো নিশ্চয়ই জানো আমার মনের কিদৃশী উৎকণ্ঠা। (সম্মুখে তাকাইয়া) অহো সেই ভগবান্ এখানেই আছেন। যেহেতু,

৫। শ্রীজগন্নাথের দ্বার হইতেও জনস্রোত কোলাহল করিতে করিতে এদিকে আসিতেছে, জনতাকে সরাইয়া দিলেও কিছুতেই সরিতেছে না,—অতএব মনে হইতেছে,—ধরণীদেবী তুমি ধন্য তোমার পুণ্যে অবতীর্ণ সেই এই কনকদ্যুতি গৌরসুন্দর এখানেই নিকটে কোথাও আছেন।

সুতরাং আমিও ওখানে যাই। (এই বলিয়া ঐ দিকে গেলেন) (১০)

(অতঃপর প্রবেশ—পরিকর-পরিবৃত শ্রীজগন্নাথ-দর্শনানন্দে নিস্পন্দ

৬। ভগবদ্দর্শনসুখমনু, সুখান্তরং কিমপি সাম্প্রতং ভাবি।
আসন্নশর্মশংসী, প্রসাদ আকস্মিকো মনসঃ ॥
(ইতি সোৎকণ্ঠং তিষ্ঠতি।) (১১)

পুরী—(অগ্রতোঽবলোক্য) অহো অয়মসৌ,

৭। জয়তি কলিতনীলশৈলচন্দ্রে-,ক্ষণরসচর্বণরঙ্গনিস্তরঙ্গঃ।
কনকমণি-শিলাবিলাসিবক্ষঃ-,স্খলগলদস্রমজস্ররোমহর্ষঃ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ—(অগ্রতোঽবলোক্য) অয়মেবাসৌ যদিদমাকস্মিকমাগমনমিহৈতস্য। (ইত্যুত্থায় প্রণম্য)

স্বামিন্ ! পুরীশ্বরোঽসি ?

পুরী—(সসংভ্রমম্) ভগবন্ ! ত্বদ্দর্শনার্থমেবায়মহমুৎকণ্ঠিতো বারাণসীত আগচ্ছন্নস্মি।

অনুপশ্চাৎ। ভাবি ভবিষ্যতি। আসন্ন শর্মশংসী নিকট সুখবাচী সন্ (১১)
অসৌ কৃষ্ণচৈতন্যঃ। নিস্তরঙ্গঃ অনেন গৌরাঙ্গসমুদ্র ইতি ধ্বনিতং।
অজস্রং নিরন্তরং। অসৌ পুরীশ্বরঃ। ইহ স্থলে। এতস্য পুরীশ্বরস্য।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—(বাহ্য লাভ করিয়া) অহো পরমানন্দপুরীশ্বর সম্প্রতি আসিবেন এইরূপ মনে হইতেছে, যেহেতু,

৬। আকস্মিক আসন্ন-শুভসূচক চিত্তপ্রসন্নতার উদয় হইতেছে,—তাই মনে হয় শ্রীজগন্নাথ-দর্শনসুখের পর অন্য কোনও অনির্বচনীয় সুখ সম্প্রতি আগতপ্রায়।

(এই বলিয়া উৎকণ্ঠার সহিত অবস্থান) (১১)

পুরী—(সম্মুখে তাকাইয়া) অহো এই তো সে।

৭। জগন্নাথ শ্রীনীলাচলচন্দ্র হইতে নিঃসৃত রস-চর্বণ-রঙ্গে নিস্পন্দ হইয়া আছে, কনকমণিশীলাসম উজ্জ্বল বক্ষস্থল অশ্রুধারায় প্লাবিত হইতেছে, অজস্র রোমাঞ্চে দেহ কণ্টকিত হইয়াছে। এই ভাবমূর্তির জয় হউক।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—(সম্মুখে তাকাইয়া) অহো, ইনিই সেই পুরীশ্বর হইবেন—নতুবা এই হঠাৎ ইহার আমার নিকটে আগমন হইবে কেন ? (এই বলিয়া উঠিয়া প্রণাম করিয়া বলিলেন) **স্বামী** ! আপনি কি পুরীশ্বর ?

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ—অনুগৃহীতোঽস্মি।

(উপসৃত্য)

জগদানন্দঃ—স্বামিন্! ইত ইতঃ। (ইতি বিশ্রাময়তি।)

সার্বভৌমঃ—ভোঃ স্বামিন্! নেদমতিচিত্রম্।

৮। যে কেঽপি যাঃ কাশ্চন সপ্রবাহা, নদাশ্চ নদ্যশ্চ ভবন্তি ভূমৌ।
কস্যাপি রত্নাকরমন্তরেণ, কুত্রাপি নাস্থা ন চ সন্নিবেশঃ॥ (১২)

(নেপথ্যে)

৯। অহো রসকলাবতো ভগবতো রসাচার্যকং
গ্রহীতুমিব মূর্ততাং ব্যধিত ভিক্ষুবেষং বপুঃ।
যদেতদবনীতলে সকল এব দামোদর-
স্বরূপ ইতি ভাষতে তদপৃথক্‌তয়া প্রেমতঃ॥

সার্বভৌমঃ—অহো লোকানামত্র ভগবতি নৈসর্গিকী রতিঃ। যদিদং পরোক্ষেঽপি সর্বে ভগবত্তামেবাস্য গায়ন্তি।

অন্তরেণ বিনা। নাস্থা স্থিতি র্ন ভবতি (১২)

এতৎ ভিক্ষুবেশঃ। ভাষতে কথয়তি। তৎ ভগবতঃ। অস্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্য (১৩)

পুরী—(সম্ভ্রমের সহিত) ভগবন্। সেই আমিই বটে—তোমার দর্শনের জন্যই উৎকণ্ঠিত হইয়া বারানসী হইতে এখানে আসিয়াছি।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—অনুগৃহীত হইলাম।

(জগদানন্দ পুরীশ্বরের নিকটে যাইয়া)

জগদানন্দ—স্বামিন্! এদিকে আসুন এদিকে আসুন।

(এই বলিয়া আসনে বসাইয়া বিশ্রাম করাইলেন)

সার্বভৌম—হে স্বামিন্! ইহা অত্যাশ্চর্য কিছুই নয়।

৮। পৃথিবীতে যেখানে যত কিছু নদনদী প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে, তাহাদের কাহারও-ই সাগর বিনা কুত্রাপি দাঁড়াইবার স্থান নাই। (১২)

(নেপথ্যে ধ্বনি)

৯। অহো ইনি রসিকশেখর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের রসাচার্যের ভাবকে মূর্তিমান্ করিবার জন্যই যেন সন্ন্যাসিবেশ-বপু ধারণ করিয়াছেন। জগতে সকলেই ইহাকে দামোদরস্বরূপ বলিয়া কহে এবং প্রেম হইতে অভিন্ন বলিয়া জানে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ—(শ্রুতিমভিনীয়) অয়ে দামোদরস্বরূপ ইতি নামাকর্ণিতম্, কচ্চিদয়মপি সমাগমিষ্যতীব লক্ষ্যতে।

সার্বভৌমঃ—স্বামিন্! প্রায়শো ভবদবতারে কেচিৎ পূর্বং কেচিৎ পশ্চাচ্চ ভবদীয়া এব সর্বেঽবতেরুঃ, সময়ে সর্বৈরেব মিলিতৈর্ভবিতব্যম্, অতএব সপ্রবাহা ইত্যুক্তম্। (১৩)

(ততঃ প্রবিশতি দামোদরস্বরূপঃ)

দামোদরস্বরূপঃ—(আকাশে লক্ষ্যং বদ্ধা)

১০। হেলোদ্ধূনিতখেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া
শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া।
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া সমদয়া মাধুর্যমর্যাদয়া
শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া॥

বিশদয়া নির্মলয়া। সমদয়া সমং দদাতি মদ সহিতয়া বা (১৪)

সার্বভৌম—আহা! লোকসকলের এই ভগবানে কি স্বাভাবিকী প্রীতি। যেহেতু, পরোক্ষেও সকলে ইহার ভগবত্তা গান করিতেছে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—(নেপথ্যবানী শোনার অভিনয় করিয়া) অহো, দামোদরস্বরূপ এইরূপ নাম যেন শুনিলাম! এই নামে কোনও মহানুভব আসিতেছেন মনে হয়।

সার্বভৌম—স্বামিন্! ভগবানের অবতারকালে তাহার পার্ষদবৃন্দ কেহ আগে কেহ বা পরে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। পরে যথাকালে সকলেই আসিয়া শ্রীভগবানের সঙ্গে মিলিত হন—সেইজন্য আমি পূর্বে 'প্রবাহমান' ইত্যাদি কথার অবতারণা করিয়াছিলাম। (১৩)

(অতঃপর দামোদর স্বরূপের প্রবেশ)

দামোদরস্বরূপ—(আকাশের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া)

১০। হে শ্রীচৈতন্যদয়ানিধি! হেলায় সকল দুঃখের অবসানকারী, সুনির্মল আনন্দের বর্দ্ধনকারী, শাস্ত্রবিবাদের অবসানকারী, ভক্তিরসদাতা, উন্মাদ নামক সঞ্চারিভাবের প্রদাতা, ভক্তিসুখদাতা, এবং মদ নামক ভাব সংশ্লিষ্ট মাধুর্যমর্যাদাবশতঃ অতি উজ্জ্বল তোমার দয়া আমার প্রতি বর্ধিত হউক।

(ইত্যুপসর্পতি) (১৪)

গোপীনাথাচার্যঃ—(পুরোঽবলোক্য স্বগতম্) অয়ে শ্রুতং ময়া চৈতন্যানন্দ-শিষ্যঃ পরমবিরক্তো ভগবদ্‌ভক্তোঽতিবিদ্বান্ কশ্চিদ্দামোদরস্বরূপনামা, যঃ খলু গুরুণা বহুতরমভ্যর্থিতোঽপি বেদান্তমধীত্যাধ্যাপয়েতি, ন চ তচ্চ কৃতবান্। অপি তু,

১১। সমস্তহানায় তুরীয়মাশ্রমং, জগ্রাহ বৈরাগ্যবশেন কেবলম্।
শ্রীকৃষ্ণপাদাব্জ-পরাগ-রাগত, স্তুচ্ছীচকারৈনমহো বহন্নপি ॥

স এবায়ম্। তদ্ভগবতে নিবেদয়ামি। (ইত্যুপসৃত্য) ভগবন্নয়ময়ং শ্রুতচরো দামোদরস্বরূপঃ।

ভগবান্—ক্ব স ক্ব সঃ? (ইতি সোৎকণ্ঠমুপসর্পতি।)

(দামোদরস্বরূপ উপসৃত্য পাদয়োঃ প্রণমতি।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যো বাহুভ্যামুত্থাপ্যালিঙ্গতি।) (১৫)

চৈতন্যানন্দ ভারত্যাঃ শিষ্যঃ। সমস্তহানায়েতি ত্যাগায় নিমিত্তায়। এনং অর্থাৎ তুরীয়াশ্রমং বহন্নপি। শ্রুতচর প্রাক্‌শ্রুত ইত্যর্থে চরট্। দামোদরস্বরূপং নাম (১৫)

(এই বলিয়া প্রভুর দিকে আগাইয়া চলিলেন) (১৪)

গোপীনাথ আচার্য--(সম্মুখের দিকে তাকাইয়া স্বগতভাবে বলিলেন) চৈতন্যানন্দের শিষ্য, পরমবিরক্ত ভগবদ্‌ভক্ত, অতিবিদ্বান দামোদরস্বরূপ নামক কোনও এক মহানুভবের নাম শুনিয়াছি, যিনি শ্রীগুরুদেবের দ্বারা 'বেদান্ত অধিগত করিয়া অধ্যাপনার কাজ কর' এইরূপে বার বার প্রার্থিত হইয়াও তাহা স্বীকার করেন নাই।

১১। উলটা আরও, শুদ্ধ বৈরাগ্যবশে যিনি সমস্ত ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসআশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন আবার ঐ সন্ন্যাসআশ্রমের বেশ অঙ্গে ধারণ করিয়াও যিনি শ্রীকৃষ্ণপদকমলপরাগের অনুরাগে উহাকে অহো তুচ্ছ বুদ্ধি করিতেছেন।

ইনি সেই তিনিই হইবেন। অতএব যাই ভগবান্‌কে নিবেদন করিগা। (এই বলিয়া ভগবানের নিকট যাইয়া) ভগবন্! পূর্বে যাঁহার নাম শোনা গিয়াছিল সেই দামোদরস্বরূপই এই আসিয়াছেন।

(নেপথ্যে)

১২। ঈশ্বরপুরী-নিষেবণ-,রতঃ স্বতঃ কৃষ্ণভক্তশ্চ।

অয়মেতি বিশদহৃদয়ো, বিরক্তিমান্ সকলবিষয়েষু ॥

সার্বভৌমঃ—(আকর্ণ্য) অয়ে ভগবতঃ পুরপরিচারকঃ কোঽপি সমায়াতি। কস্তাবদসৌ ? পরীক্ষামহাপাত্রস্য প্রতিনিধির্বা, নাসৌ তথা বিরক্তঃ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ—অহো পুরীশ্বরস্য সকাশাৎ কশ্চিদয়াতীব।

সার্বভৌমঃ—(অবলোক্য) জানীমঃ। (ইতি নিরূপয়তি।) (১৬)

(ততঃ প্রবিশতি গোবিন্দনামা কশ্চিৎ)

গোবিন্দঃ—(স্বগতম্) প্রহিতোঽস্মীশ্বরপুর্যা—'মহাপ্রভোঃ সবিধ এব যাহি' ইতি। উপসন্নং তদিদমথো ন বেদ্মি নিজভাগ্যমহিমানম্।

স্বতঃ স্বভাবাৎ। অয়ং গোবিন্দঃ। ভগবতো জগন্নাথস্য।

নাসৌ তথা বিরক্তঃ যথা বিরক্তোঽয়মায়াতি তথা জগন্নাথসেবকঃ নাসৌ (১৬)

ভগবান্—কোথায় সে কোথায় সে।

(এই বলিয়া উৎকণ্ঠিত হইয়া নিকটে গেলেন)

(দামোদরস্বরূপ নিকটে আসিয়া প্রণাম করিলেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তাঁহাকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন) (১৫)

(নেপথ্য বাণী)

১২। ঈশ্বরপুরীর সেবক, স্বতঃ কৃষ্ণভক্ত, সুনির্মল চিত্ত, সর্ববিষয়-বিরক্ত এক মহানুভব এই আগমন করিতেছেন!

সার্বভৌম—(শুনিয়া) ঈশ্বরের পুরপরিচারক কেহও আসিল বুঝি,—তা, এ কে হইবে ? পরীক্ষামহাপাত্রের প্রতিনিধি হইতে পারে হয়তো, না সে তো এত বিরক্ত নয়।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—অহো, পুরীশ্বরের নিকট হইতে কেহ আসিতেছে বোধ হয়।

সার্বভৌম—(ঐ দিকে তাকাইয়া) দেখি তো কে ?

(এই বলিয়া লক্ষ্য করিতে লাগিলেন) (১৬)

(অতঃপর প্রবেশ—গোবিন্দ নামক এক মহানুভব)

গোবিন্দ—(স্বগত) ঈশ্বরপুরীর দ্বারা আমি প্রেরিত হইয়াছি। তিনি আদেশ করিলেন—'অবশ্য মহাপ্রভুর নিকটে যাইবে।' তা'ই ইঁহার শ্রীচরণ-সন্নিকটে আসিলাম, জানিনা এখন নিজ ভাগ্যসীমা কতদূর ?

(ইত্যুপসৃত্য প্রণম্য চাঞ্জলিং বদ্ধা) স্বামিন্ !

১৩। দৃষ্টং ময়া প্রথমমস্য যদেব রূপং,
তেনৈব নির্বৃতিরহো মম নান্যবেষম্।
পশ্যামি তং ত্বমুপযাহি তমিত্যহং তে,
সংপ্রেষিতশ্চরণসীম্নি পুরীশ্বরেণ ॥ (১৭)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ—অস্তি তথৈব ময়ি তেষামখণ্ডমেব বাৎসল্যম্।

সার্বভৌমঃ—ত্বং তস্য পরিচারক ?

গোবিন্দঃ—অথ কিম্ ?

সার্বভৌমঃ—স্বামিন্ ! কথমসৌ ব্রাহ্মণেতরং পরিচারকত্বেনানুগৃহীতবান্ ?

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ—ভট্টাচার্য ! মৈবং বাদীঃ,

১৪। হরেঃ স্বতন্ত্রস্য কৃপাপি তদ্বদ্বত্তে ন সা জাতিকুলাদ্যপেক্ষাম্।
সুযোধনস্যান্নমপোজ্‌ঝ্য হর্ষা,-জ্জগ্রাহ দেবো বিদুরান্নমেব ॥ (১৮)

সাধবে সেবায়। উপসন্নং নিকটং। দৃষ্টমিতি গায়ায়াং শ্রীপুরীশ্বরেণ ময়া অস্য শ্রীগৌরাঙ্গস্বরূপং অকৃত সন্ন্যাস নানালঙ্কার ভূষিতং যদ্দৃষ্টং তেন রূপেণ মম নির্বৃতিঃ সুখং ন অন্যবেশং কৃতসন্ন্যাসং ইতি। তং গৌরাঙ্গং। (১৭)

তেষাং পুরীশ্বরেণ। ত্বং হে গোবিন্দ। অপিকারাৎ হরিরপি কর্তা (১৮)

(নিকটে যাইয়া মহাপ্রভুকে প্রণাম করিলেন এবং অঞ্জলীবদ্ধ হইয়া বলিতে লাগিলেন) স্বামী !

১৩। পুরীশ্বর কৃপা করিয়া আমাকে তোমার চরণপ্রান্তে পাঠাইয়াছেন। তিনি বলিলেন—১৩। 'প্রথম দর্শনে তাঁহার যে রূপ আমার নয়নপথে আসিয়াছিল তাহারই মাধুর্য-আস্বাদনে আমার নয়ন-মন ডুবিয়া আছে,—আমি আর এই সন্ন্যাসিবেশে তাঁহাকে দেখিতে চাই না, তুমি তাঁহার নিকটে যাও।' (১৭)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—আমার প্রতি তাঁহার বাৎসল্য এইরূপ অসীম-ই।

সার্বভৌম—তুমি কি তাঁহার সেবক ?

গোবিন্দ—হাঁ, তাই বটে।

সার্বভৌম—স্বামিন্ ! কি করিয়া তিনি ব্রাহ্মণেতর জাতিকে সেবকরূপে নিযুক্ত করিলেন ?

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—ভট্টাচার্য ! এ বিষয়ে তর্কের কোন অবকাশ নাই।

সার্বভৌমঃ—দেব ! এবমেব।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ—ভবতু, যদ্যপি পূজ্যানাং পরিচারকেণ স্বপরিচর্যা কারয়িতুং ন যুজ্যতে, তথাপি তদাজ্ঞয়া তথৈব কর্তব্যম্। (ইতি তমনুগৃহ্লাতি।)

(প্রবিশ্য সত্বরম্)

মুকুন্দঃ—স্বামিন্ ! ব্রাহ্মানন্দভারতী ভবন্তং দিদৃক্ষমাণ আগতোঽস্তি, যদ্যাজ্ঞাপয়সি, তদিহৈবানয়ামঃ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ—শান্তম্, মান্যাঃ খলু ভবন্ত্যমী, তন্মযৈব গন্তব্যম্।

সর্বে—

১৫। অলৌকিকানামপি লৌকিকত্ব-মলৌকিকত্বপ্রথনায় নূনম্।
ভুবঃ প্রয়াণং কিল বিষ্ণুপদ্যা, দিবং নয়ত্যেব শরীরভাজঃ॥

(ইতি ভগবন্তমগ্রে কৃত্বা পরিক্রামন্তি। ততঃ প্রবিশতি চর্মাম্বরো ব্রহ্মানন্দঃ)

তদাজ্ঞয়া পূজ্যানাং আজ্ঞাগুরূণাং নবিচারণীয়া ইত্যুক্তত্বাং। তং গোবিন্দং। আনয়ামঃ ব্রহ্মানন্দং। অমী ব্রহ্মানন্দাঃ। নূনং নিশ্চিতং। বিষ্ণুপদ্যাঃ গঙ্গায়াঃ ভুবঃ প্রয়াণং গমনং। দিবং বিষ্ণুসর্গং (১৯)

১৪। স্বতন্ত্র শ্রীহরির কৃপাও স্বতন্ত্র—কৃপাবর্ষণে জাতিকুলাদির কোন অপেক্ষা নাই। দুর্যোধনের অন্ন পরিত্যাগ করিয়া আনন্দের সহিত তিনি বিদুরের অন্ন গ্রহণ করিলেন। (১৮)

সার্বভৌম—দেব ! তাই বটে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—যাহা হউক, যদিও পূজ্যজনের সেবককে নিজ-সেবায় নিযুক্ত করা উচিত নয় তথাপি তাঁহার যখন আজ্ঞা হইয়াছে তখন করাই কর্তব্য।
(এই বলিয়া তাহাকে কৃপা করিয়া নিকটে রাখিলেন।)

(মুকুন্দের ছুটাছুটি করিয়া প্রবেশ)

মুকুন্দ—ব্রহ্মানন্দভারতী তোমার দর্শনাভিলাষে এখানে উপস্থিত, যদি আজ্ঞা হয় লইয়া আসি।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—শান্ত হও, উনি আমার মান্য, আমারই যাওয়া উচিত।

সকলে—১৫। অলৌকিকের লৌকিকবৎ আচরণ বস্তুতঃ অলৌকিত্ব প্রচারের জন্যই হইয়া থাকে, যেমন গঙ্গার মর্তে আগমন দেহধারী জীবকে উদ্ধার করিয়া স্বর্গে লইবার জন্যই হইয়া থাকে।

(এই বলিয়া ভগবান্‌কে পুরোভাগে করিয়া সকলে সম্মুখে চলিতে লাগিলেন

ব্রহ্মানন্দঃ—(পুরোঽবলোক্য) অয়মেব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ। (১৯)

তথা হি—

১৬। কনকপরিঘদীর্ঘদীর্ঘবাহুঃ, স্ফুটতরকাঞ্চনকেতকীদলাভঃ।
নবদমনক-মাল্য-লাল্যমান-,দ্যুতিরতিচারুগতিঃ সমুজ্জিহীতে॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ—(উপসৃত্য তমবলোক্যাপি চর্ম্মচেলত্বমাত্মনোঽনভিমতমিতি বোধয়ন্ সাবহিত্থম্) মুকুন্দ! ক্বাসৌ? (২০)

মুকুন্দঃ—অয়ময়ম্।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ—নহি নহি, স চেদভবিষ্যৎ, তদা কথং চর্ম্মচেলত্বেন বাহ্যবেশা-বেশবশত্বমস্যাভবিষ্যৎ?

ব্রহ্মানন্দঃ—(আকর্ণ্য স্বগতম্) অহো অস্মৈ চর্ম্মচেলত্বং ন রোচতে ইব। ভবতি হি,

১৭। দম্ভৈকমাত্র-প্রথনায় কেবলং, চর্মাম্বরত্বাদি ন বস্তুসাধনম্।
চলদ্ভিরুর্বীমৃজুনৈব বর্ত্মনা, সুখেন গম্যস্য সমাপ্যতেঽবধিঃ॥

পরিঘমত্রেব অর্গলং। সাবহিত্থং আকার গুপ্ত্যা সহ বর্ত্তমানং যথাস্যাৎ (২০)
অস্মৈ ভগবতে। ঋজুনা সরলেন (২১)

—অতঃপর চর্মাম্বর পরিহিত ব্রহ্মানন্দের প্রবেশ।)

ব্রহ্মানন্দ—(সম্মুখে তাকাইয়া) এই তো শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। (১৯)

লক্ষণে তাইতো মনে হইতেছে,

১৬। দীর্ঘ কনক-অর্গলসম দীর্ঘবাহুতে, আর প্রফুল্ল কাঞ্চন-কেতকীদল-কান্তিতে শোভন এক অপূর্বমূর্তি নবদমনক মালায় মণ্ডিত হইয়া অতি মনোহর গতি-ভঙ্গিতে ঐ তো দশদিক্ আলো করিয়া উদিত হইতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—(নিকটে যাইয়া তাঁহাকে দেখিয়াও না দেখিবার ভান করিলেন—কারণ উহার পরিহিত চর্মাম্বর যে তাঁহার অভিপ্রেত নয় ইহা বুঝাইবার জন্য ভাব গোপন করিয়া বলিলেন।)

মুকুন্দ! কোথায় তিনি? (২০)

মুকুন্দ—এই যে এই যে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—আরে না না, তিনি যদি হইতেন তবে কি আর বাহ্যবেশ এই চর্মাম্বরে এত আবেশ দেখা যাইত?

কিমেতেনেতি চর্ম জিহাসতি।

(শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যো দামোদরং নিরীক্ষতে, দামোদর ইঙ্গিতং বুদ্ধা সত্বরং বহির্বাসঃ প্রযচ্ছতি। ব্রহ্মানন্দঃ পরিদধাতি। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য উপসৃত্য প্রণমতি।) (২১)

ব্রহ্মানন্দঃ—(সসাধ্বসাদরম্) স্বামিন্ ! লোকশিক্ষার্থং যদ্যপি ভবতামিদমুচিত -মেব, তথাপি নোঽতিভয়জনকমেতৎ, তদপরং নৈতদনুষ্ঠেয়ম্, পশ্য পশ্য,

১৮। নীলাচলস্য মহিমা নহি মাদৃশেন,
শক্যো নিরূপয়িতুমেবম-লৌকিকত্বাৎ।
এতে চরস্থিরতয়া প্রতিভাসমানে,
দ্বে ব্রহ্মণী যদিহ সম্প্রতি গৌরনীলে ॥ (২২)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ—সম্প্রতি-শব্দস্য বর্তমানত্বাদচিরাগতে ভবত্যেব গৌরব্রহ্মতা-নামৈকদেশবর্তি-ব্রহ্মশব্দত্বাচ্চ।

নীলাচলস্য নীলগিরেঃ ইহ নীলাচলে।
ইহ নীলাচলে চরব্রহ্ম গৌরঃ স্থিরব্রহ্ম নীলঃ ইতি ভাবঃ (২২)
ভবতি ত্বয়ি অর্থাৎ নীলব্রহ্ম জগন্নাথঃ গৌরব্রহ্ম ত্বং।
গৌরব্রহ্ম ইত্যুক্তত্বাৎ কেবলং ব্রহ্ম অনুক্তত্বেন।

ব্রহ্মানন্দ—(শুনিয়া স্বগত) মোর চর্মাম্বর এই, না ভায় ইহারে। ভাল বলিল,—

১৭। একমাত্র দাম্ভিকতা প্রকাশের জন্য এই চর্মাম্বরাদি গ্রহণ—এই সব বস্তু কিছু সাধন নয়। সরলপথে চলিলে শীঘ্র সুখে গন্তব্যস্থলে পৌছান যায়। কি প্রয়োজন ইহার, অতএব এই চর্ম ত্যাগ করিতেছি।

(শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দামোদরের দিকে তাকাইলেন—দামোদর ইঙ্গিত বুঝিয়া তাড়াতাড়ি বহির্বাস আনিয়া দিল, উনি পড়িলেন—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিকটে যাইয়া প্রণাম করিলেন।) (২১)

ব্রহ্মানন্দ—(সম্ভ্রম মিশ্রিত আদরের সহিত) হে প্রভু ! যদিও লোকশিক্ষার্থ ইহা তোমার উচিতই বটে তথাপি ইহা আমাদের অতি ভয়জনক, সুতরাং অতঃপর আর এরূপ করিবে না, দেখ দেখ,

১৮। নীলাচলের মহিমা আমাদের মত অজ্ঞজন কিছুতেই নির্ণয় করিতে পারে না—যেহেতু ইহা লোকাতীত। সম্প্রতি এই নীলাচলে চল-অচল গৌর-নীল এই দুই ব্রহ্ম বিরাজিত দেখা যাইতেছে। (২২)

ব্রহ্মানন্দঃ—ব্যাপ্য-ব্যাপকভাবত্বেনৈব তদনুমীয়তে। ব্যাপ্যত্বঞ্চ চর্মত্যাগেনৈব জ্ঞায়তাম্।

সার্বভৌমঃ—সম্যগাহুঃ শ্রীপাদাঃ। (২৩)

ব্রহ্মানন্দঃ—সার্বভৌম! পশ্য পশ্য,

১৯। "সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী॥"
ইতি নামান্যনেনৈব সান্বয়ত্বং প্রপেদিরে॥

চন্দনাঙ্গদিত্বং স্বপ্রসাদ-চন্দনাক্তডোরেণৈব ভগবদ্ভিঃ শ্রীজগন্নাথদেবৈরেব ক্রিয়মাণমস্তি। পশ্য পশ্য, ভগবদ্রূপমাত্রস্য পরমানন্দপ্রদত্বম্, কিং পুনঃ স্বয়ং ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য। অহো চিত্রম্,

২০। আনন্দানুভবৈক-সাধনমহো রূপং, ঘনানন্দচিদ্-
বাহ্যান্তঃকরণোর্মি-বৃত্তি-বিরহস্যাপাদকং পশ্যতাম্।
হিত্বানন্দথু-লব্ধয়ে হৃদি নিরাকারন্তু যৈশ্চিন্ত্যতে
মন্যে তান্ ভ্রময়ত্যহো ভগবতী সা কাপি দুর্বাসনা॥

ব্যাপ্য ব্যাপকভাবত্বেন ব্যাপ্যঃ ব্রহ্মানন্দোহং ব্যাপকঃ ভগবান্ ত্বমিত্যনেন তৎ ব্রহ্ম। শ্রীপাদাঃ ব্রহ্মানন্দাঃ (২৩)

অনেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যেন। আপাদকং কৃষ্ণচৈতন্যস্য আপাদয়তি প্রপন্নয়তি আপাদক তৎ বিরহস্যেতি কর্মণি ষষ্ঠী। আনন্দথুঃ সুখং।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—সম্প্রতি অর্থ বর্তমান, কাজেই এইমাত্র আগত আপনিই গৌর-ব্রহ্ম, ইহা আরও সুনিশ্চয় হইয়াছে 'ব্রহ্ম' শব্দ আপনার নামের আদ্যে থাকাতে।

ব্রহ্মানন্দ—দেখ, সসীম-অসীম ভাবের দ্বারা এই সব বিষয় বুঝিয়া লইতে হয়। সসীম কে, তাহাতো চর্ম-ত্যাগের দ্বারাই বুঝা যাইতেছে।

সার্বভৌম—শ্রীপাদ ঠিক বলিয়াছেন। (২৩)

ব্রহ্মানন্দ—সার্বভৌম! দেখ দেখ,

১৯। 'সুবর্ণবর্ণ-হেমাঙ্গ-বরাঙ্গ-চন্দনাঙ্গদী' নামসমূহ ইহাতেই সার্থকতা লাভ করিয়াছে।

ভগবান শ্রীজগন্নাথদেবই নিজপ্রসাদ চন্দনাক্ত ডোরের অঙ্গদ ইহার বাহুতে পরাইয়াছে। দেখ দেখ, ভগবৎ-রূপমাত্রই পরমানন্দপ্রদ, স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীগৌরকৃষ্ণের কথা আর কি বলিবার আছে। অহো আশ্চর্য,

অপি চ,

২১। অমূর্তত্বং তত্ত্বং যদি ভগবতস্তৎ কথমহো
মদাসূয়াদীনামপি ন ভগবত্তত্ত্বগণনা।
ন মূর্তামূর্তত্বে ভবতি নিয়মঃ কিন্তু পরমো
য আনন্দো যস্মাদপি স চ স ঈশো মম মতম্ ॥ (২৪)

সার্বভৌমঃ—স্বামিন্নেবমেব। (ব্রংসূং০১।১।১২) "আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ" ইত্যত্র ব্যাখ্যাতঞ্চৈতৎ—স্বয়মানন্দঃ পরানপ্যানন্দয়তি, যথা প্রচুরধনঃ পরেভ্যোঽপি ধনং দদাতীতি প্রাচুর্যার্থে ময়ড়িতি। কিন্তু তৎ কৃপা চেৎ ভবতি, তদা নিরাকারভাবনাতোঽপি পুনঃ শ্রীবিগ্রহ- মাধুর্য এব নিপততি। উক্তঞ্চাভিযুক্তৈঃ (শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে)— (২৫)

পরমঃ পরা শ্রেষ্ঠা মা লক্ষ্মীর্যস্য সঃ। (২৪)

আনন্দময়ো ভগবান্। অত্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে। প্রচুরধনঃ জনঃ। তৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্য ॥ অভিযুক্তৈঃ প্রাচীনৈঃ বিল্বমঙ্গলৈঃ। (২৫)

২০। অহো, দেখ দেখ, আনন্দানুভবের একমাত্র সাধন, বাহ্যান্তর-বৃত্তির চাঞ্চল্য-শান্তকারী এই চিদ্‌ঘনানন্দ রূপ। এই রূপ ছাড়িয়া আনন্দলাভের জন্য যাঁহারা হৃদয়ে নিরাকারের ধ্যান করে, হায় হায় মনে হয়, মায়ার প্রহেলীকায় তাহারা কোন দুর্বাসনায় ভ্রান্ত হইতেছে। আরও,

২১। অরূপতা যদি ভগবত্তা হয় তবে হায় হায় আমার অহংকার-অসূয়াদি ভগবত্তত্ত্বরূপে গণিত হইবে না কেন? মূর্তামূর্ত নিয়ম ভগবানে নাই—যিনি পরমানন্দস্বরূপ, যাঁহা হইতে অন্যের আনন্দানুভব হয় তিনিই ঈশ্বর,—ইহাই আমার মত। (২৪)

সার্বভৌম—স্বামিন্! ইহাই ঠিক। (ব্রহ্মসূত্র ১/১/১২) 'আনন্দময়ো অভ্যাসাৎ' সূত্রের ব্যাখ্যানেও এইরূপ অর্থই পাওয়া যায়, যথা—

যে বস্তু, 'স্বয়ম্ আনন্দস্বরূপ এবং পরকেও আনন্দ দান করেন'—তিনিই ঈশ্বর। যেরূপ প্রচুর ধনবান্ পরকেও ধনদান করেন—এখানে প্রাচুর্যার্থে ময়ট্ প্রত্যয় হইয়াছে। কিন্তু মূর্তামূর্ত নিয়ম না থাকিলেও যাঁহার প্রতি শ্রীভগবানের কৃপা হয় তাহার মন নিরাকার-ভাবনা ছাড়িয়া ডুবিয়া যায় শ্রীবিগ্রহেরই মাধুর্যতরঙ্গে।

২২। "অদ্বৈতবীথীপথিকৈরুপাস্যাঃ, স্বানন্দসিংহাসনলব্ধদীক্ষাঃ।
শঠেন কেনাপি বয়ং হঠেন, দাসীকৃতা গোপবধূবিটেন ॥ ইতি।

দামোদরঃ—(ব্রহ্মানন্দং প্রতি) শ্রীপাদা ময়া নিমন্ত্রিতাঃ স্থ। তদিদানীমনন্তর-করণীয়ায় গচ্ছন্তু।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ—স্বামিন্নেবমেব তে যুজ্যতে।

ব্রহ্মানন্দঃ—যদভিরুচিতং ভবতে। (ইতি দামোদরাদিভিঃ কতিভিঃ সহ নিষ্ক্রান্তেঃ) (২৬)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ—সার্বভৌম ! ত্বমপি গন্তুমর্হসি।

সার্বভৌমঃ—দেব ! কিঞ্চিন্নিবেদনীয়মস্তি।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ—কিং তৎ ?

সার্বভৌমঃ—স্বামিন্ ! অভয়ঞ্চেদ্দীয়তে, তদা নিবেদ্যতে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ—অসাধ্বসমেব কথ্যতাম্।

সার্বভৌমঃ—ভূপালঃ শ্রীচরণাবলোকনায় সমুৎকণ্ঠতে, যদ্যনুমন্যসে, তদা তমানয়ামঃ।

কেন কৃষ্ণেন। অনন্তর করণীয়ায় স্নানসন্ধ্যাদি করণায়। (২৬)

এই বিষয়ে প্রাচীনগণের উক্তি এইরূপ আছে, (শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে) (২৫)

২২। অদ্বৈতপথের পথিকগণের দ্বারা উপাস্য হইয়াও, আর আত্মানন্দ-সিংহাসন হইতে দীক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াও আমি কোন গোপবধূলম্পটশঠ কর্তৃক বলাৎকারে দাসীরূপে পরিণত হইয়াছি।

দামোদর—(ব্রহ্মানন্দের প্রতি) শ্রীপাদ ! আপনার আজ আমার ঘরে নিমন্ত্রণ, অতএব এখন স্নান-আহ্নিকাদি কার্যে গমন করুন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—স্বামী ! এইরূপ করিতেই আজ্ঞা হউক।

ব্রহ্মানন্দ—তোমার যেরূপ অভিরুচি। (এই বলিয়া দামোদরাদি কয়েকজনের সঙ্গে প্রস্থান) (২৬)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—সার্বভৌম ! তুমিও নিজের ঘরে যাও।

সার্বভৌম—দেব ! কিছু নিবেদন আছে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—কি বলো।

সার্বভৌম—স্বামিন্ ! অভয় দেন তো নিবেদন করি।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—নির্ভয়ে বল।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ—(কর্ণৌ পিধায়) সার্বভৌম ! ভবতাপীদমুচ্যতে ?

২৩। নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য,
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ,
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু॥ (২৭)

সার্বভৌমঃ—স্বামিন্ ! সত্যমেবৈতৎ, কিন্তসৌ জগন্নাথসেবকঃ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ—

২৪। আকারাদপি ভেতব্যং স্ত্রীণাং বিষয়িণামপি।
যথাহের্মনসঃ ক্ষোভস্তথা তস্যাকৃতেরপি॥

যদ্যেবং পুনরুচ্যতে, তদাত্র ন পুনরহং দ্রষ্টব্যঃ।

(সার্বভৌমস্তূষ্ণীং তিষ্ঠতি।)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ—ভট্টাচার্য ! অতিকালো বভুব।

সার্বভৌমঃ—যথারুচিতং স্বামিনে। (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ) (২৮)

জগন্নাথসেবকঃ প্রতাপরুদ্রঃ। তস্য সর্পস্য আকৃতেঃ রজ্বাদেঃ। (২৮)

সার্বভৌম—তোমার শ্রীচরণকমল-দর্শনের জন্য মহারাজ অতীব উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন। যদি অনুমতি হয় লইয়া আসি।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—(কানে আঙ্গুল দিয়া) সার্বভৌম ! তুমিও এইরূপ বলিতেছ ?

২৩। ভবসাগর পার হইতে ইচ্ছুক-ভগবদ্‌ভজনোন্মুখ-বিরক্তসন্ন্যাসীর পক্ষে বিষয়ী ও স্ত্রী দর্শন হায় হায় বিষভক্ষণ হইতেও অসাধু। (২৭)

সার্বভৌম—স্বামী ! ইহা সত্যই, কিন্তু ইনি জগন্নাথ-সেবক।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—২৪। স্ত্রী ও বিষয়ীর আকার দেখিয়াও ভীত হওয়া উচিত কালসর্পের আকৃতিমাত্রই যেরূপ চিত্তচাঞ্চল্যের কারণ হয় সেইরূপ ইহাদের আকৃতিও হইয়া থাকে।*

এরূপ যদি আর পুনরায় বল তবে আর আমাকে এখানে দেখিবে না।

(সার্বভৌম চুপ করিয়া গেলেন)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—ভট্টাচার্য ! বেলা অনেক হইয়া গেল।

সার্বভৌম—তোমার যেরূপ ইচ্ছা। (এই বলিয়া প্রস্থান) (২৮)

---

* প্রভু কহে—তথাপি রাজা কালসর্পাকার। কাষ্ঠনারীস্পর্শে যৈছে উপজয় বিকার॥—চৈঃচঃ মধ্যে ১১।১০

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ—মুকুন্দ ! ময়ি দক্ষিণস্যাং দিশি গতে সতি শ্রীপাদনিত্যানন্দেন ক্ব গতম্ ?

মুকুন্দঃ—গৌড়ে। উক্তঞ্চেদম্—ভগবদাগমনসময়মনুমায় পুনঃ সর্বৈরদ্বৈতপ্রমুখৈঃ ময়াত্রাগন্তব্যমিতি।

গোপীনাথাচার্যঃ—সম্প্রতি দ্বৈরাজ্যাদিকমপি নাস্তি, পন্থাশ্চ সুগমঃ, গুণ্ডিচাযাত্রা চ নেদীয়সী, তদাগমনসামগ্রী সর্বৈবাস্তি, কিন্তু স্বামিনাং প্রত্যাগমনবার্তা তাবদ্দূরগামিনী চেদ্ভবতি, অথবা কৃতং সন্দেহেন।

২৫। ধ্বান্তং বিধুয় কিরণৈরুদিতস্য ভানো-,
শ্চন্দ্রস্য বা জগতি কে কথয়ন্তি বার্তাম্।
লোকোত্তরস্য কিল বস্তুন এব সেয়ং,
শৈলী স্বয়ং স্বমভিতঃ প্রকটীকরোতি॥

তৎ স্বামিন্ ! জগন্নাথদেবস্য সায়াহ্নধূপসময়ো জাতঃ, যদ্যনুমন্যসে। (ইত্যর্দ্ধোক্তে সাধ্বসং নাটয়তি।) (২৯)

উক্তঞ্চেদং শ্রীনিত্যানন্দেন। নেদিয়সী নিকটা ইত্যর্থঃ, ঈয়সৌ অন্তিকস্য দেন ঈপ্ নেদীয়সী। তৎ নিত্যানন্দস্য। লোকোত্তরস্য অনির্বচনীয় মায়াতীতস্য। শৈলী স্বভাবপরিপাটী। স্বং আত্মানং। অভিতঃ সর্বতোভাবে। নাটয়তি গোপীনাথঃ। (২৯)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—মুকুন্দ ! আমি দক্ষিণদেশে গেলে শ্রীপাদনিত্যানন্দ কোথায় গেলেন ?

মুকুন্দ—গৌড়ে। তিনি গৌড়ে রওনাকালে বলিয়া গেলেন—'ভগবানের ফিরিবার সময় অনুমানে বুঝিয়া লইয়া পুনরায় অদ্বৈতপ্রমুখ সকল ভক্তবৃন্দসহ আমি এখানে আসিব।'

গোপীনাথ আচার্য—সম্প্রতি দুই রাজ্যে যুদ্ধবিগ্রহ নাই, পথও সুগম হইয়াছে, গুণ্ডিচাযাত্রাও আসিয়া গিয়াছে, তাঁহাদের আগমনের সমস্ত কারণই উপস্থিত, কিন্তু মহাপ্রভুর প্রত্যাগমন-বার্তা অতদূর গিয়া পৌছায় তবে-না ? অথবা আমি অকারণে সন্দেহ করিতেছি—

২৫। কিরণের দ্বারা অন্ধকার দূরিভূত করিয়া যখন চন্দ্র-সূর্য উদিত হয় তখন সে খবর কে জগতে পৌছাইয়া দেয় ? লোকোত্তর বস্তুরই এই স্বভাব, ইঁহা নিজেই নিজেকে সর্বত্র ব্যক্ত করিয়া থাকে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ—আচার্য ! গম্যতাং ধূপাবলোকায়াহমপি পুরীশ্বর-স্বরূপাভ্যাং সহ সংকথনায় গচ্ছামি। (ইতি ভগবান্ নিষ্ক্রান্তঃ)।

গোপীনাথাচার্যঃ—অহো নিষ্ক্রান্তঃ এব ভগবান্, তদহমপি ধূপং দৃষ্ট্বা পুনস্তত্রৈব মিলিষ্যামি। (ইতি কতিচিৎ পদান্যাদধাতি।) (৩০)

(নেপথ্যে)

২৬। আসন্নে রথবিজয়েঽখিলেশ্বরস্য, প্রাপ্তোঽয়ং ধরণিপতিঃ প্রতাপরুদ্রঃ।
ভূয়োঽহং যতিবৃষভস্য গৌরমূর্তেঃ, প্রত্যক্ষীকরণকৃতে প্রযত্নকৃৎ স্যাৎ॥

গোপীনাথাচার্যঃ—অহো অয়ং ভট্টাচার্যস্যালাপঃ, শ্রূয়তে, তন্মহীপালেন গজপতিনা সমাগতমিব। ভবত্যপি অভ্যর্ণোঽয়ং রথমহোৎসবস্তদহং জগন্নাথমালোক্য যাবদাগচ্ছামি। (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ) (৩১)

পুরীশ্বরঃ পরমানন্দঃ। (৩০)

আসন্নে নিকট প্রাপ্তে। অখিলেশ্বরস্য শ্রীজগন্নাথস্য। অয়ং শুভাবহবিধিঃ। ভূয়ঃ পুনরপি। যতিবৃষভস্য যতিশ্রেষ্ঠস্য। প্রত্যক্ষীকরণকৃতে মম রাজ্ঞঃ সম্বন্ধে। অভ্যর্ণো নিকটঃ। যাবদিতি বাক্যালঙ্কারে। (৩১)

স্বামী ! জগন্নাথের সায়াহ্নধূপের সময় হইয়া গেল, যদি অনুমতি হয়··· (এই রূপ অর্ধোক্তি করিয়া ভয়ের অভিনয় করিলেন) (২৯)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—আচার্য ! আপনি ধূপদর্শনে যান। আমিও পুরীশ্বর-স্বরূপের সহিত ইষ্টগোষ্ঠীর জন্য যাইতেছি। (এই বলিয়া ভগবানের প্রস্থান)

গোপীনাথ আচার্য—অহো ভগবান্ চলিয়া গেলেন, আচ্ছা আমিও ধূপদর্শন করিয়া পুন সেই স্থানে মিলিত হইতেছি।
(এই বলিয়া কয়পা সম্মুখে আগাইয়া গেলেন) (৩০)

(নেপথ্যে কথা)

২৬। শ্রীজগন্নাথের রথযাত্রা আসন্ন, সেই উপলক্ষে মহারাজ প্রতাপরুদ্র আসিয়া গেলেন। সন্ন্যাসিকুলশিরোমণি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সহিত মহারাজের সাক্ষাৎ-কার বিষয়ে পুনরায় বিশেষভাবে যত্ন করিতে হইবে।

গোপীনাথ আচার্য—অহো এই যে ভট্টাচার্যের কথা শোনা যাইতেছে—মহীপাল গজপতি বুঝি আসিয়া গেলেন। তাই হইবে—রথযাত্রা-মহোৎসব যে আসিয়া গেল। যা হোক এই অবসরে আমি জগন্নাথ-দর্শন করিয়া ফিরিয়া আসি। (এই বলিয়া প্রস্থান) (৩১)

(ততঃ প্রবিশতি ভট্টাচার্যঃ)

ভট্টাচার্যঃ—আগমনসমকালমেব যদহমাহূতোঽস্মি গজপতিনা, তেনোন্নীতং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদর্শনার্থময়মুৎকণ্ঠতে। (ইতি পরিক্রম্যাবলোক্য চ) অহো অয়ময়মবনিপতিঃ। যাবদুপসর্পামি। (ইত্যুপসর্পতি।) (৩২)

(ততঃ প্রবিশত্যাসনস্থো রাজা মহাপাত্রাণি চ)

রাজা—(সোৎকণ্ঠমাত্মগতম্)।

২৭। অভূন্ন চেষ্টা মম রাজ্যচেষ্টা, সুখস্ত ভোগশ্চ বভূব রোগঃ।
অতঃপরং চেৎ স ন বীক্ষতে মাং, ধারয়িষ্যে বত জীবিতঞ্চ॥

সার্বভৌমঃ—অন্তঃ সচিন্তিত ইব লক্ষ্যতে মহারাজঃ। যদুপগতমপি মাং ন গোচরীকরোতি। তৎ স্বয়মেব পরিচীয়ে। জয়তি জয়তি মহারাজঃ।

রাজা—(অবধানং নাটয়িত্বা) কথং ভট্টাচার্যোঽসি, এহ্যেহি। (ইতি প্রণমতি)

(সার্বভৌম আশীর্ভিরভিনন্দ্যোপবিশতি।)

রাজা—ভট্টাচার্য! নিবেদিতং ভবতা ভগবতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যায়? (৩৩)

অয়ং প্রতাপরুদ্রঃ। অবনিপতিঃ প্রতাপরুদ্রঃ। (৩২)

স গৌরাঙ্গঃ। নিবেদিতং মম নিবেদনং। ভবতা ভট্টাচার্য্যেণ। (৩৩)

(অতঃপর ভট্টাচার্যের প্রবেশ)

ভট্টাচার্য—আসিতে না আসিতেই যখন মহারাজ গজপতি আমাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন তখন বুঝা যাইতেছে ইনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দর্শন-উৎকণ্ঠায় আকুল হইয়া পড়িয়াছেন।

(এই বলিয়া একটু আগাইয়া গিয়া সম্মুখে তাকাইয়া।) অহো এই যে এই যে মহারাজ। তবে নিকটে যাই। (এই বলিয়া নিকটে গেলেন।) (৩২)

(অতঃপর প্রবেশ—সভাসদ্ পরিবেষ্টিত আসনস্থ রাজা।)

রাজা—(উৎকণ্ঠার সহিত স্বগত)

২৭। এই রাজকার্যে আমার আর মন লাগিতেছে না, সুখভোগও রোগসম হইয়াছে। ইহার পরও তিনি যদি আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি না করেন তবে হায় হায় আমি আর এ জীবন রাখিব না।

সার্বভৌম—মহারাজকে চিন্তান্বিত বলিয়া মনে হইতেছে যে—তাই নিকটে উপস্থিত হইলেও আমাকে লক্ষ্য করিতেছেন না। অতএব নিজেই পরিচয়

সার্বভৌমঃ—অথ কিম্ ?

রাজা—কিমাজ্ঞপ্তম্ ?

সার্বভৌমঃ—কিং কথয়ামি ?

রাজা—(সবিষাদম্) তদৈব ময়া জ্ঞাতমস্তি, যদ্ভবতা স্বয়মুপেত্য সহর্ষোল্লাসং ন কথিতম্। হা ধিক্,

২৮। অদর্শনীয়ানপি নীচযোনীন্, স বীক্ষতে হন্ত তথাপি নো মাম্।
মদেকবর্জং কৃপয়িষ্যতীতি, নির্ণীয় কিং সোঽবততার দেবঃ ?

(ক্ষণং বিচিন্ত্য) অয়ে শ্রূয়তাম্,—

২৯। জ্ঞাতৈব তস্য কিল সত্যগিরঃ প্রতিজ্ঞা,
সম্প্রত্যহো ক্রিয়তে এষ ময়াপি পক্ষঃ।
প্রাণাংস্ত্যজামি কিমু বা কিমু বা করোমি,
তৎপাদপঙ্কজযুগং নয়নাধ্বনীনম্ ॥ (৩৪)

উপেত্য আগত্য। স গৌরাঙ্গঃ। সঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ। তস্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্য। (৩৪)

করিয়া লই,—মহারাজের জয় হউক জয় হউক।

রাজা—(লক্ষ্য করিয়া) এই যে ভট্টাচার্য মশাই যে, আসুন আসুন। (এই বলিয়া প্রণাম করিলেন। সার্বভৌম আশীর্বাদ করিয়া বসিলেন।)

রাজা—ভট্টাচার্য ! আপনি কি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের নিকট নিবেদন করিয়াছেন ?

সার্বভৌম—হ্যাঁ। (৩৩)

রাজা—তাঁহার কি আজ্ঞা হইল ?

সার্বভৌম—কি বা বলিব ?

রাজা—(সবিষাদে) যখন আপনি নিজেই আসিয়া উল্লাসের সহিত বলিলেন না তখনই বুঝিয়াছি, হা ধিক্,—

২৮। অদর্শনীয় নীচজাতীয় লোকদেরও তুমি দর্শন দিতেছ, হায় হায় তথাপি আমাকে দিবে না, 'আমি বিনা অন্য সকলকেই কৃপা করিবে'—এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াই কি হে ভগবান্ তুমি অবতীর্ণ হইয়াছ। (কিছুকাল চিন্তা করিয়া) ওহে বলি শোন,—

২৯। সত্যবাক্ ভগবানের দৃঢ়প্রতিজ্ঞা জানিলাম, অহো সম্প্রতি আমিও এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি—'হয় প্রাণত্যাগ করিব নয়তো তাঁহার পদকমলযুগলকে নয়নপথের পথিক করিব। (৩৪)

(ইতি সবাষ্পস্তিষ্ঠতি।)

সার্বভৌমঃ—(স্বগতম্) অতিভূমিং গতোঽয়মস্যানুরাগ-পরভাগঃ কিং করোমি ?

৩০। পুনর্গত্বা ব্রুয়ামহহ তদিদং নৈব ঘটতে
স নির্বন্ধস্তস্য দ্রঢ়িব-গরিমদ্রাঘিমঘনঃ।
সুদুর্বারোঽপ্যস্য প্রথিম-পটিমপ্রৌঢ়িমবহো
মহারাগঃ কশ্চিৎ কমপি ন বিজেতুং প্রভবতি॥

তদধুনা যুক্তিঃ ক্রিয়তে। (প্রকাশম্) মহারাজ! সমাশ্বসিহি সমাশ্বসিহি, অস্ত্যপায়ঃ কোঽপি ভবন্মনোরথতরোঃ ফলপ্রসবায়।

রাজা—জানাসি চেদুচ্যতাম্। (৩৫)

সার্বভৌমঃ—যদ্যপি ভবতোঽয়মনুরাগদূত এব তৎসঙ্গমস্য কারয়িতা, তথাপ্যস্মদ্যুক্তির্বর্তনীভবিতুমর্হতি।

রাজা—উচ্যতাং কা যুক্তিঃ।

অতিভূমিং ভূমিমতিক্রম্য গতবানিত্যর্থঃ। অস্য রাজ্ঞঃ। শ্রীগৌরাঙ্গস্য স রাজঃ মুখং ন পশ্যামীতি নির্বন্ধঃ। অস্য রাজ্ঞঃ। প্রকাশং সর্বশ্রব্যং। (৩৫)
তৎ গৌরাঙ্গস্য। বর্তনীভবিতুং জীবনোপায়ী ভবিতুং।

(এই বলিয়া বাষ্পাকুল নয়নে অবস্থিত রহিলেন)

সার্বভৌম—(স্বগত) হায় হায় ইহার প্রগাঢ়অনুরাগ চরমসীমা অতিক্রম করিয়াছে, এখন করি কি ?

৩০। পুনরায় যাইয়া কি সাধিব, না ইহাতে কাজ হইবে না, কারণ তাঁহার ঐ সঙ্কল্প অতীবদৃঢ়, ইহাকে অন্যথা করিবার শক্তি কাহারও নাই। এদিকে আবার অহো সুদুর্বার মহা-অনুরাগ, হঠোক্তি-বিস্তার। দুইএ রণ কেহ কাহাকেও জয় করিতে পারিতেছে না।

অতএব এখন এক যুক্তি করি। (প্রকাশ্যে) মহারাজ, আস্বস্ত হউন আস্বস্ত হউন। আপনার মনোরথতরু ফলপ্রসূ হইবার এক উপায় আছে।

রাজা—জানেন যদি বলুন। (৩৫)

সার্বভৌম—যদিও আপনার অনুরাগ-দূতই তাঁহার সঙ্গম করাইবে, তথাপি আমার যুক্তি আপনার চলার পথ সুগম করিয়া দিবে।

রাজা—বল কি সেই যুক্তি।

সার্বভৌমঃ—(জনান্তিকম্) কেবলমনুরাগমেব দূতং কৃত্বাঽদ্বিতীয় এব রাজবেশং বিহায় কেনাপ্যবিদিত এব ভগবতো জগন্নাথদেবস্য রথোৎসব-বাসরে নৃত্যবিনোদপরিশ্রমমপনেতুং বিজনমারামমবগাহমানমানন্দাস্বাদবিরতবহির্বৃত্তিকমকস্মাদুপেত্য বিলোকয়ন্তু ভগবন্তং ভবন্ত ইতি, ইতোঽন্যথা ন তদ্ঘটতে। (৩৬)

রাজা—(সাশ্বাসং অপবার্য) এবমেব, কিন্তু যথেদং ভবন্তং বিনা কোঽপি ন জানাতি, তথা বিধেয়ম্।

ভট্টাচার্যঃ—এবমেব।

(প্রবিশ্য দৌবারিকঃ)

দৌবারিকঃ—দেব! রাজধানীতঃ কশ্চিদেকঃ সত্বরমুপসন্নোঽস্তি প্রণিধিঃ।

রাজা—প্রবেশ্যতাম্।

দৌবারিকঃ—(সত্বরং নিষ্ক্রম্য তমাদায় প্রবিশ্য চ) দেব! অয়ময়ম্। (৩৭)

জনান্তিকং সর্বশ্রাব্যং যথাস্যাৎ। বিজনং নির্জনং। আরামং উপবনং। (৩৬)

রাজধানীতঃ কটকাখ্যাতেঃ। প্রণিধিঃ বার্তাবহ ইব (৩৭)

সার্বভৌম—(অন্যে যাহাতে শুনিতে না পায় এই ভাবে দুই জনের মধ্যে কথা) শ্রীজগন্নাথের রথযাত্রার দিন নৃত্যবিহার জনিত পরিশ্রম অপনয়নের জন্য যখন শ্রীগৌরহরি নির্জন উপবনে প্রবেশ করিবেন তখন আপনি কেবল অনুরাগকেই দূত করিয়া পরিচিত রাজবেশ ছাড়িয়া অজ্ঞাতভাবে হঠাৎ সেই আনন্দ-আস্বাদনে বাহ্যবৃত্তিশূন্য ভগবানের নিকট যাইয়া তাঁহাকে দর্শন করিবেন। অন্য কোথাও এরূপ সুযোগ মিলিবে না। (৩৬)

রাজা—(আস্বস্ত হইয়া মৃদুস্বরে বলিলেন) তা'ই হইবে, কিন্তু আপনি ছাড়া অন্য কেহ যাহাতে না জানে সেইরূপ করিবেন।

ভট্টাচার্য—ঠিক আছে।

(দৌবারিকের প্রবেশ)

দৌবারিক—দেব! রাজধানী হইতে কোনও চর ত্রস্তব্যস্ত হইয়া এখানে আসিয়াছে।

রাজা—লইয়া আইস।

দৌবারিক—(বাহিরে যাইয়া পুনরায় তাড়াতাড়ি তাহাকে লইয়া প্রবেশ) দেব! এই সেই চর। (৩৭)

রাজা—প্রণিধে ! কথয় সংভ্রমস্য কারণম্।

প্রণিধিঃ—দেব !

৩১। পরঃসহস্রাঃ সহসৈব পারে-,চিত্রোৎপলং যে মনুজাঃ সমূঢ়াঃ।
কিং তৈর্থিকাস্তে পরচক্রজাঃ কিং, শ্রুত্বৈব কোলাহলমাগতোঽস্মি ॥

সার্বভৌমঃ—তৈর্থিকা এব, অন্যথা পুরৈব বার্তাঽভবিষ্যৎ। তদনুমীয়তে গৌড়ীয়া এবৈতে ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্য প্রিয়পার্ষদাঃ। ভবতু, মহত্যেবাসৌ মধুরগোষ্ঠী-গরিষ্ঠানাং ভবিষ্যতি ভগবতা সহ কাঽপি গোষ্ঠী। (৩৮)

(নেপথ্যে কলকলঃ)

সার্বভৌমঃ—মহারাজ ! সত্যমেবামী নরেন্দ্রসরস্তীরং সময়া সমায়াতাঃ যদয়মানন্দকোলাহলঃ শ্রূয়তে।

রাজা—সত্যমেবৈতৎ।

পরঃসহস্রা সহস্রাধিকাঃ। সহসা হঠাৎ। পারে চিত্রোৎপলং চিত্রোৎপলায়া নদ্যাঃ পারে। সমূঢ়াঃ সংপ্রাপ্তাঃ। পুরৈব পূর্বস্মিন্ কালে (৩৮)
সময়া নিকটে ইত্যব্যয়ং। (৩৯)

রাজা—হে চর ! কি হেতু তোমার আগমন।

চর—দেব ! সহস্রাধিক লোক হঠাৎ-ই চিত্রোৎপল নদীতটে আসিয়া সমবেত হইয়াছে। ইহারা তীর্থযাত্রী কি পরদেশী সৈন্য তাহা জানি না। কোলাহল শোনামাত্রই চলিয়া আসিয়াছি।

সার্বভৌম—ইহারা তৈর্থিকই হইবে, অন্যথা পূর্বেই খবর পাওয়া যাইত ! অতএব অনুমান হইতেছে ইহারা গৌড়ীয়াই হইবে—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেবের প্রিয়পার্ষদ-ভক্তবৃন্দ। ভালই হইল এইবার এই অতি পূজনীয় মধুর ভক্তগোষ্ঠীর সহিত শ্রীভগবানের কোন এক অপূর্ব মহতি ইষ্টগোষ্ঠী চলিবে। (৩৮)

(নেপথ্যে কলকল ধ্বনি)

সার্বভৌম—মহারাজ, সত্যই তাঁহারাই—নরেন্দ্রসরোবরতীরে পৌছিয়া গিয়াছে, যেহেতু ঐ তো আনন্দকোলাহল শুনা যাইতেছে।

রাজা—সত্যই বটে।

সার্বভৌমঃ—মহারাজ ! যদি রোচতে, তদা বলভীমারুহ্য পশ্যন্তু কৌতুকম্।

রাজা—যথারুচিতং ভবতে। (ইতি বড়ভীমারুহ্য পন্থানমবলোক্য চ) সার্বভৌম ! ক এষ ভগবন্নির্মাল্যমালামাদায় ত্বরমাণস্তৈর্থিকানামভিমুখং ধাবতি ? (৩৯)

সার্বভৌমঃ—অয়ং দামোদরো ভগবচ্চৈতন্যস্য প্রিয়পার্ষদো ভগবতা অদ্বৈতাদি-প্রিয়সুহৃদাগমনং শ্রুত্বা ভগবৎপ্রসাদমালয়া পুরস্কৃত্য তানেব সমানেতুময়ং প্রেষিত ইব লক্ষ্যতে।

রাজা—এবমস্তি কোঽপি তত্র ভগবচ্চৈতন্যানুগ্রহপাত্রম্ ?

সার্বভৌমঃ—অথ কিম্ ? অন্যথা কথমেবং স্যাৎ ? তদাজ্ঞাপয় গোপীনাথা-চার্যাহ্বানায়, তেনৈব সর্বে পরিচীয়ন্তে। (৪০)

(প্রবিশ্যাপটীক্ষেপেণ)

আচার্যঃ—এষোঽহমস্মি, তদাজ্ঞাপয়তু দেবঃ কিং বিধেয়মিতি।

ভগবতা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যেন। তান্ অদ্বৈতাদীন্। তেনৈব গোপীনাথাচার্যেণ। সর্বে অদ্বৈতাদয়ঃ (৪০)

সার্বভৌম—মহারাজ ! যদি ইচ্ছা হয় চন্দ্রশালীকায় উঠিয়া কৌতুক দেখুন।

রাজা—আপনার যেরূপ ইচ্ছা। (এই বলিয়া চন্দ্রশালীকায় উঠিয়া পথের দিকে তাকাইয়া) সার্বভৌম ! এ কে ? ভগবদ্নির্মাল্যহস্তে তৈর্থিকদের দিকে দ্রুত ধাইয়া চলিয়াছেন। (৩৯)

সার্বভৌম—ইনি দামোদর—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপার্ষদ। মনে হইতেছে অদ্বৈতাদি প্রিয়সুহৃদগণের আগমন-বার্তা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভু ইঁহাদিগকে শ্রীজগন্নাথের প্রসাদীমালা দ্বারা অত্যাদরে অভ্যর্থনার জন্য ইঁহাকে পাঠাইয়াছেন।

রাজা—ভগবান্ চৈতন্যের এইরূপ অনুগ্রহপাত্র সেখানে কেহ আছে নাকি ?

সার্বভৌম—আছে নিশ্চয়ই- অন্যথা আর এরূপ হইবে কেন ? গোপীনাথ আচার্যকে ডাকিতে আদেশ করুন, তিনিই আসিয়া সকলকে পরিচয় করাইয়া দিবে। (৪০)

(যবনিকা অপসারণে আচার্যের প্রবেশ)

আচার্য—এই যে আমি, দেব ! আজ্ঞা করুন কি করিতে হইবে।

রাজা—সার্বভৌম ! আদিশ।

সার্বভৌমঃ—ভবতাঽমী সর্বে পরিচীয়ন্তে, তদস্মানপি প্রত্যেকং পরিচায্যন্তাম্।

গোপীনাথাচার্যঃ - বাঢ়ম্। (ইত্যুপবিশতি) (৪১)

(নেপথ্যে হরিসঙ্কীর্তনধ্বনিঃ)

সার্বভৌমঃ–(আকর্ণ্য)

৩২। সঙ্কীর্তনধ্বনিরয়ং পুরতোঽবিভক্ত-,সর্বার্থ এব সমভূচ্ছ্রবণপ্রমোদী।
শব্দগ্রহেণ তদনন্তরমন্যরূপো, লব্ধার্থ এব পুনরন্যবিধো বভূব ॥

রাজা—(নিরূপ্য) ঈদৃশং কীর্তনকৌশলং ক্বাপি ন দৃষ্টম্।

সার্বভৌমঃ—ইয়মিয়ং ভগবৎকৃষ্ণচৈতন্যসৃষ্টিঃ।

রাজা—আচার্য ! যস্মৈ ভগবন্মালামর্পিতবানঽয়ং কঃ ? (৪২)

গোপীনাথাচার্যঃ—কথয়ামি প্রত্যেকম্। অয়মদ্বৈতঃ, অয়ং নিত্যানন্দঃ।

সর্বে শ্রীচৈতন্যপার্ষদাঃ (৪১) অবিভক্ত সর্বার্থঃ নাস্তি বিভক্তো বিভাগঃ সর্বেষাং গীত তাল মানাদীনামর্থং যত্র ধুমলান্তত্বাৎ। (৪২)

রাজা—সার্বভৌম ! আপনি আদেশ করুন।

সার্বভৌম—আপনি ইঁহাদের সকলকে চিনেন, অতএব প্রত্যেককে চিনাইয়া দিন।

গোপীনাথ আচার্য—বেশ ভাল। (এই বলিয়া বসিলেন) (৪১)

(নেপথ্যে হরিসঙ্কীর্তন ধ্বনি)

সার্বভৌম—(শুনিয়া)

৩২। 'অহো' মধুর সঙ্কীর্তনধ্বনি—প্রথমে মনে হইল শব্দার্থ ভেদহীন একটি কর্ণরসায়ণ মধুর ঝঙ্কার পরে শব্দভেদ-বোধে উহা মধুরতর হইল, আরও পরে অর্থ-আস্বাদনে মধুরতম হইল।

রাজা—(আস্বাদন করিয়া) এমন কীর্তন-কৌশল আর কোথাও-ই দেখা যায় না।

সার্বভৌম—ইহা এই ভগবান্ কৃষ্ণচৈতন্যের সৃষ্টি।

রাজা—আচার্য ! এই যাঁহাকে জগন্নাথের মালা অর্পন করা হইল ইনি কে ?

গোপীনাথ আচার্য—প্রত্যেককে চিনাইয়া দিতেছি। ইনি হইলেন অদ্বৈত, আর ঐ উনি হইলেন নিত্যানন্দ। (৪২)

সার্বভৌমঃ—অয়ং পরিচীয়তে।

রাজা—কথমসৌ কতিচিজ্জনৈঃ সহ পৃথগায়াতি।

সার্বভৌমঃ—সর্বাদৃতত্বাদন্যসঙ্গং নেহতে।

গোপীনাথাচার্যঃ—অয়ং শ্রীবাসঃ, অয়ময়ং বক্রেশ্বরঃ, অয়মাচার্যরত্নঃ, অয়ময়ং বিদ্যানিধিঃ।

সার্বভৌমঃ—বাল্যে ময়া দৃষ্টাবেতৌ।

গোপীনাথাচার্যঃ—অয়ং হরিদাসঃ, অয়ময়ং গদাধরঃ, অয়ং মুরারিঃ, ইমে শ্রীবাসস্য সহোদরাঃ, অয়ং গঙ্গাদাসঃ, অয়ং নৃসিংহাচার্যঃ, ইমে চান্যে নবদ্বীপ-বাসিনঃ। এতে মমাপ্যপূর্বাঃ, আজ্ঞাচেদ্ভবতি, তদা জ্ঞাত্বা আগচ্ছামি। (৪৩)

রাজা—তথৈব ক্রিয়তাম্।

গোপীনাথাচার্যঃ—যথারুচিতং দেবায়। (ইতি সত্বরং পরিক্রম্য নেপথ্যস্থো ভূত্বা ত্বরিতং পুনঃ প্রবিশ্য চ) সার্বভৌম! এষ আচার্যপুরন্দরঃ, এষ হরিভট্টঃ, এষ রাঘবঃ, এষ নারায়ণঃ, এষ কমলানন্দঃ, এষ কাশীশ্বরঃ, এষ বাসুদেবো

অয়ং নিত্যানন্দং (৪৩)

সার্বভৌম—হ্যাঁ, ইঁহার সহিত পরিচয় আছে।

রাজা—ইনি কেন কয়েকজনের সহিত পৃথক্ আসিতেছেন।

সার্বভৌম—ইনি সকলের পূজনীয়, সেইজন্য সাধারণসঙ্গ বাঞ্ছিত নয়।

গোপীনাথ আচার্য—ইনি শ্রীবাস্, এই ইনি বক্রেশ্বর, ইনি আচার্যরত্ন, এই ইনি বিদ্যানিধি।

সার্বভৌম—ইঁহাকে বাল্যে আমি দেখিয়াছি।

গোপীনাথ আচার্য—ইনি হরিদাস, এই ইনি গদাধর, ইনি মুরারি, ইঁহারা শ্রীবাসের সহোদর ভ্রাতা, ইনি গঙ্গাদাস, ইনি নৃসিংহাচার্য, ইহারা অন্যান্য নবদ্বীপবাসী। এরা সব আমারও অপরিচিত—আদেশ হইলে জানিয়া আসি। (৪৩)

রাজা—তাহাই করুন।

গেপীনাথ আচার্য—মহারাজের যেরূপ ইচ্ছা।

(এই বলিয়া তাড়াতাড়ি নেপথ্যের অন্তরালে যাইয়া পুনরায় দ্রুত প্রবেশ) সার্বভৌম! ইনি রাঘব, ইনি নারায়ণ, ইনি কমলানন্দ, ইনি কাশীশ্বর, ইনি

মুকুন্দস্য জ্যায়ান্, অয়ং শিবানন্দঃ, এষ চ নারায়ণঃ, এষ বল্লভঃ, এষ শ্রীকান্তঃ, কিং বহুনা ? সর্বে এবামী শ্রীচৈতন্যপার্ষদাঃ, নৈকোঽপ্যত্র তৈর্থিকঃ।

রাজা—কথমমী জগন্নাথালয়ং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা অগ্রতঃ শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণালয়মেব প্রবিশন্তি ? (৪৪)

সার্বভৌমঃ—এষ এব নৈসর্গিকস্য প্রেমণো মহিমা।

রাজা—(পুনরন্যতোঽবলোক্য) অয়ে কথময়ং বাণীনাথো রামানন্দানুজঃ সত্বরং প্রচুরতরৈর্মহাপ্রসাদান্নাদিভিরুপসরতি ?

সার্বভৌমঃ—হৃদয়জ্ঞোঽয়ং শ্রীচৈতন্যভগবতঃ। তদনুক্ত এব মহাপ্রসাদৈরুপ-চরিতুমেতানুপসর্পতি।

রাজা—ভট্টাচার্য ! "মুণ্ডনং চোপবাসশ্চ সর্বতীর্থেষ্বয়ং বিধিঃ" ইতি বিধিবচন-মুল্লঙ্ঘ্যামী অদ্য মহাপ্রসাদমুরীকরিষ্যন্তি ? (৪৫)

সার্বভৌমঃ—ভট্টারক ! স খল্বন্যঃ পন্থাঃ। সা তু ভগবতঃ পারোক্ষিকী হ্যাজ্ঞা, ইয়ন্তু সাক্ষাৎকারিণী, তত্রাপি ভগবতা স্বহস্তেন প্রসাদীক্রিয়মাণং জগন্নাথ-

---

জ্যায়ান্ জ্যেষ্ঠসহোদরঃ অয়ং বাণীনাথঃ। (৪৪)

বাসুদেব মুকুন্দের জ্যেষ্ঠ, ইনি শিবানন্দ, ইনিও আর এক নারায়ণ ইনি বল্লভ, ইনি শ্রীকান্ত, আর কত বলিব। ইহারা সকলেই শ্রীচৈতন্যপার্ষদ। এখানে একজনও তীর্থযাত্রী নাই।

রাজা—শ্রীজগন্নাথমন্দির পশ্চাতে রাখিয়া ইহারা অগ্রেই কেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের আলয়ে প্রবেশ করিতেছেন। (৪৪)

সার্বভৌম—স্বভাবসিদ্ধ প্রেমের মহিমা এইরূপই হইরা থাকে।

রাজা—(পুনরায় অন্যদিকে তাকাইয়া) ওহে রামানন্দের কনিষ্ঠ এই বাণীনাথ কেন প্রচুরতর মহাপ্রসাদান্ন লইয়া ঐ দিকে ছুটিয়া যাইতেছে ?

সার্বভৌম—ইনি শ্রীচৈতন্যের হৃদ্‌গত-ভাব জানেন। তিনি না বলিলেও মহা-প্রাসাদের দ্বারা পরিচর্যা করিবার জন্য উঁহাদের নিকটে যাইতেছে !

রাজা—ভট্টাচার্য ! 'মুণ্ডন ও উপবাস—সর্বতীর্থের এই বিধি।'—এই বিধিবাক্য উল্লঙ্ঘন করিয়া ইহারা কি করিয়া আজ মহাপ্রসাদ পাইবে ? (৪৫)

সার্বভৌম—মহারাজ ! সে অন্যপথ—সে তো ভগবানের পরোক্ষ আজ্ঞা আর এ হইল সাক্ষাৎ মুখের আদেশ—তাহাতে আবার ভগবানের নিজহস্তের

প্রসাদান্নম্। অত্র কা বিপ্রতিপত্তিঃ ? তথা চ,—(ভা. ৪।২৯।৪৭)

৩৩। "যদা যস্যানুগৃহ্ণাতি ভগবানাত্মভাবিতঃ।
স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতাম্॥" ইতি।

অপি চ, (ভা০ ৪।২৯।৪৯) "তৎ কর্ম হরিতোষং যৎ" ইত্যুক্তেরস্য তোষ এবৈষামুদ্দেশ্যঃ, ন তীর্থযাত্রা-ফলম্। (৪৬)

রাজা—এবমেব। কিন্তু কথয় রথযাত্রা কদেতি ত্বদুপদিষ্টো মন্ত্র এব মে হৃদি লগ্নঃ, তদত্র নিমিষমাত্রোঽপি কালঃ কল্পায়ত ইব মে।

সার্বভৌমঃ—পরশ্বঃ।

রাজা—কঃ কোঽত্র ভোঃ! আহূয়তাং পরীক্ষামহাপাত্রং কাশীমিশ্রশ্চ।

কশ্চিৎ—(প্রবিশ্য কশ্চিৎ প্রণম্য) দেব! যথাজ্ঞাপয়সি। (ইতি নিষ্ক্রম্য তাবাদায় পুনঃ প্রবিশ্য চ) দেব! সংপ্রাপ্তাবেতৌ। (৪৭)

রথযাত্রায়াং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরণারবিন্দদর্শনস্পর্শনাদিস্ত্বদুপমন্ত্রঃ (৪৭)

পরিবেশিত জগন্নাথের প্রসাদান্ন। এবিষয়ে শাস্ত্রপ্রমান—(ভা° ৪/২৯/৪৭)

৩৩। ভগবান যখন কাহারও আত্মবৃত্তির দ্বারা সেবিত হইয়া তাহার প্রতি কৃপা করেন, তখন সে লৌকিক ব্যবহার ও বেদপ্রতিপাদ্য কর্মকাণ্ডে আসক্ত-মতি পরিত্যাগ করিয়া থাকে।

আরও, (ভা° ৪/২৯/৪৯) 'যাহাতে হরির সন্তোষ হয় তাহাই প্রকৃত কর্ম' এই শাস্ত্রবাক্য অনুসারে দেখা যাইতেছে—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের যাহাতে সুখ হয় তাহাই ইহাদের উদ্দেশ্য—তীর্থযাত্রা-ফল উদ্দেশ্য নয়। (৪৬)

রাজা—এই মতই সত্য। কিন্তু বল তো রথযাত্রা কবে, আপনার উপদিষ্ট মন্ত্রণা সর্বক্ষণ আমার চিত্তপটে লগ্ন হইয়া আছে, তাই এখন নিমেষমাত্র কালও যুগসম মনে হইতেছে।

সার্বভৌম—পরশু।

রাজা—এখানে কে আছ? পরীক্ষামহাপাত্র ও কাশীমিশ্রকে ডাক তো। (এক ব্যক্তি প্রবেশ করিয়া প্রণাম করিয়া বলিলেন) যে আজ্ঞে প্রভু। (এই বলিয়া প্রস্থান এবং উপর্যুক্ত ব্যক্তিদের লইয়া পুনরায় প্রবেশ করিয়া) দেব, এই ইহারা আসিয়াছেন। (৪৭)

রাজা—মহাপাত্র ! শ্রীজগন্নাথদেবস্য যাত্রাবিধৌ ভগবচ্চৈতন্যহৃদয়জ্ঞেনামুনা কাশীমিশ্রেণ যদ্যদাদিশ্যতে, তদেব মদাদেশ ইতি জ্ঞাত্বা ব্যবহর্তব্যম্।

মহাপাত্রঃ—যথাজ্ঞাপয়তি দেবঃ।

রাজা—মিশ্র ! ত্বয়াপি ভগবচ্চৈতন্যচিত্তানুবৃত্তিরহরহরেব কার্যা।

মিশ্রঃ—মদীয়মভীষ্টমেবৈতৎ।

রাজা—অপি চ, যেঽমী যাবন্তো গৌড়াঃ সমায়াতাঃ সন্তি, তেষামপি যথা স্বাচ্ছন্দ্যেন ভগবদ্দর্শনং ভবতি, তথা চ বিধেয়ম্।

উভৌ—যথাজ্ঞা দেবস্য। (ইতি নিষ্ক্রান্তৌ) (৪৮)

রাজা—ভট্টাচার্য ! উপসৃত্য বিলোকয়েদমন্যোন্যসম্ভাষণকৌতূহলম্। সতি তাদৃশেঽধিকারে ময়ৈব তাদৃশ-পরমানন্দভোগাদ্বঞ্চিতেন কথং ভবিতব্যম্। অহমপি ভবিষ্যদ্রথ-বিজয়-কার্যাকার্য-পরিকলনায়াবহিতো ভবামি। (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ) (৪৯)

দেবঃ রাজা। কার্যা কর্তব্যা। উভৌ কাশীমিশ্রপরীক্ষামহাপাত্রৌ। (৪৮)

অবহিতঃ সাবধানঃ (৪৯)

রাজা—মহাপাত্র ! এই কাশীমিশ্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের চিত্তের আশয় জানেন, কাজেই শ্রীজগন্নাথের রথযাত্রা সম্বন্ধে ইনি যাহা যাহা আদেশ করিবেন তাহাই আমার আদেশ জানিয়া পালন করিবেন।

মহাপাত্র—যে আজ্ঞে মহারাজ।

রাজা—মিশ্র ! আপনি নিরন্তর চৈতন্যের মনোভাব বুঝিয়া সেইভাবে কাজ করিবেন।

মিশ্র—আমার মনোভীষ্টও তাই।

রাজা—আরও, এই যে-সমস্ত গৌড়ীয়া-ভক্ত আসিয়াছেন তাহাদেরও যাহাতে সচ্ছন্দে ভগবৎ-দর্শন হয় সেই ব্যবস্থা করিবেন।

উভয়ে—মহারাজের যেরূপ আদেশ। (এই বলিয়া উভয়ের প্রস্থান) (৪৮)

রাজা—ভট্টাচার্য ! আপনিও নিকটে যাইয়া উঁহাদের পরস্পর আদর-সম্ভাষণ উল্লাস দর্শন করুনগে। তাদৃশ অধিকার থাকিলে কি আর আমিই তাদৃশ পরমানন্দ ভোগে বঞ্চিত থাকিতাম। আমিও যাই, আগামী রথযাত্রা উৎসবের কার্যাকার্য পরিদর্শন করিগা। (এই বলিয়া প্রস্থান) (৪৯)

সার্বভৌমঃ—মমাভীষ্টমেব নরপতিরাদিষ্টবান্, তদধুনা তথৈব করোমি। (ইতি গোপীনাথাচার্য্যেণ কতিচিৎ পদানি গত্বা) অহো পুরতঃ,

৩৪। আনন্দহুঙ্কারগভীরঘোষো, হর্ষানিলোল্লাসিততাণ্ডবোর্মিঃ
লাবণ্যবাহী হরিভক্তিসিন্ধু-,শ্চলঃ স্থিরং সিন্ধুমধঃকরোতি ॥

তদুপসর্পাব। (ইত্যুপসর্পতঃ।) (৫০)

(ততঃ প্রবিশন্তি উক্তপ্রকারাঃ সর্বে অদ্বৈতপ্রমুখাঃ)

অদ্বৈতঃ—(পুরোঽবলোক্য) দামোদর ! পুনর্মালান্তরং গৃহীত্বা কোঽয়মায়াতি ?

দামোদরঃ—অয়ং ভগবৎপার্শ্ববর্তী গোবিন্দঃ।

(প্রবিশ্য সত্বরং গোবিন্দো মালামর্পয়তি। অদ্বৈতঃ সাদরং গৃহ্ণাতি।)

দামোদরঃ—ইদমিদং কাশীমিশ্রাশ্রমপদম্, তৎ প্রবিশন্তু।

পুরতঃ অগ্রে। চলঃ লাবণ্যস্রোতস্ত্বাৎ। সিন্ধুং সমুদ্রং।

তদুপসর্পাব আবাং সার্বভৌমগোপীনাথৌ। (৫০)

উক্ত প্রকারাঃ পূর্বোক্ত প্রকারাঃ।

সার্বভৌম—আমার মনোভিলাষই মহারাজের মুখে ব্যক্ত হইল—অতএব এখন সেইরূপই করিগে। (এই বলিয়া গোপীনাথ আচার্যের সহিত কিছুদূর গিয়া কীর্তনমত্ত ভক্তজনসমুদ্র দেখিয়া) অহো সম্মুখে,—

৩৪। এক মধুর হরিসঙ্কীর্তন-প্রেমরসার্ণব উচ্ছলিত উদ্বেলিত হইয়া আগাইয়া আসিতেছে—ঐ সিন্ধু প্রেমানন্দহুঙ্কারে গর্জিয়া গর্জিয়া উঠিতেছে, আর হর্ষানিলে উল্লসিত, তাণ্ডবনৃত্যে তরঙ্গায়িত হইতেছে।

নিকটে যাই। (এই বলিয়া নিকটে গেলেন।) (৫০)

অদ্বৈত—(সম্মুখে তাকাইয়া) দামোদর ! পুনরায় অন্য একজন মালা লইয়া এ কে আসিতেছে ?

দামোদর—ইনি গৌরহরির অঙ্গসেবক গোবিন্দ।

(এস্তব্যস্তে প্রবেশ করিয়া গোবিন্দ মালা অর্পন করিলেন, অদ্বৈত গ্রহণ করিলেন।)

দামোদর—এই যে এই যে কাশীমিশ্রের গৃহ—এখানে প্রবেশ করিতে আজ্ঞা হউক।

(অদ্বৈতাদয়ঃ প্রবেশং নাটয়ন্তি ।)

সার্বভৌমঃ—অহো আশ্চর্যম্,

৩৫। যুগান্তেঽন্তঃ কুক্ষেরিব পরিসরে পল্লবলঘো-
রমী সর্বে ব্রহ্মাণ্ডক-সমুদয়া দেববপুষঃ।
যথাস্থানং লব্ধ্বাঽবসরমিহ মান্তি স্ম শতশঃ
সহস্রং লোকানাং বত লঘুনি মিশ্রাশ্রমপদে ॥

(পুরোঽবলোক্য) অয়ে ! অয়মসৌ, (৫১)

৩৬। অদ্বৈতেন্দোরুদয়জনিতোল্লাস-সীমাতিশায়ী
শ্রীচৈতন্যামৃতজলনিধী রিঙ্গতীবোত্তরঙ্গঃ।
পূর্ণানন্দোঽপ্যয়মবিকৃতঃ শশ্বদুচ্চৈরখণ্ডঃ
খণ্ডানন্দৈরপি কথমহো ভূয়সীং পুষ্টিমেতি ? (৫২)

(ততঃ প্রবিশতি যথানির্দিষ্টঃ শ্রীচৈতন্যঃ, পুরীশ্বর-স্বরূপাদয়শ্চ)

(শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য উপসৃত্য নিত্যানন্দং প্রণম্যাদ্বৈতং পরিষ্বজতে।
অদ্বৈতঃ প্রণম্য প্রতিপরিষ্বজতে।)

যুগান্তে প্রলয়কালে। দেববপুষঃ বটপুটশায়িনঃ। বত আশ্চর্যং (৫১)

রিঙ্গতীব উচ্ছলতীব। পূর্ণানন্দঃ গৌরাঙ্গঃ। ভূয়সীং বহ্বীং। (৫২)

(অদ্বৈত প্রমুখ ভক্তগণ প্রবেশ করিলেন)

সার্বভৌম—অহো আশ্চর্য,

৩৫। প্রলয়কালে পল্লবকোমল শ্রীভগবদ্‌উদরের অল্প পরিসর স্থানে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের যেমন অনায়াসে স্থান-সঙ্কুলান হইয়া যায় তেমনই হইয়া গেল এই মিশ্রালয়ের স্বল্প পরিমিত স্থানে শতশত সহস্র সহস্র লোকের।

(সম্মুখে তাকাইয়া) অহো আশ্চর্যই বটে, (৫১)

৩৬। শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্রের মহান্ উদয়জনিত উল্লাসে শ্রীচৈতন্যামৃত জলনিধি উত্তাল তরঙ্গে উচ্ছলিত হইয়া বেলাভূমি অতিক্রম করিয়া চলিল। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হইল অবিকৃত অদ্বিতীয় পূর্ণ আনন্দ,—ইনি অঙ্গী, আর অদ্বৈতপ্রমুখ পার্ষদবৃন্দ এই অঙ্গীর অঙ্গ। এতাদৃশ অঙ্গী তাহারই অঙ্গের সহযোগে আজ

সার্বভৌমঃ—(নিরূপ্য)

৩৭। প্রেমারণ্যকরীন্দ্রয়োরিহ মিথঃ প্রেম্ণা মদোৎসিক্তয়ো-
রন্যোন্যং করঘট্টনাচটুলয়োস্তারস্বরং গর্জতোঃ।
অন্যোন্যং গলদশ্রুদানপয়সা সংসিক্তয়োরেতয়ো-
রন্যোন্যং পরিরম্ভ এষ জয়তাদদ্বৈতচৈতন্যয়োঃ ॥

(সর্বে ইতস্ততো ভুবি দণ্ডবন্নমন্তি। ভগবান্ সর্বানেবালিঙ্গন-সম্ভাষণ-দর্শনাদিভিরনুগৃহ্লাতি। অদ্বৈতোঽদৃষ্টপূর্বান্ পরিচায়য়তি। শ্রীকৃষ্ণ-

---

তারস্বরং উচ্চস্বরং। (৫৩)

অতিশয়রূপে বাড়িয়া উঠিল কি করিয়া ইহাই বিস্ময়। *

(অতঃপর প্রবেশ যথা নির্দিষ্ট শ্রীচৈতন্য-পুরীশ্বর-স্বরূপাদি ভক্তবৃন্দ) ২১ বা ১

(শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিকটে যাইয়া নিত্যানন্দকে প্রণাম ও অদ্বৈতকে আলিঙ্গন করিলেন)

সার্বভৌম—(ভাল করিয়া দেখিয়া)

৩৭। প্রেমমদেমত্ত, প্রেমারণ্যবিহারী, মাতঙ্গশ্রেষ্ঠ এই দুইজনের—অদ্বৈত-চৈতন্যের জয় হউক জয় হউক—ইহারা উভয়ে এখন ঐ পরস্পর কর-ধরাধরি চঞ্চলতা, প্রেম-হুঙ্কার, অঙ্গপ্লাবী অশ্রুধারাবর্ষণ প্রভৃতি ভাবে অলঙ্কৃত হইয়া প্রেমালিঙ্গন-মহোৎসবে মাতিয়া উঠিয়াছেন।

(সকলে ইতস্ততঃ ভূমিতে পড়িয়া দণ্ডবদ্প্রণাম করিতে লাগিলেন।

---

(১) পূর্ণ- অনন্ত, অসীম, (Infinity)। অঙ্গী ও অঙ্গ—বৃক্ষ অঙ্গী আর পত্র তাহার অঙ্গ। আনন্দ—শ্রীভগবান্-'রসো বৈ সঃ'। রস শব্দের অর্থ হইল চিত্তচমৎকারিজনক আনন্দ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য স্বয়ংরূপ ভগবান্—তিনিই মূল ভগবান্—পূর্ণানন্দ অঙ্গী—অখণ্ডানন্দ। এই অঙ্গী তাহার অদ্বয়ত্ব অর্থাৎ একত্ব ত্যাগ না করিয়াও তাহার অচিন্ত্য, শক্তিপ্রভাবে অসংখ্য রূপের প্রকট করেন লীলাবিলাসের জন্য—ইঁহারা অঙ্গ ; যেমন অদ্বৈত-নিত্যানন্দ। এই অঙ্গকে মূল শ্লোকে খণ্ডানন্দ বলা হইয়াছে। কিন্তু এই খণ্ড-অখণ্ডে পর্বত ও শীলাখণ্ডের মত ভেদ নাই। ইহারা অভিন্ন। অনন্তের রাজ্যে সবই অনন্ত, তবে শক্তির প্রকাশে ন্যূন বলিয়াই খণ্ড বা অংশ বলা হয়। বিস্ময় কেন ?—অঙ্গ পত্রের সহযোগে অঙ্গীবৃক্ষ বৃদ্ধি পায় না কিন্তু এখানে দেখা যাইতেছে যে অঙ্গ অদ্বৈত নিত্যানন্দের সহযোগে অঙ্গী শ্রীগৌরহরি বাড়িয়া উঠিলেন—ইহাই বিস্ময়।

চৈতন্যোঽদৃষ্টপূর্বানপি তান্ স্বয়মেব নামগ্রাহং সম্বোধয়তি।) (৫৩)

গোপীনাথাচার্যঃ—অহো অতিচিত্রম্,

৩৮। ক্ষেমং তে রাঘব ননু শিবং বাসুদেব প্রিয়ং তে
হংহো নারায়ণ ননু শিবানন্দ কল্যাণমাস্তে।
ভব্যং হে শঙ্কর নু কমলানন্দকাশীশ্বরৌ বাং
ভদ্রং শ্রীকান্ত তব কুশলং স্বস্তি নারায়ণস্থ॥

অপি চ,

৩৯। ইতি প্রিয়োক্ত্যা মধুরার্দ্রয়া শনৈ-,রদৃষ্টপূর্বানপি দৃষ্টবৎ প্রভুঃ।
সম্বোধয়ত্যেষ কিমীশতাথবা, প্রেমৈব বা প্রাক্তন এষ সর্ববিৎ॥ (৫৪)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ—৪০। অদ্যায়ং মে সমজনি মহানুৎসবঃ শ্বঃ পরশ্বো
বাহন্যো নীলাচল-শশধরস্যোৎসবো গুণ্ডিচাখ্যঃ।
তুল্যো যদ্যপ্যহহ হৃদয়ানন্দ-নিঃস্যন্দহেতু
র্যত্রাদ্বৈতপ্রকটনমসাবুৎসবো মে প্রমোদী॥

তুল্যো অদ্বৈতাদি সন্দর্শন গুণ্ডিচাখ্যো। (৫৫)

ভগবান্ সকলকে আলিঙ্গন-সম্ভাষণ-দর্শনাদি দানে অনুগ্রহ করিলেন। অদ্বৈত নবাগতগণকে পরিচয় করাইয়া দিলেন। পূর্বে যাঁহাদের দেখেন নাই সেই নবাগতগণকেও নাম ধরিয়া ধরিয়া গৌরহরি নিজেই ডাকিতে লাগিলেন) (৫৩)

গোপীনাথআচার্য—অহো কি আশ্চর্য,

৩৮। 'রাঘব তোমার মঙ্গল তো, বাসুদেব তোমার মঙ্গল তো, ওহে নারায়ণ ভাল আছ তো, শিবানন্দ তোমার তো কল্যাণ, হে শঙ্কর ভাল আছ তো, কমলানন্দ, কাশীশ্বর তোমরা কেমন আছ, শ্রীকান্ত তোমার তো কুশল, নারায়ণ সুখে আছ তো।'

আরও, ৩৯। এইরূপ সুমধুর স্নেহময় বাক্যে অপরিচিত ভক্তগণকেও পূর্ব পরিচিতের ন্যায় প্রভু সম্বোধন করিতে লাগিলেন। একি ঐশ্বরিক শক্তি কিম্বা পূর্বলীলার প্রেমের সর্বজ্ঞতা শক্তি! (৫৪)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—৪০। আজ আমার এ এক মহামহোৎসব উপস্থিত। কাল বা পরশ্ব অন্য আর একটি আসিবে—নীলাচলচন্দ্রের গুণ্ডিচামার্জন উৎসব।

(ইতি প্রত্যেকমদ্বৈতাদীন্ ভগবজ্জগন্নাথ-প্রসাদমালাচন্দনাভ্যাং ভূষয়িত্বা শ্রীহস্তেন প্রসাদান্নং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদ্দদাতি।)

সার্বভৌমঃ—ন ময়েদানীমুপসর্তব্যম্। মামবলোক্য রসান্তরং ভবিতুমর্হতি। গতপ্রায়মেবৈতদ্দিনদ্বয়ম্। যাত্রায়ঃ 'সামগ্রীসমবধানায় রাজ্ঞা নিযুক্তোঽস্মি। তদধুনা তত্রৈব গচ্ছামি। আচার্য ! ত্বমত্রৈব তিষ্ঠ। (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ) (৫৫)

গোপীনাথাচার্যঃ—(উপসৃত্য) জয়তি জয়তি মহাপ্রভুঃ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ—কথমাচার্যোঽসি, এহি প্রণমাদ্বৈতম্।

(গোপীনাথাচার্যস্তথা করোতি)

অদ্বৈতঃ—(আলিঙ্গ্য) জানামি ভবন্তং বিশারদস্য জামাতরম্।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ—স্বতএব মহোত্তরোঽয়ম্। আচার্য ! বাণীনাথেন সহ যুক্ত্যা সর্বেষামবস্থানং কল্প্যতাম্।

গোপীনাথাচার্যঃ—যথাজ্ঞাপয়তি ভগবান্। (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ।)

স্বতঃ স্বভাবাৎ। অয়ং গোপীনাথঃ। (৫৬)

অহো যদ্যপি উভয়ই তুল্য হৃদয়ানন্দের উৎস তথাপি যে উৎসবে অদ্বৈতের দর্শন হয় সেই উৎসব আমার চিত্তের অধিক সুখদায়িনী।

(এই বলিয়া অদ্বৈত প্রমুখ প্রত্যেক ভক্তগণকে শ্রীজগন্নাথের প্রসাদ-মালা-চন্দনাদি দ্বারা ভূষিত করিয়া শ্রীহস্তে কিছু কিছু প্রসাদ দিলেন)

সার্বভৌম—আমার এখন নিকটে যাওয়া উচিত হইবে না, আমাকে দেখিলে রসান্তর উপস্থিত হইবে। গুণ্ডিচাযাত্রার আর মাত্র দুইটি দিন বাকী আছে, এই যাত্রার জিনিষপত্র সংগ্রহের জন্য মহারাজ আমাকে নিযুক্ত করিয়াছেন, —কাজেই আমি এখন সেই কাজে যাই। আচার্য ! তুমি এখানেই থাক।

(প্রস্থান) (৫৫)

গোপীনাথ আচার্য—(নিকটে যাইয়া) মহাপ্রভুর জয় হউক জয় হউক।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—আচার্য নাকি, আইস, অদ্বৈতকে প্রণাম কর।

অদ্বৈত—(আলিঙ্গন করিয়া) আপনাকে তো চিনি,—বিশারদের জামাতা।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—স্বভাবতই ইনি অতিশয় মহানুভব। ওহে আচার্য ! বাণীনাথের সহিত যুক্তি করিয়া ইঁহাদের সকলের বাসস্থান ঠিক করিয়া দাও।

গোপীনাথ আচার্য—যে আজ্ঞে ভগবান্। (এই বলিয়া প্রস্থান)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ—বাসুদেব ! যদ্যপি মুকুন্দো মে প্রাক্ সহচরস্তথাপি ত্বমদ্য দৃষ্টোঽপ্যতিপ্রাক্প্রিয়তমোঽসি ।　(৫৬)

বাসুদেবঃ—(সদৈন্যম্) ভগবন্ ! ক্বাহং বরাকঃ, মুকুন্দস্তু তবানুগৃহীত এব চিরম্, তেনেশ্বরানুগ্রহকালস্য জন্মকালতয়া কনীয়ানপ্যসৌ মম জ্যায়ানেব ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ—শিবানন্দ ! ত্বমতীব ময্যনুরক্তোঽসীতি জানামি ।

শিবানন্দঃ—(স্তোত্ররত্নে শ্রীযামুনাচার্যকৃত-২৬শ-শ্লোং)

৪১ । "নিমজ্জতোঽনন্ত ভবার্ণবান্ত-,শ্চিরায় মে কূলমিবাসি লব্ধঃ ।
ত্বয়াপি লব্ধং ভগবন্নিদানী-,মনুত্তমং পাত্রমিদং দয়ায়াঃ ।"
(ইতি ভূমৌ নিপততি ।)　(৫৭)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ—রাঘব ! ত্বমতিপ্রেমপাত্রমসি মে ।

(রাঘবোঽনুত্তরেণৈব প্রত্যুত্তরয়ন্ প্রণিপততি ।)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ—স্বরূপ ! যদ্যয়ং শঙ্করো দামোদরানুজস্তথাপি মে ;

কনীয়ান্ কনিষ্ঠ সহোদরোঽপি । চিরায়েত্যব্যয়ং চিরকালং বাপ্য ।　(৫৭)
দামোদরানুজঃ দামোদরপণ্ডিতানুজঃ ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—বাসুদেব ! যদিও মুকুন্দ আমার বাল্যবন্ধু তথাপি এই সদ্য পরিচিত হইলেও তুমি আমার পূর্বলীলার অতি প্রিয়তম ।　(৫৬)

বাসুদেব—(সদৈন্যে) ভগবন্ ! কোথায় আমি তুচ্ছ অতি নীচ,—আর কোথায় তোমার চির-অনুগৃহীত এই মুকুন্দ। ঈশ্বরের অনুগ্রহলাভের ক্ষণটিই মানুষের সত্যকার জন্মক্ষণ, অতএব কনিষ্ঠ হইলেও এই বিচারে সে আমার জ্যেষ্ঠই ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—শিবানন্দ ! আমি জানি তুমি আমাতে অত্যন্ত অনুরক্ত ।

শিবানন্দ—(স্তোত্ররত্নে শ্রীযমুনাচার্যকৃত—২৬শ শ্লোক) হে ভগবন্ !

৪১ । অনন্তকাল হইতে এই ভবার্ণবের অতলতলে ডুবিয়া আছি—এতকাল পর আজ আমি তোমার মত কূল পাইয়াছি, আর তুমিও আজ আমার মত উত্তম এই দয়ার পাত্র পাইয়াছ ।

(এই বলিয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন)　(৫৭)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—রাঘব ! তুমি আমার অতি প্রেমপাত্র । (রাঘব মৌনলক্ষণে প্রত্যুত্তর দান করিয়া প্রণাম করিলেন)

(ইত্যর্ধোক্তে দামোদরং নিরীক্ষতে।)

দামোদরঃ—নাথ ! মমেদমতিসৌভাগ্যমেব, তদয়ং সমাপ্যতাং বাক্‌শেষঃ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ—স্বরূপ ! দামোদরে সাদরঃ স্নেহঃ, অত্র তু নিরবকরং প্রেম, তদয়মত্রৈব ভবৎসমীপে তিষ্ঠতু, গোবিন্দ ! ত্বয়াঽপ্যস্যানুকূল্যং বিধেয়ম্।

উভৌ—যথাজ্ঞাপয়তি দেবঃ।

(গোপীনাথাচার্যঃ প্রবিশ্য সত্বরম্) (৫৮)

গোপীনাথাচার্যঃ—স্বামিন্ ! যথাজ্ঞমেব সর্বং সুসম্পাদিতম্। বিশেষতো গদাধরস্য যমেশ্বরস্য সমীপে সমীচীনমেব স্থলং সার্বকালিকং জাতমস্তি।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ—অদ্বৈত ! অয়ং দ্বিতীয়ো মুনীন্দ্র ইব পুরীশ্বরঃ, যঃ কিল তব গুরোঃ প্রিয়শিষ্যঃ, তদেনং প্রণম।

(অদ্বৈতস্তথা করোতি। সর্বে তথৈব প্রণমন্তি।)

উভৌ শ্রীস্বরূপ-গোবিন্দৌ (৫৮)

পুরীশ্বরঃ পরমানন্দঃ। গুরোঃ মাধবেন্দ্রস্য। এনং পরমানন্দ পুরীশ্বরং। (৫৯)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—স্বরূপ ! যদিও এই শঙ্কর দামোদরের কনিষ্ঠ তথাপি আমার*** (পাছে দামোদর কিছু মনে করে তাই অর্ধোক্তির পর দামোদরের দিকে তাকাইলেন।)

দামোদর—নাথ ! আমার ইহা অতি সৌভাগ্যই অতএব তুমি তোমার কথার শেষাংশ বলিতে পার।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—স্বরূপ ! দামোদরের উপর আমার সগৌরব প্রীতি, আর শঙ্করের উপর শুদ্ধ কেবলপ্রেম, অতএব এ এখানেই তোমার নিকট থাকুক, গোবিন্দ তুমিও ইহার আনুকূল্য করিও।

উভয়ে—যে আজ্ঞে দেব ! (গোপীনাথ আচার্য ত্রস্তব্যস্ত হইয়া প্রবেশ করিলেন) (৫৮)

গোপীনাথ আচার্য—স্বামী ! আপনার আদেশ মতই সবকিছু সমাধান করা হইয়াছে। বিশেষতঃ গদাধরের জন্য যমেশ্বরটোটার নিকট অতি সমীচীন একটি স্থান স্থায়িভাবে ঠিক করা হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—অদ্বৈত ! ইনি মাধবেন্দ্রপুরীপাদের দ্বিতীয় দেহস্বরূপ পুরীশ্বর, ইনি তোমার গুরুর প্রিয়শিষ্য, অতএব একে প্রণাম কর।

(অদ্বৈত তাহাই করিলেন আর সকলে অদ্বৈতকে প্রণাম করিল)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ—আচার্যাদ্বৈত ! অয়ময়ং স্বরূপঃ, স্বং রূপমস্যাস্তীতি নিরুক্তের-বিকৃত এবায়ং মম হৃদয়মেবায়মিতি জানীয়াঃ। (৫৯)

অদ্বৈতঃ—এবমেব। (ইতি প্রণমতি, সর্বে প্রণমন্তি।)

গোপীনাথাচার্যঃ—ভগবন্নাজ্ঞাপ্যতামমীষাং বিশ্রামায়।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ—আচার্য ! স্বয়মেবোচ্যতাম্, যাহীতি কথং ময়া বক্তব্যম্ ?

(অদ্বৈতাদয় ইঙ্গিতং বুদ্ধা নিষ্ক্রান্তাঃ) (৬০)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ—স্বামীন্ পুরীশ্বর ! প্রণয়িন্ স্বরূপ ! অদ্যাহং পূর্ণোঽস্মি।

স্বরূপঃ—স্বামীন্ !

৪২। ঈশ্বরঃ স্বেন পূর্ণোঽপি পার্ষদৈরেব পূর্যতে।
পূর্ণোঽপি রজনীনাথো রিক্ত এবোড়ুভির্বিনা ॥

তদাগচ্ছন্তু, সায়াহ্নো জাতঃ, ভবন্তমন্তরেণ পুরীশ্বরোঽপ্যকৃতভিক্ষ এব।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ—এবমেব। (ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ) (৬১)

স্বং স্বকীয়ং। (৫৯) প্রণমতি মহাপ্রভুং। পুরীশ্বরঃ পরমানন্দঃ। (৬০, ৬১)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—আচার্য অদ্বৈত ! এই ইনিই স্বরূপ—অর্থাৎ ইহার নিজস্ব একটি রূপ আছে, এই নিরুক্তি অনুসারে ইনি নিত্য অবিকৃত। ইহাকে আমার হৃদয় বলিয়াই জানিবে। (৫৯)

অদ্বৈত—এইরূপই বটে। (এই বলিয়া প্রণাম করিলেন, সকলেই প্রণাম করিল)

গোপীনাথ আচার্য—ইঁহাদের বিশ্রামের জন্য অনুমতি করুন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—আচার্য ! তুমিই বল না,—'যাও' এরূপ কথা আমি বলিব কি করিয়া।

(অদ্বৈতাদি ভক্তগণ ইঙ্গিত বুঝিয়া প্রস্থান করিলেন) (৬০)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—স্বামী পুরীশ্বর ! প্রিয় স্বরূপ ! আজ আমি পূর্ণ।

স্বরূপ—স্বামী ! ৪২। ঈশ্বর স্বরূপেই পূর্ণ হইলেও পার্ষদবৃন্দ পরিবেষ্টিত হইয়াই সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়। চন্দ্র পূর্ণ হইলেও তারকারাজি পরিবেষ্টিত না হইলে রিক্তই হইয়া থাকে।

এখন চলিতে আজ্ঞা হয়, বেলা গড়াইয়া গেল, আপনার অপেক্ষায় পুরীশ্বর এখনও পর্যন্ত ভিক্ষা গ্রহণ করেন নাই।

(নেপথ্যে)

৪৩। শতধৃতিরপি ধৃতিহীনঃ, সহস্রনয়নোঽপি পরমান্ধঃ।
নীলগিরীন্দুস্যন্দন-,যাত্রাসন্দর্শনোৎকণ্ঠ্যাৎ ॥

গোপীনাথাচার্যঃ—(আকর্ণ্য) অহো মুহূর্তমিব গতং দিনদ্বয়ম্, যদয়ং রথযাত্রাপ্রসঙ্গো ভট্টাচার্যেণ প্রস্তূয়তে, তন্নিভালয়ামি। (ইতি কিয়দ্দূরং গত্বা) অহো চিত্রম্,

৪৪। মূর্তাস্ত্রয় ইব বেদাঃ, শম্ভোস্ত্রীণীব নয়নানি।
তিস্র ইবামরসরিতো, ধারাঃ পুরতো রথত্রয়ী স্ফুরতি ॥ (৬২)

(পুনর্নেপথ্যে)

৪৫। আয়াতোঽদ্য রথোৎসবস্য দিবসো দেবস্য নীলাচলা-
ধীশস্যাদ্য পুরো নটিষ্যতি নিজানন্দেন গৌরো হরিঃ।
বিশ্রান্তিং নটনাবসানসময়ে কর্তাদ্য জাতীবনে
হন্তাদ্যৈব মনোরথঃ সফলতাং যাস্যত্যয়ং মাদৃশঃ ॥

শতধৃতিঃ ব্রহ্মা। সহস্রনয়ন ইন্দ্রঃ। অমর সরিতো গঙ্গায়াঃ।
পুরতোঽগ্রে। (৬২) পুরোঽগ্রে। (৬৩)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—তাই নাকি—চল। (এই বলিয়া প্রস্থান) (৬১)

(নেপথ্য কথা)

৪৩। নীলাচলচন্দ্রের রথযাত্রাসন্দর্শন-উৎকণ্ঠায় শতধৃতিও (ব্রহ্মাও) ধৈর্যহারা হইয়াছে। আর সহস্রনয়নও (ইন্দ্রও) পরমান্ধতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

গোপীনাথআচার্য—(শুনিয়া) অহো দুইদিন মুহূর্তের মত চলিয়া গেল—ঐ তো ভট্টাচার্য নেপথ্যে রথযাত্রা প্রসঙ্গই করিতেছে – দেখি কি ব্যাপার। (এই বলিয়া কিছুদূর যাইয়া) আহো আশ্চর্য,

৪৪। ঐতো সম্মুখে রথত্রয় মূর্তিমান্ বেদত্রয়ের ন্যায় কিম্বা শম্ভুর ত্রিনয়নের ন্যায় কিম্বা ত্রিধারায় প্রবাহিত গঙ্গার ন্যায় স্ফুরিত হইতেছে। (৬২)

(পুনরায় নেপথ্যে)

৪৫। আজ রথোৎসবের দিন, আজ গৌরহরি নীলাচলনাথের সম্মুখে স্বানন্দে নৃত্য করিবেন। নৃত্য-অবসানকালে আজ তিনি জাতীবনে বিশ্রাম করিবেন, হায় হায় আমার মত অধমজনের মনোরথ সফল হইবার এইতো সুযোগ।

গোপীনাথাচার্য্যঃ—অহো গজপতের্মহারাজস্যালাপ ইব শ্রূয়তে, তদবধাতব্যমবশ্যমিদম্। (ইতি নিরূপ্য) সত্যমেবায়ং ভট্টাচার্যেণ সহ সঙ্কথয়ন্নুৎকণ্ঠতে মহারাজঃ। পশ্যামি, কো বিলম্বো জগন্নাথরথারোহণস্য।

(ইতি পশ্যতি। নেপথ্যে কাহলাদি-নির্ঘোষঃ) (৬৩)

গোপীনাথাচার্য্যঃ—(নিরূপ্য) অহো,

৪৬। হৃদয়মিব মহঃ সমাধিভাজা-,মুদয়গিরেরিব শীর্ষমুষ্ণরশ্মিঃ।
অয়মখিলদৃশাং রসায়নশ্রী, রথমধিরোহতি নীলশৈলনাথঃ॥ (৬৪)

(পুনর্নিরূপ্য)

৪৭। অদ্বৈতাদ্যৈরখিলসুহৃদাং মণ্ডলৈর্মণ্ড্যমানো
গায়দ্ভিস্তৈঃ কতিভিরপরৈঃ শ্রীস্বরূপপ্রধানৈঃ।
শ্রীমদ্বক্রেশ্বরমুখ-সুখাবিষ্ট-ভূয়িষ্ঠবন্ধুঃ
সিন্ধুঃ প্রেম্ণাময়মিহ নরীনর্তি গৌরো যতীন্দ্রঃ॥ (৬৫)

গোপীনাথ আচার্য—আহা গজপতি প্রতাপরুদ্রের কথা যেন শুনা যাইতেছে, কি বলিতেছেন তাহা অবশ্য ভাল করিয়া শোনা দরকার। (এই বলিয়া শুনিয়া) হ্যাঁ বুঝা গেল,—ভট্টাচার্যের সহিত পূর্বপরামর্শ অনুসারে মহারাজ গৌরদর্শনের জন্য উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিতেছেন। দেখি জগন্নাথের রথারোহণে আর কত বিলম্ব। (এই বলিয়া দেখিতে লাগিলেন, নেপথ্যে কাহলাদি বাদ্যধ্বনি উঠিল) (৬৩)

গোপীনাথ আচার্য–(দেখিয়া) ৪৬। সমাধিমগ্ন যোগীর হৃদয়ে ব্রহ্ম-জ্যোতির প্রকাশের ন্যায় উদয়গিরির শিখরে সূর্যের উদয়ের ন্যায় অখিললোকের নেত্ররসায়নশ্রী শ্রীজগন্নাথ রথে আরোহণ করিতেছেন। (৬৪)

(পুনরায় দেখিয়া)

৪৭। অদ্বৈতাদি যত মহান্তগণ মণ্ডলীবন্ধনে কীর্তন দর্শন করিতেছেন, অপর কতজন স্বরূপকে প্রধান করিয়া তুমুল হরিসংকীর্তনে মাতিয়াছেন, শ্রীমদ্বক্রেশ্বর প্রমুখ প্রাণবন্ধুগণ প্রভুর মাধুর্য-আস্বাদনসুখে তন্ময় হইয়া আছেন—এইরূপে পার্ষদবৃন্দে পরিবেষ্টিত হইয়া প্রেমসিন্ধু গৌরযতীন্দ্র উদ্দণ্ড নৃত্য করিতেছেন। (৬৫)

(নেপথ্যে কলকলঃ)

গোপীনাথাচার্যঃ—(সহর্ষম্)

৪৮। গৌড়াখ্যৈ রথকর্ষিভির্জনচয়ৈরাদায় বামে করে
হেলোল্লাসিত-পীনরজ্জুপটলী-সঙ্কর্ষণব্যাজতঃ।
স্থায়ং স্থায়মহো ক্বচিদ্দ্রুততরং ধাবত্যমন্দং ক্বচিদ্-
ধাবং ধামমহো স্থিতঃ স্থিরতরং স্বেচ্ছাবশঃ স্যান্দনঃ॥ (৬৬)

(পুনর্নেপথ্যে সঙ্কীর্তনকোলহলঃ)

গোপীনাথাচার্যঃ—(আলোক্য সকৌতুকম্)

৪৯। প্রচলিত জগন্নাথে গৌরোঽপসর্প তি সম্মুখাৎ
স্থিতবতি জগন্নাথে গৌরঃ প্রসর্প তি তৎপুরঃ।
অতিকুতুকিনাবেবং দেবৌ পরস্পরমুৎসুকৌ
কলয়ত ইব ক্রীড়াং নীলাচলেন্দ্রমণীশ্বরৌ॥

(পুনর্নিভাল্য) অহো,

গৌড়াখ্যৈঃ কালাপিঠিয়া ইতি। স্যন্দনঃ রথঃ (৬৬)

পুরঃ অগ্রে। কলয়ত পশ্যত। নীলাচল মণীশ্বরৌ জগন্নাথ গৌরাঙ্গৌ। (৬৭)

(নেপথ্যে কলকল রব)

গোপীনাথ আচার্য—(উল্লাসের সহিত)

৪৭। গৌড়ীয়াগণ রথের দীর্ঘ-স্থূল দড়ি বাম করে ধরিয়া মনের উল্লাসে টানিতেছে, আর ঐ আকর্ষণচ্ছলে স্বেচ্ছাবশ রথ স্থির হইয়া থাকিতে থাকিতে কখনও অতিদ্রুত ধাইয়া চলিতেছে, আবার কখনও ধাইয়া চলিতে চলিতে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িতেছে,—টানিলেও নড়ে না। (৬৬)

(পুনরায় নেপথ্যে সংকীর্তন-কোলাহল)

গোপীনাথ আচার্য—(সকৌতুকে দেখিয়া)

৪৯। জগন্নাথ চলিতে থাকিলে গৌর সম্মুখ হইতে সরিয়া যাইতেছে আবার জগন্নাথ স্থির হইয়া পড়িলে গৌর তাঁহার সম্মুখে চলিয়া আসিতেছে। এইরূপে অতি কৌতুকী দুইজন গৌর আর জগন্নাথ পরস্পর যেন দর্শনোৎ-কণ্ঠায় ক্রীড়া করিতেছে।

(পুনরায় দেখিয়া) অহো,

৫০। স্থিতবতি বলগণ্ডীমণ্ডপস্যোপকণ্ঠং,
ভগবতি জগদীশে শান্তনৃত্যো যতীন্দ্রঃ।
উপবনমনুগচ্ছন্ পার্ষদৈঃ প্রেমবদ্ভিঃ,
সহ জয়তি নিতান্তশ্রান্তিতো বিশ্রমায় ॥

তদধুনা নরপতিনাপি গূঢ়বেশেন তত্রাভিসর্তব্যমিতি ভট্টাচার্যস্যেঙ্গিতেন জ্ঞাতমস্তি। তদহমপি সত্বরমুপসর্পামি। (ইত্যুপসর্পতি) (৬৭)

(ততঃ প্রবিশতি নৃত্যানন্দানুভবনিস্পন্দো নিমীলিতনয়নো নয়নাভিরাম উপবনমণ্ডপমধ্যাস্য প্রসার্যমাণলোলচ্চরণকমলনালদণ্ডযুগলো গললোচনজলধৌতবক্ষাঃ সাক্ষাদিব প্রেমানন্দঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ, প্রতিতরুমূলমেকৈকমুপবিষ্টাস্তূষ্ণীকাঃ পার্ষদাশ্চ।) (৬৮)

ভগবান্—(ভা° ১১।২৯।৩) "অথাত আনন্দদুঘং পদাম্বুজং, হংসাঃ শ্রয়েরন্নরবিন্দলোচন" (ইতি শ্লোকার্ধমেব ভূয়োভূয়ঃ প্রমীলিতনয়ন এব পঠতি।)

যতীন্দ্রঃ গৌরাঙ্গঃ (৬৭)

নিমীলিত নয়নো মুদ্রিতনয়নঃ। অধ্যাস্য উপবিশ্য (৬৮)

হংসাঃ পরমহংসাঃ। ভূয়ো ভূয়ঃ পুনঃ পুনঃ। প্রমীলিতনয়নঃ মুদ্রিতনয়নঃ।

৫০। ভগবান শ্রীজগন্নাথ বলগণ্ডীমণ্ডপের নিকট যাইয়া দাঁড়াইলে যতীন্দ্র শ্রীগৌরহরি নৃত্য ছাড়িয়া ক্লান্তদেহ জুড়াইবার জন্য প্রেমিক পার্ষদবৃন্দের সহিত উপবনে চলিয়াছেন—জয় শ্রীগৌরহরি জয়, এই মধুর ভাববিলাসের জয় হউক।

এইবার মহারাজও ছদ্মবেশে ওখানে অভিসারে যাইবেন ভট্টাচার্যের পূর্ব পরামর্শমত, নেপথ্য কথা হইতে এইরূপই বুঝিয়াছি। যা'হোক তাড়াতাড়ি নিকটে যাইয়া দেখি কি ব্যাপার (এই বলিয়া নিকটে গেলেন)। (৬৭)

(অতঃপর প্রবেশ নৃত্যানন্দ-অনুভবে নিঃস্পন্দ, নিমীলিতনয়ন, নয়নাভিরাম সাক্ষাৎ প্রেমানন্দ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য,—তিনি উপবন মণ্ডপে অর্ধশায়িত আছেন। কোমল চরণকমলের নালদণ্ডযুগল প্রসারিত রহিয়াছে—অশ্রুধারায় বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে, আর পার্ষদগণ একেক তরুমূলে একেকজন চুপ করিয়া বসিয়া আছেন) (৬৮)

ভগবান্—(ভা. ১১।২৯।৩) হে অরবিন্দলোচন! এই নিমিত্ত সারাসার-

গোপীনাথাচার্যঃ—(আলোক্য) অহো প্রেমানন্দাস্বাদমহিমা দেবস্যানুভূতস্য নৃত্যকালীন-ভগবৎকৃষ্ণ-সাক্ষাৎকারানন্দস্য ব্রহ্মানন্দতোঽপি চমৎকারকারণত্বং চর্বণয়াস্বাদয়তি। অথেতি—উচ্চাবচশাস্ত্রসকলপ্রতিপাদ্যাববোধ-পরিসমাপ্তৌ। অত ইতি—ব্রহ্মানন্দাদপি চমৎকারকারত্বাৎ। হংসাঃ সারাসারবিবেক-চতুরাঃ পাদাম্বুজং শ্রয়েরন্। কুতঃ? আনন্দতুন্দিলমিতি স্বানুভূতানন্দমাহাত্ম্য-সূচনমিদম্ (পরিতোঽবলোক্য) অহো ইত এব সর্বে পরমভাগবতাঃ। তথা হি,—

৫১। নিস্পন্দমুজ্জ্বলরুচঃ সুশিখাঃ সুপূর্ণ-,
স্নেহাস্তমঃক্ষয়কৃতঃ প্রতিশাখিমূলম্।
আভান্তি শোভনদশাস্ত ইমে মহান্তো,
নির্বাতমঙ্গলমহোৎসবদীপকল্পাঃ॥

অথেতি পূর্বোক্তার্থ পদ্যে দেবেনোক্তে। সর্বে গৌরাঙ্গপার্ষদাঃ (৬৯)

বিবেক-চতুরগণ নিখিল আনন্দ-পরিপূরক ভবদীয় শ্রীচরণকমল সুখে আশ্রয় করিয়া থাকেন। (চক্ষু বুজিয়া এই শ্লোক বারবার আবৃত্তি করিতে লাগিলেন।)

গোপীনাথ আচার্য—(ভাল করিয়া দেখিয়া) অহো প্রেমানন্দ-আস্বাদন-মহিমা,—শ্রীগৌরহরির অনুভূত নৃত্যকালীন শ্রীকৃষ্ণদর্শনানন্দ ব্রহ্মানন্দ হইতেও চিত্তচমৎকারকারী বলিয়া এখনও রসচর্বণে আস্বাদন চলিতেছে, উদ্ধৃত শ্লোকের 'অথ' শব্দের তাৎপর্য হইল—শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য জ্ঞানের যেখানে পরিসমাপ্তি তাহার পর হইতে 'আনন্দতুন্দিলং' ইত্যাদি কথার আলোচনা আরম্ভ।*

উদ্ধৃত শ্লোকের 'অত' শব্দের তাৎপর্য শ্রীচরণনিঃসৃত আনন্দ ব্রহ্মানন্দ হইতেও চমৎকারকারী বলিয়া হংসা—সারাসার-বিবেক-চতুরগণ পাদাম্বুজ আশ্রয় করেন। কেন? 'আনন্দতুন্দিলং' অর্থাৎ সকল আনন্দের উৎস এই শ্রীচরণকমল, ইহাকে অন্য কিছু হইতে আনন্দ ধার করিতে হয় না। তাই ইহা স্বপ্রকাশ-আনন্দ,—ইহাই ইহার মাহাত্ম্য। (চতুর্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া) অহো এখানে সকলেই পরমভাগবত। দেখ-না,—

---

* অর্থাৎ জ্ঞান যোগাদিফলে অনাদর করিয়াই সারাসার-বিবেক-চতুরগণ শ্রীচরণকমল আশ্রয় করেন। [তদেবং তাং জ্ঞান-যোগ-চর্চামনাদৃত্য ভক্তিমেবঙ্গীকুর্বাণাস্তব শ্রীকৃষ্ণস্বরূপস্যৈব ভক্তিং তাদৃশাস্ত জ্ঞানযোগাদি-ফলানাদরেণৈব কুর্বন্তীত্যাহ।—ক্রমসন্দর্ভ ১১/২৯/৩।]

ভবতু, অত্রৈব ক্বাপি নিভৃতমুপবিশ্য রাজ্ঞঃ প্রবেশং প্রতিপালয়ামি। (ইতি তথা করোতি।) (৬৯)

(ততঃ প্রবিশতি ত্যক্তরাজবেশঃ পরিহিতধৌতবসনযুগলো রাজা)

রাজা—(সোৎকণ্ঠম্)

৫২। উৎকণ্ঠাভয়তর্কয়োর্বলবতোরাচ্ছাদনং কুর্বতী
মামুচ্চৈস্তরলীকরোতি চরণৌ হা ধিক্ কথং স্তভ্নুতঃ।
হংহো দৈব পরীক্ষয়াস্ত ভবতঃ প্রায় পরীক্ষা মম
প্রাণানামপি ভাবিনী নহি মম প্রাণেষু কোঽপি গ্রহঃ॥

(ইতি শনৈঃ শনৈঃ পরিক্রামতি।)

গোপীনাথাচার্যঃ—(রাজানং নির্বর্ণ্য) অহো চিত্রম্,

৫৩। প্রভাবমাত্রৈকনৃদেবচিহ্নো, বীরো রসঃ সুপ্ত ইবায়মগ্রে।
আনন্দশঙ্কা-ভয়তর্কমিশ্রঃ কৃচ্ছ্রেণ বিন্যসতি পাদপদ্মম্॥

স্তভ্নুতঃ মাং স্পর্শতঃ। দৈব হে ভাগ্য। নির্বণ্য দৃষ্ট্বা। কৃচ্ছ্রেণ কষ্টেন।

৫১। নিশ্চল-উজ্জ্বল কান্তি, শোভন দশায় আরূঢ় এই মহান্তগণ স্নেহপূর্ণ দিব্য-শিখার মত প্রতিতরুমূল আলো করিয়া বসিয়া আছেন,—এ যেন মহোৎসব বাড়ীর নির্বাত-উজ্জ্বল মঙ্গলদীপাবলি।

যাহা হউক, এখানে কোথাও নিভৃতে বসিয়া মহারাজের অপেক্ষা করি। (এই বলিয়া তাহাই করিলেন) (৬৯)

(অতঃপর রাজবেশ ত্যাগ করিয়া কুর্তা ও কাপড় পরিয়া রাজার প্রবেশ)

রাজা—(উৎকণ্ঠার সহিত)

৫২। বলবতী উৎকণ্ঠা প্রবল ভয়-তর্ককে আচ্ছাদিত করিয়া আমাকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। হায় চরণযুগল! তোমাদিগকে ধিক্, জড়তা প্রাপ্ত হইতেছ কেন? হে ভাগ্য, আজ তোমার পরীক্ষা, আর সেই পরীক্ষায় আমার প্রাণেরও পরীক্ষা,—প্রাণের জন্য আমার কোনও আগ্রহ-অপেক্ষা নাই।

(এই বলিয়া ধীরে ধীরে পায়চারি করিতে লাগিলেন)

গোপীনাথ আচার্য—(রাজাকে লক্ষ্য করিয়া) অহো আশ্চর্য, সম্মুখে এ কে?

৫৩। বীররস সুপ্তপ্রায়, রাজচিহ্ন প্রভাবটুকু মাত্র অবশিষ্ট আছে। আনন্দ-শঙ্কা-ভয়-তর্ক ইত্যাদি নানাভাবের মিশ্রনে হৃদয় দুলিতেছে, অতি কষ্টে চরণযুগল চলিতেছে।

(পরিতঃ সর্বে আত্মগতম্) অহো মঙ্গলসূত্রমুদ্রিতকরোঽয়ং রাজা প্রতাপরুদ্রঃ কথময়ং গৃহীত তপস্বিবেষোঽকস্মাদুপসর্পতি, স্বামিনামুদ্বেগো ভাবী। তদবলোকয়ামঃ কিময়ং করোতীতি। (৭০)

(রাজা শনৈরিতস্ততোঽবলোকয়ন্ সহসৈবোপসৃত্য দোলায়মানং ভগবচ্চরণকমলযুগলং পরিঘদীর্ঘাভ্যাং দোর্ভ্যাং দৃঢ়তরমালিঙ্গতি।)

সার্বভৌমঃ—(আলোক্য) অহো মহানয়মনর্থঃ। নিমীলন্নয়নকমলেন স্বানন্দাবেশবিবশেন ভগবতাঽয়মলক্ষিত এব যদ্ভগবচ্চরণকমলে দধার, তদস্য ন বিঘ্নঃ কিং ভাবি।

ভগবান্—(স্বানন্দস্থ এব নিমীলিতাক্ষ এবানিভালনেনৈব গাঢ়ং পরিষ্বজ্য)

(ভা° ১১।২।২) ৫৪। "কো নু রাজন্নিন্দ্রিয়বান্ মুকুন্দচরণাম্বুজম্।
ন ভজেৎ সর্বতোমৃত্যুরুপাস্যমমরোত্তমৈঃ ॥"

সর্বে ভগবৎ পার্ষদাঃ।মঙ্গল সূত্র মুদ্রিত করঃ যজ্ঞোপবীতং পক্ষে ভট্টাচার্যোদ্দেশ সূত্ররূপং করঃ কিরণং হস্তৌ বা। ভাবী ভবিষ্যতি। অয়ং রাজা (৭০)

অয়ং রাজা। অস্য রাজ্ঞঃ। (৭১)

(সম্মুখে পার্ষদগণ মনে মনে চিন্তা করিতেছেন) অহো, মঙ্গলসূত্রে দুইকর মুদ্রিত করিয়া রাজা প্রতাপরুদ্র কেন অকস্মাৎ তপস্বিবেশে নিকটে আসিতেছেন—প্রভুর উদ্বেগ হবে-যে। আচ্ছা দেখি ইনি কি করেন। (৭০)

(রাজা ধীরে ধীরে এদিক্ ওদিক্ তাকাইয়া চলিতে চলিতে হঠাৎ ধাইয়া যাইয়া প্রভুর দোলায়মান কোমল চরণকমল দুইখানি তাঁহার অর্গলসদৃশ দীর্ঘ দুই বলিষ্ঠ বাহুতে পরমাদরে জড়াইয়া ধরিয়া বুকে তুলিয়া লইলেন)

সার্বভৌম—(দেখিয়া) অহো এ এক মহা অনর্থ হইল দেখিতেছি, ভগবান্ স্বানন্দাবেশে নয়ন মুদ্রিত করিয়া বসিয়া আছে,—রাজা দৃঢ় করিয়া চরণকমল ধরিল যে, ইহাতে ভগবান্ বোধ হয় ইহাকে লক্ষ্য করিল। হায় হায় এখন রাজার যে কি হয় বুঝিতেছি না।

ভগবান্—(স্বানন্দে নিমগ্ন, নিমীলিত নয়ন প্রভু রাজাকে না দেখিয়াই গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া) (ভা° ১১/২/২),—

৫৪। শিব-ব্রহ্মাদি অমরোত্তমগণের দ্বারা সেবিত শ্রীমুকুন্দের শ্রীচরণকমল মৃত্যুদ্বারা দশ দিকে বেষ্টিত কোন্ ইন্দ্রিয়বান্ মনুষ্য ভজন না করে।

(ইতি পুনঃ পুনঃ পঠতি।)

গোপীনাথাচার্যঃ—অহো কৌতুকম্,

৫৫। সাহসং ক্ব চ গুণায় কল্পতে, ক্বাপি দূষণতয়া চ সিধ্যতি।
সাহসেন যদকারি ভূভুজা, তত্তপোভিরখিলৈশ্চ নাপ্যতে॥ (৭১)

(পুনর্নিভাল্য)

৫৬। মহামল্লৈর্যস্য প্রকটভুজবক্ষঃস্থলতটী-
বিনিষ্পেষাদ্ভগ্নাস্থিভিরিব বিদধ্রে বিকলতা।
স এবায়ং মাতঙ্গকরিবরকরাক্রান্তকদলী-
তরুস্তম্ভাকারোঽপ্যজনি ভগবদ্বাহুদলিতঃ॥ (৭২)

(নেপথ্যে কলকলঃ)

(ভগবান্ রাজানং পরিত্যজ্য তৎকলকলাকলিত-রথপ্রস্থানসত্বরঃ পুনর্জগন্নাথ-দিদৃক্ষয়া তথাবিধ-স্বানন্দস্থ এব নিষ্ক্রামতি। সর্বে যথাযথং তমনু নিক্রামন্তি।)

যস্য প্রতাপরুদ্রস্য। অন্নতটং তটী। স প্রতাপরুদ্রঃ (৭২. ৭৩)

(এই শ্লোক বার বার আবৃত্তি করিতে লাগিলেন)

গোপীনাথ আচার্য—অহো কৌতুক।

৫৫। সাহস কখনও গুণ কখনও দোষে পরিণত হয়; আজ মহারাজ সাহসের দ্বারা যাহা সিদ্ধ করিলেন তাহা অখিল তপস্যা দ্বারাও লাভ হয় না। (৭১)

(পুনরায় দেখিয়া)

৫৬। মহামল্ল যাঁহার বক্ষস্থলে বিশাল বাহুর কঠিন নিষ্পেষণে ভগ্নাস্থি হইয়া বিকলতা প্রাপ্ত হয় সেই রাজা আজ ভগবানের বাহুদলিত হইয়া মত্ত মাতঙ্গের শুণ্ড দলিত কদলিবৃক্ষের ন্যায় স্তম্ভাকার প্রাপ্ত হইলেন। (৭২)

(নেপথ্যে কলকল রব)

(লোক-কোলাহলে রথ-প্রস্থানের সময় বুঝিয়া ভগবান্ রাজাকে পরিত্যাগ করিয়া তাড়াতাড়ি আত্মমগ্ন অবস্থাতেই প্রস্থান করিলেন—পার্ষদগণও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান করিলেন)

গোপীনাথাচার্যঃ—(উপসৃত্য) মহারাজ! জগন্নাথদর্শনার্থং গতো দেবঃ। সম্প্রতি ভবন্তোঽপি চলিতুমর্হন্তি। (ইত্যানন্দতন্দ্রিতং রাজানমাদায় নিষ্ক্রান্তঃ।)

(ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে) (৭৩)

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ে শ্রীপ্রতাপরুদ্রানুগ্রহো নামাষ্টমোঽঙ্কঃ ॥ ৮ ॥

গোপীনাথ আচার্য—(নিকটে যাইয়া) মহারাজ! মহাপ্রভু জগন্নাথ দর্শনের জন্য চলিয়া গিয়াছেন, এখন আপনিও চলুন। (এই বলিয়া আনন্দমগ্ন রাজাকে লইয়া প্রস্থান)

(সকলের প্রস্থান) (৭৩)

ইতি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ে শ্রীপ্রতাপরুদ্র-অনুগ্রহ নামক অষ্টম অঙ্ক ॥ ৮ ॥

নবমোঽঙ্কঃ

(ততঃ প্রবিশতি কিন্নরমিথুনম্)

পুরুষঃ—প্রিয়ে ! গতগতেভ্যোঽপি সংবৎসরেভ্য ঐষমঃ খলু জগন্নাথস্য গুণ্ডিচোৎসবঃ পরমরমণীয়ো দৃষ্টঃ।

স্ত্রী—কহং বিঅ ? [কথমিব ?]

পুরুষঃ—অস্মিন্নব্দে তু মূর্তিমদানন্দেনৈব কনকগিরিগৌরেণ যতীন্দ্রবেশধারিণা ভক্তাবতারেণ ভগবতা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যেন মহোৎসবোঽয়ং স্বরসত্বেন পরমরমণীয়ো বিহিতঃ। (১)

স্ত্রী—হদ্ধী হদ্ধী, অহং কধং সঙ্গে ণ ণীদা ; মএ দট্ঠুং ণ পারিদং ? [হা ধিক্ হা ধিক্, অহং কথং সঙ্গে ন নীতা, ময় দ্রষ্টুং ন প্রাপ্তম্ ?]

পুরুষঃ—প্রিয়ে ! আগামিন্যব্দে দর্শনীয়ো ভবত্যা।

মিথুনং যুগ্মং। ঐষমঃ অস্য বৎসরঃ। কধম্বিঅ কথমিব। অব্দে বৎসরে (১)

নবম অঙ্ক

(অতঃপর প্রবেশ কিন্নর-দম্পতি)

পুরুষ—প্রিয়ে পূর্ব পূর্ব বৎসর হইতেও এ বৎসরের জগন্নাথের গুণ্ডিচা-উৎসব পরমরমণীয় দেখিলাম।

স্ত্রী—সে কেমন ?

পুরুষ—মূর্তিমান্ আনন্দস্বরূপ কনকগিরিসম স্বর্ণকান্তি সন্ন্যাসিবেশী ভক্তাবতার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মধুর রসধারা-বর্ষণে এই মহোৎসবকে এ বৎসর পরম-রমণীয় করিয়াছেন। (১)

স্ত্রী—হা ধিক্ ধিক্, আমাকে কেন সঙ্গে লইলে না, আমি দর্শন পাইলাম না।

পুরুষ—প্রিয়ে ! আগামী বৎসরে তুমি দেখিতে পাইবে।

স্ত্রী—আআমিণি অদ্দে জই এব্বং হোই। [আগামিন্যব্দে যদ্যেবং ভবতি।]

পুরুষঃ—প্রিয়ে ! ইতঃ প্রভৃতি তেনাত্রৈব স্থাতব্যম্।

স্ত্রী—এত্থ কো ণিঅমো ? [অত্র কো নিয়মঃ ?]

পুরুষঃ—জানামি তত্ত্বম্। (২)

স্ত্রী—কধং জাণীদং ? [কথং জ্ঞাতম্ ?]

পুরুষঃ—পরস্পরং কথয়তাং তজ্জনানাং তজ্জনানাঙ্কিত-চরিত্রবিদাং কথয়ৈব।

স্ত্রী—কেরিসী সা কহা ?—[কীদৃশী সা কথা ?]

পুরুষঃ—প্রিয়ে ! শ্রূয়তাম্, অস্য ত্রিবিধ এব লোকানুগ্রহপ্রকারঃ।

স্ত্রী—কেরিসো তিণ্ণবিহো ? [কীদৃশস্ত্রিবিধঃ ?] (৩)

পুরুষঃ—একঃ সাক্ষাৎকারী, দ্বিতীয়ঃ পরহৃদয়-প্রবেশলক্ষণঃ, তৃতীয়শ্চিন্তনমাত্রা-বির্ভাবরূপঃ।

স্ত্রী—বিবরেইঅ কহেহি। [বিবৃত্য কথয়।]

ইতঃ অব্দাবধি। তেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যেন। তত্ত্বং ভগবতা স্থাতব্য মত্রৈব। (২)

তস্মিন্ জাতং তজ্জং। অস্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্য। (৩)

স্ত্রী—আগামী বৎসর যদি এরূপ হয়, তবে না ?

পুরুষ—প্রিয়ে ! এখন হইতে তিনি এখানেই থাকিবেন।

স্ত্রী—ইহার কি কিছু ঠিক আছে ?

পুরুষ—এ বিষয় আমার জানা আছে। (২)

স্ত্রী—কি করিয়া জানিলে ?

পুরুষ—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের চরিত্র যাঁহারা জানে সেই পার্ষদগণের পরস্পর আলাপ হইতেই জানিয়াছি।

স্ত্রী—কি কথা তাহারা আলাপ করিল ?

পুরুষ—প্রিয়ে ! তবে শোন,—'ইঁহার লোকানুগ্রহের রীতি তিন প্রকার।'

স্ত্রী—সেই তিন প্রকার কি শুনি। (৩)

পুরুষ—এক তো সাক্ষাৎ দর্শনদান, দ্বিতীয় পরহৃদয়ে প্রবেশ, আর তৃতীয় চিন্তামাত্রে আবির্ভাব।

স্ত্রী—বিস্তারিত ভাবে বল।

পুরুষঃ—যে খলু পুরুষোত্তমক্ষেত্রাগমনসমর্থাস্তেষাং সাক্ষাৎকারী। তথা হি, প্রতিসংবৎসরং সরংহসো নানাদেশতঃ সর্বে জগন্নাথদর্শনতোঽপি তদ্দর্শনবদ্ধোৎকণ্ঠা অদৃষ্টপূর্বা অশ্রুতপূর্বাঃ পরঃসহস্রাঃ প্রাণিন উপতিষ্ঠন্তি।

স্ত্রী—তদো তদো? [ততস্ততঃ?] (৪)

পুরুষঃ—ততস্তেষু গৌড়ীয়াঃ প্রিয়াঃ, গৌড়ীয়ানাং মধ্যে যেঽতিপ্রিয়াঃ শতশো দৃষ্টবন্তস্তেঽপ্যদৃষ্টবন্তোঽপি শুভাদৃষ্টবন্তঃ। যথামী—

১। নরহরি-রঘুনন্দনপ্রধানাঃ, কতিচন খণ্ডভুবোঽপ্যখণ্ডভাগ্যাঃ।
প্রথমমিমমদৃষ্টবন্ত এতে, প্রতিশরদং পুরুষোত্তমং লভন্তে ॥

২। কুলীনগ্রামীণা অপি গুণরাজান্বয়ভুবো
জনা রামানন্দপ্রভৃতয় ইমে দেবসুহৃদঃ।
তথা ন্যায়াচার্যাদয় উপচিতপ্রেমসরসা
মহাবিদ্বাংসোঽমী প্রতিশরদমত্রোপগমিনঃ ॥

প্রতিসংবৎসরং বৎসরে বৎসরে সরংহসো বেগেন সহ বর্ত্তমানাঃ। তৎ গৌরাঙ্গস্য। (৪) শতশঃ প্রকারার্থে শঃ শতং শতমিত্যর্থঃ। ইমং গৌরাঙ্গং। (৫)

পুরুষ—যাঁহারা পুরুষোত্তমক্ষেত্রে আগমনে সমর্থ তাঁহাদের সাক্ষাৎ দর্শনদানেই অনুগ্রহ করেন। এই জন্যই দেখা যায়—প্রতিবৎসর রথের সময় জলস্রোতের মত নানাদেশের লক্ষকোটি অচেনা-অজানা লোক জগন্নাথদর্শনোৎকণ্ঠা হইতেও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কৃপাদৃষ্টি প্রাপ্তির জন্য অধিক উৎকণ্ঠায় এই নীলাচলে ছুটিয়া আসেন।

স্ত্রী—তারপর তারপর? (৪)

পুরুষ—অতঃপর বলিবার এই যে—সমস্ত লোকের মধ্যে গৌড়ীয়াগণ তাঁহার অধিক প্রিয়। এই গৌড়ীয়াগণের মধ্যে আবার অতিপ্রিয় শত শত যাঁহারা নবদ্বীপলীলায় গৌরকে দেখিয়াছিলেন বা দেখেন নাই তাঁহারা সকলেই পরমসৌভাগ্যবান্। যথা এইসব মহান্তগণ—

১। গৌরপ্রিয় অতি ভাগ্যবান্ নরহরি-রঘুনন্দনাদি মহান্তগণ, আর কতিপয় ভাগ্যবান্ খণ্ডবাসিভক্ত যাঁহারা পূর্বে কখনও গৌরদর্শন করেন নাই, প্রতি বৎসর ইঁহারা সকলেই পুরুষোত্তম আসিয়া গৌরদর্শন করিয়া যাইতেন।

২। কুলীনগ্রামের গুণরাজখাঁর বংশের রামানন্দ প্রভৃতি ভগবানের পূর্ব-

ভগবন্নামন্যায়াচার্যস্তু পুরুষোত্তম এব ভগবচ্চৈতন্য-দর্শনাকাঙ্ক্ষী যাবজ্জীবং স্থিতঃ, এবমেষাং সাক্ষাদনুগ্রহঃ। আগমনাসমর্থানান্তু পরহৃদয়মারুহ্যানুগ্রহঃ ক্রিয়তে। হৃদয়ারোহযোগ্যাস্তু অদ্বৈতনকূল-ব্রহ্মচার্যাদয়ঃ। (৫)

স্ত্রী—কিঞ্চি কধেহি। [কিঞ্চিৎ কথয়।]

পুরুষঃ—অদ্বৈতারোহবার্তা তু প্রথীয়সী, তৎকথনং বহুকালসাধ্যম্, নকুলব্রহ্মচারিহৃয়ারোহঃ শ্রূয়তাম্।

স্ত্রী—কধেহি অবহিদম্হি। [কথয়, অবহিতাস্মি।]

পুরুষঃ—অস্তি কশ্চিদম্বুগ্রামে পরমবৈষ্ণব আজন্মব্রহ্মচারী নকুলো নাম, তস্যৈকস্মিন্ দিবসে গ্রহগ্রস্তস্যেব কস্যামপি দশায়ামুৎপন্নায়ামানন্দাশ্রু-পুলকনির্ভরস্য দর্শনমাত্রেণৈব সর্বেষাং হৃদয়কুহরে শ্রীচৈতন্যাবেশোঽয়মস্য জাত ইতি প্রত্যয়মুৎপাদয়ত এব কতিচিদহোরাত্রা গতাঃ। (৬)

স্ত্রী—তদো তদো ? [ততস্ততঃ ?]

প্রথীয়সী বিস্তারিণী। তস্য নকুল ব্রহ্মচারিণঃ। (৬)

সুহৃদ্গণ, তথা ন্যায়াচার্যাদি পরমপ্রেমরসিক পরমবিদ্বানগণ সকলেই প্রতি বৎসর এখানে আসিতেন।

ভগবান্ নামক ন্যায়াচার্য তো ভগবান্ চৈতন্যের দর্শন-লালসায় যাবজ্জীবন পুরুষোত্তমেই থাকিয়া গেলেন।—এইরূপে ইঁহাদের উপর সাক্ষাৎ অনুগ্রহ। আগমনে অসমর্থ ব্যক্তিদের প্রতি পরহৃদয়ে আরোহণ করিয়া অনুগ্রহ করেন। হৃদয়-আরোহণের যোগ্যপাত্র হইল অদ্বৈত-নকুল ব্রহ্মচার্যাদি কোনও ভক্ত। (৫)

স্ত্রী—একটু ভাঙ্গিয়া বলুন।

পুরুষ—অদ্বৈত-হৃদয়-আরোহণ-বার্তা বহুবিস্তৃত, তাহা বলা বহুকাল সাপেক্ষ। নকুলব্রহ্মচারী-হৃদয়-আরোহণ শোন।

স্ত্রী—বল, মন দিয়া শুনিতেছি।

পুরুষ—অম্বুয়া গ্রামে নকুল নামে আজন্ম ব্রহ্মচারী কোনও এক বৈষ্ণব বাস করিতেন। একদিন তাঁহার গ্রহগ্রস্তের মত কোনও এক অলৌকিক দশা উপস্থিত হইল—অঙ্গ বহিয়া অজস্র আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল, পুলকে সর্বাঙ্গ শিমুলির মত কণ্টকাকৃতি হইল। এই দশা দর্শনমাত্রেই

পুরুষঃ---তদনু, ৩। গৌরত্বিষা কপিশয়ন্ ককুভঃ সমন্তা-,
দানন্দভোগপরিলোপিত-বাহ্যবৃত্তিঃ।
আবালবৃদ্ধতরুণৈরথ লক্ষসংখ্যৈ-,
র্লোকৈরভূৎ প্রণয়িভিঃ পরিপূজ্যমানঃ ॥ (৭)

স্ত্রী—তদো তদো ? [ততস্ততঃ ?]

পুরুষঃ—ততো দৈবাত্তস্মিন্ কালে তত্র গতেন ভগবচ্চৈতন্যপার্ষদেন শিবানন্দেন তমুদন্তমত্যন্ত-সন্দিহ্য-মানতয়াশ্রুত্বা দিদৃক্ষুণা মনসি কৃতম্—'অহো কিমেতস্য দর্শনেন, সাক্ষাদেব ময়া দৃষ্টোঽস্তি ভগবান্, তদালোকসুখ-সদৃশং কিমস্য দর্শনেন ভবিষ্যতি সুখম্ ? নৈব' ইতি বর্তমানেন পুনর্মনসি কৃতম্—'অহো যদ্যয়ং সর্বলোকবহির্বর্তমানং মাং স্বয়মেবাহূয় স্বসমীপং নীত্বা মামকমিষ্টমন্ত্রং

তদনু তং ব্রহ্মচারিণং অনু লক্ষ্যং কৃত্বা-অনুপশ্চারা।
ককুভঃ দিশঃ। সমন্তাৎ সর্বতোভাবে। (৭)
তং বার্তাং। এতস্য নকুল ব্রহ্মচারিণঃ।

সকলের অন্তরে এই দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিল যে ইহাতে শ্রীচৈতন্যের আবেশ হইয়াছে—এইভাবে কতিপয় অহোরাত্র গত হইল। (৬)

স্ত্রী—তারপর তারপর ?

পুরুষ—অতঃপর,

৩। তাঁহার দেহকান্তি গলিতকনক বর্ণ ধারণ করিল—পীতজ্যোতিতে দশদিক্ ভরিয়া গেল। আনন্দাস্বাদন তন্ময়তায় তাঁহার বাহ্যবৃত্তি বিলুপ্ত হইল। এই ভাবমূর্তির দর্শনের জন্য আবালবৃদ্ধতরুণ লক্ষ লক্ষ লোকের ভীড় হইল। সকলে প্রীতির সহিত তাঁহাকে পূজা করিতে লাগিল। (৭)

স্ত্রী—তারপর, তারপর ?

পুরুষ—অতঃপর দৈবাৎ সেই সময়ে ভগবান্ চৈতন্যের পার্ষদ শিবানন্দ সেন সেই গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি এইসব কথা শুনিয়া সন্দিগ্ধমনা হইয়া তাঁহাকে দেখিবার ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু মনে মনে ভাবিলেন—'অহো ইঁহার দর্শনের কি প্রয়োজন ? আমি তো সাক্ষাৎ সেই গৌরকেই দেখিয়াছি, তাঁহার দর্শন-সুখের মত কি আর ইঁহার দর্শন-সুখ হইবে ? না দর্শনে যাইব না।' এইরূপ চিন্তার সমকালে মনে আবার চিন্তা হইল—'অহো যাই, যাইয়া সকল হইতে দূরে ঐ বাহিরে বসিয়া থাকি, যদি ইনি নিজেই আমাকে

প্রখ্যাপয়তি, তদা সত্যমেবাত্র তস্যাবেশো জাতঃ' ইতি চিন্তয়িত্বা প্রসারিণো জনসমূহস্য বহিঃ স্থিতবতি শিবানন্দে যাবদাবেশং তূষ্ণীং স্থিতোঽপ্যসৌ, 'কঃ কোঽত্র ভো দূরে বর্তমানঃ শিবানন্দঃ আহূয়তাম্' ইতি নিদেশমাত্রেণ ধাবদ্ভিরেব কতিভিরিতস্ততো নামগ্রাহং বিচিন্বদ্ভিরতিদূরে স্থিতং তমাদায় তন্নিকটমাযযৌ। অনন্তরঞ্চ তেন গদিতম্—'শিবানন্দ! ভবতা মনসি বিচারিতং যৎ, তদাকর্ণ্যতাম্, ভবদীয় ইষ্টমন্ত্রশ্চতুরক্ষরো গৌরগোপাল-দেবতাকঃ' ইত্যাকলয্য তেন নির্ণীতং সত্যেবেয়ং প্রথেতি। (৮)

স্ত্রী—অজ্জউত্ত! তীও কেরিসো? [আর্যপুত্র! তৃতীয়ঃ কীদৃশঃ?]

পুরুষঃ—তৃতীয়স্তু চিন্তনমাত্রাবির্ভাবো যঃ, সোঽপি শ্রূয়তাম্—একদা তস্যৈব শিবানন্দস্য ভাগিনেয়ঃ শ্রীকান্ত একক এব প্রথমং শ্রীপুরুষোত্তমমাগত্য ভগবচ্চৈতন্যচরণৌ দদর্শ, তস্মিন্নেব সময়ে কৌতুকবশাৎ পুরীশ্বর-স্বরূপাদি-

---

তস্য শ্রীগৌরাঙ্গস্য। প্রসারিণো বিস্তারস্য। অসৌ নকুল ব্রহ্মচারী। তং শিবানন্দং। তেন ব্রহ্মচারিণা। তেন শিবানন্দেন। প্রথা বার্তা। (৮)

ডাকিয়া নিকটে লইয়া যাইয়া আমার ইষ্টমন্ত্র আমার কানে কানে বলিতে পারেন তবেই বুঝিব সত্যই ইঁহাতে গৌরের আবেশ হইয়াছে। এইরূপ চিন্তা করিয়া বিস্তৃত জনতার পিছনে যাইয়া তিনি দাঁড়াইয়া রহিলেন। আবেশ-মৌনতা ভঙ্গ করিয়া ব্রহ্মচারী বলিয়া উঠিলেন—'কে আছ, কে আছ,—ঐ দূরে শিবানন্দ দাঁড়াইয়া আছে উহাকে ডাক তো।' আদেশ পাইবামাত্র কয়েকজন ছুটাছুটি করিয়া ইতঃস্ততঃ নাম ধরিয়া ডাকিয়া খুঁজিতে খুঁজিতে অতি দূরে শিবানন্দকে পাইয়া, ব্রহ্মচারীর নিকট লইয়া গেলেন। অনন্তর ব্রহ্মচারী বলিলেন—'শিবানন্দ তুমি মনে মনে যাহা বিচার করিয়াছ তাহা শোন,—তোমার ইষ্টমন্ত্র 'চতুরাক্ষর', আর ইঁহার দেবতা গৌরগোপাল। ইহা শুনিয়া শিবানন্দ নিশ্চয় করিলেন সত্যই ইঁহাতে গৌরের আবেশ হইয়াছে। (৮)

স্ত্রী—স্বামী! তৃতীয় কিরূপ?

পুরুষ—যাহা চিন্তামাত্রে আবির্ভাব তাহাই তৃতীয়। বিস্তারিত শোন,— 'একদা ঐ শিবানন্দের ভাগিনেয় শ্রীকান্ত একাই প্রথমে শ্রীপুরুষোত্তমে যাইয়া

সমক্ষং শ্রীভগবতা কিঞ্চিজ্জগদে জগদেকবন্ধুনা—'শ্রীকান্ত! অস্মিন্নব্দে অদ্বৈতাদয়ো দয়োদ্ধুরা বক্তব্যাস্তে যথা নায়ান্তি, ময়ৈব তত্র গন্তব্যম্' ইতি। অপি চ, শিবানন্দোঽপি ভবন্মাতুলো বক্তব্যঃ, পৌষে মাসি তত্রোপসন্নেন ময়া ভবিতব্যম্, তত্র জগদানন্দোঽস্তি, তত্রৈব ভিক্ষা কর্তব্যা' ইতি নিবৃত্তেন শ্রীকান্তেন ভগবৎসন্দেশে কথিতে সতি সর্বেঽদ্বৈতাদয়শ্চলনোদ্যমাচ্ছিথিলীবভূবুঃ। শিবানন্দস্তু ভগবদাগমনমভিলিলষিষুর্ভগবদ্ভিক্ষায়ামিদং লগিষ্যতীতি কৃত্বা ভগবৎপ্রিয়ত্বেন বাস্তুক-বাস্তুকদলীগর্ভোত্থ-কণিশাদি-সামগ্রী-সমবধানায় স্থিতবান্। (৯)

স্ত্রী—তদো তদো? [ততস্ততঃ?]

পুরুষঃ—ততো দৈবাদ্গোদাবরীতঃ সমায়াতেন রামানন্দরায়েণোপরোধিতো ভগবান্ ন গন্তুমীষ্টে।

সমক্ষং সাক্ষাতে। দয়োদ্ধুরা দয়োৎসুকাঃ। তত্র গৌড়দেশে। তত্র জগদানন্দস্য গৃহে। বাস্তুকঃ শাকঃ। (৯) ন ইষ্টে ন সমর্থো ভবতি।

ভগবান্ চৈতন্যের চরণ দর্শন করিলেন। সেই সময়ে জগতের একমাত্র বন্ধু শ্রীভগবান্ কৌতুকবশে পুরীশ্বর-স্বরূপাদির সমক্ষে তাঁহাকে এইরূপ বলিলেন —'শ্রীকান্ত তুমি পরমদয়াল অদ্বৈতাদি গৌড়ীয়াগণকে বলিবে,—'তাঁহারা যেন এবৎসর এখানে না আসে, আমিই তথায় যাইব। আরও, তোমার মাতুল শিবানন্দকে বলিবে,—পৌষমাসে তাঁহার ওখানে আমার উপস্থিতি হইবে, সেখানে জগদানন্দ আছে, তাঁহার ঘরেই ভিক্ষা করা যাইবে।' শ্রীকান্ত ফিরিয়া গিয়া ভগবানের এই খবর বলিলে অদ্বৈতাদি সকল ভক্তের পুরী-যাত্রার উদ্যম শিথিল হইল। শ্রীভগবানের আসার কথা শুনিয়া উল্লাসে শিবানন্দের মনে নানা অভিলাষের উদয় হইতে লাগিল—'এই দ্রব্য তাঁহার ভিক্ষায় লাগিবে, এই দ্রব্য তাঁহার প্রিয়,—এইরূপ বিচারে গৌরপ্রিয় বাস্তুকাদি শাক, কদলির থোড়, ধান্যাদি নানা সামগ্রীর সমাধান তিনি করিয়া রাখিলেন। (৯)

স্ত্রী—তারপর তারপর?

পুরুষ—এদিকে দৈবাৎ গোদাবরী হইতে আগত রামানন্দের উপরোধে ভগবান্ যাইতে পারিলেন না।

স্ত্রী—তদো তদো ? [ততস্ততঃ ?]

পুরুষঃ—ততোঽসৌ শিবানন্দঃ শ্রীনৃসিংহানন্দব্রহ্মচারীতি প্রথিতং পরমযোগীন্দ্রং সাক্ষান্নৃসিংহমিব প্রত্যুম্নব্রহ্মচারিত্বেন পূর্বখ্যাতাবপি ভগবতৈব নৃসিংহোপাসনাসিদ্ধত্বেন নৃসিংহানন্দ ইতি কারিতসংজ্ঞং সময়ে সমুবাচ—'স্বামিন্! আয়াস্যামীতি কৃত্বা ভগবান্নায়াতঃ। বাস্তুকশাকমবলোক্য মনোদুঃখমেব জায়তে।' (১০)

স্ত্রী—তদো তদো ? [ততস্ততঃ ?]

পুরুষঃ—ততস্তেনোক্তম্—'ময়ৈবানেতব্যো দিনদ্বয়মপেক্ষ্যতাম্' ইতি তৎপ্রভাবজ্ঞোঽসৌ তথৈব শ্রদ্দধে। স চ নৃসিংহানন্দো নৃসিংহানন্দোঽপি তং সময়মারভ্য সমাধিস্থো দিনদ্বয়াভ্যন্তরে শিবানন্দমাহূয় 'অয়ে ভগবচ্চৈতন্যো রাঘবালয়ে সমানীতোঽস্তি, প্রাতরত্রাগমিষ্যতি, ময়ৈব পক্তব্যম্, ভিক্ষা চ দাতব্যা' ইতি শ্রুত্বা তস্মিন্নপি তথোদ্যুক্তে সতি স্বয়মুষসি কৃতস্নানঃ শুচিতরো

প্রথিতং বিখ্যাতং। উবাচ শিবানন্দঃ। স্বামিন্ হে নৃসিংহানন্দ। (১০)
তেন শিবানন্দেন। তৎ নৃসিংহানন্দস্য। অসৌ শিবানন্দঃ। দাতব্যেতি গৌরাঙ্গায় ময়া শিবানন্দেন। উষসি প্রাতঃকালে।

স্ত্রী—তারপর তারপর ?

পুরুষ—পূর্বে যাঁহার নাম ছিল প্রত্যুম্নব্রহ্মচারী কিন্তু নৃসিংহ উপাসনায় সিদ্ধ বলিয়া প্রভু পরে যাঁহার নাম দিয়াছিলেন নৃসিংহানন্দ, সেই সাক্ষাৎ নৃসিংহসম প্রভাবশালী পরমযোগীন্দ্রকে সেন শিবানন্দ এই সময়ে একদিন বলিলেন—'স্বামিন্। আসিব বলিয়া ভগবান্ আসিলেন না—বাগানের বাস্তুক শাকাদি দেখি, আর মনো দুঃখে মরি।' (১০)

স্ত্রী—তারপর তারপর ?

পুরুষ—ইহাতে নৃসিংহানন্দ বলিলেন—'দিন দুই অপেক্ষা কর আমি অবশ্য তাঁহাকে আনিয়া দিতেছি। শিবানন্দ ইঁহার প্রভাব জানেন, তাই এই কথায় বিশ্বাস করিয়া রহিলেন। আর সেই নৃসিংহপ্রেমিক নৃসিংহানন্দ সেই সময় হইতে সমাধিস্থ হইয়া ঐ দুই দিনের মধ্যেই সেন শিবানন্দকে ডাকিয়া বলিলেন—'ভগবান্ চৈতন্যকে রাঘবালয়ে আনিয়াছি, কাল সকালে এখানে আসিবেন। আমিই পাক করিয়া ভিক্ষা করাইব।' এই কথা

ভূত্বা পাকে প্রবৃত্তঃ। স্বেচ্ছাপূর্বং যথেষ্টমেব পেচিবান্। অনন্তরং তস্মিন্নেব রসময়ে সময়ে শ্রীচৈতন্যস্য, জগন্নাথস্য, নৃসিংহস্য চ পৃথক্ পৃথক্ ত্রয়ো ভোগা বিভজ্য নিষ্পাদিতাঃ। অনন্তরং তত্তন্নাম্না সমর্প্য বহির্ভূয় নিমীলিতচক্ষুরা-ন্তরেণ চক্ষুষা পশ্যতি ত্রীনেব ভোগানেক এব ভগবান্ ভুঙ্‌ক্তে। অনন্তরং সঞ্জাতমহানন্দো গলদশ্রুধারঃ সারবমুচ্চৈঃ প্রণয়ামর্ষকৃতাক্ষেপমিব 'ভদ্রং ভো ভদ্রং জগন্নাথেন সহ ত্বৈক্যমতো জগন্নাথস্য ভোগো ভুজ্যতাং নাম, মম নৃসিংহস্য ভোগঃ কথং ভুজ্যতে, নৃসিংহোঽস্য মমায়মুপোষিতঃ' ইত্যুচ্চৈরাক্রন্দন্ শিবানন্দেনোক্তঃ—'স্বামিন্! কথমাক্রুশ্যতে' ইতি। (১১)

স্ত্রী—তদো তদো? [ততস্ততঃ?]

পুরুষঃ—ততস্তেনোক্তম্—'তব গোস্বামিনা চৈতন্যেন ভোগত্রয়মেব ভুক্তম্, নৃসিংহস্যোপবাসো জাতঃ' ইতি।

বিভজ্য বিভাগং কৃত্বা। আরবেণ সহ বর্তমানং যথাস্যাং। প্রণয়ামর্ষকৃতঃ প্রণয়েন ক্ষোভ কৃতঃ। তব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্য তেন নৃসিংহানন্দেন। (১১)

শুনিয়া শিবানন্দ পাক-সামগ্রী সমস্ত সংগ্রহ করিলে নৃসিংহানন্দ নিজে ব্রাহ্মমুহূর্তে স্নান করিয়া অতি পবিত্রভাবে পাককার্যে প্রবৃত্ত হইলেন। নিজ ইচ্ছামত বহুপ্রকার পাক করিলেন এবং তৎপর যথাসময়ে হৃষ্টচিত্তে শ্রীচৈতন্য-জগন্নাথ-নৃসিংহের জন্য পৃথক্ পৃথক্ ভাবে তিন ভোগ সাজাইলেন। অনন্তর সেই সেই নামে সমর্পণ করিয়া বাহিরে আসিয়া নিমীলিত-চক্ষু হইয়া বসিয়া ধ্যান-নয়নে দেখিলেন—'ভোগ তিনটিই একাই ভগবান্ শ্রীগৌরহরি খাইয়া ফেলিলেন।' ইহা দেখিয়া মহানন্দের উদয়ে অশ্রুধারায় তাঁহার বক্ষ ভাসিয়া যাইতে লাগিল—প্রণয়রোষে ভর্ৎসনার স্বরে উচ্চকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—'ভাল ভাল, জগন্নাথের সহিত তোমার একতা, জগন্নাথের ভোগ খাও বলিবার কিছু নাই, কিন্তু আমার নৃসিংহের ভোগ খাও কেন, আমার নৃসিংহকে আজ উপবাসী রাখিলে।' এইরূপ উচ্চস্বরে কাঁদিতে দেখিয়া শিবানন্দ বলিলেন—'স্বামিন! উচ্চস্বরে এত কাঁদিতেছেন কেন? (১১)

স্ত্রী—তারপর তারপর?

পুরুষ—অতঃপর তিনি বলিলেন—'তোমার গোঁসাই চৈতন্য তিনটি ভোগই খাইয়া ফেলিল—নৃসিংহের আজ উপবাস হইল।'

স্ত্রী—তদো তদো ? [ততস্ততঃ]

পুরুষঃ—তত শিবানন্দেনোক্তম্—'স্বামিন্ ! নৃসিংহার্থমন্যা ভোগসামগ্রী কর্তব্যা' ইতি তথাকৃতে স্বস্থো বভূবেতি স্থিতে শিবানন্দস্য সংশয়ো জাতঃ, 'কিমনেনা-বেশবশাদেবোক্তমথবা সত্যমেব' ইতি মনসি কৃত্বা পুনরন্যস্মিন্ সংবৎসরে পুরুষোত্তমমাসাদ্য ভগবচ্চৈতন্য-সবিধে গতঃ। প্রসঙ্গতো নৃসিংহানন্দস্য তন্মহিমকথনেঽবান্তরভূতা পাকক্রিয়া তস্যাতিসমীচীনেত্যভিবদতি ভগবতি সর্বেষু সন্দিহানেষু 'ময়া গতে সংবৎসরে পৌষে মাসি তস্য ভিক্ষা কৃতা, তত্র তস্য পাককৌশলং জ্ঞাতম্' ইত্যুক্তে পুনঃ সর্বে সন্দিগ্ধা এব স্থিতাঃ। শিবানন্দস্তু নিঃসন্দেহো বভূবেতি ব্যাখ্যাতস্তে ত্রিবিধোঽনুগ্রহপ্রকারঃ। (১২)

স্ত্রী—অচ্চরিঅং অচ্চরিঅং ! তা এদংপি কধেহি রামাণন্দেণ কহং তত্থ গন্দুং ণিসেহো কিদো ? [আশ্চর্যং আশ্চর্যম্, তস্মাদিমপি কথয়; রামানন্দেন কথং তত্র গন্তুং নিষেধঃ কৃতঃ ?]

সবিধে নিকটে। ব্যাখ্যাতঃ ময়া কিন্নরেণ। (১২)

স্ত্রী—তারপর তারপর ?

পুরুষ—অতঃপর শিবানন্দ বলিলেন—'স্বামিন ! নৃসিংহের জন্য অন্য ভোগের আয়োজন করুন,—শিবানন্দের কথামত তিনি তাহাই করিয়া তবে সুস্থ হইলেন। এই বিষয়ে শিবানন্দের সংশয় হইল—'ইনি কি আবেশবশেই এই-রূপ বলিলেন অথবা ইহা সত্যই।' এই সংশয় মনে লইয়া পরবৎসর সেন পুরুষোত্তমে আসিয়া শ্রীভগবান্ চৈতন্যের চরণতলে উপনীত হইলে প্রসঙ্গতঃ নৃসিংহানন্দের মহিমার কথা উঠিল এবং সেই কথাপ্রসঙ্গে ভগবান্ বলিলেন,—'নৃসিংহানন্দের হাতের রান্না অতি চমৎকার।' এ কথাতে ভক্তবৃন্দের সংশয়ের ভাব বুঝিয়া ভগবান্ বলিলেন—'গত বৎসর পৌষমাসে আমি তাঁহার ভিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলাম, সেই সময় তাঁহার পাকের নিপুণতা বুঝিয়াছি',—এই কথার অর্থ কেহই সঠিক বুঝিতে না পারিয়া সন্দিগ্ধই রহিলেন—কিন্তু শিবানন্দ নিঃসন্দেহ হইলেন। এই তো ত্রিবিধ অনুগ্রহরীতি বিস্তৃতভাবে বলা হইল। (১২)

স্ত্রী—আশ্চর্য ! আশ্চর্য ! এখন ইহাতো বল রামানন্দ গৌড়দেশে যাইতে নিষেধ করিলেন কেন ?

পুরুষঃ—প্রিয়ে! স তাবদ্ভগবতোঽতিপ্রণয়ী তদ্বিচ্ছেদং ন সহতে। তেন তদুপরোধান্মথুরাং জিগমিষুরপি বর্ষদ্বয়মদ্য শ্ব ইতি কৃত্বা বিলম্বিতো ভগবান্। (১৩)

স্ত্রী—অদো বরং এত্থ জ্জেব বট্টিস্সদি, অহবা মহুরাং গমিস্সদি। [অতঃপরমত্রৈব বর্তিষ্যতে, অথবা, মথুরাং গমিষ্যতি।]

পুরুষঃ—প্রিয়ে! অধুনা তু চিরমনুনীয় তমেব রামানন্দং তেনানুমতো গৌড়বর্ত্ম নৈব গন্তুমুদ্যতোঽস্তি। (১৪)

স্ত্রী—অজ্জউত্ত! পুণো এত্থ আঅমিস্সদি? [আর্যপুত্র! পুনরত্রাগমিষ্যতি?]

পুরুষঃ—অথ কিম্?

স্ত্রী—এত্থ অত্থি সন্দেহো, জদো মহুরা ক্খু এদস্স পিঅং ঠাণং। [অত্রাস্তি সন্দেহঃ যতো মথুরা খলু এতস্য প্রিয়ং স্থানম্।] (১৫)

পুরুষঃ—যদ্যপ্যেবং তথাপি,

৪। আপামরং প্রাণিন উদ্দিধীর্ষো-,র্নীলাচলেন্দোরতিভারমেতম্।
লঘুকরিষ্যন্ পুরুষোত্তমস্থো, ভূয়োঽপি ভাবী পুরুষোত্তমোঽয়ম্॥

স রামানন্দঃ। তং ভগবতঃ। শ্বঃ শব্দঃ ভবিষ্যদ্বাচী। (১৩)

ভূয়ঃ পুনরপি। ভাবী ভবিষ্যতি। পুরুষোত্তমঃ গৌরাঙ্গঃ। (১৬)

পুরুষ—প্রিয়ে, তিনি ভগবানের অতিপ্রণয়িভক্ত—তাঁহার বিরহ সহিতে পারেন না। ইঁহার উপরোধে ভগবান্ মথুরা যাইবার ইচ্ছা থাকিলেও দুই বৎসর আজকাল করিয়া বিলম্ব করিতেছেন। (১৩)

স্ত্রী—অতঃপর এখানেই থাকিবেন কি মথুরা যাইবেন?

পুরুষ—প্রিয়ে! অধুনা বহু অনুনয়ে রামানন্দের অনুমতি মিলিয়াছে, প্রভু গৌড়ের পথে যাইতে উদ্যত হইয়াছেন। (১৪)

স্ত্রী—স্বামী! পুনরায় কি তিনি এখানে আসিবেন?

পুরুষ—হ্যাঁ।

স্ত্রী—ইহাতে সন্দেহ আছে, যেহেতু মথুরা ইহার প্রিয়ভূমি। (১৫)

পুরুষ—যদিও তাহাই, তথাপি

৪। আপামর সকল জীবের উদ্ধারকার্যে নীলাচলচন্দ্রের অতিপরিশ্রম জানিয়া পুরুষোত্তম গৌরচন্দ্র ঐ ভার লাঘব করিতে পুনরায় পুরুষোত্তমেই ফিরিয়া আসিবেন।

স্ত্রী—আং হোই, এব্বং হোই। [আং ভবতি, এবং ভবতি।]

(নেপথ্যে)

ভট্টাচার্য ! কথং রামানন্দেনাস্মিন্ কর্মণি কৃতাহুমতিঃ ?

পুরুষঃ—প্রিয়ে ! শ্রুতমিদং যদভিহিতং ময়া, তদেবাধুনা তদ্বিচ্ছেদবিধুরো গজপতিরপি সার্বভৌমেন সহ সঙ্কথয়ন্নাস্তে, তদাবামপি ভগবন্তং নীলাচলচন্দ্রং গানেনোপস্থাতুং গচ্ছাবঃ। (ইতি নিষ্ক্রান্তৌ)

প্রবেশকঃ (১৬)

(ততঃ প্রবিশতি আসনস্থো রাজা সার্বভৌমশ্চ)

রাজা—ভট্টাচার্য ! রামানন্দস্যাগ্রহপাশগ্রন্থিশৈথিল্যেনৈব ভগবান্ প্রস্থিতঃ।

সার্বভৌমঃ—ঈশ্বরেণ সার্ধং কিমধিকো হঠঃ কর্তুং শক্যতে, তথাপি বর্ষদ্বয়মেব বিলম্বিতঃ। (১৭)

রাজা—ভট্টাচার্য ! রামানন্দেন মে মহানেবোপকারঃ কৃতঃ।

নেপথ্যে প্রতাপরুদ্রেণোক্তং অভিহিতং কথিতং। (১৬)

আক্ষিপ্তঃ কালসাম্যেন প্রবেশঃ স্যাং প্রবর্তকঃ। (১৭)

স্ত্রী—তা'ই হউক তা'ই হউক।

(নেপথ্য কথা)

ভট্টাচার্য রামানন্দ কেন এই কার্যে অনুমতি দিলেন ?

পুরুষ—প্রিয়ে ! শুনিলে তো, আমি যা বলিয়াছি, সেই কথাই এখন গৌর-বিচ্ছেদ-বিধুর গজপতিও সার্বভৌমের সহিত আলাপ করিতেছেন। এখন আমরাও ভগবান্ নীলাচলচন্দ্রের নিকট গান করিতে যাই।

(প্রস্থান)

প্রবেশক (১৬)

(অতঃপর প্রবেশ আসনে উপবিষ্ট রাজা ও সার্বভৌম)

রাজা—ভট্টাচার্য ! রামানন্দের আগ্রহ-শৃঙ্খল শিথিল হওয়াতেই ভগবান্ যাইতে পারিলেন।

সার্বভৌম—শ্রীভগবানের সহিত অধিক হট্ করা কি উচিত, তথাপি দুই বৎসর তো বিলম্ব করান হইয়াছে। (১৭)

রাজা—ভট্টাচার্য ! রামানন্দের দ্বারা আমি বড়ই উপকৃত হইয়াছি।

তথা হি—

৫। আনীতো রাজধান্যাঃ পথি পুরুকরুণঃ কারিতং চেক্ষণং মে
স্পর্শঃ পাদাম্বুজস্য ব্যধিত মম দুরাপোঽপি সম্যক্ সুখাপঃ।
বাক্পীযূষঞ্চ সানুগ্রহমতিমধুরং পায়িতং শ্রোত্রপেয়ং
যন্নাভুদ্ভূরিযত্নৈস্তদজনি সহসা শূন্যমন্তস্তথাপি॥ (১৮)

সার্বভৌমঃ—মহারাজ! রামানন্দো হি ভাগবতোত্তম এব, তথা হি—(ভাঃ ১১।২।৫৫) "প্রণয়রসনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ, স ভবতি ভাগবতপ্রধান উক্তঃ" ইতি; তেনাস্য ভগবান্ বশ এব, অতস্তদুপরোধেন ভগবতা ত্বয্যেতাদৃশো-ঽনুগ্রহঃ কৃতঃ।

রাজা—রামানন্দেন কিয়দ্দূরমনুব্রজিতব্যম্?

ভট্টাচার্যঃ—ভদ্রকপর্যন্তমিতি শ্রুতম্।

রাজা—স্বামিনঃ সঙ্গে কিয়ন্তশ্চলিতাঃ? (১৯)

আনীতো রামানন্দেন। পুরুকরুণঃ গৌরাঙ্গঃ। ভূরি যত্নৈঃ প্রচুর যত্নৈঃ, অন্তঃ অন্তঃকরণং মনঃ। (১৮)

রসনয়া রজ্জুনা। অস্য রামানন্দস্য। চলিতাঃ জনাঃ। (১৯)

বলি শোন—

৫। রামানন্দ রাজধানী হইতে এই পথে আনিয়া আমাকে পরমকরুণার এক মূর্তি দর্শন করাইলেন, ঐ পদকমল আমার স্পর্শ হইল, ঐ দুর্লভ বস্তুও অতিসুলভ হইল, কৃপানিষিক্ত অতি মধুর ঐ বাক্যামৃতও কর্ণমূলে পীত হইল। ইহা তো বহু বহু তপস্যায়ও কোনদিন হইত না। কিন্তু আজ সহসা সব শূন্য। (১৮)

সার্বভৌম—মহারাজ! রামানন্দ সত্য সত্যই ভাগবতোত্তম,—শাস্ত্রই দেখুন-না—(ভাঃ ১১/২/৫৫) 'যাঁহার হৃদয়ে শ্রীভগবানের পদকমল প্রণয়রজ্জু দ্বারা বদ্ধ হইয়া আছে তাঁহাকে ভাগবত-প্রধান বলা হয়।' এই ভগবান্ উঁহার একান্ত বশীভূত, তা'ই উঁহার উপরোধে আপনাকে এতাদৃশ অনুগ্রহ করিলেন।

রাজা—রামানন্দ কতদূর পর্যন্ত মহাপ্রভুর সঙ্গে যাইবেন।

ভট্টাচার্য—ভদ্রক পর্যন্ত,—এইরূপ শুনিয়াছি।

রাজা—মহাপ্রভুর সঙ্গে কয়জন চলিতেছে? (১৯)

সার্বভৌমঃ—পুরীশ্বর-দামোদর-জগদানন্দ-গোপীনাথ-গোবিন্দাখ্যাঃ পঞ্চষা এব।

রাজা—হন্ত,

৬। যদপি জগদধীশো নীলশৈলস্থ নাথঃ,
প্রকটপরমতেজা ভাতি সিংহাসনস্থঃ।
তদপি চ ভগবচ্ছ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবে,
চলতি পুনরুদীচীং হন্ত শূন্যা ত্রিলোকী॥

সার্বভৌমঃ—রাজন্! নিরুপধিপ্রেম্ণো হীদৃশঃ প্রকারঃ।

রাজা—অস্মদীয়ঃ কোঽপি ন গতঃ প্রভোরনুপদম্? (২০)

সার্বভৌমঃ—রাজন্! প্রেম্ণৈবেদমুচ্যতে,—ক্ব তস্য ত্বদীয়জনাপেক্ষা, তথাপি তবাধিকারং যাবৎ তব লেখমাদায় পূর্বমেব কশ্চিদ্গতোঽস্তি, করিষ্যতি চ স এব সর্বসমাধানম্।

৭। প্রতিবসতি নবীনাবাসমগ্রে বিধায়,
প্রতিগৃহমুপচারৈর্ভূরিভিঃ পূরয়িত্বা।
কৃতসুবচনমুচ্চৈস্তত্র তথাভিযুক্তৈঃ,
পদবিহরণখেদং ধুন্বতে তে বিশন্তঃ॥

পুরীশ্বরঃ পরমানন্দপুরী। (২০)

তস্য ভগবতঃ। অভিযুক্তৈঃ মঙ্গলদ্রব্যৈঃ। তে রাজপরিকরাঃ। (২১)

সার্বভৌম—পুরীশ্বর-দামোদর-জগদানন্দ-গোপীনাথ-গোবিন্দাদি পাঁচ ছয় জন।

রাজা—হায় হায়,

৬। যদিও জগদীশ নীলাচলনাথ পরমতেজ প্রকাশ করিয়া সিংহাসনে দীপ্তি পাইতেছেন তথাপি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব পূর্বদিকে যাত্রা করাতে হায় হায় ত্রিভুবন আমার শূন্য বলিয়াই মনে হইতেছে।

সার্বভৌম—মহারাজ! অহৈতুকী প্রেমের ইহাই রীতি।

রাজা—আমাদের কেহ প্রভুর সঙ্গে যায় নাই? (২০)

সার্বভৌম—মহারাজ! প্রেমের বশেই আপনি এরূপ বলিতেছেন,—আপনার লোকের কি অপেক্ষা তাঁহার, তথাপি আপনার রাজ্যের সীমা পর্যন্ত আপনার লেখা লইয়া পূর্বেই একজন গিয়াছে, আর সেই সব সমাধান করিতেছে।

ভগবাংস্তু রামানন্দস্য কৃতিরিয়মিত্যেব জানাতি। (২১)

(প্রবিশ্য)

দৌবারিকঃ—দেব ! রামানন্দরায়ো দ্বারমধিতিষ্ঠতি।

রাজা—ত্বরিতমানীয়তাম্।

দৌবারিকঃ—যথাজ্ঞাপয়তি। (ইতি নিষ্ক্রম্য তমাদায় প্রবিশতি।)

(রামানন্দ উপসৃত্য প্রণমতি।)

রাজা—(সাদরমুপবেশ্য) কথয়, কিয়দ্দূরং ভবাননুগতো দেবম্। (২২)

রামানন্দঃ—'ইত ইতো নিবর্তস্ব' ইতি প্রতিপদমুক্তোঽপি ভদ্রকপর্যন্তমনুগতবানস্মি। মহারাজ ! দুস্ত্যজো হি ব্যবহারমার্গঃ। যতঃ,

৮। তমপি পরমদীনোদ্ধারি-কারুণ্যসিন্ধুং,
শিব শিব পরিহায় ত্বদ্বিয়ৈবাগতোঽহম্।
কথমহহ ন জাতস্তত্র মে দেহপাতঃ,
কুলিশকঠিনমূর্তের্হা যতোঽহং নিবৃত্তঃ॥ (২৩)

তং রামানন্দং। দেবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং। (২২)

নিবর্তস্বেতি হে রামানন্দ ত্বং। তম্ গৌরাঙ্গং। যতো হেতুঃ। (২৩)

৭। অগ্রেই গ্রামে গ্রামে নূতন নূতন গৃহ নির্মাণ করিয়া তাহা প্রচুর সেবা সামগ্রীতে ভরিয়া রাখা হইয়াছে, আরও পূর্ণঘট-কদলীস্তম্ভ প্রভৃতি মঙ্গলদ্রব্য ও স্বস্তিবচনাদি পাঠে ঐ গৃহ পবিত্র করিয়া রাখা হইয়াছে। ঐ সব গৃহে বিশ্রাম করাতে প্রভুর পথশ্রম দূর হইতেছে।

প্রভু কিন্তু জানেন এই সব রামানন্দই করিয়া রাখিয়াছে। (২১)

(দৌবারিকের প্রবেশ)

দৌবারিক—দেব ! রায় রামানন্দ দ্বারে অপেক্ষা করিতেছেন।

রাজা—এক্ষণই লইয়া আইস।

দৌবারিক—যে আজ্ঞে। (এই বলিয়া বাহিরে যাইয়া রামানন্দকে লইয়া পুনরায় প্রবেশ) (রামানন্দ নিকটে যাইয়া রাজাকে প্রণাম করিলেন) (২২)

রাজা—(সাদরে বসাইয়া) বল, তুমি ভগবানের সহিত কতদূর গিয়াছিলা।

রামানন্দ—পদে পদে 'এইবার ফিরিয়া যাও, এইবার ফিরিয়া যাও' বলা সত্ত্বেও ভদ্রক পর্যন্ত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়াছিলাম। মহারাজ !

(ইত্যশ্রূণি মুঞ্চতি।) (২৩)

সার্বভৌমঃ—রামানন্দঃ ! ত্বমতিধীরোঽসি, কথমেবমুত্তাম্যসি ? ঈশ্বরো হি তথাবিধলীল এব। ব্রজবাসিনো বিহায় মথুরাং গতঃ, পুনস্ততোঽপি দ্বারবত্যাং গতঃ, পুনস্ততোঽপি ক্বচিৎ ক্বচিৎ। তত্রত্যাঃকথং সহন্তে স্ম তদ্বিরহম্ ? যদ্যপি দুঃসহ এব ভগবদ্‌বিরহ স্তথাপি স এব তং সাহয়তে, তদলমনুশোচনেন। রাজানমধুনা সান্ত্বয়িতুমর্হসি, ন পুনঃ স্বখেদপ্রকটনেন খেদয়িতুম্। (২৪)

রাজা—কথয়।

রামানন্দঃ—ভবদধিকারং যাবদ্ভবদীয়া এব গচ্ছন্তি, তদূর্দ্ধং মদীয়াঃ পথিপ্রজ্ঞা

উত্তাম্যসি ত্বম্ গ্লানৌ হর্ষক্ষয়ো ভবসীতার্থঃ। গতঃ কৃষ্ণঃ। ততো মথুরায়াঃ, ততো দ্বারবত্যাঃ। ক্বচিৎ হস্তিনাদৌ গতঃ। তত্রত্যাঃ তত্রস্থা জনাঃ।

তং শ্রীকৃষ্ণস্য। স ভগবান্ তং বিরহবিশিষ্ট জনং। (২৪)

ব্যবহার-মার্গ দুস্ত্যজ্য। যেহেতু,—

৮। হায় হায়, আপনার ভয়েই-না পরমদীনোদ্ধারী করুণাসিন্ধু তাঁহাকেও পরিত্যাগ করিয়া আমি এখানে আসিলাম। সেখানেই আমার দেহপাত হইল না কেন ? বজ্রকঠিন উপাদানে আমার এ দেহ গঠিত নতুবা ফিরিয়া আসিলাম কি করিয়া ?

(এই বলিয়া অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন) (২৩)

সার্বভৌম—রামানন্দ ! তুমি অতি ধীর হইয়া এরূপ অধৈর্য হইতেছ কেন ? ঈশ্বরের লীলা তো এইরূপই। ব্রজবাসিদের ছারিয়া মথুরায় গেলেন, আবার তাহাও ছারিয়া দ্বারাবতী গেলেন, আবার সেখান হইতেও (হস্তীনাপুরাদি) এদিক্ ওদিক্ যাতায়াত করিয়াছেন। সেখানকার লোক কি করিয়া তাঁহার বিরহ সহিল ? যদিও শ্রীভগবদ্‌বিরহ দুঃসহই তথাপি তিনিই সহ্যের শক্তি দেন, কাজেই অনুশোচনার কি প্রয়োজন ? রাজাকে এখন সান্ত্বনা দেওয়া প্রয়োজন, তুমি আর এখন নিজের দুঃখ প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে আরও অস্থির করিয়া তুলিও না। (২৪)

রাজা—বলে যাও।

রামানন্দ—আপনার রাজ্যের সীমাপর্যন্ত রাজকর্মচারিরাই যাইবে, তারপর

এব গৌড়রাষ্ট্রং যাবদ্যাস্যন্তি, কেচিত্তেষাং কিয়দ্দূরত এবাগমিষ্যন্তি, কেচিদ্দূরতরং যাস্যন্তি।

(প্রবিশ্য)

দৌবারিকঃ—দেব! মহাপ্রভুমনুব্রজন্তো যে রায়স্য মনুজাশ্চলিতাঃ সন্তি, তেষাং কিয়ন্তঃ সমায়াতাঃ।

রাজা—প্রবেশয়ন্ত্বামবিচারেণৈব।

(দৌবারিকস্তথা করোতি।) (২৫)

(প্রবিশ্য)

পুরুষাঃ—জয়তি জয়তি দেবঃ।

রামানন্দঃ—কথয়ত রে কিয়দ্দূরং ভগবন্তো গতাঃ॥

পুরুষঃ—কুলিয়াগ্রামং যাবৎ।

(রাজা সার্বভৌমমুখং নিরীক্ষতে।)

সার্বভৌমঃ—দেব! নবদ্বীপপারে পারেগঙ্গং কশ্চন তন্নামা গ্রামোঽস্তি।

রাজা—আমূলং কথয়।

গৌড়রাষ্ট্রং গৌড়দেশং। তেষাং মধ্যে কতিচিজ্জনাঃ। (২৫)

তন্নামা কুলিয়াগ্রাম নামা।

আমার পথিপ্রদর্শকগণ গৌড়াবধি যাইবে। ইহাদের মধ্যে কিছুলোক কিছুদূর পর্যন্ত যাইয়া ফিরিয়া আসিবে আর কিছুলোক আগাইয়া যাইবে।

(দৌবারিকের প্রবেশ)

দৌবারিক—মহারাজ! মহাপ্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ রায়ের যে সব লোক যাইতেছিল তাহার মধ্যে কিছু লোক ফিরিয়া আসিয়াছে।

রাজা—বিনা বাধায় আসিতে দাও। (২৫)

(দৌবারিক তাহাই করিল—পুরুষগণের প্রবেশ)

পুরুষগণ—মহারাজের জয় হউক জয় হউক।

রামানন্দ—বলতো ভগবান্ কতদূর গিয়াছেন।

পুরুষগণ—কুলিয়াগ্রাম পর্যন্ত।

(রাজা সার্বভৌমের দিকে তাকাইলেন)

সার্বভৌম—দেব! নবদ্বীপের নিকটে গঙ্গাতটে ঐ নামে কোনও একটি গ্রাম আছে।

পুরুষঃ—দেব ! ইতো দেবাধিকারং যাবৎ তাবত্তব প্রভাবেণৈব নির্বাহিতবর্ত্ম-সৌকর্যা অচংক্রমণেনৈব সর্বে গতবন্তঃ। গৌড়সীম্নি প্রবিষ্টুং ত্রয়ঃ পন্থানঃ। দ্বয়ং রুদ্ধম্, একস্তু জলদুর্গঃ, তমেবোদ্দিশ্য চলিতে সতি তৎসীমাধীকারী তুরুষ্কোঽরুষ্কোষকার ইব সর্বেষাং মর্মহা মহামত্তপো দুর্বৃত্তচক্রচূড়ামণিরিতো দেশাদ্যে গচ্ছন্তি, তেষাং দুর্গতিঃ ক্রিয়ত ইতি শ্রুত্বা সর্বেষামেব ভয়মুৎপন্নম্। মহাপ্রভবে কোঽপি ন শ্রাবয়তি। অস্মৎসীমাধিকারিণোক্তম্—'অত্র কিয়ান্ বিলম্বঃ ক্রিয়তাম্, যাবন্ময়ানেন সহ সন্ধিঃ সন্ধীয়তে' ইত্যেতাবৎকথনসম-কালমেব তস্যৈকঃ কশ্চিদস্মৎসীমাধিকারিণঃ সমীপমাগতঃ। (২৬)

রাজা—ততস্ততঃ ?

পুরুষঃ—আগত্য কথিতম্—'যদি ত্বমনুমন্যসে, তদা ভবদ্দেশাদাগতং শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবমহং বিলোকয়ে।

একঃ পন্থাঃ। তং জলদুর্গমপন্থানং। রুদ্ধো রুষ্টঃ। অরুষ্কোষকার ইব হৃদ্ব্রণ কোষকার ইব। দেশাৎ উৎকলদেশাৎ। ক্রিয়তে দুষ্টেন যবনেন। সর্বেষাং ভগবৎ সঙ্গিনাং অনেন দুষ্ট যবনেন। সন্ধিঃ মিলনং। তস্য দুষ্টস্য যবনস্য। (২৬)

রাজা—বিস্তারিত ভাবে বল।

পুরুষ—এখান হইতে মহারাজের রাজ্যের সীমাপর্যন্ত আপনার প্রভাবেই পথের বিঘ্ন সব দূর হওয়াতে মহানন্দেই সকলে পথ চলিয়াছেন। গৌড়দেশে প্রবেশের তিনটি পথ—ইহার মধ্যে দুইটি বন্ধ, আর একটি তো জলপথ, অতি দুর্গম। সেই দুর্গম পথের দিকেই প্রভু চলিলেন,—শোনা গেল—'ঐ সীমাধিকারী তুর্কী মহামত্তপ দুর্বৃত্তচূড়ামণি,—হৃদ্ব্রণের মত সে সকলকে মর্মান্তিক যন্ত্রনা দেয়। এই দেশ হইতে যে যায় সে তাহার অশেষ দুর্গতি করে।' এই কথা শুনিয়া তো সকলের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। কিন্তু মহাপ্রভুকে কেহ কিছু বলিল না। আমাদের সীমাধিকারী বলিল—'যে পর্যন্ত-না আমি উহার সহিত সন্ধি করি সে-পর্যন্ত এখানে বিলম্ব করুন। এই কথা বলিতে বলিতেই ঐ যবনের একদূত আমাদের সীমাধিকারির নিকটে আসিল। (২৬)

রাজা—তারপর তারপর ?

পুরুষ—আসিয়া বলিল—যদি আপনার অনুমতি হয় তবে আপনার দেশ হইতে

রাজা—ততস্ততঃ ?

পুরুষঃ—ততোঽনেনোক্তম—'ত্রিচতুরৈশ্চেদায়াতি, তদায়াতু নাম' ইতি শ্রুত্বা তত্রৈবাগতো ভগবৎপাদসমীপভূমৌ নিপতিতশ্চিরং প্রণনাম। ততঃ সর্বৈরুক্তম্—'ভগবন্নস্য সাহায্যেনৈব সুখেন গন্তুং শক্যতে, এনং প্রতি কৃতদৃক্‌পাতে ভগবতি স যবনঃ পুলকাশ্রুগদ্গদস্বরো ভবন্ গ্রহগ্রস্ত ইব জাতঃ। ততো গোপীনাথাচার্যেণোক্তম্—'অয়ে মহাপ্রভুরয়ং সুখেন কথং চলতি ?'

রাজা—ততস্ততঃ ? (২৭)

পুরুষঃ—ততস্তেনোক্তম্—'কিয়দ্দূরং ভবদ্ভির্গন্তব্যম্ ? তদনু গোপীনাথেনোক্তম্ —'গন্তব্যং তাবৎ পানীহাটীপর্যন্তমিদানীম্।'

রাজা—ততস্ততঃ ?

পুরুষঃ—ততঃ,

অনেন অস্মৎসীমাধিকারিণা। নামেতি প্রাকাশ্যে। এনং দুষ্টযবনং। উক্তং যবনং প্রতি। অয়ে হে যবনাধিকারিন্। (২৭) তেন যবনেন।

আগত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে একবার দর্শন করি।

রাজা—তারপর তারপর ?

পুরুষ—ইহাতে এ বলিল—তিন চার জনকে লইয়া যদি হয় আসিতে পার। ইহা শুনিয়া ঐ যবন সেইভাবেই আসিয়া ভগবদ্‌চরণ-সমীপে দণ্ডবদ্-প্রণত হইয়া পড়িয়া রহিল। তখন সকলে বলিল—'প্রভু! ইহার সাহায্যেই সুখে গমন সম্ভব হইবে, ইহার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করুন।' ভক্তবৃন্দের এইরূপ অনুরোধে ভগবান্ তাহার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিলে সেই যবন পুলাকাশ্রু-গদ্‌গদ্‌বাক্ হইয়া গ্রহ-গ্রস্তের ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিলেন। অতঃপর গোপীনাথ আচার্য বলিলেন 'ওহে এই মহাপ্রভুর কি করিয়া সুখে গমন হইবে বল তো।'

রাজা—তারপর তারপর ? (২৭)

পুরুষ—অতঃপর সেই যবন বলিল—আপনারা কতদূর যাইবেন ? উত্তরে গোপীনাথ বলিল—'আপাততঃ পানিহাটী পর্যন্ত যাইব।'

রাজা—তারপর তারপর ?

পুরুষ—তারপর,

৯। প্রফুল্লরোমা গলদশ্রুধারঃ, সগদ্গদং কিঞ্চিদসৌ জগাদ।

'অহো মদীয়ং মহদেব ভাগ্যং, দেবস্য সাহায্যবিধৌ ভবেয়ম্॥' ইতি।

সকল-সজ্জন-নাবিকৈর্বাহ্যমানা নবীনা তরণির্মধ্যগৃহশালিনী পুনঃ প্রক্ষালিতা ক্ষণেনাধিনদি সমানায়িতা। অনন্তরং নৌকান্তরং স্বয়মপ্যারুহ্য 'ভগবন্ত এনামধিরোহন্তু' ইতি নিগদিতে দেবেন সহ সর্বে তে তামারুরুহুঃ। অথ স এব জলচরদস্যুভয়নিবারণায় স্বয়মগ্রেসরো ভূত্বা মন্ত্রেশ্বরমুত্তীর্য 'পিচ্ছলদা'-গ্রাম-পর্যন্তমাগতবান্। নিবৃত্তি-সময়ে ভগবতা জগন্নাথ-প্রসাদ-মনোহরাখ্য-মোদকাঃ প্রসাদীকৃতাঃ। তানবাপ্য হরিং বদেত্যাবিষ্টো ভূত্বা মহাভাগবত-দশামাপন্নঃ। (২৮)

(রাজা বিস্ময়ং নাটয়তি।)

সার্বভৌমঃ—এবমেবেশ্বরস্য লীলা। তথা হি—

অসৌ যবনঃ। নদীমধিকৃতং অধিনদি ক্লীবং। এনাং গৃহশালিনীং তরণীং। তাং তরণীং। স যবনঃ। মন্ত্রেশ্বরং নদং। তান্ প্রসাদমোদকান্। আবিষ্টো যবনঃ! (২৮)

৯। পুলকে কণ্টকিত, অশ্রুধারায় প্লাবিত ও গদ্গদ্বাক্ হইয়া ঐ যবন উত্তর দিল—'অহো, আমার কি মহাভাগ্য—আমি আজ ভগবানের সাহায্যে লাগিব।'

সজ্জন নাবিকগণেরদ্বারা চালিত, মধ্যভাগ গৃহযুক্ত এক নবীন তরণী,—পুনরায় ধুইয়া-মুছিয়া পরিষ্কৃত করিয়া শীঘ্র প্রভুর সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করা হইল। অনন্তর নিজেই অন্য এক নৌকায় আরোহণ করিয়া ঐ যবন বলিল—'ভগবন্ আপনার ঐ নৌকায় উঠিতে আজ্ঞা হউক।' এইরূপ বলিলে সকলে ভগবানের সহিত ঐ নৌকায় আরোহণ করিল। অনন্তর জলদস্যুভয় নিবারণের জন্য সেই যবন নিজে অগ্রগামী হইয়া মন্ত্রেশ্বরনদী পার হইয়া পিছল্দা গ্রাম পর্যন্ত আসিল। ফিরিবার কালে শ্রীগৌরহরি তাহাকে জগন্নাথপ্রসাদ মনোহরাখ্য লাড্ডু হাতে দিয়া কৃপা করিলেন। প্রভুর হাতের ঐ প্রসাদ পাইয়া 'হরিবল হরিবল' বলিতে বলিতে আবিষ্ট হইয়া সেই যবন মহাভাগবতের দশায় উপনীত হইল। (২৮)

(রাজা বিস্মিত হইলেন)

সার্বভৌম—ঈশ্বরের লীলা এইরূপই বটে। শাস্ত্র দেখুন-না,—

১০। অস্থানেঽপি প্রথয়তি কৃপামীশ্বরোঽসৌ স্বতন্ত্রঃ
স্থানেঽপ্যুচ্চৈর্জনয়তিতরাং নূনমৌদাস্যমেব।
রামো দেবঃ স গুহমকরোদাত্মনীনং সখায়ং
কৃষ্ণঃ স্তোত্রৈঃ প্রণমতি বিধৌ হন্ত মৌনী বভূব॥

রাজা—ততঃ ?

পুরুষঃ—তদাজ্ঞয়া ভগবৎকীর্তনং কুর্বন্তস্তে নাবিকাস্তথা তরণিমবাহয়ন্তঃ, যথৈ-কেনাহ্না পানীহাটী-গ্রামে সমুত্তীর্ণাঃ স্মঃ। (২৯)

রাজা—তত্র কো বর্ততে ?

সার্বভৌমঃ—রাঘবপণ্ডিতঃ।

পুরুষঃ—ততো যদভূত্তদাশ্চর্যম্।

রাজা—কথমিব ?

পুরুষঃ—দেব !

১১। যাবদ্দেবো ন সুরসরিতস্তীরসীমানমাপ্ত-
স্তাবৎ সর্বং জনময়মভূদ্ধন্ত কিং তদ্ব্রবীমি।
কিং তত্রাসন্নহম ধরণীধূলয়ো লোকরূপাঃ
কিং তারা বা মনুজবপুষঃ পেতুরুর্ব্যাং নভস্তঃ॥

নূনং নিশ্চিতং। বিধৌ ব্রহ্মণি। তৎ ভগবতঃ। (২৯)
দেবো গৌরাঙ্গঃ। উর্ব্যাং পৃথিব্যাং।

১০। ঈশ্বরের এই কৃপা স্বতন্ত্র, অস্থানেও প্রকাশিত হইয়া পড়ে আবার অতি উচ্চ স্থানেও অতি কঠিন ঔদাস্য প্রকাশিত হয়। শ্রীরামচন্দ্র গুহক চণ্ডালকে নিজের সখা করিলেন আবার ব্রহ্মা স্তবস্তুতি প্রণাম করিলেও হায় হায় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মৌন হইয়া থাকিলেন।

রাজা—তারপর,

পুরুষ—শ্রীভগবানের আজ্ঞায় শ্রীহরিকীর্তন করিতে করিতে নাবিকগণ এমন বেগে তরণী বাহিয়া চলিল যে একদিনের মধ্যে নৌকা পানিহাটী গ্রামে গিয়া পৌছাইল। (২৯)

রাজা—সেখানে কে আছেন ?

সার্বভৌম—রাঘবপণ্ডিত।

পুরুষ—এরপর যাহা হইল তাহা অতি অদ্ভুত।

এবং গঙ্গাতটতঃ কষ্টেনৈব তদ্বাটীমভ্যাযযৌ দেবঃ। (৩০)

রাজা—ততস্ততঃ ?

পুরুষঃ—ততস্তাং রজনীং তত্রৈব গময়িত্বা পরেদ্যবি নৌবর্ত্মনৈব চলিতবান্।

১২। অথো অবিচ্ছিন্ন-শুভপ্রবাহা, নিরন্তরায়া চপলোর্মিহস্তা।
নিরন্তরং বিষ্ণুপদাবতারা, গঙ্গেব দীর্ঘা জনপঙ্‌ক্তিরাসীৎ॥

ততঃ কুমারহট্টে শ্রীবাসপণ্ডিতবাটীমভ্যাযযৌ। তত্র চ গঙ্গাতীরাদ্বাটী-পর্যন্তগমনে,

১৩। যত্র যত্র পদমর্পয়তীশ-,স্তত্র পাদরজসাং গ্রহণায়।
প্রাণি-পাণিপতনেন স পন্থা, হন্ত গর্ত্তময় এব বভূব॥

তৎ রাঘবপণ্ডিতস্য। (৩০) চলিতবান্ সর্বৈঃ সার্দ্ধং ভগবান্। নিরন্তরায়া নাস্ত্যন্তরায়ো বিঘ্ন যত্র সা। তত্র শ্রীবাসালয়ে।

রাজা—সে কিরূপ ?

পুরুষ—মহারাজ !

১১। যেই গৌরহরি গঙ্গার তটপ্রান্তে পৌছিলেন অমনি দশদিক্ অকস্মাৎ লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। হায় হায় সে কথা আর কি বলিব,—পৃথিবীর রজকণাই কি তথায় মনুষ্যরূপ ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, কি আকাশের তারকারাজিই মনুষ্যদেহ ধরিয়া আকাশ হইতে খসিয়া ঐ ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল। ইহাতে গঙ্গাতট হইতে রাঘবভবন যাইতে প্রভুর রীতিমত কষ্ট হইল। (৩০)

রাজা—তারপর তারপর ?

পুরুষ—অতঃপর সেই রাত্রি ওখানেই থাকিয়া পরদিন প্রভু নৌকাপথেই চলিতে লাগিলেন।

১২। অবিচ্ছিন্ন খরস্রোতা, চঞ্চল তরঙ্গ-সমাকুলা, বিষ্ণু-পদোদ্ভূতা গঙ্গা-প্রবাহের ন্যায় দীর্ঘ জনপ্রবাহ গঙ্গার দুকূল ধরিয়া প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

এইরূপে প্রভু কুমারহট্টে শ্রীবাসপণ্ডিতের গৃহে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানেও গঙ্গাতট হইতে গৃহপর্যন্ত যাইতে পূর্বের মত অবস্থাই হইয়াছিল।

১৩। শ্রীগৌরহরির শ্রীচরণ যেখানে যেখানে পড়িতেছিল হায় হায় সেখানে সেখানে পদধূলি-গ্রহণহেতু লোকের হস্তস্পর্শে-স্পর্শে পথ সর্বত্র গর্তময়

তত্রোত্তীর্ণ এব ভগবতি জগদানন্দঃ শিবানন্দালয়ে ভগবদগোচর এব গতবান্। তত্র তেন চিরমেব স্থিতমিতি তদাসক্ত্যা ভগবানত্রানেতব্য ইতি রচনাবৈশিষ্ট্যমপি কৃতবান্। অথ,

১৪। প্রাচীরস্তোপরি বিটপিনাং সর্বশাখাসু ভূমৌ
রথ্যাং রথ্যামনু পথি পথি প্রাণিষু প্রাপ্তবৎসু।
উচ্চৈরুচ্চৈর্বদ হরিমিতি প্রৌঢ়ঘোষেষু দেবো
রাত্রীশেষে তরিমধি শিবানন্দনীতঃ প্রতস্থে ॥ (৩১)

ততো জগদানন্দেনোভয়োঃ পার্শ্বয়োঃ কদলীস্তম্ভপূর্ণকুম্ভ-মুকুলদীপাবলিভিঃ স্বরচনা-বিশেষেণ শিবানন্দবাটী-পর্যন্তমভিমণ্ডিতং বর্ত্মারূঢ়ঃ স্মিতসুমধুরবদনো জগদানন্দকৃতমিতি মন্যমানো বামে বাসুদেববাটীপথমপি তথাবিধমালোক্য কিমিতোঽগ্রে গন্তব্যং কিমিত ইতি সন্দিহানোবাসুদেবেনোচে—'ভগবন্নগ্রতঃ

তরিং নাবমধিকৃত্য। শিবানন্দনীতঃ শিবানন্দেন নীতঃ। (৩১)

হইয়া উঠিল।

ভগবান্ শ্রীবাসগৃহে পৌছামাত্র জগদানন্দ তাঁহাকে না বলিয়াই শিবানন্দের গৃহে চলিয়া গেলেন। শিবানন্দের গৃহে জগদানন্দ পূর্বে বহুদিন ছিলেন, তাই ইঁহার প্রীতিতে ভগবান্‌কে ঐ গৃহে আনিবার ইচ্ছায় তিনি পথঘাট, বাড়ীঘর সব সুসজ্জিত করিয়া তুলিলেন।

এদিকে শ্রীবাসের গৃহের দিকে—

১৪। প্রাচীরের উপর, বৃক্ষের প্রতিটি ডাল, প্রতি রাজপথ, অলিগলি, খালি জমি—সব কিছু লোকে লোকারণ্য হইয়া উঠিল। এই জনতা উচ্চস্বরে 'হরিবল হরিবল' সঙ্কীর্তন ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস ভরিয়া তুলিল। ইহার মধ্যেই প্রভু রাত্রিশেষে শিবানন্দের আনিত তরণীতে উঠিয়া যাত্রা করিলেন। (৩১)

ওদিকে শিবানন্দের গৃহপর্যন্ত পথের উভয় পার্শ্ব জগদানন্দ কদলীবৃক্ষ আম্রশাখা পূর্ণকুম্ভ উজ্জ্বল দীপাবলী প্রভৃতি দ্বারা অতি মনোজ্ঞভাবে সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন। স্মিত-সুমধুর বদন শ্রীগৌরহরি পথে পড়িয়া এই সব সজ্জা দেখিয়াই বুঝিলেন ইহা জগদানন্দের কীর্তি ; যাইতে যাইতে

শিবানন্দবাটীমেবালং কুরু' ইতি তথা কুর্বাণো জগদানন্দেন ধাবিতচরণাম্বুজস্তদীয়ভগবদ্‌গৃহং প্রবিষ্টঃ। অনন্তরং তচ্চরণোদকং গৃহপটলোপরি কিঞ্চিদ্‌বিকীর্য কিয়ত্তদন্তপুরে পরিজনেভ্যো জগদানন্দেনৈব দত্তম্। অনন্তরং মুহূর্তং স্থিত্বা বাসুদেববাটীমাগত্য ক্ষণমবস্থায় পুনস্তরণিমারুহ্য চলিতবতি ভগবতি চরণজলগ্রহণার্থমাকণ্ঠমগ্নানাং জনানাং যদ্‌বৈয়গ্র্যং জাতম্, তদবলোক্য ভগবতস্তথা করুণা জাতা, যথা সর্বৈরেব চরণজলং প্রাপ্তমাসীৎ। ততস্তটবর্ত্মনৈব সর্বে লোকাশ্চলিতাঃ, ন কেঽপি নিববৃতিরে। (৩২)

রাজা—ততস্ততঃ ?

পুরুষঃ—ততোঽদ্বৈতবাটীমভ্যেত্য হরিদাসেনাভিবন্দিতস্তথৈব তরণিবর্ত্মনা নবদ্বীপস্য পারে কুলীয়ানামগ্রামে মাধবদাসবাট্যাং সমুত্তীর্ণবান্। নবদ্বীপ-

---

তদীয় ভগবদ্‌গৃহং শিবানন্দস্য ভগবদ্‌গৃহং। গৃহপটলোপরি পটলং চালং ইতি খ্যাতেঃ। তৎ শিবানন্দস্য। তৎ বৈয়গ্র্যং। (৩২)

বামে বাসুদেবের গৃহপথও এইরূপ সজ্জিত দেখিয়া প্রভু দ্বিধায় পড়িলেন—সোজা আগে যাইব কি বাঁদিকের পথ ধরিব ? ইহাতে বাসুদেব বলিলেন—'প্রভু শিবানন্দের গৃহই আগে অলঙ্কৃত করুন।' প্রভু তাই করিলেন, জগদানন্দ পাদপ্রক্ষালন করাইয়া দিলে প্রভু গিয়া শিবানন্দের ঠাকুর ঘরে বসিলেন। অনন্তর জগদানন্দ প্রভুর চরণোদক কিছু গৃহের অঙ্গনে ছিটাইয়া দিয়া কিছু অন্তঃপুরের পরিজনদের দিলেন। অনন্তর মুহূর্তকাল ওখানে থাকিয়া প্রভু বাসুদেবের গৃহে আসিয়া ক্ষণকাল বসিলেন, ও পরে পুনরায় নৌকা আরোহণ করিয়া চলিতে লাগিলেন। পাদোদক গ্রহণের উৎকণ্ঠায় মানুষ আকণ্ঠ জলমগ্ন হইয়া নৌকার সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল, এই অদ্ভুত ব্যাকুলতা দেখিয়া ভগবানেরও তদনুরূপ করুণার উদয় হইল – সকলেই পাদোদক প্রাপ্ত হইলেন। অতঃপর এই সব লোক সকলেই গঙ্গার কূলে কূলে প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন—কেহই ঘরে ফিরিলেন না। (৩২)

রাজা—তারপর ?

পুরুষ—অতঃপর প্রভু অদ্বৈতের গৃহে পদার্পণ করিলেন। শ্রীহরিদাস তাঁহার চিরবাঞ্ছিত পদকমল পাইয়া দণ্ডবদ্‌প্রণাম করিলেন। তথা হইতে ঐ জলপথেই নবদ্বীপের অপর তটবর্তী কুলিয়া গ্রামের মাধবদাসের গৃহে যাইয়া

লোকানুগ্রহহেতোঃ সপ্তদিনানি তত্র স্থিতবান্। তত্র চ নবদ্বীপাৎ পারগমনে—

১৫। য আতরঃ কাকিণিকৈকমাত্র, আসীৎ প্রতিব্যক্তি স তু ক্রমেণ।
বংহীয়সীষ্বপ্যথ নৌষু সোঽভূৎ, কার্ষাপণানামধিকাধিকোঽপি ॥

অপি চ, (৩৩)

১৬। দুর্গং বধ্নাতি বংশৈর্দৃঢ়তরবিপুলৈর্মাধবো যন্নিশায়াং
তৎপ্রাতশ্চূর্ণভাবং ব্রজতি জনঘটাঘট্টনেন ক্রমেণ।
সপ্তাহান্যেবমেব ব্যজনি জনিমতাং দর্শনোৎকণ্ঠ্যভাজাং
সংঘট্টো যত্র দেবঃ স্বয়মমরধুনীং স্নাতুমীশোঽপি নেশঃ ॥

এবং সপ্তদিনানি তত্র স্থিত্বা পুনস্তটবর্ত্মনৈব চলিতবান্।

আতরঃ তরপণ্যং। কাকিণিকেতি কাকিণী পণতুর্য্যাংশে পঞ্চ গণ্ডা ইতি খ্যাতেঃ। প্রতিব্যক্তি জনং প্রতি। স আতরঃ। বংহীয়সীষু বেগবতীষু। স আতরঃ। কার্ষাপণং এক কাহন ইতি খ্যাতেঃ। (৩৩)

দুর্গং গড় শাঁকো ইতি খ্যাতেঃ। মাধবো মাধবদাসঃ।
জনিমতাং জানানাং। দেবঃ গৌরাঙ্গঃ। অমরধুনীং গঙ্গাং। ঈশঃ সমর্থঃ।

প্রভু উপস্থিত হইলেন। নবদ্বীপবাসিদের অনুগ্রহ করিবার জন্য প্রভু সাতদিন ওখানে ছিলেন।

আর এদিকে নবদ্বীপ হইতে ওপারে গমনের অবস্থাটা দেখুন—

১৫। পূর্বে যেখানে পাড়ের কড়ি জনপ্রতি পাচগণ্ডা মাত্র ধার্য ছিল তাহা দ্রুত বাড়িতে বাড়িতে ক্রমে এক কাহন হইল এবং ইহার উপরেও উত্তরোত্তর আরও বাড়িতে লাগিল। (৩৩)

আরও ১৬। রাতে মাধবদাস অতিশক্ত বড় বড় বাঁশ আনিয়া যে শাঁকো বাধিতেন প্রাতে তাহা জনতার প্রবল চাপে ক্রমঃশ ভাঙ্গিয়া পড়িত। সপ্তাহ কাল ধরিয়াই দর্শনোৎকণ্ঠা-ব্যাকুল লোকের এইরূপ ভীড় চলিল। এমন অবস্থা যে সর্বসমর্থ ভগবানের নিজেরেও গঙ্গাস্নানে যাওয়া কঠিন হইয়া দাঁড়াইল।

এইরূপে সাতদিন সেখানে থাকিয়া পুনরায় গঙ্গাতটের স্থলপথে প্রভু যাত্রা করিলেন।

১৭। স যত্র যত্রোপসসার দেবো, বৃত্তান্ততঃ প্রাক্ তত এব লোকাঃ।
ততস্ততো ভূরপি ভূরিভুগ্না, বিশিষ্য বিস্মাপয়তে ফণীন্দ্রম্ ॥

শ্রুতঞ্চ গৌড়েশ্বরস্য রাজধান্যাঃ পারেগঙ্গং চলতো ভগবতঃ পশ্চাদুভয়োঃ পার্শ্বয়োশ্চলন্তীং লোকঘটামালোক্য গৌড়েশ্বরো গঙ্গাতটঘটমানোপকারি-কামারূঢ়ো বিস্মিতঃ কিমিদমিতি যদা পৃষ্টবাংস্তদা কেশববসুনাম্না তদমাত্যেন কথিতম্—'শূরত্রাণ ! শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনামা কোঽপি মহাপুরুষঃ পুরুষোত্তমা-ন্মথুরাং প্রয়াতি, তদ্দিদৃক্ষয়া অমী লোকাঃ সঞ্চরন্তি' ইতি। ততস্তেনাপ্যুক্তম্—'অয়মীশ্বরো ভবতি, যস্যৈবংবিধ-লোকাকর্ষণম্' ইতি। অতঃ পরঞ্চ শ্রুতম্, ততঃ কিয়দ্দূরং গত্বা পুনঃ প্রত্যাবৃত্তো ন তেন পথা মথুরাং গমিষ্যতি, অপি তু পুরুষোত্তমমাগত্য বনপথেনৈবেতি ন জানীমঃ সত্যমসত্যং বেতি। (৩৪)

বৃত্তান্ততঃ বার্তায়াঃ। ততঃ বর্ধনত্বাৎ। ভূ পৃথিবী প্রচুর ভগ্নাসতী। বিশিষ্য বিকম্প্য বিস্মাপয়তে। শ্রুতঞ্চ ময়া পুরুষেণ।

তেন গৌড়েশ্বরেণ। অয়ং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ। শ্রুতং ময়া পুরুষেণ। (৩৪)

১৭। যেখানে যেখানে তাঁহার শুভ পদার্পণ হইল সেখানে সেখানেই খবর পৌছিবার পূর্বেই অসংখ্য অসংখ্য লোক আসিয়া ভীড় জমাইল। এই ভীড় বাড়িতে বাড়িতে এমন হইল যে পৃথিবী যেন অতিভারে দোলাইয়া পড়িয়া কাঁপিতে লাগিল, অনন্তদেব ভয়ে বিস্মিত হইলেন—এ আবার কি !

আর শুনিয়াছি গৌড়েশ্বর রাজধানীর নিকটে গঙ্গাতটপথে প্রভু যখন চলিতেছেন তখন প্রভুর অগ্রপশ্চাৎ সর্বদিকে অসংখ্য অর্বুদ লোকভীড় দেখিয়া বাদশা হুসেনশাহ গঙ্গাতটস্থিত চন্দ্রশালিকায় উঠিয়া বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ব্যাপার কি ? তাঁহার আমত্য কেশববসু বলিল—'হে মহাপরাক্রম বাদশাহ ! শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামক কোনও এক মহাপুরুষ নীলাচল হইতে মথুরা যাইতেছেন, তাঁহাকে দেখিবার জন্য লোকের এই ভীড়। উত্তরে বাদশাহ বলিলেন,—যাঁহার এবংবিধ লোক-আকর্ষণ-শক্তি তিনি ঈশ্বর হইবেন। অতঃপরও কিছু শুনিয়াছি—এখান হইতে আরও কিছুদূর যাইবার পর তিনি ফিরিয়া আসিয়াছেন, ঐ পথে মথুরা যান নাই। উপরন্তু, পুরুষোত্তমে ফিরিয়া আসিয়া বনপথে যাইবেন, এইরূপ নাকি ঠিক হইয়াছে—সত্যমিথ্যা জানি না। (৩৪)

(নেপথ্যে)

সত্যং ভোঃ সত্যম্—

১৮। আগতশ্চ সহসা স এককো, নীলশৈলতিলকং বিলোক্য চ।
লোকসংকুলভিয়া বনাধ্বনা, নিহ্নুতঃ স মথুরাং জগাম চ ॥

রাজা—(সবিস্ময়ম্) অয়ে কাশীমিশ্রস্য স্বর ইব শ্রূয়তে, তদাহূয়তাম্। (৩৫)

(প্রবিশ্য সত্বরম্)

কাশীমিশ্রঃ—দেব ! অয়মহমনাহূত এবাগতঃ।

রাজা—কথয় কিং তত্ত্বমিদম্।

কাশীমিশ্রঃ—সত্যমেব লোকভিয়া ততোঽপি নিবৃত্তঃ, ইতোঽপি কেনাপ্যবিদিত এব চলিতবান্।

রাজা—সার্বভৌম ! অস্মাকন্তু সমঃ পন্থাঃ,—বিচ্ছেদদুঃখস্য তুল্যরূপত্বাৎ, একাকিনস্তস্য নির্বাহঃ কথং ভবতু ?

সহসা হঠাৎ। স গৌরাঙ্গঃ। নীলশৈলতিলকং জগন্নাথং। নিহ্নুতঃ লুক্কায়িতঃ। স গৌরাঙ্গঃ। (৩৫)

ততঃ গৌড়েশ্বররাজধানীতঃ। ইতোঽপি শ্রীক্ষেত্রাৎ। একাকিনঃ শ্রীগৌরাঙ্গস্য।

(নেপথ্য কথা)

ওহে সত্য সত্যই তাই—

১৮। সহসা তিনি একাকী আসিলেন, নীলাচলনাথকে দর্শন করিলেন, পরে লোকসংঘট্টভয়ে বনপথে গোপনে একা একা মথুরা চলিয়া গেলেন।

রাজা—(বিস্ময়ের সহিত) অহো কাশীমিশ্রের গলা-যে শোনা যাইতেছে, ওনাকে ডাক তো। (৩৫)

(তাড়াতাড়ি প্রবেশ করিয়া)

কাশীমিশ্র—দেব ! না ডাকিতেই আসিয়াছি।

রাজা—ব্যাপার কি বলুনতো।

কাশীমিশ্র—সত্যই লোকভয়ে সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন বটে, কিন্তু এখান হইতেও সকলের অজ্ঞাতসারেই চলিয়া গিয়াছেন।

রাজা—সার্বভৌম ! আমাদের পক্ষে কথা একই হইল—বিচ্ছেদদুঃখ সেই একইরূপ থাকিল, এখন চিন্তা হইল একাকী তাঁহার দেহযাত্রানির্বাহ কি করিয়া হইবে ?

কাশীমিশ্রঃ—ভিক্ষাযোগ্যাঃ কিয়ন্তো বিপ্রা ময়া প্রেষিতাঃ সন্তি, ভগবতা তু তন্ন জ্ঞায়তে।

রাজা—সাধু মিশ্র সাধু, কিমপ্যুক্ত্বা গতম্?

কাশীমিশ্রঃ—আগতপ্রায়োঽহমিতি। (৩৬)

রাজা—তৎ কিং দিনং ভবিষ্যতি? ভট্টাচার্য! জঙ্ঘাজীবিনঃ কিয়ন্তো গচ্ছন্তু, যথা ভগবতো বার্তাং প্রাপয়ন্তি। (৩৭)

সার্বভৌমঃ—উচিতমেবৈতৎ।

রাজা—কাশীমিশ্র! মহাপাত্রং চন্দনেশ্বরং মদাজ্ঞা সমাদিশ, যথৈবং করোতি।

কাশীমিশ্রঃ—দেব! পরীক্ষামহাপাত্রং নিবেদ্য ময়ৈব তথা কারিতমস্তি। কতিচিদাগতপ্রায়া এব।

(প্রবিশ্য)

দৌবারিকঃ—দেবঃ! মহাপ্রভোর্বার্তাহারিণো দ্বারি বর্তন্তে।

অহমিতি ভগবতোক্তমিতি। (৩৬)

দিনমিতি যত্র দিনে ভগবানাগমিষ্যতি তদ্দিনং। অত্রতু বিশেষাঃ সামাজিকা-এব ন কেবলং বার্তাজীবিনঃ। প্রাপয়ন্তি অত্রৈব (৩৭)

কাশীমিশ্র—ভিক্ষাযোগ্য কয়েকজন বিপ্র আমি পাঠাইয়াছি, ভগবান্ অবশ্য তাহা জানেন না।

রাজা—সাধু মিশ্র সাধু—যাওয়ার সময় কি তিনি কিছু বলিয়া গেলেন?

কাশীমিশ্র—হাঁ বলিলেন—'এই আমি ঘুরিয়া আসিলাম বলিয়া।' (৩৬)

রাজা—সেই দিন কবে হইবে? ভট্টাচার্য! পদাতিক কর্মচারী কয়জন পাঠাও যাহাতে ভগবানের খবর আনিয়া দিতে পারে। (৩৭)

সার্বভৌম—ইহা উচিতই বটে।

রাজা—কাশীমিশ্র! মহাপাত্র চন্দনেশ্বরকে আমার আদেশ জানাইয়া দাও যেন যথাকর্তব্য করে।

কাশীমিশ্র—মহারাজ! পরীক্ষামহাপাত্রকে নিবেদন করিয়া আমিই এরূপ ব্যবস্থা করিয়াছি। কেহ কেহ এই ফিরিয়া আসিল বলিয়া।

(দৌবারিকের প্রবেশ)

দৌবারিক—মহারাজ! মহাপ্রভুর বার্তাবাহক দ্বারে উপস্থিত।

রাজা—প্রবেশ্যন্তাম্।

(দৌবারিকস্তথা করোতি।) (৩৮)

(প্রবিশ্য)

বার্ত্তাহারিণঃ—জয়তি জয়তি দেবঃ।

রাজা—কথয়ত কিং জানীত ?

বার্ত্তাহারিণঃ—সর্বমেব জানীমঃ।

১৯। প্রত্যাবৃত্তঃ স মধুপুরতো দৃষ্টবৃন্দাবন-শ্রীঃ
কুঞ্জে কুঞ্জে তরণিতনয়াকূলতঃ কৢপ্তকেলিঃ!
গত্বা গোবর্ধনগিরিবরং কাননে কাননে চ
ভ্রান্ত্বা ভ্রান্ত্বা দিনকতিপয়ং বর্ত্মনীশো ব্যলোকি॥

রাজা—অরে বৃন্দাবনে কিং কিং কৃতং ভগবতা, তজ্জানাসি ?

বার্ত্তাহারিণঃ—অথ কিম্ ? তৎসঙ্গে সমাগতানাং কেষাঞ্চিদ্ভাগ্যভাজাং মুখতঃ শ্রুতম্। (৩৯)

স শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ। কৢপ্তকেলিঃ সমর্থা কেলির্যস্য (৩৯)

রাজা—লইয়া আইস।

(দৌবারিক তা'ই করিল) (৩৮)

(বার্তাবাহকের প্রবেশ)

বার্তাবাহক—মহারাজের জয় হউক জয় হউক।

রাজা—বলতো কি জান ?

বার্তাবাহী—সব কিছুই জানি !

১৯। সেই প্রভু মথুরাপুরী হইতে শ্রীবৃন্দাবন আসিয়া শ্রীবৃন্দাবন শোভা দর্শন করিলেন ও যমুনার কূলে কূলে কুঞ্জে কুঞ্জে নানা কেলিবিলাস করিলেন; অতঃপর যমুনাকূল হইতে প্রভু গিরিরাজ গোবর্দ্ধনে যাইয়া কতিপয় দিবস বনে বনে, পথে পথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দর্শন করিলেন।

রাজা—আরে ভগবান্ বৃন্দাবনে কি কি করিলেন, তাহা জান কি ?

বার্তাবাহক—হা, তাঁহার সঙ্গে সমাগত কয়েকজন ভাগ্যবানের মুখ হইতে শুনিয়াছি। (৩৯)

রাজা—কথ্যতাম্।

বার্ত্তাহারিণঃ— ২০। আবির্ভাবাদবধি স নিজানন্দবৃন্দৈককন্দো
যদ্যপ্যুচ্চৈঃ প্রথয়তিতরাং তদ্বিকার-প্রকারান্।
বৃন্দারণ্যোপগমসময়ে হন্ত তে তে তরঙ্গা
বৃদ্ধিং প্রাপুর্যদুপরি বচশ্চিত্তয়োর্ন প্রবেশঃ॥

তথা হি—

২১। ক্বচন চ যমুনাবনান্তলক্ষ্মী-,মবকলয়ন্ননুরক্তিমুক্তকণ্ঠম্।
বিলপতি পরিরভ্য লোভ্যবাহুঃ, প্রতিলতিকং প্রতিশাখি সোঽখিলেশঃ॥

অপি চ,

২২। নৈচিকীনিচয়বীক্ষণমোদা-,দুন্মদঃ স্খলিতবান্ গলদস্রঃ।
স্যন্দমান-সুরসিন্ধুরিবাসীদ্-,বাতভগ্ন ইব মেরুতটান্তঃ॥ (৪০)

রাজা—ততস্ততঃ ?

স গৌরাঙ্গ। তং নিজানন্দস্য। নিজানন্দাব্ধেঃ তে তে তরঙ্গাঃ। ক্বচন সময়ে। লোভ্যবাহুঃ আকাঙ্ক্ষিত বাহুঃ সন্। উত্তমা গোষু নৈচিকীত্যমরঃ। উন্মদঃ সন্ গৌরাঙ্গঃ। সুরসিন্ধুঃ ক্ষীরোদঃ। (৪০)

রাজা—তবে বলো।

বার্তাবাহক—২০। উচ্ছলিত স্বানন্দপ্রবাহের উৎসস্বরূপ শ্রীগৌরহরি যদিও আবির্ভাব হইতেই নানা প্রকার অদ্ভুত প্রেমানন্দ-বিকার প্রকাশ করিয়াছেন তথাপি হায় হায় বৃন্দাবন-ভ্রমনকালে সেই সেই ভাবতরঙ্গ এমন বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইয়াছিল যে যাহার উপরে মনোবাক্যের প্রবেশ হয় না। দৃষ্টান্ততঃ—

২১। কোনও সময়ে যমুনাকুলে বনশোভাদর্শনে মুগ্ধ হইয়া পরমানুরাগে প্রতিলতা প্রতিতরুকে লালসাভরে আলিঙ্গন করিয়া করিয়া সেই অখিল-ভুবনপতি মুক্তকণ্ঠে বিলাপ করিতে লাগিলেন। আরও,

২২। নয়নানন্দ ধেনুবৃন্দ-দর্শনের উদ্দীপনে দিব্যোন্মাদের উদয় হইল—নয়নজল বক্ষ বহিয়া প্রবাহিত হইল, যেন সুরসিন্ধুর আবির্ভাব হইল, প্রবল ঝড়ে যেমন মেরুশৃঙ্গ ভাঙ্গিয়া পড়ে সেইরূপ কনকগিরি গৌর ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িলেন ! (৪০)

রাজা—তারপর তারপর ?

বার্ত্তাহারিণঃ—ততস্তৈঃ কথিতম্—

২৩। মদমুদিতময়ূরকণ্ঠকাণ্ড-,দ্যুতিমভিবীক্ষ্য কুতশ্চিদপ্যকস্মাৎ।
স্খলতি লুঠতি বেপতে বিরৌতি, দ্রবতি বিষীদতি হন্ত মূর্চ্ছতীশঃ ॥

অপি চ,

২৪। ক্বাপি বৎসকুলমুচ্চলপুচ্ছং, ধাবমানমনুবীক্ষ্য বনান্তঃ।
কণ্টকাবলিনি বর্ত্মনি সদ্যো, বিক্ষতাঙ্গমভিতঃ স্খলতীশঃ ॥ (৪১)

রাজা—ততস্ততঃ ?

বার্ত্তাহারিণঃ—ততঃ,

২৫। কুঞ্জসীমনি কদাপি যদৃচ্ছা-,মূর্চ্ছয়া নিপতিতস্য ধরণ্যাম্।
আলিহন্তি হরিণা মুখফেণা-,নাপিবন্তি শকুনা নয়নাম্ভঃ ॥

কদাপি—

২৬। পতয়ালুরসাবুপেত্য কায়া-,মপি গোবর্ধনভূধরস্য দেবঃ।
অনুরাগসুধাব্ধিমধ্য-মগ্নো, ন হি ভগ্নোঽপি বহির্ব্যথাং বিবেদ ॥

ঈশঃ শ্রীগৌরাঙ্গঃ। অভিতঃ সর্বতোভাবে। ঈশঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ। (৪১)
তস্য গৌরাঙ্গস্য। শকুনাঃ পক্ষিণঃ।
অসৌ গৌরাঙ্গঃ। উপেত্য প্রাপ্য। ভূধরস্য পর্বতস্য।

বার্তাবাহক—অতঃপর তাহারা কহিয়াছেন—

২৩। কোনও এক স্থানে আনন্দবিহ্বল ময়ূরের কণ্ঠদ্যুতি দর্শনে হঠাৎ ভূমিতে পড়িয়া গিয়া লুটাইতে লাগিলেন, ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন, চিৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অহো ভাবে গলিয়া গিয়া বিষাদ-বেদনায় অভিভূত হইয়া হায় হায় ভগবান্ মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইলেন। আরও,

২৪। কোনও স্থানে উর্ধ্বপুচ্ছ গোবৎসকুলকে বনের ভিতর দৌড়াইতে দেখিয়া অমনি কণ্টকাকীর্ণ পথে গড়াইয়া পড়িয়া অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করিলেন। (৪১)

রাজা—তারপর তারপর ?

বার্তাবাহক—তারপর,

২৫। আবার কোনদিন কুঞ্জদ্বারে বিনা কারণেই দৈবাৎ মূর্ছিত হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া থাকিতেন—হরিণসকল তাঁহার মুখফেনা লেহন করিত আর পক্ষিকুল তাঁহার নয়নজল পান করিত। আবার কোনদিন—

২৭। অনুবনমনুকুঞ্জমীক্ষ্যমাণে, রুদতি বিভাবনুরক্তি-মুক্তকণ্ঠম্।
রুরুদুরিব লতাশ্চ শাখিনশ্চ, দ্বিজ-মৃগরাজিরভাজি মূর্চ্ছয়ৈব ॥ অপি চ,
২৮। বিলপতি করুণস্বরেণ দেবে, জলধরধীরগভীর-নিঃস্বনেঽপি।
চিরমনুবিলপন্তি বাষ্পকণ্ঠাঃ ক্বচন চ লাস্যমপাস্য নীলকণ্ঠাঃ ॥ (৪২)

এবমত্যনুরাগবৈকল্যা দীশ্বরত্বেনৈব ধার্যমাণদেহং তমালোকয়দ্ভিঃ পুণ্যবদ্ভি-বলভদ্রভট্টাচার্যাদিভিরহোঽনর্থোঽয়মাপতিত ইতি চিন্তয়দ্ভির্বলাদিব বৃন্দাবনা-ন্নিষ্কাসিতো ভগবানিতি ন চিরকালাবস্থিতিস্তত্র তস্যেতি। ততশ্চ,

২৯। যঃ প্রাগেব প্রিয়গুণগণৈর্গাঢ়বদ্ধোঽপি মুক্তো
গেহাধ্যাসাদ্রস ইব পরো মূর্ত এবাপ্যমূর্ত্তঃ।
প্রেমালাপৈর্দৃঢ়তরপরিষঙ্গরঙ্গৈঃ প্রয়াগে
তং শ্রীরূপং সমমনুপমেনানুজগ্রাহ দেবঃ ॥ (৪৩)

বিভৌ শ্রীগৌরাঙ্গে। শাখিনঃ বৃক্ষাঃ। দ্বিজমৃগ ঘনপঙ্ক্তিঃ।
মূর্চ্ছয়ৈবেতি কর্ত্র্যা। লাস্যং নৃত্যং অপাস্য ত্যক্ত্বা। (৪২)
তং গৌরাঙ্গং। তত্র শ্রীবৃন্দাবনে। তস্য ভগবতঃ। যঃ রূপঃ। প্রাগ্ প্রাক্-কালে। প্রিয়গুণগণৈঃ গৌরাঙ্গস্য গুণগণৈঃ। গেহাধ্যাসাৎ গৃহাসক্তাৎ (৪৩)

২৬। গিরিরাজের কঠিন শিলাখণ্ডের উপর পড়িয়া গিয়া ক্ষত-বিক্ষত হইলেও অনুরাগসুধাসিন্ধুতে মগ্ন থাকার হেতু কোনই ব্যথা অনুভব হয় নাই।

২৭। এইরূপে প্রভু বনে বনে কুঞ্জে কুঞ্জে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দর্শন করিতে লাগিলেন, আর অনুরাগভরে মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া বনের বৃক্ষালতা যেন কান্নায় ঝুরিয়া পড়িল, পক্ষিগণ-মৃগমৃগীগণ যেন মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইল। আরও,

২৮। কোনদিন আবার তিনি করুণস্বরে বিলাপ করিতে থাকিলে কণ্ঠধ্বনি জলদগম্ভীর হইলেও কি আশ্চর্য ময়ূর নৃত্য ত্যাগ করিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কেকা রবে বিলাপ করিতে থাকিল। (৪২)

ঈশ্বর বলিয়াই এইরূপ অনুরাগ-বৈকল্যেও দেহপাত হয় নাই। সৌভাগ্যবান্ বলভদ্র ভট্টাচার্য তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া ভাবিলেন—'অহো কি অনর্থই-না উপস্থিত হইল।' এই ভাবিয়া তিনি বলপূর্বক তাঁহাকে বৃন্দাবন হইতে বাহির করিয়া আনিয়াছেন। এইজন্যই তাঁহার দীর্ঘকাল তথায় অবস্থিতি হয় নাই। অতঃপর,

রাজা—সার্বভৌম ! প্রিয়বৃন্দাবনোঽপি কথমসৌ স্বল্পমেব কালং তত্রাবতস্থে ?

সার্বভৌমঃ—জগন্নাথেন তদ্বিরহমসহমানেন সমাকৃষ্ট ইব।

অপি চ,

৩০। প্রিয়স্বরূপে দয়িতস্বরূপে, প্রেমস্বরূপে সহজাভিরূপে।
নিজানুরূপে প্রভুরেকরূপে, ততান রূপে স্ববিলাসরূপে ॥

রাজা—ততস্ততঃ ?

বার্তাহারিণঃ—ততশ্চ বারাণস্যাম্—

৩১। চন্দ্রশেখর ইতি প্রথিতস্য, ক্ষাসুরস্য ভবনে ভুবনেশঃ।
প্রাক্তনৈঃ সুকৃতরাশিভিরস্য, প্রত্যপদ্যত তদা স যতীন্দ্রঃ ॥ (৪৪)

প্রিয়বৃন্দাবনঃ প্রিয়ং বৃন্দাবনং যস্য। প্রভুঃ শ্রীগৌরাঙ্গঃ (৪৪)

২৯। যিনি পূর্ব হইতেই গৌরগুণে গাঢ়রূপে বদ্ধ ও গৃহাসক্তি হইতে মুক্ত ছিলেন এবং রাধাকৃষ্ণ-উজ্জ্বলরস অমূর্ত হইলেও যাঁহার ভিতরে আসিয়া মূর্ত হইয়াছিল সেই শ্রীরূপগোস্বামিকে তাঁহার অনুজ অনুপমের সহিত প্রভু প্রয়াগতীর্থে প্রেমালাপ ও অতি দৃঢ় আলিঙ্গন-কৌতুকে অনুগ্রহ করিয়াছেন। (৪৩)

রাজা—সার্বভৌম ! বৃন্দাবন তাঁহার প্রিয় হইলেও এত অল্পকাল তথায় রহিলেন কেন ?

সার্বভৌম—জগন্নাথ বোধহয় তাঁহার বিরহ সহিতে না পারিয়া আকর্ষণ করিলেন। আরও এক কারণ—

৩০। যিনি শ্রীকৃষ্ণের সর্বোৎকর্ষ নিরূপণে সমর্থ, যিনি মহাপ্রভুর নিজজনগনের আদর্শ, প্রেম-প্রচার বিষয়ে যিনি শ্রীগৌরহরির অভিন্ন বিগ্রহ, যাঁহার রূপ গৌরহরির রূপের তুল্য, যিনি স্বভাবতঃই মনোরম রূপবিশিষ্ট, যিনি প্রেমের মূর্তবিগ্রহ, যিনি শ্রীকৃষ্ণের লীলা-বিলাসতত্ত্ব-নিরূপণে সমর্থ সেই রূপগোস্বামিতে তিনি প্রেমসঞ্চার করিলেন।

রাজা—তারপর তারপর

বার্তাবাহক—৩১। প্রয়াগ হইতে প্রভু বারানসী আসিলেন, সেখানে চন্দ্রশেখর নামক প্রচুর-প্রাক্তন-সুকৃতিশালি এক ব্রাহ্মণের গৃহে ভুবনপতি সেই যতীন্দ্র পদার্পন করিলেন। (৪৪)

রাজা—ততস্ততঃ ?

বার্তাহারিণঃ—তদানীন্তু,

৩২। তমেত্য পশ্যেত্যনুরাগপূর্বং, বিশ্বেশ্বরো বিশ্বমিব ন্যযুঙ্‌ক্ত।
কুতোঽন্যথা তাবতি তুল্যকালে, তুল্যক্রিয়ঃ সর্বজনো বভুব ?

অপি চ,

৩৩। ব্রহ্মচারি-গৃহি-ভিক্ষু-বনস্থা, যাজ্ঞিকা ব্রতপরাশ্চ তমীয়ুঃ।
মৎসরৈঃ কতিপয়ৈর্যতিমুখ্যৈ-,রেব তত্র ন গতং ন স দৃষ্টঃ ॥

রাজা—সার্বভৌম ! কিমিতি তথাবিধানামপি তাদৃশং মাৎসর্যম্ ?

সার্বভৌমঃ—মহারাজ ! যাবন্মনোজয়ো ন ভবতি, তাবদেব ভগবতী মৎসরতা ন কঞ্চিদপি মুঞ্চতি। (৪৫)

রাজা—ততস্ততঃ ?

বার্তাহারিণঃ—ততশ্চ,

৩৪। গৌড়েন্দ্রস্য সভাবিভূষণমণিস্ত্যক্ত্বা য ঋদ্ধাং শ্রিয়ং
রূপস্যাগ্রজ এষ এব তরুণীং বৈরাগ্যলক্ষ্মীং দধে।

তং গৌরাঙ্গং। বিশ্বং সংসারং। তমীয়ুঃ তং গৌরাঙ্গং প্রাপ্তবন্তঃ। তত্র চন্দ্রশেখরালয়ে ন গতং স গৌরাঙ্গো ন দৃষ্টঃ। তথাবিধানাং জনানাং (৪৫)
ঋদ্ধাং প্রচুরতরাং শ্রিয়ং সম্পত্তিং। এষঃ সনাতনঃ (৪৬)

রাজা—তারপর তারপর।

বার্তাবাহক—৩২। 'ইহাকে আসিয়া দর্শন কর'—এইরূপে বিশ্বনাথ যেন অনুরাগে সমস্ত বিশ্বকেই ডাকিয়া দর্শনে নিযুক্ত করিলেন। নতুবা একই সময়ে সকল লোক সমক্রীয়াশীল হয় কি করিয়া ? আরও,

৩৩। ব্রহ্মচারী-গৃহী-ভিক্ষু-বানপ্রস্থী-যাজ্ঞিক-ব্রতী সকলেই আসিল, শুধু আসিল না,—তাহাকে দর্শন করিল না কতিপয় মৎসর মুখ্য মুখ্য সন্ন্যাসী।

রাজা—তথাবিধ সন্ন্যাসিগণের তাদৃশ মাৎসর্য হয় কি করিয়া ?

সার্বভৌম—মহারাজ ! যে পর্যন্ত মন জয় না হয় সে পর্যন্ত অতি শক্তিশালী মাৎসর্য একটুও ছারে না।

রাজা—তারপর তারপর। (৪৫)

বার্তাবাহক—গৌড়ের বাদশাহ্ হুসেনসাহের সভা-বিভূষণমণি রূপের অগ্রজ সেই সনাতনগোস্বামী অর্থ-সম্পদের অধিশ্বরী লক্ষ্মীকে পরিত্যাগ করিয়া

অন্তর্ভক্তিরসেন পূর্ণহৃদয়ো বাহ্যেঽবধূতাকৃতিঃ
শৈবালৈঃ পিহিতং মহাসর ইব প্রীতিপ্রদস্তদ্বিদাম্ ॥ (৪৬)

রাজা—ততস্ততঃ ?

বার্তাহারিণঃ—৩৫। তং সনাতনমুপাগত মক্ষো-,র্দৃষ্টমাত্রমতিমাত্রদয়ার্দ্রঃ।
আলিলিঙ্গ পরিঘায়ত-দোর্ভ্যাং, সানুকম্পমথ চম্পকগৌরঃ ॥

রাজা - কথমিব তস্য দর্শনং জাতম্ ?

বার্তাহারিণঃ—শ্রুতমিদং তন্মুখাদেব।

রাজা—কথ্যতাম।

বার্তাহারিণঃ—

৩৬। ঔৎকণ্ঠ্যৈকপুরঃসরাঃ প্রথমতো যে যান্তি নাথাগ্রতো
নিষ্ক্রামন্তি ত ঈশনামনিরতাঃ সাস্রাঃ সরোমোদ্গমাঃ।
যাতায়াতবতাং ক্রমং বিগণয়ংস্তৎপাদধূলীর্জুষন্
সর্বজ্ঞেন বহিঃ স্থিতো ভগবতা কৈরপ্যহং নায়িতঃ ॥ (৪৭)

আয়তো দীর্ঘঃ। তস্য মহাপ্রভোঃ। তং ভক্তানাং। নাথাগ্রতঃ শ্রীগৌরাঙ্গাগ্রে।(৪৭)

তরুণী-বৈরাগ্যলক্ষ্মীকে বরণ করিলেন। অন্তর ভক্তিরসে পূর্ণ,বাহিরে অবধূতাকৃতি —শৈবালাচ্ছন্ন মহা সরোবরের ন্যায় প্রীতিপ্রদ তাঁহার দর্শন। (৪৬)

বার্তাবাহক—অতঃপর পরমদয়াল চম্পকবর্ণ গৌর সেই সনাতনকে দেখিবামাত্র তাঁহার আজানুলম্বিত দীর্ঘ দুই বাহুর দৃঢ়ালিঙ্গনে বদ্ধ করিলেন, করুণায় সিক্ত করিয়া দিলেন।

রাজা—শ্রীভগবানের সহিত সনাতনের মিলন কিরূপে হইল ?

বার্তাবাহক—ইহা সনাতনের মুখেই এইরূপ শুনিয়াছি।

রাজা—বল।

বার্তাবাহক—৩৬। একমাত্র উৎকণ্ঠায় ব্যাকুল হইয়া যাঁহারা আগেভাগে মহাপ্রভুর নিকট যাইতেছিলেন বাহির হইবার কালে তাঁহাদিগকে কৃষ্ণনাম-পরায়ণ ও অশ্রুকম্পপুলকে বিভূষিত দেখা যাইতেছিল। দ্বারের বাহিরে বসিয়া আমি এই সব গতায়াতে ব্যস্ত লোকদের রীতি দেখিতেছিলাম, এবং তাঁহাদের পদধূলি মস্তকে লইতেছিলাম। এমন সময় সর্বজ্ঞপ্রভু লোকদিয়া আমাকে ডাকাইয়া নিকটে নিলেন। (৪৭)

রাজা—ততস্ততঃ ?

বার্তাহারিণঃ—ততশ্চ (ইতিহাসসমুচ্চয়ে) "ন মে প্রিয়শ্চতুর্বেদী" ইত্যাদি পঠিত্বা সত্বরমবতীর্যায়ং দোর্ভ্যাং পরিরব্ধ ইতি।

রাজা—ততস্ততঃ ?

বার্তাহারিণঃ—ততস্তত্রৈব কাপি কিংবদন্তী শ্রুতা।

রাজা—কাসৌ ?

বার্তাহারিণঃ—৩৭। পুরুষোত্তমমেত্য তৈঃ পুন-,র্গময়িত্বা কতিচিদ্দিনান্যপি।
রমিতৈঃ প্রভুণৈব তদ্গিরা-,প্যথ বৃন্দাবনমেব গংস্যতে॥

রাজা—কিং দেবেন সহৈব বা কিং পশ্চাৎ ?

বার্তাহারিণঃ—পশ্চাদেব ভবিষ্যতি, যতো বারাণসীত একাকিনৈব ভগবতা চলিতমিতি দৃষ্টম্। অন্যদপি তত্র কিমপি শ্রুতম্। (৪৮)

অবতীর্য গাত্রোত্থানং কৃত্বা ভগবতা। অয়ং সনাতনঃ। কিম্বদন্তী জনশ্রুতিঃ ময়া শ্রুতা। অসৌ সনাতনগোস্বামী পুরুষোত্তমে আগমিষ্যতি। তৈঃ সনাতন-গোস্বামিভিঃ।

পশ্চাৎ সনাতনগোস্বামী পুরুষোত্তমে আগমিষ্যতি। ভবিষ্যতি সনাতন-গোস্বামিন আগমনং। (৪৮)

রাজা—তারপর তারপর।

বার্তাবাহক—অতঃপর (ইতিহাস-সমুচ্চয়ে) "ভক্তিহীন চতুর্বেদী ব্রাহ্মণও আমার প্রিয় নয়, কিন্তু একান্ত ভক্তিমান্ নীচজাতিও আমার প্রিয়।" এই শ্লোকটি পাঠ করিতে করিতে তাড়াতাড়ি আসন হইতে উঠিয়া আসিয়া প্রভু আমাকে দুই বাহুতে জড়াইয়া ধরিলেন।

রাজা—তারপর তারপর

বার্তাবাহক—অতঃপর সেখানেই এক জনরব শুনিয়াছি।

রাজা—তাহা কি ?

বার্তাবাহক—৩৭। সনাতনগোস্বামী পুরুষোত্তমে আসিয়া কিছুদিন প্রভুর সহিত পরমানন্দে কাটাইয়া পুনরায় তাঁহার আদেশে বৃন্দাবন যাইবেন।

রাজা—প্রভুর সঙ্গেই আসিবেন কি পরে ?

বার্তাবাহক—পরেই হইবে, যেহেতু ভগবান্‌কে বারানসী হইতে একাকীই আসিতে দেখিয়াছি। সেখানে আরও কিছু শুনিয়াছি। (৪৮)

সার্বভৌমঃ—কিং তৎ ?

বার্তাহারিণঃ—

৩৮। কালেন বৃন্দাবন-কেলিবার্তা, লুপ্তেতি তাং খ্যাপয়িতুং বিশিষ্য।
ক্বপামৃতেনাভিষিষেচ দেব-,স্তত্রৈব রূপঞ্চ সনাতনঞ্চ ॥

রামানন্দঃ—সমুচিতমেবৈতৎ। (৪৯)

(নেপথ্যে দূরতো জয় জয়েত্যুচ্চৈঃ কোলাহলঃ)

সর্বে—(সমাকর্ণ্য) অয়ে সমাগত ইব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ, যদয়মপূর্বঃ কোলাহলঃ শ্রূয়তে।

(পূনর্নেপথ্যে)

৩৯। অদ্যাস্মাকং সফলমভবজ্জন্মনেত্রে কৃতার্থে
সর্বস্তাপঃ সপদি বিরতো নির্বৃতিং প্রাপ চেতঃ।
কিংবা ব্রূমো বহুলমপরং পশ্য জন্মান্তরং নো
বৃন্দারণ্যাৎ পুনরুপগতো নীলশৈলং যতীন্দ্রঃ ॥ (৫০)

দেবঃ শ্রীগৌরচন্দ্রঃ। (৪৯) পুনর্নেপথ্যে পরমানন্দপুরী স্বরূপাদিভিরুক্তিঃ। সপদি তৎক্ষণাৎ। নির্বৃতিং সুখং। (৫০)

সার্বভৌম—তাহা কি ?

বার্তাবাহক—কালক্রমে বৃন্দাবন-কেলিবার্তা লুপ্ত হইয়াছে, অতএব তাহার মহিমা-মাধুর্য বিশেষভাবে প্রচারের জন্য শ্রীভগবান্ ঐ মিলনকালেই রূপ-সনাতনকে কৃপামৃতে অভিসিঞ্চিত করিয়াছেন। (৪৯)

রামানন্দ—ইহা সমুচিত কার্যই হইয়াছে।

(নেপথ্যে দূর হইতে জয় জয় উচ্চ কোলাহল)

সকলে—ওহে ভগবান্-শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আসিয়া পৌছিলেন বুঝি—যেহেতু এই অপূর্ব কোলাহল শোনা যাইতেছে।

(পুনরায় নেপথ্যে কথা)

৩৯। আজ আমাদের জন্ম সফল হইল, নয়নযুগল কৃতার্থ হইল, সর্বতাপ শান্তি হইল, হৃদয় আনন্দে ভরিয়া উঠিল। অধিক কি আজ যেন আমাদের পুনর্জন্ম হইল, যেহতু বৃন্দাবন হইতে প্রভু নীলাচলে ফিরিয়া আসিলেন।(৫০)

রাজা—কিমপরং বিলম্বধ্বে ? তত্রৈব গচ্ছাম। (ইতি সর্বে নিষ্ক্রান্তাঃ)

(ততঃ প্রবিশতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্তৎকালোপনতৌ পরমানন্দপুরী-স্বরূপৌ চ। পরিতো দিদৃক্ষোপনতাঃ কাশীমিশ্রাদয়শ্চ)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ—(পুরীশ্বরং প্রতি) স্বামিন্ !

৪০। তীর্থদ্বয়ং যদপি তুল্যমিদং মহান্তঃ,
কাশ্যাদয়োঽপি পুরতঃ কলুষাপহারি।
আনন্দদাঃ কিল তথাপি মহান্ত এব,
যদ্যুষ্মদীক্ষণসুখং হি সুখায়তে নঃ॥

অতো হি ত্বাদৃশাং সঙ্গস্তীর্থান্তরসেবনাদপি পরমো রম্য ইতি শীঘ্রমেবায়াতম্।

পুরীশ্বরঃ—অস্তি তাদৃশং নো ভাগধেয়ম্, যদতিকালং ভগবদ্বিরহদবদহনেন ন দগ্ধাঃ স্মঃ। (৫১)

(সত্বরমুপস্থত্য সার্বভৌমরামানন্দৌ দণ্ডবৎ প্রণমতঃ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-স্তাবালিঙ্গতি।)

পরিতো সর্বতোভাবে। দিদৃক্ষোপনতাঃ দ্রষ্টুমিচ্ছয়া উপগতাঃ। তীর্থদ্বয়ং শ্রীক্ষেত্র বৃন্দাবনং। পুরতঃ অগ্রে। সুখায়তে সুখং করোতি। (৫১)

রাজা—আর বিলম্ব কেন ? চল ওখানেই যাই।

(সকলের প্রস্থান)

(অতঃপর প্রবেশ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, আর সেই সময়েই উপস্থিত হইলেন পরমানন্দ-পুরী, স্বরূপ, আর তাহাদের ঘিরিয়া দর্শন-আকুল কাশীমিশ্রাদি ভক্তবৃন্দ)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—(পুরীশ্বরের প্রতি) স্বামী !

৪০। শাস্ত্রানুসারে সাধুমহান্ত ও কাশ্যাদি তীর্থ—এই দুই-ই যদিও তুল্য তীর্থ, দুইয়ের-ই দর্শনে পাপরাশি দূর হয়, তথাপি মহান্তই কিন্তু আনন্দদাতা, ইহাই আমার অন্তরের অনুভব। এই তো আপনাদের দর্শনসুখ আমার চিত্তকে কেমন আনন্দরসে নিমগ্ন করিয়া দিতেছে। তাই তো আপনাদের মত ভক্তসঙ্গ তীর্থাদি-সেবা হইতে পরমরমণীয় বলিয়া শীঘ্র ফিরিয়া আসিলাম।

পুরীশ্বর—ইহা আমাদের অতি ভাগ্যের ফল যে বেশীদিন তোমার বিরহদাবানল-জ্বালায় জ্বলিতে হয় নাই। (৫১)

(এস্তব্যস্তে আসিয়া সার্বভৌম ও রামানন্দ প্রভুকে প্রণাম করিলেন, প্রভু তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিলেন।)

কাশীমিশ্রঃ—স্বামিন্ ! জগন্নাথবল্লভাবকাশানন্তরং শ্রীজগন্নাথঃ শিশয়িষুরপি ভগবন্তং প্রতীক্ষতে, তত্ত্বরিতমেব তমবলোকয়ন্তু।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ—এহি পুরীশ্বর ! এহি। (ইতি সর্বৈঃ সহ নিষ্ক্রান্তঃ)

(ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে) (৫২)

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ে শ্রীমথুরাগমনো নাম নবমোঽঙ্কঃ ॥৯॥

তং জগন্নাথং (৫২)

কাশীমিশ্র—জগন্নাথবল্লভ-ভোগ সরিবার পর জগন্নাথ শয়নে যাইবার ইচ্ছা করিলেও আপনার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, সত্বর আসিয়া দর্শন করুন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—পুরীশ্বর ! আসুন আসুন।

(এই বলিয়া সকলের সহিত প্রস্থান।)

(সকলের প্রস্থান) (৫২)

ইতি শ্রীচৈতন্যচান্দ্রাদয়ে শ্রীমথুরাগমন নামক নবম অঙ্ক ॥ ৯ ॥

দশমোঽঙ্কঃ

(ততঃ প্রবিশতি কশ্চিদ্বৈদেশিকঃ)

বৈদেশিকঃ—শ্রুতং ময়া প্রত্যব্দমেব গুণ্ডিচাসময়েঽদ্বৈতাচার্যাদয়ঃ সর্বে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদর্শনার্থং গচ্ছন্তি, তেষামভিভাবকতয়া শিবানন্দনামা কশ্চিত্তস্যৈব ভগবতঃ প্রিয়পার্ষদো বর্ত্মনঃ কণ্টকায়মানানাং ঘট্টপালানাং ঘট্টদেয়াদি-নিম্ন-বিঘ্ন-নিবারক আচাণ্ডালমপি প্রতিপাল্য নয়তি। তদহমপি তমনুসন্দধামি, যথা তস্য সঙ্গ এব গম্যতে। (ইতি কতিচিৎ পদানি গত্বা) অয়ে পুরতোঽয়ং সমীচীনো জন আলোক্যতে, তদয়মেব প্রষ্টব্যঃ। (ইত্যুপসর্পতি।)

(ততঃ প্রবিশত্যদ্বৈতদেবসেবকঃ কশ্চিদ্গন্ধর্বনামা) (১)

তং শিবানন্দং। অয়ং জনঃ। (১)

দশম অঙ্ক

(অতঃপর কোনও বৈদেশিকের প্রবেশ)

বৈদেশিক—শুনিয়াছি, প্রতিবৎসরই গুণ্ডিচামন্দির মার্জন সময়ে অদ্বৈতাচার্যাদি ভক্তবৃন্দ সকলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের দর্শনে যান। ইঁহাদের অভিভাবকরূপে সঙ্গে থাকেন সেন শিবানন্দ নামে ভগবানের কোনও এক প্রিয় পার্ষদ, ইনি পথকণ্টক ঘট্টপালগণকে পথকরাদি দানে পথের বিঘ্ন দূর করতঃ আচণ্ডাল সকলকে প্রতিপালন করিয়া সঙ্গে লইয়া যান। আমিও তাঁহার অনুসন্ধান করিগা, যাহাতে সঙ্গে যাইতে পারি। (এই বলিয়া পায়চারি করিয়া) এই যে সম্মুখে একজন ভদ্রলোককে দেখা যাইতেছে, ইঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি! (এই বলিয়া নিকটে গেলেন)

(অতঃপর প্রবেশ গন্ধর্ব নামক অদ্বৈতাচার্যের একজন সেবক) (১)

গন্ধর্বঃ—অয়ে নিযুক্তোঽস্মি স্বামিনাদ্বৈতেন ; যথা—

১। আয়তঃ পুরুষোত্তমস্য গমনে কালঃ শুভোঽয়ং বয়ং
যামঃ সত্বরমেব সম্প্রতি শিবানন্দস্ত্বয়া ভণ্যতাম্।
প্রস্থানস্য দিনং বিধায় লিখতু কৈকত্র সর্বে বয়ং
গচ্ছন্তঃ সহসা ভবেম মিলিতাঃ পশ্চাৎ-পুরোভাবতঃ ॥

তদহমুপৈমি।

(ইতি পরিক্রামতি।)

বৈদেশিকঃ—(উপসৃত্য) ভ্রাতঃ! ক্ব যাসি ?

(গন্ধর্বঃ 'আয়াতঃ' ইত্যাদি পঠতি।)

বৈদেশিকঃ—(সহর্ষমাত্মগতম্) যচ্ছ্রুতং ময়া তদবিতথমেব, তথাপি পৃচ্ছামি। (প্রকাশম্) ভ্রাতঃ! অপরিচিতং প্রতিপাল্য স কিং নয়তি ?

গন্ধর্বঃ—ভ্রাতঃ! কুক্কুরোঽপি তেন প্রতিপাল্য নীতোঽস্তি, কিং পুনর্মানুষঃ।

বৈদেশিকঃ—ভ্রাতঃ! কথয়, কীদৃশং তৎ। (২)

বয়ং অদ্বৈতাদয়ঃ। লিখতু শিবানন্দঃ। ক্ব স্থলে। পুরোঽগ্রে। প্রকাশ সর্বশ্রব্যং। স শিবানন্দঃ। তেন শিবানন্দেন। (২)

গন্ধর্ব—অহো প্রভু অদ্বৈতের একটি খবর লইয়া আমি চলিতেছি, যথা—

১। 'পুরুষোত্তমে রওনা হইবার শুভদিন আসিয়া গেল, এইবার আমরা শীঘ্রই রওনা হইব। যাত্রার দিন ঠিক করিয়া শিবানন্দ আমাদিগকে যেন জানাইয়া দেন,—আগে পাছে লোক নানা স্থান হইতে রওনা হইয়া কোথায় যাইয়া সকলে একত্র মিলিত হইবে।'

অতএব আমি তাহার নিকটে যাই। (এই বলিয়া পায়চারি করিতে লাগিলেন।)

বৈদেশিক—(উল্লাসের সহিত মনে মনে) যেরূপ শুনিয়াছিলাম সেইরূপই বটে, তবুও জিজ্ঞাসা করি। (প্রকাশ্যে) ভাই, অপরিচিত লোককেও কি তিনি পালন করিয়া লইয়া যান ?

গন্ধর্ব—ভাই! কুকুরকেও তিনি প্রতিপালন করিয়া লইয়া যান, মানুষ তো দূরের কথা।

বৈদেশিক—ভাই, বলতো তাহা আবার কিরূপ ? (২)

গন্ধর্বঃ—ভগবতো মথুরাগমনাৎ পূর্বমেকস্মিন্নব্দে সর্বেষু পরঃসহস্রেষু লোকেষু চলিতবৎসু কশ্চিৎ কুক্কুরোঽপি রোপিত-যাদৃচ্ছিকেচ্ছঃ শিবানন্দনিকটে চলিতঃ। শিবনন্দোঽপি সঙ্গে সঙ্গে চলন্তমালোক্য সশ্রদ্ধমেবানুসন্ধত্তে, প্রতিবসতি, সময়েঽনুচ্ছিষ্টমেবান্নং তস্মৈ প্রযচ্ছতি, যত্র নদ্যাদিপারং তত্র তদর্থং পৃথক্ যথেষ্টমাতরং দত্ত্বা নাবমারোহয়তি, সোঽপি তদনুপদমেব প্রত্যহং চলতি! এবং বর্ত্মনস্ত্রিভাগপর্যন্তং গতে কুত্রাপি দিবসে তদ্‌ভক্ষ্যমন্নং বিস্মৃত্য ভৃত্যেন ন দত্তম্, পশ্চাৎ তমনবলোক্য 'অহো অদ্য শুনে ভক্ষ্যং ন দত্তম্' ইত্যনুতপতা স্বয়মিতস্ততো নামগ্রাহমাহ্বয়তাপি ন তস্য দর্শনং লব্ধম্। তদবধি পুরুষোত্তম-পর্যন্তমেব ন দৃষ্টঃ। পশ্চাৎমনঃ কষ্টতরমেবাস্য জাতম্। তদনু দৈবগত্যা পুরুষোত্তমে সমুত্তীর্ণং তমেব শ্বানং জলধিতীরোপকণ্ঠমেকাকিন উপবিষ্টস্য ভগবচ্চৈতন্যদেবস্য সমীপে দৃষ্ট্বা শিবানন্দঃ সাপরাধমিব প্রণম্য দূরে

রোপিতা যাদৃচ্ছিকা স্বচ্ছন্দচারিণী ইচ্ছা যেন সঃ। চলন্তং কুক্কুরং। তস্মৈ কুক্কুরায়। স কুক্কুরঃ। তং কুক্কুরং। দত্তং ত্বয়া ভৃত্যেন। অনুতপতা শিবানন্দেন। তস্য কুক্কুরস্য। অস্য শিবানন্দস্য। প্রণম্য কুক্কুরং।

গন্ধর্ব—মহাপ্রভুর মথুরাগমনের পূর্বে কোন এক বৎসর সহস্র সহস্র লোক পুরুষোত্তম চলিয়াছে। এমন সময় দেখা গেল একটি কুকুরও আপন মনে শিবানন্দের সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছে। শিবানন্দ ইহাকে সঙ্গে সঙ্গে চলিতে দেখিয়া সশ্রদ্ধভাবে তত্ত্বাবধান ও সময়ে উচ্ছিষ্টদানে পালন করিয়া, যেখানে নদ্যাদিপার সেখানে ইহার জন্য পৃথক যথেষ্ট পারের কড়ি দিয়া নৌকায় উঠাইয়া লইয়া চলিলেন। কুকুরও শিবানন্দের পিছন পিছন দিনের পর পর দিন চলিতে লাগিল। এইরূপে পথের তিনভাগ যাইবার পর একদিন ভৃত্য ভুলে কুকুরকে তাহার ভক্ষ্য অন্ন দিল না। পরে শিবানন্দ উহাকে দেখিতে না পাইয়া অনুতাপ করিতে লাগিলেন—'অহো আজ তো কুকুরকে খাবার দেওয়া হয় নাই' এই বলিয়া নিজেই ইতস্ততঃ নাম ধরিয়া ধরিয়া উহাকে ডাকিতে লাগিলেন। কিন্তু উহার দেখা মিলিল না। সেই হইতে পুরুষোত্তম পর্যন্ত আর উহাকে দেখা যায় নাই। এজন্য শিবানন্দের বড় মনোকষ্ট হইল। অনন্তর পুরুষোত্তমে পৌছিয়া শিবানন্দ একদিন সমুদ্রতটে নির্জনে উপবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের নিকট ঐ কুকুরকে দেখিয়াই নিজেকে

স্থিতো বিলোকয়তি। ভগবান্ জগন্নাথপ্রসাদ-নারিকেল-শস্যং খণ্ডশঃ প্রক্ষিপ্য দদাতি, কৃষ্ণং ব্রূহীতি চ বদতি, স চ একৈকং ভক্ষয়তি, কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণেত্যপি বদতি। তদপূর্বমালোক্য শিবানন্দঃ পুনস্তং প্রণম্য স্বাপরাধং ক্ষমাপয়তি স্ম। পুনস্তদবধি সোঽতঃপরং ন কেনাপ্যদৃশ্যত। মন্যে তেনৈব শরীরেণ রূপান্তরং লব্ধা লোকান্তরং প্রাপ্তঃ। (৩)

বৈদেশিকঃ—ভ্রাতরস্ত মে শুভো দিবসঃ, যদিয়ং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকথা কর্ণাতিথির্জাতা। যো দেবঃ কুক্কুরমপি ভগবন্নাম গ্রাহয়ামাস, তস্য নৃলোকং প্রতি যৎকৃপা ভবিষ্যতি, তৎ কিমুত। তদ্ভ্রাতঃ পথি গচ্ছতামেষাং বর্ত্মকণ্টকভূতা ঘট্টপালাঃ কীদৃশং ব্যবহরন্তি ?

গন্ধর্বঃ—ভ্রাতঃ ! শ্রূয়তাম্—

২। প্রভাবাদেব দেবস্য প্রত্যব্দমনুগচ্ছতাম্।
যাতায়াতসুখং ভূরি সর্বেষামেব নিশ্চিতম্ ॥ (৪)

দদাতি কক্কুরায়। ব্রূহি হে কক্কুর ত্বং। স কুক্কুরঃ। (৩)
যো গৌরাঙ্গঃ। তস্য গৌরাঙ্গস্য। এষাং সম্বন্ধে। দেবস্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্য।
ভূরি প্রচুরং (৪)

অপরাধী জ্ঞান করতঃ দূরে থাকিয়া লক্ষ্য করিলেন—'মহাপ্রভু জগন্নাথের প্রসাদ নারিকেল-শস্যখণ্ড ছুরিয়া ছুরিয়া দিতেছেন আর বলিতেছেন—'কৃষ্ণ কহ কৃষ্ণ কহ', আর সেই কুকুর এক একটি খণ্ড লুফিয়া লুফিয়া খাইতেছে, আর 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিতেছে।' এই অপূর্ব দৃশ্য দেখিয়া শিবানন্দ পুনরায় উহাকে প্রণাম করিয়া নিজ অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। অতঃপর সেই কুকুরকে পুনরায় কেহ কোথাও দেখে নাই। মনে হয় নিশ্চয় ঐ কুকুর দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়া নিত্যধাম গোলোকে চলিয়া গিয়াছে। (৩)

বৈদেশিক—ভাই আজ আমার শুভদিন, যেহেতু এই গৌরকথা আমার কর্ণপথে প্রবেশ করিল। যে ভগবান্ কুকুরকেও ভগবন্নাম গ্রহণ করায় তাহার যে মনুষ্যলোকের প্রতি কৃপা হইবে ইহা আর বেশী কথা কি। আচ্ছা ভাই পথচারিদের প্রতি পথকণ্টক ঐ ঘট্টপালগণ কিরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে।

গন্ধর্ব—ভাই শোন—

তথা ক্বচনাব্দে কষ্টঞ্চ ভবতি।

বৈদেশিকঃ—কীদৃশং তৎ ?

গন্ধর্বঃ—ক্বচনাব্দে সর্বেষু মদীশ্বরপ্রভৃতিষু পরঃসহস্রেষু জনেষু চলিতেষু সকলজনাভিভাবকেন শিবানন্দেনাপি সপরিকরেণ চলিতম্। স এব প্রতিঘট্টং মদীশ্বরাদিগণ-বর্জং যাবন্তো গচ্ছন্তি, তাবতামেব ঘট্টদেয়স্য প্রতিভূর্ভূত্বা স্বয়মেব জনং প্রতি যত্র যল্লগতি, তস্য নির্ণয়ানুরূপং পরিচ্ছেদ্য দত্ত্বা যাতি। লোকাঃ সুখং গচ্ছন্তি। এবং গচ্ছৎসু সৎসু 'রেমুণা'-জনপদে ঘট্টপালানামধিকারী কশ্চিদ্গজপতেরমাত্যো গজপতিমহারাজে দক্ষিণাং দিশমীয়ুষি স্বতন্ত্রঃ সন্ তত্রৈবাগতঃ। তেন দুরাত্মনা লঙ্ঘিতমর্যাদেন করং বর্ধয়িত্বা প্রত্যেকং জনান্ বিগণয্য গতানামব্দানামপি তৎক্রমেণৈব লেখয়িত্বা পূঞ্জী-

---

মদীশ্বরঃ অদ্বৈতঃ। স শিবানন্দঃ। যাবন্তঃ অপর জনঃ। তাবতাং জনানাং। স্বয়ং শিবানন্দঃ। যত্র ঘট্টো। লোকাঃ যাত্রিক লোকাঃ। গজপতেঃ প্রতাপরুদ্রস্য। ঈয়ুষি গতে সতি।

২। প্রতিবৎসর গৌরদর্শনে যাঁহারা যায় তাঁহাদের সকলেরই গৌরপ্রভাবে যাতায়াতসুখ নিশ্চয়ই প্রচুরই হইয়া থাকে। (৪)
কোন বৎসরে আবার দৈবে কষ্টও আসিয়া উপস্থিত হয়।

বৈদেশিক—তাহা কিরূপ ?

গন্ধর্ব—কোন এক বৎসর আমার প্রভু অদ্বৈতপ্রমুখ সহস্র সহস্র লোক নীলাচলে চলিয়াছেন, আর সেই সঙ্গে সকলজনের অভিভাবকরূপে শিবানন্দও সপরিকরে চলিয়াছেন। শিবানন্দই প্রতি ঘাটে ঘাটে আমার প্রভুর জন ছারা আর সকলেরই পারের কড়ির যামিন হইয়া সকলকে পার করাইয়া পরে সকলের হিসাব করিয়া যাহা লাগে তাহা দিয়া নিজে পার হইতেছিলেন। লোকে সুখেই পথ চলিতেছিল। এইরূপে ভক্তগণ রেমুনাগ্রামে যাইয়া পৌছিলে দেখা গেল—গজপতি প্রতাপরুদ্রের কোন এক আমত্য মহারাজের দক্ষিণদেশ-গমনের সুযোগে সতন্ত্র হইয়া ওখানে আসিয়া বসিয়াছে। সেই দুরাত্মা গৌরগণের মর্যাদা লঙ্ঘন করতঃ করের হার বাড়াইয়া দিয়া সবলোকের উপর কর হিসাব করিল এবং ইহার

ভূতং শুল্কমাদাতুং শিবানন্দঃ কাষ্ঠনিগড়ে নিবদ্ধঃ। তদ্‌বন্ধনে সর্বএব মদীশ্বরাদয়ঃ পরমোদ্বিগ্না অকৃতাহ্নিকা এব তস্থুঃ। (৫)

বৈদেশিকঃ—ততস্ততঃ ?

গন্ধর্বঃ—ততো রাত্রের্যামদ্বয়ে গতে তেনৈব পামরেণ শিবানন্দো যষ্টিধারকেণ কেনচিদনুচরেণাজুহুবে। স তদানীং পরমোদ্বিগ্ন আসীৎ। কদাচিদয়ং প্রহরতীতি চৈতন্যচরণং স্মৃত্বা স্মৃত্বা বল্লভেন সহ তৎপুরত ঈয়িবান্! অনন্তরং সুপ্তোত্থিতং দীপিকাধারিভির্বহুভিঃ পরিবৃতঃ বীক্ষ্য বিভয়াঞ্চকার। অনন্তরমমাত্যেন পৃষ্টঃ—'অয়ে ত্বং সপরিকরঃ সমায়াতোঽসি ?' অনেনোক্তম্—'অথ কিম্ ? পুনঃ স উচে—'ত্বং কস্য লোকঃ ?' অনেনোক্তম্—'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্য।' পুনস্তেনোক্তম্—'ত্বং চৈতন্যস্য, অহং জগন্নাথস্য, জগন্নাথচৈতন্যয়োঃ কো মহান্ ?' অনেনোক্তম্—'মম তু কৃষ্ণচৈতন্য এব মহান্'

শুল্কং ঘট্টকরং আদাতুং গ্রহীতুং। তং শিবানন্দস্য (৫)

ঘট্টপালাধিকারিণা আজুহুবে আহ্বানং কৃতঃ। স শিবানন্দঃ। অয়ং ঘট্টপালাধিকারী। বল্লভেন ভট্টেন। তৎ পুরত ঈয়িবান্ ঘট্টপালাধিকারিণোঽগ্রে প্রাপ্তবান্। পরিবৃতঃ ঘট্টপালাধিকারিণং। বিভয়াঞ্চকার শিবানন্দঃ। অনেন শিবানন্দেন। স ঘট্টপালাধিকারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্য লোকোঽহং।

সহিত পূর্বপূর্ব বৎসরের করও বর্ধিত হারে হিসাব করিয়া যোগ করিল, পরে সেই পুঞ্জিভূত কর আদায়ের জন্য শিবানন্দকে কাষ্ঠনিগড়ে বন্দী করিয়া রাখিল। তাঁহার বন্ধনে অদ্বৈতাদি সকলেই পরম উদ্বিগ্ন হইয়া স্নান-আহারাদি সব ত্যাগ করিলেন। (৫)

বৈদেশিক—তারপর তারপর

গন্ধর্ব—অতঃপর রাত্র দ্বিপ্রহর গত হইলে সেই পামর এক যষ্টিধারী সিপাহি-দ্বারা শিবানন্দকে ডাকিয়া পাঠাইল। 'এ বেটা প্রহার করিবে নাকি ? এইরূপ শঙ্কিত হইয়া সেন শিবানন্দ চৈতন্যচরণ স্মরণ করিতে করিতে নিজজন বল্লভের সহিত উহার সম্মুখে যাইয়া হাজির হইলেন। অনন্তর বহু মশালধারী পরিবৃত, সদ্য নিদ্রোত্থিত সেই চণ্ডাল বেটাকে দেখিয়া তিনি অত্যন্ত ভীত হইলেন। অনন্তর সেই পাষণ্ডী জিজ্ঞাসা করিল—'ওহে তুমি কি সপরিকরে আসিয়াছ', তিনি উত্তর দিলেন—'হ্যা' ; পুনরায় সে জিজ্ঞাসা করিল—'তুমি কা'র লোক', তিনি উত্তর দিলেন—শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের। পুনরায় সে জিজ্ঞাসা করিল—'তুমি চৈতন্যের আর আমি

ইত্যাকর্ণ্য প্রীতিসুমুখো ভূত্বা সাপরাধ ইব "অয়ে ময়া স্বপ্নো দৃষ্টঃ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যো মামুক্তবান্ 'মদীয়ো লোকস্ত্বয়া বদ্ধোঽস্তি, ত্বরিতমেব মুচ্যতাম্' ইতি। তদয়মপরাধো মে ক্ষন্তব্যঃ। তব কিঞ্চিদপি দাতব্যং নাস্তি, সুখেন প্রাতরুত্থায় সর্বৈঃ সহ গম্যতাম্" ইত্যুক্ত্বা দীপিকাধারিণৌ দ্বৌ উক্তবান্—'অস্য পরিকরো যত্র বর্ততে, তত্রায়ং স্থাপ্যতাম্' ইতি। তথা যাতে তদা সর্বেঽস্মদীশ্বরাদয় আহ্নিকমারব্ধবন্তঃ। (৬)

বৈদেশিকঃ—অহো বিচিত্রৈব চৈতন্যদেবস্য করুণাপ্রভাব ঐশ্বর্যঞ্চ।

গন্ধর্বঃ—ত্বং কুতোঽসি ?

বৈদেশিকঃ—অহমুত্তর-রাঢ়তঃ।

গন্ধর্বঃ—কথমেকাকী ?

বৈদেশিকঃ—নরহরিদাসাদিভিরহং প্রেষিতঃ।

অস্য শিবানন্দস্য। আয়াতে শিবানন্দে। (৬)

জগন্নাথের, জগন্নাথ ও চৈতন্যের মধ্যে কে মহান্ ? তিনি উত্তর দিলেন—আমার তো সত্যসত্যই এই জ্ঞান যে আমার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই মহান্। ইহা শুনিয়া সেই অমাত্য বড় প্রীত হইয়া অপরাধীর ভাবে বলিতে লাগিল—আমি আজ স্বপ্ন দেখিয়াছি—'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আমাকে বলিলেন—আমার লোককে তুমি বন্দী করিয়া রাখিয়াছ, তাহাকে অতি সত্বর মুক্ত কবিয়া দেও। অতএব তুমি আমার অপরাধ ক্ষমা কর, তোমার কিছুই দিতে হইবে না। প্রাতে উঠিয়া সকলের সহিত মনের আনন্দে চলিয়া যাও।' এইরূপ বলিয়া দুই মশালধারিকে আদেশ করিলেন,—ইঁহার পরিকরগণ যেখানে আছেন সেইখানে ইঁহাকে পৌঁছাইয়া দিয়ে আইস।' এইভাবে শিবানন্দ স্বস্থানে গিয়া পৌঁছিলে আমার প্রভু অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ স্নান-আহারাদি নিত্যকর্ম করিলেন। (৬)

বৈদেশিক—অহো আশ্চর্য—চৈতন্যদেবের করুণাপ্রভাব আর ঐশ্বর্য।

গন্ধর্ব—তুমি কোথা হইতে আসিতেছ ?

বৈদেশিক—উত্তর-রাঢ় হইতে।

গন্ধর্ব—একাকী কেন ?

বৈদেশিক—খণ্ডবাসী নরহরিদাসাদি সকলে আমাকে পাঠাইয়াছেন। (৭)

গন্ধর্বঃ—কিমর্থম্ ?

বৈদেশিকঃ—কদাসৌ পুরুষোত্তমং গন্তেতি জ্ঞাতুম্।

গন্ধর্বঃ—তদিহৈব মদীশ্বরালয়-নিকটে তিষ্ঠ, যাবদহং জ্ঞাত্বা সমাগচ্ছামি। অন্যে কেচিদ্দশ জনা ভবানিব তত্র চলন্তো মদীশ্বরেণৈব স্থাপিতাঃ, ময়ৈব সহ যূয়ং যাস্যথেতি। (৭)

বৈদেশিকঃ—কথং তেষু ভবদীশ্বরস্য তাদৃশানুগ্রহো জাতঃ ?

গন্ধর্বঃ—তেষ্বেকঃ পরমমধুরো লোকলোচন-রসায়নমিব নবীনবয়া রমণীয়রূপঃ সহজাবতীর্ণ-শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমরস-বাহ্যান্তরসরসঃ শ্রীনাথনামা দ্বিজকুলচন্দ্রস্তমতি-লোভনীয়ং দৃষ্ট্বা মদীশ্বরঃ পরমং পিপ্রিয়ে, উক্তঞ্চ—'ময়া রহসি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং ভবান্ দর্শ য়িষ্যতে, মাঽন্যসঙ্গে গন্তব্যম্' ইতি। গৃহতস্তদনুরোধেন মাসমারভ্য দশানামেব যোগক্ষেমং করোতি।

গন্তা গমিষ্যতি। অসৌ শিবানন্দঃ (৭)

তেষু দশজনেষু। তং শ্রীনাথং। উক্তং মদীশ্বরেণ! গন্তব্যং ভবদ্ভিঃ শ্রীনাথৈঃ। গৃহতঃ মদীশ্বরস্য গৃহতঃ। তং শ্রীনাথস্য। (৮)

গন্ধর্ব—কি কাজে ?

বৈদেশিক—ইঁহারা কবে পুরুষোত্তম রওনা হইবে, তাহাই জানিবার জন্য।

গন্ধর্ব—তুমি এখানেই আমার প্রভুর বাড়ীর নিকট অপেক্ষা কর যতদিন আমি খবর লইয়া ফিরিয়া না আসি। তোমারই মত অন্য কোনও দশজন যাত্রিকে শিবানন্দ সেনের সন্ধানে যাইতে দেখিয়া আমার প্রভু—'আমারই সঙ্গে তোমারা যইও'—এইরূপ বলিয়া এখানে রাখিয়াছেন।

বৈদেশিক—তাহাদের প্রতি তোমার প্রভুর এতাদৃশ অনুগ্রহের উদয় কি করিয়া হইল ?

গন্ধর্ব—তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন যাঁহার বয়স নবীন, রূপ পরমমধুর লোকলোচন-রসায়ন এবং যাঁহার বাহ্যাভ্যন্তর স্বতঃপ্রবাহিত শ্রীকৃষ্ণপ্রেমরসে পরিপূর্ণ,—সেই শ্রীনাথ নামক ব্রাহ্মণ-কুলতিলক লোভনীয় মূর্তিকে দেখিয়া আমার প্রভুর চিত্তে পরমপ্রীতির উদয় হইল! তিনি বলিলেন —'তোমাকে নিভৃতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদর্শন করাইব। অন্যসঙ্গে যাইও না।' মাসখানেক হইল এই ব্রাহ্মণের খাতিরে ঐ দশজনেরই খাওয়া-দাওয়া রক্ষণাবেক্ষণ সব কিছুর ব্যবস্থা প্রভুর গৃহ হইতে হইতেছে।

বৈদেশিকঃ—ভবত্বহমিহৈব স্থিত্বা ভবন্তং প্রতীক্ষে।

গন্ধর্বঃ—অহমপি শিবানন্দমনুসর্পামি। (ইত্যুভৌ নিষ্ক্রান্তৌ)

বিষ্কম্ভকঃ (৮)

(ততঃ প্রবিশতি শিবানন্দঃ, তৎসঙ্গে যিযাসবঃ কিয়ন্তোঽন্যে চ)

শিবানন্দঃ—(তত্রৈকং প্রতি)—'অয়ে ত্বং কুতোঽসি ?'

সঃ—মহাত্মন্! গোবর্ধনদাসেনাহং ত্বৎসমীপং প্রেষিতঃ।

শিবানন্দঃ—আং জ্ঞাতম্, রঘুনাথদাসোদ্দেশার্থং গমিষ্যতি ভবান্।

সঃ—অথ কিম্ ?

শিবানন্দঃ—কিং তদুদ্দেশেন ? (৯)

অন্যঃ—মহাশয়! স ত্বয়া পরিচীয়তে ?

শিবানন্দঃ—শ্রূয়তাম্,

৩। আচার্যো যদুনন্দনঃ সুমধুরঃ শ্রীবাসুদেবপ্রিয়-
স্তচ্ছিষ্যো রঘুনাথ ইত্যধিগুণঃ প্রাণাধিকো মাদৃশাম্।
শ্রীচৈতন্যকৃপাতিরেক-সতত-স্নিগ্ধঃ স্বরূপানুগো
বৈরাগ্যৈকনিধির্ন কস্য বিদিতো নীলাচলে তিষ্ঠতাম্ ?

স একঃ। স একঃ। তং রঘুনাথদাসস্য। মহাশয় হে শিবানন্দ। স রঘুনাথদাসঃ। (৯)

বৈদেশিক—ঠিক আছে, এখানে থাকিয়াই আপনার অপেক্ষা করিতেছি।

গন্ধর্ব—আমিও শিবানন্দের নিকটে যাই। (উভয়ের প্রস্থান)

বিষ্কম্ভক (৮)

(শিবানন্দের প্রবেশ—তাঁহার সঙ্গে পুরুষোত্তম যাত্রী অন্য কয়েকজন)

শিবানন্দ—(ওখানকার একজনের প্রতি) ওহে তুমি কে ?

সেই লোকটি—মহাশয়, আমাকে গোবর্দ্ধন দাস আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন।

শিবানন্দ—ও বুঝিলাম, আপনি রঘুনাথ দাসের অনুসন্ধানে যাইতেছেন।

সেই লোকটি—হ্যাঁ।

শিবানন্দ—তাহার অনুসন্ধানের প্রয়োজন কি ? (৯)

অন্য এক ব্যক্তি—মহাশয়। তা'কে কি আপনি চিনেন ?

শিবানন্দ—শোন—

অপি চ,—

৪। যঃ সর্বলোকৈকমনোঽভিরুচ্যা, সৌভাগ্যভূঃ কাচিদকৃষ্টপচ্যা।
যত্রয়মারোপণতুল্যকালং, তৎপ্রেমশাখী ফলবানতুল্যম্ ॥

তথাপি আগচ্ছ, ময়ৈব প্রতিপাল্য নেতব্যোঽসি ; যাবদদ্বৈতদেবাজ্ঞা ন লভ্যতে, তাবদেব বিলম্বঃ। (ইতি চিন্তয়তি।) (১০)

(ততঃপ্রবিশতি গন্ধর্বঃ)

গন্ধর্বঃ—অয়ে অয়ময়ং শিবানন্দঃ তদ্যাবদুপসর্পামি। (ইত্যুপসর্পতি।)

শিবানন্দঃ—(পুরোঽবলোক্য) অয়ে পুরতোঽয়মাচার্যগোস্বামিনো ভৃত্য ইব লক্ষ্যতে, তদ্ভদ্রং জাতম্, যদর্থং চিন্ত্যতে, তদেব সম্পন্নম্।

(উপসৃত্য)

যঃ রঘুনাথদাসঃ। যত্র রঘুনাথ সৌভাগ্য ভুরি।
তৎ গৌরাঙ্গস্য। (১০) তৎ অদ্বৈতাচার্যস্য।

৩। শ্রীবাসুদেবপ্রিয়-সুমধুর আচার্য যদুনন্দনের যিনি শিষ্য, যিনি শ্রীচৈতন্যের অত্যন্ত প্রিয় ও স্বরূপের অনুগত, যিনি শুদ্ধ বৈরাগ্যনিধি, যিনি ভক্তগণের প্রাণাপেক্ষাও প্রিয় ও সতত স্নিগ্ধ সেই রঘুনাথকে কে না চিনে।

আরও শোন,—

৪। তিনি সর্বজনপ্রিয় এক মনোভিরাম মূর্তি, তাঁহার চিত্ত এক অনির্বচনীয় সৌভগ্যভূমি যেখানে বিনা কর্ষণে শ্রীচৈতন্য-প্রেমতরু রোপণমাত্রেই ফলবান্ হইয়াছে।

তথাপি চল, আমিই প্রতিপালন করিয়া লইয়া যাইব, যে পর্যন্ত অদ্বৈত-দেবের আদেশ না আসিতেছে সে পর্যন্ত অপেক্ষা কর। (১০)

(অতঃপর গন্ধর্বের প্রবেশ)

গন্ধর্ব—এই তো শিবানন্দ, অতএব নিকটে যাই। (এই বলিয়া নিকটে গেলেন)

শিবানন্দ—(সম্মুখে তাকাইয়া) ওহে সম্মুখে আচার্য গোস্বামির ভৃত্যের মত মনে হইতেছে যে, ভালই হইল ; যাহার জন্য চিন্তা করিতেছিলাম তিনিই আসিলেন।

(নিকটে যাইয়া)

গন্ধর্বঃ—মহাশয় ! আজ্ঞাপয়তি ভগবানদ্বৈতগোস্বামী ভবন্তম্।

শিবানন্দঃ—অবহিতোঽস্মি, কথ্যতাম্।

(গন্ধর্বঃ 'আয়াতঃ' ইত্যাদি পুনঃ পঠতি।)

শিবানন্দঃ—অহমপি তদাজ্ঞাং প্রতীক্ষমাণ এবাস্মি। (১১)

গন্ধর্বঃ—বিশেষঃ কশ্চিদস্তি।

শিবানন্দঃ—কোঽসৌ ?

গন্ধর্বঃ—অস্মিন্নব্দে স্নানযাত্রা চ দ্রষ্টব্যেতি।

শিবানন্দঃ—অভীষ্টমেবৈতদখিলস্য, তৎ সাধয়, ভগবতো জ্ঞাপ্যন্তাম্, অয়মহং দিনানি নির্ধার্য চরণান্তিকং গচ্ছন্নস্মি, তাবদহং শ্রীবাসপণ্ডিতপ্রভৃতিভির্নির্ণেতুং তত্র গচ্ছামি, ত্বমপি সাধয়। (ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ)

(ততঃ প্রবিশত্যপটীক্ষেপেণ সার্বভৌমঃ) (১২)

সার্বভৌমঃ—যদ্যপি ভগবতোঽস্মিন্নর্থে নানুমতির্জাতা, তথাপি হঠাদেবাহং

কথ্যতাং ত্বয়া গন্ধর্বেণ। (১১) অখিলস্য সর্বলোকস্য। ভগবতঃ অদ্বৈতাচার্যস্য। অদ্বৈতপ্রভোশ্চরণান্তিকং। (১২)

গন্ধর্ব—মহাশয় ! ভগবান্ অদ্বৈত গোস্বামী আপনাকে খবর পাঠাইয়াছেন।

শিবানন্দ—শুনিতেছি, বল।

(গন্ধর্ব-'পুরুষোত্তমে যাইবার শুভদিন আসিয়া গেল'
ইত্যাদি পুনরায় পাঠ করিলেন)

শিবানন্দ—আমিও তাহার আজ্ঞার অপেক্ষাই করিতেছিলাম। (১১)

গন্ধর্ব—কিছু বিশেষ খবর আছে।

শিবানন্দ—তাহা কি ?

গন্ধর্ব—এই বৎসর স্নানযাত্রাও দেখিতে হইবে।

শিবানন্দ—সকলেরই এই ইচ্ছা, অতএব যাও, ভগবান্‌কে খবর দাও—'আমি দিন ঠিক করিয়া ভগবানের চরণসমীপে এই আসিলাম বলিয়া।' এখন আমি শ্রীবাসপণ্ডিত প্রভৃতির সহিত পরামর্শের জন্য সেখানে যাইতেছি, তুমিও চল। (এই বলিয়া প্রস্থান)

(অতঃপর পটপরিবর্তন, সার্বভৌমের প্রবেশ) (১২)

সার্বভৌম—'যদিও এইরূপ কার্যে ভগবানের অনুমতি নাই, তথাপি হঠাৎই

বারাণসীং গত্বা ভগবন্মতং গ্রাহয়ামীতি হঠাদেব তত্র গচ্ছন্নস্মি। ন জানে কিং ভবতি। যদ্যপি ভগবত ইচ্ছাধীনৈব করুণা, তথাপি করুণাপরতন্ত্রত্বং তস্যেতি কদাচিৎ করুণাপি স্বতন্ত্রা ভবতীতি করুণায়া এব সাহায্যেন যদ্ভবতি, তদেব ভবিষ্যতি। (ইতি পরিক্রামম্ পুরোঽবলোক্য) অহো যদমী একত্র সমুপচিতা অনেকশো নানাদেশীয়া জনাঃ পুরো দৃশ্যন্তে, তদমী তৈর্থিকা এব। (পুনর্নিভাল্য) অয়ে সর্ব এব গৌড়ীয়াঃ ; (পুনর্নিরূপ্য) অয়ময়মদ্বৈতাচার্যঃ, অয়ময়ং নিত্যানন্দাবধূতঃ, অয়ময়ং শ্রীবাসঃ, অয়ময়ং হরিদাসঃ, অয়ময়ং গদাধরদাসঃ, ইমে গোবিন্দঘোষাদয়ঃ, এষ মকরধ্বজঃ, এষ কাশীনাথঃ, এতে নরহরিপ্রমুখাঃ, এতে কুলীনগ্রামীণা রামানন্দাদয়ঃ, এতে নিত্যানন্দ-পার্ষদা গৌরীদাসাদয়ঃ। কিং বহুনা ? সর্বে শ্রীচৈতন্যপার্ষদা এব সমাগচ্ছন্তি। তদ্ভদ্রমেব জাতম্, অদ্যাত্রৈব স্থিত্বা প্রত্যেকমেতে সম্ভাষণীয়াঃ। (ইত্যুপসর্পতি।) (১৩)

অস্মিন্ গমনে। অমী জনাঃ (১৩)

আমি বারাণসী যাইয়া সন্ন্যাসিকুলকে শ্রীগৌরাঙ্গের মত গ্রহণ করাইব', এই মনে করিয়া হঠাৎ সেখানে যাইতেছি জানি না কি হইবে। যদিও ভগবানের ইচ্ছাধীনই করুণা,—তথাপি কখনও করুণাও স্বতন্ত্র হইয়া ভগবান্‌কে বশ করিয়া থাকে ;—অতএব এই করুণার উপরই একমাত্র ভরসা, ইহার সাহায্যে যাহা হইবার তাহাই হউক।

(এই বলিয়া কিছুদূর চলিয়া সম্মুখে তাকাইয়া)

অহো যেহেতু সম্মুখে নানাদেশীয় বহুলোককে একত্র সমবেত দেখা যাইতেছে,—সুতরাং ইহারা নিশ্চয়ই তৈর্থিক হইবেন। (পুনরায় ভাল করিয়া দেখিয়া) আহো ইহারা সকলেই যে গৌড়ীয়া দেখিতেছি। (পুনরায় নির্ণয় করিয়া) এই যে ইনি অদ্বৈত, এই যে ইনি নিত্যানন্দ অবধূত, এই যে ইনি শ্রীবাস, এই ইনি হরিদাস, এই ইনি গদাধর দাস, ইহারা গোবিন্দ ঘোষ ভ্রাতৃবৃন্দ, ইনি মকরধ্বজ, ইনি কাশীনাথ, ইঁহারা নরহরিপ্রমুখ খণ্ডবাসি-গণ, ইঁহারা কুলীনগ্রামী রামানন্দ বসু প্রভৃতি, ইঁহারা নিত্যানন্দ-পার্ষদ গৌরীদাসাদি ভক্তবৃন্দ। আর কত বলিব ? এই যাঁহাদের সম্মুখে আসিতে দেখা যাইতেছে ইঁহারা সকলেই শ্রীচৈতন্যপার্ষদ ; ভালই হইল, আজ এখানেই

(ততঃ প্রবিশন্তি ভগবদ্দর্শনার্থং প্রস্থিতা অদ্বৈতাদয়ঃ)

অদ্বৈতঃ—অয়ে পুরতঃ সার্বভৌম ইব দৃশ্যতে। কোঽর্থঃ ?

সার্বভৌমঃ—(উপস্থত্যাদ্বৈতং প্রণমতি। এবমন্যানপি, দূরে হরিদাসং বিলোক্য) কুলজাত্যনপেক্ষায় হরিদাসায় তে নমঃ। (হরিদাসো দূরেঽপসর্পন্ সসাধ্বসং প্রণমতি।)

অদ্বৈতঃ—সার্বভৌম ! ভবদ্ভিঃ কথং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপদারবিন্দস্য বিচ্ছেদ উরীকৃতঃ ?

সার্বভৌমঃ—এবমেব। (ইতি সর্বং কথয়তি।)

অদ্বৈতঃ—হংহো অদ্যাত্রৈব সর্বে বিশ্রাম্যন্তু। ভট্টাচার্যেণ সহ গোষ্ঠী কর্তব্যা।

সর্বে—যথা রুচিতং ভবদ্ভ্যঃ। (ইতি যথাযথং বাসং কুর্বন্তি।)

শ্রীকান্তঃ—(শিবানন্দং প্রতি) ভো মাতুলমহাশয় ! অহমগ্রে যামি, যদি বোঽনুমতির্ভবতি।

শিবানন্দঃ—যথাসুখং সাধয়।

থাকিয়া ইহাদের প্রত্যেককে সম্ভাষণ করি। (সকলের কাছে গেলেন)

(অতঃপর প্রবেশ—ভগবদ্ দর্শনার্থে আগত অদ্বৈতাদি)

অদ্বৈত—এই যে সম্মুখে সার্বভৌম আসিতেছে না ; কি ব্যাপার ?

সার্বভৌম—(নিকটে যাইয়া অদ্বৈতকে প্রণাম করিলেন, এইরূপে অন্যান্যদেরও করিলেন—পরে দূরে হরিদাসকে দেখিয়া বলিলেন)

হরিভজনে জাতিকুলাদির অপেক্ষা নাই, ইহা বুঝাইবার জন্যই ম্লেচ্ছকুলে আবির্ভূত তুমি হরিদাস,—তোমাকে প্রণাম।

(হরিদাস দূরে সরিয়া গিয়া সম্ভ্রমের সহিত প্রণাম করিলেন)

অদ্বৈত—সার্বভৌম ! আপনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরণকমল-বিরহ স্বীকার করিলেন কেন ?

সার্বভৌম—বলিতেছি শুনুন (এই বলিয়া সবকিছু খুলিয়া বলিলেন।)

অদ্বৈত—আজ এখানেই সকলের বিশ্রাম হউক, ভট্টাচার্যের সঙ্গে ইষ্টগোষ্ঠী করা যাইবে।

সকলে—আপনার যেরূপ অভিরুচি। (এই বলিয়া সেখানেই থাকিয়া গেলেন)

শ্রীকান্ত—(শিবানন্দের প্রতি) মাতুল মহাশয় ! যদি অনুমতি হয়, তবে আমি আগে চলিয়া যাই।

শিবানন্দ—যদি ইচ্ছা হয় স্বচ্ছন্দে যাইতে পার।

(শ্রীকান্তঃ প্রণম্য নিষ্ক্রামতি ।)

অদ্বৈতঃ—এহি ভট্টাচার্য এহি, বাসং কৃত্বা সময়ে সর্বং শ্রোতব্যম্। ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ ।) (১৪)

(ততঃ প্রবিশতঃ স্বরূপ-গোবিন্দৌ)

স্বরূপঃ—শ্রুতং গৌড়তঃ সর্বেঽদ্বৈতাদয়ঃ সমাগচ্ছন্তি ।

গোবিন্দঃ—অথ কিম্ ? সংপ্রতি তান্ মধ্যবর্ত্মনি পরিত্যজ্য শ্রীকান্তোঽধুনৈব সমায়াতঃ ।

স্বরূপঃ—ক্বাসৌ ?

গোবিন্দঃ—মহাপ্রভুণা সহ সঙ্কথয়ন্নাস্তে ।

স্বরূপঃ—তদাবামপি শৃণুবঃ । (ইতি উপসর্পতঃ ।) (১৫)

(ততঃ প্রবিশতি সুখোপবিষ্টঃ পুরীশ্বরেণ সহ মহাপ্রভুঃ, কিয়দ্দূরে শ্রীকান্তশ্চ)

মহাপ্রভুঃ—শ্রীকান্তঃ ! কথয় কে কে সমায়ান্তি ?

শ্রীকান্তঃ—প্রভো ! সর্ব এব ত্বদীয়াঃ, অস্মিন্নব্দে ন কোঽপি তত্র বর্ততে। অদৃষ্টশ্রীচরণাশ্চ কেচিৎ ।

স্বরূপঃ—(উপসৃত্য) জয়তি জয়তি মহাপ্রভুঃ ।

(শ্রীকান্ত প্রণাম করিয়া প্রস্থান)

অদ্বৈত—এস ভট্টাচার্য এস, একটু সুস্থ হইয়া বসি তারপর সব শুনিব ।

(সকলের প্রস্থান) (অতঃপর স্বরূপ ও গোবিন্দের প্রবেশ)

স্বরূপ—শুনিয়াছি গৌড় হইতে অদ্বৈতাদি-ভক্তগণ আসিতেছেন ।

গোবিন্দ—হ্যাঁ, সম্প্রতি তাঁহাদিগকে পথিমধ্যে ছাড়িয়া শ্রীকান্ত এই আসিয়া পৌছিল ।

স্বরূপ—সে কোথায় ?

গোবিন্দ—মহাপ্রভুর সহিত আলাপ করিতেছে ।

স্বরূপ—আমরাও শুনিগা চল । (এই বলিয়া মহাপ্রভুর নিকট চলিলেন) ।

(অতঃপর প্রবেশ পুরীশ্বরের সহিত সুখোপবিষ্ট মহাপ্রভু, কিছুদূরে শ্রীকান্ত)

মহাপ্রভু—শ্রীকান্ত বলতো কে কে আসিতেছে ?

শ্রীকান্ত—তোমার গণ সকলেই আসিয়াছে, এ বৎসর কেহই পিছে পড়িয়া নাই । আর অপরিচিতও কেহ কেহ আসিয়াছে ।

মহাপ্রভুঃ—এহেহি স্বরূপ। (ইতি স্বসমীপমুপবেশয়তি।)

(শ্রীকান্তঃ স্বরূপং প্রণমতি)

মহাপ্রভুঃ—শ্রীকান্তঃ! ততস্ততঃ? কে তেঽদৃষ্টপূর্বাঃ? (১৬)

শ্রীকান্তঃ—প্রভোঃ! অদ্বৈতাচার্যস্য পুত্রা বিষ্ণুদাস-গোপালদাসাদয়ঃ। অন্যশ্চাদ্বৈতসঙ্গে কশ্চিদখিল-জনপ্রিয়ঃ শ্রীনাথনামা।

মহাপ্রভুঃ—কথমসৌ শিবানন্দসঙ্গং ত্যক্ত্বা তৎসঙ্গে আয়াতি?

শ্রীকান্তঃ—তেনোক্তম্,—'ময়া নিভৃতে ভবান্ মহাপ্রভোঃ সমীপে নীত্বা তদ্বিশেষানুগ্রহং গ্রাহয়িতব্যঃ' ইতি তদাশ্বাসেন। (১৭)

মহাপ্রভুঃ—(বিহস্য স্বরূপং প্রতি) শ্রূয়তাম্,—

৫। অদ্বৈতোপায়নমিদমতিস্বাদু ভাবীতি কার্যং
প্রেমৈতস্মিন্ কিমপি ভবতাপ্যত্র মৈত্রী সরূপ!
ত্বঞ্চাস্মিন্ শঙ্কর সুমধুরং ভাবমুদ্ভাবয়েথাঃ
সর্বেষাং হি প্রকৃতিমধুরো হন্ত তুল্যেন যোগঃ॥

অসৌ শ্রীনাথঃ। তৎ অদ্বৈতার্যস্য। তেন অদ্বৈতার্যেণ। তৎ মহাপ্রভোঃ। তৎ অদ্বৈতস্য (১৭)

স্বরূপং প্রতি বদতি। ভাবি ভবিষ্যতি। কার্যং কর্তব্যং। এতস্মিন্ শ্রীনাথে। হি যতঃ। প্রকৃতি মধুরঃ স্বভাব মধুরঃ।

স্বরূপ—(নিকটে আসিয়া) মহাপ্রভুর জয় হউক জয় হউক।

মহাপ্রভু—এস এস, স্বরূপ।

(এই বলিয়া নিজের নিকট বসাইলেন)

(শ্রীকান্ত স্বরূপকে প্রণাম করিলেন)

মহাপ্রভু—শ্রীকান্ত! তারপর তারপর? অপরিচিত তাহারা কে?

শ্রীকান্ত—অদ্বৈতাচার্যের পুত্র বিষ্ণুদাস, গোপাল দাস প্রভৃতি। অপর অদ্বৈতের সঙ্গে কোনও এক সর্বজনপ্রিয় শ্রীনাথ নামক ব্রাহ্মণ আসিয়াছেন।

মহাপ্রভু—শিবানন্দের সঙ্গে না আসিয়া তিনি কেন তাঁহার সঙ্গে আসিতেছেন?

শ্রীকান্ত—অদ্বৈত প্রভু বলিলেন,—'আমি তোমাকে মহাপ্রভুর নিকট নিভৃতে লইয়া গিয়া তাঁহার বিশেষ অনুগ্রহভাজন করাইয়া দিব।' তাঁহার এই আশ্বাসের দরুন।

উভৌ—যথাজ্ঞাপয়তি দেবঃ।

মহাপ্রভুঃ—পুনঃ কে ?

শ্রীকান্তঃ—বাসুদেবাপত্যং মাতুলস্য পুত্রৌ।

মহাপ্রভুঃ—তৌ দৃষ্টপূর্বৌ। (১৮)

শ্রীকান্তঃ—কনীয়াংস্তু যঃ সোঽদৃষ্টশ্রীচরণঃ।

মহাপ্রভুঃ—(পুরীশ্বরং প্রতি) স্বামিন্! তব দাসঃ।

শ্রীকান্তঃ—প্রভো এবমেব।

মহাপ্রভুঃ—ততস্ততঃ ?

শ্রীকান্তঃ—রামানন্দবসোরপত্যম্। এবমন্যেঽপি।

মহাপ্রভুঃ—স্বামিন্ পুরীশ্বর! হংহো স্বরূপ! অস্মিন্নব্দে এতেষাং কৃতে খল্বমী মদ্দর্শনং লপ্স্যন্তে।

উভৌ স্বরূপ গোবিন্দৌ। (১৮) দাসঃ পুরীদাস ইত্যর্থ শঙ্কেতিতং।

এতেষাং অদৃষ্ট পূর্বাণাং কৃতে নিমিত্তায় অন্যথা দৃষ্ট পূর্বৈরপ্যহং নাত্র দর্শনীয় ইতঃ স্থানান্তরং ন গতোঽহমিতি সূচিতং। অমী অদৃষ্ট পূর্বা।

মহাপ্রভু—(হাস্য করিয়া স্বরূপের প্রতি) শোন, অদ্বৈতের আনিত এই উপায়ন অতি স্বাদু হইবে—অতএব অলৌকিক প্রেমডোরে ইঁহাকে আমি বাঁধিয়া লইব, স্বরূপ! তুমিও ইঁহার সহিত মৈত্রী স্থাপন করিয়া লইও, আর শঙ্কর! তুমি সুমধুরভাবে ইঁহাকে গ্রহণ করিও। তোমাদের সকলেরই মধুর স্বভাব—কি আনন্দ সমানে সমানে মিলন হইবে।

উভয়ে—যে আজ্ঞে ভগবান্।

মহাপ্রভু—আর কে কে আসিয়াছে ?

শ্রীকান্ত—বাসুদেবের পুত্র আর আমার মাতুলের পুত্রদ্বয়।

মহাপ্রভু—এই দুইজনকে পূর্বে দেখিয়াছি।

শ্রীকান্ত—কনিষ্ঠটিকে আপনি দেখেন নাই।

মহাপ্রভু—(পুরীশ্বরের প্রতি) স্বামী! এ তোমার দাস।

শ্রীকান্ত—প্রভু! তাই বটে।

মহাপ্রভু—তারপর তারপর ?

শ্রীকান্ত—রামানন্দ বসুর সন্তান, এবং অন্যান্য অনেকে আসিয়াছেন।

মহাপ্রভু—স্বামী পুরীশ্বর! ওহে স্বরূপ! ইহাদের সন্মানেই উহারা আমার

উভৌ—(স্বগতম্) অহো কঃ সন্দর্ভোহস্য বচসঃ, ভবতু স্বয়মেব স্ফুটিষ্যতি।

মহাপ্রভুঃ—অস্মিন্নব্দে ভূপালদর্শনমাচার্যস্য ভবিষ্যতি।

শ্রীকান্তঃ—দেব ! ময়া দূরাদেবাগতম্, তেন তদনভিজ্ঞোহস্মি। (১৯)

পুরীশ্বর-স্বরূপৌ—(স্বগতম্) অহো অবগতম্, গতেহব্দেহদ্বৈতাচার্যেণ যদ্-ভূপালঃ সম্ভাষিতস্তেন স এবাক্রোশোহদ্যাপি ভগবতো মনসি জাগর্তি।

মহাপ্রভুঃ—পুরীশ্বর ! বাসুদেবচরিতমেব মে রোচতে।

পুরী—ভাগ্যবানেবাসৌ, যস্য পরোক্ষেহপি ভগবন্তঃ প্রশংসন্তি। (২০)

(নেপথ্যে কলকলঃ)

পুরী—(আকর্ণ্য) দেব ! উপসন্না এবামী, যদয়ং কোলাহলঃ শ্রূয়তে।

মহাপ্রভুঃ—গোবিন্দ ! ভগবৎপ্রসাদমালাং গৃহীত্বোপসর্পতু ভবান্।

গোবিন্দঃ—যথাজ্ঞাপয়তি। (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ) (২১)

উভৌ পুরীশ্বর স্বরূপৌ। (১৯) যস্য বাসুদেবস্য সম্বন্ধে (২০)
অমী অদ্বৈতার্যাদয়ঃ। (২১)

দর্শন পাইতেছে।

উভয়ে—(স্বগত) এই কথার কি তাৎপর্য ?—যাহা হউক পরে আপনিই পরিষ্কার হইবে।

মহাপ্রভু—এই বৎসর আচার্যের রাজ-দর্শন হইবে।

শ্রীকান্ত—দেব ! আমি দূর হইতে আসিয়াছি অতএব এ ব্যাপারে কিছু জানি না। (১৯)

পুরীশ্বর-স্বরূপ—(স্বগত) অহো বুঝিলাম, যেহেতু গতবৎসর আচার্য রাজ-সম্ভাষণ করিয়াছিলেন—এই নিমিত্ত যে আক্রোশ তাহা আজও ভগবানের মনে জাগরুক রহিয়াছে।

মহাপ্রভু—পুরীশ্বর ! বাসুদেবের চরিত্রই আমার ভাল লাগে।

পুরীশ্বর—ভগবান্ পরোক্ষেও যাহার প্রশংসা করেন তিনি নিশ্চয়ই ভাগ্যবান্।

(নেপথ্যে কলকল)

পুরীশ্বর—(শুনিয়া) দেব ! ইহারা আসিয়া গেল, ঐ যে কোলাহল শোনা যাইতেছে

মহাপ্রভু—গোবিন্দ ! জগন্নাথের প্রসাদমালা লইয়া তুমি আগাইয়া যাও

গোবিন্দ—যে আজ্ঞে। (প্রস্থান

(প্রবিশ্য)

বাণীনাথঃ—(প্রণম্যাঞ্জলিং বদ্ধা) দেব ! মহাপ্রসাদান্নাদীনি ভগবতঃ শ্রীজগন্নাথস্য ।

মহাপ্রভুঃ—বাণীনাথ ! সাধু সময়জ্ঞোঽসি, যদধুনাদ্বৈতাদীনামাগমনমাকলয্যৈবং কৃতবান্। যাবদ্‌গোবিন্দ এতি, তাবৎ স্বয়মেব ক্বাপি সমাবেশয়। (বাণীনাথস্তথা করোতি।) (২২)

(প্রবিশ্য)

কাশীমিশ্রঃ—ভগবন্ ! শ্বঃ খলু ভগবতঃ স্নানমহোৎসবঃ । (২৩)

মহাপ্রভুঃ—আং জানামি, কিন্তু ভো মিশ্র ! যথাস্মিন্নব্দে আপামরমপি স্নানমহোৎসবং মদীয়গৌড়ীয়াঃ সুখেন পশ্যন্তি, তথা কর্তব্যম্ ।

কাশীমিশ্রঃ—স্বামিন্ ! ভূপতিনাদিষ্টোঽস্মি, অস্মিন্নব্দে মদীয়াবরোধাদয়ঃ কেঽপি দেবস্নানং ন দ্রক্ষ্যন্তি, তে যত্র চক্রবেষ্টোপরি স্থিত্বা পূর্বং দেবস্নানং পশ্যন্তি, তত্রৈব সর্বে গৌড়ীয়া আরোহণীয়াঃ । (২৪)

এতি আগচ্ছতি। সমাবেশয় তং বাণীনাথং। (২২) শ্বঃ ভবিষ্যৎ কল্যে। (২৩) অবরোধাদয়ঃ অমাত্য পরিজনাদয়ঃ। তে মদীয়াবরোধাদয়ঃ।

পূর্বং পূর্ব বৎসরে। আরোহণীয়াঃ ত্বয়া কাশীমিশ্রেণ। তস্মৈ প্রতাপরুদ্রায় তস্য মঙ্গলং ভূয়াৎ পুরাৎ নগরাৎ। (২৪)

(প্রবেশ করিয়া)

বাণীনাথ—(প্রণাম করিয়া জোড়হাতে) দেব ! এই যে ভগবান্-জগন্নাথের মহাপ্রসাদ অন্নাদি ।

মহাপ্রভু—বাণীনাথ ! তুমি যথার্থ ই সময়াভিজ্ঞ, যেহেতু অদ্বৈতপ্রমুখ ভক্তবৃন্দের আগমনবার্তা শুনিয়াই মহাপ্রসাদের ব্যবস্থা করিয়্যছ। যে পর্যন্ত গোবিন্দ না আসে সে পর্যন্ত তুমিই কোথাও উহা ধরিয়া রাখ। (বাণীনাথ তাহাই করিলেন)

(প্রবেশ করিয়া)

কাশীমিশ্র—ভগবন্ ! কাল ভগবান্-জগন্নাথের স্নান-মহোৎসব । (২৩)

মহাপ্রভু—হ্যাঁ জানিলাম, কিন্তু ওহে মিশ্র ! এই বৎসয় যাহাতে আমার গৌড়ীয়া আপামর সকলের সুখে স্নান-মহোৎসব দর্শন হয় তাহা করিবে।

মহাপ্রভুঃ—স্বস্তি তস্মৈ।

(পুনর্নেপথ্যে সংকীর্তনধ্বনিঃ)

পুরীঃ—স্বামিন্ ! চারগণেশং প্রাপ্তা অমী।

মহাপ্রভুঃ—স্বরূপ ! ত্বমগ্রতোঽভিগচ্ছ, পশ্চাদহমপি।

স্বরূপঃ—যথাজ্ঞাপয়সি। (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ)।

পুরীঃ—(স্বগতম্)

৬। আক্ষেপোঽপি মহানসৌ প্রকটিতঃ সংপ্রত্যয়ং চাদরো
ভূয়ানেব বিকাশ্যতে ভগবতাদ্বৈতং প্রতি স্নিহ্যতা।
সৌহার্দস্য স এবমেব মহিমা দেহস্বভাবাৎ সতো-
র্বন্ধুনাং গুণদোষয়োরপি গুণে দৃষ্টির্ন দোষগ্রহঃ॥ (২৫)

মহাপ্রভুঃ—পুরীশ্বর ! উত্তিষ্ঠ বয়মপ্যভিগচ্ছামঃ।

অমী অদ্বৈতাদয়ঃ।

স্নিহ্যতা স্নেহযুক্তেন। সৌহার্দস্য ভাবস্য। (২৫)

কাশীমিশ্র—স্বামী ! মহারাজ নিজেই আদেশ করিয়াছেন—'এ বৎসর আমার অন্তপুরচারিণীগণ কেহই স্নানযাত্রা দর্শন করিবে না, চক্রবেড়োপরি যে স্থানে বসিয়া পূর্বে তাঁহারা স্নানযাত্রা দর্শন করিত সেই স্থানে এবার গৌড়ীয়াগণ বসিবে।

মহাপ্রভু—তাহার মঙ্গল হউক।

পুরীশ্বর—স্বামী ! উহারা চারগণেশের স্থান পর্যন্ত আসিয়া গিয়াছে।

মহাপ্রভু—স্বরূপ ! তুমি অভ্যর্থনা করিয়া আনার জন্য আগাইয়া যাও, নিজে আমিও আসিতেছি।

স্বরূপ—যে আজ্ঞে। (প্রস্থান)

পুরীশ্বর—(স্বগত) ৬। অহো, ভগবান্ অদ্বৈতের প্রতি কি স্নেহ ! তখন ক্রোধের ভাবও যেমন খুব প্রকাশিত হইল এখন আবার তেমনি বিশ্বাস-আদরও খুবই প্রকাশিত হইতেছে। সৌহার্দের এইরূপই মহিমা,—দেহ-স্বভাবে বন্ধুগণের স্বতঃ গুণ-দোষ দুইই থাকিলেও—গুণেই মাত্র দৃষ্টি হয় দোষে নয়।

মহাপ্রভু—পুরীশ্বর ! চলুন আমরাও আগাইয়া যাই।

পুরীঃ—উত্তিষ্ঠন্তু গোস্বামিনঃ। (ইতি পুরাদভ্যুপগচ্ছন্তি।)

(ততঃ প্রবিশতি ভগবৎপ্রসাদমালালম্ভনলব্ধদ্বিগুণ-হর্ষো নৃত্যানন্দনির্ভরোঽদ্বৈতঃ পরিতঃ কীর্তয়ন্তশ্চাভিতঃ শিবানন্দাদয়শ্চ। অদ্বৈতো দূরাদাগচ্ছন্তং মহাপ্রভুমালোক্য নৃত্যন্নেব ভূমৌ নিপততি।)

শিবানন্দঃ—(স্বতনয়ং প্রতি সর্বান্ শ্রাবয়িত্বা) পশ্য পশ্য অয়ময়ম্,

৭। বিদ্যুদ্দাম-দ্যুতিরতিশয়োৎকণ্ঠকণ্ঠীরবেন্দ্র-
ক্রীড়াগামীকনকপরিঘদ্রাঘিমোদ্দামবাহুঃ।
সিংহগ্রীবো নবদিনকরদ্যোত-বিদ্যোতি-বাসাঃ
শ্রীগৌরাঙ্গঃ স্ফুরতি পুরতো বন্দ্যতাং বন্দ্যতাং ভোঃ॥

(ইতি সর্বে ভূমৌ প্রণম্য পুনর্যাবদুত্তিষ্ঠন্তি, তাবদেবাদ্বৈতগোষ্ঠীপ্রবিষ্টং ভগবন্তং পুনর্দৃগ্‌ভিরন্বেষয়ন্তি।) (২৬)

ভগবদিতি শ্রীজগন্নাথস্য প্রসাদমালা লম্ভেন করণেন লব্ধঃ দ্বিগুণ হর্ষো যেন। পরিতঃ বেষ্টিতঃ।

অতিশয়েতি অতিশয়োৎকণ্ঠেন সিংহেন্দ্র ইব ক্রীড়াগামী।

পরিঘং ভুজবল ইতি খ্যাতেঃ। (২৬)

পুরীশ্বর—গোস্বামিগণ! চলুন চলুন। (এই বলিয়া আগাইয়া চলিলেন)

(অতঃপর প্রবেশ—জগন্নাথের মালাচন্দন-লাভে দ্বিগুণ উল্লসিত ও নৃত্যানন্দে আবিষ্ট অদ্বৈত, আর তাঁহাকে ঘিরিয়া সংকীর্তনরত শিবানন্দাদি ভক্তগণ।)

শিবানন্দ—(সকলকে শুনাইয়া নিজ পুত্রের প্রতি) দেখ দেখ ঐ যে ঐ যে,

৭। অঙ্গদ্যুতি বিদ্যুৎদামসম ঝলমল করিতেছে, ভক্তসঙ্গমের উৎকণ্ঠায় সিংহরাজসম সচ্ছন্দভঙ্গীতে চলিয়াছেন, সুদীর্ঘ বাহুযুগল কনক-পরিঘকে ধিক্কৃত করিয়া লীলায় দুলিতেছে—ঐ যে সম্মুখে সিংহগ্রীব শ্রীগৌরাঙ্গ উজ্জ্বল নবারুণ বসনে স্ফুরিত হইতেছেন। প্রণাম কর প্রণাম কর।

(এরপর সকলেই ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া উঠিবার পূর্বেই মহাপ্রভু অদ্বৈতের গোষ্ঠিতে গিয়া প্রবেশ করিলেন, ভক্তবৃন্দ উঠিয়া এদিক্ ওদিক্ তাকাইয়া তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন) (২৬)

শিবানন্দঃ—(নির্বর্ণ্য)

৮। অদ্বৈত-চৈতন্যদৃঢ়োপগূহনে, ন কোঽপি কঞ্চিৎ পরিচেতুমীশ্বরঃ।
চৈতন্যমদ্বৈতমিতীক্ষতে জনো,ঽদ্বৈতঞ্চ চৈতন্যমিতীক্ষতে ক্ষণম্ ॥

পশ্যত ভোঃ,

৯। অদ্বৈতমগ্রে বিনিধায় দেবো, দিদৃক্ষয়া তস্য গতঃ পুরস্তাৎ।
প্রবেশয়ত্যেব নিজাশ্রমান্ত-,র্বিলম্ব্য সর্বে ক্রমতো বিশন্তু ॥ (২৭)

(ইতি সর্বান্নিবার্য ক্রমাৎ প্রবেশয়তি। মহাপ্রভুরুপবিশ্য প্রত্যেকমদ্বৈতাদীন্ যথাযথমালিঙ্গনসম্ভাষণাবলোকনাদিভির্নন্দয়িত্বা ভগবৎপ্রসাদান্নং শ্রীহস্তেন মুষ্টিপ্রপূরং দদাতি। অদ্বৈতাদয়ো যথাক্রমং গৃহ্নন্তি।)

ভগবান্—ভো ভো অদ্য নাপরং ভোক্তব্যম্, চক্রবেষ্টোপরি সর্বৈরেবাদ্য রজনীমুখে সমারোঢ়ব্যম্, যথা সুখেন স্নানমহোৎসবো দৃশ্যতে।

নির্বর্ণ্য দৃষ্ট্বা। ঈশ্বরঃ সমর্থো ভবতি। দেবঃ গৌরাঙ্গঃ। তস্য অদ্বৈতস্য।
পুরস্তাৎ সর্বেষাং প্রবেশাৎ পূর্বং। বিলম্ব্য লোকসংঘট্টত্বাৎ। (২৭)
রজনীমুখে প্রদোষ কালে। (২৮)

শিবানন্দ—(লক্ষ্য করিয়া)

৮। অদ্বৈত আর চৈতন্য দৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ, কে-যে অদ্বৈত, আর কে-যে চৈতন্য কিছুই বুঝা যাইতেছে না, কখনও অদ্বৈতকে চৈতন্য আবার কখনও চৈতন্যকে অদ্বৈত বলিয়া ভ্রম হইতেছে। দেখ দেখ,—

৯। ঐ যে গৌরসুন্দর অদ্বৈতকে নয়নে নয়নে রাখিবার ইচ্ছায় তাঁহাকে অগ্রে করিয়া তৎপশ্চাৎ-পশ্চাৎ চলিতে চলিতে নিজবাসা গম্ভীরায় গিয়া পৌঁছাইলেন, ঐ যে এইবার বহির্দ্বার পার হইয়া চলিয়াছেন। ওহে শোন, তোমরা হুড়াহুড়ি না করিয়া ক্রমানুসারে পরে সকলে প্রবেশ কর। (২৭)
(এইভাবে সকলকে নিবারণ করিয়া ক্রমানুসারে প্রবেশ করাইলেন—মহাপ্রভু উপবেশন করিয়া অদ্বৈতপ্রমুখ ভক্তবৃন্দকে যথাযথ আলিঙ্গন-সম্ভাষণ-শুভদৃষ্টিপাতাদি দ্বারা আনন্দিত করিয়া জগন্নাথ-প্রসাদান্ন নিজহাতে মুষ্টি ভরিয়া ভরিয়া দিলেন—অদ্বৈতাদি সকলেই যথাক্রমে গ্রহণ করিলেন।)

ভগবান্—শোন শোন—আজ এই জগন্নাথ-প্রসাদ ছাড়া আর অন্য কিছু আহার জুটিবে না, কারণ সুখে স্নানযাত্রা দর্শনের জন্য সন্ধ্যাকালেই চক্রবেড়ের উপরে সকলের উঠিতে হইবে।

সর্বে—যথাজ্ঞাপয়ন্তি। (ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ) (২৮)

স্বরূপঃ—ভগবন্! স্বয়মপি যথাসময়মাহ্নিকং কর্তুমর্হন্তি।

ভগবান্—যথারুচিতং বঃ। (ইতি পুরীগোস্বামিনা সহ নিষ্ক্রান্তঃ)

স্বরূপঃ—কাশীমিশ্র! ভূপালো রাজধানীতঃ সাংপ্রতমাগন্তা কিং গুণ্ডিচা-নিকটে?

(নেপথ্যে) (২৯)

আয়াতঃ।

কাশীমিশ্রঃ—গোস্বামিন্! যথায়ং প্রস্তৌতি, তথাগত ইব লক্ষ্যতে।

স্বরূপঃ—তস্ম স্নানদর্শনং সুখেন ন ভাবি।

কাশীমিশ্রঃ—তত্ত্বং জানামি। (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ) (৩০)

স্বরূপঃ—গোবিন্দ! এহি ভগবন্তমনুগচ্ছাব। (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ)

(ততঃ প্রবিশতি বড়ভীস্থো রাজা পুরোহিতশ্চ)

যথা সময়মতিক্রম্য। বঃ যুষ্মভ্যং। গুণ্ডিচা নিকটে আগন্তা ইতি জিজ্ঞাসতি। (২৯) সুখেন ন ভাবি ভবিষ্যতি লোক সংঘট্টত্বাৎ (৩০)

সকলে—যে আজ্ঞে। (এই বলিয়া প্রস্থান)

স্বরূপ—ভগবন্! আপনারও যথাসময়ে স্নান-আহারাদি হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ভগবান্—তোমাদেন যেরূপ ইচ্ছা। (এই বলিয়া পুরীগোঁসাইর সহিত প্রস্থান)

স্বরূপ—কাশীমিশ্র! মহারাজ কি সম্প্রতি রাজধানী হইতে গুণ্ডিচা নিকটে আসিয়াছেন?

(নেপথ্য কথা)

আসিয়াছেন

কাশীমিশ্র—গোস্বামী প্রভু! এই নেপথ্য কথা ইইতে মনে হইতেছে তিনি আসিয়াছেন।

স্বরূপ—তবে তো মহাপ্রভুর স্নান দর্শন সুখে হইবে না।

কাশীমিশ্র—কি ব্যাপার বুঝিয়া আসি! (প্রস্থান)

স্বরূপ—গোবিন্দ এস, আমরা ভগবানের নিকট যাই। (এই বলিয়া প্রস্থান)

(অতঃপর চন্দ্রশালিকোপরি উপবিষ্ট রাজা এবং পুরোহিত)

রাজা—পুরোহিত ! অস্মিন্নব্দে ময়া ইহ স্থিতেনৈব স্নানং দ্রষ্টব্যম্। অন্যথা ভগবতো গৌরাঙ্গস্য সঙ্কোচো ভবিষ্যতি।

পুরোহিতঃ—উচিতমেবৈতৎ।

রাজা—কঃ কোঽত্র ভো আহূয়তাং কাশীমিশ্রঃ।

(প্রবিশ্য)

কাশীমিশ্রঃ—অয়মস্মি, আজ্ঞাপয়তু দেবঃ।

রাজা—মিশ্র !

১০। যে গৌড়ীয়া ইহ ভগবতঃ পার্ষদাস্তজ্জনা বা
তেষাং যে বা তদনুগমিনো হন্ত যে বা সভৃত্যাঃ।
সর্বেঽস্মৎস্ত্রী-তনয়-সুহৃদো যত্র যত্রোপবিশ্য
স্নানং পশ্যন্ত্যতিসুখমমী সন্তু তত্রোপবিষ্টাঃ॥

কাশীমিশ্রঃ—মহারাজ ! ভবদাজ্ঞয়া পূর্বমেব তথৈব সম্পাদিতমস্তি। (৩১)

রাজা—সুবিহিতম্।

(প্রবিশ্য)

অন্যথা বিষয়সঙ্গিনো মম প্রকাশরূপেণ স্নানদর্শনে সতি (৩১)

রাজা—পুরোহিত ! এ বৎসর আমি এখানে থাকিয়াই স্নান-যাত্রা দর্শন করিব। অন্যথা ভগবান্ গৌরসুন্দরের সঙ্কোচ হইবে।

পুরোহিত—ইহাই সমীচীন।

রাজা—এখানে কে আছ, কাশীমিশ্রকে ডাকতো।

(প্রবেশ—কাশীমিশ্র)

কাশীমিশ্র—এই যে আমি, দেব আজ্ঞা করুন।

রাজা—মিশ্র ! ১০। গৌড়দেশ হইতে ভগবানের পার্ষদবৃন্দ, তাঁহাদের আত্মীয়-পরিজন-ভৃত্য যাঁহারা যাঁহারা আসিয়াছেন তাঁহারা সকলে, যে স্থানে পূর্ব-পূর্ব বৎসর আমার স্ত্রী-পুত্র-বন্ধুবর্গ বসিয়া স্নানযাত্রা দর্শন করিত, সেইস্থানে বসিয়া অতি সুখে স্নানযাত্রা দর্শন করুন।

কাশীমিশ্র—মহারাজ ! আপনার আজ্ঞায় পূর্বেই এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

রাজা—উত্তম।

(কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চুকী—দেব ! দেব্যো বিজ্ঞাপয়ন্তি—অস্মাভির্দেবস্নানং দ্রষ্টুমাগতম্, তন্নাভূদিতি।

রাজা—কথং নো ভবিষ্যতি, ইহৈব স্থিত্বা তাভিরপি দ্রষ্টব্যম্, পশ্যায়ং তৎপ্রকারোঽস্তি কল্পিতঃ।

কাশীমিশ্রঃ—দেব ! পশ্য পশ্য,

১১। স্নানালয়স্যাভিমুখং সুধৌত-,মট্টং গতাশ্চন্দ্রকরাভিগুপ্তম্।
দেবা ইবৈতে বিলসন্তি ভক্তাঃ, সর্বে নভোমধ্যে ইবোপবিষ্টাঃ ॥

রাজা—সাধু প্রবেশিতা ইমে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপার্ষদাঃ, তদধুনা সাধয়তু ভবান্ জগন্নাথবিজয়সময়ো নেদীয়ানিব জাতঃ, তদুচিত-কর্মণে নাপরং বিলম্বস্ব। (৩২)

কাশীমিশ্রঃ—যথাজ্ঞাপয়তি। (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ)

(ততঃ প্রবিশন্তি মহিষ্যঃ)

মহিষ্যঃ—জঅদু জঅদু মহারাও। [জয়তু জয়তু মহারাজঃ।]

তৎ দেবস্নানদর্শনং। তাভিঃ দেবীভিঃ। পশ্য ত্বং কঞ্চুকী। তৎ দেবীনাং দেবস্নানদর্শনস্য। কল্পিতঃ ময়া। প্রবেশিতা ভবদ্ভিঃ কাশীমিশ্রাদিভিঃ। নেদীয়ান্ নিকট ইব। (৩২)

কঞ্চুকী—মহারাজ ! রাণীমাতাগণ বলিয়া পাঠাইয়াছেন—'স্নানযাত্রা দর্শনের জন্য আমরা আসিয়াছি বটে, কিন্তু স্থানাভাবে এবার বুঝি আমাদের দর্শন হয় না।

রাজা—কেন হইবে না ? এখানে থাকিয়াই তাহারা দর্শন করিবে, এই দেখ ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

কাশীমিশ্র—মহারাজ ! দেখুন দেখুন,

১১। স্নানালয়ের সম্মুখস্থ চন্দ্রকিরণ-ধৌত রমণীয় অট্টালিকাপোরি অবস্থিত ভক্তগণ আকাশপথে রথোপরি উপবিষ্ট দেবতাগণের মত শোভা পাইতেছেন।

রাজা—বেশ ভাল ভাল, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-পর্ষদগণকে অট্টালিকাপোরি যথাস্থানে আনা হইয়াছে।
এদিকে জগন্নাথ-বিজয়-সময়ও হইয়া গিয়াছে, অতএব তোমরা যথাকর্তব্য কার্য সম্পাদন কর, আর বিলম্বে কাজ কি ?

কাশীমিশ্র—যে আজ্ঞে (প্রস্থান)

(অতঃপর মহিষীগণের প্রবেশ)

মহিষীগণ—মহারাজের জয় হউক জয় হউক।

রাজা—(দেবীং প্রতি) এহি দেবি এহি, কৃতার্থীকুরু জন্মঃ। (ইতি সম্মানমুপবেশ্য) দেবি! পশ্য পশ্য,

১২। ইমে চৈতন্যদেবস্য পার্ষদা বিশ্বপাবনাঃ।
কিয়তৈব বিলম্বেন তমপ্যালোকয়িষ্যসি ॥

তদেতান্ প্রণম। (দেবী প্রণমতি।)

রাজা—পশ্য পশ্য, মহদিদমাশ্চর্যম্,

১৩। মহাজ্যৈষ্ঠীযোগে ভবতি ভগবদ্দেবকুলগা
পতাকোদঞ্চন্তীত্যতিসুবিদিতোঽয়ং জনরবঃ।
ইতি শ্রদ্ধোন্নেত্রা যুগপদভিপশ্যন্তি ত ইমাং
লিহন্তীং তজ্জিহ্বামিব তুহিনভানোরিব বপুঃ ॥

মহিষী—দেঅ! সচ্চং জ্জেব্ব এসা জণসুদী। [দেব! সত্যমেবৈষা জনশ্রুতিঃ।] (৩৩)

কিয়তা কিঞ্চিং। তং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং। এতান্ শ্রীচৈতন্যপার্ষদান্। দেবকুলঃ দেউলঃ। শ্রদ্ধোন্নেত্রা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পার্ষদাঃ। ইমাং পতাকাং। তং দেবকুলজিহ্বামিব। (৩৩)

রাজা—(প্রধানা মহিষীর প্রতি) দেবী এস, জন্ম সফল কর। (এই বলিয়া সসম্মানে বসাইয়া) দেবী! দেখ দেখ, বা ২৬ ১

১২। ঐ যে চৈতন্যদেবের বিশ্বপাবন পার্ষদবৃন্দ, কিছুকাল পর স্বয়ংচৈতন্যদেবকেও দেখিতে পাইবে।

অতএব ইঁহাদিগকে প্রণাম কর। (দেবী প্রণাম করিলেন)

রাজা—দেখ দেখ, আর এক পরমাশ্চর্য ব্যাপার।

১৩। 'মহাজ্যৈষ্ঠী-পূর্ণিমার যোগ যখন হয় তখন শ্রীমন্দিরের উপরে একটি পতাকা আপনা-আপনি উদিত হইতে দেখা যায়',—এইরূপ জনশ্রুতি অতি সুবিদিত। এইজন্য পার্ষদবৃন্দ সশ্রদ্ধভাবে উর্দ্ধনেত্রে সকলে একসঙ্গে ঐদিকে চাহিয়া আছেন। দেখ, ঐ তো মন্দিরের উপরে পতাকার উদয় হইতেছে, মনে হইতেছে—মন্দিরের জিহ্বা যেন চন্দ্রমাকে লেহন করিতে উর্দ্ধগামী হইতেছে।

মহিষী—দেব! এই জনশ্রুতি কি সত্যই। (৩৩)

রাজা—পশ্য স্বয়মপি। (ইত্যুৎপতন্তীং পতাকাং দর্শয়তি।)

(নেপথ্যে কাহলধ্বনিঃ)

রাজা—(আকর্ণ্য) দেবি! পশ্য পশ্য, জগন্নাথদেবস্য বিজয়সময়ো জাতস্তদা-কলয়ামি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবস্যাগমনম্। (ইতি তথা কৃত্বা সহর্ষম্) অয়ময়ং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ। পশ্য পশ্য,

১৪। অবিরল-জনসঙ্ঘে সর্বমূর্ধোর্ধ্ববর্তী,
স্ফুরতি ভগবতোঽয়ং মণ্ডলঃ শ্রীমুখস্য।
তরত্তুরুবিধহংসে বারিরাশাবিবোচ্চৈঃ,
কলয় কিমপি হেম্নঃ পদ্মমুদ্দণ্ডনালম্॥ (৩৪)

দেবী—অজ্জউত্ত! অম্হাণং উস্‌সবাদোবি উস্‌সবান্তরমাপড়িদং, জদো জঅন্না-হদংসণত্থিণীণং গোরচন্দদংসণং জাদং। [আর্যপুত্র! অস্মাকমুৎসবাদ-প্যুৎসবান্তরমাপতিতম্, যতো জগন্নাথ-দর্শনার্থিনীনাং গৌরচন্দ্রদর্শনং জাতম্।]

হে দেবি ত্বং পশ্য। তরদিতি তরন্তঃ প্লবন্তঃ উরুবিধা হংসা যত্র। হংসা অত্র ভক্তাঃ। বারিরাশি সমুদ্রঃ। অত্র যাত্রিক লোকঃ সমুদ্রঃ। অপি অনির্বচনীয়ং (৩৪)

রাজা—নিজ চোখেই দেখ-না।

(এই বলিয়া পতাকা উদিত হইতেছে—এই দৃশ্য রাণীকে দেখাইলেন)

(নেপথ্যে কাহলধ্বনি)

রাজা—(শুনিয়া) দেবী! দেখ দেখ, জগন্নাথদেবের বিজয়-সময় হইয়া গিয়াছে, এইবার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের আগমন-পথের দিকে চাহিয়া থাকি।

(সেইদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া উল্লাসের সহিত বলিয়া উঠিলেন।) এই যে এই যে ইনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। দেখ দেখ,

১৪। বিবিধ হংসশ্রেণীতে পরিশোভিত হ্রদে উচ্চ নালে প্রস্ফুটিত রমনীয় কনক কমলের মত তাঁহার অনির্বচনীয় সুন্দর সোনার মুখখানি ভক্তজনসমুদ্রের মাঝে সকলের মস্তকোপরি শোভা পাইতেছে। (৩৪)

দেবী—আর্যপুত্র! আজ আমাদের এই রথযাত্রা উৎসবের উপর আর একটি মহান উৎসব উপস্থিত হইয়াছে, যেহেতু জগন্নাথদর্শনার্থিদের শ্রীগৌরচন্দ্রের দর্শন হইতেছে।

(সংস্কৃতেন) ১৫। মহঃপূরঃ সত্ত্বো বিষয়রস-সংশোষণ-বিধৌ
প্রচণ্ডো মার্তণ্ড-ব্যতিকর ইবাস্য প্রসৃমরঃ।
অহার্যং মাধুর্যং ভগবদনুরাগামৃতকিরো
মহাবর্ম্মা কোঽয়ং কনকনিধিরক্ষ্ণোঃ পথি গতঃ ॥

অপি চ,

১৬। নির্মঞ্ছয়ানি বিধুভিমু্খবিম্বমস্য, নীরাজয়ানি চ রুচং কনকপ্রদীপৈঃ।
সংপূজয়ানি পদপদ্মমসুপ্রসূনৈঃ, প্রত্যাদদানি করুণামপি দেহলক্ষৈঃ ॥

(ইতি প্রণমতি)

রাজা—যথার্থোঽয়মনুভাবো ভবত্যাঃ, তদাকলয় শ্রীজগন্নাথোঽপি স্নানালয়মধ্যারূঢ়ঃ। (দেবী আলোক্য প্রণমতি।)

(নেপথ্যে পুনঃ কাহলধ্বনি)

রাজা—(আকর্ণ্য) দেবি ! পশ্য পশ্য শ্রীজগন্নাথ-স্নানম্। (৩৫)

দেবী—(উভয়তো দৃষ্টিমাধায়) অজ্জউত্ত ! মহং জেব্ব কোদুহলং। [আর্যপুত্র ! মহদেব কৌতূহলম্।]

মহঃ তেজঃপুঞ্জঃ। ব্যতিকরঃ সমূহঃ। প্রসৃমরঃ প্রসরণশীলঃ। অহার্যং নির্মঞ্ছনীয়ং। কনকনিধিঃ কনকমণিঃ। অস্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্য। প্রত্যাদদানি প্রতিগৃহ্নানি। (৩৫)

উভয়তো জগন্নাথ গৌরাঙ্গয়োঃ। (৩৬)

১৫, ১৬। এ কোন কনকমণি আমার নয়নপথে পতিত হইতেছে, যাঁহার প্রচণ্ড মার্তণ্ড সদৃশ তেজোরাশিতে জীবমাত্রের চিত্তের বিষয়রস পরিশোষিত হইতেছে, এবং যাঁহার অসীম রূপমাধুরী দশদিক্ ভগবদনুরাগামৃত ধারায় প্লাবিত করিয়া দিতেছে। ইচ্ছা হয় শতকোটি চাঁদের জোছনায় ঐ চাঁদ-বদনের নির্মঞ্ছন করি, আর সোনার প্রদীপে ঐ রূপমাধুরীর আরত্রিক করি, আর জীবনকুসুমদ্বারা ঐ পাদপদ্মের সেবা করি, এবং লক্ষদেহে ইঁহার কৃপালেশ বরণ করি। (এই বলিয়া প্রণাম)

রাজা—তুমি ভাগ্যবতী, তোমার এই অনুভব যথার্থ, এখন ঐ দেখ শ্রীজগন্নাথও স্নানালয়ে আসিয়া উঠিলেন। (দেবী দর্শন করিয়া প্রণাম করিলেন।)

(নেপথ্যে পুনরার কাহলধ্বনি) (৩৫)

রাজা—(শুনিয়া) দেবী ! দেখ শ্রীজগন্নাথ-স্নানযাত্রা দেখ।

দেবী—(গৌর ও জগন্নাথ দুই দিকেই দৃষ্টি দিয়া) আর্যপুত্র ! বড়ই কৌতুকাবহ।

রাজা—দেবি! কিং তৎ?

দেবী—(সংস্কৃতেন)

১৭। অন্যোন্যাভিমুখস্থিতৌ বিনিমিষাবন্যোন্য-সংদর্শনে
স্নানাম্ভোনয়নাম্ভসোঃ প্লুততনূ র্বারয়া ধারয়া।
কারুণ্যৈকমহানিধী ভবভয়প্রধ্বংসনৈকৌষধী
দেবৌ তুল্যরুচী পুরো বিলসতঃ প্রশ্যাম-গৌরাবপি ॥

রাজা—সত্যমেবৈতৎ। (৩৬)

দেবী—অজ্জউত্ত! ণিব্বুঢ়ো সিণাণমহূসবো দেঅস্স, জদো দক্খিণাহিমুহ-বিলোঅণক্খণে অণ্ণদোসরই গোরচন্দমা। [আর্যপুত্র! নির্ব্যূঢ়ঃ স্নানমহোৎসবো দেবস্য, যতো দক্ষিণাভিমুখবিলোকনক্ষণে অন্যতঃ সরতি গৌরচন্দ্রমাঃ।]

রাজা—এবমেব ;

১৮। অগ্রতোঽস্য বিরলায়তে জনঃ, পৃষ্ঠতস্ত্ববিরলায়তে পুনঃ।
পার্ষদাস্তু পরিতো ভুজাভুজি, শ্রদ্ধয়া বিদধতি স্ম মণ্ডলম্ ॥ (৩৭)

অস্য শ্রীজগন্নাথস্য গৌরাঙ্গস্য। (৩৭)

রাজা—তাহা কিরূপ?

দেবী—১৭। পরস্পর মুখোমুখি হইয়া অনিমেষ নয়নে একে অন্যকে দর্শন করিতেছেন, স্নানবারি ধারায় জগন্নাথ সিক্ত হইতেছেন, আর গৌর সিক্ত হইতেছেন নয়নজল ধারায়,—দুইই করুণার সিন্ধু, দুইই দীনহীনবন্ধু, দুইই ভবভয়-ধ্বংস-মহৌষধি ; তুল্যরুচি দুইজন,—চিক্কনশ্যাম, আর গৌর সম্মুখে দীপ্তি পাইতেছেন।

রাজা—সত্যই তাই। (৩৬)

দেবী—প্রভু-জগন্নাথের স্নান-মহোৎসব শেষ হইল বোধ হয়, যেহেতু দক্ষিণদিক্ হইতে দৃষ্টি সরাইয়া গৌরচন্দ্র অন্যদিকে চলিয়া যাইতেছেন।

রাজা—তা'ই হইবে—

১৮। জগন্নাথের সম্মুখ হইতে লোক চলিয়া যাইতেছে, আর পশ্চাৎ দেশে হুড়হুড়ি পড়িয়া গিয়াছে। জগন্নাথের সেবকগণ চতুর্দিকে হাত ধরাধরি করিয়া শ্রদ্ধার সহিত মণ্ডলী রচনা করিয়া রহিয়াছেন। (৩৭)

(নেপথ্যে)

১৯। অনবসরতামভ্যায়াতে প্রভুর্জগদীশ্বরে,
বিরহবিধুরাং হন্তাবস্থাং জগাম যতীশ্বরঃ।
ভবতি বিশদ-প্রেমানন্দাবতারতয়া যদা,
হৃভিনিবিশতে যস্মিন্তস্মিন্তদৈব স তন্ময়ঃ॥

রাজা—(আকর্ণ্য) অয়ে নিশ্চিতমিদমুক্তং কাশীমিশ্রেণ, তৎ পুনরাকলয়ামি বাক্যশেষম্। (ইতি সাবধানস্তিষ্ঠতি।)

(পুনস্তত্রৈব)

২০। স্নানং নো তুলসী-নিষেচনবিধির্নো চক্রসন্দর্শনং
নো নামগ্রহণঞ্চ নো নতিততির্নো হন্ত ভিক্ষাপি নো।
শ্রীনীলাচলচন্দ্রমোঽনবসর-ব্যাজাৎ স্বয়ৈবেচ্ছয়া
স্বীকৃত্য স্ববিয়োগদুঃখমনিশং নিঃস্পন্দমাক্রন্দতি॥ (৩৮)

যদা যস্মিন্ কালে। যস্মিন্ বস্তুনি। তস্মিন্ বস্তুনি। তদা তস্মিন্ কালে। তন্ময়ঃ চটকগির্যাদৌ গোবর্দ্ধনাদি ভাবনা বৎ। আক্রন্দতি যতীশ্বরঃ। (৩৮)

(নেপথ্যে কথা)

১৯। হায় হায় প্রভু জগন্নাথের অনবসর কাল উপস্থিত হইলে সন্ন্যাসিশিরোমণি গৌরচন্দ্র বিরহে অধীর হইয়া পড়িলেন। ইহাই স্বাভাবিক, চৈতন্য অবতার শুদ্ধ প্রেমানন্দস্বরূপ—যে রসে যখন অভিনিবেশ হয় তাহাতেই তখন তন্ময়তা আসিয়া যায়।

রাজা—(শুনিয়া) নিশ্চয়ই এ কাশীমিশ্রের কথা—অতএব পুনরায় শুনি কথার শেষাংশ কি?

(এই বলিয়া অভিনিবেশ পূর্বক শুনিতে লাগিলেন)

(পুনরায় নেপথ্য কথা)

২০। নিত্যকর্ম স্নান নাই, তুলসীতে জল দেওয়া নাই, চক্রদর্শন নাই, নাম গ্রহণও নাই, নতি-স্তুতি-বন্দনাদি নাই, হায় হায় আহারাদিও নাই; শ্রীনীলাচলচন্দ্রের অনবসরচ্ছলে স্বেচ্ছায় স্ববিয়োগ-দুঃখ স্বীকার করিয়া নিশ্চল হইয়া ভূমিতে পড়িয়া রাত্রিদিন কাঁদিয়া আকুল হইতেছেন। (৩৮)

রাজা—অহো প্রমাদঃ, যাবদনবসরং তাবদেব চেদেবং স্যাত্তদা কিং ভবতি ?

(পুনস্তত্রৈব)

২১। নান্যোঽপ্যুপায়ঃ প্রিয়কীর্তনস্য, সংকীর্তনানন্দথুমন্তরেণ।
রসান্তরায়েতি তদেব কর্তুং, স্বরূপ এবোদ্যমমাতনোতি॥

রাজা—ভদ্রং বো ভদ্রম্ ; (দেবীং প্রতি) প্রিয়ে ! ত্বমিতোঽপসর, আকারয়ামি তাবদেনং কাশীমিশ্রমিতি।

দেবী—জহ আণবেদি। [যথাজ্ঞাপয়তি।] (ইতি নিষ্ক্রান্তা) (৩৯)

(ততঃ প্রবিশতি কাশীমিশ্রঃ)

কাশীমিশ্রঃ—জয়তি জয়তি দেবঃ।

রাজা—মিশ্র ! কথয় কিমুক্তং ভবতা।

কাশীমিশ্রঃ—যদুক্তং তথৈব তৎ।

রাজা—কথয় স্বরূপগোস্বামিনা কিং মন্ত্রিতমস্তি।

কাশীমিশ্রঃ—ভগবতা স্বীকৃতে তথাবিধ-বিরহবৈকল্যানুভবে তদপনোদনার্থং

প্রিয়কীর্তনস্য শ্রীকৃষ্ণস্য। অন্তরেণ বিনা। (৩৯)
যদুক্তং ভবতা রাজ্ঞা। কিং মন্ত্রিতমস্তি মহাপ্রভো রেতাদৃশি বিরহ ব্যাপারে। তদপনোদনার্থং তদ্বিরহ বৈকল্যস্য খণ্ডনার্থং।

রাজা—অহো প্রমাদ ! যতদিন অনবসর-কাল ততদিনই যদি এই অবস্থা চলে তবে কি অঘটনই না ঘটে ?

(পুনঃ নেপথ্যে কথা)

২১। কীর্তনপ্রিয় গৌরহৃদয়ে সঙ্কীর্তনানন্দ বিনা রসান্তর সৃষ্টির আর কোন উপায় নাই, অতএব সেই উদ্যোগই স্বরূপ করিতেছেন।

রাজা—বেশ বেশ। (দেবীর প্রতি) প্রিয়ে, তুমি এখন যাও, আমি কাশী-মিশ্রকে ডাকিব।

দেবী—যে আজ্ঞে। (প্রস্থান) (৩৯)

(অতঃপর কাশীমিশ্রের প্রবেশ)

কাশীমিশ্র—জয় মহারাজের জয়।

রাজা—মিশ্র ! আপনি কি বলিতেছিলেন বলুন।

কাশীমিশ্র—যা' বলা হইল—ঐ তো কথা।

রাজা—স্বরূপ গোসাই কি যুক্তি করিল তাহা বলুন।

সকলৈরেব সুহৃদ্ভিঃ সহ মন্ত্রিতম্—'অদ্য সায়ং যদি গোপীনাথ-বিজয়দর্শনানন্তরং ভগবতা মধুরতর-ভগবৎকীর্তনং শ্রূয়তে, তদা রসান্তরং ভবতি। তস্মিংশ্চ সতি বিরহাবেশঃ শ্লথতে' ইতি সংমন্ত্র্য রোহিণীকুণ্ড-সবিধে পরমাপ্তৈস্তদীয়হৃজ্‌জ্ঞৈরেব কতিপয়ৈর্মধুরমধুরকীর্তনমারব্ধমস্তি।

রাজা—মিশ্র! কথমিদমালোক্যতে?

কাশীমিশ্রঃ—জগতীঞ্চেদারোহসি।

রাজা—তথৈব ক্রিয়তে। (ইতি তেন সহ তদারোহং নাটয়তি।)

(নেপথ্যে মধুরতরসংকীর্তন-কলকলঃ) (৪০)

কাশীমিশ্রঃ—(নিরূপ্য) ভো মহারাজ! পশ্য পশ্য,

২২। বিরহব্যথৈব মূর্তা, করুণো রস এব মূর্তিমান্ দিবসম্।
আসীদ্য এব সম্প্রতি, কীর্তন-কলতোঽয়মন্যথা জাতঃ॥

মন্ত্রিতং শ্রীরূপগোস্বামিনা। সায়ং সন্ধ্যায়াং।
তস্মিংশ্চ রসান্তরে সতি। সবিধে নিকটে। হৃজ্‌জ্ঞৈঃ হৃদয়জ্ঞৈঃ।
ইদং সঙ্কীর্তনং। তেন কাশীমিশ্রেণ। তং জগত্যাং। (৪০) কলতঃ ধ্বনিতঃ।

কাশীমিশ্র—ভগবান্ তথাবিধ বিরহবৈকল্য-অনুভবে মুহ্যমান হইলে তাহা প্রশমনের জন্য সুহৃদ্‌গণের সহিত স্বরূপ যুক্তি করিলেন—'আজ সন্ধ্যায় যদি গোপীনাথ-বিজয় দর্শনের পর মহাপ্রভু মধুর মধুর কৃষ্ণকীর্তন শ্রবণ করেন তবে রসান্তর হইবে, আর তাহা হইলেই বিরহ-আবেশও শিথিল হইবে।' এই মন্ত্রণা করিয়া শ্রীগৌরহরির পরম নিজজন হৃদয়জ্ঞ কতিপয় পার্ষদ রোহিণীকুণ্ডের তটে মধুর মধুর কীর্তন আরম্ভ করিলেন।

রাজা—মিশ্র। এই কীর্তন আমার কি করিয়া দর্শন হয়, বলুন তো।

কাশীমিশ্র—এই মঞ্চের উপর উঠুন।

রাজা—তাহাই করি। (এই বলিয়া কাশীমিশ্রের সহিত মঞ্চের উপর উঠিলেন)

(নেপথ্যে অতি মধুর সঙ্কীর্তন কলকল) (৪০)

কাশীমিশ্র—(নির্ণয় করিয়া) ওহে মহারাজ, দেখুন দেখুন—

২২। যিনি সারাদিন বিরহবেদনায় আকুল হইয়া করুণরসের মূর্তবিগ্রহের মত অবস্থান করিতেছিলেন তিনি এখন মধুর কীর্তনধ্বনি শ্রবণে অন্যভাব প্রকাশ করিতেছেন।

রাজা—ভবতি হি,

২৩। আনন্দ-কন্দলিতমস্য বপুর্যদা যং, ভাবং স্পৃশত্যথ তমেব বহির্ব্যনক্তি।
বৈঃ পূর্যতে স্ফটিকজা ঘটিকা রসৈস্তৈ-,স্তদ্বর্ণভাগ্ ভবতি তানুপদর্শয়ন্তী॥

(পুনর্নেপথ্যে গানধ্বনিঃ) (৪১)

রাজা—(আকর্ণ্য) কিমেতদ্গীতম্ ?

কাশীমিশ্রঃ—ভগবদ্বংশীনাদমাধুরীপ্রতিপাদকমিদং গৌড়ীয়-ভাষোপনিবদ্ধ-মিতি দেবেন নাকলয্যতে।

রাজা—অহো চিত্রং যদেষঃ,—

২৪। গৌরঃ কৃষ্ণ ইতি স্বয়ং প্রতিফলন্ পুণ্যাত্মনাং মানসে
নীলাদ্রৌ নটতীহ সংপ্রথয়তে বৃন্দাবনীয়ং রসম্।
আদ্যঃ কোঽপি পুমান্ নবোৎসুকবধূকৃষ্ণানুরাগব্যথা-
স্বাদী চিত্রমহো বিচিত্রমহহো চৈতন্যলীলায়িতম্॥

অস্য শ্রীমহাপ্রভোঃ তং ভাবং। তান্ রসান্। (৪১) ইদং গীতং। (৪২)

রাজা—তাই বটে—

২৩। ইঁহার শ্রীঅঙ্গ পুঞ্জিভূত আনন্দস্বরূপ—স্ফটিকের পাত্রে যেমন যখন যে বর্ণের তরল পদার্থ রাখা হয় তখন সেই বর্ণেই রঞ্জিত হয় ও বাহিরেও তাহা প্রকাশ করে ঠিক তেমনি ইঁহাকে যখন যে ভাব স্পর্শ করে তখন সেই ভাবেই ইনি বিভাবিত হন ও বাহিরেও তাহা প্রকাশ করেন।

(পুনরায় নেপথ্যে গানধ্বনি) (৪১)

রাজা—এটি কি গান।

কাশীমিশ্র—শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদমাধুরী প্রতিপাদক গান এটি, গৌড়ীয় ভাষায় রচিত বলিয়া আপনি বুঝিতে পারিতেছেন না।

রাজা—অহো কি আশ্চর্য, যেহেতু,

২৪। গৌর কৃষ্ণেরই আবির্ভাব বিশেষ,—এই অনুভব পুণ্যাত্মাগণের মানসপটে প্রতিফলিত করিতে করিতে ইনি নাচিতেছেন, আর ইহাতে বৃন্দাবনের মধুর রসধারা এই নীলাচলে বহিয়া যাইতেছে। পুরাণপুরুষ আদ্যহরি ইনিই আবার নবানুরাগিনী গোপবধূর ভাবে বিপ্রলম্ভ রসাস্বাদনে বিভোর হইয়া পড়িতেছেন। কি আশ্চর্য—চৈতন্যলীলা অতীব বিচিত্র।

(পুনর্নিরূপ্য) অয়ে চিরকালমেকস্যৈব গীতপদস্য ধ্রুবমেব গীয়তে। (৪২)

কাশীমিশ্রঃ—প্রথমতো যস্যাং লীলায়াং মনঃ প্রবিবেশ, ন ততঃ পূনরাবর্ততে।

রাজা—ভবত্যেবমেব। (ইতি পুনরালোক্য সহর্ষম্) অহো কীদৃশমস্য মাধুর্যম্, পশ্য পশ্য,

২৫। জানূৎক্ষেপ-ভুজাবধূনন-পদন্যাসাক্ষিবিক্ষেপণৈ-
র্হন্তানন্দয়তো মনাংসি সুহৃদাং বিশ্বং জড়ীকুর্বতঃ।
নিষ্ঠৈবৈর্মুখমস্য ভাতি সুভগস্মেরং মহানন্দতঃ
ফেনৈর্হৈমসরোরুহং বৃতমিব স্যানৈরিবেন্দুর্হিমৈঃ॥

(পুনরালোক্য সবিস্ময়ম্) অয়ে,

২৬। ক এষ নিঃসাধ্বসমাস্যমণ্ডলা-,ন্নিষ্ঠেবমাকৃষ্য পিবন্ প্রমোদতে।
চন্দ্রাদ্‌বহির্ভূতমিবামৃতদ্রব-, স্বোল্লাসিনং ফেনমহো চকোরকঃ॥ (৪৩)

কাশীমিশ্রঃ—শুভানন্দনামায়ং বৈষ্ণবঃ।

ততঃ লীলায়াঃ। অবধূননং কম্পনং। এষ বৈষ্ণব। (৪৩) শুভানন্দঃ শিবানন্দস্য পুত্রঃ।

(পুনরায় কীর্তন শুনিয়া) একই ধূয়ামাত্র বহুকাল গান করিতেছেন, কি ব্যাপার? (৪২)

কাশীমিশ্র—প্রথমে যে লীলায় তন্ময়তা আসিয়া যায়, পরে আর তাহা হইতে মন সরে না।

রাজা—তাই বটে—(পুনরায় দর্শন করিয়া উল্লাসের সহিত) অহো কি অপূর্ব মাধুর্য ইঁহার, দেখ হে দেখ,—

২৫। জানু-উৎক্ষেপ, পদন্যাস, বাহুর সঞ্চালন, আর মধুর নেত্রভঙ্গি ভক্তগণের মন ভরিয়া দিতেছে। প্রেমবিকারে প্রভুর মুখে ফেনের উদ্গম হইতেছে, আর সেইসঙ্গে বিকশিত হইতেছে মন্দ মন্দ হাস্য—মনে হইতেছে যেন কনককমল ঘিরিয়া জলের ফেনা কিম্বা পূর্ণচন্দ্র ঘিরিয়া হিমরাশি শোভা পাইতেছে।

(পুনরায় দেখিয়া বিস্ময়ের সহিত) ওহে,

২৬। চকোর যেমন চাঁদ হইতে ক্ষরিত অমৃত-রস মনের উল্লাসে পান করে ঠিক সেইরূপ এ কে এমন নির্ভয়ে মনের আনন্দে ঐ মুখমণ্ডল হইতে ফেনা তুলিয়া পান করিতেছে? (৪৩)

কাশীমিশ্র—শুভানন্দ নামক এক বৈষ্ণব।

রাজা—অহো একমেব গীতধ্রুবপদম্, এক এব তারঃ স্বরঃ, এক এবোল্লাসো গায়কানাং যামদ্বয়ং যাবৎ। ভগবতোঽপি সমান এবানন্দপ্রকাশচমৎকারঃ, তদমীভী রসান্তরেণ বিরহাবেশতরঙ্গে। দূরীকৃতঃ, প্রকৃতরসান্তরং কেনান্তরয়ন্ত। উভয়থৈব ভগবত আহ্নিকবিগমঃ।

কাশীমিশ্রঃ—তথাপি বিরহাবেশো ভক্তানাং দুঃসহঃ। (ইতি পুনর্নিভাল্য) দেব! নির্ব্যূঢ়োঽয়ং নৃত্যোৎসবঃ। যদমী ভগবন্তং ধৃত্বা স্বাবাসং প্রতি গচ্ছন্তি।

রাজা—ভদ্রং ভদ্রম্, সংভাব্যতে কদাচিদাহ্নিকমপি, তদধুনা মিশ্র! ভগবৎসমীপমেব গম্যতাম্। অহমিহৈব ক্ষণং নিদ্রামি।

কাশীমিশ্রঃ—যথাজ্ঞাপয়সি। (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ) (৪৪)

তারঃ উচ্চৈঃস্বরঃ। অমীভিঃ গায়কস্বরৈঃ।

কেন প্রকারেণ কোপ্যন্তরয়ন্ত। উভয়থৈব শ্রীজগন্নাথাবসরবিরাহাৎ সঙ্কীর্তনাবেশত্বাচ্চ। দেব হে রাজন্। নির্ব্যূঢ়ো মহান্। অমী ভক্তাঃ। (৪৪)

রাজা—অহো দ্বিপ্রহরকাল পর্যন্ত একই গানের ধূয়া, একই তা'র স্বর, গায়কগণের একই প্রকার উল্লাস চলিতেছে, ভগবানও একই প্রকার আনন্দচমৎকারিতা প্রকাশ করিতেছেন, অতএব দেখা যাইতেছে ভক্তগণ রসান্তর ঘটাইয়া বিরহ-আবেশ-তরঙ্গ শান্ত করিয়াছেন বটে, কিন্তু এখন এই প্রস্তুত রসান্তর দূর হয় কি করিয়া, উভয় প্রকারেই তো ভগবানের স্নান-আহারাদি বন্ধ।

কাশীমিশ্র—তথাপি ভগবানের বিরহ-আবেশ ভক্তগণের নিকট দুঃসহ। (এই বলিয়া পুনরায় নিরীক্ষণ করিয়া) দেব! প্রভু নৃত্যোৎসব সম্বরণ করিলেন, ঐ দেখুন ভক্তগণ তাঁহাকে ধরিয়া নিজ আবাসের দিকে লইয়া যাইতেছেন।

রাজা—ভাল ভাল, মনে হয় এরপর কখনও স্নান-আহ্নিকাদিও করিবেন, অতএব মিশ্র এখন আপনি ভগবানের নিকট যান। আমি কিছুকাল নিদ্রা যাই।

কাশীমিশ্র—যে আজ্ঞে। (প্রস্থান) (৪৪)

রাজা—গতো মিশ্রস্তদিহ নিদ্রামি। (ইতি নিদ্রাং নাটয়িত্বা পুনরুত্থায়)
অহো বিভাতেয়ং বিভাবরী। যতঃ,

২৭। অস্তাচলোদয়মহীধরয়োস্তটান্তং, শীতাংশুচণ্ডকরণাবুপসেদিবাংসৌ।
তুল্যত্বিষৌ মৃদুতয়া বহতঃ প্রগেঽস্য, বর্ষীয়সঃ ক্ষণমিবোপবিলোচনত্বম্॥
(ইতি পরিতো বিলোকয়তি।) (৪৫)

(নেপথ্যে)

অহো মহৎ কৌতুকম্,—

২৮। প্রাতঃ প্রত্যহমর্ঘ্যগন্ধ-তুলসী-পুষ্পাদিভিঃ পূজয়-
ত্যদ্বৈতে ভগবন্তমন্তরসুখাবেশোল্লসদ্রোমণি।
স্মিত্বা তৈর্হঠতো হৃতৈরতিরসেনাদ্বৈতমভ্যর্চয়ন্
দেবো বুবু রিতৈর্মুখেঽঙ্গুলিদলৈরুদ্বাদ্যবাদ্যং ব্যধাৎ॥

অপি চ,

শীতাংশুশ্চন্দ্রমাঃ অস্তাচলস্য তটান্তং উপসেদিবান্ চণ্ডকিরণঃ সূর্যঃ উদয়াচলস্য তটান্তং উপসেদিবানিতি বিচ্ছেদঃ। বর্ষীয়সঃ অতিবৃদ্ধস্য চন্দ্রস্য।
পরিতঃ সর্বতোভাবে। (৪৫)

রাজা—মিশ্র চলিয়া গিয়াছেন, এখন কিছুকাল নিদ্রা যাই। (এই বলিয়া নিদ্রার অভিনয় করিয়া পুনরায় উঠিয়া)
অহো, রাত্রি প্রভাত হইল। যেহেতু,

২৭। অস্তাচলগামী চন্দ্র ও উদয়গামী সূর্য উভয়েই দিগন্তপ্রাপ্ত হওয়তঃ তুল্য কান্তি ও মৃদুতা ধারণ করিয়াছে। অস্তাচলগামী এই চন্দ্র এখনই অদৃশ্য হইবে।
(এই বলিয়া চতুর্দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলেন) (৪৫)

(নেপথ্য কথা)

অহো মহাকৌতুক উপস্থিত,

২৮। অদ্বৈত আনন্দাবেশে রোমাঞ্চিত কলেবরে অর্ঘ-গন্ধ-তুলসী-পুষ্পাদি দ্বারা ভগবানকে দৈনন্দিন প্রাতঃপূজা করিলে তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া বলাৎকারে পূজোপকরণ কাড়িয়া লইয়া অদ্বৈতকে রসকৌতুকে পূজা করিতেছেন, পূজাকালে অঙ্গলীমুখে দিয়া নানারূপ মুখবাদ্য চলিতেছে। আরও,

২৯। যস্য ন্যস্য করাব্জকোষকুহরে পূজোপচারং প্রভোঃ
পূজাং কর্তুমনাঃ প্রযাতি কুতুকাদদ্বৈতদেবোঽন্বহম্।
শ্রীনাথঃ স তদা প্রভোর্গুণনিধেঃ সন্দর্শন-স্পর্শন-
প্রেমালাপ-কৃপাকটাক্ষ-কলয়া পূর্ণান্তরোঽজায়ত॥

রাজা—অয়ে কথময়ং তুলসীমিশ্রঃ পরীক্ষামহাপাত্রং কিমপি প্রস্তৌতি, তচ্ছ্রোতব্যং যৎ সত্বরমিত এবাভিগচ্ছতি। (৪৬)

(প্রবিশ্য)

তুলসীমিশ্রঃ—দেব ! জগন্নাথস্য রথযাত্রা নেদীয়সীতি গুণ্ডিচামন্দিরমার্জন-ক্ষালনার্থং স্বয়মেব মহাপ্রভুস্তত্রোদ্যতঃ।

রাজা—প্রিয়ং মে প্রিয়ম, কিঞ্চিদাজ্ঞপ্তমস্তি ?

তুলসীমিশ্রঃ—যদাজ্ঞপ্তং তৎকাশীমিশ্রেণৈব সম্পাদিতম্।

রাজা—কিং তৎ ?

অন্বহং দিনে দিনে। তদা পূজা কালে। গুণনিধেঃ গৌরাঙ্গস্য অজায়ত জাত ইত্যর্থঃ (৪৬)

নেদীয়সীতি নিকটা ইতি। তত্র গুণ্ডিচা মন্দিরে মার্জন্যাঃ। (৪৭)

২৯। যাঁহার করকমলে পূজোপকরণ ধরিয়া অদ্বৈত প্রতিদিন কৌতুকে গৌর অর্চনে যাইতেন—সেই শ্রীনাথবিপ্র এই অবসরে গুণনিধি মহাপ্রভুর সন্দর্শন-স্পর্শন-প্রেমালাপ-কৃপাকটাক্ষলেশে পূর্ণ মনোরথ হইতেন।

রাজা—আচ্ছা কি কারণে কি বিষয়েই বা তুলসীমিশ্র পরীক্ষামহাপাত্রের সহিত আলাপ করিতেছেন ? ইহা শুনিতে হইবে, ইঁহারা তো তাড়াতাড়ি এদিকেই আসিতেছে। (৪৬)

(প্রবেশ করিয়া)

তুলসীমিশ্র—মহারাজ ! জগন্নাথের রথযাত্রা আসিয়া গিয়াছে, গুণ্ডিচামন্দির মার্জন-ক্ষালনের জন্য মহাপ্রভু নিজেই উদ্যোগী হইতেছেন।

রাজা—তাঁহার যাহা ইচ্ছা তাহাই আমার প্রিয়। কিছু আজ্ঞা আছে কি ?

তুলসীমিশ্র—তিনি যাহা আজ্ঞা করিয়াছেন তাহা কাশীমিশ্রই সমাধান করিয়াছেন।

রাজা—তাহা কিরূপ ?

তুলসীমিশ্রঃ—যাবন্তস্তল্লোকাস্তাবত্য এব সম্মার্জন্যঃ ঘটাস্তু ততোঽধিকাঃ।

রাজা—এতাবন্মাত্রম্ ?

তুলসীমিশ্রঃ—কিমন্যেন তৎপ্রয়োজনম্। (৪৭)

(নেপথ্যে কলকলঃ)

তুলসীমিশ্রঃ—দেব ! পশ্য পশ্য,

৩০। শ্রীহস্তেন বিলিপ্য চন্দনরসৈঃ প্রত্যেকমেষাং বপু-
র্নিক্ষিপ্যাপ্যধিকন্ধরং ভগবতো নির্মাল্যমাল্যানি চ।
উল্লাসদ্রুমমঞ্জরীরিব করে সংগ্রাহয়ন্ শোধনীর্মাদ্যত্তুঙ্গ-
মতঙ্গজালসগতির্গৌরো বিনিষ্ক্রামতি ॥

অপি চ, ৩১। নির্গচ্ছন্তি মুদা মনোরথরথৈঃ সন্তোষদন্তাবলৈ-
রত্যুল্লাসতুরঙ্গমৈর্ভবজয়ে জৈত্রা ইবামী ভটাঃ।
রোমাঞ্চাবলি-কঞ্চুকাঢ্যবপুষোঽশ্রান্তস্রবৈর্বিভ্রতো
বাষ্পৈর্বারুণমন্ত্রমেব সমদং হুঙ্কারঝঙ্কারিণঃ ॥

অধিকন্ধরং স্কন্ধমধি। ভগবতো জগন্নাথস্য। মনোরথরথৈ বাঞ্ছারথৈ রূপলক্ষিতাঃ সন্তঃ এবং প্রত্যেকমন্বয়ঃ। ভটাঃ শ্রীগৌরাঙ্গভক্তাঃ সেনাঃ। কঞ্চুকাঢ্য বপুষঃ কঞ্চুকং জামা ইতি খ্যাতেঃ। (৪৮)

তুলসীমিশ্র—যত তা'র গণ তত সম্মার্জনী চাই আর তা'র অধিক ঘট চাই।

রাজা—এই মাত্রই ?

তুলসীমিশ্র—অন্য কিছুর তাঁহার কি প্রয়োজন ? (৪৭)

(নেপথ্যে কলকল)

তুলসীমিশ্র—মহারাজ দেখুন দেখুন—

৩০। প্রত্যেক ভক্তের শ্রীঅঙ্গে প্রভু নিজ শ্রীহস্তে চন্দন পরাইয়া দিলেন, জগন্নাথেয় নির্মাল্য-মালাদি গলায় পরাইয়া দিলেন এবং উল্লাসতরুর মঞ্জরী-সদৃশ সম্মার্জনী হাতে ধরিয়া দিলেন, পরে ইঁহাদের দ্বারা পরিবৃত হইয়া মদমত্ত মাতঙ্গের গতিতে প্রভু আগাইয়া চলিলেন।

৩১। ভক্তবৃন্দ বিজয়ী সেনাদলের ন্যায় আনন্দে মনোবাঞ্ছা-রথে চড়িয়া সন্তোষ-রূপ গজ ও উল্লাসরূপ অশ্ব সমভিব্যাহারে যেন ত্রিভুবন জয়ে চলিলেন। প্রেম-পুলক-রোমাঞ্চ এই সেনাদলের অঙ্গের বর্ম-কবচ, আর অবিরল প্রেমাশ্রুধারা ইঁহাদের তূনের বরুণাস্ত্ররূপে শোভা পাইল। ইঁহারা মনের উল্লাসে প্রেমহুঙ্কার ও মধুর সংকীর্তনঝঙ্কারে আকাশ-বাতাস ভরিয়া তুলিলেন।

রাজা—ধিগ্ ভূপত্বম্, কদাহমেষাং মধ্যে যঃ কশ্চিদেব ভবন্ ভগবন্তমনুব্রজামি। তুলসীমিশ্র! কথমিদং কৌতুকমামূলমাকর্ণ্যতে? (৪৮)

তুলসীমিশ্রঃ—অস্তি কশ্চিন্মদীয়ঃ পুরুষঃ, স এব সর্বং সমাকলয্যাগতপ্রায়ঃ।

রাজা—প্রিয়ং মে প্রিয়ম্।

পুরুষঃ—(প্রবিশ্য সত্বরঃ কশ্চিদ্ রাজানং প্রণম্য) মহারাজ! সর্বমবলোক্যাগতম্।

রাজা—কথয়।

পুরুষঃ—দেব! অবধীয়তাম্।

৩২। পাণৌ কৃত্বা মধুর-মৃদুলে শোধনীমূর্ধ্বমূর্ধ্বং
সর্বৈঃ সার্ধং স্বয়ময়মসৌ গুণ্ডিচামণ্ডপান্তঃ।
লূতাতন্তূন্মলিনরজসঃ সারয়ন্নেব তৈস্তৈ
র্ব্যাপ্তো গৌরঃ শশধর ইব ব্যক্তলক্ষ্মা বভূব॥

অনন্তরম্—৩৩। হস্তাপ্রাপ্যে কমপি সমুপারোপ্য কস্যাপি চাংসে
মা ভৈষীরিত্যহহ নিগদন্মেঘগম্ভীরয়োক্ত্যা।
অভ্যুন্নেত্রঃ সরজসতনুর্মার্জয়িত্বোর্ধ্বমূর্ধ্বং
ভিত্তীঃ সিংহাসনমথ তলং শোধয়ামাস দেবঃ॥

সর্বৈর্ভক্তজনৈঃ সার্ধ। লূতাতন্তূন্ মাকড়সাজাল ইতি খ্যাতেঃ। অংসে স্কন্ধে।

রাজা—এই রাজত্বে ধিক্, কবে আমি ইঁহাদের মধ্যে একজন হইয়া ভগবানের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিব। তুলসীমিশ্র! কি করিয়া এই কৌতুক আনুপূর্বিক শুনিতে পারিব? (৪৮)

তুলসীমিশ্র—ওখানে আমার একটি লোক আছে, সে সব কিছু শুনিয়া এই আসিল বলিয়া।

রাজা—ভাল ভাল।

পুরুষ—(সত্বর একজন প্রবেশ করিয়া রাজাকে প্রণাম করিল) আমি সব কিছু দেখিয়া আসিয়াছি।

রাজা—বল

পুরুষ—দেব শুনুন।

৩২। মধুর কোমল হস্তকমলে সম্মার্জনী ধরিয়া ভক্তগণের সহিত প্রভু নিজে গুণ্ডিচামন্দিরের উর্ধ্বে উর্ধ্বে মাকড়সার জাল-ধূলা-মলিনতা যাহা কিছু ছিল সব দূর করিলেন। গৌর-অঙ্গে লাগিয়া ঐ ধূলা-মলিনতা চন্দ্রের কলঙ্কের মত শোভা পাইতে লাগিল।

অপি চ, ৩৪। বহির্বাসোঽঞ্চল্যামবকরচয়ং শোধনিকয়া
সমাহৃত্যাপূর্য স্বয়মথ বহিঃ সারয়তি সঃ।
কচিদ্ধস্তপ্রাপ্যাবধি সরভসং মার্ষ্টি চ কলং
সুহৃদ্‌বর্গৈর্গায়ত্যপি সকুতুকং গাপয়তি চ॥ (৪৯)

রাজা—ততস্ততঃ ?

পুরুষঃ—এবং মূলমণ্ডপ-জগন্মোহন-ভোগমণ্ডপানাং মার্জনানন্তরম্—

৩৫। কূপাৎ কেঽপি সমুদ্ধরন্তি কতরঃ কস্যাপি হস্তে দদৌ
সোঽপ্যন্যস্য করে স চাপর-করে সোঽন্তঃ করে কস্যচিৎ।
ইত্থং শৃঙ্খলয়া ঘটানথ নয়ন্ পূর্ণানপূর্ণাংস্ত্যজন্
পূর্ণাপূর্ণ-পরিগ্রহ-ত্যজনয়োঃ শিক্ষাং ব্যতানীজ্জনঃ॥

অবকরচয়ং খোলা কাঁকরাদিকং। বহিঃ বাহ্যে নিক্ষেপয়তি ইত্যর্থঃ। স গৌরাঙ্গঃ। (৪৯)

অনন্তর—৩৩। যাহা হাতে নাগাল না পাওয়া গেল তাহা কাহাকেও কাহারও স্কন্ধে চাপাইয়া,—মেঘগম্ভীর কণ্ঠে ভয় নাই ভয় নাই বলিয়া আশ্বাস দিয়া তাঁহার দ্বারা উর্ধ্বনেত্রে উর্ধ্বনেত্রে সম্মার্জনী চালনা করাইয়া ধূলা-ময়লা-জাল সব কিছু পরিষ্কার করাইলেন, অতঃপর সিংহাসনের ভিত ও তাহার তলদেশ মার্জনা করাইলেন।

আরও—৩৪। ঝাটাদ্বারা ধূলা-ময়লা সব আবর্জনা ঝাটাইয়া একত্রিত করিয়া তাহা বহির্বাসে উঠাইয়া প্রভু নিজেই বাহিরে লইয়া ফেলিতেছেন। আবার কখনও হাতের নাগালের ভিতরের ময়লা আনন্দের সহিত মার্জনা করিতেছেন। এই কাজের মধ্যে প্রভু সকৌতুকে নিজে কৃষ্ণনাম-গুণ গান করিতেছেন ও ভক্তগণকে করাইতেছেন। (৪৯)

রাজা—তারপর তারপর।

পুরুষ—এইরূপে মূলমণ্ডপ, জগমোহন এবং ভোগমণ্ডপ ঝাট দেওয়ার পর—

৩৫। কেহ কেহ কূপ হইতে জল উঠাইতেছেন, কেহ তাহা অন্য কাহারও হাতে তুলিয়া দিতেছেন, তিনি আবার অপর কোন হস্তে দিতেছেন,—এইভাবে শৃঙ্খলার সহিত পূর্ণঘটের গ্রহনে ও শূন্য ঘটের ত্যাগে হাতে হাতে জলঘট আনা হইতে লাগিল। এই কাজের মধ্যে প্রভু পূর্ণবস্তু গ্রহণের ও শূন্য বস্তু ত্যাগের শিক্ষা জগতকে দিলেন।

অপি চ,

৩৬। কেচিদ্‌গৌরগিরা মনোজ্ঞমতয়ঃ সিঞ্চন্তি সিংহাসনং
ভিত্তীঃ কেচন কেঽপি তস্য করয়োর্বার্যর্পণং কুর্বতে।
কেচিত্তৎপদপঙ্কজোপরি ঘটৈঃ সিঞ্চন্তি সন্তোষত-
স্তং কেঽপ্যঞ্জলিনা পিবন্তি দদতে কেচিচ্চ মূর্ধন্যপি ॥ (৫০)

রাজা—ততস্ততঃ ?

পুরুষঃ—তত এবং পূর্ববৎ ক্রমেণ প্রক্ষাল্য ধৌতপাদা এব সর্বে স্বস্ববাসোভিস্তৎক্রমেণ সলিলান্যপসারয়াম্বভূবুঃ। তথা কৃত্বাঽঙ্গনমুত্তীর্য তচ্ছোধনারম্ভে—

৩৭। পঙ্‌ক্তীভূয়োপবিষ্টে নিজজননিকরে কৌতুকান্মধ্যবর্তী
চিন্বন্ বাসঃপ্রপূরং চিরসমুপচিতাঃ শর্করাশ্চত্বরস্য।
পশ্যামঃ কে কতীমা বিদধতি বিচিতা ইত্যবোচদ্‌যদেশ-
স্তৰ্হ্যেবামী প্রমোদাদহমহমিকয়া চেতুমুদ্যোগমীয়ুঃ ॥

তস্য সঞ্চিতস্য জনস্য। তং মহাপ্রভোঃ। (৫০) ক্রমেণ শ্রীমন্দিরাদিকং। তৎশ্রীমন্দিরাদিকাং। তত্র ক্ত্বার্থে নুম্ প্রত্যয়ঃ। চত্বরস্য অঙ্গনস্য। কতি শর্করাঃ।

আরও,

৩৬। কোনও সহৃদয়ভক্ত গৌরের আদেশে সিংহাসনে জল সেচন করিতেছেন, কেহ বা প্রভুর হাতে জলপূর্ণ ঘট তুলিয়া দিতেছেন, আবার কেহ-বা মনের আনন্দে প্রভুর শ্রীপদকমলে জল ঢালিয়া দিতেছেন, আর কেহ-বা ঐ জল অঞ্জলি ভরিয়া পান করিতেছেন কেহ বা মাথায় দিতেছেন। (৫০)

রাজা—তারপর তারপর

পুরুষ—এই ভাবে পূর্ববৎ ক্রমে মন্দিরাদি সব প্রক্ষালন করিলেন, পরে বাহির হইতে নিজেদের পা ধুইয়া আসিয়া সকলে নিজ নিজ বহির্বাসের দ্বারা সর্বত্র জল মুছিয়া শুখাইয়া দিলেন। ইহার পর প্রাঙ্গনে আসিয়া উহা পরিষ্কার করিতে আরম্ভ করিলেন।

৩৭। ভক্তবৃন্দকে শ্রেণীবদ্ধভাবে বসাইয়া ভগবান্ তৎমধ্যবর্তিস্থানে বসিয়া অঙ্গনের দীর্ঘসঞ্চিত কঙ্করাদি বহির্বাসের অঞ্চলে ভরিয়া কুড়াইতে কুড়াইতে কৌতুকের সহিত বলিলেন—'বুঝিব কে কত বেশী কুড়াইতে পারে।' প্রভুর এই কথা শুনিয়া ভক্তগণও কৌতুকের সহিত আমি বেশী করিব, আমি বেশী করিব—এইরূপ অহমিকায় যার যত শক্তি কুড়াইতে লাগিলেন।

এবং স্বচরিতমিব নিরবকরং স্বহৃদয়মিব স্নিগ্ধঞ্চ সর্বতশ্চত্বরতলং কৃত্বা তেঽমী ভগবৎকীর্তনমারেভিরে। তথা হি—

৩৮। ক্ষোভং ক্ষৌণীমৃগাক্ষ্যাঃ স্থগনমিহ রবেঃ কম্পমাশাবধূনাং
স্তম্ভং বা তস্য কুর্বন্নমর-পরিবৃঢ়স্যাস্রমক্ষ্ণাং সহস্রে।
স্বেদং সপ্তর্ষিগোষ্ঠ্যাঃ পরমরসময়োল্লাসমৌত্তানপাদে-
র্ধ্যানধ্বংসং বিরিঞ্চেঃ স জয়তি ভগবৎকীর্তনানন্দনাদঃ॥

ততশ্চ, ৩৯। নর্তিত্বা ক্ষণমেব চারু মধুরং গৌরো হরির্নর্তয়া-
ঞ্চক্রেঽদ্বৈত- তনূজমেকমধুরং গোপালদাসাভিধম্।
নৃত্যন্নেব স মূর্ছিতঃ সুখবশাদ্দেহান্তরং যন্নিবা-
দ্বৈতে খিদ্যতি পাণিপদ্মবলনাদ্দেবঃ স তং প্রাণয়ৎ॥

ততো হরিধ্বনিরুচ্চৈরুচ্চচার। (৫১)

নিরবকরং নির্মলং। রবেঃ সূর্য্যস্য আশাবধূনাং দিগ্‌বধূনাং। ঔত্তানপাদে ধ্রুবস্য। স গোপাল দাসঃ। যন্ গচ্ছন্নিব ইন্‌গতৌ শতৃ কৃতে সিদ্ধং॥ তং গোপাল দাসং প্রাণয়ৎ অজীবয়ৎ (৫১)

এইরূপে ভক্তগণ সমস্ত অঙ্গন নিজ চরিত্রের মত নির্মল ও নিজ হৃদয়ের মত স্নিগ্ধ করিয়া তুলিবার পর শ্রীকৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্তন আরম্ভ করিলেন।

যে অপূর্ব কীর্তনে—

৩৮। মৃগনয়না ধরণীদেবী পদাঘাতে ক্ষুভিত হইল, আকাশে রথি সূর্যের রথ স্থগিত হইল, দশদিগ্‌বধূ কম্পমান হইল, বায়ুর স্তম্ভন হইল, আকাশে গজারূঢ় ইন্দ্রের সহস্রনয়ন হইতে অশ্রুবর্ষণ হইতে লাগিল, সপ্তর্ষিগণের অঙ্গে স্বেদের উদ্গম হইল, ধ্রুবের পরমরসময় উল্লাসের উদয় হইল, ব্রহ্মার ধ্যান ভঙ্গ হইল। এই অপূর্ব কীর্তনানন্দধ্বনির জয় হউক। তারপর আরও,

৩৯। গৌরহরি ক্ষণকাল চারু-মধুর নৃত্য করিবার পর গোপালদাস নামক অদ্বৈতের এক মধুর তনয়কে নাচাইলেন। নাচিতে নাচিতে সে মূর্ছিত হইল—সুখাবেশে দেহান্তরের মত দশা প্রাপ্ত হইল। অদ্বৈত শোকাকুল হইলেন—প্রভু শ্রীকরকমলে তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া জিয়াইয়া তুলিলেন।

অতঃপর তুমুল হরিধ্বনির রোল উঠিল। (৫১)

রাজা—অহো মে দুরদৃষ্টম্, যদেতদপি ন দৃষ্টম্।

পুরুষঃ—ততো নরসিংহনাথ-মণ্ডপঞ্চ সংস্কার্য ধাবিত্বেন্দ্রদ্যুম্নসরসি কৃতজলবিহারঃ সর্বৈরেব তদভ্যর্ণবর্তিনি কুসুমোদ্যানে বিশশ্রাম। তদনু বাণীনাথ-পট্টনায়কেনোপনীতানি ভগবৎপ্রসাদান্নাদীনি সর্বৈরেব সেবিতানি। (৫২)

(নেপথ্যে)

৪০। নেত্রোৎসবঃ সর্বজনস্য ভাবী, শ্বঃ শ্রীপতেঃ শ্রীমুখদর্শনেন।
ইতীব চিত্তোৎসব এষ জাতো, মহোৎসবস্যাপি মহোৎসবো যঃ॥

রাজা—মহাপাত্র! কাশীমিশ্রোঽয়ং যথা লপতি, তথা মন্যে ভবন্তমেব শ্রাবয়তি, তদধুনা নেত্রোৎসবস্য কৃতাকৃতাবেক্ষণমাচরতু ভবান্।

তুলসীমিশ্রঃ—যথাজ্ঞাপয়সি। (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ) (৫৩)

(ততঃ প্রবিশতি কাশীমিশ্রঃ)

ধাবিত্বা ধাব গতিবৃদ্ধৌ॥ সর্বৈর্ভক্তৈঃ সহ। অভ্যর্ণবর্তিনি নিকটবর্তিনি (৫২)
কৃতাকৃতাবেক্ষণং কিং তং কিমকৃতমিত্যস্যাবেক্ষণং (৫৩)

রাজা—অহো আমার দুর্দৈব,—যেহেতু এই অপূর্ব লীলা দর্শন করিতে পারিলাম না।

পুরুষ—অতঃপর নৃসিংহনাথ-মণ্ডপ মার্জন করিয়া ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরের দিকে সকলে ধাইয়া চলিলেন। সেখানে জলবিহার করতঃ তাহার তটবর্তী কুসুমোদ্যানে সকলেই বিশ্রাম করিলেন। অনন্তর বাণীনাথপট্টনায়ক আনীত জগন্নাথের প্রসাদ-অন্নাদি সকলেই সেবা করিলেন। (৫২)

(নেপথ্য কথা)

৪০। যাহা মহোৎসবেরও মহোৎসবস্বরূপ সেই নেত্রোৎসব-লীলাকাল আগত, সর্বজনের শ্রীমুখ দর্শন হইবে। ইহা ভাবিতেই আমার চিত্ত আনন্দে নিমগ্ন হইয়া যাইতেছে।

রাজা—মহাপাত্র! এই কাশীমিশ্র যেমন উচ্চস্বরে কথা বলিতেছে তাহাতে মনে হয় তোমাকেই শুনাইতেছে, অতএব নেত্রোৎসবের ব্যবস্থা পর্যাবেক্ষণের জন্য তুমি চল।

তুলসীমিশ্র—যে আজ্ঞে। (প্রস্থান) (৫৩)

(অতঃপর কাশীমিশ্রের প্রবেশ)

কাশীমিশ্রঃ—অহো অতিমধুরং ভাবি ;

৪১। কাশীশ্বরক্ষপিত-লোকচয়ঃ পুরস্তাদ্-,
গোবিন্দ-পালিত-বিলাসগতিশ্চ পশ্চাৎ।
পার্শ্বদ্বয়ে চ সপুরীশ্বর-সস্বরূপো,
নেত্রোৎসবায় স ভবিষ্যতি গৌরচন্দ্রঃ॥

রাজা—অহো মনসা সহ সংকথয়ন্ মামপি নাবলোকতে মিশ্রঃ।

মিশ্রঃ—(দক্ষিণেঽক্ষি নিক্ষিপ্য) অহো নিষ্পন্নমণ্ডনৈব রথত্রয়ী, বিশেষতোঽয়ং শ্রীজগন্নাথস্য রথঃ,—

৪২। উৎসর্পিদর্পণসহস্রবিভাবিতশ্রীঃ,
সচ্চারুচামরসুচীনচয়ৈঃ পরীতঃ।
তেজোময়ঃ সময়মেত্য বিরাজমান,
আনন্দয়ন্নয়নমেষ রথো বিভাতি॥

(সম্মুখমবলোক্য) অয়ে কথমিহৈব রাজা। (উপসৃত্য) জয়তি জয়তি মহারাজঃ! মহারাজ! ইহ স্থিতেনৈব ত্বয়া রথারোহণং ভগবতোঽবলোক-

---

পুরস্তাৎ অগ্রে। পরস্তাৎ পশ্চাৎ।
সুচীনং বস্ত্রং। পরীতঃ বেষ্টিতঃ। ত্বয়া রাজ্ঞা (৫৪)

কাশীমিশ্র—অহো অতিমধুর হইবে,

৪১। বলবান্ কাশীশ্বর সম্মুখে ভীড় ঠেলিয়া চলিবে, গোবিন্দ পশ্চাতে প্রভুর বিলাস-গতি রক্ষায় তৎপর হইয়া চলিবে, আর পার্শ্বদ্বয়ে থাকিবে পুরীশ্বর ও স্বরূপ। প্রভুকে এইরূপে দর্শন করিয়া সকল লোক আনন্দসাগরে ভাসিবে।

রাজা—অহো, মিশ্র নিজের মনে মনে কথা বলিয়া চলিয়াছেন, আমাকেও লক্ষ্য করিতেছেন না।

মিশ্র—(দক্ষিণদিকে নয়নপাত করিয়া) অহো তিনখানি রথই সুসজ্জিত করা হইয়াছে, বিশেষতঃ এই জগন্নাথের রথ,—

৪২। সহস্র সহস্র দর্পণের দ্বারা শোভিত ও সুন্দর চামর ও রেশমবস্ত্রের দ্বারা মণ্ডিত নয়নানন্দ এই রথখানি শুভলগ্নে সম্মুখে স্থাপিত হইয়া ঝলমল ঝলমল করিতেছে।

(সম্মুখে তাকাইয়া) অহো মহারাজ এখানেই রহিয়াছেন যে। (নিকটে

নীয়ম্, পশ্চাৎ স্নানোত্তরং স্বসেবা বিধেয়া। (৫৪)

রাজা—রথবিজয়সেবা মে নিয়তাপি তথা মাং নোৎকণ্ঠয়তি, যথা মহাপ্রভোর্নৃত্যদর্শনস্পৃহা।

কাশীমিশ্রঃ—রথারোহণে জাতে সতি যামার্ধান্তরিত এব মহাপ্রভোর্নৃত্যারম্ভো ভাবী।

রাজা—(সবিতর্কম্)

৪৩। ইতশ্চেৎ পশ্যেয়ং ভবতি পরিতোষো ন মনস-
স্ততো বা পশ্যেয়ং তদপি সুলভং নৈব ভবতি।
প্রবেশস্তদ্গোষ্ঠ্যাং মম ন ঘটতে তদ্বৃততয়া
তদন্তর্বর্তিত্বাৎ কথমু কলয়ে তস্য নটনম্ ?

তথাপি যাবন্নটনং তাবদেব তত্রৈব স্থেয়ম্, তৎকৃপাদেব্যেব শরণম্। (৫৫)

ইতঃ অত্রৈব স্থলে। তদ্গোষ্ঠ্যাং শ্রীমহাপ্রভো র্গোষ্ঠ্যাং তদ্বৃত তয়া তাভির্ভক্তগোষ্ঠীভির্বৃতো যস্তস্য ভাব স্তয়া। নিজগোষ্ঠ্যন্ত বর্ততে যস্তস্য ভাব স্তস্মাৎ। তস্য ভগবতঃ। তত্রৈব ভগবদ্ভক্তগোষ্ঠ্যাং। স্থেয়ং ময়া রাজ্ঞা। শরণং মমৈব (৫৫)।

যাইয়া) মহারাজের জয় হউক জয় হউক। মহারাজ! আপনি এখানে থাকিয়াই জগন্নাথের রথারোহণ উৎসব দেখুন, পরে স্নান করিয়া আপনার নিজস্ব সেবা করিবেন। (৫৪)

রাজা—রথযাত্রা-সেবা আমার নিয়ম-সেবা হইলেও আমাকে তেমন উৎকন্ঠিত করিতেছে না যেমন করিতেছে মহাপ্রভুর নৃত্য-দর্শনস্পৃহা।

কাশীমিশ্র—রথারোহণ-উৎসব হইয়া গেলে তৎপর অর্ধপ্রহর পরই মহাপ্রভুর নৃত্য-উৎসব আরম্ভ হইবে।

রাজা—(মনে মনে বিতর্ক)

৪৩। এখানে থাকিয়াই যদি দর্শন করি তবে মনের সন্তোষ হইবে না, আবার নিকটে যাইয়া দর্শন করিব তাহাও আমার পক্ষে সুলভ নয়, কারণ তাঁহার ভক্তগোষ্ঠীতে প্রবেশের ভাগ্য আমার নাই। অহো পার্ষদবৃন্দের মণ্ডলীমাঝে তাঁহার নৃত্য-মাধুরী দর্শন আমার কি করিয়া হইবে ?

যা'ই হউক না কেন, যতক্ষণ নৃত্য চলিবে ততক্ষণ আমি তাঁহার নিকটেই থাকিব, তাঁহার করুণাদেবীই আমার একমাত্র সহায়। (৫৫)

কাশীমিশ্রঃ—মহারাজ ! কঞ্চুকীদ্বারা মহিষীভিরভ্যর্থিতমস্তি, ভগবতো গৌরচন্দ্রস্য নৃত্যদর্শনার্থ মিহাবস্থানম্।

রাজা—সুখেন পশ্যন্তু কৃতার্থয়ন্তু লোচনে জনুশ্চ।

কাশীমিশ্রঃ—তত্ত্বরস্ব, ভগবতো রথারোহণকালঃ সন্নিকৃষ্ট ইব।

রাজা—এবমেব। (৫৬)

কাশীমিশ্রঃ—অহমপি ভগবন্নিকট এব গচ্ছামি। (ইত্যুভৌ নিষ্ক্রান্তৌ)

(ততঃ প্রবিশন্তি কঞ্চুকিনোপগম্যমানাস্তামেব বড়ভীমারূঢ়া মহিষ্যঃ)

কঞ্চুকী—দেব্যঃ ! পশ্যন্তু ;

৪৪। সংপ্রাপ্তো রথকন্দরং তনুভৃতাং নৈত্রৈর্মনোভিঃ সমং
শ্রীনীলাচলচন্দ্রমা রথপথং সংপ্রাপ গৌরো হরিঃ।
ভাবাক্রান্ততয়ৈব নেত্রমনসী তেষাং বরং মুঞ্চতঃ
পূর্বং নৈব পরস্তু পূর্বপরয়োঃ সত্যং বলীয়ান্ পরঃ॥

অবস্থানং অস্মাকং মহিষীণাং রাজধানীতঃ। ভগবতঃ শ্রীজগন্নাথস্য। নিষ্ক্রান্তৌ কাশীমিশ্র-প্রতাপরুদ্রৌ (৫৬)

তামিতি যত্র স্থিত্বা স্নানযাত্রা অবলোকিত তাং। তেষাং তনুভৃতাং। পূর্বং শ্রীজগন্নাথং পরং শ্রীগৌরাঙ্গং তু ন মুঞ্চতঃ।

কাশীমিশ্র—মহারাজ ! মহিষীগণ কঞ্চুকীদ্বারা প্রার্থনা জানাইয়াছেন ভগবান্ গৌরচন্দ্রের নৃত্যদর্শনের জন্য তাঁহারা এখানেই অবস্থান করিবেন।

রাজা—সুখে দর্শন করুন—জন্মনেত্র সফল করুন।

কাশীমিশ্র—তাড়াতাড়ি করুন ; শ্রীজগন্নাথের রথারোহণের সময় হইয়া গেল।

রাজা—তাই বটে। (৫৬)

কাশীমিশ্র—আমিও শ্রীচৈতন্যের নিকট যাই। (উভয়ের প্রস্থান)

(অতঃপর প্রবেশ মহিষীগণ ও তৎপশ্চাৎ কঞ্চুকীগণ—সেই অট্টালিকার ছাদে উপবিষ্ট অবস্থায়)

কঞ্চুকী—দেবী দর্শন করুন,—

৪৪। শ্রীনীলাচলচন্দ্রমা সর্বজনের নয়ন-মন হরণ করিয়া লইয়া রথের উপর গিয়া বসিলে গৌরহরি রথের পথে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার উদয়ে সকলের নয়ন-মন জগন্নাথ ভুলিয়া ঐ গৌররূপে ভাবভরে লগ্ন হইয়া গেল—'পূর্বাপর শাস্ত্রবিধির মধ্যে পর বলবান এই ন্যায় সত্য হইতে দেখা গেল।

অপি চ,

৪৫। মণ্ডলৈস্ত্রিভরসৌ স্বজনানা-,মাবৃতো জয়তি কাঞ্চনগৌরঃ।
বীজকোষ ইব বারিরুহস্য, প্রোল্লসত্তর-সহস্রদলস্য ॥
(দেব্যঃ সোৎকণ্ঠ্যং নিরীক্ষ্য প্রণমন্তি।) (৫৭)

কঞ্চুকী—দেব্যঃ ! পশ্যন্তু পশ্যন্তু,

৪৬। কাশীশ্বরোঽজনি বহির্বলয়স্য মুখ্যো,
গোবিন্দ উত্তমতমোঽজনি মধ্যমস্য।
অভ্যন্তরস্য মণিবজ্জয়তি স্বরূপঃ,
সামাজিকঃ কিল পুরীশ্বর ঈশ্বরাগ্রে ॥

(ক্ষণং নিভাল্য) অহো মহৎ কৌতুকম্—

৪৭। সংকোচাদ্‌বিরলী করোতি ন জনাংশ্চৈতন্যপাদাশ্রয়াং-
স্তৈস্তৈর্গাঢ়নিরন্তরাবৃততয়া গৌরঞ্চ নো পশ্যতি।
সোৎকণ্ঠং নয়নদ্বয়ীং তত ইতোব্যাপারয়ন্নন্তরং
সংপ্রেপ্সুর্হরিচন্দনাংসবিলসদ্‌বাহুর্নৃপো ভ্রাম্যতি ॥ (৫৮)

বীজকোষো বরাটকঃ ইত্যমরঃ বীজটাটি ইতি খ্যাতে। বারিরুহস্য পদ্মস্য (৫৭)
অভ্যন্তরস্য সঙ্কীর্তনমণ্ডলে। তৈঃ শ্রীগৌরাঙ্গ পদাশ্রয় ভক্তৈঃ। সংপ্রেপ্সুঃ সংপ্রাপ্তেচ্ছুকঃ সন্। হরিচন্দন নামা রাজমহাপাত্রং। (৫৮)

আরও,

৪৫। চতুর্দিকে পার্ষদবৃন্দের তিন মণ্ডলের মধ্যে সোনার গৌরাঙ্গ প্রস্ফুটিত কমলের সহস্র দলের মধ্যবর্তী কর্ণিকার ন্যায় শোভা পাইতেছেন।
(দেবীগণ উৎকণ্ঠার সহিত নিরীক্ষণ করিয়া প্রণাম করিলেন) (৫৭)

কঞ্চুকী—দেবী দেখুন দেখুন,

৪৬। বহির্মণ্ডলের প্রধান হইলেন বলবান্ কাশীশ্বর দ্বিতীয় মণ্ডলের প্রধান হইলেন গোবিন্দ, তৃতীয় অভ্যন্তর সংকীর্তনমণ্ডলে স্বরূপ মধ্যমণির মত দীপ্তি পাইতেছেন, আর শ্রীগৌরহরির সম্মুখে শোভা পাইতেছেন এই মধুর পরিবেশের দ্রষ্টা পুরীশ্বর।

(ক্ষণকাল নিরীক্ষণ করিয়া)

অহো মহা কৌতুক উপস্থিত—

দেব্যঃ—অস্‌স জাদিসী উক্কণ্ঠা, তাদিসং জ্জেব ববহরদি। [অস্য যাদৃশী উৎকণ্ঠা, তাদৃশমেব ব্যবহরতি।]

কঞ্চুকী—অহো প্রমাদঃ,

৪৮। রাজাক্ষি-বর্ত্ম ভিহুরং হরিচন্দনোঽসৌ,
শ্রীবাসমন্তরয়তি স্বকরেণ মন্দম্।
রুষ্টো জঘান তমসৌ প্রতিরুষ্টমেনং,
রাজৈব সান্ত্বয়তি সানুনয়ং নয়েন ॥ (৫৯)

দেব্যঃ—তাদিসাণং ণিরবেচ্ছাণং কো বরাও হরিচন্দণো? [তাদৃশানাং নিরপেক্ষাণাং কো বরাকো হরিচন্দনঃ?]

কঞ্চুকী—পশ্যন্তু পশ্যন্তু,

৪৯। উদ্দামতাণ্ডববিধৌ জগদীশ্বরস্য, সর্বে পরস্পরকরগ্রহণং বিধায়।
বাহূ প্রসার্য পরিতঃ প্রসরন্তি শশ্বদ্-ভূমৌ স্খলত্তরতনোঃ ক্ষতশঙ্কয়ৈব ॥

তং হরিচন্দনং। এনং হরিচন্দনং (৫৯)

তাদৃশানাং নিরপেক্ষাণাং সম্বন্ধে কোবরাকো হরিচন্দনঃ। পরিতঃ সর্বতোভাবে। স্খলত্তরতনোঃ শ্রীগৌরাঙ্গস্য। (৬০)

৪৭। শ্রীশচীনন্দন তাঁহার চরণাশ্রিত ভক্তসমাজের গভীর আবরণে নিরন্তর এমন বেষ্টিত হইয়া আছেন যে মহারাজের গৌরদর্শন হইতেছে না, অথচ ভক্তগণকে যে সরাইয়া দিবেন তাহাও সঙ্কোচ হইতেছে। রাজা দর্শন-লালসায় হরিচন্দনের স্কন্ধে হাত দিয়া সোৎকণ্ঠ নয়নদ্বয়কে এদিক্ ওদিক্ সঞ্চালন করিতে করিতে চঞ্চল হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। (৫৮)

দেবীগণ—ইঁহার যেরূপ উৎকণ্ঠা, সেইরূপ ব্যবহার করিতেছেন।

কঞ্চুকী—অহো প্রমাদ।

৪৮। ঐ যে হরিচন্দন রাজার চক্ষুর সম্মুখ হইতে আস্তে গায়ে হাত দিয়া শ্রীবাসকে সরাইয়া দিতেছেন ; শ্রীবাস ক্রুদ্ধ হইয়া উহাকে চাপড় মারিল, হরিচন্দন ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল, কিন্তু মহারাজ অনুনয় বাক্যে তাহাকে শান্ত করিলেন। (৫৯)

দেবীগণ—তাদৃশ নিরপেক্ষ ভক্তদের নিকট হরিচন্দন কোন্ তুচ্ছ।

কঞ্চুকী—দেখুন দেখুন—

দেব্যঃ—দাণীং সুহেণ দীসই। [ইদানীং সুখেন দৃশ্যতে।] (৬০)

কঞ্চুকী—পশ্যন্তু, পশ্যন্তু,

৫০। ক্ষণমুৎপ্লবতে মৃগেন্দ্রকল্পং, ক্ষণমাধাবতি মত্তনাগতুল্যম্।
ভ্রমতি ক্ষণমপ্যলাতচক্র-,প্রভমানন্দতরঙ্গতো যতীন্দ্রঃ॥

অপি চ,

৫১। অন্তর্ভাববিদামুদারমনসামাদ্যঃ স্বরূপো যদা
যদ্গাতুং দিশতীদমেব সকলঃ প্রীত্যৈব তদ্গায়তি।
তস্যার্থস্তনুমানিব প্রতিফলন্ গৌরো নরীনৃত্যতে
স্তম্ভাশ্রু-স্বরভঙ্গ-কম্প-পুলক-প্রস্বেদ-মূর্চ্ছা-স্মিতৈঃ॥ (৬১)

দেব্যঃ—অচ্চরিঅং কৃখু এদং পেম্মাণন্দচমক্কারস্স। [আশ্চর্যং খল্বিদং প্রেমানন্দ-চমৎকারস্য।]

উৎপ্লবতে লম্ফং করোতি। মৃগেন্দ্রকল্পং সিংহপ্রায়ং।

তস্য শ্রীস্বরূপপ্রেরিতস্য সর্বৈর্গীতস্য (৬১)

আশ্চর্য্যং খলু এতৎ প্রেমানন্দ চমৎকারস্য।

৪৯। উদ্দাম তাণ্ডব-নৃত্যে ভূমিতে আছাড় খাইয়া পাছে আঘাত পান এই আশঙ্কায় ভক্তগণ পরস্পর হাত-ধরাধরি করিয়া মণ্ডলী রচনা করিয়াছেন এবং বাহু বিস্তার করিয়া প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে ধাইয়া চলিয়াছেন!

দেবী—এখন সুখে দর্শন হইতেছে। (৬০)

কঞ্চুকী—দেখুন দেখুন,

৫০। আনন্দ তরঙ্গে পড়িয়া যতীন্দ্র ক্ষণে সিংহবিক্রমে লম্ফ দিয়া দিয়া চলিয়াছেন, ক্ষণে মত্ত গজের মত মন্থর গতিতে চলিয়াছেন ক্ষণে আলাতচক্র-প্রায় ঘুরিয়া ফিরিতেছেন। আরও,—

৫১। প্রভুর হৃদ্গত ভাবজ্ঞ পার্ষদপ্রবর স্বরূপ যখন যেমন গান করিতে আদেশ করিতেছেন সকলে মনের আনন্দে সেইরূপ গান করিতেছেন, আর সেই গানের অর্থ মূর্তিমান্ হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে গৌরের মধুর নৃত্যভঙ্গিতে—তাঁহার শ্রীঅঙ্গের স্তম্ভ-অশ্রু-স্বরভঙ্গ-কম্প-পুলক-প্রস্বেদ-মূর্চ্ছা-মৃদুহাসিতে। (৬১)

দেবী—আশ্চর্য এই প্রেমানন্দ-চমৎকার।

কঞ্চুকী—পশ্যন্তু পশ্যন্তু,

৫২। আনন্দাম্বুনিধের্ন বেদ্মি কতমৈরুচ্চাবচৈরূর্মিভি-
নৃর্ত্যোন্মাদমদেন গৌরভগবত্যানন্দমূর্চ্ছাং গতে।
নিষ্ঠেবঃ কঠিনোঽস্রমস্রবদভূচ্ছ্বাসো ন সংলক্ষ্যতে
কান্তিঃ কেবলমুজ্জ্বলৈব সুহৃদামাশ্বাসবীজায়তে॥

দেব্যঃ—ঈসরো ত্তি সংবিত্তী চ্চেঅ ণো জীঅণং ধারেদি, অণ্ণধা এদং দংসিদুং সক্কীয়দি ? [ঈশ্বর ইতি সংবৃত্তিরেব নো জীবনং ধারয়তি, অন্যথা এতৎ কিং দ্রষ্টুং শক্যতে ?)

কঞ্চুকী—(ক্ষণং নিভাল্য) অহো জীবিতং জীবিতম্ ;

৫৩। রোমাঞ্চাঃ পুনরুন্মিষন্তি নয়নে ভূয়োঽপি পর্যশ্রুণী
নিষ্ঠেবশ্চ পুনঃ প্ররোহতি পুনঃ শ্বাসোঽধরং ধাবতি।
সর্বেষামভিতোঽভিতঃ সমুদয়ত্যাহ্লাদকোলাহলো
দেবো জাগরয়াঞ্চকার হৃদয়ং স্বানন্দমূর্চ্ছাং ত্যজন্॥ (৬২)

দেব্যঃ—অম্মহে জীবিদম্হ জীবিদম্হ। [অহো জীবিতাস্মঃ, জীবিতাস্মঃ।]

সুহৃদাং ভক্তানাং। ভূয়ো পুনরপিঃ অভিতোঽভিতঃ সর্বত্র সর্বতোভাবে (৬২)

কঞ্চুকী—দেখুন দেখুন,

৫২। জানি না আনন্দাম্বুধি ভগবান্ গৌরচন্দ্রের প্রতি অঙ্গে ছোট বড় কত তরঙ্গ উঠিতেছে, নৃত্যাবেশে তাহার মহা উন্মাদদশা উপস্থিত হইল, তিনি আনন্দমূর্ছা প্রাপ্ত হইলেন। শ্লেষ্মা কঠিন হইয়া গিয়াছে, অশ্রু রক্তের মত হইয়া গিয়াছে, শ্বাসের কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছেন না,—শুধুমাত্র অঙ্গকান্তি তখনও ঝলমল করিতেছে ;—ইহাই মাত্র ভক্তবৃন্দের আশ্বাসের কারণ হইয়াছে।

দেবী—ইনি ভগবান্ এই জ্ঞান আছে বলিয়াই আমরা এখনও জীবিত আছি, নতুবা এই দশা কি দেখা যাইত ?

কঞ্চুকী—(ক্ষণকাল ঐদিকে দৃষ্টি দিয়া) অহো ঐ তো প্রাণ ফিরিয়া আসিল, হ্যাঁ তাই তো, ঐ যে

৫৩। শ্রীঅঙ্গ পুনরায় রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে, শ্লেষ্মাও পুনরায় নির্গত

কঞ্চুকী—(পুনর্নিভাল্য) অহো অদ্ভুতম্,

৫৪। যেনৈব গীতেন বভূব মূর্চ্ছা, তেনৈব ভূয়োঽজনি সংপ্রবোধঃ।
কিমেক এবৈষ স কোঽপি মন্ত্রঃ, প্রয়োগ-সংহারবিধৌ সমর্থঃ॥

অপি চ, ৫৫। নৃত্যোন্মাদ-তরঙ্গিণীর্বলবতীরানন্দ বাত্যা ক্রমা-
দত্যুল্লাসয়তি স্ম তত্র জনিতো বীচিতরঙ্গক্রমঃ।
কশ্চিৎ কঞ্চিদনীনশত্তমপরস্তঞ্চাপরস্তং পর-
শ্চেত্যানন্দতরঙ্গজৈব বিবিধা বৃত্তির্ন গীতার্থজা॥

অহো স্বরূপস্য প্রেমমাধুর্যম্ ; তথা হি—

৫৬। উত্থায় মন্দমুপবিশ্য সুখোর্মিবেগ-,নিঘ্নস্য তর্জনিকয়া লিখতো ধরিত্রীম্।
আশঙ্কিতঃ ক্ষতিকৃতে সদয়ং স্বরূপো, দেবস্য পাণিমরুণন্নিজপাণিনৈষঃ॥

প্রয়োগ-সংহারবিধৌ প্রেরণ-বারণয়ো বিধৌ।
অনীনশৎ নাশিতবান্। নিঘ্নস্য অধীনস্য অধীনো নিঘ্ন আয়ত্ত ইত্যমরঃ।
ক্ষতিকৃতে ক্ষয় নিমিত্তায়।

হইতেছে, শ্বাসও পুনরায় বহিতেছে—ঐ তো চারিদিকে সকলের অভূতপূর্ব আনন্দ কোলাহল উঠিল, স্বেচ্ছাময় ভগবান্ আনন্দমূর্চ্ছা হইতে মনকে আকর্ষণ করিয়া জাগরিত হইলেন। (৬২)

দেবী—অহো বাঁচিলাম বাঁচিলাম।

কঞ্চুকী—(পুনরায় দেখিয়া) অহো কি অদ্ভুত।

৫৪। যেই গীতে মূর্চ্ছা হইল আবার তাহাতেই চেতন হইল, এ যে কি এক অনির্বচনীয় মোহনমন্ত্র যাহা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয়েতেই সমর্থ।

আরও,—৫৫। মহানন্দ মহাঝড়ে প্রভুর নৃত্যোন্মাদ নদী উদ্বেলিত উচ্ছলিত হইয়া উঠিয়াছে, উহাতে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ উঠিতেছে, কোনও তরঙ্গ কোনও তরঙ্গকে নাশ করিতেছে আবার উহা অপরের দ্বারা বিনষ্ট হইতেছে —এইরূপ বিবিধ বৃত্তি আনন্দ-তরঙ্গ হইতেই জাত—গীতার্থ হইতে নয়।

অহো স্বরূপের কি অপূর্ব প্রেমমাধুর্য, দেখুন-না—

৫৬। প্রভু ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন, আনন্দ-তরঙ্গবেগে পড়িয়া নখে ভূমিতে যেন কিছু লিখিতে লাগিলেন, পাছে নখে ক্ষত হয় এই আশঙ্কায় কোমল স্বভাব স্বরূপ গৌরের অরুণ হস্তকমল নিজ হস্তে চাপিয়া ধরিলেন।

(পুনর্নিরূপ্য) অহো কষ্টম্—

৫৭। গচ্ছত্যেষ জগৎপতিঃ রথগতো বাহূ প্রসার্য স্বয়ং
প্রীত্যোত্থাপয়িতুং রথোদরমিব শ্রীগৌরচন্দ্রং পুরঃ।
নৃত্যন্নেব স চাপসর্পতি পরং বাম্যোদয়েনাত্মনো
দ্বাবেবাক্ষিপথং ব্যতীয়তুরহো ভাগ্যং বিশশ্রাম নঃ॥

তদ্বয়মিতোঽবতারয়ামঃ। যদয়ং রাজাপীত এবাগচ্ছতি।

(ইতি দেবীরবতার্য তাভিঃ সহ নিষ্ক্রান্তঃ) (৬৩)

(ততঃ প্রবিশতি রাজা কাশীমিশ্রশ্চ)

রাজা—অহো নির্ব্যূঢ়ো রথোৎসবঃ;

৫৮। গুণ্ডিচাগৃহমবস্থিত একঃ, প্রাপ্তবানুপবনান্তরমন্যঃ।
দেবযুগ্মমিদমেব জনানাং, চিত্তমেব যুগপৎ প্রবিবেশ॥

এষ জগৎপতিঃ জগন্নাথঃ। পুরঃ অগ্রে।
স গৌরাঙ্গঃ। দ্বৌ জগৎপতী জগন্নাথ গৌরাঙ্গৌ। নিষ্ক্রান্তঃ কঞ্চুকী (৬৩)
নির্ব্যূঢ়ো নিষ্পন্নঃ। একঃ শ্রীজগন্নাথঃ। অন্যঃ শ্রীগৌরাঙ্গঃ।

(পুনরায় লক্ষ্য করিয়া) অহো কি কষ্ট—

৫৭। ঐ যে রথে আসীন জগন্নাথ গৌরচন্দ্রকে রথে উঠাইবার জন্য নিজেই যেন প্রীতিভরে বাহু প্রসারিত করিয়া আগাইয়া চলিয়াছেন, আর গৌর যেন বাম্যভাবের উদয়ে পিছে হটিতেছেন। অহো এইরূপে লীলাবিলাসে চলিতে চলিতে দুই প্রভু ক্রমে নেত্রপথ অতিক্রম করিলেন—আমাদেরও ভাগ্যতরু শুখাইল।

আর কি আমরা এবার নীচে যাই, যেহেতু রাজাও ওখানেই আসিবেন।

(দেবীগণের কঞ্চুকীদের সহিত প্রস্থান)

(অতঃপর প্রবেশ রাজা ও কাশীমিশ্র) (৬৩)

রাজা—অহো রথোৎসব তো নিষ্পন্ন হইল—

৫৮। এক দেবতার গুণ্ডিচামন্দিরে, আর অন্য এক দেবতার উপবনে শুভবিজয় হইল, আর এদিকে এই দেবতাযুগল উভয়েরই যুগপৎ শুভবিজয় হইল সর্বজন-হৃদয়মন্দিরে।

কাশীমিশ্র! হেরাপঞ্চম্যাং ভগবত্যাঃ শ্রিয়ো দেব্যাঃ প্রয়াণযাত্রা সর্বতশ্চমৎকারিণী যথা ভবতি, তথা কার্যা। ছত্র-চামরাদীনি ভগবদ্‌ভাণ্ডারাগারে যাবন্তি সন্তি, যাবন্তি বা মম কোষাগারেষু সন্তি, তাবন্ত্যেব সমানেয়ানি, যথা রথোৎসবাদপি লোচনচমৎকারকত্বেন মূর্ত এবাদ্ভুতরসো ভবতি।

কাশীমিশ্রঃ—যদাজ্ঞাপয়সি (৬৪)

রাজা—ত্বমদ্যারভ্য তথা কুরু, অহমপি পুরং প্রবিশামি। (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ)

কাশীমিশ্রঃ—(স্বগতম্) আরামান্তরমাগতেষু ভগবৎপাদেষদ্বৈতাদিষু চ সমস্তেষু মহৎসু কিং বৃত্তমিতি নিভালয়ামি। (ইতি জগন্নাথবল্লভাখ্যমুপবনং প্রবিশ্য সহর্ষমালোক্য) অহো ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্যৈব সাক্ষাৎ —

৫৯। শ্বো মে পরশ্বো মম তৎ পরেহহ্নি, মমাপরেদ্যুর্মম চাপরেহহ্নি
মমেতি ভিক্ষাদিন-নির্ণয়েনা-,দ্বৈতাদয়ঃ কৌতুকিনো বভূবুঃ ॥

কার্য্যা কর্তব্যা ভবন্তিঃ ॥ ৬৪ ॥

আরামঃ স্যাদুপবনমিত্যমরঃ। শ্বঃ ভবিষ্যৎ কল্যো পরেদ্যুঃ পরেহহ্নি।

কাশীমিশ্র! হেরাপঞ্চমীতে ভগবতী লক্ষ্মীদেবীর প্রয়াণযাত্রা যাহাতে সর্বভাবে চিত্তচমৎকারী হয় সেইরূপ কর। ছত্র-চামরাদি ভগবদ্‌ভাণ্ডারে যত আছে, আর যত আছে আমার কোষাগারে,—সবই লইয়া আইস। এমন আয়োজন কর যাহাতে এই উৎসবটি রথোৎসব হইতেও লোচন-চমৎকারী হইয়া মূর্তিমান্ অদ্ভুত-রসরূপে প্রতিভাত হয়।

কাশীমিশ্র—যে আজ্ঞে। (৬৪)

রাজা—তুমি আজ হইতেই আয়োজন আরম্ভ কর। আমিও রাজ-অন্তঃপুরে চলি। (প্রস্থান)

কাশীমিশ্র—(স্বগত) অদ্বৈতপ্রমুখ পার্ষদবৃন্দকে সঙ্গে লইয়া শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর উপবনে প্রবেশ করিলেন। সেখানে কি লীলা হয় দেখিতে হইবে।
(এই বলিয়া জগন্নাথবল্লভ উদ্যানে প্রবেশ করিয়া সহর্ষে বলিলেন) অহো ভগবান্-চৈতন্যদেবের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া—

৫৯। কাল আমার ঘরে, পরশু আমার ঘরে, তা'র পরের দিনটি আমার ঘরে, তা'র পরের দিনটি আমার ঘরে—এইরূপে অদ্বৈতাদি মহান্তগণ প্রভুর ভিক্ষার দিন নির্ণয়ের জন্য কৌতুকে কথা বলিতেছেন।

তদধুনাত্র মম প্রবেশো ন যোগ্যস্তদহমাসন্নস্য হেরাপঞ্চমীমহোৎসবস্য সামগ্রী-সমভিধানায় গচ্ছামি। (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ) (৬৫)

(ততঃ প্রবিশতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ পরিতোঽদ্বৈতাদয়শ্চ)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ—স্বরূপ ! যদ্যপি শ্রীজগন্নাথো দ্বারকালীলামেবানুকরোতি, তথাপি গুণ্ডিচা-ব্যাজেন বৃন্দাবনস্মারকেষ্বেতেষ্ূপবনেষু বিহর্তুং প্রত্যব্দমেব নীলাচলং পরিত্যজ্য সুন্দরাচলমাগচ্ছতি। কথং দেবীং শ্রিয়ং পরিত্যজতি ?

স্বরূপঃ—স্বামিন্ ! বৃন্দাবনস্মারকেষিতি স্বয়মেব যদুক্তম্, তদেব সিদ্ধান্তঃ। ন হি বৃন্দাবনে শ্রিয়া সহ বিহারঃ, অপি তু গোপাঙ্গনাভিরেব।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ—তথাপ্যেষা কোপিনী ভবতি।

স্বরূপঃ—প্রণয়িনীনাং প্রকৃতিরেবেয়ম্, যৎ স্বাযোগ্যতাং নেক্ষন্তে। (৬৬)

(নেপথ্যে মহাবাদিত্রনির্ঘোষঃ)

সর্বে—(আকর্ণ্য) অহো নিমেষমাত্রমিব দিনচতুষ্টয়ং জাতম্, যদয়ং হেরাপঞ্চমী-মহোৎসবঃ প্রত্যাবর্ততে।

আসন্নস্য নিকটস্য (৬৫)

অতএব এখন আমার প্রবেশ করা ঠিক হইবে না, সুতরাং আমি আসন্ন হেরাপঞ্চমী উৎসবের আয়োজনে যাই। (প্রস্থান) (৬৫)

(অতঃপর অদ্বৈতপ্রমুখ ভক্তগণে পরিবেষ্টিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—স্বরূপ ! যদিও শ্রীজগন্নাথ দ্বারকালীলারই অনুকরণ করেন, তথাপি গুণ্ডিচাযাত্রাচ্ছলে বৃন্দাবনস্মৃতির উদ্দীপনে এই উপবনে বিহারের জন্য প্রতিবৎসর নীলাচল ছারিয়া সুন্দরাচলে শুভবিজয় করেন। আচ্ছা লক্ষ্মীদেবীকে পরিত্যাগ করিয়া আসেন কেন ?

স্বরূপ—স্বামী ! বৃন্দাবনস্মৃতির কথা আপনি নিজেই যাহা বলিলেন, তাহাই সিদ্ধান্ত। বৃন্দাবনে কখনই লক্ষ্মীর সহিত বিহার হয় না, গোপীগণেরই এ অধিকার।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ—তথাপি লক্ষ্মীদেবীর ক্রোধ হয় কেন ?

স্বরূপ—প্রণয়িণীগণের স্বভাবই এই—নিজের যোগ্যতা বিচার করে না। (৬৬)

(নেপথ্যে মহা বাদ্যধ্বনি)

সকলে—(শুনিয়া) অহো এই চারটি দিন এক নিমেষের মত কাটিয়া গেল,—এই তো হেরাপঞ্চমী মহোৎসব আসিয়া গিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ—যথাপ্রস্তাবমেবায়ং ভগবত্যাঃ শ্রীদেব্যাঃ কোপপ্রয়াণমহোৎসবঃ, তদয়মালোকনীয়ো ভবতি।

সর্বে—এবমেব। (ইত্যালোকন-সমুচিতং স্থলমুপসর্পন্তি।) (৬৭)

(পুনর্নেপথ্যে জয়জয়-ধ্বনিঃ)

স্বরূপঃ—(আলোক্য) ভগবন্ !

৬০। মানস্থ ক্রম এষ নৈব যদিয়ং স্বৈশ্বর্য-বিখ্যাপকৈ-
র্নানা-দিব্য-পরিচ্ছদৈঃ স্বয়মহো দেবং প্রতিক্রামতি।
ব্যক্তং রৌদ্ররসোঽয়মম্বুধিভুবঃ ক্রোধস্থ যৎ স্থায়িনো
ভুয়ানেব বিকার এষ বিদিতং বৈদগ্ধ্যমস্থাঃ পরম্ ॥

ইয়ং লক্ষ্মীদেবী। দিব্যপরিচ্ছদৈর্ভূষণাদিভিঃ। দেবং জগন্নাথদেবং। অম্বুধিভুবঃ লক্ষ্ম্যাঃ। অস্থাঃ লক্ষ্ম্যাঃ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—আমরা যে কথা বলিতেছিলাম সেই ভগবতী লক্ষ্মীদেবীর কোপ-প্রণয়-মহোৎসব উপস্থিত, অতএব ইহা আমাদের দেখিতে হইবে।

সকলে—হ্যাঁ হ্যাঁ। (এই বলিয়া দর্শনযোগ্য স্থানে গিয়া দাঁড়াইলেন) (৬৭)

(পুন নেপথ্যে জয় জয় ধ্বনি)

স্বরূপ—(দর্শন করিয়া) ভগবন্ !

৬০। মানের তো এমন রীতি কখনও দেখি নাই—অহো ইনি যে নিজের ঐশ্বর্য প্রকাশক নানা দিব্য পরিচ্ছেদে সজ্জিত হইয়া নিজেই কান্তের নিকট বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য অসিতেছেন। এই সমুদ্রকন্যা লক্ষ্মীর চিত্তের স্থায়িরতি ক্রোধই বিভাবাদির সাহায্যে পুষ্ট হইয়া রৌদ্রভক্তিরসরূপে প্রকাশিত হইতেছে,—বুঝিলাম এইটি ইঁহার একটি পরমবৈদগ্ধীলীলা।*

---

* ভক্তজন হৃদয়ে নিজোচিত বিভাবাদির সাহচার্যে পুষ্টিপ্রাপ্ত গৌণী ক্রোধরতিকেই রৌদ্রভক্তি-রস কহে। যথা—প্রেমপরীক্ষার্থ ঔদাসীন্য অবলম্বন করিলে শ্রীকৃষ্ণ হইতে রাধার মহাভয় দেখিয়া ললিতার ক্রোধ—'হে মেধাবিনী রাধে, অদ্য আমরা অন্তঃক্লেশে কলঙ্কিত হইয়া যমপুরীতেই যাইতেছি, তথাপি ইনি নানাবিধ বঞ্চনা-বচন-পটু হাস্য পরিত্যাগ করিলেন না। মহাকপটি এই গোপবধূ-কামুক কৃষ্ণে তোমার এত প্রেম হইল কি করিয়া?' এই ক্রোধ ত্রিবিধ—কোপ, মন্যু ও রোষ। শত্রুর প্রতি কোপ, বন্ধুর প্রতি মন্যু, স্ত্রীদের দয়িতের প্রতি রোষ হয়, অতএব আত্মরসে এই রোষ ব্যাভিচারিত্ব প্রাপ্তি করে। (জরতী ও সখীদের কোপ ও মন্যুর ন্যায় এই স্ত্রীদের রোষ স্থায়িভাব লাভ করে না।)

পুরীশ্বরঃ—স্বরূপ ! সত্যমেব, কিন্তু পশ্যতাং পুনরদ্ভুত এব রসঃ। তথা হি—

৬১। পতাকাভির্দেবী কলহমনু ভোগীন্দ্ররসনা-
সহস্রস্য দ্বাভ্যাং যুগপদিব লীঢ়া দশদিশঃ।
নভো বাপীহংসৈরিব মৃদুচলৈশ্চামরচয়ৈঃ।
সিতচ্ছত্রৈঃ ফুল্লদ্‌ধবলকমলৌঘৈরিব বৃতা ॥

অপি চ, ৬২। সুধূপানাং ধূমৈঃ প্রতিদিশমুদীর্ণৈরুপচিতে
ঘনৌঘে গম্ভীরং ধ্বনতি মুরজাদি-ব্যতিকরে।
বলাকানাং শ্রেণ্যামিব ধবল-সত্তোরণততৌ
চলন্ত্যামুন্মত্তা ইব দধতি লাস্যানি শিখিনঃ ॥ (৬৮)

অদ্বৈতঃ—৬৩। পুরো বারস্ত্রীভির্গুণবিজিত-রম্ভাপ্রভৃতিভি-
র্লসল্লীলালাস্যং মুহুরভিনয়ন্তীভিরভিতঃ
সমন্তাদ্দাসীভির্ব্যজনচয়-তাম্বূলপুটিকা-
মণিভৃঙ্গারাদি-গ্রহণচটুলাভিঃ পরিবৃতা ॥

দেবী লক্ষ্মীঃ। কলহমনু কলহং লক্ষীকৃত্য। বলাকানাং বকপঙ্ক্তীনাং ধবলেতি অর্থাৎ বিমানানাং। লাস্যানি নৃত্যানি। শিখিনঃ ময়ূরাঃ। (৬৮)
বারস্ত্রীভিঃ বারাঙ্গনাভিঃ সমন্তাৎ সর্বতোভাবে। পরিবৃতা লক্ষ্মীদেবী।

পুরীশ্বর—তাহা ঠিকই, কিন্তু দেখ এখন আবার অদ্ভুতরসের অবতারণা হইতেছে,—

৬১। ঐ যে দোলাপরি লক্ষ্মীদেবী বসিয়া আছেন, আর তাঁহার চতুর্দিকে পতাকাশ্রেণী সমুড্ডীন রহিয়াছে,—দেখিয়া মনে হয় যেন নাগরাজ দ্বিসহস্র জিহ্বা বিস্তার করিয়া দশদিক্ লেহন করিতেছে, মৃদু আন্দোলিত শ্বেত-চামরগুলি আকাশচারী হংসবলাকার ন্যায় মনে হইতেছে আর ঐ উপরে শ্বেতছত্র সকল প্রস্ফুটিত কমলশ্রেণীর ন্যায় শোভা পাইতেছে।

আরও, ৬২। সুগন্ধী ধূপের ধোঁয়ায় চারিদিক্ আচ্ছন্ন হইলে উহাকে মেঘ, ঢক্কা-ঢোল-কাহলাদি বাদ্যের গম্ভীর ধ্বনিকে মেঘগর্জন, এবং শ্বেত তোরণাবলীকে আকাশচারী বলাকাশ্রেণী মনে করিয়া ময়ূর মনের আনন্দে পেখম ধরিয়া উন্মত্তের ন্যায় নৃত্য করিতেছে। (৬৮)

অদ্বৈত—৬৩। ঐ দোলার সম্মুখে স্বর্গের মেনকা-রম্ভা প্রভৃতি হইতেও অধিক গুণবতী দেবদাসীগণ নানালীলার নৃত্য-অভিনয়ে দীপ্তি পাইতেছেন, আর লক্ষ্মীদেবীকে ঘিরিয়া চারিদিকে দাসীগণ ব্যজন, তাম্বূলপুটিকা

অপি চ, ৬৪। বিমানস্থ ম্লানীমিব বিদধতীং মুগ্ধমহসা
চতুর্দোলীং চামীকরমণিময়ীমুত্থিতবতী।
অতিক্রোধান্ধাপি স্ময় ভর-সমাভুগ্নহৃদয়া
পয়োধেঃ পুত্রীয়ং পিতৃজনিত-দর্পেব বলতে॥ (৬৯)

স্বরূপঃ—(সোপহাসম্) অহো মানবৈদগ্ধ্যমস্যাঃ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ—স্বরূপ ! কীদৃশং প্রণয়কোপবৈদগ্ধ্যম্ ?

স্বরূপঃ—যা যাদৃশী, তস্যাঃ খলু তথাবিধং বৈদগ্ধ্যম্।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ—তথাপি শৃণুমঃ

স্বরূপঃ—কদাচিৎ কৃতাপরাধে প্রণয়িনি শ্রীব্রজরাজকিশোরে সবিধমাগত্য সমুচিতং ব্যাহরতি সতি—

৬৫। কিং পাদান্তমুপৈষি নাস্মি কুপিতা নৈবাপরাদ্ধো ভবা-
ন্নির্হেতুর্ন হি জায়তে কৃতধিয়াং কোপোঽপরাধোঽথবা।
যোগ্যা এব হি ভোগ্যতাং দধতি তে তৎ কিং ময়াঽযোগ্যয়া
তেনাদ্যাবধি গোকুলেন্দ্রতনয় স্বাচ্ছন্দ্যমেবাস্তু তে॥

উত্থিতবতী লক্ষ্মীদেবী। (৬৯)

অস্যাঃ লক্ষ্মীদেব্যাঃ। যা প্রণয়িনী। সবিধং প্রণয়িনীনাং নিকটং। কিংপাদান্তমিতি শ্রীকৃষ্ণং প্রতি শ্রীরাধোক্তিঃ। কৃতধিয়াং বুদ্ধিমতাং। অযোগ্যয়া রাধয়া।

মণিভৃঙ্গারাদি হস্তে বিরাজিত রহিয়াছেন।

আরও ৬৪। অতি মুগ্ধা এই লক্ষ্মীদেবী জগন্নাথ-রথের ঐশ্বর্য পরাভবকারী এক স্বর্ণমণিময়ী চতুর্দোলায় আরোহন করিয়া চলিয়াছেন—ভঙ্গী দেখ-না, অতি ক্রোধান্ধ হইলেও কেমন গর্বভরে বুক ফুলাইয়া চলিয়াছেন—ইনি সমুদ্রকন্যা, তাই পিতার গর্বে গর্বিতা।

স্বরূপ—(উপহাসের স্বরে) অহো এ এক অদ্ভুত মানবৈদগ্ধী। (৬৯)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—স্বরূপ ! প্রনয়-মানবৈদগ্ধী কিরূপ ?

স্বরূপ—যা'র যাদৃশী প্রণয় তা'র সেইরূপ মানবৈদগ্ধী হয়।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—তথাপি শুনি।

স্বরূপ—নায়কশিরোরত্ন শ্রীব্রজরাজকিশোর কখনও প্রণয়িনী শ্রীরাধার নিকট ঐ অপরাধের সমুচিত ব্যবহার (পদধারনাদি) করিতে থাকিলে শ্রীরাধা বলেন—

৬৫। হে শ্যামসুন্দর পদতলে পড়িলে কেন,—আমি তো কুপিত হই নাই,

ইদং কোপবৈদগ্ধ্যম্, প্রকারান্তরঞ্চ ;

৬৬। দূরাদুত্থিতমন্তিকং ময়ি গতে পীঠং করেণার্পিতং
স্মিত্বা ভাষিণি ভাষিতং মৃদুসুধানিঃস্যন্দি মন্দং বচঃ।
আরূঢ়েঽর্ধমথাসনং প্রকটিতো হর্ষস্তয়াশ্লিষ্যতি
প্রত্যাশ্লিষ্টমবাময়ৈব মনসো বাম্যং তয়াবিষ্কৃতম্॥ ইতি। (৭০)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ—পূর্বতোঽপি সুরসমিদম্।

শ্রীবাসঃ—(সপরিহাসম্) গোপললনানাং ক্বেতাদৃশমৈশ্বর্যম্? ঐশ্বর্যং হি মদহেতুঃ।

৬৭। অস্যাঃ পশ্যত ভো মদস্য মহিমা দাসীকুলেনেশ্বরী-
গর্বোৎসেকমদোদ্ধুরেণ যদমী বদ্ধাঃ কটীরোধসি।

দূরাদুত্থিতেতি শ্রীকৃষ্ণোক্তিঃ। পীঠং কাষ্ঠনির্মিতাসনং। করেণার্পিতং মানিন্যা নায়িকয়া। ভাষিণি ময়ি শ্রীকৃষ্ণে। তয়া মানিন্যা নায়িকয়া। শ্লিষ্যতি ময়ি কৃষ্ণে॥ (৭০)

তুমিতো কই কোন অপরাধ কর নাই, নির্হেতুক কোনও বুদ্ধিমতীর কোপ কিম্বা অপরাধের ভাবনা হয় না।' যোগ্যা রমণীই তোমার সহিত বিহারে সমর্থা, আমার মত অযোগ্যাকে দিয়া তোমার কি প্রয়োজন, অতএব হে গোকুলেন্দ্রতনয় তুমি অদ্যাবধি স্বচ্ছন্দে অন্যত্র যাতায়ত করিতে পার। ইহাকেই মানবৈদগ্ধী বলে—ইহার অন্যরীতিও আছে, যথা—শ্রীকৃষ্ণ কহিতেছেন—

৬৬। দূর হইতে আমাকে দেখিয়াই সে উঠিয়া দাঁড়াইল, নিকটে গেলে বসিতে আসন দিল, আমি যখন হাসিয়া কথা বলিলাম তখন সে এমন মধুর উত্তর দিল যেন সুধাবরিষণ হইতেছে; তাহার অর্ধাসনে যখন বসিলাম তখন বাহে হর্ষ প্রকাশ করিল, আলিঙ্গন করিলে প্রতি-আলিঙ্গন করিল। এইরূপে বাহে বাম্যভাব গোপনের দ্বারাই সে তাহার অন্তরের বাম্যভাব প্রকাশ করিল। (৭০)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—পূর্ব হইতেও ইহা সুরস।

শ্রীবাস—(পরিহাসের সুরে) গোপললনাগণ এতাদৃশী ঐশ্বর্য কোথায় পাইবে? ঐশ্বর্য থাকিলেই না তাহার গর্ব হয়।

মুখ্যা এব জগৎপতেঃ পরিজনাঃ প্রত্যেকমাকর্ষতা
পাত্যন্তে স্ম নিজেশ্বরীপদপুরঃ প্রাপয্য চৌরা ইব ॥

ভৃত্যাপরাধে স্বামিনো দণ্ড ইত্যেব শ্রুতম্, ইদন্তু তদ্‌বিপরীতমেবেত্যহো অত্যদ্ভুতম্।

স্বরূপঃ—(শ্রীবাসং প্রতি) ভোঃ পণ্ডিত! পশ্য পশ্য তব দেব্যা বৈদগ্ধ্যম্ ;

৬৮। অচেতনস্যাস্য রথস্য কো বা, মন্তুঃ কথং তাড্যত এষ ভৃত্যৈঃ।
যাস্যামদূরেহহমিতীশ্বরেণ, প্রোক্তে কথং বাহশমি দীর্ঘকোপঃ?

শ্রীবাসঃ—স্বামিন্! ঈশ্বর্যা হীয়মেব রীতিঃ। (৭১)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ—শ্রীবাস! নারদত্বেন ভবান্ দ্বারকাবিলাসপ্রিয় এব, তেন তুভ্যমৈশ্বর্যাংশ এব রোচতে, স্বরূপস্য বৃন্দাবনপ্রিয়ত্বাৎ তথাবিধানন্দবৈদগ্ধ্যাংশ এব প্রেয়ান্।

অদ্বৈতঃ—ভগবন্!

৬৯। ভবৎপদাম্ভোরুহয়োরনুগ্রহা-,দস্মাদৃশামীদৃশমীদৃশং মহৎ।
বভূব সৌভাগ্যমহো মহোৎসবা, মূর্তা ইবামী বিবিশুর্দৃশোঃ পথি॥

অস্যাঃ লক্ষ্মীদেব্যাঃ। কটীরোধসি কটীতটে পুরঃ অগ্রে। মন্তুয়পরাধং। ঈশ্বরেণ জগন্নাথেন। প্রেয়ান্ প্রিয়তমঃ। ভূয়ঃ পুনঃ। (৭১) (৭২)

৬৭। দেখ দেখ ইঁহার মদমহিমা—ইঁহার দাসীগণ গর্বমদেমত্ত হইয়া জগন্নাথের প্রধান প্রধান পরিজনদেরও চোরের মত কটিতে বান্ধিয়া নিজ ঈশ্বরীর চরণ-প্রান্তে টানিয়া আনিয়া ফেলিতেছে। ভৃত্যের অপরাধে স্বামীর দণ্ড হয় ইহাই শুনিয়াছিলাম—এ দেখি এক বিপরীত—অহো অতি অদ্ভুতই বটে।

স্বরূপ—(শ্রীবাসের প্রতি) ওহে পণ্ডিত, দেখ দেখ তোমার দেবীর রসজ্ঞান।

৬৮। অচেতন এই রথের কি দোষ, ইহার ভৃত্যগণ রথকে তাড়না করিতেছে কেন? 'শীঘ্র নীলাচলে যাইব' জগন্নাথ এই কথা বলিলে অমনি আবার এই মহাক্রোধের উপশম হইল—ইহাই বা কিরূপ?

শ্রীবাস—স্বামী! ঈশ্বরের রীতি এইরূপই। (৭১)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—শ্রীবাস। তোমাতে নারদস্বভাব আছে বলিয়া তুমি অবশ্যই দ্বারকাবিলাসপ্রিয়, আর সেই জন্যই ঐশ্বর্যাংশই তোমার রুচিকর। কিন্তু বৃন্দাবনপ্রিয় স্বরূপের তথাবিধ আনন্দবৈদগ্ধী অংশই সর্বাধিক প্রিয়।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ—কিন্তে ভূয়ঃ প্রিয়মুপকরোমি ?　　(৭২)

অদ্বৈতঃ—কিং ভূয়ঃ প্রিয়মুপকরিষ্যসি ?

৭০। হেলাখেলায়িতেনাতনি কলিমথনং খ্যাপিতো ভক্তিযোগো
ব্যক্তিং তত্রাপি নীতঃ পরমসুনিভৃতঃ প্রেমনামা পদার্থঃ।
ক্বাপি ক্বাপি প্রকীর্ণা পুরুতর শুভগম্ভাবুকা ভাবুকানাং
তত্রাপ্যাভীরনারীমুকুটমণি-মহাভাব-বিত্তাহনবস্থা॥

অস্মাকন্তু,

৭১। ধর্মার্থকামেষু পরৈব কুৎসা, লিপ্সা ন মোক্ষস্য চ কর্হিচিন্নঃ।
এভিঃ সমস্তৈস্তব দেব লোকৈ-,র্লোকান্তরেহপ্যস্তু সহৈব বাসঃ॥

তত্র ভক্তিযোগে। তত্র ভবদ্ভিঃ। ইতি সর্বত্র যোজ্যং। অনবস্থা অকষ্ট প্রান্তত্বেন স্থিরীকৃতা। লিপ্সা বাঞ্ছা বাঞ্ছা লিপ্সা মনোরথ ইত্যমরঃ।　　(৭৩)

অদ্বৈত—ভগবন্।

৬৯। তোমর পদকমলের অনুগ্রহে আমাদের মত জনেরও এইরূপ এইরূপ মহাসৌভাগ্যের উদয় হইয়াছে—অহো এই সব মহোৎসব যেন মূর্তিমান্ হইয়া আমাদের নয়নপথের পথিক হইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—আর কি প্রিয়কার্য তোমার সাধন করিতে পারি ?　　(৭২)

অদ্বৈত—আর কি প্রিয়কার্য করিবে ?

৭০। হেলাখেলায় মহাবলবান্ কাল-কলিকে মন্থন করিয়াছ, এই বিশ্বভরিয়া ভক্তিযোগের মহিমা বিস্তার করিয়াছ, আর সেই ভক্তিযোগের পরিপক্ক অবস্থা পরমসুনিভৃত প্রেম নামক বস্তুকে যাহা তাহা বিতরণ করিয়াছ, আরও রসিক-সুজনের ভিতর গোপীকুলশিরোমণি শ্রীরাধার মহাভাব ধান্যরাশির মত ছড়াইয়াছ।

আমাদের তো,

৭১। ধর্ম-অর্থ-কামের নাম শুনিয়াই চিত্তে ঘৃণার উদ্রেক হয়, মোক্ষেও আমাদের কোন স্পৃহা নাই, কিন্তু ইহাই প্রর্থনা যেন মরিলেও তোমার এই সব পার্ষদ-বৃন্দ, আর যেখানে যত তোমার ভক্ত আছে সকলের সঙ্গে যেন আমার বাস হয়—ইঁহারা আমার প্রাণ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ—এবমেব, (৭৩)

৭২। বৃন্দারণ্যান্তরস্থঃ সরসবিলসিতেনাত্মনাত্মানমুচ্চৈ-
রানন্দস্যন্দবন্দীকৃত-মনসমুরীকৃত্য নিত্যপ্রমোদঃ।
বৃন্দারণ্যৈকনিষ্ঠান্ স্বরুচিসমতনূন্ কারয়িষ্যামি যুষ্মা-
নিত্যেবাস্তেহবশিষ্টং কিমপি মম মহৎ কর্ম তচ্চাতনিষ্যে॥

অপি চ, ৭৩। দাস্যে কেচন কেচন প্রণয়িনঃ সখ্যে ত এবোভয়ে
রাধামাধবনিষ্ঠয়া কতিপয়ে শ্রীদ্বারকাধীশিতুঃ।
সখ্যাদাবুভয়ত্র কেচন পরে যে বাবতারান্তরে
ময্যাবদ্ধহৃদোহখিলান্ বিতনবৈ বৃন্দাবনাসঙ্গিনঃ॥ (৭৪)

অদ্বৈতঃ—তথাস্তু,

৭৪। নিজেচ্ছয়া প্রাপয় যদ্‌যদেব, স্থলান্তরং নো বপুরন্তরং বা।
তবৈতদাশ্চর্য-চরিত্রমেব, জাতিস্মরা এব চিরং স্মরামঃ॥

নোহস্মান্। আশ্চর্য চরিত্রং শ্রীগৌররূপলীলাবৈচিত্র্যং।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—তথাস্তু— (৭৩)

৭২। আমার এই অভিলাষ যে বৃন্দাবনে যাইয়া রসময়মূর্তি প্রকট করিয়া, আর সেখানে তোমাদিগকে একমাত্র বৃন্দাবননিষ্ঠ আত্মসম তনু দান করিয়া,—সকলে একত্র মিলিয়া সেখানে উচ্ছলিত প্রেমসাগরে ভাসিব। এই অনির্বচনীয় মহৎ কর্মটিই আমার একমাত্র অবশিষ্ট আছে, শীঘ্রই তাহাও সম্পন্ন করিব। আরও,

৭৩। ভক্তগণের মধ্যে কেহ দাস্য কেহ সখ্য ভাবাপন্ন, ইঁহাদের মধ্যে আবার কেহ রাধামাধবনিষ্ঠ কেহ বা দ্বারকাধীশনিষ্ঠ আবার অন্য কেহ কেহ রাম-নৃসিংহাদি অন্য অবতারনিষ্ঠ ; যে যাহাই হউক আমি এই অখিল জনকেই আমার শ্রীচরণে আকর্ষণ করিয়া প্রীতিরজ্জুদ্বারা বাঁধিয়া রাখিব, আর বৃন্দাবনাসক্তিভাব দান করিব। (৭৪)

অদ্বৈত—তথাস্তু,

৭৪। আমার এই প্রার্থনা—তুমি নিজ ইচ্ছায় যেই যেই স্থানান্তর বা দেহান্তর প্রাপ্তি করাইবে তাহাতেই যেন জাতিস্মর হইয়া চিরকালই তোমার এই আশ্চর্য লীলা স্মরণ করিতে পারি।

তথাপীদমস্তু,

৭৫। আকল্পং কবয়ন্তু নাম কবয়ো যুষ্মদ্বিলাসাবলীং
তামেবাভিনয়ন্তু নর্তকগণাঃ শৃণ্বন্তু পশ্যন্তু তাম্।
সন্তো মৎসরতাং ত্যজন্তু কুজনাঃ সন্তোষবন্তঃ সদা
সন্তু ক্ষৌণিভুজো ভবচ্চরণয়োর্ভক্ত্যা প্রজাঃ পান্তু চ ॥

ভগবান্—তথৈবাস্তু।

(ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে) (৭৫)

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ে মহামহোৎসবো নাম দশমোঽঙ্কঃ ॥১০॥

—০—

১। যস্যোচ্ছিষ্টপ্রসাদয়মজনি মম প্রৌঢ়িমা কাব্যরূপী
বাগ্দেব্যা যঃ কৃতার্থীকৃত ইহ সময়োৎকীর্ত্য তস্যাবতারম্।
যৎ কর্তব্যং ময়ৈতৎ কৃতমিহ সুধিয়ো যেঽনুরজ্যন্তি তেঽমী
শৃণ্বন্ত্বন্যান্নমামশ্চরিতমিদমমী কল্পিতং নো বিদন্তু ॥

আকল্পং কল্পপর্য্যন্তং। কবয়ন্তু কবিং কুর্বন্তু। (৭৫)

আরও কিছু প্রার্থনা আছে—

৭৫। পৃথিবীতে যত যত কবি আছে তাঁহারা সকলেই চিরকাল তোমার বিলাসাবলী বর্ণন, যত নট আছে তাঁহারা তাহাই অভিনয়, আর যত রসজ্ঞভক্ত আছে তাঁহারা ইহার শ্রবণ-দর্শনে ও কুজনগণ মৎসরতা ছারিয়া ইহার অনুমোদনে সদা আনন্দসাগরে ভাসুক, আর রাজন্যবর্গ তোমার শ্রীচরণ আশ্রয় করিয়া সুখে রাজ্যপালন করিতে থাকুক।

ভগবান্—তথাস্তু (৭৫)

(সকলের প্রস্থান)

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ে মহামহোৎসব নামক দশম অঙ্ক ॥১০॥

—০—

(১) যাঁহার উচ্ছিষ্ট প্রসাদে আমার কাব্য রচনার এই প্রতিভা,—বুঝি-বা স্বয়ং সরস্বতীই আমার মুখে কথা কহিতেছেন, সেই গৌরসুন্দরের লীলা এই রঙ্গমঞ্চে সুখে বর্ণনা করিলাম। আমার কর্তব্য আমি করিলাম। এই গৌর-লীলামৃতে যাঁহাদের অনুরাগ তাঁহারা সুমেধা—এই সুমেধাগণ এই মধুর লীলা শ্রবণ করিতে থাকুন। ইহা সত্য ঘটনা, মনে করিবেন না, ইহা কিছু কল্পনা। ইহাতে যাঁহাদের রতি নাই তাঁহাদিগকে দূর হইতে নমস্কার।

২। শ্রীচৈতন্যকথা যথামতি যথাদৃষ্টং যথাকর্ণিতং
জগ্রন্থে কিয়তী তদীয়কৃপয়া বালেন যেয়ং ময়া।
এতাং তৎপ্রিয়মণ্ডলে শিব শিব স্মৃত্যেকশেষং গতে
কো জানাতু শৃণোতু কস্তদনয়া কৃষ্ণঃ স্বয়ং প্রীয়তাম্ ॥

৩। দৃষ্টা ভাগবতাঃ কৃপাপ্যুপগতা তেষাং স্থিতং তেষু চ
জ্ঞাতং বস্তু বিনিশ্চিতঞ্চ কিয়তা প্রেম্ণাপি তত্রাসিতম।
জীবদ্ভির্ন মৃতং মৃতৈর্যদি পুনর্মর্ত্তব্যমস্মদ্বিধৈ-
রুৎপত্ত্যৈব ন কিং মৃতং বত বিধে বামায় তুভ্যং নমঃ ॥

৪। শাকে চতুর্দশশতে রবিবাজিযুক্তে,
গৌরো হরির্ধরণিমণ্ডল আবিরাসীৎ।
তস্মিংশ্চতুর্নবতিভাজি তদীয়লীলা-,
গ্রন্থোঽয়মাবিরভবৎ কতমস্য বক্ত্রাৎ ॥

সমাপ্তমিদং শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ং নাম নাটকম্ ॥

---

(২) অতি বিস্তার শ্রীচৈতন্যকথামৃত যেমন দেখিলাম বা শুনিলাম তাহার কিঞ্চিৎ অজ্ঞান বালক আমি তাঁ'র কৃপাবলে এই গ্রন্থে বর্ণন করিলাম। লীলাসাক্ষী গৌরের প্রিয় পার্ষদগণ হায় হায় একে একে সকলেই অন্তর্ধান করিয়াছেন এখন আর কে-বা এই বর্ণনার সত্য-মিথ্যা বিচার করিবে। অতএব হে সর্বজ্ঞ-শিরোমণি গৌরকৃষ্ণ, যদি এই লীলাবর্ণন সত্য হয়, তুমি নিজেই প্রীত হও।

(৩) শ্রীচৈতন্যের প্রিয় সঙ্গী মহা মহা ভাগবতগণকে সাক্ষাতে দেখিয়াছি, এ অভাগার প্রতি তাঁহারা কৃপাও অনেক করিয়াছেন। তাঁহাদের সহিত একত্র বাস করিয়াছি, তাঁহাদের নিকট হইতে তত্ত্ববস্তু জানিয়াছি, কিছু দৃঢ়-নিশ্চয় করিয়াছি—এইভাবে তখন প্রেমসাগারে ডুবিয়াছিলাম। এখন সেই সব ভাগবতগণকে না দেখিয়া আমি জীবন্মৃত ;—এই অভাগার মৃত্যু হইল না কেন? আরে বিধাতা, তুমি আমাদের প্রতি বাম,—মৃত্যু যদি হইবে তবে জন্মিয়াই মরিলাম না কেন, এখন বাঁচিয়া থাকিয়া শুধু ক্ষণে ক্ষণে দুঃখ পাইতেছি—বিধি তোমাকে নমস্কার।

(৪) চৌদ্দশত সাত শকে গৌরহরি নবদ্বীপে আবির্ভূত হইলেন, আর চৌদ্দশত চুরানব্বই শকে আমার মুখে এই গ্রন্থ প্রকট হইল।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নামক এই নাটক সমাপ্ত হইল।

—:*:—

পূর্ব-প্রকাশিত গ্রন্থ সম্বন্ধে

অভিমত

শাস্ত্রৈকপ্রাণ ভজনানন্দী রসবিদ্ পণ্ডিত শ্রীমৎদীনশরণ বাবাজী মহারাজ শ্রীবৃন্দাবন।

(১) **শ্রীগৌরকরুণাচন্দ্রিকা-কণা** (২) **শ্রীচৈতন্যশিক্ষাষ্টক** (৩) **শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ঃ**

***গ্রন্থগুলি পাইয়া এবং পাঠ করিয়া প্রচুর আনন্দ-আস্বাদন এবং উপকার লাভ করিয়াছি। এই সব গ্রন্থে গুহ মহাশয়ের পাণ্ডিত্য, সহৃদয়ত্ব এবং অনুভবশক্তি প্রচুরভাবে প্রকটিত হইয়াছে। আমি এই সব গ্রন্থের বহুল প্রচার সর্বান্তঃকরণে কামনা করি। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র বাবু সুদীর্ঘজীবন লাভ করিয়া এই জাতীয় ভক্তিশাস্ত্র এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যদের গ্রন্থাদি প্রকাশ এবং প্রচার করেন ইহা ইচ্ছা করি। এই শুভকার্যে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর নির্হেতু কৃপা তাঁহার সম্বল এবং সহায় হউক এই প্রার্থনা।

ভজনানন্দী রসবিদ্ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীমৎপ্রেমানন্দদাস ভক্তি-শাস্ত্রী বাবাজী মহারাজ, শ্রীবৃন্দাবন।

(১) **শ্রীগৌরকরুণাচন্দ্রিকা-কণাঃ**—শ্রীমণীন্দ্রনাথ গুহের দ্বারা বিরচিত শ্রীগৌরকরুণা-চন্দ্রিকাকণা গ্রন্থখানার বহুস্থান গ্রন্থকার আমাকে নিজে পাঠ করিয়া শুনাইয়াছেন—আস্বাদনে আমি প্রচুর আনন্দ লাভ করিয়াছি। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি আকরগ্রন্থের সম্পূর্ণ আনুগত্যে সহজ সরল ভাষায় সর্বজন বোধ্যভাবে এই গ্রন্থখানা লিখিত। কোমল লীলাকথার অন্তরালে তত্ত্বসিদ্ধান্ত-গুলি অতি সুকৌশলে সজ্জিত হইয়াছে এই গ্রন্থে। তত্ত্বসিদ্ধান্ত আলোচনায় সর্বত্রই গোস্বামিগণের অক্ষরের অনুসরণ করা হইয়াছে, এবং ফুটনোটে তাহার উদ্ধৃতির দ্বারা মূল বক্তব্য বিষয়কে সুদৃঢ়রূপে স্থাপিত করা হইয়াছে এই গ্রন্থে।

এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

(২) **শ্রীচৈতন্যশিক্ষাষ্টকঃ** শ্রীমণীন্দ্রনাথ গুহ সম্পাদিত শ্রীচৈতন্যশিক্ষাষ্টক গ্রন্থখানা পাঠে পরম আনন্দ লাভ করিলাম। শ্রীগৌরহরির মুখ-নিঃসৃত এই আটটি শ্লোকের ভিতরে গৌড়ীয়বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের জ্ঞাতব্য সাধ্য-সাধনতত্ত্ব সব কিছু সূত্ররূপে নিহিত আছে।

সম্পাদক মহাশয় তাঁহার ভাষ্যে যে আলোচনা করিয়াছেন তাহা সুসিদ্ধান্তপূর্ণ

হইয়াছে। সর্বত্র গোস্বামিগণের অক্ষরের প্রমাণ-প্রয়োগ সংযোগে মূল বক্তব্য বিষয় দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হইয়াছে।

গ্রন্থের ভাষা সুখবোধ্য ও প্রাঞ্জল। আশা করি এই গ্রন্থের প্রচারে জগতের মঙ্গল হইবে।

(৩) শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ঃ গৌড়ীয়বৈষ্ণব সমাজের অবশ্য পাঠ্য এই গ্রন্থখানির একটি ভাল সংস্করণের বিশেষ অভাব বোধ করিতেছিলাম। এই গ্রন্থের প্রকাশে সেই অভাব পূরণ হইল।

অনুবাদ সর্বত্র আক্ষরিক হওয়াতে সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ পাঠকগণের মূলের রসাস্বাদন যথাযথ লাভের সুযোগ হইল। উপরন্তু অর্থপ্রকাশের প্রয়োজনে গ্রন্থের বহুস্থানে ফুটনোটে সম্পাদক যে আলোচনা করিয়াছেন তাহা সুসিদ্ধান্ত-পূর্ণ হইয়াছে।

বহু প্রাচীন গ্রন্থের প্রমাণ-প্রয়োগ সংযোগে শ্রীপ্রবোধানন্দের চরিত্রের উপর গ্রন্থকার যে আলোকপাত করিয়াছেন তাহাতে এইবার পূর্বেকার বহু সংশয়-সন্দেহের অবসান হইবে আশা করি।

যুগান্তর ৯।১।৭২ তারিখ

১। শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্, ২। শ্রীগৌর-করুণা-চন্দ্রিকা-কণা, ৩। শ্রীশ্রীচৈতন্যশিক্ষাষ্টকঃ শ্রীমণীন্দ্রনাথ গুহ। প্রকাশিকাঃ শ্রীসাবিত্রী গুহ, শ্রীকানুকুঞ্জ, ঠাকুর নিত্যগোপাল রোড, পানিহাটী।

লেখক আলোচ্য তিনখানি গ্রন্থের আগে 'শ্রীমাধব-মাধুর্য-মঞ্জুষা' নামে আর একখানি গ্রন্থ রচনা করে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছেন। আলোচ্য গ্রন্থ তিনটিও তার সেই খ্যাতিকে আরও সুপ্রতিষ্ঠিত করবে তাতে সন্দেহ নেই। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের উর্দ্ধতন পদে একদা যিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন তিনি এখন বৈষয়িক জগৎ থেকে বিদায় নিয়ে আধ্যাত্মিক বিষয়ে নিজের মনপ্রাণ সমর্পণ করে তাতেই নিমগ্ন রয়েছেন। এই পথে চলতে গিয়ে গৌড়ীয় মতের অনুসরণে নিজের আধ্যাত্মিক জীবনচর্যায় তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্ব ও সাধনা সম্বন্ধে বিখ্যাত আচার্যদের রচিত গ্রন্থাবলী শুধু বিশ্লেষণী বুদ্ধি ও চিন্তা দিয়েই নয়, নিজের জীবনের অকপট অনুভবের দিব্য আলোতে যে নিয়ত আস্বাদ করেছেন তারই ফসল স্বরূপ তিনি একের পর এক অনেক রচনা সাধারণের হাতে তুলে দিচ্ছেন।

তাঁর গভীর প্রজ্ঞা, অনুভব, ও নিরন্তর চর্চা গ্রন্থগুলিকে আধ্যাত্মিক বা ধর্ম সম্বন্ধীয় আগ্রহীদের মন তো আকর্ষণ করবেই। কিন্তু আজকাল গৌড়ীয় বৈষ্ণব মত, দর্শন এবং ষড়গোস্বামীর রচিত নানা গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে সাধারণ পাঠক মহলে, ছাত্রমহলে, গবেষক মহলে বিশেষ আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। ঐ সব আকর গ্রন্থ কিন্তু সুবোধ্য সুলিখিত ও সংক্ষিপ্ত আকারে তেমন পাওয়া যায় না। লেখক আলোচ্য গ্রন্থগুলিতে ঐ বিখ্যাত আকর গ্রন্থগুলিরই তত্ত্বগত ও রসগত বিষয়গুলিকে প্রসঙ্গক্রমে অতি সহজ ও মনোজ্ঞভাবে উপস্থাপিত করে বিশেষ উপকার করেছেন। শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীর সংস্কৃতে রচিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ গ্রন্থের সুলিখিত অনুবাদেই হোক, আর শ্রীচৈতন্যের জীবনী কিংবা তাঁর বিখ্যাত শিক্ষাষ্টক সম্বন্ধে রচনাতেই হোক, সর্বত্র তিনি আকর গ্রন্থগুলি সম্বন্ধে নিজের নিবিড় পরিচয়, রসানুভূতি এবং একটি দিব্য-চেতনার পরিচয় রেখেছেন। তাঁর এই সব গ্রন্থ ভক্ত, জ্ঞানী, সাধু, পণ্ডিতজনের সঙ্গে এই সব ব্যাপারে আগ্রহযুক্ত সাধারণ পাঠকদেরও অনেক প্রয়োজন যে মেটাবে তাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীমাধব-মাধুর্য-মঞ্জুষা সম্বন্ধে অভিমত

(প্রণেতা—শ্রীমণীন্দ্রনাথ গুহ)

শ্রীবৃন্দাবনবাসী পণ্ডিতপ্রবর শ্রীমৎ **প্রেমানন্দ দাস** ভক্তিশাস্ত্রী বাবাজী মহারাজ :

* * * এই গ্রন্থের প্রকাশে চিন্ময় রসসাহিত্যের ভাণ্ডারে নূতন আর একটি অমূল্যরত্নের সমাহার হইল। * * *

শ্রীবৃন্দাবনবাসী পণ্ডিতপ্রবর শ্রীমৎ **দীনশরণ দাস** বাবাজী মহারাজ :

* * * শ্রীমাধব-মাধুর্য-মঞ্জুষা একখানি অতি উপাদেয় গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি পড়িয়া অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছি। * * *

বৈষ্ণবাচার্য শ্রীল **নৃসিংহ বল্লভ গোস্বামী**

বেদান্তশাস্ত্রী, শ্রীবৃন্দাবন :

* * * মধুর শ্রীবৃন্দাবিপিন মাধুরী পরিবেশনে আপনি যে কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা সত্যই অনবদ্য। আপনার রচনাশৈলীর বৈশিষ্ট্যে প্রতিপাদ্য বিষয়ের আলোচনা নিজ গাম্ভীর্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সরস এবং সরল ভাষায় অভিব্যক্ত হওয়ায় গ্রন্থের উপাদেয়তা বিশেষভাবে বর্ধিত হইয়াছে।

শাস্ত্রীয় প্রমানরাজির দ্বারা সমুজ্জ্বল গ্রন্থখানি আপনার বিপুল অভিজ্ঞতা ও অধ্যবসায়ের পরিচায়ক। * * *

প্রেমিক-ভক্ত **ডাঃ নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত** মহাশয়ের প্রবর্তিত **'ট্রুথ'** সাপ্তাহিক পত্রিকা—ফেব্রুয়ারী ১৯৭০

***As its name implies it is a book about Sri Krishna Madhurya Leela and the philosophy behind it.

The author was so absorbed in Radha Krishna Leela and Braja Madhurya that he an engineer who had reached the highest rungs of the official ladder, resigned his service and is living in seclusion in Vrindaban.

His treatment of the theme of Radha Krishna Prem is characterised by deep affection reverence and devotion and he has described the philosophy of Radha Krishna love with consummate skill.

We are.sure this book will receive the appreciation it so richly deserves.

Amrita Bazar Patrika, Calcut a—18. 1. 70.

"The beauty and grandeur of Radha Krishna worship has been interpreted in this book with utmost care and devotion. The learned author has gleaned Materials from authentic source-books * * * and his w y of introducing delicate philosophical propositions is lucid, literary and marked by a distinctive style. The book will prove highly useful to discerning scholars and inquisitive devotees alike."

যুগান্তর সাময়িকী—২১-১২-৬৯

রাধাকৃষ্ণ লীলা মাধুর্যের তত্ত্ববস্তু এই বইয়ে অনুপম ভাষায় ব্যাখ্যাত হয়েছে। নারদ-পঞ্চরাত্র, উজ্জ্বলনীলমণি, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি আকর গ্রন্থ থেকে সুধী গ্রন্থকার বিবিধ জ্ঞানগর্ভ তথ্য আহরণ করেছেন এবং তা ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন তাঁর সুন্দর সাবলীল ভঙ্গীতে। ভক্তি-সাহিত্য রূপে বইটি রসিক সমাজে অবশ্যই সমাদৃত হবে।